সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাবলী—৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৮২

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির, কলিকাতা
আষাঢ় ১৩৪২

প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টের নির্ঘণ্ট

শিক্ষা ... — ৩—১৮

শ্রীরামপুর কলেজ ... ৩
কাশী সংস্কৃত কলেজ ... ৪
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ... ৬
হিন্দুকলেজ ... ৮
সভা-সমিতি ... ১০
স্ত্রীশিক্ষা ... ১৩
পণ্ডিতদের কথা ... ১৪
বিবিধ ... ১৬

সাহিত্য ... — ১৯—৩০

সাহিত্য ও ভাষা ... ১৯
নূতন পুস্তক ... ২০
সাময়িক পত্র ... ২৬
বিবিধ ... ৩০

সমাজ ... — ৩১—১২৫

নৈতিক অবস্থা ... ৩১
আমোদ-প্রমোদ ... ৪৯
জনহিতকর অনুষ্ঠান ... ৫১
আর্থিক অবস্থা ... ৫৫
শাসন ... ৭৯
স্বাস্থ্য ... ৯০
সম্ভ্রান্ত লোক ... ৯৯

ধর্ম্ম ... — ১২৬—১৬০

ধর্ম্মকৃত্য ... ১২৬
ধর্ম্মব্যবস্থা ... ১৫১
ধর্ম্মস্থান ... ১৫২
ধর্ম্মসভা ... ১৫৬
বিবিধ ... ১৫৮

বিবিধ ... — ১৬১—১৯০

লটারি ... ১৬১
রাস্তাঘাট ... ১৬১
বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত ... ১৭৪
নানা সম্প্রদায়ের কথা ... ১৮১
নানা কথা ... ১৮৩

দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টের নির্ঘণ্ট

শিক্ষা ... — **১৯৩—২৪৩**

- সংস্কৃত কলেজ ... ১৯৩
- হিন্দুকলেজ ... ১৯৪
- মেডিক্যাল কলেজ ... ২০৩
- কলিকাতার স্কুল ... ২০৪
- হুগলী কলেজ ... ২০৮
- মফস্বলের স্কুল ... ২০৯
- স্ত্রীশিক্ষা ... ২২১
- পুস্তকালয় ... ২২৮
- পণ্ডিতদের কথা ... ২৩১
- শিক্ষা-সম্বন্ধে নানা কথা ... ২৩৫

সাহিত্য ... — **২৪৪—২৬৬**

- পুস্তক ... ২৪৪
- সাময়িক পত্র ... ২৪৯
- অক্ষর-সমস্যা ... ২৫৪
- ভাষা-সমস্যা ... ২৬২

সমাজ ... — **২৬৭—৩৬৬**

- নৈতিক অবস্থা ... ২৬৭
- আমোদ-প্রমোদ ... ২৭৬
- জনহিতকর অনুষ্ঠান ... ২৭৭
- আর্থিক অবস্থা ... ২৮৬
- শাসন ... ৩০৪
- স্বাস্থ্য ... ৩২১
- সম্ভ্রান্ত লোক ... ৩২৫

ধর্ম্ম ... — **৩৬৭—৪১১**

- ধর্ম্মকৃত্য ... ৩৬৭
- ধর্ম্মব্যবস্থা ... ৩৮১
- ধর্ম্মস্থান ... ৩৮৩
- ধর্ম্মসভা ... ৩৯১

বিবিধ ... — **৪১২—৪১৯**

- রাস্তাঘাট ... ৪০৯
- নানা কথা ... ৪১৬

‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে’ সেকালের কথা ... **৪২০**

ভূমিকা

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ড প্রকাশের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-ভাণ্ডারে গচ্ছিত অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতিভাণ্ডারের সঞ্চিত সুদ ১৭৭৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে, ইহার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উক্ত স্মৃতিভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ ডক্টর শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এই পুস্তকের মুদ্রণের সাহায্যার্থ পঁচিশ টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত উভয় প্রকার অর্থ সংগ্রহে পরিষদের অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় উদ্যোগী হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা পরিষদের পক্ষ হইতে আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সঙ্কলনকর্ত্তা ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থের তিন খণ্ডের সর্ব্বস্বত্ব পরিষদকে দান করিয়াছেন। এই তিন খণ্ড গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য সম্পাদকের পারিশ্রমিক হিসাবে অন্যূন ছয় শত টাকা ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রাপ্য হইয়াছিল, তিনি পরিষদকে এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়াছেন। এমন কি এই পুস্তকের এক খণ্ডের সঙ্কলনকালে নকল করিবার খরচ বাবদ পরিষদের নিকট তাঁহার পঁচিশ টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল; তিনি ঐ অর্থ না লইয়া উহা দ্বারা পরিষদ্-গ্রন্থাগারের দুইটি আলমারি খরিদ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পরিষদের আর্থিক অসচ্ছলতার সময়ে ব্রজেন্দ্রবাবুর এইরূপ পরিষৎ-প্রীতির উল্লেখ না করিলে পরিষদের পক্ষে ইহা অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হইবে মনে করিয়া আমি এই কয়েকটি কথার অবতারণা করিলাম।

আষাঢ়
১৩৪২ বঙ্গাব্দ

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র
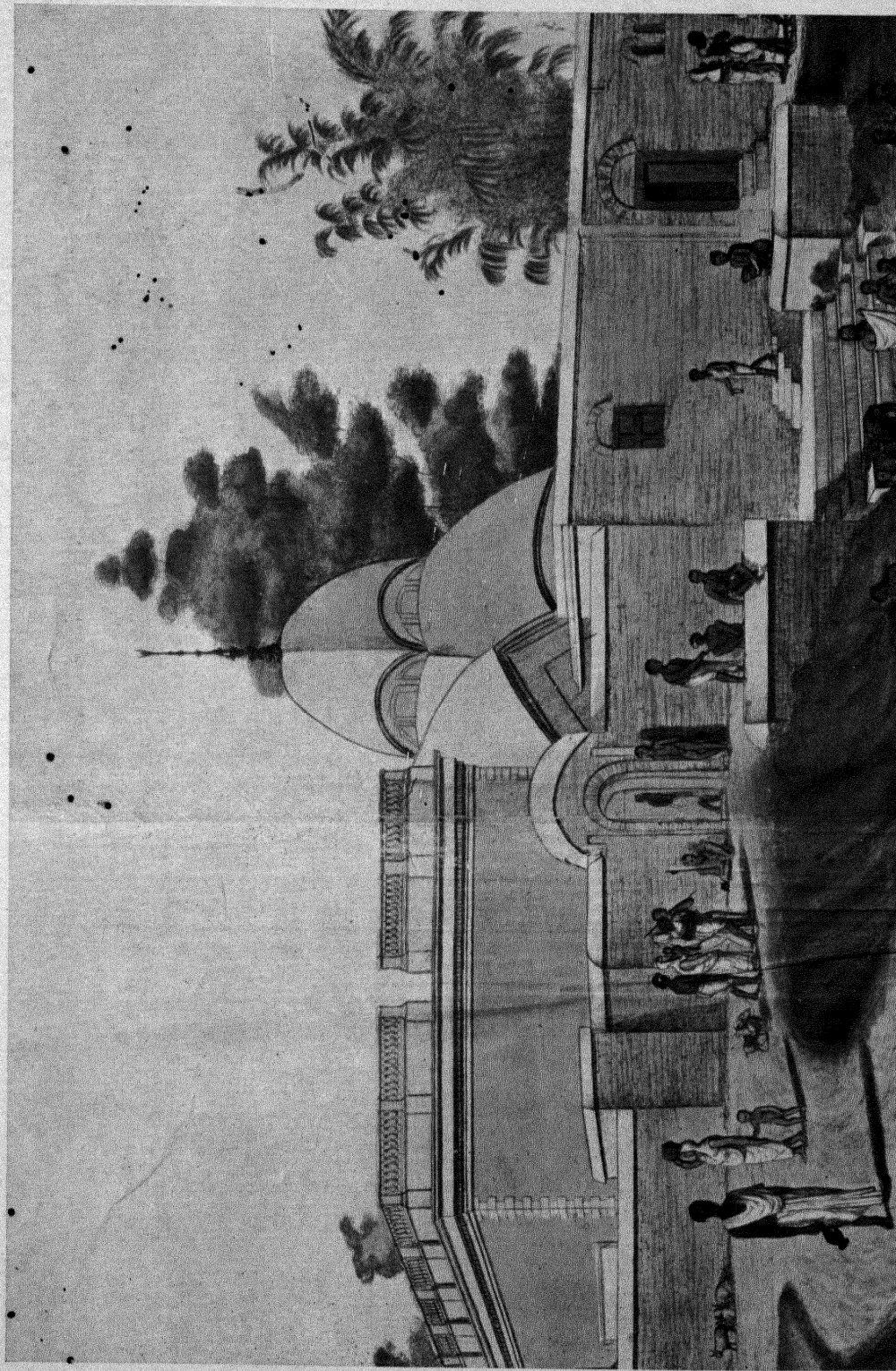
ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র

চড়কপূজা

ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র

নীলের পূজা
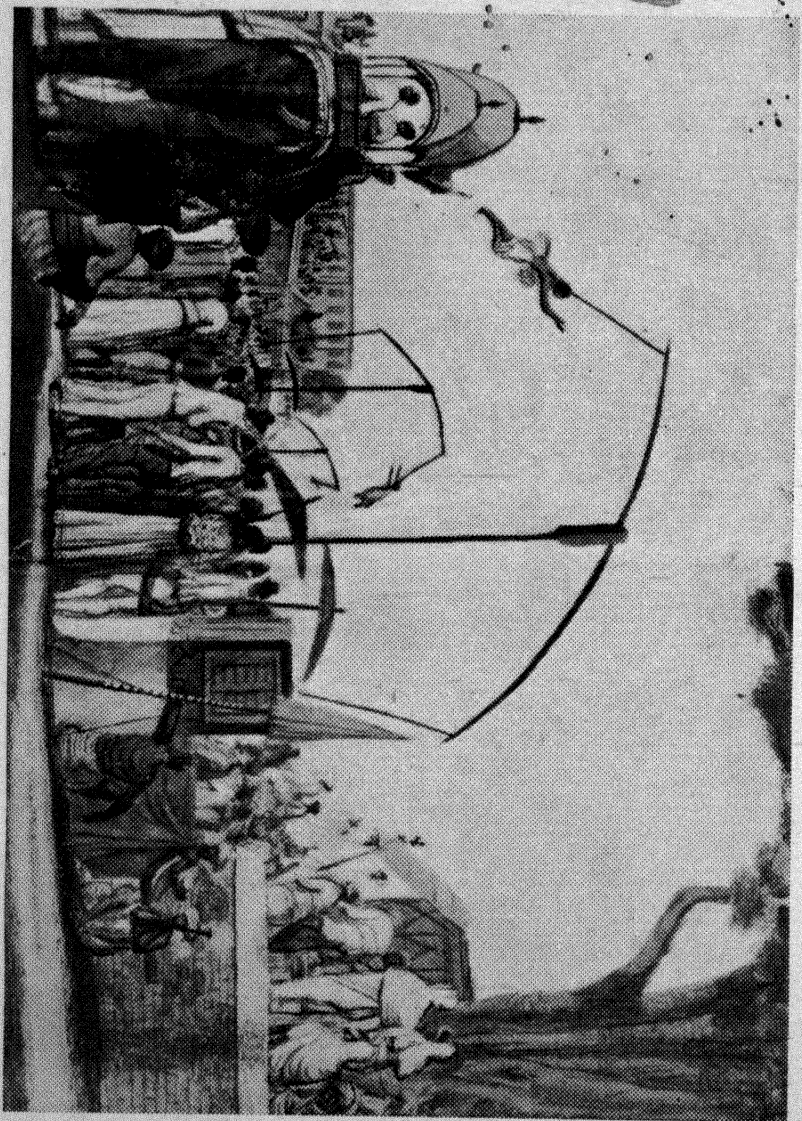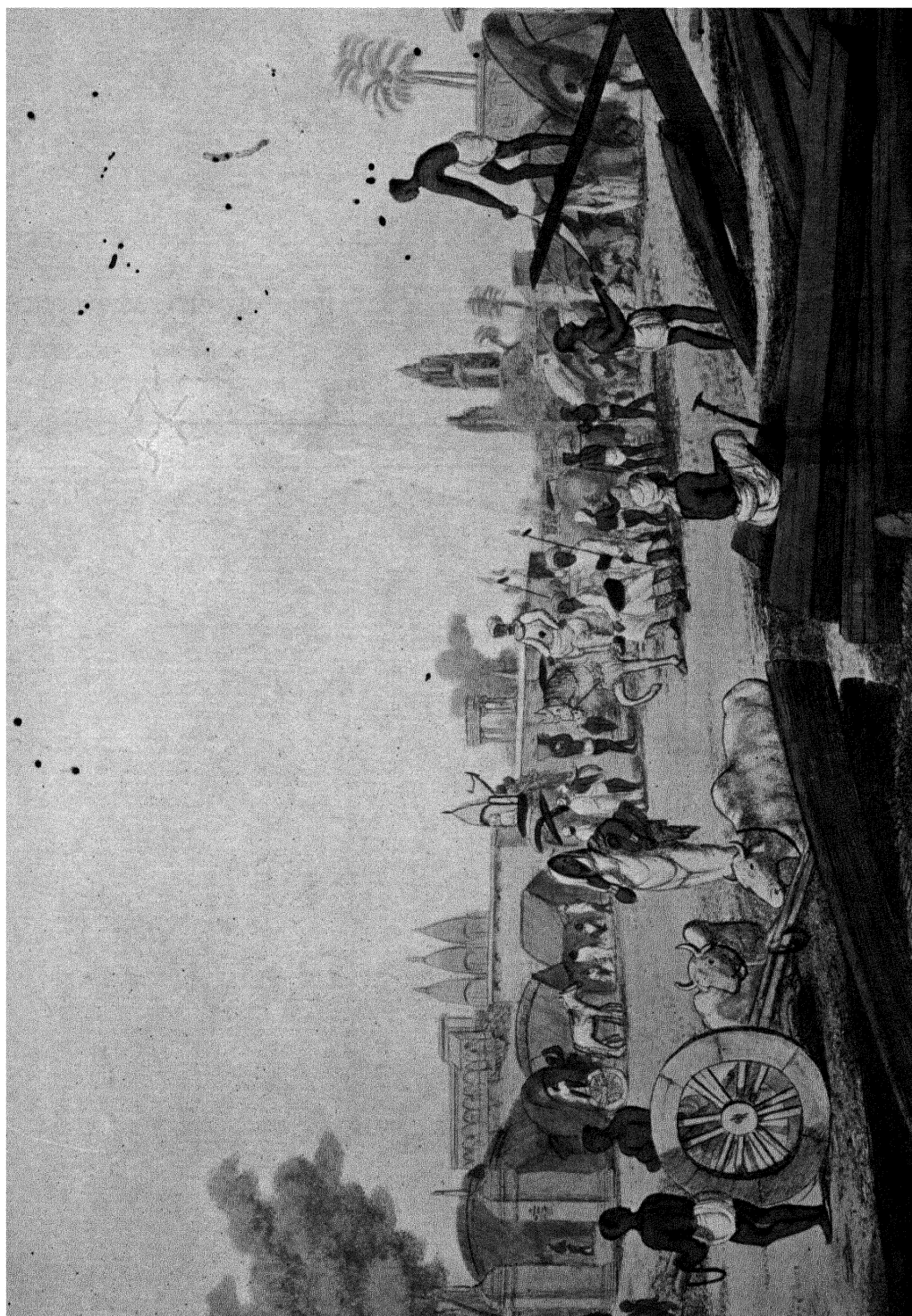
ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র

গঙ্গাবক্ষে
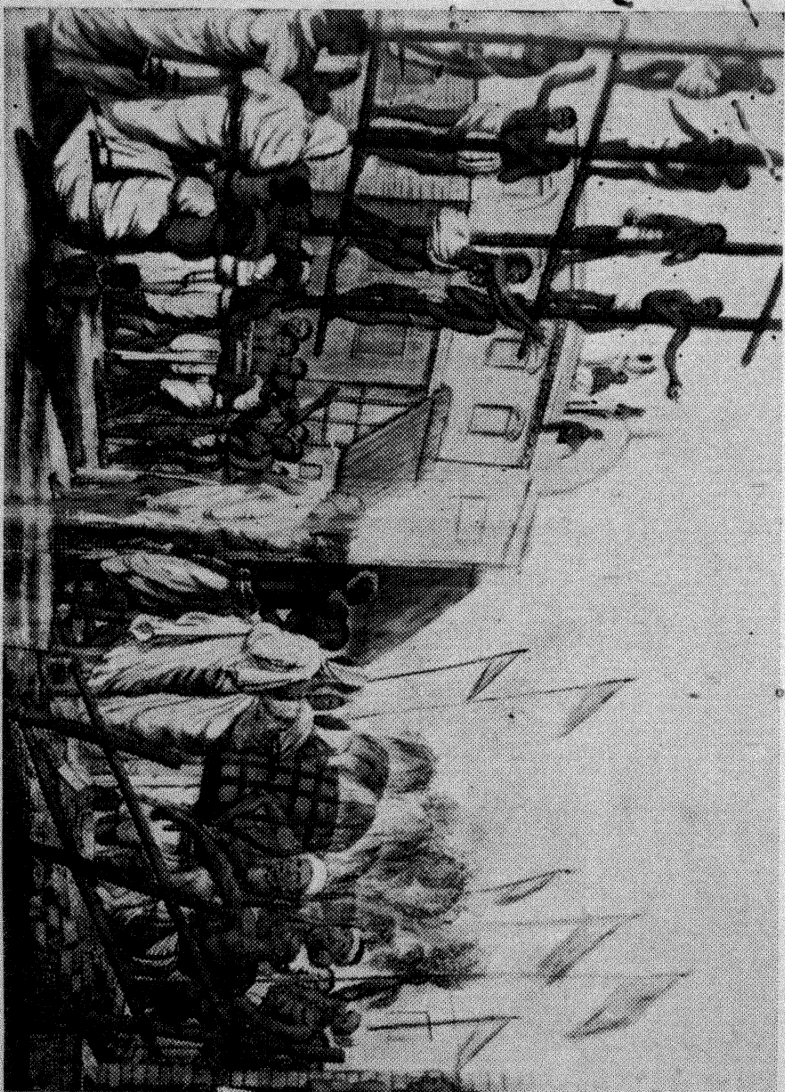
ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র

বটি ঝাপ

ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র

সাপুড়িয়া

ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার চিত্র

সারেঙ্গী
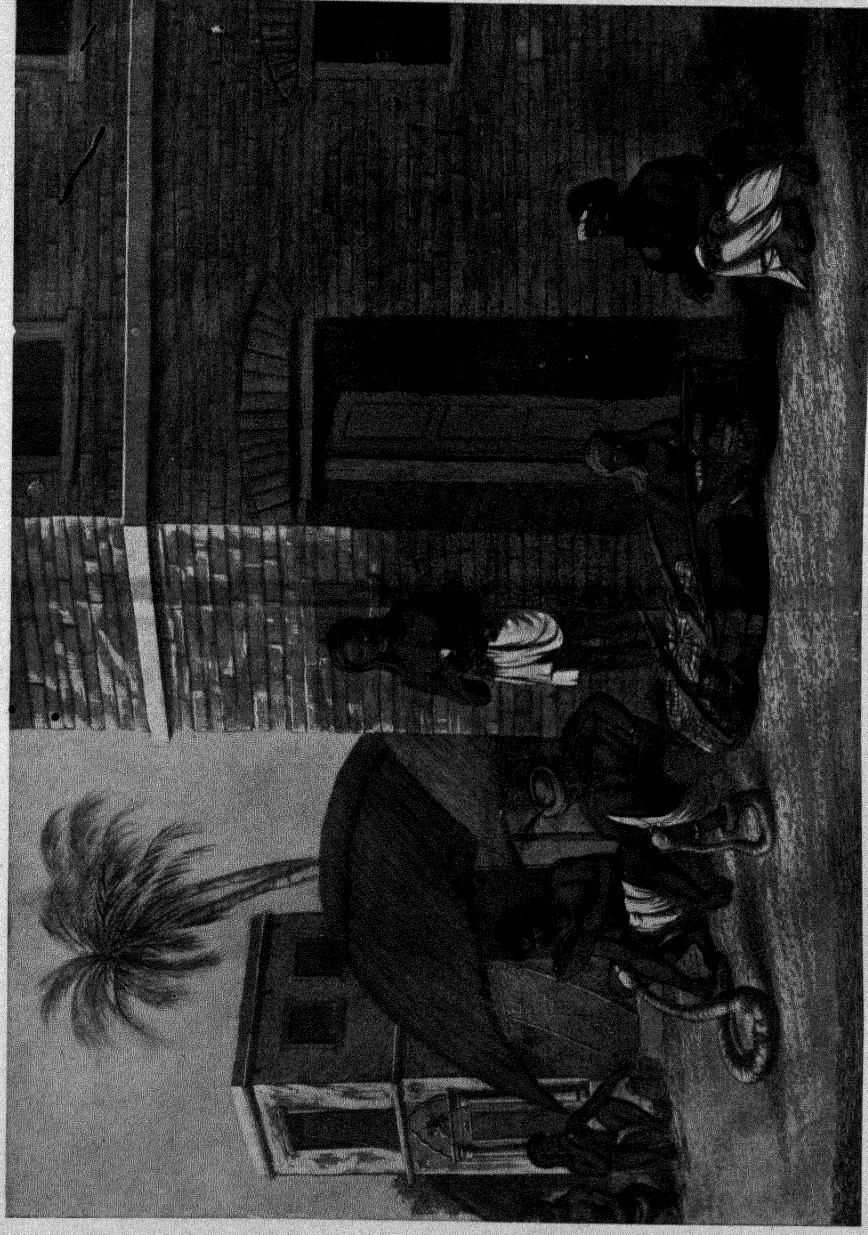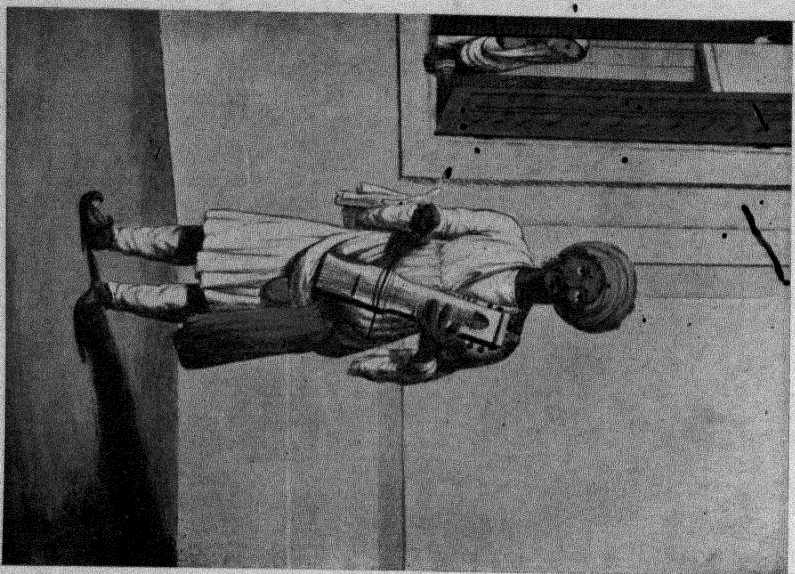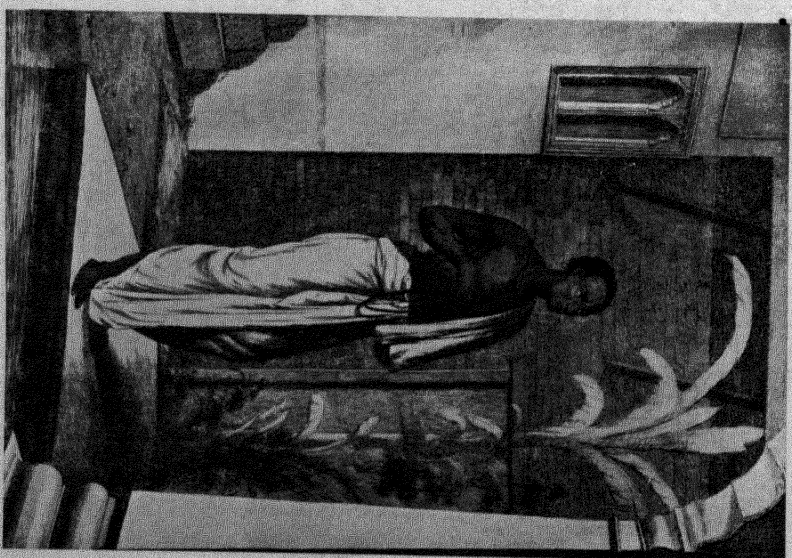
সম্ভ্রান্ত হিন্দু

নিবেদন

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব-প্রকাশিত খণ্ড দুইটির পরিশিষ্ট বলিলেই সঙ্গত হইবে; কারণ কলেবরবৃদ্ধিহেতু প্রথম দুই খণ্ডে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলন করা সম্ভব হয় নাই, বর্ত্তমান খণ্ডে তাহাই স্থান পাইয়াছে।

এই খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস সম্বন্ধে বিশদ করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল দুই-চারিটি বিষয়ের আভাস দিলেই যথেষ্ট হইবে।

শিক্ষা-বিভাগের ১৯৫ পৃষ্ঠায় ডেবিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ছিলেন, এই সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। কিছুদিন হইতে একটি ধারণা প্রচার লাভ করিতেছে যে রামমোহন রায়ই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ছিলেন। এই মত সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন মেজর বামনদাস বসু। কিন্তু যে-উপাদানের সাহায্যে মেজর বসু এই সিদ্ধান্ত করেন তাহা যে তিনি সযত্নে পাঠ করেন নাই তাহা ১৯৫-১৯৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

সাহিত্য-বিভাগের ২৫৪-৬২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বর্ণমালা-সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যাইতেছে, ভারতীয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালা প্রচলন-সম্বন্ধে আন্দোলন আধুনিক নহে—শত বর্ষ পূর্ব্বেই ইহার সূচনা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব কিন্তু মন্তব্য করেন:—"আমারদের সম্মত মিত্রগণ ও আমরা···এতদ্রূপ অক্ষর পরিবর্ত্তনের ঔচিত্য বিষয়ে এবং তাহাতে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা বিষয়ে···প্রতিকূল···।"

২৫০-৫১ পৃষ্ঠায় 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহাতে তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে 'সমাচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। এতদিন আমরা জানিতাম, ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতায় প্রকাশ করেন, ইহাই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র; 'সমাচার দর্পণ' তাহার দুই বৎসর পরে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদকের দৃঢ় মন্তব্য, এবং ২৫১-৫২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে উদ্ধৃত প্রমাণাদি হইতে ইহাই মনে হয় যে, বাঙালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম সংবাদপত্র না হইলেও 'সমাচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র; ইহার কয়েক দিন পরে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র জন্ম।

সমাজ-বিভাগের ৩১ পৃষ্ঠা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কতকগুলি ব্যঙ্গচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যাইবে যে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' হইতেই বাংলা ভাষায় সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রের সূত্রপাত হয় নাই। উদ্ধৃত সামাজিক চিত্রগুলি ঊনবিংশ

শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাঙালী সমাজের। এগুলি যে পরবর্ত্তী যুগে 'আলালের ঘরের দুলালে' এবং অন্য পুস্তকে অনুকৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে এখন আর কাহারও অসুবিধা হইবে না।

বিবিধ-বিভাগের ১৮৮-৯০ ও ৪১৭-১৮ পৃষ্ঠায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভূমিকম্পের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি বিহার, বেলুচিস্তান, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে ভীষণ ভূমিকম্পে বহু নরনারীর জীবননাশ হইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বেও পাটনা, আরা, মুঙ্গের, নেপাল প্রভৃাত অঞ্চলে অনুরূপ ভূমিকম্পের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ভূকম্প-রেখা শত বর্ষ ধরিয়া প্রায় একই অঞ্চল দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান খণ্ডের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ১৮৩৫ সনের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের কতকগুলি সংখ্যা দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। এই সকল সংখ্যা হইতে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি গ্রন্থের শেষে (পৃ. ৪২০-৩২) স্বতন্ত্র-ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের একটি দিকের প্রতি এখনও অনেকের দৃষ্টি পড়ে নাই। যাঁহারা বাংলা-গদ্যের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারা ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ সন পর্য্যন্ত লিখিত গদ্যের প্রচুর নিদর্শন এই গ্রন্থে পাইবেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। এই গ্রন্থে এমন অনেক শব্দ মিলিবে যাহার প্রচলন শত বর্ষ পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। উদাহরণ-স্বরূপ এইরূপ কতকগুলি শব্দের উল্লেখ করিতেছি :—

পৃ.	শব্দ	অর্থ
২৪৬	তাহাসকল	সে সকল
ঐ	হওনের	হইবার
২৫০	দেওনেতে	প্রদানে
২৫২	মহাশয়েরদের	মহাশয়দের
২৫৭, ২৬৭	করিবাতে	করাতে
২৬২	উঠয়ন	উঠিয়া যাওয়া
২৬৪	তেঁহ	তিনি
২৭৬	উঠিবাতে	উঠাতে
২৮৪	তিষ্ঠনার্থ	থাকিবার জন্য
৩০৫	হইবায়	হওয়ায়
৩০৯	আসিবাতে	আসায়

বর্ত্তমানে অপ্রচলিত এই সকল শব্দের একটি সূচী ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রগুলি শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত ফরাসী-চিত্রকর এফ্ বালতাজার সলভ্যার "লেজ্ এঁয়ান্দু..." গ্রন্থ হইতে গৃহীত। নীলের পূজা, বঁটিঝাঁপ ও চড়কপূজা—এই তিনখানি চিত্রের ব্লক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্ত্তৃপক্ষ, এবং বাকী চিত্রগুলির ব্লক 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র সম্পাদক শ্রীযুত অমলচন্দ্র হোম ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল গ্রন্থের সুদীর্ঘ সূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীযুত বিমলেন্দু কয়াল বর্ণাশুদ্ধি-কার্য্যে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য ইঁহাদের সকলের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে শোভাবাজার-রাজপরিবারের শ্রীযুত শিবপ্রসাদ দেব মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ না জানাইলে কর্ত্তব্যের ক্রটি হইবে। তিনি প্রয়োজন-মত আমাকে 'সমাচার দর্পণ' পত্রের ফাইলগুলি ব্যবহার করিতে না-দিলে এই পরিশিষ্ট-খণ্ড সঙ্কলন করা সম্ভব হইত কি-না সন্দেহ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই গ্রন্থের তিনটি সুবৃহৎ খণ্ড প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে আমার কেন—ঐতিহাসিকগণেরও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের বদান্যতায় প্রাচীন সংবাদপত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি হইতে ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। আশা করা যায়, পরিষৎ অদূর ভবিষ্যতে, অপর কাহারও সাহায্যে, ১৮৪০ হইতে ১৮৫৭ সন, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত, আবশ্যক সংবাদগুলি প্রাচীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়া দেশের ইতিহাস-রচনার পথ সুগম করিয়া দিবেন। এ-কাজটি সত্বর সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, নতুবা এখনও যে-সব পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল সংগ্রহ করা সম্ভব, কিছুদিন পরে হয়ত তাহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র

১। কালীঘাট

২। চড়কপূজা

৩। চিৎপুর রোডের দৃশ্য

৪। নীলের পূজা

৫। গঙ্গাবক্ষে

৬। বঁটি-ঝাঁপ

৭। সাপুড়িয়া

৮। সারেঙ্গী

৯। সম্ভ্রান্ত হিন্দু

Les Hindous Par F. Baltazard Solvyns (Paris, Vol. I. 1808, II. 1810 : III 1811 IV. 1812) নামক পুস্তক হইতে চিত্রগুলি গৃহীত।

প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট

১৮১৮—১৮৩০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শিক্ষা

শ্রীরামপুর কলেজ

(৭ আগষ্ট ১৮১৯। ২৪ শ্রাবণ ১২২৬)

শ্রীরামপুরের কালেজ।—আমরা পূর্ব্বে ছাপা করিয়াছিলাম যে মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ হইয়াছে তাহাতে জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া অধ্যাপনা করাইতেছেন এবং ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য দশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। এবং ষোল জন ছাত্র ব্যাকরণ পাঠ করিতেছেন গত সোমবার তাহারদের এই বৎসরকার ইস্তাহাম হইয়াছে।··· সম্প্রতি পুরাতন ঘরে পাঠাদি নির্ব্বাহ হইতেছে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে কালেজের ঘর আরম্ভ হইবেক। তাহার পাণ্ডুলেখ এই মত করা গিয়াছে যে দেড় শত ছাত্র থাকিবার কারণ পৃথক্২ কুঠরী ও পাঠ করিবার নিমিত্ত ঘর ও ইস্তাহামের কারণ বড় ঘর ও নানা জাতীয় ও নানা দেশীয় পুস্তক রাখিবার কারণ এক মহাপুস্তকালয় হইবেক ইত্যাদি রূপ কালেজ ঘর করণের সামগ্রী সমবধান হইতেছে শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

(১৩ এপ্রিল ১৮২২। ২ বৈশাখ ১২২৯)

কালেজের পরীক্ষা।—১ এপ্রিল মোকাম শ্রীরামপুরের কালেজের পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বাবা লোক ও বিবি লোক পরীক্ষা নিরীক্ষণার্থ আসিয়াছিলেন। কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত পাদরি উল্যম কেরি সাহেব পরীক্ষা লইলেন প্রথমতো ব্যাকরণের পরীক্ষা হইল তাহাতে শ্রীকমলাকান্ত ও শ্রীতারণ চন্দ্রকে ব্যাকরণের পদ পদার্থে যে জিজ্ঞাসা করিলেন ও অভিধানের দুই এক প্রশ্ন করিলেন তাহারা তাহার সদুত্তর করিল ইহাতে সাহেব লোকেরা তুষ্ট হইলেন এবং অন্য২ বালকেরা ব্যাকরণের অর্দ্ধেক ও ত্র্যংশ ও চতুর্থাংশ আবৃত্তি করিল। পরে জ্যোতিষের পরীক্ষা হইল তাহাতে প্রথমতঃ শ্রীভবানন্দ ও শ্রীশ্রীনাথ ও শ্রীকাশীনাথ প্রভৃতি লীলাবতীর ছাত্রেরদিগের প্রতি বর্গ ও বর্গমূল ও ঘন ও

ঘনমূল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রেরা সে সকল অঙ্ক করিল এবং দীপিকা ও জ্যোতিস্তত্বের বাক্যার্থে শ্রীহরচন্দ্র ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণকে যেমত২ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারাও সুন্দর মত ব্যাখ্যা করিল ইহাতে সাহেব লোকেরা তুষ্ট হইলেন। এই পরীক্ষা আট ঘণ্টা বেলার সময়ে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহর সময়ে সমাপ্তা হইল এই কালেজে কোন বালক ৩ বৎসর কেহ ২ বৎসর কেহ দেড় বৎসর কেহবা ১ বৎসর পাঠারম্ভ করিয়াছে।

এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রের ছাত্রেরদিগকে খগোলীয় বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট রূপে দেখাইবার কারণ এই কালেজে উচ্চ এক স্থান নির্ম্মাণ হইবে। এই কর্ম্মের নিমিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রের পারদর্শী শ্রীযুত জন মেক সাহেব নানাবিধ যন্ত্র সমেত ইংগ্লণ্ডহইতে আসিয়াছেন।

(৩০ নবেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

ইস্তাহার।—সকল লোককে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে এই শীত কালে শ্রীরামপুরের কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত জন মেক সাহেব প্রতিসপ্তাহে কিমিয়া বিদ্যার বিষয় এক২ উপদেশ দিবেন এই প্রকারে দশ সপ্তাহে দশ উপদেশ দিবেন। এই কর্ম্ম করিবার কারণ আসিয়াটিক সোসয়িটী কলিকাতার আপন বাটী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন সেই বাটীতে প্রথম পাঠ ২৪ দিসেম্বর আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে আরম্ভ হইবেক শ্রীরামপুরের কালেজে যে সকল যন্ত্র আছে সেই২ যন্ত্রদ্বারা কিমিয়া বিদ্যার প্রত্যেক প্রমাণ দিবেন। যে সকল লোক সেখানে যাইয়া দশ উপদেশ শুনিতে বাসনা করেন তাঁহার চল্লিশ টাকা লাগিবেক এবং যে কোন সাহেব বিবি সহিত যাইতে বাসনা করেন তিনি যাটি টাকা দিবেন। প্রত্যেক উপদেশ শ্রবণের কারণ ছয় টাকা লাগিবেক বিবী সাহেব উভয়ে গেলে আট টাকা লাগিবেক।

কাশী সংস্কৃত কলেজ

(৩১ মার্চ ১৮২১। ১৯ চৈত্র ১২২৭)

কালেজ।—মোকাম কাশীতে শ্রীশ্রীযুত দনকিন্ সাহেব যে কালেজ বসাইয়াছেন তাহার ব্যয় প্রতিবৎসর বিশ হাজার টাকা বরাওর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন। কিছু দিন পরে সে কালেজ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে আসিয়াছে তদবধি সে অধিক সুখ্যাত হইয়াছে। সে কালেজে পোনর সংপ্রদায় আছে চারি বেদ ৪। বেদান্ত ১। ও মীমাংসা ১। ও সাংখ্য ১। ও ন্যায় ১। ও বৈদ্যক ১। ও স্মৃতি ১। ও কাব্যালঙ্কার ১। ও ব্যাকরণ দুই। গণিত ও জ্যোতিষ দুই সংপ্রদায়। প্রায় এক শত ছাত্র সেখানে আহার পাইয়া অধ্যয়ন করে ও এতদ্ভিন্ন অনেকে স্ব২ ব্যয় করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। এই রূপ ছাত্র দিনে২ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মধ্যে দক্ষিণে তৈলঙ্গাবাধ উত্তরে নেপাল পর্য্যন্ত তাবৎ দেশীয় ছাত্র বিশেষতো বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ ছাত্র অধিক

ইস্তক দ্বাদশ বৎসরবয়স্ক লাগাদ অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক বালকেরা অধ্যয়ন করিতে আইসে। যখন বালকেরা আইসে তখন তাহারদিগের ব্যাকরণের পরীক্ষামাত্র লইয়া অধ্যয়নারম্ভ করান যায় এবং তাহার ব্যবস্থা এই যে আরম্ভাবধি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাবৎ বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবেক ইহার অধিক কাল কালেজে থাকিতে পারিবেক না। এবং প্রতিবৎসরে চারিবার ক্ষুদ্র২ পরীক্ষা হইবেক এবং বৎসরে একবার প্রধান পরীক্ষা হইবেক। সেই প্রধান পরীক্ষা গত জানুআরি মাসের প্রথম দিবসে শ্রীযুত ব্রুক সাহেবের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে কোম্পানীর পলটনীয় সাহেব লোক ও জিলাদার সাহেব লোক ও অন্য২ সাহেব লোক অনেক আসিয়াছিলেন তাহাতে প্রথম ব্যাকরণ দুই সংপ্রদায় ও ন্যায় এক। ও মীমাংসা এক। ও বেদান্ত এক। ও স্মৃতি এক সংপ্রদায়ের ক্রমে২ দুই২ ছাত্রে বিচার হইল অধ্যাপকেরা মধ্যস্থ থাকিলেন সাহেব লোকেরা শুনিতে লাগিলেন পাঁচ সংপ্রদায়ের পরীক্ষা হইলে শ্রীযুত কাপ্তান ফ্যাল সাহেব সংস্কৃতজ্ঞ ও নানা রূপে জ্ঞানবান তিনি শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সকলকে সাধুবাদ করিলেন ও উপযুক্ত মত পারিতোষিক দিলেন।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮)

চতুষ্পাটী॥—মোকাম বারানসের শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের স্থাপিত চতুষ্পাটীর দ্বিতীয় পরীক্ষা শ্রীযুত বুরুক সাহেবের বাটীতে ২২ দিসেম্বরে হইয়াছে তাহাতে অনেক ভাগ্যবান লোক একত্র হইয়াছিলেন। এ চতুষ্পাটীর সুখ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছে যেহেতুক গত বৎসরের মধ্যে চতুষ্পাটীস্থ ভিন্ন বিদেশীয় ছাত্র ৮২ বিরাশী জন অধ্যয়ন করিতেছে এবং এই চতুষ্পাটীর রক্ষণার্থে তদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা অধিক মনোযোগ করিতেছেন। এবং এই পরীক্ষার সময়ে ৪৩৭৮ চারি হাজার তিন শত আটহত্তরি টাকা দিয়াছেন। পরীক্ষার পরে এক মোহর দুই মোহর তিন মোহর করিয়া ছাত্রেরদিগকে পারিতোষিক হাজার টাকা দিয়াছেন। এখন চতুষ্পাটীতে ১৭২ এক শত বাহত্তরি জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে।

চতুষ্পাটীর ব্যয়ের কারণ এই২ লোকে টাকা দিয়াছেন।

আসামী	... সনাত টাকা
বারানসের মহারাজ শ্রীযুত উদিন নারায়ণ	... ১০০
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ সিংহ	... ৫০০
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের স্ত্রী	... ৫০০
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মিত্র	... ২০০
শ্রীযুত বাবু মুকুন্দলাল	... ২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ	... ২০০
শ্রীযুত বাবু আলারক সিংহ	... ১০০

শ্রীযুত বাবু জানকীপ্রসাদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু হরকচাঁদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু ঘনশ্যাম দাস	...	১০০
শ্রীযুত বাবু বৃন্দাবন দাস	...	১০০
শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর রায়	...	১০০
শ্রীযুত বাবু নারায়ণ নায়ক পিতড়ি	...	২০০
তঞ্জাবুরের রাজার গুরু	...	১৪০
শ্রীযুত নায়ক সিংহ	...	২৬
মহাজন লোক	...	৭১২
		৪৩৭৮

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

(১৩ এপ্রিল ১৮২২ । ২ বৈশাখ ১২২৯)

নূতন কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ধন ও মনোযোগের আনুকূল্যে মোং কলিকাতায় এক অপূর্ব্ব বিদ্যালয় হইবে সেখানে ব্যাকরণাদি নানাবিধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইবেক। তাহাতে কোম্পানির অধ্যক্ষ সাহেবেরা ২১ আগস্তে বোর্ড রিবন্যুর এক প্রধান সাহেবকে ও এতদ্দেশীয় রীতিবর্ত্ম বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেবকে ভাবি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগকে তাহার পাণ্ডুলেখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভবিষ্যদ্বিদ্যালয়ে কি কি বিদ্যা শিক্ষা হইবেক ও কত অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন ও বিদ্যার্থিরদের ব্যয়ের কারণ কি রীতিতে ধন দেওয়া যাইবেক ও পুস্তক ক্রয়ার্থে কত টাকা ও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করণার্থ কত টাকা দিতে হইবেক এবং বিদ্যার্থিরা কি রীতিক্রমে ও কত দিন বিদ্যালয়ে থাকিবে ও তাহারদের বিদ্যার পরীক্ষা কিরূপে হইবে। এবং কোন স্থানে বিদ্যালয় নির্ম্মাণ ও তাহাতে কত ব্যয় এই সকল বিষয় নিশ্চয় করিয়া লিখহ।

ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরদের এই প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত্যনন্তর নিযুক্ত সাহেবেরা বিবেচনাপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের যে পাণ্ডুলেখ করিয়া তাহারদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা জ্ঞাত করা যাইতেছে।

ঐ বিদ্যালয়ে কেবল ব্রাহ্মণ বালকেরা অধ্যয়নযোগ্য তন্মধ্যেও দ্বাদশ বৎসর ন্যূনবয়স্ক যে২ ব্রাহ্মণ বালক তাহারা অধ্যয়নযোগ্য হইবেক এবং যাহারা পূর্ব্বে কৌমুদী ও কলাপ ও সারস্বত ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন তাহারাই এই বিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য এবং যে২ বালক পূর্ব্বোক্ত ব্যাকরণ ও তদুপযোগি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে তাহারা প্রথমতো মনোরমা

ও শব্দেন্দুশেখর দ্বিতীয় কাশী মিথিলাদি দেশ চলিত স্মৃতি তৃতীয় গৌড় দেশ প্রচলিত স্মৃতি শাস্ত্র চতুর্থ তর্ক পঞ্চম অলঙ্কার ও জ্যোতিষ ষষ্ঠ পুরাণ সপ্তম সাংখ্য অষ্টম বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন হইবেক।

শিক্ষক অধ্যাপক ও তাঁহারা যে বেতন পাইবেন তাহার বিস্তারিত।

এক কবি ও আলঙ্কারিক ও এক অঙ্ক পণ্ডিত ও এক মহাবৈয়াকরণ ও দুই স্মার্ত্ত ও এক তার্কিক ও এক জ্যোতির্বেত্তা ও এক পৌরাণিক ও এক সাংখ্যবেত্তা ও এক বৈদান্তিক ও এক বৈদ্যক বিজ্ঞ। ইহারদের মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৬০ টাকা। পুস্তকরক্ষক এক জনের বেতন ৬০ টাকা। লিখিত গ্রন্থ শোধক দুই জনের ৮০ টাকা। এক মুহুরির ও এক লেখকের ৪০ টাকা। এক দরবান ও ফরাশ ইত্যাদির বেতন ৪০ টাকা। আর গ্রন্থক্রয়ার্থ প্রতিমাসে এক শত টাকা এবং প্রথমতো গ্রন্থ ক্রয়ার্থে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইবেক ও বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান মোং বহু বাজারে নূতন রাস্তার নিকট স্থির হইয়াছে সেখানে ঘর প্রস্তুত হওয়াতে ব্যয় ষাটি হাজার টাকা এইরূপ নির্দ্ধারিত বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোমিটী সাহেবেরা কৌঁসিলে লিখিয়াছেন। এবং এইরূপ নিরূপণ হইয়াছে যে দ্বাদশ বৎসরবয়স্কাবধি অষ্টাদশ বৎসরবয়ঃ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণবালক গ্রাহ্য হইবেক এবং দর্শন অধ্যয়ন করাইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কাবধি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত বিদ্যার্থী গ্রাহ্য হইবেক।

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০)

সংস্কৃত পাঠশালার নিয়ম।—শ্রীযুক্ত কোম্পানির পাঠশালার বিদ্যার্থিরদের পঠনের নিমিত্ত এই সকল নিয়ম হইয়াছে।

প্রথম। যে কোন বিদ্যার্থী পাঠশালাতে পড়িবার ইচ্ছা করিবেন তিনি বার বৎসর বয়সহইতে আঠার বৎসর বয়সপর্য্যন্ত ব্যাকরণের পরীক্ষা দিয়া অন্য শাস্ত্র পড়িবার আজ্ঞা পাইবেন।

দ্বিতীয়। তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া যদি অন্য শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করেন তবে সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকটে তিনি নিযুক্ত হইবেন যদি পরীক্ষা দিতে না পারেন তবে তিনি পাঠশালাহইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

তৃতীয়। শ্রীযুক্ত কোম্পানির বিদ্যার্থিরদিগের এবং বাহ্য বিদ্যার্থিরদিগের পরীক্ষা প্রতি বৎসর হইবেক।

চতুর্থ। নূতন ও প্রাচীন বিদ্যার্থিরা প্রথম পাঠের দিনহইতে দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করিয়া পাইবেন।

পঞ্চম। যে বিদ্যার্থী অধিক পড়িয়া পরীক্ষা সময়ে উত্তমরূপে পরীক্ষা দিবেন তিনি যদি কোম্পানির বিদ্যার্থী হন তবে প্রতি মাসে যাহা পাইয়া থাকেন তাহা এবং তদ্ভিন্ন পরিতোষিক পাইবেন অন্য বিদ্যার্থিরা পারিতোষিক মাত্র পাইবেন।

ষষ্ঠ। যে বিদ্যার্থী তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া অন্য শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করিবেন সেই সময়ে তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে প্রশংসা পত্র দিবেন আর সেই সময়ে সেক্রটরি যে সাহেব তিনিও স্বাক্ষর চিহ্নিত এক প্রশংসা পত্র ঐ বিদ্যার্থিকে দিবেন।

সপ্তম। যে বিদ্যার্থী প্রতি দিন নিরূপিত সময়ে না আসিবেন কিম্বা পণ্ডিতেরদিগের অনাদর করিবেন তিনি তৎক্ষণে পাঠশালাহইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

অষ্টম। বিদ্যার্থির শাস্ত্রাধিকার বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত তাহাকে যাহা পড়াইবেন তাহাই তিনি পড়িবেন আপনার ইচ্ছানুসারে পড়িতে পারিবেন না।

নবম। বিদ্যার্থিরা যদি কিছু নিবেদন করিতে চাহেন তবে পণ্ডিতকে জানাইয়া করিবেন।

দশম। যে বিদ্যার্থী দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পাঠশালাহইতে বাহির যাইবেন তিনি সেই সময়ে সেই শাস্ত্রের পণ্ডিত নামাঙ্কিত সংস্কৃতাক্ষর লিখিত এক প্রশংসাপত্র আর ইংরেজী অক্ষরে লিখিত সেক্রটরি সাহেবের হস্তাক্ষরাঙ্কিত এক প্রশংসা পত্র পাইবেন।

একাদশ। সকল বিদ্যার্থী আপন২ অধ্যাপকের নিকটে পড়িবেন অন্য পণ্ডিতের নিকট পড়িবার নিমিত্ত কখনো যাইবেন না।

দ্বাদশ। যবন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও যবনাক্ষরের লেখক ও পুস্তকশোধকেরা ও পাঠশালাস্থ আর২ ভৃত্যবর্গেরা সকলেই সেক্রটরি সাহেবের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিবেন।

ত্রয়োদশ। বিদ্যার্থিরা তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া তাহার পর দুই বৎসরপর্য্যন্ত কাব্যালঙ্কার ও আর২ শাস্ত্র পড়িয়া তাহার পর এক বৎসরপর্য্যন্ত জ্যোতিস পড়িয়া সপ্তম বৎসরে আপনার অভিলষিত শাস্ত্র পড়িবার নিমিত্তে সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকটে নিযুক্ত হইবেন।

তারিখ ১ জানুআরি মার্গশীর্ষস্যামাবস্যায়াম্।

হিন্দুকলেজ

(২৯ জানুয়ারি ১৮২৫। ১৮ মাঘ ১২৩১)

ইংরাজী বিদ্যার পরীক্ষা।—১১ মাঘ শনিবার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদিগের ইংরাজী বিদ্যার সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল তদ্বিবরণ।

ঐ পরীক্ষাকালীন কালেজের প্রিসিডেন্ট অর্থাৎ অধ্যক্ষ শ্রীযুত আই ই হারিন্টন সাহেব ও শ্রীযুত ডাং উইলসন সাহেব প্রভৃতি অনেক মর্য্যাদান্বিত ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবলোক ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও বাবু শিবচন্দ্র সরকারপ্রভৃতি এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক উপস্থিত ছিলেন।

এঁহারদিগের সম্মুখে শ্রীযুত জেনেরাল সেক্রিটারি সাহেবের দ্বারা পরীক্ষা হইল। আর্থগ্রেফি অর্থাৎ ভূগোল বিদ্যা ও এষ্ট্রানামক খগোল বিদ্যা এবং অন্যান্য বিদ্যার পুস্তক সকল পাঠ করিতে এবং তাহার যথার্থার্থ ব্যাখ্যা করিতে যে বালক যেমত পারক হইল তাহাকে তদনুরূপ পারিতোষিক পুস্তক শ্রীযুত হারিংটন সাহেব দিলেন।

ঐ পরীক্ষা সময়ে শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালের পুত্র শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার উপকারার্থে ২০০০০ বিংশতি সহস্র টাকা দান করিয়াছেন ঐ টাকা তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা বিবেচনা পুরঃসর ব্যয় করিবেন।

সংপ্রতি এই বিদ্যা শিক্ষাবিষয়ের লভ্য অতিসংক্ষেপ বোধ হইতেছে যেহেতুক বিদ্যা-শিক্ষোপযোগি দ্রব্যাদির অভাব হইয়াছিল এক্ষণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের কৃপা ও সৌজন্য ও দাতৃত্বপ্রযুক্ত তাহার আর অভাব হইবেক না ইহাতে অস্মদাদির বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান্ লোকেরদিগের সন্তানেরদের গুণ সমূহ হইতে পারে ইতি। (বাঙ্গালা সমাচার-পত্র হইতে নীত।)

(২৬ জানুয়ারি ১৮২৮। ১৪ মাঘ ১২৩৪)

হিন্দু কালেজ।—দুই সপ্তাহ হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা একত্র হইল পরে শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীমতী ও শ্রীযুত বেলী সাহেব ও অন্য২ ভাগ্যবান সাহেবলোকেরা ও মেমলোকেরাও তথাতে আগমন করিলেন। যদ্যপি ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত উইলসন সাহেব মনোযোগপূর্ব্বক তাহারদের পরীক্ষা লইয়া তাহারদের পটুতা অপটুতার বিশেষ অবগত হইয়াছিলেন তথাপি ঐ ঘরে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাৎ বালকেরদিগকে ভূগোল ও অন্য২ প্রকার প্রাচীন ইতিহাসের কতক জিজ্ঞাসা করা গেল এবং তাহারা এমত উত্তমরূপে তাহার উত্তর দিল যে তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে শ্রীশ্রীযুত স্বহস্তেতে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লাশের বালকের-দিগকে পারিতোষিক দিলেন।

বড় সাহেবের চৌকির পশ্চাদ্দিগে এক মেজের উপর পাঁচ ক্লাশের বালকেরা যে নানাপ্রকার লিখিয়াছিল তাহা রাখা গিয়াছিল।

তৎপরে শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় নাটক শাস্ত্রের অনুসারে বাক্কৌশল করিতে লাগিল তাহাতে তাহারা ইংরাজি ভাষা এমত উত্তমরূপে উচ্চারণ করিল যে সকলেই আশ্চর্য্যজ্ঞান করিলেন।

এই ইস্তেহামেতে বালকেরা ইংরাজি ভাষায় যেমত উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে তদ্রূপ ইহার পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। যে সাহেব লোকেরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা কহেন যে আমরা এই বালকেরদের ইংরাজি শুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

পূর্ব্বে ইংরাজেরা এমত বুঝিতেন যে বাঙ্গালিরা কেবল কেরাণীগিরির উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা করে কিন্তু এখন দেখা গেল যে তাহারা আপনারদের দেশভাষার ন্যায় ইংরাজি

শিক্ষা করিতেছে অতএব আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় সওয়াল ও জবাব করিবার কি আটক। এখন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে তাবৎ আদালতে পারসি ভাষা চলিতেছে তাহা জজ সাহেবের ভাষা নয় ও উকীলেরদের ভাষা নয় আসামী ফরিয়াদীর ভাষা নয় এবং সাক্ষিরদের ভাষাও নয়। আমারদের বিবেচনায় এই হয় যে যদি আদালতে কোন বিদেশীয় ভাষা চালান উচিত হয় তবে ইংরাজি ভাষা চালান উপযুক্ত। পূর্ব্বে তাহার এই প্রতিবন্ধক ছিল যে বাঙ্গালি লোকেরা ইংরাজি বুঝিতে পারিত না ও কহিতে পারিত না এবং লিখিতেও পারিত না কিন্তু সে বাধা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে যেহেতুক আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার হিন্দু কালেজে চারি শত বালক ইংরাজি শিক্ষিতেছে এতদ্ভিন্ন কলিকাতার মধ্যে অন্য২ ইস্কুলে যত বালক ইংরাজি শিক্ষিতেছে তাহারদের সংখ্যা করিলে এক হাজারের ন্যূন হইবে না এবং তাহারা এমত ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে যে আদালতের মধ্যে সওয়াল জবাব করিতে তাহারদের আটক হয় না। অতএব যদি আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষা চলন হয় তবে এই বিদ্যা শিক্ষার ফল দেখা যায় কিন্তু বাঙ্গালি লোকেরদিগকে তাহার উদ্যোগ করা উচিত। কলিকাতাস্থ লোকেরদের উচিত যে তাঁহারা এই বিষয়ে হজুরে এমত এক দরখাস্ত করেন যে কালক্রমে আদালতে পারসি উঠিয়া ইংরাজি চলন হয় পরে যদি সে দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় তবে বাঙ্গালি লোকেরা অধিক উৎসাহ-পূর্ব্বক আপনারদের বালকেরদিগকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করাইবেন ও শিক্ষার সাফল্য হইবে।

সভা-সমিতি

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২৭ ভাদ্র ১২২৬)

কলিকাতায় স্কুল সোসাইটীর ইস্তাহাম।—গত সপ্তাহে শনিবারে ২০ ভাদ্র মোং কলিকাতার শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালার বালকেরদের ইস্তাহাম হইয়াছে পূর্ব্বে নিজ কলিকাতা ও শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়া প্রভৃতি নগরের পণ্ডিত ও ভাগ্যবান লোকেরদের আহ্বানার্থ এক২ পত্র গিয়াছিল তাহাতে অনেক২ পণ্ডিত ও জ্ঞানবান অথচ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় লোক ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল এবং দেড় শত বালক সেখানে প্রত্যেকে ইস্তাহাম দিয়াছিল তাহাতে সে সকল বালকেরদিগকে লিখা পড়াতে উপযুক্ত দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন ও তাহারদের শিক্ষকেরা প্রতিজন সরকারহইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল। ঐ ইস্তাহাম সাড়ে তিন ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হইয়া ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত হইয়াছিল।

(২০ মার্চ ১৮২৪। ৯ চৈত্র ১২৩০)

স্কুলসোসৈয়িটী।—গত ৯ মার্চ মঙ্গলবার টৌনহালে কলিকাতা স্কুলসোসৈয়িটীর মিটিং অর্থাৎ সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ।

শ্রীযুত লার্কিন্স সাহেব সভ্যগণের অনুমতিতে সভাপতি হইয়া শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ সভার লিখিত বিবরণ সকল পাঠ করিলেন।...

শ্রীযুত লার্কিন্স সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সর আন্তনি বুলর সাহেব প্রেসিডেন্ট এবং শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব বাইস প্রেসিডেন্ট হউন তাহা শ্রীযুত বেলি সাহেবের পোষকতারদ্বারা সকলের মত হইল।

শ্রীযুত হের সাহেব কহিলেন যে লার্কিন্স সাহেব ও আর এক জন বাইস প্রেসিডেন্ট হউন তাহা শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের পোষকতাদ্বারা সকলের মত হইল।

শ্রীযুত বেলি সাহেব কহিলেন যে আগামি বৎসরের নিমিত্তে এই কমিটি অর্থাৎ সমাজ স্থির থাকুক ইংগ্লণ্ডীয় কমিটির যে স্থান খালি হইয়াছিল শ্রীযুত ডাং জে হের সাহেব ও শ্রীযুত আদম সাহেব নিযুক্ত হইলেন এতদ্দেশীয় কমিটির স্থানে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ।

শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব কমিটি সাহেবেরদিগকে এবং সেক্রটরি শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকে তাঁহারদের যোগ্যতা ও উদ্যুক্ততা এবং গত বৎসরের কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ ইত্যাদি নিমিত্ত অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন।

অপর সোসৈয়িটীর তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও রামচন্দ্র ঘোষ ও দুর্গাচরণ দত্ত ও হরচন্দ্র ঘোষ ও কালীপ্রসাদ দত্ত ইহারাও সমাজ হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

(৮ মে ১৮২৪। ২৭ বৈশাখ ১২৩১)

স্কুল সোসৈয়িটীর পরীক্ষা।—২৭ বৈশাখ বুধবার শোভাবাজারে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের বাটীতে ঐ সকল বালকেরদিগের এবং স্কুল সোসৈয়িটীর পটলডাঙ্গার কালেজের এবং আড়কুলির ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠশালার এবং স্কুল সোসৈয়িটিকর্ত্তৃক প্রেরিত হিন্দুকালেজের বালক সকল সমেত অনুমান তিন শত বালকের ছয় ক্লাস হইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত মেং সর আণ্টুনি স্কুলর ও শ্রীযুত মেং লারকিস ও শ্রীযুত মেং ব্লাকিয়র ও শ্রীযুত মেং ডাং হের ও শ্রীযুত মেং ত্রিএর্স ও শ্রীযুত মেং আদম ও শ্রীযুত মেং ডেবিড হার ও শ্রীযুত মেং লাসন ও শ্রীযুত মেং পেনি ও শ্রীযুত কাপ্তান বিট্সন্ ও শ্রীযুত মেং ওয়াডিন ইত্যাদি অনেক২ ভাগ্যবান সাহেব লোক ও শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক প্রভৃতি অনেক২ ভাগ্যবান বাঙ্গালির সাক্ষাতে বালকেরদিগের পরীক্ষা হইল। তাহাতে বালকেরা যেরূপ পরীক্ষা ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দিল তাহা দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন যে আমরা অনুমান করি এই সোসৈয়িটীর দ্বারা শিক্ষাতে বালকেরদের উত্তরোত্তর জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবেক। পরে সোসৈয়িটীর সেক্রটারি সাহেব বালকেরদের যথাযোগ্য অধিক২ মূল্যের ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রত্যেক জনকে পারিতোষিক ও মিষ্টান্নাদি সামগ্রী দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

(৮ জুলাই ১৮২০ । ২৬ আষাঢ় ১২২৭)

কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হওনের সমাচার।—সংপ্রতি কৃষিপ্রভৃতি বিষয়ে সাহেবলোকেরা এক সমাজ নিযুক্তকরণের চেষ্টায় আছেন তদ্বিষয়ক এক পত্র ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার ফলের বিষয় ও ধারার বিষয় সকলকে জ্ঞাত করান যাইতেছে।

সংপ্রতি এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মার্থক সমাজ নিযুক্ত হইলে অন্য সকল বিষয়ের মধ্যে তাঁহারা ভূমি উৎকৃষ্টা করণ বিষয়েও মনোযোগ করিবেন অর্থাৎ যে রীতি উত্তম তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ভূম্যর্থে কি প্রকার সার ভাল এবং সে সার কি প্রকার ভূমিতে কি প্রকারে দিলে ভাল হয় তাহাই স্থির করিবেন এবং কৃষিবিষয়ে উত্তম কৃষকেরদের পারিতোষিক দিবেন এবং জলযুক্ত স্থানের জল দূর করিয়া জল তাহাতে পুনর্ব্বার প্রবেশ না হয় এই২ সকল উপায় করিবেন এবং এক ভূমিতে বার২ ফসল যাহাতে উৎপন্ন হয় তদুদ্যোগ করিবেন এবং পশ্বাদির জাতি বর্দ্ধনার্থে এবং স্থরক্ষার্থে মনোযোগ করিবেন এই২ রূপে তাঁহারা আপনারদের সংমিলিত জ্ঞানানুসারে কর্ম্মকার্য্য করিবেন। অপর কোনো দেশের কৃষিবিদ্যা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তমা হইতে পারে না ইহা কথন অত্যসঙ্গত যেহেতুক মনুষ্যের মধ্যে এমত কোনো বিদ্যা নাই যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হইতে না পাবে এবং যে দেশেতে শত২ বৎসরাবধি কৃষিকর্ম্ম একই রূপে আছে তদ্রূপ দেশে তাহা কত অধিক বা উত্তমীকৃত না হইতে পারে অতএব আমরা ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি যে এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মবিষয়ে সকলি প্রায় উত্তম করণীয়।

অপর বিদ্বানেরা সম্মিলিত হইয়া ভাবি সমাজের কোনো এক সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া কৃষিবিদ্যা এবং আরামবিদ্যা বর্দ্ধনার্থক এতদ্দেশে যে এক সমাজ নিযুক্ত করেন এ বিষয়ে অতিবাঞ্ছনীয়। অতএব তৎকার্য্যসিদ্ধ্যর্থে যে লোক তিন মাসে অষ্ট টাকা যত দিনপর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিয়া দেন তত দিনপর্য্যন্ত তিনি সে সমাজস্থ হইতে পারিবেন এবং যিনি একেবারে চারি শত টাকা দেন তিনি যাবজ্জীবন তৎসমাজস্থ হইতে পারেন। ঐ সমাজের ধারা এইরূপ হইলে ভাল হয় যে তাহাতে এক জন প্রধান এবং অধীন লোকদ্বয় নিযুক্ত হয় এবং সামান্য সমাজস্থ লোকেরদিগের বৎসর২ নিযুক্তকরণ উত্তম বোধ হয় অপর যে২ সমাজস্থেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা এক২ মোহর করিয়া সেলামী দিবেন। অপর এই সমাজে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা নিযুক্ত হন এ বিষয়ও অতিবাঞ্ছনীয় যেহেতুক সমাজের প্রধান কার্য্য তাঁহারদিগের অধিকারের এবং প্রজারদের মঙ্গল জানিবেন অতএব তাঁহারা যে সমাজস্থ হইতে পারিবেন ইহা কেবল নয় কিন্তু অন্য২ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ন্যায় সমাজেতে সকল প্রকার পদস্থ হইতে পারিবেন ইহা অতিবাঞ্ছনীয়।

এখানে 'এগ্রিকালচারাল এণ্ড হরটিকালচারাল সোসাইটি'র কথা বলা হইয়াছে। ১৮২০ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডক্টর কেরী এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

(১৫ মার্চ ১৮২৩ । ৩ চৈত্র ১২২৯)

নূতন চিকিৎসক সভা॥— ১ মার্চ শনিবার কতক চিকিৎসক সাহেবেরা একত্র হইয়া স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতা শহরের মধ্যে এমত এক সোসয়িটী স্থাপন করা যাইবে তাহাতে শ্রীযুত ডাক্তর হের সাহেব ঐ সোসয়িটীর অধ্যক্ষ হইবেন ও শ্রীযুত ডাক্তর আদম সাহেব লেখক হইবেন এবং এক পুস্তকালয় করা যাইবেক ইহার অন্তঃপাতি একং সাহেব ঐ বিষয়ের একং মাসের খরচ দিবেন।

এই সভা সম্বন্ধে ডব্লিউ এইচ কেরী লিখিয়াছেন:—"The Calcutta Medical & Physical Society was instituted in March 1823, Dr. James Hare was the first president and Dr. Adam, secretary. The society's *Journal* was published for many years under the editorship of Drs. Grant, Corbyn and others." (*Good Old Days of Honble John Company*, i. 420.)

স্ত্রীশিক্ষা

(২৭ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ১৩ পৌষ ১২৩০)

পরীক্ষা।— ১৯ দিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকারদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে অনেকং সাহেব লোক ও বিবী লোক ছিলেন তাহারা বাঙ্গালি বালিকারদের পাঠ শ্রবণ করিয়া ও শিল্প কর্ম্ম দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন পরীক্ষা হইলে পর প্রত্যেক বালিকা একং কাপড় ও কেহ এক টাকা ও কেহ আট আনা ও কেহ চারি আনা এই ধারানুসারে সকলে পারিতোষিক পাইয়াছে ও কতক কমলা সন্দেশ ঐ সকল বালিকারা পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়াছে। এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানের বালিকা সর্ব্ব সুদ্ধা প্রায় দেড় শত পরীক্ষা দিয়াছে।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫ । ১৮ পৌষ ১২৩২)

পরীক্ষা॥—২৩ দিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতার পুরানা গ্রিজার নিকট কলিকাতার পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী মিস আমহার্ষ্ট ও শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীপ্রভৃতি এবং শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব ও অন্যং অনেক সাহেব লোক এবং শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বহাদুর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ছিলেন। বালিকারা উত্তমরূপে পরীক্ষা দিয়াছে তাহার বিশেষ লিখনে অসমর্থ হইলাম যেহেতুক দর্পণে স্থানাভাব।

পরীক্ষা হইলে পর শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ঐ পাঠশালার ব্যয়ের কারণ বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন তাহাতে সকলে তাঁহার দাতৃত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং বিবি সাহেবেরা পূর্ব্বে এ বিষয়ের অনুসন্ধান পাইয়া শাদা বস্ত্রের উপর

রেশম দ্বারা এইরূপ অক্ষর করিয়াছিলেন যে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল রাজা বৈদ্যনাথের প্রতি হউক। সেই লিখিত বস্ত্র লইয়া শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব স্বয়ং উঠিয়া মহারাজকে দিয়া সম্ভ্রম করিলেন অপর সকলে স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

(১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০)

পরীক্ষা।— ৫ এপ্রেল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটিতে শ্রীরামপুরের ও তচ্চতুর্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্ব্বসুদ্ধা দুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্দ পাঠ করিল ও পঁয়ত্রিশ জন নানা-প্রকার ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা ফলা বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্সমন উঠিয়া বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন অপর সকলে সন্দেস পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল। দুই প্রহরের পর পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেণ্ড শ্রীযুত জন মাক সাহেব ঐ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব লোকের তুষ্টি হইল। অপর বালিকারা যে সকল শিল্প কর্ম্ম অর্থাৎ মোজা ও রুমাল ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।

পণ্ডিতদের কথা

(১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫)

শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।—সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

(২ সেপ্টেম্বর ১৮২০। ১৯ ভাদ্র ১২২৭)

মোং কলিকাতায় হাতিবাগানে শ্রীরামদুলাল চূড়ামণির এক পুত্র উন্মত্ত আছে…।

(২২ ডিসেম্বর ১৮২১। ৯ পৌষ ১২২৮)

…সদর দেওয়ানী অদালতের জজ শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত চিত্রপতি ওঝা… তিনি মৈথিল পণ্ডিত অতএব তদ্দেশীয় ব্যবস্থাতে অতিনিপুণ…।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২ । ৬ আশ্বিন ১২২৯)

মরণ॥— ৩ সেপ্তম্বর করনল উইলফোর্ড সাহেব মোং বানারসে লোকান্তরগত হইয়াছেন এই বিদ্বান্ ব্যক্তির পরলোক হওয়াতে পূর্ব্ব দেশীয় বিদ্যার্থীরদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এই বিজ্ঞ সাহেব বহু দিবসাবধি এতদ্দেশীয় বিদ্যাতে ও প্রাচীন ইতিহাসাদিতে অতিবিজ্ঞ ছিলেন এবং আসিয়াটিক সোসয়িটীর আরম্ভাবধি তিনি তাহার এক অংশী ছিলেন এবং ঐ সোসয়িটীর অভিপ্রেত কর্ম্মের সাহায্য করণেতে অতিশীঘ্র খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানেতে ও বিদ্যাবিষয়ে অশেষ পরিশ্রম করণেতে সর উলিয়ম জোন্স সাহেবকর্তৃক অতিসম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার বড় সাহেব ওয়ারণ হেষ্টিংস বাহাদুরের সহায়তাতে তিনি আপন পরমায়ু বিদ্যা চর্চাতে ব্যয় করিয়াছেন। তিনি উৎসাহের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এমত পরিশ্রমের প্রশংসা প্রায় সর্ব্বত্র ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের মধ্যে প্রকাশিত আছে এবং অতিজ্ঞানি লোকেরাও তাঁহার কৃত গ্রন্থের প্রমাণ মান্য করেন।

(১৫ মার্চ ১৮২৩ । ৩ চৈত্র ১২২৯)

মরণ।—৭ মার্চ শুক্রবার বৈকালে দুই প্রহর পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শ্রীরামপুরের মিসনহৌসে পাদরি উলিয়ম ওয়ার্দ সাহেব চৌয়ান্নবৎসরবয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর ছত্রিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল। তাহাকর্তৃক বিউ অফ হিন্দূ অর্থাৎ হিন্দু লোকের সকল ইংরাজীতে তর্জমা হইয়া এক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি আর২ অনেক পুস্তক তর্জমা করিয়াছেন। এই খ্যাত লোক ১৭৯৯ সালের আক্টোবর মাসে প্রথম শ্রীরামপুরে আইলেন তদবধি তাঁহার তাবৎ জীবন কাল তিনি কেবল এই প্রধান কর্ম্মে অর্থাৎ এদেশে খ্রীষ্টীয়ানের মত প্রকাশের চেষ্টাতে ব্যগ্র ছিলেন। তিনি পরিশ্রমেতে ও পুস্তক রচনা করাতে ইউরোপে ও আমেরিকাতে এবং হিন্দুস্থানে খ্যাত ছিলেন এই সময় তাঁহার গুণ অধিক বর্ণন করাতে কিছু লাভ নাই কিন্তু তিনি আপনার তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এমত সুন্দর রূপে সিদ্ধ করিলেন যে তাহাতে তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় ছিলেন। এই জ্ঞাত হওয়া যথেষ্ট যে তিনি অতিসুশীল লোক ছিলেন এবং রিফ্লেক্সিয়ান্স আন দি ওয়ার্ড অফ গাড অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যেতে মনোযোগ নামে এক ইংরাজী পুস্তক তিনি শেষে করিয়াছেন দুই মাস হইল এই গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বারা পূর্ণরূপে জানা যায় যে কোন উনইহইতে সে উৎপন্ন হইল। এমন সুস্বভাবশালি লোকের কারণ অধিক শোক হয়। তাঁহার সকল জীবদবস্থাতে এই মানস ছিল যে আমার জীবৎ থাকা খ্রীষ্টের নিমিত্তে ও মরণ লাভ।

(৬ মার্চ ১৮২৪ । ২৪ ফাল্গুন ১২৩০)

শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসি ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক ভ্রাতৃকন্যা এবং এক পৌত্র ও এক পৌত্রী এবং বাটীর এক দাসী এই কএক জনের

১৬ ফাল্গুন দিনে ওলাউঠা হওয়াতে প্রাতঃকালাবধি প্রভাতপর্য্যন্ত একে২ সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

(১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩)

বাঁশাইনপাড়ার সীতানাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মাহেশের টোলেতে কতকগুলিন কদলীবৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক কদলীবৃক্ষহইতে এক মোচা নির্গত হইয়া তাহাতে ৮৬ ছড়া কাঁচকলা হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফল ভরে নিম্নমুখ বৃক্ষ দেখিয়া সদয় হইয়া তদ্ভঙ্গাশঙ্কায় বংশদ্বারা তদ্ভঙ্গ রহিত করিয়া ঐ বংশ রক্ষা করিয়াছেন।

(২১ মার্চ ১৮২৯। ৯ চৈত্র ১২৩৫)

পণ্ডিতের সুখ্যাতি পত্র প্রাপ্তি।—আমরা শ্রুত হইলাম যে সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ৺ রামতনু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর গমন হইয়া তৎপদপ্রাপ্ত প্রত্যাশায় অনেক পণ্ডিত অর্থাৎ প্রায় ২৫ জন দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ তাবতের প্রতি পরীক্ষা দিতে অনুমতি হইয়াছিল তদনুসারে কালেজকমিটির সাহেবেরা গত ১৬ মাঘ বৃহস্পতিবারে পরীক্ষাহেতু পণ্ডিতেরদিগের প্রতি ৭ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সকলেই তাহার উত্তর লিখিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুত রামতনু সরস্বতী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত জগমোহন ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য যে উত্তর লিখিয়াছিলেন তাহাই সদুত্তর হওয়াতে ঐ তিন জন পণ্ডিত কালেজকমিটির সাহেবেরদিগের কর্ত্তৃক গত ২৯ ফাল্গুন বুধবার সর্টিফিকট অর্থাৎ সুখ্যাতিপত্রপ্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে ঐ পদ কাহার হয় তাহা বলা যায় না কিন্তু সরস্বতী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনেক পণ্ডিত প্রশ্নের উত্তর বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহারা অনুমান করেন যে ঐ কর্ম্ম তাঁহার হওনের সম্ভাবনা এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে মনু মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাঁহার তাবৎ কণ্ঠস্থ সম্প্রতি এমত অতাল্প সম্ভবে।

বিবিধ

(৬ জুলাই ১৮২২। ২৩ আষাঢ় ১২২৯)

চিকিৎসা॥—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের পল্টনের মধ্যে সর্ব্বদা একে২ জন বাঙ্গালি জ্ঞানবান চিকিৎসক থাকিবার আবশ্যকতা আছে কিন্তু তেমন চিকিৎসকের অভাবপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে শহর কলিকাতায় এক পাঠশালা স্থাপিতা হয় এবং ঐ পাঠশালাতে এক জন বিজ্ঞ ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের অধীন বিশ জন হিন্দু কিম্বা মুসলমান বিদ্যার্থী থাকিবে। যাহারা এই পাঠশালায় নিযুক্ত হইবেক তাহারা পারসিয়ান

কিম্বা নাগরি অক্ষর ও হিন্দুস্থানীয় ভাষা ভালমত জানিবে এবং ছাব্বিশ বৎসর বয়সের অধিক আটার বৎসর বয়েসের কম নিযুক্ত হইতে পারিবে না। ইহারা ঐ সাহেবের অধীন থাকিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিবে। ইহারা যখন পাঠশালায় নিযুক্ত হইবে সেই অবধি করিয়া পোনর বৎসরপর্য্যন্ত তাহারা শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে কিন্তু ঐ কালের মধ্যে এই কর্ম্ম স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে পারিবে না। পোনর বৎসরের পরে যদি যুদ্ধাদি উপস্থিত না থাকে তবে বাসনামত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে করিতে পারিবে। বিদ্যার্থীরা এক্ষণে আট টাকা করিয়া মাস খোরাকী পাইবে কিন্তু কর্ম্মোপযুক্ত হইলে কোন জিলাতে কিম্বা পল্টনেতে কর্ম্ম পাইবে, তখন ইহারদের মাহিয়ানা স্থির থাকিবার সময় কুড়ি টাকা ও পল্টন কুঁচের সময় পচিশ টাকা হইবে। যদি তাহারদের ব্যবহার ভাল হয় তবে সাত বৎসর অন্তরে পাঁচ২ টাকা করিয়া মাহিয়ানা অধিক পাইবে। এই কারণ শ্রীযুত ডাক্তর জিমিসন সাহেব আট শত টাকা মাহিয়ানাতে নিযুক্ত হইলেন এবং যাটি টাকা দরমাহাতে এক জন মুন্সী নিযুক্ত হইবে ও এক জন কেরাণী ত্রিশ টাকা মাহিয়ানাতে নিযুক্ত হইবে ও পাঁচ টাকা মাহিয়ানাতে এক জন পেয়াদা নিযুক্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন যে খরচখরচা লাগিবে তাহা কোম্পানি বাহাদুর বিবেচনাপূর্ব্বক দিবেন। এই সকল বিদ্যার্থীরা শ্রীযুত ডাক্তর জিমিসন সাহেবের অধীন থাকিবে বটে কিন্তু ইহারা কোম্পানির চিকিৎসালয়ে ও রাজ চিকিৎসালয়ে ও দরিদ্রেরদের কারণ চন্দনিচকের চিকিৎসালয়ে ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ডাক্তরখানায় কর্ম্ম শিক্ষা করিবেক। ইহারা রোগের চিকিৎসা ও অস্ত্রচিকিৎসা ও ঔষধ নির্ম্মাণবিদ্যা শিক্ষা করিবেক। ইহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দোষ হইলে পল্টনের সিফাহিরদের ধারামত তাহার বিচার হইবেক।

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ৯ ফাল্গুন ১২৩১)

নূতন সোসৈয়িটী।—ইউরোপীয় লোকেরদেরহইতে এতদ্দেশীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত লোকেরা পূর্ব্বাবধি কেরাণীগিরি প্রভৃতি লেখাপড়ার কর্ম্মে প্রতিপালিত হইতেছিল কিন্তু দিনে২ তাহারদের বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে তৎকর্ম্মে তাহারদের সকলের প্রতিপালন হওয়া কঠিন বোধ হইতেছে পরে আরো হইবেক যেহেতুক লোকবৃদ্ধ্যনুসারে কর্ম্ম বৃদ্ধি নাই। কলিকাতাস্থ লোকেরা এই বিবেচনা করিয়া তাহারদের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার্থে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে কল্পনা করিয়াছেন তাহা হইলে তাহারদের অনেক উপকার হইবেক যেহেতুক তৎকর্ম্মের অল্পতা নাই এবং তাহাতে অনায়াসে তাহারদের প্রতিপালন হইতে পারিবেক। এই বিষয় বিবেচনা করিবার কারণ গত বুধবার কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল এবং প্রথম দিবসেতেই ৯৫৭৫ টাকা চান্দা হইয়াছে। শ্রীযুত হারিন্টন সাহেব ঐ সভাতে প্রধানরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(১ এপ্রিল ১৮২৬। ২০ চৈত্র ১২৩২)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজ মহাশয় বিদ্যাবিষয়ে দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ইহার পরিবর্ত্তে রাজপ্রসাদে পারিতোষিকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সং কৌং

(২৫ অক্টোবর ১৮২৮। ১০ কার্ত্তিক ১২৩৫)

ভবানীপুরের ইস্কুল।—মোং ভবানপুরে একটা ইংরাজি ইস্কুল অর্থাৎ পাঠশালা আছে এই পাঠশালার ছাত্রদিগের পাঠের পরীক্ষাকালওনহেতুক কএক জন সাহেব গমন করিয়া তাহারদিগকে কএক বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বিলক্ষণ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এই পাঠশালাতে প্রায় ৪০০ শত হিন্দু ছাত্র পাঠ করে ইহারা সকলেই ইংরাজি পড়ে এবং এই পাঠশালার তাবৎ খরচ পত্র এক ব্যক্তি মহৎ বাঙ্গালি করেন তাঁহার নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্তু ইহার এ মহৎ কর্ম্মে সকলেই প্রশংসা করিবেন। ইহা প্রকাশের পরে ইনডিএ গেজেটসম্পাদক মহাশয় কহিয়াছেন যে এতদ্দেশের ধনাঢ্য লোকেরা এরূপ উত্তম কর্ম্ম না করিয়া সতত নাচ ও রাগ রঙ্গে অধিক টাকা ব্যয় করেন কিন্তু সে ব্যয়ের নাম যখনকার তখনি থাকে কিন্ত এরূপ উত্তম ও পরোপকারক কর্ম্মে ব্যয় করিলে তাঁহার নাম চিরস্মরণে থাকে।

ঐ সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা মান্য বটে কিন্তু আমরা জ্ঞাত আছি যে এতদ্দেশীয় বড় মানুষ মহাশয়েরা যেমত নাচপ্রভৃতি আমোদে ব্যয় করিয়া থাকেন তদনুরূপ ইহারা বিদ্যাভ্যাসপ্রভৃতি আর২ নানা উত্তম কর্ম্মেও ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা নানাপ্রকারে সদরে সাদর অর্থাৎ প্রচার আছে। সং চং

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬)

পরমার্থচর্চ্চালয়।—আমরা শুনিলাম খড়দহ নিবাসি শ্রীযুত কিশোরীমোহন গোস্বামী এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবেন তাহার নাম পরমার্থচর্চ্চালয় স্থির করিয়াছেন সেই আলয়ে বেদ পুরাণোপপুরাণ তন্ত্র ও গোস্বামিরদিগের সংগৃহীত হরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন হইবেক উক্ত শাস্ত্রের পণ্ডিতদিগের মাসিক পারিতোষিক এবং ছাত্রদিগের আহারাদি গোস্বামী নিজহইতে দিবেন শুনা গেল পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রের ন্যূন থাকিবেক না পণ্ডিতের এবং ছাত্রেরদিগের গ্রাসাচ্ছাদনদানে প্রতিমাসে দুই শত টাকা ব্যয় হইবেক ইহার ন্যূন কোন মতেই হইতে পারিবেক না বরঞ্চ অধিক বোধ হয় যাহা হউক এসম্বাদে আমরা চমৎকৃত হইলাম যেহেতু গোস্বামিজীউর ভিক্ষোপজীবিকা কি প্রকারে এই বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিতে পারি না মনে করি ধনি শিষ্যাদি দ্বারা ইহার উপায়ান্তর স্থির করিয়া থাকিবেন যাহা হউক এই উত্তম কর্ম্মে তেঁহ প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা নির্ব্বিঘ্নে চিরস্থায়ি থাকুক এজন্য আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই শুভসম্বাদ শ্রবণে শিষ্টমাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন। সং চং

সাহিত্য

সাহিত্য ও ভাষা

(১৬ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২)

ভাষা।।—সমাচার পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপ দেশে এক ব্যক্তি অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে পৃথিবীর মধ্যে ৩০৬৪ তিন সহস্র চতুঃষষ্টি-প্রকার ভাষা চলিতা আছে। তাহার মধ্যে ইউরোপে ৫৮৭ পাঁচ শত সাতাশীপ্রকার এবং আসিয়াতে ৬৩৭ ছয় শত সাঁইত্রিশ প্রকার এবং আফ্রিকাতে ২৭৬ দুই শত ছেহত্তরিপ্রকার ও আমেরিকাতে ১২৬৪ বার শত চতুঃষট্টি প্রকার।

(৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫)

এই মহারাজধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে বহুবিধ সমাচারপত্র প্রচারপ্রযুক্ত স্বদেশীয় বা বিদেশীয় তাবৎ লোকের পরমোপকার হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে যেহেতুক ধনি লোক অত্যল্প ব্যয়দ্বারা প্রতিসপ্তাহে নানা সম্বাদাবগত হইয়া বিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হইতে পারেন যদ্যপি অন্য লোক মূল্য প্রদানদ্বারা পত্র গ্রহণের পাত্র হইতে না পারেন তথাপি পত্রগ্রাহক ধনিরদের আশ্রয়েতে প্রায় প্রতিসপ্তাহে তত্তৎ পত্রার্থাবগত হইয়া বিবিধ বৃত্তান্ত বিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহারদের অসভ্যতা ও অজ্ঞান লোপপূর্ব্বক সভ্যতা ও জ্ঞানোদয় হইতে পারে এবং ইহাতে বাঙ্গলা লেখা পড়ার ধারা যাহা এতদ্দেশে পূর্ব্বে প্রায় ছিল না তাহাতেও সকলের মনঃপ্রবেশ হইবার বিষয়। এবং ভাষাতে শব্দ শ্লেষ ও বর্ণবিন্যাস ও বর্ণানুপ্রাস ও রূপকালঙ্কারাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং সতত বিষয় ব্যাপৃত লোকেরদের ক্ষণেক আলস্য ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ। ইত্যাদি নানাপ্রকার এই সমাচারপত্র দ্বারা লোকের মহোপকার হইবার সম্ভাবনা বটে। কিন্তু তত্তৎ-পত্রপ্রকাশকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগের অভাবে বিপরীত ফল সম্পত্তি হইতেছে। তদ্বিবরণ বিজ্ঞ মহাশয়েরা যেং পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাতে বর্ণ ভেদে কর্ণ ভেদ করে এবং পদাদি বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত এবং ছাপা দোষ ছাপা রহে না ও যত্বণত্বের তত্বও পাওয়া ভার অথচ সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি লোকেরা তত্তৎ পত্র অতিপবিত্র বোধ করিয়া নিজ২ বালকেরদিগকে তদনুসারে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে শিক্ষা দেন এবং আপনারাও তদনুসারে অভ্যাস করেন। আরো শুদ্ধাশুদ্ধ বিষয়ে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই২ পত্র প্রমাণত্বে উপন্যস্ত করেন অতএব এই মহোপকারক সমাচারপত্র সদোষ হইলে তৎপত্রদৃষ্টে শিক্ষিত লোকেরদের

কুসংস্কার যুগ সহস্রেতেও লুপ্ত হইতে পারে না সুতরাং হিতে বিপরীত ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা হইয়াছে।

অতএব বিনয়পূর্ব্বক আমার এই নিবেদন যে সমাচারপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ ব্যয়পূর্ব্বক সংস্কৃতাভিজ্ঞ দিগ্‌দর্শি লোকদ্বারা নিজ২ পত্র সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত তাবদুপকার সম্পাদন হইতে পারে যেহেতুক শুদ্ধ বর্ণদ্বারা নীচবর্ণও লব্ধবর্ণ হয় এবং বর্ণ সংস্কারব্যতিরেকে সুবর্ণেরও বর্ণমালিন্য হয়।

এবং অনেক মহামহিম লোক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত নূতন ও পুরাতন পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিক্রয়দ্বারা স্বার্থসিদ্ধ করিতেছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দোষপ্রযুক্ত সে অনেকের মূর্খতার কারণ হইতেছে অতএব যে মহাশয় যখন যে পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে আপনার সম্ভাবিত উপকার হয় এবং পরেরও উপকার হইতে পারে কিমধিকমিতি।

কস্যচিৎ পত্রগ্রাহকস্য।

নূতন পুস্তক

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮)

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে এই২ পুস্তক ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য এই।

সংস্কৃত ॥

ইংরেজী সমেত রামায়ণ প্রথম ভাগ	...	৩০ টাকা
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	...	ঐ
ঐ তৃতীয় ভাগ	...	ঐ
ইংরেজী সমেত অমরকোষ ছাপা হইতেছে		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	...	৪ টাকা
সাংখ্যসার	...	৬ ঐ

বাঙ্গালা ॥

শ্রীযুত কেরি সাহেবকৃত ইংরেজীসমেত ব্যাকরণ	...	৪ টাকা
বাঙ্গালা ডেক্সনরী প্রতিনম্বর	...	৫ ঐ
ইংরেজী বাঙ্গালা কালাকুইস	...	৪ ঐ
বত্রিশ সিংহাসন	...	৫ ঐ
হিতোপদেশ তৃতীয়বার ছাপা হইতেছে।		
রাজাবলী	...	৫ ঐ
দিগ্‌দর্শন ১২ ভাগ	...	৬ ঐ
গোলাধ্যায়	...	২ ঐ

সমাচার দর্পণ প্রতিসপ্তাহে	...	।০ আনা
ইংরেজীসমেত কর্ণাট ব্যাকরণ	...	৪ টাকা
ইংরেজীসমেত পঞ্জাবী ব্যাকরণ	...	৪ ঐ
ইংরেজীসমেত তৈলঙ্গ ব্যাকরণ	...	৫ ঐ
ইংরেজীসমেত ব্রহ্মা ব্যাকরণ	...	৬ ঐ
গুরুদক্ষিণা	...	১
বিল্বমঙ্গল ভাষা সংস্কৃত	...	৸০
কর্ম্মলোচন ঐ	...	৷৷০

(১৯ মার্চ ১৮২৫ । ৭ চৈত্র ১২৩১)

শ্রীযুত হপ সাহেবকৃত এক বর্ম্মা ডেকসিয়ানরি অর্থাৎ অভিধান শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া ১০ এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হইবেক।

ঐ পুস্তকের ক্রম এই যে প্রথম ইংরাজী অক্ষরে কথা তাহার দক্ষিণে ইংরাজী অক্ষরে বর্ম্মা কথার উচ্চারণ ও তাহার দক্ষিণে বর্ম্মা অক্ষরে ব্রহ্মদেশীয় কথা ঐ পুস্তকের পত্রসংখ্যা চারি শত পৃষ্ঠার কিছু অধিক হইবেক তাহার মূল্য দশ মুদ্রা নিরূপিত হইয়াছে।

(৯ জুলাই ১৮২৫ । ২৭ আষাঢ় ১২৩২)

অমরকোষ।—পূর্ব্বে কোলব্রুক সাহেব ইংরাজী অর্থের সহিত অমরকোষ গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন সেই গ্রন্থ কালক্রমে দুর্ল্লভ হওয়াতে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ক্ষুদ্র নাগরী অক্ষরে ইংরাজী অর্থের সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে যদি কেহ তাহা লইতে বাসনা করেন তবে দ্বাদশ মুদ্রাতে পাইতে পারিবেন।

কপিলদেবকৃত সাংখ্যসূত্র সটীক নাগরী অক্ষরে ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য ছয় টাকা।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ । ২৭ ভাদ্র ১২৩২)

নূতন পুস্তক॥—শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের আদেশে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড শ্রীযুত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত হইয়া সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। পুস্তকের পরিমাণ আকটেবো পেজের ৪৩ পৃষ্ঠা। এই পুস্তক উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ও পাটনাই কাগজে ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য আট আনা স্থির হইয়াছে যদ্যপি কাহার ঐ পুস্তক গ্রহণেচ্ছা হয় তবে কলিকাতায় চন্দ্রিকাযন্ত্রে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।......

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২৭ ভাদ্র ১২৩২)

কাশীর নক্‌শা। শ্রীযুত প্রিনসেপ সাহেব কাশীধামে গমনপূর্ব্বক ঐ স্থানের প্রত্যেক রাস্তা ও গলি ও অট্টালিকা এবং কাশীতলবাহিনী গঙ্গাপ্রভৃতির নক্‌শা করিয়া ইংগ্লণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে পাথুরীয়া ছাপাখানাতে ঐ নক্‌শা ছাপা হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে তাহার প্রত্যেক নক্‌শার মূল্য ১২ বার টাকা। যদি কেহ ঐ নক্‌শা ক্রয় করিতে বাসনা করেন তবে কলিকাতায় বাঙ্গাল হরকরা আপিসে গেলে পাইতে পারিবেন।

(১৫ অক্টোবর ১৮২৫। ৩১ আশ্বিন ১২৩২)

নূতন ছবি ॥—কলিকাতার পাথরীয়া ছাপাখানাতে খাজরী অবধি কানপুরপর্য্যন্ত গঙ্গানদীর এক নক্‌সা ছাপান গিয়াছে এবং গঙ্গার উভয় তীরে যত গ্রাম আছে সে সকল তাহাতে লিখিত আছে এতদ্ভিন্ন যেখানে যত খাল কিম্বা নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলে সে সকল স্পষ্টরূপে লিখিত আছে ঐ নক্‌সার উপর উত্তমরূপে রং দেওয়া গিয়াছে ইহারদ্বারা পথিক লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবেক।

(২১ জুন ১৮২৮। ৯ আষাঢ় ১২৩৫)

রাস্তার নক্সা।—গত মাসের মধ্যে কলিকাতার পাথরীয় ছাপাখানাহইতে ভারতবর্ষের তাবৎ রাস্তার নক্সার একখান পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকে পৃথক২ এক শত একবিংশতি রাস্তার নক্সা আছে এবং তাবৎ রাস্তার পরিমাণ এইমত নিশ্চিতরূপে লিখিত হইয়াছে যে তাহা হস্তে থাকিলে কোন ব্যক্তির অনর্থক ভ্রমণ করিতে হয় না।

(৩ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

নূতন পুস্তক ॥—সম্প্রতি কলিকাতার ছোট আদালতের এক জন জজ শ্রীযুত সি কে বারিসন সাহেব গৃহগ্রন্থনবিষয়ে এক নূতন পুস্তক করিয়াছেন তাহাতে গৃহগ্রন্থনের ক্রম ও স্তম্ভের উচ্চত্ব ও স্থূলত্ব এবং কুঠরি করিবার ধারা ও কোন স্থানে কেমন ক্ষুদ্র কুঠরি করা যাইতে পারে এবং কিসেতেই বা শোভা হয় এ সকল বিবরণ তাহাতে আছে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালি লোকেরা কিরূপে ঘর করিয়া থাকেন এবং তাহার ক্রম কেমন ও কোন দিগে কেমন প্রকোষ্ঠ করিলে শোভা হয় তাহার বিশেষ২ নক্‌শা করিয়াছেন। ঐ পুস্তক তিন ভাগে সমাপ্ত হইবেক তাহার মধ্যে প্রথম ভাগ আগামি মাসে প্রকাশিত হইবেক এবং তাহার প্রত্যেক ভাগের মূল্য আট টাকা নিরূপিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকদ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনেক উপকার হইবেক যেহেতুক তাঁহারা ঐ পুস্তক দেখিয়া ইউরোপীয় ধারানুসারে সুন্দররূপে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

(১৪ জানুয়ারি ১৮২৬। ২ মাঘ ১২৩২)

বিজ্ঞাপন॥ সর্ব্বগুণগ্রাহকের প্রতি নিবেদন যে এতদ্দেশীয় অনেক২ পণ্ডিতকর্তৃক নানাপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ সাধুভাষাতে তর্জমা হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বিষয়ি লোকেরদেরও নানাপ্রকার উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে যাহা হিন্দুলোকের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য অর্থাৎ তিথিতত্ত্ব তাহা অদ্যাপি কোন পণ্ডিতকর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই অতএব জনপদের উপকারার্থে ঐ তিথিতত্ত্ব ও কৃত্যতত্ত্বের ব্যবস্থা সকল এবং তিথিবিশেষ বিহিতকর্ম্ম সকল সাধুভাষাতে তর্জমা করিয়া সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছি। ভরসা যে এই গ্রন্থ সভ্য লোককর্তৃক অবশ্য গ্রাহ্য হইবেক যেহেতুক বিষয়ি লোক যাঁহারা সর্ব্বদা বিষয়কর্ম্মে ব্যগ্র অথচ দৈব পৈতৃক কর্ম্মানুষ্ঠানে রত তাঁহারা এই গ্রন্থদৃষ্টে ব্রতোপবাস পূজা শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা অনায়াসে জানিতে পারিবেন। যদি গ্রন্থ গ্রাহ্য হয় তবে ইহার নাম তিথিকর্ম্মপ্রকাশ দেওয়া যাইবেক।

এই গ্রন্থ অনুমান ১৫০ দেড় শত পৃষ্ঠা হইবেক ছাপার ব্যয়ের কারণ প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ৩ তিন টাকা নিরূপিত করা গিয়াছে অতএব যাঁহার যত গ্রন্থের প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় নীচে স্বাক্ষরকারির নিকট আপন নাম ও নিবাসসমেত সমাচার পাঠাইবেন পরে গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরণ করা যাইবেক।

শ্রীতারিণীচরণ শর্ম্মণঃ।

(১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২)

বিজ্ঞাপন।—বহুকারণপ্রযুক্ত বহুকাল জ্যোতিষের প্রত্যক্ষ জ্যোতিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল পুনর্ব্বার সকলকার উপকার এবং প্রত্যক্ষতার নিমিত্তে বহুতর আকুঞ্চন ও বহুবিধ গ্রন্থের অনুশীলন এবং বহুদেশীয় জ্যোতিজ্ঞের মতের একত্রীকরণপূর্ব্বক যাহা ফলের সহিত ঐক্য হইল তাহার মধ্যে আদৌ জাতকোষ্ঠী প্রকরণে জ্যোতিষের প্রথম আভার প্রথম কিরণে পরমায়ুঃ প্রকাশ নামক এক গ্রন্থ শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় সর্ব্ব সাধারণের সুগম বোধার্থে গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া ৭২ বাহাত্তর আকটেবো পেজে স্বকীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিতপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে অনায়াসে সকলেই পরমায়ুঃ সংখ্যাকাল যথার্থরূপে জানিতে পারিবেন।

(১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩)

শাস্ত্র সর্ব্বস্বনামক গ্রন্থ। প্রকাশার্থে অনুষ্ঠান।—ভারতবর্ষের মধ্যে যখন হিন্দুরদিগের রাজ্যাধিকারিত্ব ছিল তখন তাবৎ শাস্ত্র দেদীপ্যমান ও তদধ্যয়নাধ্যাপনাকারিদিগের তদ্বিষয়ে মনোযোগের এবং ঔৎসুক্যের আধিক্য ছিল তদনন্তর তদ্রাজ্য উচ্ছিন্ন হইলে পর যবনেরদের আধিপত্য হওয়াতে বিদ্যার প্রায় লোপ হইয়াছিল এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের তত্তদ্বিষয় সংস্থাপনার মনোযোগ রূপ প্রভাত প্রকাশ হইবাতে এবং রাজার আনুকূল্যেতে অনেকের বিদ্যাভ্যাস হইতেছে

এবং বিদ্যা বিষয়ে অনেকের সাধারণ যত্ন ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতেছে এবং মুদ্রায়ন্ত্রালয়ের বাহুল্য হওয়াতে অনেক২ পুস্তক সংগ্রহ হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে প্রায় যাবনিক ও অন্য ভাষাহইতে উদাসীন কথা ও বিষয় মাত্র সংগৃহীত সে কেবল বালকেরদিগের শিক্ষার্থে।

স্বদেশীয় শাস্ত্রের স্বজাতীয় ভাষায় প্রাচীন কাশীদাসী পাঁচালি আর তত্তুল্য কয়েক খানি পুস্তক দেখিতেছি সংপ্রতি যেরূপ সময় ও তত্তৎ আকর গ্রন্থের সমাধান হইয়াছে তদুপযুক্ত কোন গ্রন্থ সংগ্রহ দেখা যায় না ও সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞাত বিষয়ি লোকেরদিগের পাঠার্থে সমাচারের কাগজ আর উদাসীন ভাষায় তদ্দেশীয় বিবরণ ব্যতীত কোন সংগ্রহ নাই এমত ব্যক্তিরদিগের অল্পায়াসে তদুপকার হয় এ বিষয় বহুকাল ও ব্যয়সাধ্য এক ব্যক্তিহইতেও সম্পন্ন হওয়া সুদুষ্কর অতএব বিবেচনা করা গেল যে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের মূলবেদ তাহার ফলিতার্থ মহর্ষি বেদব্যাস সংগ্রহ করিয়া পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূল২ বিবরণ সকল সাধু গৌড়ীয় ভাষায় সংগ্রহ করিয়া এক গ্রন্থ প্রকাশ হইলে ভাল হয় অর্থাৎ আপনারদিগের যাহা আবশ্যক জানা উচিত হয় এমত যত বৃত্তান্ত তাহার কিঞ্চিৎ স্থূলরূপে লেখা যাইতেছে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি ব্রহ্মসৃষ্টি দক্ষপ্রজাপতি সৃষ্টি অবান্তর যুগাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম মন বংশাবলী গ্রহ নক্ষত্র লোকপালাদি সূর্য্য চন্দ্র বংশাবলী ও তত্তৎকীর্ত্তি ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ এবং তাহারদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম ও ব্যবহার আচার কত প্রকার বা সংস্কার বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি ও তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত দেশ নির্ণয় তীর্থস্থান পীঠস্থান ভগবান্ পরমেশ্বরের অবতার ও তৎপূর্ব্ব কারণ উপাস্য দেবতা উপাসনা ভেদ কথন রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও মহাপুরুষাদির বিবরণ রাজারদিগের বিবরণ অষ্টাদশ বিদ্যা বর্ণন স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরিমাণ ও নাম আর কোন২ শাস্ত্র কোন২ দেশে প্রচলিত তদ্বিবরণ বৈদ্যক শাস্ত্রের স্থূলবিবরণ দ্রব্যগুণ ইত্যাদি স্থূল২ এই এক২ প্রকরণের মধ্যে অনেক২ প্রকরণ অবস্থান করিবেন তাহাতে তাবৎ গ্রন্থের যে পরিমাণ এক্ষণে নিশ্চিত করিতে পারা গেল না কিন্তু ছোট পত্রের এক শত ১০০ পৃষ্ঠাতে ঐ গ্রন্থের এক২ সংখ্যা ৪ চারি সংখ্যা হইলে এক পুস্তক হইবেক অতএব শুদ্ধছাপার ব্যয়ের আনুকূল্যার্থে প্রতি সংখ্যার ২ দুই টাকা আর ঐ এক ভাগ অর্থাৎ ৪ চারি সংখ্যার মূল্য আট টাকা স্থির করা গেল।

এতদ্দেশীয় স্বধর্ম্ম সংস্থাপক প্রতিপালন এতদ্বিষয় সম্পাদক মহাজন সমাজে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যাঁহার গ্রন্থ গ্রহণে বাসনা হয় তিনি চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে অথবা এই গ্রন্থ সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের নিকট সংস্কৃত কালেজে বা কোম্পানির কালেজ বারিকে আপন নাম ও গ্রন্থের সংখ্যা প্রেরণ করিলে পুস্তক সংপূর্ণ হইলে পাইবেন ইতি। ১২ শ্রাবণ ১২৩৩ সাল।

(৩০ ডিসেম্বর ১৮২৬। ১৬ পৌষ ১২৩৩)

নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার বহুপরিশ্রমপূর্ব্বক সংস্কৃত বাঙ্গলা পারসি আরবি ও ইংরাজি লাটিনপ্রভৃতি নানা ভাষার প্রচলিত প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের

ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাহার পত্রসংখ্যা ১৫০। ও মূল্য ৩ টাকা। যাহার আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে সম্বাদ দিলে পাইতে পারিবেন।

(১৫ জুলাই ১৮২৬। ১ শ্রাবণ ১২৩৩)

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।—শহর শ্রীরামপুরের কালেজের ছাত্রেরদের পাঠার্থে বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ঐ কালেজের পণ্ডিতকর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই পুস্তকদ্বারা বিষয়ি লোকেরদের অনেক উপকার দর্শিবেক যেহেতুক ইহার প্রথম সংস্কৃত সূত্র পরে তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় অতি স্পষ্ট হইয়াছে ইহাতে সকলেই অনায়াসে অর্থবোধ করিতে পারিবেন।

(৭ এপ্রিল ১৮২৭। ২৬ চৈত্র ১২৩৩)

আগামি বৎসরের নবপঞ্জিকা।—বিজ্ঞবর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি বৎসরের··· ১২৩৪ সালের নবপঞ্জিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক চন্দ্রিকা যন্ত্রে নির্ম্মিত পঞ্জিকা যে প্রকার হইয়া থাকে তাহা প্রায় অনেকে বিদিত আছেন তথাপি অজ্ঞাত ব্যক্তিরদিগের বিজ্ঞাত করণ কারণ স্থূলবিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি শ্রীল শ্রীযুত নবদ্বীপাধিপতির অভিমতা পঞ্জিকা প্রতিদিনের বার তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি গণনানন্তর যে দিন যে যে কর্ম্ম শুভাশুভ ও বিধি নিষেধ স্থির করা আছে বিশেষতঃ যে যে রাশির শুভ তাহা নির্ণয় করিয়া লিখিত হইয়াছে অপর জ্যোতিষ গণনার বহুতর ব্যাপার * * * আছে এ সকল ঐমত প্রাঞ্জল শব্দের দ্বারা রচনা হইয়াছে যাহা পাঠ করিবামাত্র অনায়াসে সকলেরি বোধগম্য হয় ইহা ভিন্ন• কলিকাতাস্থ অধ্যাপকের নাম ও ডাকের মাসুল ইত্যাদি নানাপ্রকরণ আছে এই বাহুল্য পঞ্জিকার মূল্য এক টাকামাত্র যাঁহার গ্রহণে বাঞ্ছা হয় তিনি ঐ যন্ত্রালয়ে মূল্য পাঠাইলে তৎক্ষণাৎ পাইবেন।

(১৪ এপ্রিল ১৮২৭। ২ বৈশাখ ১২৩৪)

নূতন পুস্তক।—ইংরাজি পাঠার্থি বালকেরদের শিক্ষার্থে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় নিউগাইড নামে ইংরাজি বাঙ্গালাতে এক পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে তাহার প্রথমে ইংরাজি বর্ণমালার উচ্চারণ বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা গিয়াছে পরে বর্গক্রমে ইংরাজি কথা সংগৃহীত হইয়াছে ঐ কথা ২৫০০ ন্যূন নয় তাহার ক্রম এই প্রথম ইংরাজি অক্ষরে ইংরাজি কথা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ ও অর্থ। তৎপরে ইংরাজি বাঙ্গলাতে কতকগুলিন ডাইএলাগ অর্থাৎ কথোপকথন তৎপরে অন্য২ প্রকরণ আছে। ইহার মূল্য ১ টাকা। যাহার যত গ্রন্থে প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় সম্বাদ পাঠাইলে ২৫ এপ্রিলের পর পুস্তক পাইতে পারিবেন। ইতি তারিখ ১৪ এপ্রিল।

(৩ মে ১৮২৮ । ২২ বৈশাখ ১২৩৫)

নূতন পুস্তক।—মহাকবি বররুচিকৃত পত্র কৌমুদী পত্রদ্বারা এই উভয় প্রকরণ শ্রীকৃষ্ণলাল দেব মোং শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা করিতে স্থির করিয়াছেন।

শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রবিহীন একটি সংস্করণ আছে; তাহার তারিখ শকাব্দ ১৭৪৬ (=১৮২৪)। ইহাও কৃষ্ণলাল সংগৃহীত। "যাবৎ প্রসন্না কমলা মুরারে র্বক্ষস্থলস্থা মুদমেষ্যত্তীয়ম্। তাবৎ সমাস্তাং ভুবনে চিরায় শ্রীকৃষ্ণলালেন কৃতা প্রশস্তিঃ॥ সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।" ইহাই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।

(২২ আগষ্ট ১৮২৯ । ৭ ভাদ্র ১২৩৬).

খড়দহনিবাসি শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামির প্রেরিত পত্রীদ্বারা বোধ হইল এতদ্দেশে সসর্ব্বোপায় শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যষ্টাদশ পুরাণোপপুরাণ এবং গোস্বামি পাদকৃত হরিভক্তিবিলাস ভক্তিরসামৃত সিন্ধাদি গ্রন্থাধ্যাপনানিলয়াভাবঃ অতএব নানাশাস্ত্রাধ্যাপকদ্বারা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাহরণানন্তর সপ্রমাণক ভগবদুপাসনা তত্ত্ব সংগ্রাখ্য গ্রন্থ করিয়াছেন অভিলাষ উক্ত সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যাপনা হয় যে ছাত্রসকল খড়দহের বাটীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক আগমন করিয়া অধ্যয়ন করিবেন তাঁহারদিগের অধ্যয়নানুকূল্য করিবেন অতএব সকলের জ্ঞাত কারণ জানাইতেছি ইতি।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ । ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬)

এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।— ...সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী তাহার দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ১ টাকা।

সাময়িক পত্র

(৩০ মার্চ ১৮২১ । ১৮ চৈত্র ১২২৮)

প্রেরিত পত্র।— ...সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূর্ব্বে এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতেছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নূতন২ সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানিসূচক হইলে নামের বিপরীত হয়। অতএব আমার এই প্রার্থনা যে পরস্পর নিন্দা প্রকাশ রহিত করিয়া নানাদেশীয় নানাবিধ সুসম্বাদ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশ করেন ইহা হইলে পাঠকেরা আনন্দিত হইয়া পাঠ করিবেন এবং উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইবেক এবং যদর্থে করিতেছেন তাহারও সিদ্ধি হইবেক।

এই যে প্রেরিত পত্র আসিয়াছিল তাহা দর্পণে প্রকাশ করিলাম এবং পত্র প্রেরক যেমত লিখিয়াছেন এ অতিসুন্দর লিখিয়াছেন যেহেতুক বিশিষ্ট দ্বয়ের মধ্যে ভেদ জন্মিলে বিশিষ্ট লোকের খেদ হয় এবং বিশিষ্টের মধ্যে ভেদ না থাকে বিশিষ্টের এই প্রার্থনা অতএব উভয়েই বিবেচনা করিবেন।

(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮২২। ৩০ ভাদ্র ১২২৯)

পারসীয়ান কাগজ।—নানাস্থানহইতে অনেক লোক পারসীয়ান খবরের কাগজের কারণ পত্র লিখিয়াছেন এবং কোন২ সমাচার দর্পণপাঠকও বাসনা করেন যে পারসীতে খবরের কাগজ প্রকাশ হয়।৹ অতএব এই সকল লোকেরদের তুষ্টির কারণ পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি আগামী সপ্তাহে ইহার বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক। সম্প্রতি পারসীয়ান খবরের কাগজের প্রার্থনায় আগত পত্র নীচে প্রকাশ করিতেছি দৃষ্টি করিবেন।

আগত পত্র ।।

সমাচারদর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—নানা দেশীয় নানাপ্রকার সমাচার সম্বলিত সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইয়া অনেক২ লোকের সন্তোষ জন্মায় এবং এই জিলার জজ সাহেবের নিকটে বাঙ্গালি সমাচার দর্পণ আইসে তাহাতে আমলাহায় ঐ কাগজ পাঠ করিয়া থাকেন কিন্তু এ জিলার আমলালোক অনেকেই প্রার্থনা করেন যে পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ হয় যেহেতুক আমলা লোকেরা বাঙ্গালি অপেক্ষা পারসী অধিক ভাল বাসেন অতএব যদি আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ করেন তবে অনেক লোকে লয় ও অনেকের সন্তোষ জন্মে যেহেতুক যাঁহারা পারসী না জানেন তাঁহারা বাঙ্গালিতেই তৃপ্ত থাকেন কিন্তু যাঁহারা পারসী ও বাঙ্গালি উভয়জ্ঞ তাঁহারা বাঙ্গালি অপেক্ষা পারসীতে অধিক বাসনা করেন অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন।

এই পত্র কেবল আমি একাকী লিখিতেছি এমত নয় কিন্তু ইহাতে অনেক ভাগ্যবান লোকের অনুমতি আছে।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২। ৬ আশ্বিন ১২২৯)

ইস্তাহার।—সকলকে জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বাবধি সর্ব্বদেশে সমাচারপত্র প্রকাশিত আছে কিন্তু হিন্দুস্থানে বাদশাহের বাদশাহীর সময়ে কেবল ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে অন্য কেহ ঐ সমাচার পত্র পাঠ করিতে পারিত না এইক্ষণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার হওয়াতে ইংলণ্ডের ন্যায় শহর কলিকাতায় ও শ্রীরামপুরে অনেক ছাপাখানা হইয়া ইউরোপীয় সমাচার ও অন্য২ দেশীয় সমাচারসম্বলিত সমাচারপত্র ইংরাজী ও

বাঙ্গালি ভাষাতে ছাপা হইয়া প্রকাশ হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক সাহেব লোকের নিকটে ও ইংরাজীজ্ঞাতারদের নিকটে ও বাঙ্গালি লোকেরদের নিকটে পঁহুছিতেছে তাহাতে ঐ সকল লোকের সন্তোষ জন্মিতেছে। কিন্তু পশ্চিম দেশীয় অতিপ্রধান ও ভাগ্যবান লোকেরা ঐ ভাষাদ্বয়ানভিজ্ঞতাহেতুক স্বয়ং পাঠ করণে অক্ষম হওয়াতে কেহ২ ক্ষান্ত থাকেন কেহ বা ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গালিজ্ঞাতারদের দ্বারা সমাচারাবগত হইয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহাতে পরায়ত্তভোজনবৎ তাঁহারদের তাদৃক তৃপ্তি হয় না অতএব যদি পারসী সামাচার পত্র প্রকাশ করা যায় তবে তাঁহারা পরাপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ঐ রসপান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন।

অতএব সে সকলের তুষ্টি ও ইষ্টসিদ্ধির কারণ নিশ্চয় করা গেল যে নানা দেশীয় সমাচার পারসীভাষাতে ছাপা হইয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হয় তাহাতে যে সকল লোক ঐ সুখভোগেচ্ছুক হইয়াও পাঠ করণ শক্তি না থাকাতে ক্ষান্ত ছিলেন কেহবা পরোপাসনা করিয়াও ইষ্টসিদ্ধি করিতেন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতারূপে প্রতিদেশীয় সম্বাদাবগত হইয়া আত্মমনোবিনোদ করিতে পারিবেন। এবং পারসী ভাষায় সমাচার পত্র হওয়াতে অনেক ভাগ্যবান লোকের অনুমতিও আছে। ঐ সম্বাদ পত্রের নাম পৈকনামাবর স্থির করা যাইবে তাহার প্রত্যেক কাগজের মূল্য চারি আনা অর্থাৎ এক মাসে এক টাকা তাহা চারি পৃষ্ঠেতে ছাপাইবেক ইহা ব্যতিরেকে কোম্পানির রীত্যনুসারে শিকী ডাকের খরচ লাগিবেক অর্থাৎ যেখানে চিঠীর মাশুল আট আনা সেখানে পৈকনামাবরের দুই আনা লাগিবেক। ঐ কাগজ মঙ্গলবারে ছাপা হইয়া বুধবারে স্বাক্ষরকারিরদিগের নিকট পাঠান যাইবেক।

অতএব জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কোন মহাশয়ের লইবার বাসনা হয় তাঁহারা আপনারদের নাম ও নিবাস লিখিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইয়া দেন যে তদনুসারে পৈকনামাবর প্রতিসপ্তাহে বুধবারে তাঁহারদের নিকটে পাঠান যায়। ইহার ব্যয়োপযুক্ত সংস্থান হইলে অর্থাৎ স্বাক্ষরকারিরদের নাম পাওয়া গেলে ছাপা আরম্ভ হইবেক।

(১৩ মে ১৮২৬ । ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

গত শনিবার অবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসিয়ান সমাচারপত্র শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে অতএব যদি কোন মহাশয় ঐ পারসিয়ান সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরে আপন নাম ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ পাইতে পারিবেন তাহার মূল্য মাসে এক টাকা।

(৬ মার্চ ১৮২৪ । ২৪ ফাল্গুন ১২৩০)

জরনেল আফিসের বৃত্তান্ত।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক সমাচার দিতেছি যে এক নূতন

ইডিটর কলিকাতা জরনেল আফিসে দি স্কাট সোমেন ইন দি [ঈষ্ট] নামক এক নূতন কাগজ প্রকাশ করিতেছেন এ জন্যে লাইসেন্সও পাইয়াছেন। ১ মার্চ তারিখে এই কাগজ প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে জনপদের অনেক উপকার হইবেক……।

(১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২)

নাগরীর নূতন সংবাদ পত্র।—ইদানীং পাশ্চিমাত্য লোকেরদের মধ্যে গুণ প্রচার ও জ্ঞানের সঞ্চার হইবার কারণ যাহা অদ্যপর্য্যন্ত উক্ত দেশস্থ ব্যক্তিরদের মধ্যে এ বিষয়ে চর্চামাত্র ছিল না সংপ্রতি অন্তর্বেদ দেশান্তর্গত কাহ্নপুর গ্রামনিবাসি স্বদেশজনসুখাভিলাষি কান্যকুব্জ জাতীয় শ্রীযুত যুগলকিশোর সুকুল হিন্দুস্থানি ব্যক্তিরদিগের বিদ্যারূপ মণি এতাবতা যাহা জাড্যতারূপ তিমিরপ্রযুক্ত বর্ণের প্রকাশ পায় নাই এতদর্থে উদন্ত মার্ত্তণ্ডের উদয়ে গুণ ও জ্ঞানের উদয় করণ অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল কৌন্সেলের সভায় তদ্বিষয়ে বিবরিয়া এক বিজ্ঞপ্তি পত্র উপস্থিত করাতে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া এক অনুষ্ঠানপত্র দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় এনগরে পূর্ব্বোক্ত সুকুলের কর্তৃত্বে এথানকার এবং অন্যান্য হিন্দুস্থান ও নেপালপ্রভৃতি দেশের সজ্জন মহাজন এবং ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের মধ্যে প্রচার হইয়াছে এবং হইতেছে। ঐ উদন্ত মার্ত্তণ্ড নির্ব্বাহানুকূল্য জন্য দ্বিমুদ্রা মাসিক স্থির পাইয়াছে যে২ মহাশয়ের ঐ সমাচার পত্র লইবার বাঞ্ছা হয় তাহারা মোং আমড়াতলার গলির ৩৭ নং বাটীতে লোক পাঠাইলে জানিতে পারিবেন। সং চং।

(১৭ জুন ১৮২৬। ৪ আষাঢ় ১২৩৩)

নাগরির সমাচারপত্র।—সংপ্রতি এই কলিকাতা নগরের মধ্যে উদন্তমার্ত্তণ্ডনামক এক নাগরির নূতন সমাচারপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে আমারদিগের আহ্লাদের সীমা নাই যেহেতুক সমাচারপত্রদ্বারা বিষয়সংক্রান্ত ও নানাদিগ্দেশীয় রাজসম্পর্কীয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়াতে অবশ্য উপকার আছে ইউরোপদেশে প্রায় দুই শত বৎসরের অধিক কালাবধি সমাচারপত্র প্রকাশ হইয়াছে তদ্দারা সামান্য সমাচার ও নানা বিষয়ের দোষগুণপ্রভৃতি প্রেরিত পত্রে উত্তর প্রত্যুত্তরদ্বারা প্রকাশিত হওয়াতে অনেক বিষয়ের নির্য্যাস ও সংশোধন হইয়াছে এই ইংরাজীপ্রভৃতি সমাচারপত্র দৃষ্টান্তে এতদ্দেশে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় সমাচারপত্র প্রকাশ হয় পরে পারসী ভাষায় হয় এবং মধ্যে কিয়দ্দিবস গত হইল উরদু ভাষায় হইয়াছিল কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাভিন্ন প্রেরিত পত্র প্রকাশ হয় না যাহা হউক এক্ষণে নাগরী ভাষায় এক সমাচারপত্র হওয়াতে কাশীপ্রভৃতি স্থানস্থ লোক যাহারা ঐ ইংরাজীপ্রভৃতি ভাষা অজ্ঞাতপ্রযুক্ত কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া প্রগল্ভতাপূর্ব্বক কালক্ষেপণ করেন তাঁহারা যদ্যপি অভিনব রীতি বলিয়া তুচ্ছ না করিয়া আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন তবে তাঁহারদিগের পক্ষে যে ফলোদয় হইবেক তাহা ক্রমে জানিতে পারিবেন।

(৮ জুলাই ১৮২৬ । ২৫ আষাঢ় ১২৩৩)

নাম পরাবর্ত্তন।—সকলে বিদিত আছেন যে কলম্বিয়ন প্রেষ গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্র প্রায় ঐ নামে এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল সংপ্রতি ২ জুলাই রবিবার অবধি তৎসম্পাদক ঐ কাগজের বেঙ্গাল ক্রোনিকল নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন আর নিয়ম করিয়াছেন যে মঙ্গল শুক্র ও রবি এই তিন বারে প্রকাশ করিয়াছেন।

(৮ মার্চ ১৮২৮ । ২৬ ফাল্গুন ১২৩৪)

তিমিরনাশকযন্ত্রদাহ।—আমরা মহাখেদান্বিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত শুক্রবার তিমিরনাশক পত্র প্রকাশ হয় নাই কিন্তু প্রকাশ না হওনের কারণ একখানি ক্ষুদ্রপত্র তৎপ্রকাশক অন্য মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই পাঠে জ্ঞাত হইলাম যে তিমির-নাশক যন্ত্রালয়ে অগ্নি লাগিয়া সেই আলয় এবং যন্ত্রাদি তাবৎ দগ্ধ হইয়াছে।

বিবিধ

(২৫ আগষ্ট ১৮২৭ । ১০ ভাদ্র ১২৩৪)

বাঙ্গালায় ছাপাখানার স্বাধীনতাবিষয়ে।—বিলাতে ইণ্ডিয়া হৌসে শ্রীযুত কর্ণেল ইষ্টানহোপ সাহেব বাঙ্গালায় ফ্রি প্রেস অর্থাৎ ছাপাখানার স্বাধীনতা স্থাপন করণার্থে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে অনেকের মত হইল না এতন্মাত্র প্রকাশ হইয়াছে। সং চং

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ । ৩ ফাল্গুন ১২৩৬)

টিপুসুলতানের পুস্তক সংগ্রহ। – এতদ্দেশীয় ভাষায় যে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তকসমূহ হয়দরালিকর্তৃক সংগ্রহ আরম্ভ হইয়া টিপুসুলতানকর্তৃক যাহা সমাপ্ত হইয়াছিল সংপ্রতি লণ্ডন নগরে কোম্পানি বাহাদুরের পুস্তকালয়ে তাহা অর্পিত হইয়াছে। সেই পুস্তক প্রায় সকলি আরবী ভাষায় রচিত তন্মধ্যে অতি সুশোভিত জিল্দ করা এবং প্রত্যেক পত্র স্বর্ণ বিভূষিত কোরাণের কএক নক্সা আছে। টিপু সুলতান যে কোরাণ পাঠ করিতেন তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং সুশোভা-হীন কিন্তু তাহার অক্ষর অতি পাকা। ঐ পুস্তকসমূহের মধ্যে হিন্দুরদের প্রাচীন ভাষায় লিখিত অনেক বহু মূল্য গ্রন্থ আছে।

সমাজ

নৈতিক অবস্থা

(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২১ । ১৪ ফাল্গুন ১২২৭)

বাবুর উপাখ্যান। অমরাবর্তী নগরে রাজচক্রবর্ত্তী নামে এক জন অতিবড় ধনবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চক্রবর্ত্তী প্রথমাবস্থায় রাজকীয় ও জমীদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড়২ কর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী বুদ্ধিমান অদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া প্রচরদ্রূপে ব্যক্ত হইবাতে সুলতান অহম্মদ খলীফা ভারতবর্ষের ব্যাপক মনাজন তাহাকে ডাকাইয়া আফীমের কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আফীম মহলের কর্ম্ম বড় উপার্জ্জনের সীমা নাই। অত্যল্প খরচে আফীম প্রস্তুত হইয়া চীন দেশে যায় সেখানে বিক্রয় হইয়া সুলতান খলীফার যথেষ্ট লাভ হয়। দেওয়ান চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে আকাঙ্ক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান সর্ব্বদা দুঃখী কহেন যে আমার এত বড় নাম ডুবিল নির্ব্বংশ হইলাম সন্তান নাই ধন কাহাকে দিয়া যাইব। তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বদা যাগ দান করেন।

পরে এক চন্দ্রতুল্য উত্তম পুত্র জন্মিল। তাবৎ সংসারে আহ্লাদের সীমা নাই দেওয়ানজীর পুত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হওত যথেষ্ট দানাদি করিলেন ও বাটীতে টিক্‌টিকীর নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম করাইলেন। এমতে পুত্রের বয়স ছয় মাস হইল অন্নপাশন কাল উপস্থিত নাম করণ হইবেক। চক্রবর্ত্তী সভাসৎ পণ্ডিত লোককে প্রশ্ন করিলেন যে ভো ভো পণ্ডিতেরা আমার পুত্রের নাম কি হইবেক। প্রধান পণ্ডিত যিনি নিয়ত সভায় থাকেন এবং কলাচার্য্য কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার পুত্রের অনেক সুলক্ষণ আছে যাহা কহিতে প্রায় সম্ভবে না যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ইনি বাঁচেন তবে প্রোকৃত মনুষ্য হইবেন না ইনি কুলীনের ঔরসে জাত আর কুলীনের নবগুণের লক্ষণ আছে···ইনি আপনকার বংশের তিলক হইবেন অতএব ইঁহার নাম কুলীনচন্দ্র কিম্বা তিলকচন্দ্র রাখুন। দ্বিতীয় জন কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার যে পুত্র ইনি কত কাল তপস্যা করিয়াছেন সেই বরে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন ইনি অতি বড় সুখী মহাবাবু হইবেন। ইহার আপন কর্ম্মানুযায়ি নাম আর দেখি না বরং মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু নাম রাখহ।

তৃতীয় কহিলেন যে দেওয়ানজী বিদ্যালঙ্কার উত্তম কহিয়াছেন আপনকার এত ঐশ্বর্য্যে

এ সন্তান হইয়াছেন ইনি বাবু হইবেন অত্র সন্দেহোনাস্তি আর বাবুর চিহ্ন গণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ অনুভব হইয়াছে সে কি২।

ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান। অষ্টাহে বন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ। অতএব ইহার নাম তিলকচন্দ্র বাবু রাখুন। পরে অনেক বিবেচনাতে তিলকচন্দ্র বাবু নাম স্থির হইল। তিলকচন্দ্র বাবু ক্রোড়ে ব্যতীত মৃত্তিকাতে পদার্পণ করেন না মহা আদর্য্য কত২ লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী পুত্রের শরীরে যত ধরে তত স্বর্ণালঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিলেন দেওয়ানজীর ইচ্ছা যে স্বর্ণের ইষ্টক পুত্রের গলে দোলায়মান করত আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন।

এমতে পুত্র বড় হইতে লাগিলেন বাক্য শক্তি হইল তিলকচন্দ্র সকলকেই কটু বাক্য কহেন ও মারেন তাহাতে দমন না করিয়া বরং সকলেই তাহাতে আহ্লাদ করেন তিলকচন্দ্র বাবু কোন অকর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়া চক্রবর্ত্তী দেওয়ান শিখাইয়া দেন যে তুমি কহ আমি করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্ব্বদাই আমোদ হয় তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন তিলকচন্দ্র নাম কে উল্লেখ করে। দেওয়ান এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন না কহেন ব্রাহ্মণের ছেলা গায়িত্রী শিখিলেই হয় কপালে থাকে বিদ্যা হবে আমি যাহা রাখিয়া যাইব যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন কখন দুঃখ পাইবেন না পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হবে আমি দেখিতে আসিব না। বাবু যেখানে যান সেইখানেই আদর্য্য ও মান্য দেওয়ানজীর পুত্র অনেক আভরণ আছে। বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না। অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো কতক গুলিন দেওয়ানজীর পারিষদ লোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাসূচক প্রশংসা করে।

এমতে বাবুর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল সুতরাং বিষয় বোধ ও জ্ঞান যথেষ্ট কেহ বাবুর স্থানে পরামর্শ লয়েন কেহবা কোন বিষয়ের বিবেচনা বাবুকে লইয়া করেন শাস্ত্রার্থ যাহা অন্য বিষয়ী ও পণ্ডিত লোকহইতে নিষ্পন্ন হয় না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার শেষ হয়। বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শন শাস্ত্রাদির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহা বুঝেন এমত ক্ষমতা কি কিন্তু শেষ করিয়া দেন ইহাতে পণ্ডিত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য এমত উত্তম বুদ্ধি বিবেচনা আর নাই ধন্য শুভ ক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন বাবুর যেমত শিষ্টতা ও নম্রধারা ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখি না। কেহ২ আপনাআপনি ও পরস্পর অথচ বাবুর সম্মুখে কহেন যে দেখ ইহার অপেক্ষা বিজ্ঞ নাই ইংরাজী পারশী আরবী নাগরী ফিরিঙ্গী আরমানি ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রে তৎপর ইংরাজী বাবু এক মাস দেখিয়াছিলেন ইহাতে চিঠী গুলান দেখিবামাত্রেই বুঝিতে পারেন ও তাহার উত্তর চড়্২ করিয়া লিখিয়া দেন বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র কোন কালে দেখিলেন জ্ঞাত নহি কিন্তু তাহার বাদার্থ করিতে পারেন যাহা হউক বাবু না পড়িয়া পণ্ডিত না হবেক কেন দেওয়ানজীর পুত্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ক্ষণজন্মা ইত্যাদি কল্পিত স্তব ও প্রশংসাদ্বারা বাবু অন্তঃকরণে স্ফীত হইয়া মনে২ করেন যে আশ্চর্য্য

আমি আপ্ত বিস্মৃত সকলেই আমাকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কহে আর আমার আপনাআপনিও বোধ হয় যে আমি পণ্ডিত বটি তবে কি নিমিত্তে অন্য২ লোকের মত ক্লেশ লয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিব আমি মুহরি কিম্বা মুনসী অথবা কেরাণী গিরি করিব না আমার দানাদিদ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত অনুপার্জিত বিদ্যাও হইয়াছে অতএব এ অনিত্য সংসারে কেবল শারীরিক সুখ ভোগই সত্য কোন দিন মরিয়া যাইব যত সুখ করিয়া লইতে পারি সেই কর্ত্তব্য এই মতে পূর্ব্বোক্ত বাবুর নব গুণ অথবা ধর্ম্মপ্রতিপালনপূর্ব্বক আমোদে কালক্ষেপ করেন।

অনন্তর চক্রবর্ত্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়া কর্ত্তা হইলেন কেহ কর্ত্তা বলে কেহ২ বাবু কহে কর্ত্তা বাবু বড় লোক কতক গুলি নির্ধন দরিদ্র খোশামুদে যাতায়াত করে। কাহাকে ধন দেন কাহাকেও চাকরি দেন তখন বাবুর পূর্ব্বোক্ত নামের অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ যেমত মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্পহইতে কণামাত্র মধু আহরণ করিয়া বহু কালে চাক বদ্ধ করিয়া অধিক মধু সংগ্রহ করেন পরে কোন ব্যক্তি ঐ চাকে অগ্নি নুড়া দিয়া পোড়াইয়া মধু ভাঙ্গিয়া লয়ে বিংশতি শের হিসাবে টাকায় বিক্রয় করে। সেই মত বাবুর পিতা বহুকালে বহু শ্রমে কিঞ্চিৎ২ করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন বাবু সেই ধন হাজার২ টাকা নানা প্রকারে খরচ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বাবু মনে ভাবিলেন যে আমার পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মান্য অতএব আমার চাকরি কর্ত্তব্য চাকরি না করিলে লোকে মানে না ও দশ জন প্রতিপালন হয় না। ইহা সর্ব্বদা ব্যক্ত করাতে ও কোন সাহেব কোন স্থানে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল ইহার অনুসন্ধান করাতে অনেকের প্রতীতি হইল যে বাবু চাকরি করিবেন ইহাতে কতক গুলি বিদেশস্থ কর্ম্মচ্যুত বিষয়াকাঙ্ক্ষী উম্মেদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল ইহারা কতক সোপারিশদ্বারা কতক স্বয়ং পরিচিত হইয়া প্রাতে বৈকালে রাত্রিতে বাবুর নিকটে অনবরত হাজীর থাকে। বাবুর পূর্ব্বোক্ত বিদ্যায় কোন অংশেই গুণ নাই কেবল কতক গুলি অর্থ আছে কিন্তু আত্মাভিমানে পূর্ণ সুতরাং বিষয় কর্ম্ম হয় না হইবার সম্ভাবনাও নাই উম্মেদওয়ারেরদিগকে এমত আশ্বাসদ্বারা পরিতুষ্ট রাখেন যে বাবুর হস্তে নানা কর্ম্ম প্রস্তুত অত্যল্প দিনের মধ্যে তাবৎকে উত্তম২ কর্ম্ম দিবেন। ইহারা বাবুর কথায় প্রত্যয় করিয়া আপন২ স্বজন ও পরিবারকেও ঐ মত লব্ধ আশ্বাসানুসারে সমাচার লিখে। বাবু মনে জানেন যে তাহারো কর্ম্ম হইবে না সুতরাং অন্যেরো কর্ম্ম দিতে পারিবেন না এই রূপ প্রতারণা না করিলে কোন লোক আসিবেক না অতএব সভাবর্দ্ধক লোক সংগ্রহ আবশ্যক। উম্মেদওয়ার সকল প্রাতে ও সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন বাবু আসিবামাত্রেই তাবতে অতিসমাদরপূর্ব্বক যথেষ্ট শিষ্টাচার করত অভ্যর্থনা করিয়া বাবুকে নিয়মিত সিংহাসনরূপ মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন যে অদ্যকার কি সমাচার। উম্মেদওয়ার মহাশয়েরা ক্রমে২ যে যাহা তাবৎ দিবসের মধ্যে উত্তম২ অথবা অসম্ভব কথা শুনিয়া থাকেন

অনুসন্ধান করেন কেহ২ রচিয়া থাকেন তাহা কহেন পরে ভূত ডাকাইত সর্প দুষ্কর্ম্ম দাতৃত্ব কৃপণতাদি বিষয়ে কথোপকথন হাস্য পরিহাসে অধিক রাত্রি হয় পরে বাবু গাত্রোত্থান করেন। উমেদওয়ারেরা স্ব২ বাসায় যান তাহারা কেহ২ কহেন যে এবার আমার কর্ম্ম হওনের বাধা নাই আমার শনির শেষ হইয়াছে আমার প্রতি বাবুর বড় অনুগ্রহ। কেহবা দৈবজ্ঞের স্থানে গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ দেখেন। কেহ বলেন যে বাবু গোলানগরের নবাব হইলেন কেহ কহেন যে বাবুর এবার বড় কর্ম্ম হইল সুন্দরবন তাবৎ ইজারা করিলেন কোন দিবস বাবু মজলিসে পদার্পণ করিবামাত্রেই চাকরকে হুকুম করেন যে আমার জামা জোড়া পাগ ইত্যাদি পোষাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার যাইব। ইহা শুনিতেই কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যগ্র ব্যক্তিরা মনে করে যে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা বুঝি সত্য হইয়াছে ইহা বলিয়া কেহ কালীঘাটে পূজা মানে কেহ সত্য পীরের শীরণি দিতে চাহে কেহবা আপন২ ইষ্টদেবতার স্থানে বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করে। সকলেই কর্ণে২ ফুসফুস করে ও পরস্পর জিজ্ঞাসা করে যে বাবু কল্য কোথা যাইবেন কেহ কহে যে চুপ কর সে দিবস আমি যাহা কহিয়াছি সেই বটে বাবু সুন্দরবনের দেওয়ান হইবেন দেখ মা জগদীশ্বরীর ইচ্ছা কিন্তু কেহ সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তাহার মধ্যে এক জন আস্পর্দ্ধাধারী সোপর্দা লোক অধিক প্রস্তুত ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল যে বাবুজী কল্য কোথা যাইবেন। বাবু ঈষদ্ হাসিয়া কহিলেন। যে ঈশ্বর প্রতুল করুন পশ্চাৎ কহিব দেবতার নিকট প্রার্থনা করহ। বাবু পর দিনে দরবার যাইবেন অতএব মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল। বিদায় কালে বাবু কহিলেন যে তোমরা কল্য প্রাতে আসিও না।

পরদিনে বাটীর তাবৎ লোক ব্যস্ত কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই বাবু কুঠী যাইবেন। বাবু প্রাতে স্নান করিলেন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা জোড়া বহুকালে পরিধান করিয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক অভুক্ত উত্তম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন সঙ্গে চারি জন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল গাড়ী ঘর২ শব্দে দুর্কিধ বাজারে পহুছিল সেখানে হাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন হাদি সাহেব বড় লোক বাবুর সহিত বড় প্রণয় বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া কহিলেন। হাদী সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অদ্য বড় গরমী তুমি বড় মোটা হইয়াছ তোমার কত টাকা আছে টাকার কি দর এক্ষণে সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল বাণিয়ারা ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাহেব এ দেশে আর এক জন কাজী আসিতেছেন শুনি সত্য কি না লড়াইয়ের কি খবর এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি আলাপ হইয়া বাবু ব্রজবাসীরদিগকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে এক জন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে আছেন কি না আনতনি বদ্রিগু সাহেব ঘরে হাজিরা খান কি না দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে দেখ এয়াগু সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না জানিয়া আইস তবে

আমি যাইব ইহা কহিয়া গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন বাটীর লোক সকলে শুষ্ক বড় গরমি বাবু অভুক্ত কুঠী গিয়াছিলেন আহার হইলে হয় সুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত পরিশ্রম হইয়াছে শিরঃপীড়াও হইল আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিলেন।

এখানে উম্মেদয়ার মহাশয়েরা সূর্য্য দেখিতেছেন কতক ক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক বাবুর নিকটে গিয়া মঙ্গল খবর শুনিব সন্ধ্যাপরে বাবু উত্তম মছলন্দে আসিয়া বসিলেন ও প্রথমত আলাপ করিলেন যে অদ্য বড় ক্লেশ হইয়াছে দরবারহইতে আসিতে গৌণ হওয়াতে শিরঃপীড়া হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। বিষয় কর্ম্মের কথা বাবু কিছুই কহেন না। উম্মেদওয়ারেরা বাবুর মনঃসন্তোষজনক দিনফল যে যাহা২ শুনিয়াছিলেন দেখিয়াছিলেন অথবা রচনা করিয়াছিলেন ক্রমে২ নিবেদন করিলেন। পরে কোন ইংরাজ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল অনুমান সিদ্ধ ব্যক্ত করিলেন কোন সাহেবের কে চাকর হইল। এই প্রকার প্রায় প্রতিদিন মজলিস হয় অভাগা উম্মেদওয়ারেরা যে যত টাকা আনিয়াছিলেন তাহা খরচ করিলেন পরে কর্জ্জ করিয়া বাসা খরচ চালাইলেন যখন কর্জ না পাইলেন তখন কুটুম্ব স্বজনের বাটীতে থাকিয়াও বাবুর উপাসনা করিলেন কিন্তু বাবুর অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহাদের উপকার করিলেন না জবাবও দেন না বরং যাতায়াতের অল্পতা হইলে কহেন যে অহো মহাশয় আপনি কোথায় গিয়াছিলেন এক কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল। তোমার কএক দিন না আইসাতে সে কর্ম্ম অন্যের হইয়াছে। এই প্রকারে বাবু কাল ক্ষেপ করেন। ইতি বাবুর উপাখ্যান।

এই উপাখ্যান প্রচ্ছন্নরূপে কোন অজ্ঞাত লোক পাঠাইয়াছিলেন অতএব ছাপান গেল।

(৯ জুন ১৮২১। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮)

বাবুর উপাখ্যান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—বাবু লেখা পড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্ব্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহা অভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা ব্যবহার বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদনুযায়ি কর্ম্মও সকল করা হইয়াছে। এই ক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্ম্মিকতা সৌজন্য বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল। বিশেষ দেখ।

সাহেব লোকের ধারা একটা আছে সকালে বিকালে গাড়ীতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়ান।

বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এই ক্ষণে

যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্য কোন পথে যাইতেছিলেন ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর আসন বিবেচনা করিয়া পিঠহইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেক বাবু ছাইগাদায় পড়িয়া হাতে মুখে ছাই মাখিয়া সহীসের কান্ধে হাত দিয়া বাটী আইলেন ঘোড়া দৌড়িয়া যাইতেছিল কোন সাহেব দেখিয়া আপন সহীসকে হুকুম দিয়া ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।

সাহেব লোকের ব্যবহার এই যে যাহার সঙ্গে যে কথা কহেন তাঁহা অন্যথা হয় না অর্থাৎ মিথ্যা কহেন না।

বাবুর নিকটে অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে যদি কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃ মাতৃ বিয়োগাদি দুঃখ জানায় তাহাতে কহেন আমি কিছু দিব না যাও আর দিক করিও না ইহা শুনিয়া বাবুর কাছে মান্য কোন২ লোক সুপারিশ করে তাহাতে উত্তর করেন তোমরা কি আমাকে বাঙ্গালির মত করিতে কহ একবার বলিয়াছি দিব না পুনরায় দিলে আমার কথা মিথ্যা হইবেক আমার প্রাণ থাকিতেও ইহা হইবেক না মানুষের একই কথা।

সাহেব লোক যদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন তবে প্রায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।

বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস দাসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে সেই প্রকার ইংরাজী ঘুশা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিস্টল লেআও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন তাহাতে ঐ দীন দুঃখিরা পলায়ন করে। বাবু সেই সময়ে আপন মনে২ পুরুষার্থ বিবেচনা করেন।

সাহেব লোক রবিবার২ গ্রিজায় গিয়া থাকেন অন্য বারে বিষয় কর্ম্ম করেন।

বাবু এই বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান কখন শকের যাত্রা খেঁউড় গীত শুনিয়া থাকেন।

সাহেব লোক সৌজন্য প্রকাশ করেন যদি কোন লোক আপদ্‌গ্রস্ত হয় তবে তাহার বাটীতে গিয়া নানা প্রকারে তাহার আপদুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

বাবুর নিকটে যদি কোন লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছু দিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানায় কেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানেই পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রী লোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।

সাহেব লোকে অদালতহইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।

বাবু শালিশ হইলেন প্রায় অদালত সকলি বুঝেন এবং ইংলিশ বুক দেখিয়া থাকেন শালিশ হইয়া চারি মাসেও একবার বৈঠক করেন না যদি অনেক উপাসনাতে দুই তিন বৎসরে বৈঠক হয় তবে যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।

সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে ত কার দ কার স্থানে ট কার ড কার উচ্চারণ করেন।

বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ডাটারাম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ। এই সকল ছাতারের নৃত্য কি না বিবেচনা করিবেন।

(২৩ জুন ১৮২১। ১১ আষাঢ় ১২২৮)

শৌকীন বাবু।—নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থী অল্প পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক লইয়া যান কেহ২ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া বজরা অথবা পিনীষ কিম্বা কয়াটর ভাউলে পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রতিবৎসর দেখিয়া শুনিয়া এ বৎসর এক জন নূতন শৌকীন বাবু শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা দেখিতে প্রস্থান করিয়া যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজিরা কহিলেক যে বাবুজী নৌকায় যাইতে বড় কাদা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা দুই জন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই পরে আর২ বিবিরদিগকে যে প্রকার করিয়া লইয়া যায় এ বিবিকেও সেই প্রকার না করিলে হইবেক কেনো।

অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সকল বজরা প্রভৃতির উপরে আর২ যত অপ্সরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহবা গান কেহবা পান কেহবা মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি এক কর্ম্ম কর কেবল শোজা খেউড় গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধ্বী স্ত্রী বাবুর শৌক অনুযায়ি তাবৎ কর্ম্ম সমস্ত রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না।

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল গুণনিধি বাবু স্নান দর্শনার্থে চলিলেন সেই সময়ে তাহার মনোরমা নৌকাহইতে নামিয়া পূর্ণিমার মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোয়াররূপ হইয়া আইলেন পরে অনেক নৌকার ভিড় হওয়াতে বড় গোল হইল। গুণবতী আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিম্বা কাহারো সহিত সঙ্কেতইবা ছিল কিছু বুঝা গেল না কিন্তু পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্নানযাত্রায় শুভ যাত্রা করিয়াছেন মনে

করি হতভাগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি না হয় কিন্তু বাবু সেই ঘাটে২ মঙ্গল গাইয়া বেড়াইলেন এবং ঐ নগরের মধ্যে দ্বারে২ অন্বেষণ করিলেন সাক্ষাৎ হইল না।

অতএব নিবেদন হে শৌকীন মহাশয়েরা এই মত শোক শুনিয়া বসি উঠে সাবধান২ এমত কর্ম্ম আর কেহ না করেন।

অজ্ঞাত কুলশীল নামক একব্যক্তি পরোপদেশার্থ এই কথা পাঠাইয়াছিলেন তন্নিমিত্ত ছাপান গেল।

(৩০ জুন ১৮২১। ১৮ আষাঢ় ১২২৮)

বৃদ্ধের বিবাহ।—দক্ষিণ দেশে ফরকাবাজ নামে এক গ্রামের অবুঝচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি মাতামহালয়ে কলিকাতা থাকিয়া শিষ্য যজমান করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করাতে পাচ শত টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিন চারি পুত্র ও দুই তিন কন্যা জন্মিয়া সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছিল ইতোমধ্যে এ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর কাল হওয়াতে তিনি দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া পৈতৃক বাটীতে গেলেন।

সেখানে গিয়া অনেক ঘটকের সাক্ষাতে কহিলেন যে আমার গৃহ শূন্য হইয়াছে যদি তোমরা আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি নচেৎ দুই চক্ষু যে দিকে যাইবে সেই দিকেই যাইব। ইহা কহিতে২ চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া গেল তাহা দেখিয়া ঘটকেরা তাঁহাকে আশ্বাসরূপ ঘোটকারোহণ করাইলেক ও কহিলেক যে এ কোন আশ্চর্য্য মহাশয়ের বয়ঃক্রম কত হইবেক। তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বৎসর কোষ্ঠী রাখি না ঠীক বলিতে পারি না ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ হইবেক আর এই যে দেখিতেছ দন্ত গুলা পড়িয়াছে সে শুদ্ধ জল দোষের কারণ আর বেয়ে ধাতুপ্রযুক্ত চুল পাকিয়াছে কিন্তু শক্তি এমত অদ্যাপি ত্রিশ পঁচিশ দণ্ড রোজ২ করি। পরে ঘটকেরা কন্যার অন্বেষণে দিকে২ গেল মোকাম বৈদ্যবাটীতে আটার উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়া আসিয়া কহিল যে ওহে মজুমদার মহাশয় তোমার ভাগ্য ভাল পরম সুন্দরী উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়াছি অবীরা কুলীনের মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক আর সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা ইহা যদি পার তবে হইবেক আর আমারদের ঘটকালি ১০০ টাকা চাহি। মজুমদার ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদে ডুবু২ হইয়া কহিলেন যে আজ্ঞা আমি এ সকলি দিব এ কথা প্রকাশ করিবেন না আপনারা শীঘ্র গিয়া লগ্নপত্র করিয়া আইসুন। ঘটকেরা কহিল যে শুন হে মজুমদার যদি তোমার ভাল করিলাম তবে আর ঢাক২ গুড়২ কি সে কুলীনের মেয়ে তাহার পিতা মাতা নাই তত্রাপি অন্য জ্ঞাতি আছে তাহারা হইতে দিবেক না অতএব রাহা খরচের টাকা দেও মেয়ে এই খানে উঠিয়া আনি গিয়া।

ঘটকেরা ১০ টাকা রাহা খরচ লইয়া সেই কন্যার আলয়ে গেল। বালিকা কহিলেন যে কি সম্বাদ। ঘটকেরা সকল কথা কহিলেক। কন্যা সেই দণ্ডে এক পালকীতে আরোহণ করিয়া বর পাত্রের গ্রামের নিকটে উপস্থিতা হইল। পাত্রটী সেইখানে গেলেন কন্যা দেখিয়া চুপ পাঁচ

হাত হইল। পরে কোন ভাগ্যবান লোকের বাটীতে কন্যাকে রাখিলেন পর দিবস বিবাহ হইবেক উভয়ের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া গেল হাতে সুতা বান্ধিয়া বরপাত্র আপনি নান্দীমুখ করিলেন।

বৈকালে সুশীলা কহিলেন বর কোথা? পরে ছেলেটী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হাজার যদি শিশু কন্যা হয় তত্রাপি কালের মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত কহিলেন যে আমি ওবুড়া বরকে বিবাহ করিব না।

এই সম্বাদ পাইয়া যত২ আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ২ গোঁপ ছাটিয়া দাঁতে মিসি দিয়া কেহ২ মাথায় বেড়ি রাখিয়া কালাপাড়ো ধুতি পরিয়া কেহ ঘড়ী একটা চাহিয়া টেঁকে দিয়া ও গোঁপে কলফ লাগাইয়া ঐ কন্যার সম্মুখে ঘুরিয়া২ বেড়াইতে লাগিল ইহা দেখিয়া মজুমদার কহিলেন যে আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহার বংশ থাকিবেক না।

অনেক বুঝান সুজানের পর কন্যা রাজী হইলেন ও কহিলেন যে তবে আমি বিবাহ করিব যদি গহনা ও টাকা আমার হাতে দেয়। তখন ব্রাহ্মণ বলেন রাম মা দুর্গা দিন দিলেন সেই রাত্রিতে তিনি আপন পরিবারের নিকটে আসিয়া কোন ছল করিয়া গহনা লইয়া গেলেন বাটীখানি বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা কর্জ করিয়া লইয়া দিলেন বিবাহ হইল বাসরঘরে অনুসার গেল না। সুশীলা কহিলেন যে আমার পীড় আছে আমাকে স্পর্শ করিও না। পরে কলিকাতা আনিলেন ডাক্তরের ঔষধি দিতে লাগিলেন দশ পোনের দিবসের পর কুলীনের কন্যা আপন কুলে পলাইয়া গেলেন। মজুমদার পাগলের ন্যায় হইয়া বাপুরে মারে শব্দে কান্দিতে২ বৈদ্যবাটীতে গিয়া দেখেন যে দশ পোনের জন নেড়া নেড়ী একত্র মহোৎসব করিতেছে। মজুমদার দেখিয়া শুভ যাত্রা করিলেন ওনামটী মুখে আনিলেন না।

অতএব শুন বিবাহেচ্ছুক মহাশয়েরা সাবধান২।

(৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮)

প্রেরিত পত্র।—কোন মহানগরে বহু দেশীয় বহুবিধ জাতি ভাগ্যবান লোক বাস করেন সেখানে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণও অনেক আছেন। তাঁহারদের যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই সকল ধর্ম্মতো আছেই তদ্ব্যতিরিক্ত ভাগ্যবানেরদের ভাগ্যজন্য বিশেষ আর অনেক গুণও আছে তাহার কিছু আমি বর্ণনা করি। তাঁহারদের প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে প্রায় অবকাশ হয় না অথচ অনুগৃহীত ব্যক্তিকে অনুগ্রহও করা আছে তাঁহারা সকালে গিয়া বাবুকে আশীর্ব্বাদ করেন ও নানাবিধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন অনেক২ প্রসঙ্গ হইয়া থাকে তাহার একটা লিখি।

গুণাকর বাবু এক ভট্টাচার্য্য স্থানে শুনিলেন যে অমুকের মাতাকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছে ও চৈতন্য অতিসামান্যরূপ আছে তাহাতে বাবু কহিলেন যে হউক তাহাতে কিছু আইসে যায় না কিন্তু শ্রাদ্ধ চমৎকার করিবেক। পণ্ডিতেরা কহিলেন যে এ শ্রাদ্ধে আমারদের নিমন্ত্রণ করাইতে হইবেক। বাবু কহিলেন ভাল আগেতো তাঁহার কাল হউক তখন বোঝা যাইবেক। মহাশয় কি

আজ্ঞা করেন তাঁহার কাল এই যাত্রায় অবশ্যই হইবেক আমরা এতগুলা ব্রাহ্মণ কি সন্ধ্যা পূজা করিয়া জল খাই না তাহার মরণ না হইলে আমারদের মরণ। এই প্রকার কথোপকথনের দ্বারা প্রায় বেলা দুই প্রহর হইল। বাবু স্নান করিয়া পূজায় বসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বাসায় গিয়া কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে ভাগীরথীতে গেলেন। তাহার পর বাসায় আসিয়া বৈদিক তান্ত্রিকাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া হবিষ্যের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন ওহে ভৃত্য অদ্য হবিষ্যের কি আনিয়াছ। অদ্য বাজারে ভাল মাচ নাই ইহাতে শীঙ্গিমাচ আনিয়াছি আর পুঁয়ের থাড়া। তাহাই চড়চড়ি করিলেন আর ঘৃত দুগ্ধ দধি অপূর্ব্ব সেলা তণ্ডুলের অন্ন পাক করিয়া আড়াই প্রহরের মধ্যেই ভোজন হইল। কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলে কোন মান্য লোক চৌবাড়ীতে আইলেন তাহার কোন জিজ্ঞাসা আছে। তাহাতে ভট্টাচার্য্য কহিলেন ওহে ছাত্রেরা অদ্য তোমারদের পাঠ চাহা হইয়াছে যদি কাহারু কোন সন্দেহ থাকে তবে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিদায় করিয়া কহিয়া দিব। চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন মহাশয় আমার একটা সন্দেহ আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করি। মহাভারত ব্যাসদেব কৃত কিন্তু শুনা যায় কোন স্থানে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ সঞ্জয় উবচৈ ইত্যাদি বহু জন উবাচ কিন্তু কোন স্থানে শুনিলাম না যে ব্যাস উবাচ তবে কি প্রকারে বলি এ ব্যাস কৃত। ভট্টাচার্য্য হাসিয়া কহিলেন ও অনেক কথা আপনি কোন দিবস প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যার পর আসিবেন এইক্ষণে আমার ছাত্রেরা ব্যস্ত হইয়াছেন। যে আজ্ঞা তাহাই করিব। চট্টোপাধ্যায় গেলেন।

ভট্টাচার্য্য বাবুর কাছে গেলেন পথ মধ্যে ঐ গঙ্গাযাত্রার সম্বাদ পাইলেন যে অদ্য দেখিয়া আসিয়াছি কিছু ভাল আছেন ভট্টাচার্য্য মহাভাবিত হইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন। কেমন বাবুজী মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণী কেমন আছেন। মহাশয়েরদের আশীর্ব্বাদে বুঝি এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন কল্য বাক্‌রোধ হইয়াছিল অদ্য বিলক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ইহাতে ভট্টাচার্য্য মনেং কহিতেছেন হে দেবতা কি করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন আহার কিছু আছে। না ঐ বিষয়ে মহাশয় ভাবিত আছি। ভাল চিন্তা নাই দুর্গা মঙ্গল করিবেন। তাহা যে পক্ষে হউক। মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিবেন। এ কেমন কথা যে দিবসাবধি ইঁহার পীড়া শুনিয়াছি সেই অবধি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি।

এই কথা কহিয়া গুণাকর বাবুর নিকটে আইলেন তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড। কেমন ভট্টাচার্য্য অদ্য বৈকালে যে দেখি নাই। আর মহাশয় সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কেমনং বল দেখি। আর বলিব কি চাই কথা হইয়াছে। সে কি। মহাশয় বুঝিলেন না কল্য বাক্‌রোধ ছিল অদ্য বাক্য কহিতেছে ইহা শুনিয়া আমার বাক্‌রোধ হইল। তবে কি ওবিষয়টা বৃথা হইল। না মহাশয় ইহার মধ্যে একটা সুসম্বাদ আছে আহার নাই এইটা শুনিয়া আসিয়াছি তাহা না শুনিলে কি এপর্য্যন্ত আসিতে পারিতাম। আরং মহাশয়েরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা তাহা শুনিয়া কহিলেন রাম বাঁচিলাম ওহে বিদ্যানিধি ভায়া

ন দেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ। ইত্যাদি কথোপকথনের পর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বিদ্যানিধি মহাশয় আমারদের এখানে কত গুলি টোল আছে। বিদ্যানিধি কহিলেন যে বাবুজী টোল অনেক আছে কিন্তু সে টোল বোলমাত্র তাহার বিশেষ কহাতে আত্মশ্লাঘা পরগ্লানি হয় তবে মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কহিবার বাধা কি।

শুন কোন লোক অনেক ক্লেশ পাইতেন বাবু তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া এক টোল করিয়া দিলেন তাঁহার বিদ্যা নাই ব্যবসায় কি প্রকারে করেন জনেক উপযুক্ত পড়ো রাখিলেন কখন কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ পড়ো উত্তর করে এবং বাসাতে ভাইপো ভাগিনেয়কে রাখেন লোকতো জানান যে তাহারা আমার পড়ো তাঁহারা কখন২ একবার পুথি খুলিয়া বৈসেন এইমাত্র। কখন বাবু জিজ্ঞাসা করেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুরাপানে কি পাপ হয়। উত্তর। ইহাতে পাপ হয় যে বলে তাহারি পাপ হয় ইহার প্রমাণ আগম ও তন্ত্রের দুইটা বচন অভ্যাস ছিল পাঠ করিলেন এবং কহিলেন মদ্য ব্যতিরেকে উপাসনাই হয় না। বলরাম ঠাকুরও মদপান করিয়াছিলেন ইত্যাদি মনোরমা কথাদ্বারা বাবু তুষ্ট হইয়া টোল করিয়া দিলেন।

এবং কোন ভট্টাচার্য্যের টোল কাহারো সঙ্গে ভাগে আছে। গুণাকর বাবু কহিলেন এ বড় নূতন কথা কি প্রকার কহ দেখি। শুন বলি। এক জন বিষয়ী লোক আপন বাসার এক ব্রাহ্মণকে কহিলেন ওহে ঠাকুর এক পরামর্শ আছে পূর্ব্বকালে অধ্যাপক এত ছিলেন না ও বিদায়ও এত পাইতেন না এইক্ষণে দেখিলাম বিষয় কর্ম্মে কোন লাভ নাই যাহারা২ টোল করিয়াছেন এক২ নিমন্ত্রণ হইলে ২০০ টাকা প্রধান বিদায় তাহার বিভাগ মত মধ্যম কনিষ্ঠ ও পান আর রূপা ও সোনার ঘড়া গাড়ু পাওয়া যায় আইস আমি তোমার এক টোল করিয়া দি কিন্তু যত টাকা লভ্য হইবেক তাহা আমি সকল লইব তুমি ১০ টাকা হিসাবে মাহিআনা পাইবা আর বাসা খরচ ও ভোজ্যের কাপড়। উত্তর। যে আজ্ঞা আমার এই যথেষ্ট। গুণাকর বাবু কহিলেন ভাল ভট্টাচার্য্য ইঁহারদের নিমন্ত্রণ কি প্রকারে লোকে করে। মহাশয় এ কি বড় আশ্চর্য্য কথা কাহারো বাবুর উপরোধ কাহারো বা যজমান কিম্বা শিষ্য কোন সাহেবের নিকটে চাকর আছে সেই সাহেবের উপরোধ এই নানা প্রকার উপরোধে উপায় হয়।

ভাল ভট্টাচার্য্য যদি সভায় বিচার করিতে হয় কিম্বা বিদায় কালীন যদি সেই বাটীর কর্ত্তা বিচার শুনিয়া বিদায় করে তবে কি হয়। মহাশয় কয় স্থানে দেখিয়াছেন যে সভায় কিম্বা বিদায় কালীন বিচার হইয়া থাকে অধ্যক্ষ সুপারিশ বুঝিয়া বিদায় দেয় কিন্তু এ সকল লেঠা পল্লীগ্রামে আছে সেখানে সভা হইলে বিচার হয় ও বিদ্যা বিবেচনা করিয়া বিদায় করে।

এই প্রকার কথোপকথনে অধিক রাত্রি হইল। ভট্টাচার্য্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিলেন। ভট্টাচার্য্যের কিন্তু এই গুণ যে দুই প্রহর হউক কিম্বা আড়াই প্রহর হউক অবাধে প্রাতঃস্নানটী আছে এবং কালে সন্ধ্যাটী করা আছে মিথ্যা কথাটী কন না নিন্দাও কাহারো করেন না।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ । ১৮ ভাদ্র ১২২৮)

প্রেরিত পত্র বৈদ্যসম্বাদ।—এ প্রদেশস্থ ভাগ্যবান বিজ্ঞ লোকেরদের প্রতি আমার এই নিবেদন তোমারদের দেশস্থ লোকেরা কি প্রকারে বাঁচে তাহার কিছু তত্ত্ব তোমরা কেন না কর অনেক২ বিষয়ে তাহারা ক্লেশ পায় কিন্তু তোমরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে সকলের পক্ষে মঙ্গল হয় যে সকল বিষয়ে ক্লেশ তাহার মধ্যে আমি একটী সম্প্রতি লিখি। ইহার উপায় বিনা অর্থব্যয়ে করিতে পারিবেন। তাহার ধারা আমার বুদ্ধ্যনুযায়ি লিখি দৃষ্ট হইলে যদি গ্রাহ্য হয় তবে করিবেন কিম্বা মহাশয়েরদের বিবেচনায় যাহা হয় তাহাই করিবেন।

যদি কোন লোকের পীড়া হয় তাহাতে বৈদ্য ডাকাইয়া আনে যে সকল জ্ঞানবান চিকিৎসক তাহারা অনেক টাকা যেখানে পান সেখানে যান যে সকল কবিরাজ থলী হাতে করিয়া রাস্তায়২ বেড়ায় তাহারাই গরীব দুঃখিরদিগকে দেখিতে আইসে কোন বৈদ্য রোগ নিরুপণ করিলেক কিন্তু ঔষধির ব্যবস্থা করিতে পারে না কেহবা ঔষধি করিতে জানে নাড়ীজ্ঞান নাই কাহারোবা শাস্ত্রজ্ঞান নাই কেবল পেঁতের বৈদ্য কাহারো শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে ধনাভাবে ঔষধি করিতে পারে না ইহাতে কি প্রকার করিয়া লোক বাঁচিতে পারে তবে যে পীড়া হইলে লোক বাঁচে এই আশ্চর্য্য। পীড়া হওনের সম্ভাবনা অনেক আছে কিন্তু সুস্থ হওনের কিছুই নাই।

ঐ সকল কবিরাজেরা কি প্রকার চিকিৎসা করে তাহা বুঝি আপনারা অবগত নহেন আমি অনেক দেখিয়াছি তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক রোগীকে যে প্রকার চিকিৎসা করিয়াছে তাহা লিখি জ্ঞাত হইবেন।

দুঃখি এক ব্যক্তির পীড়া হইয়াছিল তাহাতে এক জন কবিরাজ ডাকাইয়া আনাইলেক কবিরাজ বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র দর্শনি টাকা লইয়া হাত ধরিয়া দেখিয়া রোগ নিরুপণ করিতে লাগিলেন রোগীকে নানামতে জিজ্ঞাসা করিয়া বহু বিবেচনার পর কহিলেন পীড়াটী কিছু খাটো নয় শক্ত হইয়াছে আর কোন বৈদ্যকে দেখাইয়াছিলা। বাটীর কর্ত্তা সে সকল কবিরাজের নাম কহিলেন।

পরে কবিরাজ কহিলেন হায় আমার কি দুরদৃষ্ট আর লোকেরি বা কি বিবেচনা যখন দেখিলেন যে আর কোনো কবিরাজহইতে রোগ ভাল হইল না তখন বলেন কণ্ঠাভরণ মহাশয়কে ডাক ঈষৎ হাস্য করিতে২ কহিলেন ভাল আর চিন্তা নাই যখন আমি আসিয়াছি তখন বুঝি ইহার পরমায়ু আছে আমি শেষ না করিয়া ছাড়িব না। লিখক কহে অত্র সন্দেহো নাস্তি।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন শুন আমার ঠাঁই এলোমেলো চিকিৎসা নাই যদি আমার উপর চিকিৎসার ভার দেও তবে আমি যাহা বলি তাহা কর আমি অন্য২ কবিরাজের মত ভোগা দিয়া কতকগুলি টাকা লইয়া যাইব রোগীর শেষ করিতে পারিব না এ আমার রীতি নহে। যেমন পীড়াটী শক্ত তেমনি ঔষধিটী শক্ত করিতে হইবেক প্রায় দুই শত টাকা ব্যয় হইবেক কারণ কি

যাহার নাম রামভদ্র তাহাকে কেবল রাম বলিলে উত্তর দিবেক না রোগটী জ্বর অতীসার ঔষধি করিতে হইবেক। বৃহৎ বাসাবলেহ চূর্ণ। ইহাতে সোনা রূপা মুক্তা প্রভৃতি ধাতু সকল জারিতে হইবেক যদি টাকা দিতে মনে কিছু সন্দেহ কর তবে আমি পেতে করিয়া দি তোমরা দ্রব্যাদি আয়োজন কর বাটীতে ঔষধি প্রস্তুত করিয়া দিব আমার কাছে সে পাঠ নাই।

বাটীর কর্ত্তা এই কথা শুনিয়া আত্মীয়গণকে লইয়া পরামর্শ স্থির করিলেন কর্ত্তব্য হইল কিন্তু এক জন বিচক্ষণ লোক সেখানে ছিল সেই সময়ে কহিলেক যদি তুমি এত টাকা দিতে রাজী আছ তবে ইঙ্গরেজ ডাক্তর কেন না আন আমার বোধ হয় সেই ভাল কারণ তাহারা বিজ্ঞ এবং প্রকৃত ঔষধি দিবেক তঞ্চক করিবেক না।

কণ্ঠাভরণ ডাক্তরের নাম শুনিয়া মহারাগতো হইয়া কহিলেন এমত স্থানে আসাই কর্ত্তব্য নয় যেখানে মান না থাকে সেখানে এই সকল গুলা হয় ওহে মহাশয়েরা তোমরা জান না শুনিয়াছ ইংরাজ ডাক্তর বড় গাড়ী চড়িয়া আইসে পেয়াদা সঙ্গে বাক্স সঙ্গে তবে বুঝি বড় চিকিৎসক হয় শুনদেখি বলি তাহারা চিকিৎসার কি জানে কেবল জোলাপ দিতে জানে জোলাপ দিয়া২ মানুষগুলাকে আছাড়িয়া মারে। নিদানে লিখে। মল ভান্ত ন চালয়েৎ। কাহারে দেখিয়াছ যে ইংরাজ ডাক্তরে ভাল করিয়াছে। পরে সেই ব্যক্তি কহে অমুক২কে ভাল করিয়াছে। কবিরাজ কহিলেন আরে তুমি জান না সেখানে আমার মামা বিশারদ মহাশয় ছিলেন তাহাতে সেই লোক রক্ষা পাইয়াছে।

কবিরাজের সহিত আর এক বিজ্ঞ লোক ছিলেন তিনি কহিলেন ভাল তোমরা আমার একটা কথা শুন এমত কি পীড়া ইহার হইয়াছে যে ইংরাজ ডাক্তর আনিতে হইবেক যাহাকে গঙ্গাযাত্রা করাণ যায় ও বাঁচিবে এমত আশ্বাস না থাকে তাহাকেই ডাক্তর দেখাইতে হয়।

ইত্যাদি অনেক কথার পর বাটীর কর্ত্তা কহিলেন কবিরাজ মহাশয় এক কর্ম্ম কর আমারদের বাটীর যে চিকিৎসক আছেন তাহাকে লইয়া পরামর্শ করিয়া যাহাতে ভাল হয় তাহা কর।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন সে বড় মঙ্গল আমি এমত নহি যে আপন মত বলবৎ করি তাহাকে ডাকাইতে লোক পাঠান এ দিগে আমি এই অবকাশে ফর্দটা করি তিনি আইলে যেমত হয় করা যাইবেক। সোনা মুক্তা জারিতে হইবে তাহাতে অনেক টাকা তোমারদের ব্যয় হইবে তাহা তোমরা পারিবা না আর কালবিলম্ব হইবেক আমার স্থানে প্রস্তুত আছে ১৫০ টাকা আমাকে দেও আমি দিব আর এই ফর্দ গোবর্দ্ধন শাহার দোকানে লইয়া যাও কহিবা কণ্ঠাভরণ মহাশয় পাঠাইয়াছেন ৫০ টাকা তাহাকে দিবা কোন কথা কহিতে হইবেক না সে সকল মশলা গুলি দিবেক দেখ কত সুসার আমা হইতে হইল।

ঐ বাটীর চিকিৎসক ধন্বন্তরি মহাশয় আইলেন। কণ্ঠাভরণ তাহাকে দেখিয়া মহাসমাদর করিয়া কহিলেন আইস২ বাপাজী তুমি এ বাটীর চিকিৎসক ভাল২ ওগো মহাশয়েরা ইহাকে জিজ্ঞাসা কর আমি কেমন লোক ইনি আমার অন্য নন আমার মাসতিতো ভায়ার পুত্র আমারদের এক ঘরের কথা।

কণ্ঠাভরণ কহিতেছেন শুন বাপু আমি ব্যাধি এই নিরূপণ করিয়াছি ঔষধি এই ব্যবস্থা করিয়াছি ইহাতে এই ফর্দ দেখ যাহা ভাল২ হয় তাহা কর কিছু অন্য মত হইয়া থাকে তাহাও বল।

ধন্বন্তরি কহিলেন মহাশয়ের কাছে কি আমার পিতার কাছে অব্যবস্থা হইবে তবে আর কোথায় সুব্যবস্থা হয় অতিভাল হইয়াছে। আমি এই ঔষধি করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম তাহা কি করিব ইহারা মহাব্যয়কুণ্ঠ মানুষ এই নিমিত্ত হয় নাই ঔষধি ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে. আহারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাপাজী তাহা কি বাকী রাখিয়াছি তুমি কি বিবেচনা কর। মহাশয় আমি বুঝি চিনির মুড়কী দুই চারিটা এইমাত্র। ভাল২ বাপু হে না হবে কেন।

ইহা শুনিয়া রোগির মাতা কহিলেক ওগো বাছা আমার বড় ক্ষীণ হইয়াছে কিছু আহার দেও দুই একটা মুড়কী খাইয়া কত দিবস থাকিবেক আমি বলি পুরাণা তণ্ডুলের অন্ন আর দুগ্ধ কিঞ্চিৎ দিলে ভাল হয়।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন তোমরা জান না নিদানে লিখিয়াছেন। কপ পীত্তি করে মাছে কপপীত্তি করে দোঁহে। তাহা কদাচ দেওয়া হইবেক না।

পরে অনেক বেলা হইল ১৫০ টাকা লইয়া বেন্যার দোকানে ৫০ টাকা আর পেঁতে পাঠাইয়া দিয়া কবিরাজেরা ঘরে গেলেন।

এখানে বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে রোগীর প্রাণ কেমন২ করিতেছে দেখিয়া কবিরাজেরদিগকে ডাকাইলেন। কবিরাজ মুক্তা জারা স্বদ্ধা শীঘ্র আসিয়া কহিলেন ভয় কি কি বলিব ঔষধি তৈয়ার করিতে দিলেক না ভাল২ এই সোনা মুক্তা জারা উহার গাত্রে মাখাও দেখ ইহাতে যদি এ ভাব সারে দ্বিতীয় জন কহিলেন আপনি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন তাহা করাইলে তবু ফিরে শেষে কহিলেন ও জানা আছে ও ব্যাধিহইতে মুক্ত কখন হয় না তুমি আমি কি করিব শিব সাক্ষাৎ হইলেও বাঁচে না আর দেখা শুনা কি গঙ্গা যাত্রা করাও ভাগ্যে আমরা আসিয়াছিলাম নতুবা গঙ্গা কদাচ পাইত না এই কথা কহিয়া বিদায় হইলেন।

গঙ্গাতীরে রোগীকে রাখিয়া এক জন জ্ঞানবান কবিরাজকে ডাকাইয়া আনাইলেন। কবিরাজ আসিয়া দেখিতেছেন এমত সময়ে রোগী বিছানাতে হস্ত পদাদি ঘষণ করিতেছে। অর্থাৎ শয্যাকণ্টক হইয়াছে। তাহা দেখিয়া রোগীর মাতা কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেক বিছানায় হাত বুলাইতেছে কারণ কি। কবিরাজ কহিলেন এক দ্রব্য তত্ত্ব করিতেছে। রোগীর মাতা কহিলেন কি দ্রব্য। কবিরাজ কহিলেন শিঙ্গা। শিঙ্গা কি করিবেক। কবিরাজ কহেন ফুঁকিবেক আর কি করিবেক। পরে তাহাই হইল।

অতএব প্রার্থনা এই মহাশয়েরা একটা মহাসভা করিয়া কবিরাজেরদিগকে আনাইয়া বিবেচনা করেন যে ব্যক্তি জ্ঞানবান হয় সকল বিষয় বুঝিতে পারে এমত ব্যক্তিকে এক আজ্ঞাপত্র দেন যে সে ব্যতিরেকে অন্য কেহ চিকিৎসা না করিতে পারে। আর এই রীতি বরাবরি থাকে যখন যে চিকিৎসক হইবেক ঐ মহাসভার আজ্ঞাপত্র লইয়া চিকিৎসা করিবেক এবং কতক গুলি উত্তম২ ঔষধি ঐ মহাসভাদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে দুঃখি লোকের পীড়া উপশম হইতে

পারে নচেৎ ঐ সকল কবিরাজ যমরাজ স্বরূপ হইয়া বাটী গিয়া ধনপ্রাণ দুই হরণ করে তাহার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। ইহা মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

(২ মার্চ ১৮২২। ২০ ফাল্গুন ১২২৮)

বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত পত্র॥

সমাচার দর্পণকারক মহাশয়েষু।—∴ আমি এতদ্দেশে আগমন করিয়া তাবৎ হিন্দু মহাশয়েরদিগের রীতি নীতি দর্শন শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যেহেতুক এঁহারা পরমধার্ম্মিক দয়ালু দীনহীনশরণ্য প্রতিপালকোল্লসিতচিত্ত এবং বর্দ্ধিষ্ণু বিশিষ্ট মহাশয়েরা ভূদেব ব্রাহ্মণকে নারায়ণ জ্ঞানপূর্ব্বক পুরস্কার করিতেছেন। কিন্তু এক আশ্চর্য্য সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম যেহেতুক কোন জাতীয় মহাশয়েরা বৈষ্ণব মহাশয়েরদিগকে ব্রাহ্মণোপরিমান্য করেন। যদ্যপি নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তি বৈষ্ণব হয় তবে তাহাকে বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া তাহার চরণামৃত অধরামৃত চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন। কিবা প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ যে ইহাতেও চিত্তবিকার জন্মে না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি অদ্য মদ্যপানাভিভূত ধূলাবলুণ্ঠিত থাকে আর কল্য প্রভুর দ্বারে ১। পাচ সিকা নিঃক্ষেপ করত ভেকাশ্রমী হইলে অতিশয় মান্য হন। অতএব ধন্য২ কলিযুগে আশ্চর্য্য প্রভুর লীলা। পরন্তু তাহারদিগের পরিজনের ব্যবহার লিখিতেছি প্রথমতঃ তাঁহারদিগের কর্তৃক ব্রাহ্মণ নমস্য হন না এবং ব্রাহ্মণের প্রসাদাদি গ্রাহ্য হন না। কহেন যে উহারা বেদমাতা গায়ত্রী উপাসক ব্রাহ্মণ মাত্রেই শাক্ত। তবে যে গোস্বামিরাও ঐ উপাসক বটেন কিন্তু প্রভু বংশোদ্ভব এতাবতা মান্য। পরন্তু ঐ পুণ্যবতীরা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উষ্ণ জলাভিষিক্তান্তে রসকলিকা তিলক ও রস নামামৃত সর্ব্বালাঙ্কিত করিয়া শ্রীবৈষ্ণব গোঁসাইর চরণারবিন্দ স্খলিত রজো গ্রহণেই আহ্নিক হয়। পরে শ্রীরসামৃত ও শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীপ্রেমপথবিনীত পাঠক পরমপ্রেমদায়ক মহাশয়কর্তৃক পরমপ্রেম প্রাপ্তা হন। কোন পুণ্যবতী স্বজাতীয় অন্ন গ্রহণ করেন না ও আত্ম গৃহের বাস্তু দেবতা গণ্ডকী শিলা বিশিষ্ট যে মূর্ত্তি থাকেন তাঁহার প্রসাদাদিও গ্রহণ করেন না কহেন যে উনি শ্রাদ্ধসমীপে সংস্থাপিত হইয়া থাকেন অতএব কি প্রকারে প্রসাদ গ্রহণ করা যায়। যদ্যপি অতিদূরে কোন অধিকারি মহাশয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে ঐ পুণ্যবতী বৈষ্ণবদ্বারা সেখানহইতে মহাপ্রসাদ আনাইয়া গ্রহণ করেন। তাহা ছত্রিশ জাতি স্পর্শেও দুষ্ট হয় না এবং একাদশী দিবসে বিধবার গ্রহণ করণে ব্রত ভঙ্গ হয় না। এক আশ্চর্য্য সমাচার শ্রবণান্তে গোপনার্থে যথোচিত চেষ্টিত ছিলাম কিন্তু তাহাতে অপারক হইয়া প্রকাশ করিতেছি। এই কলিকাতা রম্য নগরে কোন মহাশয়ের বনিতা কর্ত্তার অজ্ঞাতে এই সকল ক্রিয়া প্রতিদিন করিতেন। এক দিবস ঐ কর্ত্তা এই কথা শ্রবণান্তে রাগান্বিত হইয়া এ বিষয় জ্ঞানার্থে এক স্থানে লুক্কায়িত থাকিলেন। কিয়ৎ কালান্তরে ঐ অধিকারির প্রেরিত বৈষ্ণবহস্তস্থ

রজতনির্ম্মিতা পাত্র তদুপরি নানাবিধোপহারযুক্ত দিব্যান্ন ব্যঞ্জন চব্য চোষ্য লেহ্যপেয় পায়স পিষ্টক মিষ্টান্নসংযুক্ত ভূরি২ অন্তঃপুরে গৃহিণী সমীপে উপস্থিতমাত্রে ক্রোধাবিষ্ট তর্জ্জন গর্জনযুক্ত ঐ লুক্কায়িত কর্ত্তা বিষ্ণুপরায়ণ বাবাজীর মস্তকোপরি আর্কফলা সদৃশ কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত পাদুকাঘাত চতুর্ব্বিধাঘাতে বাবাজী অঙ্গভঙ্গ গৌরঙ্গ প্রাপ্ত প্রায় হইলেন। এই সময়ে গৃহিণী দেখিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদস্বরে কহিতেছেন আমারদিগের সুস্থিরা লক্ষ্মী অস্থিরা হইলেন। হে প্রভু কি করিলা বৈষ্ণব গোসাঁঞীর এত অপমান। যে হউক অত্যল্প কালেই প্রতিফল হইবেক। এই বাক্য বাবাজী শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন আমার অপরাধ কি অধিকারি মহাশয় আমাকে এ কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন এবং গৃহিণীর মতে আগমন করি ইহাতে আমার স্বার্থ কিছু নাই। এ মানী বাবাজী মানচ্যুত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা অন্তঃপুরহইতে বহির্দ্বারে আসিয়া প্রধান দ্বারপালের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট কটু বাক্য কহিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যথোচিত প্রহার করিলেন। ঐ দ্বারপাল ব্রজবাসী বিশেষতঃ কনৌজ ব্রাহ্মণ ও ঈশ্বরপরায়ণ নিরপরাধে অপমানগ্রস্ত হইয়া আপন কোষহইতে খড়্গ লইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিল। পুরবাসীগণেরা নানাবিধ সান্ত্বনা করিলে পরে ঐ বৈষ্ণব ও দ্বারপাল উক্তি প্রত্যুক্তিতে বিলাপ করিতেছেন।

পয়ার বিলাপ।

বৈষ্ণব কহিছে দ্বারি করি নিবেদন। এই কর্ম্মে প্রতি দিন মোর আগমন॥
এমন বিপাকে আমি কবু ঠেকি নাই। ভাল মন্দ সুখ দুঃখ কিছু জানি নাই॥
ঘোল খায় কৃষ্ণদাস কড়ি দেয় নিধি। সেই মত মোর ভাগ্যে ঘটাইলা বিধি॥
নাহি ছুল্যাম নাহি পাল্যেম সুখ উদ্দীপন। রাবণ আজ্ঞাতে মারীচ মজিল যেমন॥
রাবণ হরিল সীতা বদ্ধ মহোদধি। এই কর্ম্মে সেই মত ঘটাইল বিধি॥
না আইলে অধিকারী অধিক রুষ্ট হবে। এবার এখানে আইলে এবেটা মারিবে॥
রাম মারে রাবণে মারে অবশ্য মরণ। দুই মতে দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন॥

দ্বারপাল কহিতেছে।

শুনিয়া বৈষ্ণব বাক্য কহে দরোয়ান। এবার আমার হাতে হারাইবে প্রাণ॥
সুন্দর করিল সুখ বিদ্যারে লইয়া। কোটালের যায় প্রাণ কিসের লাগিয়া॥
বার২ মুরগীতে খায়ে যায় ধান। এইবার মুরগীর বধা যাবে প্রাণ॥
ভণ্ডগুরুর লণ্ডচেলা হইয়াছে মেলা। নিত্য২ এই রূপ কর লীলা খেলা॥
আমি জানি শিক্ষা পড়া শিখান গোসাই। শিক্ষা পড়া এত পোড়া আগে জানি নাই॥
আমার চৌকিতে পাখি এড়াইতে নারে। জানিলে কি ভণ্ড বেটা ফাকি দিতে পারে॥

(৯ মার্চ ১৮২২ । ২৭ ফাল্গুন ১২২৮)

বিজ্ঞাপনপত্র ॥—শুনা গেল যে গত সপ্তাহে বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত যে পত্র ছাপান গিয়াছে তাহাতে কেহ২ বিরক্ত হইয়াছেন। যিনি২ বিরক্ত হইয়া থাকেন তাঁহারদিগের উচিত হয় যে ইহার সদুত্তর লিখিয়া পাঠান পাঠাইলে আমরা দর্পণে অর্পণ করিব যেহেতুক সর্ব্বোপকারক সমাচার ছাপাই। কোন লোকের পক্ষীয় নহি তাহাতে যে কোন লোক আশ্চর্য্য প্রেরিত পত্র পাঠান তাহাতে আমরা তুষ্ট হইয়া ছাপাই।

(৫ মার্চ ১৮২৫ । ২৫ ফাল্গুন ১২৩১)

সমাচারদর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—...রাঢ় দেশান্তর্গত ভদ্রবাটী গ্রামের শ্রীনকড়ি চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ জাত্যংশে ও বিত্তাংশে ন্যূনতাপ্রযুক্ত প্রথম কালাবধি বহুকালপর্য্যন্ত কার্ত্তিকেয় ব্রত করিয়া শেষকালে কিঞ্চিৎ ধন সঙ্গতি হইলে ঐ ব্রতোদ্যাপন করিয়া সাংসারিক ব্রত করণ চেষ্টাতে অবশেষে প্রায়োবয়ঃ শেষে দেশে বিদেশে মনোভিলাষে ঘটক নিবাসে এক দিবস প্রত্যূষে উপস্থিত হইয়া কহিল যে ঘটক সিংহ মামা মহাশয় প্রণাম করি আমাকে চিনিতে পারেন ঘটক কহিলেন আইস বাপা তুমি আমার পেলারাম দাদার পুত্র তোমাকে না চিনিবার বিষয় কি। ভাল তোমার সন্তান কি। নকড়ি কহিলেন মামা সে আশীর্ব্বাদ করেন নাই। ঘটক কহিলেন ভাল তবে দ্বিতীয় পক্ষে সংসার করণের বাধা নাই এমত অনেকেই করেন তোমার বয়স বা কি অনুমান পঞ্চাশের ন্যূন হইবে না। ইহার শাস্ত্রও আছে যে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ। নকড়ি কহিলেন মামা দ্বিতীয় পক্ষের বিষয় কি প্রথম পক্ষই হয় নাই। ঘটক খেদ করিয়া কহিলেন হায়২ এমত সুপাত্রের বিবাহ হয় নাই। ভাল বাপু চিন্তা করিও না। নকড়ি কহিলেন ভরসা তুমি যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহা কর এবং বিবাহ সংস্কার প্রধান তাহা ব্যতিরেকে দেহ শুদ্ধি হয় না। শাস্ত্রও এই সংস্কারাদ্দ্বিজমুচ্যতে। ঘটক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন আমি এবিষয়ে চেষ্টা করিব যে হউক মূল ভবিতব্য প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আর তোমার অদৃষ্ট এবং আমার হাত যশ ভাল বাপু তোমার সঙ্গতি কি আছে। নকড়ি কহিলেন নগদ কিছু ও ভূম্যাদি তদ্ভিন্ন ভিক্ষা শিক্ষাতে যত পারি। ঘটক কহিলেন শুন বাপা আহার ব্যবহারে চ ত্যক্ত লজ্জ সদা হবে। অতএব বাপু আমাকে অধিক দিতে হইবে না নগদ দুই শত টাকা আর পারিতোষিক যাহা দেও কেননা তুমি ঘরের ছেলে যে হউক কন্যার পণাপণ এখন কিছু কহিতে পারি না জানিয়া কহিব ইহা কহিয়া ঘটক চেষ্টাতে গেলেন।

পরে ঘটক জাহানাবাদ পরগণার আমড়াগাছী গ্রামের শ্রীকেনারাম ঘোষালের বাটীতে উপস্থিত হইলে ঘোষাল সমাদরপূর্ব্বক আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয় বাকুল ছাড়া কবে। ঘটক কহিলেন আমারদিগের গ্রামের তিনের হাটের দিন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন

আহারাদির কি হইয়াছে। ঘটক কহিলেন স্যাঁখেরদের বড় পখুরের পাড়ে হাত পা ধোয়া হইয়াছে কিন্তু এখনপর্য্যন্ত ব্যাঁতে কুটা কাটি নাই ইহা শুনিয়া ঘোষাল এক পাথর গুড়মুড়ি জলযোগের কারণ দিলেন পরে অম্বল সম্বলিত সদ্যোরোহিত মৎস্য ও কাঁচা কলাইর ডাইল ও পুইশাক পাক হইয়া ঘটকের ভোজন হইল। পরে ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন কহ মহাশয় এ দেশকে কিসকে আগমন। ঘটক কহিলেন যে যে ব্যবসায় করি তাহাতে সর্ব্বত্রেই যাইতে হয় সম্প্রতি একটি অপূর্ব্ব পাত্র উপস্থিত বাসনা করি তোমার কন্যা প্যারিমণির সহিত শুভসম্বন্ধ করিয়া দি। পাত্র উত্তম কোন অংশে ক্রুটি নাই জাত্যংশে ফুলের মুখুটী দাসুবাঁড়ুয্যার সন্তান কাশ্যপগোত্র নাম নকুড় মোহন গাঙ্গুলী কিন্তু চক্রবর্ত্তিরূপে খ্যাত। পাত্র গুণবান বানান সিদ্ধিফলা জানে এইক্ষণে পাণ্ডববিজয় পড়িতেছে এবং চাকরি আছে নাগসরকারের বাটীতে ঠাকুরের সেবা করে। মেয়েটী দুঃখ পাইবে না দুইটা হাল্যে গরু আছে শুন ঘোষাল মহাশয় অন্যান্য ঘটকের মত আমি মিথ্যা কহি না তথাপি আপনি দেখিলেই জানিতে পারিবেন ফলায় নম পরিচায় নম অর্থাৎ ফলেন পরিচীয়তে। ঘোষাল কহিলেন সে সকল কন্যার কপাল সম্প্রতি পণাপণের কি ৪০০ টাকা অনেকে কহে কিন্তু পাঁচ বৎসরের কন্যার পণ ৫০০ টাকার কম হইলে মুনকা থাকে না ইহাতে যদ্যপি সম্মত হন তবে কর্ত্তব্য কেননা ঘরবর ভাল।

পরে ঘটক বরের নিকটে যাইয়া কহিলেন যে বাপা শুভকর্ম্ম এক প্রকার স্থির করিয়াছি এখন তোমার শক্তি লইয়া কথা। আমড়াগাছি গ্রামের শ্রীকেনারাম ঘোষালের কন্যা মেয়েটী উত্তম শ্যামবর্ণা অঙ্গ সৌষ্টব আছে বয়স ১২ বৎসর কিন্তু একটু লক্ষীটেরা সে মঙ্গলসূচক। ঘোষাল প্রধান লোক শ্রীদাম স্ববল যাত্রাওয়ালার সহিত আদান প্রদান এমত ঘরের কন্যা পাওয়া ভার ৬০০ টাকা পন তদ্ভিন্ন ডেলা সেলামি ও মোড়চা ৫০ টাকা লাগিবেক গহনা যে দিবা সে তোমারি থাকিবে এই কথাতে ঐ বিশিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ বর নষ্ট ঘটকের মিষ্ট কথায় ইষ্টজ্ঞানে হৃষ্ট হইয়া যথেষ্ট চেষ্টাতে তাবৎ পৈতৃক বিষয় নষ্ট করিয়া প্রকাণ্ড বকাণ্ড প্রত্যাশাবৎ জলপিণ্ডাশাতে ঐ গণ্ডমূর্খ এক মাংসপিণ্ড ক্রয় করিয়া পণ্ডশ্রমমাত্র করিল ও একখানি মুগ্ধবোধ প্রস্তুত করিয়া রাখিল অর্থাৎ পরোপকৃতয়ে ময়া।

(১৮ জুন ১৮২৫। ৬ আষাঢ় ১২৩২)

কন্যা বিক্রয়।—কএক দিবস হইল মোং বর্দ্ধমানহইতে এক বৈষ্ণবী আপন দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা সমভিব্যাহারে মোং কলিকাতায় বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের দান উপলক্ষে আসিতেছিল তাহাতে মোং ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া অবগত হইল যে শ্রাদ্ধ হইয়া দান সকলকে দিয়া বিদায় করিয়াছেন এজন্য ঐ বৈষ্ণবী ধন লোভে শ্রীযুত রাজা কিষণচাঁদ রায় বহাদরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে ১৫০ দেড় শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে ইতি। (বাঙ্গালা সমাচারপত্র হইতে নীত।)

(৯ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ় ১২৩২)

বলাৎকার।—শুনা গেল যে মোং মীরজাপুরনিবাসি কোন কায়স্থের এক পরম সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমীপবর্ত্তিনী পুষ্করিণী মধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল ইতিমধ্যে ঐ কামিনীকে একাকিনী পাইয়া তত্রস্থ বর্দ্ধিষ্ণু সীতারাম ঘোষের পুত্র বাবু পীতাম্বর ঘোষ কএক জন লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া বলে অবলার অঙ্গ ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া পরিত্যাগ করাতে কামিনী রাগিণী হইয়া অতিক্রুত গমনে পটলডাঙ্গার থানায় গমন করিয়া সমুদায় বিবরণ নিবেদন করাতে পরদিবস প্রাতে জমাদার সকলের জবানবন্দি লিখিয়া এক্ষণে পুলিশে প্রেরণ করিয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে পরে বিচার হইলে এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা যাহা হয় তাহা প্রকাশ করা যাইবেক। সং কৌং

(১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬)

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশক মহাশয়েষু।—…কোন কলিকাতানিবাসি বিজ্ঞ মহাশয় যিনি এক্ষণে অস্মদাদির গ্রামবাসী হইয়াছেন তিনিই সাধারণের উপকারের নিমিত্তে ইষ্টকাদির দ্বারা রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন তাঁহার প্রশংসা করা গিয়াছিল কিন্তু মনে করি চন্দ্রিকাকার ধর্ম্মসভার চাঁদার ফর্দ্দের মধ্যে তাঁহার নাম দেখিতে না পাইয়া তৎপ্রশংসাপত্র প্রকাশ করেন নাই।…

দ্বিতীয় কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাপত্রে কোন হিন্দুকালেজের ছাত্রের জবন নির্ম্মিত রুটী খাওনের বিষয় যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিখিতেছি যে বালকের প্রতি লক্ষ করিয়া চন্দ্রিকাকার লিখিয়াছিলেন তেঁহ অস্মাদাদির আত্মীয় হয়েন তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তেঁহ কহিলেন যে ইহা কেবল চন্দ্রিকাকারের কল্পনামাত্র যদ্যপি হইয়াই থাকে তাহাতেই বা কি দোষ হইতে পারে যেহেতুক কেহ ঐরূপ আহার করে এক্ষণে দলপতি মহাশয়ের যে২ লোককে ধর্ম্মসভার সম্পাদক করিয়া তাহারদের সহিত আহার ব্যবহার করিতেছেন তাহারা যদি সেরূপ কদাচারী হইয়াও ধর্ম্মসভার চাঁদায় স্বাক্ষর কিম্বা তৎবিষয়ের সহকারকরণ হেতু শুচি হয় তবে অভিপ্রায় করি এক্ষণে লোকে কত রুটী ভক্ষণ করুক কিন্তু চাঁদার এক টাকা স্বাক্ষর করিলেই রত্না ঠাকুরের সন্তানের ন্যায় মান্য হইবেক অতএব চন্দ্রিকাকার আকাশে থুতকার নিক্ষেপ আর না করেন ইহাতে অনেক বিষয় ঘটিবেক। কস্যচিৎ শুড়া নিবাসিনঃ। সং কৌং

আমোদ-প্রমোদ

(২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭)

ওলাউঠা রোগ এতদ্দেশে পুনরাগমন করিয়াছে তাহাতে স্থানে২ ঐ রোগে অনেক লোক মরিতেছে। কালিয়দমন যাত্রাকারি শ্রীদাম ও সুবল দুই ভ্রাতা দুর্গোৎসবে মোং শ্রীরামপুরে

যাত্রা করিতে আসিয়াছিল তাহাতে নবমী পূজার দিন দুই প্রহরসময়ে শ্রীদাম ঐ রোগে হঠাৎ মরিয়াছে এবং তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে ঐ সম্প্রদায়ের এক বালক মরিয়াছিল…।

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৬। ১ আশ্বিন ১২৩৩)

নৌকামগ্ন।—পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে চারি পাঁচ দিবস হইল এক সম্প্রদায় কালীয়দমন যাত্রাওয়ালা পাথুরে ঘাটা দিয়া খেয়া পার হইতেছিল…। সং কৌং।

(১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২)

…ঐ [কৈকালা] গ্রামনিবাসি শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত দত্তনামক এক ব্যক্তির বাটীতে সরস্বতী পূজোপলক্ষে কলিকাতা হইতে গোলোকমণি ও দয়ামণি এবং রত্নমণিপ্রভৃতি তিন দল নেড়িকবি গান করিতে আসিয়াছিল…।

(২৯ অক্টোবর ১৮২৫। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩২)

পরিহাস॥—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর এক সময় একটী বিল্লফল হস্তে করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ইতোমধ্যে আপন বৈবাহিককে আসিতে দেখিয়া কহিলেন হে মুখোপাধ্যায় ভাঙ্গি তাহা শুনিয়া মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে মহারাজ ভাঙ্গও খাউন।

অপর এক দিবস মহারাজের বৈবাহিক ঐ মুখোপাধ্যায় কিছু মাগুর মৎস্য মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন পরে মুখোপাধ্যায় মহারাজের নিকট আগমন করিলে মহারাজ কহিলেন হে মুখোপাধ্যায় তুমি যে মৎস্য প্রেরণ করিয়াছিলা তাহার অন্ত ছিল না সুবোধ মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ এই ব্যঙ্গবাক্য বুঝিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজ তাহার আদিও ছিল না।

(১২ নবেম্বর ১৮২৫। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩২)

পরিহাস॥—…মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের বৈবাহিক আগমন করিলে মহারাজ কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে বৈবাহিক মহাশয় আমি শুনিয়াছি যে তোমারদের দেশে মাগু বিক্রয় হয় বৈবাহিক তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে মহারাজ লইয়া যাইবামাত্র।

(৫ এপ্রিল ১৮২৮। ২৫ চৈত্র ১২৩৪)

ইশ্‌তেহার।—চুঁচড়া মোকামে পূর্ব্বাপর যেরূপ সং হইতেছিল তাহা এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে অতএব সেইরূপ সং কপোলেশ্বর গ্রামে শ্রীযুত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির দ্বারা হইতেছে এবং ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বাহির হইবেক। ইস্তক শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় চৌধুরির বাটীর সম্মুখহইতে চাণকের লাইনপর্য্যন্ত এ সঙের গমনাগমন হইবেক অতএব সকলের জ্ঞাপনার্থে ইহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

(৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭)

মোং গরেটীর বাগানের বড় নাচ ঘর অতিপুরাতন হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহা ভাঙ্গিবার কারণ অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে…।

(১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

কলিকাতা॥—অনেকে অবগত আছেন যে কলিকাতায় অনেক দিবসাবধি থিয়াটারমেকানিক নামে একটা যাত্রা মধ্যে২ রাত্রিযোগে হইত। সেখানে পৃথিবীর কতক উৎকৃষ্ট নগর ও স্থানের নক্সা উত্তমরূপে লোকেরদিগকে দর্শান যাইত। গত মঙ্গলবার ঐ যাত্রা শেষবার হইয়াছে এবং সেই যাত্রাকর সাহেব সেই সকল ছবি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন যদি কলিকাতায় বিক্রয় হয় তবে ভালই নতুবা তিনি সে সকল ছবি ফ্রান্সদেশে ফিরিয়া লইয়া যাইবেন।

(২২ ডিসেম্বর ১৮২৭। ৮ পৌষ ১২৩৪)

ঘোড়দৌড়।—কলিকাতার প্রথম ঘোড়দৌড়েতে একটা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছিল বিশেষতঃ তাহাতে শ্রীযুত মেজর গিলবট সাহেব ও শ্রীযুত বারবেল সাহেব স্ব২ অশ্বারোহণ করিলেন এবং যে সময়ে অতিবেগে তাঁহারদের ঘোটক নিরূপিত স্থানে আসিতেছিল সেই সময় এদেশীয় এক বালক একটা টাটু আরোহণ করিয়া তাহারদের সম্মুখে পড়িল তাহাতে ঐ দ্রুতগামি অশ্বেরদিগকে থামাইতে না পারাতে ঘোড়া ঐ টাটুর উপরে পড়িল তাহাতে তাঁহারা অশ্বহইতে পতিত হইলেন তাহাতে তাহারা অতিশয় আঘাতী হন নাই কিন্তু ঐ বালকের চোআল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

জনহিতকর অনুষ্ঠান

(১২ অক্টোবর ১৮২২। ২৭ আশ্বিন ১২২৯)

সভা॥—আইলণ্ড দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে অতএব তদ্দেশের উপকারার্থে ২ আকটোবর বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল এবং অনেক দয়াশীল সাহেব লোকেরা ঐ বিষয়ের কর্ম্মসম্পাদক হইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন ও বাঙ্গালি ভাগ্যবান লোকেরা অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণদাস মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত মহারাজ রামচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত বাবু লাড়লিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপচাঁদ রায় ও শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী ও শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু

রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ ঘোষাল প্রভৃতিরা কর্ম্মসম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন ও কমবেশ চল্লিশ হাজার তিন শত পয়ষট্টি টাকার চাঁদা হইয়াছে।

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ৩ ফাল্গুন ১২৩০)

সভা।– মান্দরাজ রাজধানীর লোকেরদের দুর্ভিক্ষ জন্য দুঃখ দূর করিবার উপায় করণার্থে ৮ ফেব্রুআরি রবিবার শহর কলিকাতায় শ্রীযুত বাবু কাওয়ালি বাহকাতার রামস্বামির ঘরে এক সভা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতানিবাসি অনেক২ ভাগ্যবান্ বাঙ্গালি লোকেরা ছিলেন। ঐ সভাতে এই স্থির হইল যে এক চান্দা করিয়া সকল লোকের স্থানে কিছু২ লইয়া তণ্ডুলাদি এখান-হইতে ক্রয় করিয়া সেখানে প্রেরণ করা যাউক। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামস্বামী কর্ম্মকারী হইয়াছেন এবং শ্রীযুত পামর কোম্পানি খাজাঞ্চি হইয়াছেন।

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২০ ভাদ্র ১২৩২)

সৎপরামর্শ।—এই কলিকাতা মহারাজধানীতে অনেক ধনি গুণি কারুণিক অবিরত পরহিতে তৎপর বিশিষ্ট শিষ্ট মহাশয়েরা আছেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা স্ব২ কীর্ত্তি রক্ষার্থে যথোচিত ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু কোথায় কি করিলে কত উপকার তদ্বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ করেন না। এই কলিকাতা নগরে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অনেক লোক আছে এবং তাহারদের মধ্যে অধিক হিন্দু এবং তাহারা মৃত্যুকালে প্রায় সকলে গঙ্গাতীরে যায় কিন্তু সেখানে গিয়া সুখে থাকিতে পারে না যেহেতুক গঙ্গাতীরে অধিক স্থান নাই এবং অনেক লোক এক কালে গঙ্গাতীরে গেলে রাত্রিকালে ঘরও পাইতে পারে না ইহাতে পীড়িত লোকেরদের যে প্রকার ক্লেশ তাহা সকলেই বোধ করিতে পারেন। এমত মহানগরীতে এত ভাগ্যবান লোক থাকিতে যে ইহার উপায় না হয় এ বড় খেদের বিষয় অতএব আমারদের পরামর্শ এই যে যদি কোন ভাগ্যবান লোক দয়াপ্রকাশপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে চল্লিশ কিম্বা পঞ্চাশটা ক্ষুদ্র২ পাকা কুঠরী প্রস্তুত করিয়া দেন তবে পীড়িত লোকেরা গঙ্গাতীরে গিয়া সুখে থাকিতে পারে এবং হইতে পারে যে সেখানে থাকিয়া শুশ্রূষা করিলে অনেকে নিষ্পীড়ও হইতে পারিবে। ইহাতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা দুই আছে যাঁহারা এই কর্ম্মে উদ্যোগী হইবেন তাঁহারদের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবেক এবং পীড়িত লোকেরা সুখে থাকিয়া নিত্য আশীর্ব্বাদ করিবেক।

দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে গঙ্গাতীরে ভাল স্থান ও চিকিৎসালয় না থাকাতে যাহারা গঙ্গাতীরে আগমন করে তাহারা ভাবে যে আমরা মরিতে চলিলাম এমত ভয় হইলে সুতরাং তাহারদের বাঁচিবার ভরসা কি কিন্তু যদি গঙ্গাতীরে উত্তম স্থান থাকে ও চিকিৎসক থাকে তবে রোগিরা কদাচ ভরসাহীন হয় না বরং এমন ভাবে যে আমি চিকিৎসালয়ে যাইতেছি ইহাতে অনেকের রক্ষা হইবেক।

(২৫ মার্চ ১৮২৬ । ১৩ চৈত্র ১২৩২)

অতিথিশালাবিষয়ে প্রসঙ্গ।—৪ মার্চ তারিখে বাবুরামস্বামী শহর কলিকাতায় একটা অতিথিশালা স্থাপন বিষয়ে এই২ প্রসঙ্গ ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যে এই কলিকাতা নগরেতে নানা প্রকার লোকের উপকারার্থে যে২ সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে তাহা দেখিয়া এবং এতদ্দেশের বড় সাহেবের সর্ব্বলোকহিতকারিতা দেখিয়া সকলেরি সন্তোষ জন্মে কিন্তু এমত কতক লোক আছে যে তাহারদের উপকারার্থে কোন উপায় অদ্যাপি হয় নাই এবং তদ্বিষয়ে কেহ কিছু প্রসঙ্গও করেন নাই বিশেষতঃ উদাসীন লোকেরদের বাসার্থে কোন স্থান নিরূপিত হয় নাই। সেই উদাসীন লোকেরা তিন প্রকার হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান ইহারদের মধ্যে হিন্দু লোকেরা দক্ষিণ দেশহইতে স্থলপথে কলিকাতায় আগমন করে এবং কলিকাতাহইতে কাশীপ্রভৃতি তীর্থে গমন করে ও সেস্থান হইতে ফিরিয়া কলিকাতা দিয়া আপনারদের দেশে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু ঐ লোকেরা যখন কলিকাতায় আইসে তখন রাত্রি প্রবাসের জন্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হয় যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে এমত একটা অতিথিশালাও নাই যে সেখানে গিয়া তাহারা রাত্রিযাপন করে অতএব ঐ বাবুরামস্বামী এই প্রসঙ্গ করিয়াছেন যে কলিকাতানিবাসি পরহিতাভিলাষি ভাগ্যবান লোকেরা যদ্যপি চান্দা করিয়া ঐ সকল উদাসীন লোকেরদের উপকারার্থে এক২ সাধারণ অতিথিশালা করেন তবে যে কিপর্য্যন্ত উপকার তাহা লেখা যায় না। যদি এ প্রসঙ্গ গ্রাহ্য হয় তবে তাহার ইচ্ছা যে তিন জাতির কারণ তিন স্থানে পৃথক২ তিন অতিথিশালা হয়। তাহার মধ্যে হিন্দুলোক অধিক অতএব তাহারদের কারণ দশ হাজার টাকা মূল্যেতে এক বিঘা ভূমি ক্রয় করা যায় ও দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া সেই ভূমির উপর একটা পাকা অতিথিশালা করা যায়। দ্বিতীয় মুসলমান তদপেক্ষা ন্যূন অতএব তাহারদের কারণ পাচ হাজার টাকা মূল্যেতে দশ কাটা ভূমি ক্রয় করা যায় ও পাচ হাজার টাকাতে এক পাকা ঘর প্রস্তুত করা যায়। তৃতীয় খ্রীষ্টীয়ানেরদের কারণ আড়াই হাজার টাকায় পাচ কাটা ভূমি ক্রয় করা যায় ও আড়াই হাজার টাকায় একটা ঘর গাঁথান যায় ইহা হইলে ঐ সকল লোকের অনেক উপকার দর্শে। যদি এই কর্ম্ম হয় তবে শ্রীযুত পামর সাহেব ইহার খাজাঞ্চি হইবেন অতএব যিনি এই সৎকর্ম্মের কারণ অর্থদান করিতে বাসনা করেন তিনি ঐ সাহেবের নিকট টাকা প্রেরণ করিলে তিনি তাহা তাঁহার নামে জমা করিয়া লইবেন এবং তৎকর্ম্ম সম্পন্নপর্য্যন্ত আপন জিম্মায় রাখিবেন। ঐ কর্ম্মের কারণ এই২ লোকেরা কমিটীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন বিশেষতো বাবু উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত মজুমদার ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্ট ও শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী ও শ্রীযুত নারায়ণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুত সীতারাম শাস্ত্রী এতদ্ভিন্ন নৃসিংহ শব্দপূর্ব্বক এক ব্যক্তির নাম আছে কিন্তু ইংরাজীতে সেই নাম এমন কদর্য্যরূপে লিখিয়াছেন যে আমরা অর্দ্ধদণ্ডপর্য্যন্ত তাহা লইয়া বিবেচনা করিয়া কোনমতে তাহার অর্থ সঙ্গতি করিতে না পারিয়া সে নামের প্রকাশ করিলাম না।

(২৯ এপ্রিল ১৮২৬ । ১৮ বৈশাখ ১২৩৩)

সুরীতি।—সংপ্রতি আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বাবু স্বরূপচন্দ্র মল্লিক মহাশয় আপন পালা মত ৺ সিংহবাহিনী ঠাকুরাণীর সেবা প্রাপ্ত হইয়া বিধি বোধিত মহাশোভা এবং সমারোহপূর্ব্বক পূজা করত তদুপলক্ষে এক মহাকার্য্য করিয়াছেন অর্থাৎ দুস্থ ঋণগ্রস্ত কারাগারস্থ অনেক লোককে অনেক অর্থ প্রদানপূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছেন ইহা যথার্থ জনোপকার বটে আমরা ভরসা করি যে উত্তরোত্তর এইরূপ চিরস্মরণীয় উপকারে অনেকেই ইচ্ছুক হইবেন।

যে সকল লোক পূর্ব্বে উত্তমাবস্থায় থাকিয়া কালবশে দুস্থ অথচ বহু পরিবার বিশিষ্ট হইয়াছে তাহারদিগের অন্তঃকরণে কি আনন্দ উপস্থিত হয় এবং কাহার যথার্থ বিষয় তাহার শক্তিহীনতা প্রযুক্ত অন্য গ্রহণ করে তাহাতে কেহ বা খরচার টাকার অভাবে কেহ বা সহায়াভাবে কিছু করিতে পারে না এপ্রকার ব্যক্তি সকলের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহারদিগের পুনঃসংস্থান করিলে তাহারদিগের মনে কি সুখ জন্মে তাহা অনির্ব্বচনীয় এ আনন্দ এবং সুখ ঐ সকল লোকের অধিক নহে কিন্তু উপকারকের অধিক হয়। সং কৌং

(২৭ মে ১৮২৬ । ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

দান।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা মহারাজ সুখময়ের পুত্রদ্বয় শ্রীযুত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর উভয়ে বিদ্যাসম্পর্কীয় সম্প্রদায়ে ও লোকেরদের উপকারার্থে যে২ সম্প্রদায় হইয়াছে সেই সকল সম্প্রদায়ে বিতরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবকে এক লক্ষ চারি হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতাহইতে কাশীপর্য্যন্ত স্থলপথে আড্ডায়২ যেমন এক২ ঘর হইয়াছে তদ্রূপ কাশী অবধি কানপুরপর্য্যন্ত আড্ডায়২ এক২ ঘর ঐ টাকাতে হইবেক।

ঐ সমাচার পত্রদ্বারা রাজা বাহাদুরেরদের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন এবং আমরাও তাহাতে সম্মত আছি এবং ভারতবর্ষের মধ্যে এমত কোন ইংরাজ নাই যে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইবেন।

(৫ আগষ্ট ১৮২৬ । ২২ শ্রাবণ ১২৩৩)

শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট অপর কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ ও মদরাসাতে যে২ বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় তিন জন ভাগ্যবান লোক যাহারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে শ্রীশ্রীযুতকে অর্থ সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারদের প্রশংসা করিলেন ঐ ভাগ্যবান লোকেরদের নাম এই২ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ৫০০০০ শ্রীযুত বাবু নরসিংহচন্দ্র রায় ৪৬০০০ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ১০০০০ সর্ব্বসুদ্ধা ১০৬০০০ এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ । ৩ ফাল্গুন ১২৩৬)

হাবড়ার হাসপাতাল।—গত শনিবারে হাবড়ার হাসপাতালের ধনদাতার ও সাহায্যকারকেরদের প্রথম [বার্ষিক] সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত জান মাষ্টর সাহেব সভাপতি হইলেন এবং লিখিতব্য সাহেবলোকেরা আগামি বৎসরের কর্ম্মসম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত এস লাপ্রিমাদি ও শ্রীযুত ষ্টকট সাহেব ও শ্রীযুত পাদরি হোম্‌স সাহেব ও শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত পাদরি হপ সাহেব সেক্রেটরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়ার্ট সাহেব ঐ চিকিৎসালয়ের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তাব করিলেন তদ্দারা দৃষ্ট হইল যে গত বৎসরে ছয় হাজার তিন শত তেইশ জন রোগি ব্যক্তি ঐ হাসপাতালে ঔষধাদি প্রাপ্ত হয় তাহার মধ্যে ৯২ জন ঐ চিকিৎসালয়ে বাস করিয়া স্বাস্থ্য হয়। অপর বিবি কুপরনামক এক স্ত্রীর এক বাঙ্গলা ঘর উত্তরাধিকারাভাবে গবর্ণমেণ্টে বাজেআপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা ঐ হাসপাতালের নিমিত্তে দান করিয়াছেন। গত বৎসরে ঐ চিকিৎসালয়ে কেবল সাড়ে চারি শত টাকা ব্যয় হয় এবং তাহার সংস্থান ছয় হাজার আট শত টাকা ফারগিসন কোম্পানির কুঠীতে গচ্ছিত আছে। এত রোগি ব্যক্তির চিকিৎসাতে যে এত অল্প টাকা ব্যয় হয় তাহার কারণ এই যে গবর্ণমেণ্ট সকল ঔষধাদি বিনামূল্যে প্রদান করিলেন। কিন্তু গত অক্টোবর মাসঅবধি ঐ রূপ দান রহিত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয় হওয়াতে দীনদরিদ্র লোকেরদের অত্যন্তোপকার হইতেছে এবং আপনারদের ভরসা হয় যে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় দানশৌণ্ড লোকেরা তাহাতে প্রচুর টাকা প্রদান করিবেন।

আর্থিক অবস্থা

(১৬ জানুয়ারি ১৮১৯ । ৪ মাঘ ১২২৫)

তুলা।—আটার শত চৌদ্দ সনে যখন শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বিশসালা বন্দোবস্ত হইল তখন এ দেশের যে বাণিজ্য পূর্ব্বে কেবল কোম্পানির অধীন ছিল সে বাণিজ্য অন্য২ লোকেরাও করিতে পারিবেক এই আজ্ঞা ইংগ্লণ্ডের মহাসভা দিয়াছেন সেই অবধি এ দেশের বাণিজ্য অতিবেগে চলিতেছে এবং অন্য২ ব্যবসায়হইতে কেবল তুলার বাণিজ্য অধিক বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে। আটার শত সতের সালে এই দেশহইতে ষোল লক্ষ মোন তুলা ইংগ্লণ্ড দেশে গিয়াছে সে তুলা সেখানে আট কোটি টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে এই প্রকারে বাণিজ্যের দ্বারা এ দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক যে দেশহইতে অনেক মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হয় এবং অল্প মূল্যের দ্রব্য আমদানি হয় সেই দেশ অতিশয় সম্পন্ন হয়। যেমত কোন ক্ষুদ্র শহরে যদি দশ হাজার টাকার দ্রব্য আমদানী হয় তবে সে শহরহইতে দশ হাজার টাকা নির্গত হয় এবং অন্য দেশ-

হইতে লোকেরা আসিয়া যদি সে শহরহইতে এক লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায় তবে সে শহরে লক্ষ টাকা প্রবেশ করে সুতরাং অবশিষ্ট নব্বই হাজার টাকা ঐ শহরেই থাকে। এই মত যদি প্রতি বৎসর হয় তবে সে শহর অতিশয় সম্পত্তিমান্ হইতে পারে সেই গণনাতে বড় দেশের সম্পত্তির হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি হয়। এই বাঙ্গালা দেশের দ্রব্যের রপ্তানি অনেক ও তাহার আমদানী অল্প এই প্রযুক্ত এ দেশের ধন বাণিজ্যদ্বারা অতিশয় বাড়িতেছে এবং পূর্ব্ব নবাবের অধিকার কালহইতে এখন স্থানে২ দেশের সম্পত্তিবৃদ্ধি হইতেছে এখনও যত ভাগ্যবান লোক বাঙ্গালাতে আছে পূর্ব্বে নবাবের অধিকার কালে এত ভাগ্যবান্ ছিল না ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায় যে কেবল এখন বাণিজ্যদ্বারা লোকেরা ভাগ্যবান্ হইতেছে।

(২৩ জানুয়ারি ১৮১৯। ১১ মাঘ ১২২৫)

তুলার বাণিজ্য।—আটার শত চৌদ্দ সালে কোম্পানির বিশসালা বন্দোবস্ত হওয়া অবধি তুলার বাণিজ্য ত্রিগুণ বাড়িয়াছে সে এই হিসাবের দ্বারা দেখা যাইবে। আটার শত চৌদ্দ সালে এক লক্ষ এগার হাজার গাঁটি তুলা এই দেশহইতে অন্য দেশে গিয়াছে। আটার শত পোনের সালে আশী হাজার গাঁটি। এবং আটার শত ষোল সালে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার গাঁটি। আটার শত সতের সালে দুই লক্ষ ছাপান্ন হাজার গাঁটি। আটার শত আটার সালে তিন লক্ষ আটাইশ হাজার গাঁটি অন্য দেশে গিয়াছে।

(১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮)

বাণিজ্য।—গত সপ্তাহে সংক্রান্তি ও শ্রীরামনবমী ও চড়ক ইত্যাদি প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত বাণিজ্যাদি সকল বন্দ হইয়াছে ইহাতে তুলার কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। মোং মুজাপুরের তুলার মূল্য সাবেক মত আছে। ভগবান গোলাতে সাবেক মূল্যের উপরে বার আনা অধিক মূল্য হইয়াছে। কাছড়া তুলার মূল্য পোনে চৌদ্দ ও চৌদ্দ টাকা হইয়াছে। চীন দেশের বাণিজ্যের কারণ কশা গাঁটি ১৫॥০ সাড়ে পোনর টাকা মূল্যে খরিদ হইয়াছে।

ইংলণ্ড দেশের লিবরপুল শহরহইতে এক সওদাগর সাহেব মোং কলিকাতাতে আপন অংশীকে সমাচার লিখিয়াছে যে দুই বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানহইতে তুলা না পাঠায় যেহেতুক আমেরিকাহইতে পাঁচ লক্ষ গাঁটি তুলা ইংলণ্ডে আসিতেছে। এবং গত বৎসরহইতে এক লক্ষ গাঁটি তুলা ইংলণ্ডে অধিক আমদানী হইয়াছে। এবং হিন্দুস্থানের তুলাহইতে আমেরিকা দেশের তুলা অত্যুত্তম। কিন্তু মোং কলিকাতা শহরে দুই চারি দিবসের মধ্যে যে মূল্যে তুলা বিক্রয় হইয়াছে এই সমাচার পূর্ব্বে প্রকাশ হইলে তাহাহইতে অল্প মূল্যে বিক্রয় হইত।

(১৪ এপ্রিল ১৮২১ । ৩ বৈশাখ ১২২৮)

জিনিস রপ্তানী।—মোং কলিকাতাহইতে মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজপর্য্যন্ত এই২ দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে।

তুলা	১৭৬	গাঁইট
চিনী	৩৪৬৭৩	মোন
শোরা	১৪৫০৫	ঐ
আফীম	১৮৭৫	ঐ
চালু	৭০০৪	ঐ
সুঁউট্	১৮০০	ঐ
রেসম	১৯৪	ঐ
ভেরণ্ডা তৈল	৪৪	ঐ
গজদন্ত	১৯	ঐ
গোচর্ম্ম	৩০০	ঐ
নীল কুঠীর মোন	৩১৩৬	ঐ
বস্ত্র	১৯৫৯৯২	থান
সাল	৫৫	থান

আমদানী কলিকাতা ই০ ঐ লা০ ঐ

ধাতু দ্রব্য	তঙ্কা
স্বর্ণ	৫৯৮০০
রূপ্য	২১৮২৯৪৫

(১৯ জানুয়ারি ১৮২২ । ৭ মাঘ ১২২৮)

মোকাম কলিকাতাহইতে নানা দেশে রপ্তানি জিনিস সন ১৮২১ সালের ইং জানুআরি লাগাদ দিসেম্বর।

তুলা	—	—	৪২৫১০	বস্তা
চালু	—	—	৪৪৭৫৬৭	ঐ
চিনি	—	—	৩০৫৩৭৯	মোন
সোরা	—	—	২৭৮১০৪	ঐ
সুঁট	—	—	২৩৯৫৮	ঐ
রেশম	—	—	৪৯৮২	মোন
নীল	—	—	২৩৪১১	ঐ
আফীম	—	—	৪২৭৯৮	সিন্দুক
নানাপ্রকার বস্ত্র	—		২৭৩২০৯৪	থান

কলিকাতাহইতে ইংলণ্ড দেশে জিনিস রপ্তানি সন ১৮২১ শালের ইং জানুআরি লাং দিসেম্বর।

হিঙ্গু	—	—	৬	মোন
সোহাগা	—	—	৯৩২	মোন
ভেরেণ্ডা তৈল		—	২৬০৪	ঐ
লবঙ্গ	—	—	৯১৯	ঐ
নারিকেল তৈল		—	৬	ঐ
সুতা	—	—	৮	ঐ
গজদন্ত	—	—	১১২	ঐ
মাজুফল	—	—	৩৮০	ঐ
ছাগচর্ম্ম	—	—	১১৫৩১	থান
মহিষ শৃঙ্গ	—	—	৭২৭৭৯	মোন
পিপ্পল	—	—	৫০	ঐ
মঞ্জিষ্ঠা	—	—	২৮৪১	ঐ
জায়ফল	—	—	৮	ঐ
কুচিলা	—	—	২৭১	ঐ
বেত	—	—	২৫০০	গোছা
রক্তচন্দন	—	—	১০২৭	মোন
কুসুম পুষ্প	—	—	৩৮২৯	মোন
শাল	—	—	৮৮৯	যোড়া
গুয়ামউরি	—	—	৭৮	ঐ

(২ সেপ্টেম্বর ১৮২৬। ১৮ ভাদ্র ১২৩৩)

ইউরোপীয় বস্ত্র ॥—এতদ্দেশে ইউরোপীয় বস্ত্রের আমদানি কিরূপে বৎসর২ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নীচের লিখিত হিসাব দেখিলে সকলেই বোধ করিতে পারিবেন।

সাল	কাপড়ের মূল্য
১৮১৫	১৪৯০৬৮
১৮১৬	১৬৩৬১৫
১৮১৭	৪২৩৮৩৪
১৮১৮	৭০১৫৯২
১৮১৯	৪৬৬০১৬
১৮২০	৮৬৩৬৩১

১৮২১	১১৩৬০৭৪
১৮২২	১১৬৭২৪৬
১৮২৩	১১৮১৬৭১
১৮২৪	১১৩৮১৬৭

(২৩ জানুয়ারি ১৮১৯। ১১ মাঘ ১২২৫)

কলিকাতাতে তণ্ডুলের মূল্য বৎসরের মধ্যে বিস্তর বিশেষ হয় না কিন্তু বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগে পৌষ মাসে তণ্ডুল অল্প মূল্য ও আষাঢ় মাসে অতিশয় দুর্ম্মূল্য হয় ইহাতে সেখানকার মহাজনেরা অতিশয় ভাগ্যবান হয়। আষাঢ় মাসে যখন কৃষকেরা আপন পরিজন পোষণের নিমিত্ত ও ক্ষেত্রে বুনিবার বীজের নিমিত্ত তাহারদের অতিশয় প্রয়োজন হয় তখন মহাজনেরা অধিক মূল্যে ধান্য বিক্রয় করে ও তাহার মূল্যে ধান্য লইবার করার পৌষ মাসে করিয়া লয় যখন পৌষ মাসে ধান্য জন্মে তখন মহাজনের দেনা শোধ না করিয়া অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে না পৌষ মাসে তাহারদের আপন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ধান্য বিক্রয় করার আবশ্যক অতএব তাহারা অল্প মূল্যে ধান্য বিক্রয় করে এবং মহাজন লোক সেই সময়ে অল্প মূল্যে ধান্য ক্রয় করিয়া রাখে।

(১৭ নভেম্বর ১৮২৭। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৪)

এতদ্দেশের বাণিজ্য।—সকলেই অবগত আছেন যে ১৮১৪ সালে কোম্পানি বাহাদুরের ইংগ্লণ্ডদেশের পার্লিমেণ্টের সহিত বিশ বৎসরের কারণ একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বে এতদ্দেশে কোম্পানিব্যতিরিক্ত অন্য কেহ ইংগ্লণ্ড দেশের দ্রব্যাদি এ দেশে আনিয়া বাণিজ্য করিতে পারিত না। সেই বন্দোবস্তের সময়ে ইংগ্লণ্ডদেশের মহাজনেরা পার্লিমেণ্টের নিকটে এই দরখাস্ত করিল যে তাহারাও এতদ্দেশে দ্রব্য প্রেরণ করিতে পায়। পার্লিমেণ্ট সেই সময়ে এদেশনিবাসি অনেক লোকেরদিগকে ডাকিয়া তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহারা সকলেই কহিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা ইউরোপীয় কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না এবং ইউরোপীয় দ্রব্য এ দেশের মধ্যে বিক্রয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু পার্লিমেণ্ট তাহারদের পরামর্শ না শুনিয়া ইংলণ্ড দেশের তাবৎ মহাজনেরদিগকে এতদ্দেশে দ্রব্য প্রেরণ করিতে অনুমতি দিলেন।

গত বার বৎসরের মধ্যে অনিবার্য্যরূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তদ্দেশে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম্ম চলিতেছে তাহাতে ঐ সাহেবের পরামর্শের অমূলকতা অতিশয় প্রকাশ পাইয়াছে তুলার কাপড়ের যেরূপ আমদানীর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ ১৮১৫ সালে দশ লক্ষ টাকার বস্ত্র ইংগ্লণ্ডদেশহইতে এ দেশে আসিয়া বিক্রীত হয় ১৮১৬ সালে ১৪ লক্ষ টাকা। ১৮১৭ সালে ১৬ লক্ষ টাকা। ১৮১৮ সালে ৪২ লক্ষ টাকা। ১৮১৯ সালে ৭০ লক্ষ টাকা। ১৮২০ সালে ৪৬ লক্ষ টাকা। ১৮২১ সালে ৮৫ লক্ষ টাকা। ১৮২২ সালে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার কাপড় এ দেশে আসিয়া বিক্রীত হয় ইহাতে দেখা যায় যে বাণিজ্যকর্ম্মের উত্তরোত্তর বাহুল্য হইতেছে।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪)

বাণিজ্য।—১৭৯২ সাল ও ১৮২২ সালের বাঙ্গালার ও ইংগ্লণ্ডের আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের এক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই উভয় দেশের মধ্যে কি প্রকার বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এদেশহইতে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে নীল প্রধানরূপে গণ্য তাহা ১৭৯২ সালে ৭২৬৬ মোন মাত্র এখানহইতে ইংগ্লণ্ডে রপ্তানি হয় এবং বর্ত্তমান বৎসরে যে নীল রপ্তানি হইবে তাহা প্রায় এক লক্ষ মোনের অধিক হইবে কিন্তু অন্য পক্ষে বস্ত্রের বিষয়ে রপ্তানির অতিঅল্পতা হইয়াছে যেহেতুক ১৭৯২ সালে এ দেশহইতে বার লক্ষ তেইশ হাজার থান কাপড় ইংগ্লণ্ডে যায় তৎপরে এই বাণিজ্য এমত পতিত হয় যে ১৮২২ সালে কেবল এক লক্ষ থান কাপড় এদেশহইতে রপ্তানি হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যত রপ্তানি হইত তাহার বার ভাগের এক ভাগ এক্ষণে রপ্তানি হয়। পুনশ্চ যদি আমরা আমদানির দিগে দৃষ্টি করি তবে দেখিতে পাই যে বাণিজ্যবিষয়ে এমত বৃদ্ধির তুলনা নাই যেহেতুক ১৭৯২ সালে এতদ্দেশে ১৬৫০ টাকার বিলাতী কাপড় আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার কাপড় এদেশে আমদানি হয়। এই উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে এদেশের এমত রপ্তানির ন্যূন হইয়াছে যে বার ভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আমদানির বৃদ্ধি হওয়াতে যে তাঁতিরদের ব্যবসায় একেবারে লুপ্ত হইল ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। ১৭৯২ সালে তের লক্ষ টাকার তাম্র এদেশে আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে একেবারে ত্রিশ লক্ষ টাকার তাম্র আইসে। পাতি লোহার আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৭৯২ সালে দুই লক্ষ সত্তরি হাজার টাকার লোহার আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে পোনর লক্ষ টাকার লোহা আইসে। ঘড়ী ও রূপ্যময় বাসনের আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৭৯২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকার এই সকল দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। পশমী কাপড়েরও আমদানি বাড়িয়াছে ১৭৯২ সালে এগার লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল পরে ১৮২২ সালে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার পশমী কাপড়ের আমদানি হয়। এই আমদানির জুমলা এইরূপে লেখা যায় যে ১৭৯২ সালে ইংগ্লণ্ডহইতে এ দেশে সর্ব্বসুদ্ধা সত্তরি লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় কিন্তু ১৮২২ সালে তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় অর্থাৎ ১৭৯২ সালঅপেক্ষা পাঁচ গুণ অধিক হইয়াছে রপ্তানিবিষয়ে দেখা যায় যে ১৭৯২ সালে এদেশোৎপন্ন দ্রব্য ইংগ্লণ্ডে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার রপ্তানি হয় কিন্তু ১৮২২ সালে এদেশোৎপন্ন দ্রব্য চারি কোটি টাকার রপ্তানি হয়।

(৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩)

ব্রহ্মদেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য।—এই সপ্তাহের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা ব্রহ্মদেশীয়েরদের বাণিজ্যবিষয়ে যেং সমাচার পাওয়া গিয়াছে তাহা সর্ব্বলোকজ্ঞাপনার্থে আমরা প্রকাশ করিতেছি। ব্রহ্মদেশে এইং বস্তু অধিক উৎপন্ন হয় এবং তাহারা আপনারদের ব্যয়োপযুক্ত রাখিয়াও অন্যং

দেশে প্রেরণ করিতে পারে বিশেষতঃ তণ্ডুল তুলা নীল এলাচি গোলমরিচ মুস্কবর চিনি সোরা লবণ সেগুণকাষ্ঠ মদিরা মেট্যা তৈল ডামর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম হস্তিদন্ত পদ্মরাগমণি এবং ধাতুর মধ্যে লৌহ তাম্র সীসা রূপা সোনা সুরমা এবং মারবেল অর্থাৎ শ্বেত প্রস্তর কয়লা ও চূনের পাথর। যাহারা বনহইতে সেগুণ কাষ্ঠ আনে তাহারা কহে যে সেগুণ কাষ্ঠের বন এমত আয়ত যে তাহার প্রায় সীমা করা যায় না এবং তাহাতে এত গাছ আছে যে কখন তাহার অল্পতা হইবেক না। সেখানকার চিনি অতি সফেদ ও উত্তম এবং চিনদেশীয়েরা তাহা প্রস্তুত করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় বাদশাহ সেই চিনিদেশহইতে বাহিরে লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে বিশেষতঃ সালোয়া ও সরাবদি প্রদেশে নীলের উত্তম কৃষি হইতে পারে সেই দেশে নীল গাছ বনের মধ্যে আপনি জন্মে এবং তদ্দেশের লোকেরা আপনারদের ব্যয়ের কারণ কিছু২ নীল প্রস্তুত করে। যখন প্রথম যুদ্ধারম্ভ হইল তখন দুই তিন জন সাহেব লোক সেখানে নীল কুটী করিয়াছিলেন।

এবং অন্য২ দেশহইতে এই২ দ্রব্য ব্রহ্মদেশে আসিয়া বিক্রয় হয় বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও মন্দ্রাজ ও ইংগ্লণ্ডদেশজাত বস্ত্র এবং বিলাতি বনাত ও লৌহ ও লৌহাস্ত্র সীসা পারা সোহাগা গন্ধক সোরা বারুদ বন্দুক চিনি রসরাপ আফীম চিনারবাসন এবং ইংগ্লণ্ডদেশীয় নানা প্রকার গ্লাস ও নারিকেল ও সুপারি। সেদেশে অল্প দিনের মধ্যে ইংগ্লণ্ডদেশহইতে অধিক বস্ত্রের আমদানি হওয়াতে তত্তুল্য মন্দ্রাজী বস্ত্রের মূল্য কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমাতে চীনদেশীয়েরদের সহিত এবং ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বভাগস্থেরদের সহিত এবং ব্রহ্মদেশীয়েরদের নানাপ্রকার বাণিজ্য হয় এবং ঐ বাণিজ্যের দুই প্রধান স্থান নিরূপিত আছে প্রথমতঃ চিনারদের সীমার নিকট বালমো নামে এক স্থান দ্বিতীয়তঃ অমরপুরহইতে তিন চারি ক্রোশ অন্তর মিলায়নামক স্থান। ঐ স্থানেতে ব্রহ্মদেশীয়েরা চীনদেশীয়েরদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় এবং কখন২ চীনদেশীয়েরা মিলায়নামক স্থানেতে ইহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। চীনদেশীয়েরা আপনারদের দেশহইতে তাম্র ও হরিতাল ও হিঙ্গুল ও লৌহপাত্র ও রূপা রেউচিনি চা উত্তম মধু রেশম মদিরা মৃগনাভি বেরদি শুষ্ক ফল এবং কতক২ টাটকা ফল ও কুক্কুর ও মুরগমনোহরনামক পক্ষিবিশেষ আনে। চীনদেশীয় মহাজনেরা ক্ষুদ্র২ খচ্চরের উপর আইসে এবং তাহারা কহে যে আমারদের দেশহইতে এই স্থানে আসিতে আমারদের দুই মাস লাগে।

চীনদেশীয়েরা বিক্রয়ার্থে যে চা আনে সে কাল ও তাহারা তাহার ক্ষুদ্র২ গুলি করিয়া আনে সে চা অতিসুস্বাদু ও যে কাল চা ক্যানটান নগরে বিক্রয় হয় তদপেক্ষা উত্তম। এই চা কিছু দুর্ম্মূল্য সুতরাং যাহারা ভাগ্যবান তাহারাই তাহা লয় কিন্তু এমত উক্তি আছে যে ব্রহ্মদেশে এক প্রকার চা জন্মে তাহা সুমূল্য এবং সাধারণ লোক তাহাই ব্যবহার করে। তাহারা ভোজনের পর রসুন ও তিলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চা পান করে। এবং কোন লোক আইলে প্রথম ঐ দ্রব্য দিয়া সম্বর্দ্ধনা করে এক্ষণে এতদ্দেশে যেমন তামাকু।

ব্রহ্মদেশহইতে চীনদেশে এই২ বস্তু প্রেরিত হয় বিশেষতঃ তুলা হস্তিদন্ত মোম এবং

বিলাতি বনাত। আরো শুনা গিয়াছে যে সত্তরি হাজার গাঁইট তুলা বৎসর২ ব্রহ্মদেশহইতে চীনদেশে যায় সে সকল তুলা প্রায় তাহারা পরিষ্কার করিয়া পাঠায় ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ ভাগে যে তুলা জন্মে সে তুলা কিছু খাটো কিন্তু উত্তর ভাগে যে জন্মে সে লম্বা। আরো আমরা শুনিতেছি যে পিগুদেশহইতে চট্টগ্রামে যে তুলা আইসে সেই তুলা দ্বারা ঢাকাই উত্তম মলমল প্রস্তুত হয়।

ব্রহ্মদেশে আর এক প্রকার বাণিজ্য আছে বিশেষতঃ যে দেশকে ইংগ্লণ্ডীয়েরা লাওস বলেন এবং চীনদেশীয়েরা সান বলে তদ্দেশীয়েরদের সহিত ব্রহ্মদেশীয়েরদের নানাপ্রকার বাণিজ্যবাহুল্য আছে অবর্ষাকালে তাহারা আঁবাহইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণ প্রেকনামক স্থানে আসিয়া মোম ও একপ্রকার বকম কাষ্ঠ এবং গোঁদ ও রেশম ও তুলাভরা মাজা ও পেঁয়াজ রস্থন হরিদ্রা ও মসালা বিক্রয় করে এবং তাহারা ব্রহ্মদেশহইতে লবণ ও শুষ্ক মৎস্য লইয়া যায়। ঐ প্রেক স্থান বিনা ঐরাবতী নদীর তীরে মধ্যে২ গোলাগঞ্জ আছে তাহাতে দেশীয় লোকেরা আপনারদের মধ্যে বাণিজ্য করে।

(২০ নভেম্বর ১৮১৯। ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

এই সপ্তাহের বাজার ভাও।—

জালুন তুলা আটার টাকা মোন।
কাছোড়া তুলা সতর টাকা মোন।
পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মোন।
পাছড়ি তণ্ডুল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মোন।
মধ্যম তণ্ডুল দুই টাকা দশ আনা মোন।
মুগী তণ্ডুল উত্তম এক টাকা বার আনা মোন।
মধ্যম তণ্ডুল এক টাকা এগার আনা মোন।
বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আনা মোন।
নীল উত্তম এক শত ষাটি টাকা মোন।

এই সপ্তাহে তুলার ক্রয় বিক্রয় অত্যল্প হইয়াছে এবং গত সপ্তাহহইতেও তুলার দর ফি মোন ছয় আনা অধিক মূল্য হইয়াছে।

(১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫)

হাসীল দপ্তরখানা।—কলিকাতার পুরাণা কিল্লার যে অবশিষ্ট ছিল তাহা এখন ভাঙ্গা গিয়াছে এবং সেই স্থানে একটা নূতন হাসলীদপ্তরখানা প্রস্তুত হইবেক তাহার প্রথম পাথর পত্তন করিবার সম্ভ্রম কাহার হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই যেহেতুক ইউরোপীয়েরদের এমত ব্যবহার আছে যে যখন বড় গৃহাদি নির্ম্মাণ হয় তখন যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত তিনি প্রথম এক ইষ্টক কিম্বা এক প্রস্তর গাঁথেন। ঐ প্রস্তর এই মাসের মধ্যে গাঁথা যাইবে এই ঘর হইলে শহরের অত্যন্ত উপকার

হইবে। যে শহরে যাবৎ ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বস্তু একত্র হয় এমত মহাশহরে যে ইহার পূর্ব্বে ইহার উপযুক্ত ঘর না ছিল ইহাতে শহরের অতি অসম্ভ্রম যেহেতুক কলিকাতার ঐশ্বর্য্যের মূল বাণিজ্য।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ৩ ফাল্গুন ১২২৫)

নূতন হাসীল দপ্তরখানা।—কল্য চারি ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা একশ্চেঞ্জ ঘরে একত্র হইয়া সারি২ হইয়া চলিয়া পুরাণা কুঠী পর্য্যন্ত গেলেন এবং সেইখানে নূতন হাসীলদপ্তরের ঘরের প্রথম ইষ্টক তাঁহারা গাঁথিলেন এই নূতন হাসীলদপ্তরখানা কলিকাতার ঐশ্বর্য্য সদৃশ হইবেক।

(১২ আগষ্ট ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ ১২২৭)

নূতন হাসীলের ঘর।—মোং কলিকাতায় গঙ্গার তীরে হাসীল দপ্তরের কারণ এক বড় ঘর নূতন প্রস্তুত হইতেছে সে ঘর এইরূপ বড় ও উৎকৃষ্ট হইবে যে শ্রীশ্রীযুতের ঘর ব্যতিরিক্ত কলিকাতার মধ্যে তেমন ঘর আর প্রায় হয় নাই। সেই ঘরের মধ্যে তাবৎ মাসুলের জিনিস ধরিবেক এবং রৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে লোকসান হইবেক না এই মত তদবীর হইতেছে। এবং আমরা শুনিতে পাই যে অনুমান বাইশ তেইশ বৎসর হইল এই দেশের মধ্যে জিনিসের মাসুল আদায় হইত না কেবল বাহিরে জাহাজদ্বারা যেং জিনিসের আমদানী রপ্তানী হইত তাহারি-মাত্র মাসুল আদায় হইত। এক গ্রামহইতে অন্য গ্রামে জিনিস যাইবার মাসুল ছিল না। এখন জিনিসের মাসুলে কোম্পানির অনেক টাকা আদায় হইতেছে।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২০ ভাদ্র ১২২৬)

জাহাজ।—১ সেপ্তেম্বর মোং কলিকাতায় নানা জাতিরদের এক শত পচিশ জাহাজ ছিল। গত বৎসরে প্রথম আট মাসে পচাশী জাহাজ জিনিস বোঝাই করিয়া মোং ইংগ্লণ্ডহইতে বাঙ্গালাতে আসিয়াছিল। এই বৎসরের প্রথম আট মাসে পঞ্চান্ন জাহাজ আসিয়াছে অতএব পূর্ব্ব বৎসরহইতে এ বৎসরে ত্রিশ জাহাজ কম আসিয়াছে তথাপি লোকেরা কহে যে এতদ্দেশে যে তণ্ডুলাদির দুর্ম্মূল্যতা সে কেবল ইংগ্লণ্ডদেশে রপ্তানিপ্রযুক্ত।

(১২ আগষ্ট ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ ১২২৭)

কলিকাতার জাহাজ সংখ্যা। ১ আগস্ত ১৮২০ সাল।—কোম্পানির চীনার জাহাজ দুই খান। বিলাতি সওদাগরের জাহাজ পোনের খান। ইংগ্লণ্ডে গমনাগমনের দেশী জাহাজ চারিখান। চীনদেশে গমনাগমনের দেশী জাহাজ পাঁচখান। অন্য২ স্থানে গমনাগমনের দেশী জাহাজ উনত্রিশখান। খালি জাহাজ চৌত্রিশখান তাহার মধ্যে কতক বিক্রয়ের কারণ ও

কতক ভাড়ার কারণ আছে। ফরাশীস জাহাজ দুইখান। মারেকিন জাহাজ দুইখান পোর্ত্তুগীশ জাহাজ তিনখান সর্ব্বশুদ্ধা ছেয়ানব্বই জাহাজ মোং কলিকাতায় আছে।

(২৯ জুলাই ১৮২৬। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৩)

জাহাজ ভাসান।—বহু দিবসাবধি এ প্রদেশে জাহাজ ভাসান রহিত হইয়াছিল এপ্রযুক্ত এতদ্দেশস্থ অনেক কারিগরদিগের কর্ম্মাভাব হইয়াছিল কিন্তু সংপ্রতি এদেশে ও বেলাতে জাহাজের প্রয়োজন হওয়াতে কারিগর লোক সকলে নিজকর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছে ইদানীন্তন মোং সালিখায় মিঃ গিলমোর কোম্পানির কারখানায় এক সুন্দর চারিশত টন অর্থাৎ দশ হাজার নয়শত নয় মোন বোঝাধারি এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া গত ২২ জুলাই বেলা দুই প্রহরের পর ভাসিয়াছে এই জাহাজ ভাসিবার কালে অনেক সাহেব লোক দর্শনার্থে আসিয়া একত্র হইয়াছিলেন। জাহাজ ভাসিলে পর ইহার নাম উইলেম রাখিলেন কারণ ঐ নামে এক ব্যক্তি ঐ সাহেবদিগের কারখানায় প্রধান ছিলেন এবং ঐ কারখানাহইতে বহুদিবস পরে অবকাশ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন এই জাহাজ এ প্রদেশে তেজারত বিষয়ের নিমিত্তে নিরূপিত থাকিবেক ইহা স্থির করণানন্তর জাহাজের কর্ত্তা ঐ দর্শনাগত সাহেব লোকেরদিগের মধ্যে প্রধান২ সাহেব লোককে কিঞ্চিৎ২ উত্তম দ্রব্যাদি ভোজনদ্বারা সন্তোষপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

(৩ এপ্রেল ১৮১৯। ২২ চৈত্র ১২২৫)

শ্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক।—১ দফা। ১ মার্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে বাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোন দিনে এক টাকাপর্য্যন্ত রাখিতে পারে কিন্তু এক টাকার ন্যূন কিম্বা ভাঙ্গা টাকা রাখা যাইবে না।

২ দফা। এই বাঙ্কের মধ্যে যত টাকা ন্যস্ত হয় তাহার সুদ দেওয়া যাইবে। কোম্পানীর কাগজের উপরে যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং শতকরা নয় টাকার হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়া যাইবেক না কিন্তু বাজার ভাওতে সুদের কমি বেশী প্রযুক্ত গত বৎসরের টাকার সুদ যে ভাও দেওয়া যাইবেক তাহা প্রতি বৎসর ৩০ এপ্রেলে প্রকাশ হইবেক।

৩ দফা। টাকা ন্যস্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তিহইতে পৃমিয়ম কিছু লওয়া যাইবেক না এবং যে ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে টাকা রাখে তাহার সুদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলিবেক।

৪ দফা। যে টাকা এই বাঙ্কে ন্যস্ত হয় সে টাকা কোম্পানির কাগজে রাখা যাইবেক কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্কেতে কিম্বা অন্য২ কুঠীতে রাখা যাইবে। যে ব্যক্তিরা এই বাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা বাঙ্কে ন্যস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক। কিন্তু এই বাঙ্কের এই অলংঘনীয়

ব্যবস্থা যে এই বাঙ্কের ন্যস্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও বাণিজ্যাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না।

৫ দফা। ইংগ্লণ্ড দেশে এই মত বাঙ্কে যে বিষয় চেষ্টা এই বাঙ্কেরো সেই বিষয় চেষ্টা যে হিসাব এইমত সহজ হয় যে অত্যল্প কালে বাঙ্কের হিসাব আদি করা যায় এই নিমিত্ত এই বাঙ্কে পূর্ণ মাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসের সুদ দেওয়া যাইবে না এবং বৎসরান্তে হিসাবের সময়ে আনা ও পাইর সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং সুদ কসিলে পাই ধরা যাইবে না।

৬ দফা। বৎসরান্তে ৩০ এফরেলে বাঙ্কের হিসাব করা যাইবে এবং সে কালে যে ব্যক্তির নামে যত সুদ হইবেক সেই সুদ আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া ঐ দুএর উপরে আগামি বৎসরের কারণ সুদ চলিবেক।

৭ দফা। কোন ব্যক্তি সেই ৩০ এফরেল তারিখ অবধি ৩১ মে পর্য্যন্ত এই এক মাসের মধ্যে আপন টাকার কতক কিম্বা সুদ সমেত সমুদয় বাহির করিয়া লইতে পারিবেক এই মাস ব্যতিরেকে অন্য সময়ে পাইতে পারিবেক না এবং যখন কেহ টাকা লইতে চাহে তাহার তিন মাস অগ্রে বাঙ্কে সমাচার দিবেক কিন্তু যদি সমাচার দিয়া দুই মাসের মধ্যে তাহার মন ফিরে তবে বাঙ্কে পুনর্ব্বার সমাচার দিলে তাহার টাকা সেইরূপ বাঙ্কে থাকিবেক।

৮ দফা। বাঙ্কহইতে কোন লোকেরদের কাছে তাহারদের নিজ বিষয়ে বাঙ্কের কোন সমাচার পাঠাইতে হইলে তাহার ডাকের খরচ ঐ ব্যক্তিরদের নামে পড়িবেক।

৯ দফা। সরকার ও মুহুরি প্রভৃতি ও হিসাবের কেতাব ও কাগজ ও অন্য২ যে খরচ বাঙ্কের বিষয়ে হইবে তাহার কারণ শতকরা আদ টাকার হিসাবে প্রত্যেক জনের টাকা-হইতে বৎসরান্তে বাদ যাইবেক।

১০ দফা। বাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের হুকুম বিনা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বাঙ্কে আপন ন্যস্ত টাকার বরাৎ দিতে পারিবেক না।

১১ দফা। বাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে কিম্বা বাঙ্কহইতে ভিন্ন হইলে কিম্বা আর কোন নূতন অধ্যক্ষ বাঙ্কে প্রবেশ করিলে বাঙ্কের অন্তর্গত লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইবেক।

বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা এই২।

শ্রীযুত উইল্যম কেরি সাহেব।

শ্রীযুত জসুআ মার্সমন সাহেব।

শ্রীযুত উইল্যম ওয়ার্ড সাহেব।

শ্রীযুত জন মার্সমন সাহেব।

যে ব্যক্তি এই বাঙ্কে টাকা রাখিতে বাসনা করেন তিনি মোং কলিকাতা আলেক্‌সান্দর কোম্পানির নিকটে টাকা দাখিল করিয়া এই বাঙ্কের রসীত লইবেক।

(১৪ আগষ্ট ১৮২৪। ৩১ শ্রাবণ ১২৩১)

কলিকাতাবাঙ্ক।—ওউল্ডকোর্ট স্ট্রিটে ৬১ নম্বর ঘরে অর্থাৎ শ্রীযুত পামর কোম্পানি সাহেবের বাটীতে ২ আগস্ত অবধি কলিকাতাবাঙ্ক নামে এক নূতন বাঙ্ক খুলিয়াছে। ঐ কর্ম্মের অংশী শ্রীযুত জন পামর সাহেব ও শ্রীযুত জন এস ব্রোন রিগ সাহেব ও শ্রীযুত হেন্‌রি উলিয়ম হাবহৌস সাহেব ও শ্রীযুত এড্‌বার্ড আগষ্টস নিউটন্ সাহেব ও শ্রীযুত এফ টি হাল সাহেব ও শ্রীযুত সি বি পামর সাহেব ও শ্রীযুত উলিয়ম প্রিনসেপ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী হইয়াছেন।

ইহারাই ঐ বাঙ্কের লাভ লোকসানের দায়ী। যদ্যপি ঐ বাঙ্কের আর বিশেষ জ্ঞাত হইতে কাহার ইচ্ছা হয় তবে ঐ দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

কলিকাতার নূতন ব্যাঙ্ক।—গত ২৬ মে তারিখে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই নিশ্চয় করিলেন যে কলিকাতায় এক নূতন সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অতিশয় উচিত এবং ঐ সময়ে যে সকল সাহেব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদের সম্মুখে এক ফর্দ্দ কাগজ রাখা গেল সেই কাগজে প্রায় এক শত সাহেবলোকপ্রভৃতি সহী করিলেন তাহার পর সাহেবলোকেরা এই স্থির করিলেন যে সেই ব্যাঙ্ক স্থাপনার্থে এক কমিটি স্থির করা যাইবে সেই কমিটির অন্তঃপাতী অনেক সাহেবলোক ও নীচে লিখিত এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবানলোক হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর।
শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র।
শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র রায়।
শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু রায়ভন হামিরমল।
শ্রীযুত বাবু দয়াচন্দ্র।
শ্রীযুত বাবু তিলকচন্দ্র।

এই কমিটির সাহেবেরা পুনর্ব্বার ১৫ জুন তারিখে কমিটি করিবেন এবং সেই সময়ে অবশিষ্ট সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে।

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬)

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।—শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ত্রষ্টির কর্ম্মে ইস্তফা

দেওয়াতে ঐ ব্যাঙ্কে তাঁহার পরিবর্ত্তে এক নূতন ত্রষ্টি মনোনীতকরণার্থে আগামি ১ অক্তোবর তারিখে এক বৈঠক হইবেক।...

(১৯ মে ১৮২৭। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪)

মিঃ ডেবিডসন কোম্পানি সাহেবানের গত কুঠীর উপর পাওনাওয়ালারদিগের প্রতি সংবাদ।

এই ইশ্‌তেহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার শহরস্থ মিঃ ডেবিডসন কোম্পানি সাহেবানের মহাজনেরদিগের মধ্যে যাঁহারা আপন২ দাবির হিসাব ঐ সাহেবানের ত্রষ্টীদিগের নিকট রেজেষ্টরি করাইয়াছেন সেই সকল মহাজন তাঁহারদিগের দাবির অন্দরে ফি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেণ্ট অর্থাৎ অংশ আগামি ১ জানুআরি সন ১৮২৮ সাল অথবা ঐ তারিখের পর মোং কলিকাতার রাণীমুদির গলিতে মিঃ ক্রুটেন্‌ডেন মেকিলপ কোম্পানি সাহেবানের আফিসে একটিং ত্রষ্টি জেমস মেং জিমিস কলন সাহেবের নিকট পাইবেন। .....

তারিখ ২৩ এপ্রিল। কলিকাতা। ১৮২৭ সাল।

এ কালবিন।
জে কালেন।
ই ট্রাটর।
রামচন্দ্র দাস।
রসময় দত্ত।
জান মেকেঞ্জি।
কে আর মেকেঞ্জি।
ডবলিউ এস বএড।
জান লো।
মিসিউঅর্স ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানির গত ফারমের ত্রষ্টীরা।

(৩ জানুয়ারি ১৮২৪। ২০ পৌষ ১২৩০)

সঞ্চয় ভাণ্ডার।—সংপ্রতি শুনা গেল যে শহর কলিকাতার বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত গদাধর সেট ও রূপনারায়ণ বসাক ও বিজয়কৃষ্ণ সেট ও ভুবনমোহন বসাক ইহারা ঐক্য হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডার নামক এক কর্ম্মারম্ভ করিয়াছেন তাহার স্থূল বিবরণ এই। এই সঞ্চয় ভাণ্ডারের ৬৪ অংশ হইয়াছে ঐ অংশের টাকার সুদহইতে কোম্পানির লাটরির টিকিট ক্রয় হইবেক তাহাতে যে প্রাইজ পাওয়া যাইবেক তাহা চৌষট্টি অংশে বিভাগ হইয়া তাবৎ অংশিরা পাইবেন ইহার বিশেষ ঐ ভাণ্ডারের নিমিত্ত যে আয়িন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে।

এই আয়িন আমরা পাঠ করিয়াছি তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তিরদিগের যে প্রকার বুদ্ধির সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কাহার টিকিট ক্রয় বিষয়ে ক্ষতি হইতে পারে না এবং ইহাতে ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে। অপর অত্যল্প অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা প্রথম দিয়া তাহাতে অংশী হইতে হয় পরে প্রতিমাসে দশ টাকা এমত চারি বৎসরকালপর্য্যন্ত দিতে হইবেক দেখ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দশ টাকা দিতে কাহার কোন ক্লেশ বোধ হইবেক না কিন্তু লভ্য অধিকতর হওনের সম্ভাবনা আছে। না হইলেও আসলের ক্ষতি নাই এবং যদি আসল টাকা কেহ ফিরে চাহেন তাহাও তৎক্ষণাৎ পাইবেন অতএব এই সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনকারি ব্যক্তিরদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিলাম।

এক্ষণে মনে করি তাঁহারদিগের কৃত ঐ ভাণ্ডারের আয়িন লোকে দৃষ্টি করিলে অনেকে ঐ রীতিক্রমে অনেক প্রকার নূতন২ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারিবেন।

(২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫)

দ্বিতীয় সঞ্চয়ভাণ্ডার।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে প্রথম সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনাবধি নিয়মিত কালপর্য্যন্ত জাগ্রৎ থাকিয়া কালবশে নিদ্রিত হইয়াছে এক্ষণে তদধ্যক্ষেরা দ্বিতীয় সঞ্চয় ভাণ্ডার নামরূপে পুনরুত্থান করিয়াছেন। তাহার অনুষ্ঠানপত্র অধ্যক্ষেরদিগের অনুমত্যনুসারে চন্দ্রিকায় প্রথম পত্রে প্রকাশ করিলাম।...

(১৭ জুলাই ১৮১৯। ৩ শ্রাবণ ১২২৬)

নূতন গঞ্জ।—শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন বাটীর পশ্চিমে নূতন এক গঞ্জ করিয়াছেন সেখানে দোকানি পসারি অনেক২ লোককে দোকান করিবার কারণ ছয় মাস সুদ ব্যতিরেকে টাকা কর্জ দিতেছেন ইহাতে প্রতিদিন দোকানি বাড়িতেছে এবং তিনি আপন দেশে যে২ দ্রব্য পাওয়া যাইত না তাহাও কলিকাতা মোকামহইতে আনাইয়া তাহার দোকান করাইয়াছেন। ঐ গঞ্জের নাম রাধাগঞ্জ ঐ গঞ্জের দক্ষিণ বঙ্কেশ্বরী নামে নদী আছে সেই নদী পার হইবার কারণ পাকা এক পূল প্রস্তুত করাইতেছেন অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই।

(৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭)

নূতন বন্দর।—শ্রীযুত মুন্সী গোলাম হোসন মোং বৈদ্যবাটীর উত্তরে কোম্পানির বান্ধা রাস্তার পূর্ব্ব গঙ্গার পশ্চিম তীরে নূতন গঞ্জ ও হাট বসাইতেছেন সেখানে দোকান ঘর প্রায় দশ বারখান প্রস্তুত হইয়াছে আর২ও অনেক হইবেক এমত উদ্যোগ অনেক হইতেছে এবং সেখানকার গঙ্গার পোস্তা বান্ধান যাইবে সেখানকার প্রজা লোকেরদিগকে আপন২ ঘর বাড়ীর মূল্য দিয়া উঠাইয়া দিতেছেন তাহারা তাহার উত্তর চাপদানির মাঠে গিয়া বসতি করিতেছে এবং আপন অধিকারস্থ প্রজারদিগকে এমত শাসন করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা কোন প্রকারে

বৈদ্যবাটীর পুরাণ হাটে না গিয়া ঐ নূতন হাটে যায় এবং আপনার নূতন হাটে যদি কাহারো দ্রব্যাদি বিক্রয় না হয় তবে সেং দ্রব্য আপনি মূল্য দিয়া লইবার স্বীকার করিয়াছেন এবং কলিকাতার ব্যাপারি লোকেরা যেং জিনিস পুরাণ হাটে খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিত ও কলিকাতাতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া মুনফা করিত তাহারা যদি পুরাণ হাটে না গিয়া নূতন হাটে যায় এবং সেখানে সেরূপ জিনিস না পায় তবে ঐ ব্যাপারিরদের যে মুনফা তাহাতে হইত তাহা আপন সরকারহইতে দিবেন। এবং যেং লোকেরা সেখানে দোকান করিতেছে তাহারদিগকে তিন বৎসরের মেয়াদে বিনা সুদে জামিনমাত্র লইয়া দোকানের কারণ টাকা দিতেছেন। ইহার দুই ফল নূতন গঞ্জ বসান ও পুরাণ গঞ্জ নষ্ট করা। এবং বৈদ্যবাটীর জমীদারও পুরাণ হাট বজায় রাখিবার কারণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

(১৫ মার্চ ১৮২৮। ৪ চৈত্র ১২৩৪)

কলিকাতার নূতন বাজার। – নানাপ্রকার পক্ষী ও মাংস বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় এক বাজার বসাইবার উদ্যোগ হইতেছে ও তাহার ব্যয়ের আন্দাজি হিসাব নীচে লেখা যাইতেছে।

কলিকাতার জানবাজারের ৬/১০/ জমীর মূল্য	...	৮০০০০
ইমারতী খরচ	...	১৬০০০
চতুর্দ্দিগের প্রাচীর ও দোকানের ছাত প্রভৃতি	...	৭২৫০
ভূমি সমান করা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির খরচ	...	৫০০০
উপরি খরচ	...	৬৫০
শহরের বাহিরে পশ্বাদি পালনের স্থান খরিদ	...	১৯৫০
ঐ স্থান ঘিরিতে খরচ	...	৭৯০০
পশ্বাদি ক্রয়ের জন্য	...	৩০০০
একুনে দেড় লক্ষ টাকা		১৫০০০০

এমত শুনা যাইতেছে যে এই টাকা তিন শত অংশেতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হইবেক। পরে ঐ বাজারে যে লাভ হইবেক তাহা বৎসর অন্তর হিসাব করিয়া অংশিরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবেক।

আমরা দেখিতেছে যে শ্রীযুত বেলি সাহেব ও শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও কলিকাতাস্থ অন্যং সওদাগর সাহেবলোকেরা এই বাজারের অংশী হইয়াছেন তাহাতে ৪৫ জন অংশির নাম সহী হইয়াছে অর্থাৎ যত অংশী হইবে তাহার ছয় ভাগের এক ভাগের নাম সহী হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয় সফল হইবে কি না তাহা এক্ষণে বলা যায় না।

(৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫)

বাজার ভঙ্গ।—বারাশত পরগনার মধ্যে ঠাকুর পুকুরনামক গ্রামের দক্ষিণাংশে

ভট্টাচার্য্যদিগের এক বাজার আছে এবং তাহার উত্তরাংশে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এক বাজার বসাইতেছিলেন তাহাতে ভট্টাচার্য্য অনিবার্য্য বিরোধ বুঝিয়া প্রভুবর্জ্য জজসাহেবের নিকট দরবার করাতে এমত আজ্ঞা দিয়াছেন যে ঐ নূতন বাজার অবিলম্বে স্বহস্তে উৎপাটন করিবেন তাহাতে বিশ্বাস মহাশয় সুতরাং তাহাই করিলেন অতএব নূতন বাজার কিয়ৎকাল রহিত হইল। তিং নাং

(২০ এপ্রিল ১৮২২। ৯ বৈশাখ ১২২৯)

প্রেরিত পত্র। দর্পণ প্রকাশকেষু।—চৈত্র সপ্তবিংশতি দিবসীয় ষষ্ঠ সমাচার চন্দ্রিকার আলোকে আলোকিত হইল তাহাতে লবণ দুর্ম্মূল্যতা কারণ বিজ্ঞাপন প্রার্থনা আছে অতএব অস্মদাদির বুদ্ধ্যনুসারে লবণ দুর্ম্মূল্যতা বিষয়ে যাদৃশ অনুমান হইল তাহা লিখি...।

নিজযশঃপ্রখ্যাপনেচ্ছু কোন ব্যক্তি অন্য২ লোকের নানাবিধ কীর্ত্তি শ্রবণ দ্বারা স্বয়ং খিদ্যমান হইয়া বিবেচনা করিলেন যে এমত এক কর্ম্ম কি আছে যে তাহা করিলে আপামর সাধারণ সকল লোকের অপকার নিষ্পন্ন করিয়া সে সকলের নানা কটূক্তিভাজন অর্থাৎ নানাবিধ গালির স্থান হওয়াতে খ্যাত হইতে পারি। ইহাতে আপনি কিছু স্থির করিতে না পারিয়া আত্মীয় বর্গকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে বাবুজীর পুরোহিত কুকর্ম্ম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কহিলেন যে বাবুজী বিলক্ষণ আজ্ঞা করিয়াছেন ইহার উত্তর হটাৎ করিতে পারি না ভাল কল্য বিবেচনাপূর্ব্বক নিবেদন করিব।

পর দিন পঞ্চানন বাবুর নিকটে আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বক কহিলেন যে মহাশয় আমি হয়ে এই মন্ত্রণা স্থির করিয়াছি অন্যের কি সাধ্য দেখুন এই পৃথিবীতে কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরি লবণে প্রয়োজন লবণরসে অরসিক প্রায় মনুষ্য দেখি না লবণ ব্যতিরেক কাহারো, নির্ব্বাহ হয় না অতএব তাহার মূল্যাধিক্যে যদি মনোযোগাধিক্য করেন তবে কেবল এই এক কর্ম্মেতে আপামর সাধারণ তাবতেরি অপকার করিতে পারিবেন এবং নানা দেশে নানা স্থানে নানাবিধ লোকের গালি ভোগ করিতে পারিবেন ইহাভিন্ন আর কোন পথ দেখি না। ইহা শুনিয়া বাবুজী পঞ্চাননকে অনেক সাধুবাদ করিলেন ও কহিলেন যে না হবেক কেন তোমার নামানুযায়ী গুণ বিলক্ষণ মহাশয় তাহাই কর্ত্তব্য।

অতএব আমরা অনুমান করি যে এইরূপ ঘটনা হওয়াতে লবণের মূল্যাধিক্য হইয়াছে।

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ৪ আশ্বিন ১২৩৬)

কোম্পানির লবণের মাসুলের পূর্ব্ব বিবরণ।—যেরূপে লবণের দ্বারা রাজস্ব আদায়করণের বর্ত্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত নহেন এপ্রযুক্ত আমরা আপনারদের সমাচারপত্রে ঐ বিবরণ জানাইবার কারণ যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিলাম।

কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গলাতে বাণিজ্যের কুঠীস্থাপন করিলে তাঁহারা দিল্লীহইতে

এক ফরমান পাইলেন তদ্দারা কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজ্যস্বরূপ যত দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী করেন তাহা মাস্থলরহিত হইল। সেই ফরমানে আরো এই নির্দ্ধারিত ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সাহেবের কি ইঙ্গরেজের বাণিজ্যের কুঠীর অন্য২ কর্ত্তারদের দস্তক থাকিবেক তাহারা বিশেষানুগ্রহপ্রাপ্ত হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যেরদের বেতন অতিশয় ন্যূন ছিল এবং এমত বোধ হয় যে তাহারা সকলেই স্ব২ লাভার্থে নিজে ব্যবসায় করিত। তাহারদের ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে লবণ গণ্য ছিল।

তাহারদের সকল দ্রব্যসামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাদুর্ভাবে মাস্থলরহিত হওয়াতে দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে কিম্বা তাহারদের দস্তকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়িরদের হস্তে আইল। ইহাতে এদেশীয় মহাজনেরা অত্যাৎকণ্ঠিত হইল এবং বিশেষতঃ নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলী খাঁর সঙ্গে যে বিরোধ হইল তাহার মূল কারণ ঐ বাণিজ্য হইল। কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স সাহেবেরা বহুকালাবধি আপনারদের ভৃত্যেরদের এই নিজব্যবসায়েতে অতি প্রতিকূল ছিলেন এবং ১৭৬৪ সালে তাঁহারা সেই সকল ব্যবসায় তাঁহারদের হস্তছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতাচারী হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজউপকারের নিমিত্তে লবণ ও সুপারী ও তামাকুইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায়করণার্থে কলিকাতায় এক সমাজ স্থাপন করিলেন। বিলায়তের কর্ত্তারা ইহাতে যেন বিরক্ত না হন এতদর্থে তিনি এই নিয়ম করিলেন যে আপনকর্তৃক স্থাপিত সমাজ যত লবণ বিক্রয় করিবেক সেই লবণের উপরে শতকরা ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকার হারে মাস্থল সরকারে দেওয়া যাইবে। তিনি আরো বিংশতি বৎসরের অধিক যে আন্দাজ মূল্যে লবণ বিক্রয় হইয়াছিল তাহাহইতে শতকরা পনের টাকা করিয়া কমে বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

১৭৬৬ সালে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইল এবং ঐ লবণের সমাজস্থেরা এই নিয়ম করিলেন যে তাঁহারা লবণ কেবল কলিকাতানগরে মোনপ্রতি দুই টাকার হিসাবে বিক্রয় করিবেন এবং দেশের মধ্যে এই বস্তুর খুজরা বিক্রয় এতদ্দেশস্থ লোকেরদিগের দ্বারা হইবেক এবং কোম্পানিকে তাঁহারা যে মাস্থল দিতেন তাহার বৃদ্ধি করিয়া শতকরা পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাস্থল ধার্য্য করিলেন। কিন্তু কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স এই প্রদত্ত লাভেতে আকৃষ্ট না হইয়া ঐ বাণিজ্যের সমস্ত কল্পনাতে অসম্মত হইলেন এবং নিশ্চয় এই হুকুম পাঠাইলেন যে ১৭৬৮ সালের সেপ্তম্বর মাসে তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরা লবণপ্রভৃতি সমস্ত বস্তুর ব্যবসায় ত্যাগ করিবে ১৭৬৫ সালে কলিকাতানগরে লবণের মূল্য একশত মোনপ্রতি ১৭০ একশত সত্তরি টাকা ছিল।

এই ব্যবসায়কারি সমাজ ১৭৬৮ সালে এইরূপে রহিত হইলে নিমকপোক্তানীর কার্য্য ভিন্ন২ মহাজন ও জমীদারেরদের হস্তগত হইল। ১৭৭২ সালে অন্য এক পরিবর্ত্তন হইল গবর্নমেণ্ট এই হুকুম করিলেন যে লবণ কোম্পানি বাহাদুরের লাভের নিমিত্তে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং লবণের ইজারদারেরা নির্দ্ধারিত মূল্যে নিমক দাখিল করিবে। ১৭৮০ সালে

এই নিয়মের পুনর্ব্বার মতান্তর হইল এবং আজ্ঞা হইল যে লবণের সরবরাহ এজেণ্টসাহেবদিগের দ্বারা হইবেক এবং সমস্ত দেশজাত লবণ তাঁহারদের দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের অর্থে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং সেই লবণ মধ্যম অথচ নির্দ্ধারিত মূল্যে নগদ টাকায় বিক্রয় করা যাইবেক এবং সেই নিয়মিত মূল্য প্রতিবৎসর কার্য্যারম্ভকালে নিমকপোক্তানীর গবর্ণমেণ্টকর্তৃক ইশ্‌তিহারের দ্বারা প্রকাশ হইবে। ইউরোপীয় এজেণ্ট সাহেবেরা প্রথমতঃ লবণোৎপন্ন কোম্পানির লাভের উপরে শতকরা দশ টাকা করিয়া কমিস্যন পাইলেন কিন্তু কালক্রমে তাহা ন্যূন করিয়া তিন টাকা পরে আড়াই টাকা করিয়া স্থির হইল। ১৭৮৭ সালে সমস্ত লবণ নীলামে বিক্রয় করিতে হুকুম হইল।

১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মোকররী বন্দোবস্ত করিলে নিমক দপ্তরের কার্য্য বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের তাবে হইল কিন্তু ইউরোপীয় এজেণ্ট সাহেবদিগের দ্বারা নিমকের সরবরাহকারী কর্ম্ম বজায় থাকিল। বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা যখন লবণের সরবরাহের বিষয়ের তদারক করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে নিমকপোক্তানীর কার্য্য দুই প্রকারে চলিতেছিল। প্রথমতঃ আজ্জোরানামক মলঙ্গীরদের দ্বারা জবরদস্তীতে নিমক প্রস্তুত করা যাইতেছিল দ্বিতীয়তঃ ঠিকা মলঙ্গীরদের দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দোবস্তের দ্বারা নিমকের সরবরাহ হইতেছিল তাঁহারা আরো দেখিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরা লবণের নিমিত্ত যে মূল্য পাইতেছে তাহার কেবল অর্দ্ধেক মূল্য আজ্জোরারা পাইতেছিল এবং এই অল্প বেতনে তাহারদের অতিশয় কষ্টে প্রাণধারণ হইতেছিল। ঐ সাহেবদিগের কর্ণগোচর হইল যে হিজলী ও তমোলুকের নিমকমহালে ১৩৩৮৮ তের হাজার তিন শত অষ্টাশী পরিজনসমেত আজ্জোরা মলঙ্গীরা আছে এবং তাহারা দুই তিন শত বৎসরাবধি এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে। বিবেচনাকরণানন্তর বোর্ডের সাহেবেরা ইহা ঠাহরাইলেন যে ইহার পূর্ব্বে অল্প মূল্যে নিমকের সরবরাহকরণের নিয়মে ঐ আজ্জোরারা স্বকীয় ভূমি নিষ্করুরূপে অথবা অতিশয় ন্যূন খাজনায় ভোগ করিল কিন্তু কালক্রমে জমীদারেরা নানাছলে লবণের মূল্যের কিছু বৃদ্ধি না করিয়া সেই২ ভূমির খাজানা সম্পূর্ণরূপে ঐ বেচারা মলঙ্গীরদের স্থানে লইতে লাগিলেন। বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা ইহা অবগত হইবামাত্র আজ্জোরারদের লবণের মূল্য ঠিকা মলঙ্গীরদের লবণের তুল্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিলেন এবং অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। নিমকের এজেণ্ট সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টকে আরো এই নিবেদন করিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরদের স্থানে যে হারে লবণ লওয়া যাইতেছে তাহাতে তাহারদের উপযুক্তরূপে গুজরাণ হয় না। ঐ সাহেবেরদের পরামর্শক্রমে নিমকের চুক্তির মূল্য শতকরা ৫৫ টাকাঅবধি ৭৭ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা গেল। নিমকের মূল্য এইরূপে বৃদ্ধি হইলে এজেণ্ট সাহেবেরা অধিক লবণ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে মলঙ্গীরদের উপকার এবং সরকারেরো লাভ হইল।

নিমক পোক্তানীর দ্বারা সরকারের যে লাভ হয় তদ্বিষয়ে নীচের লিখিত তফসীল প্রকাশ করা যাইতেছে।

		টাকা।
১৭৬৬ সালের লবণ জাত রাজস্ব।		১৩০০০০০
১৭৮০ সালে	...	৪০০০০০০
১৮১০।১১।১২ সালে।	...	১১৭২৫৭০০
১৮২১।২২ সালে।	...	১২৮৪০৮৯০
১৮২৫।২৬ সালে।	...	১৫৮৮৫৩৭৬

বর্ত্তমানকালে কলিকাতা ও বোম্বে ও মান্দ্রাজজাত সমস্ত লবণের বিক্রয়েতে ২৫৮২০৩৮৬ টাকা উৎপন্ন হয়। নিমকপোক্তানীর খরচ ৭৭০৮৪৪৯ টাকা হয় অতএব নিমকের কার্য্যে কোম্পানির খরচা বাদে লাভ বৎসরে··· ১৮১০০০০০ টাকা।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬)

টৌনহালে সভা।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্যকার্য্য সর্ব্বসাধারণ হয় আর ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়া তালুকদারী ও কৃষিব্যবসায় করিতে পারেন এতদভিপ্রায়ে কলিকাতাবাসি কতকগুলীন সওদাগর ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বাবুরা ইংলণ্ডের মহাসভায় দরখাস্ত পাঠাইবার পরামর্শ স্থিরনিমিত্ত গত ১৫ দিসেম্বর মঙ্গলবার টৌনহালে এক সভা করিয়াছিলেন শ্রীযুত জান পামর সাহেব সভাপতি হইয়া উক্তবিষয় ব্যক্ত করাতে মেং জান স্মিত সাহেবপ্রভৃতি কএক জন সওদাগর আপন২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এতদ্দেশীয়েরদিগের মধ্যে ঐ সভায় আর কেহ না গিয়া থাকিবেন কিন্তু কেবল শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্ননাথ ইঙ্গরেজী কাগজে লিখিয়াছে অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইবেন ইঁহারদিগের অভিপ্রায় ঐ সাহেবেরদিগের সহিত ঐক্য হইল কিন্তু শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল কিম্বা মিলিটরি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই এবং তাঁহারদিগের মধ্যে কাহার মত আছে ইহাও কোন কাগজে প্রকাশ পায় নাই।

এতদ্বিষয়ে আমারদিগের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে অভিলাষ হইল অতএব লিখি ইউরোপীয় লোকের এ অভিলাষ অর্থাৎ ইঙ্গরেজ তালুকদার ও কৃষক হইলে তাঁহারদিগের মঙ্গল আছে বিশেষতঃ নীলওয়ালা লোকের মহোপকার হইবেক যেহেতুক ইউরোপীয় লোক এক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ভূমি ইজারা লইয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতেছেন ইহার পর জমীদার বা তালুকদার হইয়া সংপূর্ণ স্বামিত্বরূপে এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন সে যাহা হউক বাঙ্গালী মহাশয়েরা যাঁহারা ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের ইহাতে কি উপকার তাহা জানিতে বাঞ্ছা করি যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ লিখিয়া বাঙ্গলা সমাচার পত্রে প্রকাশ করেন তবে এতদ্দেশীয় অনেকে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তদুৎপন্ন মঙ্গলের অংশী হইবার চেষ্টা করিতে পারেন। সং চং

(৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬)

ক্লোনিজেসিয়ান। অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এদেশে চাসবাসকরণবিষয়ক।—উপর উক্তবিষয় সিদ্ধ হইলে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া এদেশে ভূমির উপর ভূরিরূপে বসতিকরত কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্মাদি নানাপ্রকার ব্যবসায় করিবেন ইহাতে কাহার২ বিবেচনা হইয়াছে যে সাধারণের ঐশ্বর্য্য ও সুখবৃদ্ধি হইবেক এ আশা দুরাশামাত্র যেহেতুক তাঁহারদিগের শিল্পবিদ্যাদির ব্যবসায়দ্বারা এদেশের লোকের বর্ত্তমান কালে যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে জমীদারী বা তালুকদারীর সুখ ঐর্গুদেশের অবস্থাই দৃষ্টান্ত আছে আর ব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

ইমারতি কর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ের বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে যখন এই রাজধানীতে গোরা রাজমিস্ত্রী ছিল না তখন সুলতান আজদ্দীন চাঁদ মিস্ত্রী প্রভৃতি অনেক এদেশীয় মিস্ত্রী ঐ ব্যবসায় করিয়া ধনবান হইয়াছিল তাহারদিগের বিভব অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে পরে কতকগুলিন গোরা মিস্ত্রী আসিয়া ঐ কর্ম্ম তাবৎ গ্রাস করিলেন তাহার মধ্যে বুরুস স্মাইলবরণকরি প্রভৃতি মিস্ত্রীরা অনেক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া কর্ণিক ছাড়িয়া কেহ স্বদেশে গমন করিলেন কেহ বা কলম লইলেন অভাগা বাঙ্গালী মিস্ত্রীরা কর্ণিক ত্যাগ করিয়া পাগড়ি বান্ধিয়াছিল তাহা গিয়া কোদালি হস্তে হইল এক্ষণে অন্নাভাবাপন্ন ইত্যবধানে বিবেচনা করিতেছি ইঙ্গরেজ লোক রাজমিস্ত্রীর কর্ম্ম করাতে এদেশীয় মিস্ত্রীরা উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

বাড়ুই মিস্ত্রীর কর্ম্ম।—এই কর্ম্মে পূর্ব্বে পালপ্রভৃতি ঐশ্বর্য্যবন্ত হইয়াছিলেন। তাহারদিগের পরিবারেরা অদ্যাপি তদ্ধনদ্বারা খ্যাত্যাপন্ন ও সুখী আছেন পরে রোল্ট কোম্পানি-প্রভৃতি অনেক গোরা বাড়ুই মিস্ত্রী হইয়া ঐ ব্যবসায় ভক্ষণ করাতে মৃত রামতনু ঘোষপ্রভৃতি এদেশীয়েরা সকলে গজ ফেলিয়া বাইশ লইল ইহাতে উদরান্নেরো অনাটন হইয়াছে।

স্বর্ণকারের কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিয়া শিবমিস্ত্রীপ্রভৃতি অনেকলোক ভূরি ধনোপাজন করিয়াছে পরে মিং হেমিল্টন কোম্পানি প্রভৃতি আসিয়া ঐ কর্ম্ম করাতে এদেশীয় স্বর্ণকারেরদিগের প্রায় অদ্য ভক্ষ্যাভাব হইয়াছে আর কোন বাঙ্গালী মিস্ত্রী ধনবান হইতেছে কেহ কহিতে পারিবেন না।

দরজীর কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিয়া রমজান ওস্তাগরপ্রভৃতি কতলোক ধনসঞ্চয় করিয়াছিল ইহারদিগের ভূমিসম্পত্তি হওয়াতে ইহারা প্রসিদ্ধ ধনবানরূপে খ্যাত। পরে মিং গিবসন কোম্পানি-প্রভৃতির আগমনে সূচীব্যবসায়িরা এক্ষণে সূচ্যগ্রে ভূমিক্রয় করা দূরে থাকুক অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।

নৌকার ব্যবসায়। পূর্ব্বে দত্তপ্রভৃতি স্লুপাদি ভাড়াদেওন কর্ম্মে বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন সাহেবেরা বোট আফিস করিয়া নৌকাদির ভাড়াদায়ক ও ঘাটমাজিপ্রভৃতির কর্ম্মও কাড়িয়া লইলেন ইহাতে উক্তব্যক্তিরদিগের অনেক লক্ষ টাকার স্লুপ ও বজরাদিগর জলে ভাসিতে২ জল হইয়া গেল।

অতএব বিবেচনা কর শিল্পকর্ম্মকারিরা দুই জন পাচ জন এই নগরে আস্যাতে এদেশীয় শিল্পকর্ম্মকারিপ্রভৃতি লোকের কি অবস্থা হইয়াছে পরে ভূরিলোক আইলে কি হইবে তাহা কি এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না।

(১৫ জানুয়ারি ১৮২০। ৩ মাঘ ১২২৬)

প্রতারণা।—মোং শান্তিপুরে শ্রীগুরু ও গোপেশ্বর নামে দুই মামা ভাগিনেয় বাস করিতেন তাহারা চিরকাল ধূর্ত্ততা করিয়া কাল যাপন করিতেন অন্য জীবিকা তাহারদের ছিল না অনেক২ লোকেরদের স্থানে প্রতারণাদ্বারা ধনোপার্জন করিতেন। এক কালে দুই মামা ভাগিনেয় পরামর্শ করিয়া দেশান্তরে গেলেন ও সেখানে এক গ্রামে এক ভাগ্যবান লোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া মামা সেই ভাগ্যবানকে বিনয়ে কহিলেন যে মহাশয় আমার সঙ্গি এক ব্রাহ্মণবালককে আমি বিক্রয় করিব আপনকার বাটীতে বিগ্রহসেবা আছে যদি আপনি ক্রয় করেন তবে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করুন আপনকার বাটীতে বিগ্রহ সেবাদি করিবেন। তাহাতে ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বীকৃত হইল ও উভয় সম্মতিতে এক শত টাকা তাহার মূল্য স্থির হইল এবং অন্ন বস্ত্র সরকার-হইতে পাইবেক। এই নিয়মে মামা ভাগিনেয়কে বিক্রয় করিয়া এক শত টাকা নগদ লইয়া প্রস্থান করিল। ভাগিনেয় ঐ ভাগ্যবানের বাটীতে বিগ্রহসেবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পুষ্পচয়ন ও পাক ও জলাহরণাদি সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল ক্রমে২ ঐ ব্রাহ্মণের সহিত ভাগ্যবান ব্যক্তির নানা প্রকারে আহার ব্যবহার হইল। এই রূপে মাসেক দুই মাস গত হইলে ঐ ধূর্ত্ত ভাগিনেয় সে কর্ম্ম করাতে বিরক্ত হইয়া সেখানহইতে মুক্ত হইবার এই উপায় ভাবিয়া স্থির করিল। পর দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পুষ্পচয়নে গেল ও অপ্রকাশরূপে পুষ্প বনে পশ্চিমাস্য হইয়া ও কাছা খুলিয়া যবনের মত নমাজ করিতে লাগিল। ঐ বাটীর কর্ত্তা তাহা দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে যবন জ্ঞান করিয়া অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল যে হায় এই অজ্ঞাত কুল শীল অপরিচিত ব্যক্তিকে একশত টাকা দিয়া ক্রয় করিলাম এ কদাচ হিন্দু নহে এ নিতান্ত যবন হায় আমার এক শত টাকাও গেল জাতিও গেল যদি আমার জ্ঞাতি কুটুম্বিরা ইহা জানিতে পায় তবে আমাকে অব্যবহার্য্য করিবে। দুই তিন দিন তাহার এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া বাটীর কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয় যবনজ্ঞান করিল ও শীঘ্র তাহাকে বিদায় করিবার নিমিত্ত তাহাকে কহিল যে হে বাপু তুমি আপন পিতা মাতার নিকটে যাও। ধূর্ত্ত কহিল যে কেন মহাশয় আমার কোন কর্ম্মে ক্রটি পাইয়া আমাকে বিদায় করেন আমি তোমার আশ্রয়ে অন্ন বস্ত্রে সুখে আছি আপন পিতা মাতার নিকটে গিয়া কি খাইব যদি তুমি আমাকে নিরপরাধে বিদায় কর তবে সকল কথা প্রকাশ করিব। ইহা শুনিয়া ঐ কর্ত্তা ভীত হইয়া আর এক শত টাকা দিয়া ও অনেক বিনয় করিয়া বিদায় করিল ঐ ধূর্ত্ত বিদায় হইয়া আপন মামার নিকটে গেল ও মামার নিকটে সকল বৃত্তান্ত কহিল। মামা শুনিয়া কহিলেক যে না হইবেক কেন মামার উপযুক্ত ভাগিনেয় বটে। শ্রীগুরু গোপেশ্বরের এই রূপ অনেক কথা প্রসিদ্ধ আছে।

(১৮ জানুয়ারি ১৮২৩। ৬ মাঘ ১২২৯)

কুবাণিজ্য বারণ।—ইংগ্লণ্ডে বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীশ্রীযুত ডিউক আফ গ্লাষ্টর সাহেব আফ্রিকা দেশের নূতন আবাদবিষয়ে এক প্রধান কর্ম্মকারী তাঁহাকে শ্রীযুত লিষ্টের ষ্টনহোপ নামে এক সাহেব পত্র লিখিয়াছেন ও প্রার্থনা করিয়াছেন যে আফ্রিকা দেশে ও হিন্দুস্থান-মধ্যে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়রূপ বাণিজ্য বারণ কর্ত্তব্য এবং এ বিষয়ের বিশেষ লিখিয়াছেন ও শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবকৃত এতদ্বিষয়ক হিন্দুস্থানীয় ব্যবস্থাও পাঠাইয়াছেন তাহাতে সপ্তপ্রকার দাসত্ব লিখিত আছে। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত দ্বিতীয় উপকৃত তৃতীয় দাসসন্তান চতুর্থ ক্রীত পঞ্চম দানলব্ধ ষষ্ঠ পৈতৃক সপ্তম দণ্ডার্হ। ইহারা দুইপ্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হয় এক গৃহকর্ম্মে অন্য কৃষিকর্ম্মে। গৃহকর্ম্মকারী দাস ধনি লোকের বাটীতে অধিক থাকে এবং বেশ্যা বাটীতে ক্রীতা দাসী অধিক থাকে তাহারদের মধ্যে কেহ গৃহকর্ম্ম করিয়া অন্নবস্ত্র পায় কেহ বা বেশ্যাবৃত্তি-দ্বারা যে উপার্জন করে তাহা কর্ত্রীকে দিয়া আপনি অন্নাচ্ছাদনমাত্র পায়। এবং কৃষিকর্ম্মকারী দাসেরাও কেবল অন্নবস্ত্র পাইয়া কৃষিকর্ম্ম করে। হিন্দুস্থানে গৃহকর্ম্মকারী দাস দাসী অনেক আছে এবং করমণ্ডল ও মালাবা ইত্যাদি সমুদ্র তীরস্থ প্রদেশে কৃষিকর্ম্মকারী অনেক দাস আছে। অন্য২ দেশ অপেক্ষায় এই কএক দেশে অর্থাৎ আরকট ও মাদুরা ও কনারা ও কৈয়ম্বটুর ও তিন্নিবেলী ও ত্রিচীনাপল্লী ও মালাবা ও বেনাদ ও তঞ্জাউর ও চিঙ্গলিপটাম প্রভৃতি দেশে কৃষিকর্ম্মকারী দাস বিস্তর আছে মোং কনারাতে অনুমান ষোল হাজারের ন্যূন নাই। ইহারদের মূল্য কিছু নিশ্চয় নাই স্থানভেদে মূল্য বিভিন্ন বালকের মূল্য চারি টাকাঅবধি ১৫ টাকাপর্য্যন্ত স্ত্রী লোকের ১৬ টাকা অবধি ২৪ টাকা পর্য্যন্ত। পুরুষের মূল্য ২৪ টাকাঅবধি এক শত ষাটিপর্য্যন্ত। এইরূপ দাসত্বগ্রস্ত অনেক লোক অতিকষ্টে কালক্ষেপ করিতেছে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে যে এরূপ হয় সে কেবল দুঃখের বিষয় তাহা নহে কিন্তু অখ্যাতির বিষয়ও বটে অতএব এই প্রার্থনা যে কোনরূপে এই বাণিজ্য বারণ করা যায়।

(১১ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫)

ভার্য্যা বিক্রয়।—শ্রীআনন্দচন্দ্র নন্দীর প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইলাম যে জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু অনেক দিবসাবধি বাস করিত সংপ্রতি বর্ত্তমান বৎসরে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনেং মন্ত্রণা করিয়া আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া গেল তাহাতে তত্রস্থ এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া কএক টাকাতে তাহাকে ক্রয় করিল ঐ স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবেক যাহা হউক সেই কলুপো কএক টাকা পাইয়া ভার্য্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল এতাবন্মাত্র শুনা গেল।

(১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২)

তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল।—১৫ ফেব্রুআরি বুধবার এগ্রিকলটিউর

সোসৈয়িটি অর্থাৎ কৃষি বিদ্যাবিষয়ক সমাজের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ডেবিড স্কাট সাহেবকর্তৃক প্রেরিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত তণ্ডুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন ঐ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুই জন লোকে ১০ মোন তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে তাহার এক জন কল নাড়ে ইহাতে পরস্পর শ্রান্তিযুক্ত হইলে ঐ কর্ম্মের পরিবর্ত্তন করে এতদ্দেশে ঢেঁকি যন্ত্রে তিন জন বিনা অর্দ্ধমোনের অধিক তণ্ডুল হওয়া দুষ্কর আর তাহারা পরিশ্রান্ত হইলেই ঢেঁকি বন্ধ হয়।

(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬)

কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ কল।—যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতার গঙ্গাতীরের রাস্তার উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সুজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করা গিয়াছে। এই কলের দ্বারা গোম পেষা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্য ত্রিশ অশ্বের বল ধারি বাস্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনারদের সকল মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাস্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মোন গোম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ১৭ ভাদ্র ১২৩৪)

কৃত্রিম ঘৃত।—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এই কলিকাতা নগরে কএক স্থানে ঘৃত বিক্রেতারা ঘৃতের সহিত চরবি মিশ্রিতপূর্ব্বক বিক্রয়ের নিয়ম করিয়াছিল এতদ্রূপ ব্যাপার কএক জনের দৃষ্টিগোচর হইবাতে তন্মধ্যে এতদ্দেশ জাত এক জন সাহেব দয়া পুরঃসরে পুলিসে সম্বাদ দিবাতে বিচারকর্ত্তারা ঘৃত বিক্রেতারদিগকে ঘৃতের সহিত আনয়ন করিতে পদাতিকে আজ্ঞা দিলেন পদাতিকর্তৃক কএক জন ঘৃতবিক্রেতা ধৃত হইয়া পুলিসে উপনীত হইল এবং বিচারান্তে ডাক্তর সাহেবের দ্বারা ঘৃতের পরীক্ষা হইবাতে চরবি মিশ্রিত সপ্রমাণ হইল এমতে বিচারকর্ত্তারা তাহারদের মধ্যে দুই জনকে সে দিবস অপরাধী বোধ করিয়া ৫০ পঞ্চাশ২ মুদ্রা দণ্ড এবং ছয়২ মাস কারাগারে স্থান প্রদান করিয়াছেন অবশিষ্ট বিক্রেতারদের সে দিন বিচার না হইবাতে দণ্ডের নির্ণয় হইল না আগামিতে যাহা জানা যায় প্রচার করা যাইবেক।

আমরা ইহাতে অতিশয় আক্ষেপ করিলাম যেহেতুক এখনকার ব্যবসায়ি অধমেরা এমত কর্ম্ম নাই যে তাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতে না পারে পূর্ব্বে শুনা যাইত যে অন্য২ বস্তু সংযুক্ত করিত এক্ষণে চরবি মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করিলেক। ইহাতে হিন্দুলোকের ধর্ম্ম কি মতে রক্ষা হইতে পারে এবং লোক সমূহের নানা মতে পীড়িত হইবারই ইহাতে কিং সম্ভাবনা না আছে এক্ষণে অভিপ্রায় করি যে বিচারকর্ত্তারদের শাসনে এমত বা আর না হয় আমরা এই বিষয় কোন বিশিষ্ট লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া প্রকাশ করিলাম…। তিং নাং

(২৩ নবেম্বর ১৮২২। ৯ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

ঋণদ্বেষকের পত্রের অবশিষ্ট.কথা॥—ঋণগ্রস্ত হওনেচ্ছা কেবল এক অঞ্চলে কিম্বা এক গ্রামে কিম্বা এক জাতির মধ্যে আছে তাহা নয় কিন্তু সর্ব্বত্র সাধারণ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ কর্ম্মেতে আলস্য যে লোক বিশ বৎসরপর্য্যন্ত কর্জ করিয়া কালক্ষেপণ করিয়াছে সে যদি চেষ্টা করে তবে এক বৎসরের মধ্যে মুক্ত হইতে পারে কিন্তু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমন ইচ্ছা প্রায় নাই। এক ঋণহইতে মুক্ত না হইতে২ অন্য ঋণ করে আপন সংভ্রম পর্য্যন্ত যাহার স্থানে যত পাইতে পারে তাহা লইতে অনিচ্ছুক হয় না অনুমান হয় যে ষোলআনার মধ্যে বারআনা ঋণগ্রস্ত ও চারি আনা মহাজন। হিন্দু লোকেরা কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিলেই তাহাতে অলঙ্কার ও লওয়াজিমা বাসন প্রভৃতি করে এই সকল দ্রব্য করাতে আত্মোপকার অধিক হয় না যেহেতুক কোন দায় উপস্থিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য অর্দ্ধ মূল্যে মহাজনের নিকটে বন্ধক রাখে পরে অল্প দিবসের মধ্যে শুদে মূলে সে দ্রব্য বিকাইয়া যায়। প্রথম অলঙ্কার বন্ধক দেওন কালে মহাজনের সঙ্গে আলাপ হয় পরে ক্রমে২ বাটীর সকল জিনিস দিয়া কেবল আপনারদের ব্যবহার্য্য দুই এক জলপাত্র অবশিষ্ট রাখে। পরে অতিদায়গ্রস্ত হইয়া তাহাও মহাজনকে দেয় অবশেষে থালের পরিবর্ত্তে কদলীপত্রে ভোজন করে কিন্তু এ সকল অতি-দুঃখির চিহ্ন।

(২৪ মার্চ ১৮২৭। ১২ চৈত্র ১২৩৩)

প্রেরিত পত্র। চন্দ্রিকা পত্রহইতে নীত।—সেবক শ্রীরসিকারমণ পোদ্দারস্যনিবেদনমিদং। মহাশয়ের ২৩ ফালগুণ তারিখের চন্দ্রিকাতে কোন এক বিজ্ঞ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নাগরির সমাচারের কাগজে মারবাড়ি মহাজনেরা আমারদিগকে যে অপবাদ দিয়াছেন তাহা তরজমা করিয়া প্রকাশ করাতে আমরা অবগত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিলাম এক্ষণে সেই মহাজনের-দিগের কথার উত্তর প্রদান করি।

প্রথমতঃ লেখেন বাঙ্গালি ক্ষুদ্রমহাজনেরদের সহিত আমরা ব্যবহার রাখিব না ইহারদিগের সহিত ব্যবহারে আমারদিগের দুই লক্ষ টাকা অপচিত হইয়াছে। উত্তর ক্ষুদ্রের সহিত ব্যবহার করিলে অবশ্যই অপচয় হয় ইহাতে কি বাঙ্গালি কি মারবারি কি অন্যান্যদেশীয় যে ক্ষুদ্র তাহারি ক্ষুদ্রস্বভাব এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয় যে ব্যক্তি তত্তুল্য সেই তাহার সহিত ব্যবহার করে আমি এমত অনেক প্রমাণ দিতে পারি যে কত ক্ষুদ্র মারবাড়ির দ্বারা কত বাঙ্গালির ক্ষতি হইয়াছে যে দেশে যাহারদিগের বাস তাহার তাবৎ লোকেরি যদি এস্বভাব হইত তবে মহামান্য ইংগ্লণ্ডীয় কোন মহাজনের দ্বারা কোন দেশীয় মহাজনের ক্ষতি হইত না এ সকল ব্যবসায়ের কর্ম্ম লভ্য ও অপচয় হইয়া থাকে ইহাতে জাতির গ্লানি হয় এমত নহে।

দ্বিতীয়তঃ পোদ্দার লোক যে এক২ জন তাবৎ মহাজনের কুটিতে আছে তাহারদিগের

হস্তে ব্যাঙ্কনোট ইত্যাদি পাঠান যাইবেক না মাথাখোলা বাঙ্গালিরা এক আকৃতিরই হয় কখন কে উড়নি উড়াইয়া পলায়ন করিবেক আর আপন২ ঘরের ব্রাহ্মণ অথবা পাচক ব্রাহ্মণ ইত্যাদিদ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যাইবেক। উত্তর মাথাখোলা বাঙ্গালি পোদ্দার না থাকিলে তাঁহারদিগের কদাচ কর্ম্ম উদ্ধার হয় না যদি তাহা হইত তবে তাঁহারদিগের স্বদেশীয় শুঁয়াতোলা লাল উষ্ণীষধারি কোমরবান্ধা পানগুয়া গালভরা কি দরবান কি চাকর কি ব্রাহ্মণ কি পাচক ব্রাহ্মণ কি গোমস্তা যাহারদিগের সকলেরি সমান জ্ঞান সমান অবয়ব তাহারদিগের দ্বারা তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন আমারদিগকে রাখিতেন না দুঃখের কথা কি কহিব এক দিবস এক-খান ব্যাঙ্ক নোট ভাঙ্গাইতে হইবে গদির গোমাস্তা কহিলেন এক আদমি বেঙ্গুলমে যাও নোটকা রূপেয়া লেআও অর্থাৎ ব্যাঙ্কে গিয়া টাকা আন ইহা শুনিয়া শুঁয়াতোলা উষ্ণীষবান্ধা এক মহাশয় রাস্তায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাঙ্গুলমে কোন রাস্তাসে যাঙ্গে। এই কথা পাঁচ সাত জনকে জিজ্ঞাসা করিতে এক জন কহিল সেখানে জাহাজের দ্বারা যাইতে হয় ইহা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া গোমাস্তাকে কহিল হামকো জাহাজমে তেজতেহো। পরে আমি গিয়া টাকা আনিলাম ইত্যাদি কত কথা আছে যদি বল যে কর্ম্মের লোক তোমরা বট কিন্তু অবিশ্বাসী উত্তর অদ্যাপি কেহ বলিতে পারিবেন না যে কোন পোদ্দার কাহারও কুঠীহইতে টাকা লইয়া পলাইয়াছে বরং অনেক ক্ষুদ্র মারবাড়ি পোদ্দারের মাহিয়ানা বাকী রাখিয়া স্বদেশে গমন করিয়া আর আইসে নাই কিমধিক নিবেদনমিতি ২৮ ফাল্গুণ। সং চং

(১৮ এপ্রিল ১৮২৯। ৭ বৈশাখ ১২৩৬)

নূতন পয়সা।—পয়সার অপ্রাপ্যতা প্রযুক্ত দীন দুঃখিরদিগের অতিশয় ক্ষতি হয় অর্থাৎ এক টাকায়, প্রায় তিন পয়সা বাট্টা যায় এই দুঃখ নিবারণহেতুক শুনা যাইতেছে যে গবর্‌নর্‌-মেণ্টের আজ্ঞায় নূতন পয়সা বাহির হইবে শুনা গিয়াছে যে এ পয়সা রাঙ্গেতে নির্ম্মিত হইবে এবং কড়ি ও পয়সার পরিবর্ত্তে এই পয়সা চলিবে। সং চং

শাসন

(১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫)

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত নানাদেশের বিচারস্থান।—এই হিন্দুস্থান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হওয়াতে বিচারস্থান এই কএকটা নিরূপিত হইয়াছে ইহার কারণ এই যে সকল লোক নিকটে বিচারস্থান পায় যেহেতুক প্রজা লোকেরদের পরস্পর দৌরাত্ম্য হইলে তন্নিবারণার্থ বিস্তর দূর যাইতে না হয়। বাঙ্গালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে কলিকাতা ও ঢাকা ও মুরশেদাবাদ। আর পশ্চিমেও তিন স্থান আছে। পাটনা ও

বানারস ও বরেলি। এই ছয় কোর্টের অধীন তাবৎ হিন্দুস্থানের বিচারস্থান এই২ প্রকারে বিভক্ত আছে।

কলিকাতার অন্তঃপাতী নয় বিচারস্থান। বর্দ্ধমান ও কটক ও নবদ্বীপ ও হুগলি ও যশোহর ও জঙ্গলমহল ও মেদনিপুর ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি প্রদেশ ও চব্বিশ পরগণা।

ঢাকার অন্তর্গত সাত বিচারস্থান। বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম ও নিজ ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর অর্থাৎ ঢাকার জিলা ও মইমনসিংহ ও শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা।

মুরশেদাবাদের অন্তঃপাতী একাদশ বিচারস্থান। বীরভূমি ও ভাগলপুর ও ভাগলপুরের অন্তঃপাতী মুগের ও দিনাজপুর ও দিনাজপুরের অন্তঃপাতী মালদহ ও নিজ মুরশেদাবাদ ও মুরশেদাবাদের নিকটবর্ত্তি প্রদেশ ও পূরণিয়া রাজসাহী ও রঙ্গপুর দুই।

পাটনার অন্তঃপাতি ছয় বিচারস্থান। বাহার ও নিজ পাটনা শহর ও রামগড় ও সাহরণ ও শাহাবাদ ও তীরহুত।

বানারসের অন্তঃপাতী দশ বিচারস্থান। ইলাহাবাদ ও ইলাহাবাদের অন্তঃপাতী ফতেহ্ পুর ও বন্দেলখণ্ড ও বন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী কুলপি ও নিজ বানারস শহর ও গোরকপুর ও গোরকপুরের অন্তর্গত আজমগড় ও জৈনপুর ও জৈনপুরের অন্তঃপাতি গাজীপুর ও মীরজাপুর।

বরেলির অন্তঃপাতি নয় বিচারস্থান। আগরা ও আলীগড় ও নিজ বরেলি ও কানপুর ও ইটায়া ও ফরক্কাবাদ ও মুরাদাবাদ ও দক্ষিণ সাহারণপুর ও উত্তর সাহারণপুর।

(১৯ আগষ্ট ১৮২০। ৫ ভাদ্র ১২২৭)

শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা। - শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব এতদ্দেশের যেরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহা পশ্চাতে লিখনের দ্বারা সকলে অবগত হইবেন।

যখন [ফোর্ট উইলিয়াম] কালেজের সাহেবেরদের ইস্তাহাম হয় সেই কালে এমত রীতি আছে যে শ্রীশ্রীযুত তাহারদিগকে হিতোপদেশ কথা কহেন। ঐ কালেজের সাহেবেরা ইস্তাহামে উত্তীর্ণ হইলে রাজ্যের নানা কর্ম্মে নিযুক্ত হন অতএব রাজ্যের কর্ম্মে তাহারা নিযুক্ত হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে ঐ সাহেবেরদের যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা গত ইস্তাহামের পর শ্রীশ্রীযুত এই রূপে তাহারদিগকে কহিলেন।

এই কালেজ ২০ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে ইহার মধ্যে চারি শত জন সাহেব এই কালেজে শিক্ষিত হইয়া কোম্পানির কর্ম্ম যোগ্য হইয়াছেন। ও দেড় শত হইতে অধিক বহী উৎপন্ন হইয়াছে ইহার মধ্যে ব্যাকরণ ও অভিধান ও অন্যং বহী পূর্ব্বদেশীয় ষোল ভাষাতে প্রস্তুত হইয়াছে এখনও আমারদিগের ভরসা আছে যে শ্রীযুত লেপটেনেণ্ট এইটন সাহেব কর্ত্তৃক নেপালীয় ভাষা ও নেওয়ারীয় ভাষাতে দুই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবেক। যে সকল সাহেবেরা কোম্পানীর কর্ম্ম যোগ্য হইয়া কর্ম্মে চলিষ্ণু তাহার-

দিগের প্রতি কিছু হিতোপদেশ ও কর্ম্মের পরামর্শ বিধান কথনের যে সাবকাশ আছে তাহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না, আমার যে আবশ্যক কথা তাহার মূল আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি কিন্তু যে উচ্চপদে তোমরা নিযুক্ত হইতেছ তাহাতে তোমারদিগের পুনঃ২ স্মরণার্থ আমার কথনের আবশ্যকতা আছে কোম্পানীর কর্ম্মের প্রথম আবশ্যক ভারতবর্ষের ভাষা জ্ঞাত হওয়া তাহা আপন সম্ভ্রমে তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ। এখন তোমরা ইহাহইতে ভারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা তোমরা যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা ইহাহইতে ভারি কর্ম্ম মনের গোচরে আইসে না কালক্রমে তোমরা অত্যল্প লোক হইয়াও অনেক লোকের মধ্যে স্বদেশ-শ্বরদের প্রতিনিধি হইবা এবং স্বদেশের সম্ভ্রম ও দেশের ব্যবস্থা তোমারদিগের হস্তে সমর্পণ করা গেল। আমারদের রাজ্য এ দেশের সুখ কিম্বা দুঃখ জন্মাইবে সে তোমার-দিগের হাতে। আমারদিগের অধীন লোক হইতে ধন্যপ্রাপ্ত হই কিম্বা শাঁপগ্রস্ত হই সে তোমারদিগের কর্ম্মদ্বারা প্রকাশ হইবেক এবং ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংগ্রণ্ডীয়েরদিগের যেমত অনুরোধ রাখে ইহার তুল্য পৃথিবীর বিবরণের মধ্যে আহ্লাদীয় বিষয় নাই। এবং এই অতিশয় মহারাজ্য ভারতবর্ষ ইহার মধ্যে এই অনুরোধ প্রকাশ। চতুর্দিগে দেখ ও আপনারদিগকে জিজ্ঞাসা করহ যে এ অনুরোধের মূল কি এবং দেখ আমারদিগের উপর তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোকেরা কি রূপ ভরসা রাখে এবং আমারদিগের শিক্ষার উপর ও পরামর্শের উপর ও আমারদিগের প্রীতির উপর তাহারদিগের কি পর্য্যন্ত ভরসা। ও মধ্য হিন্দুস্থানীয়েরদের যে অশ্রুত বাক্য অর্থাৎ সুখ সে আমারদিগের দত্ত এই সকল আপন মনে বিবেচনা করিয়া কহ আমারদিগের রাজকর্ম্ম ও সৈন্যীয় কর্ম্মের লোকেরদিগের উদ্যোগ ভিন্ন কি ইহা হইতে পারিত আরও এই স্নিগ্ধ বৃক্ষের একটা পাতা অকর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা শুষ্ক করিও না কালক্রমে তোমারদিগের সকলকে এই চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে এই বৃক্ষের ডাল ও পাতা সর্ব্বদা স্নিগ্ধ থাকে। এ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা করিয়াছ ইহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছ এমত মনে করিও না যেহেতুক যে ভাষাদ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের মনের উপরে যে অনুরোধ করিবা ইহার কিছু সংখ্যা নাই। যে বিষয় তাহারদিগকে জ্ঞাত করাইতে বাসনা করহ যে বিষয় স্থির রূপে ও কাঠিন্যরূপ প্রকাশ ভিন্ন অন্যরূপে কখন পারিবা না ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের কি রূপে উপকার হয় ও স্বদেশের সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় শ্রীযুত কোম্পানির এতদ্ভিন্ন অন্য চেষ্টা নাই।

আমি আরও বিশেষ কিছু তোমারদিগকে কহিব তোমরা সাধু স্বভাবে সর্ব্বদা সৎপথে থাক ইহাও আমার বলিবার আবশ্যক ছিল না যেহেতুক বালক কালাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছ ও যে সকল লোকের মধ্যে সর্ব্বদা রহিয়াছ ইহাতে আমার ভরসা হয় যে ইহা আমার কহার আবশ্যক নাই তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাক ও খোসামুদে লোকের প্রতি কর্ণ অধিক দিও না ও গরীবের প্রতি কর্ণ বন্দ করিও না যে সকল কর্ম্ম তোমারদিগের

হাতে সমর্পণ করা গেল তোমরা ইহা অন্যের হস্তে সমর্পণ করিও না যেহেতুক তাহারা কুকর্ম্মদ্বারা তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইতে পারে আপন ষড়বর্গে সাবধান হও যাহাতে তোমার স্বাভিমত বারণ হয় আর বহুব্যয়ী হইও না কিন্তু হইলে দুষ্ট হস্তে পতিত হইয়া তাহার বশীভূত হইবা এবং তোমার নামে গরীব লোকেরদের প্রতি অন্যায় করিয়া তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইবেক ও শেষে সর্ব্বনাশ করিবেক ধৈর্য্যাবলম্বনে গরীবের প্রতি অনুগ্রহ রাখিবা যদ্যপি গরীব লোকেরা নানা প্রকার সোর করে ও রোদন করে তথাপি তুমি ক্রোধ করিবা না যেহেতুক তাহারা অজ্ঞান এ কারণ তোমাকে ধৈর্য্য হইতে হইবেক তোমার সকল কর্ম্মের সঙ্গে দয়া রাখিবা এ প্রকার চলিলে এই২ উপকার হইবেক আপনার ও স্বরাজ্যের সংভ্রম বৃদ্ধি হইবেক ও রাজশাসনের প্রীতি ও আপনার-দিগের প্রীতি পাইবা ও তোমার চতুর্দিগস্থ লোকেরা তোমার সম্মান রাখিবে ও প্রেম করিবে ও আপন অন্তঃকরণে সর্ব্বদা তুষ্ট থাকিয়া এই সকল হইতে অধিক আর কি।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ২৫ ভাদ্র ১২২৮)

পুরুষাঙ্গচ্ছেদন ॥—মোকাম কালনার নিকটবর্ত্তি দারেটন নামে এক গ্রামের এক জন তিলি মোকাম কলিকাতাহইতে বাটী যাইতেছিল তাহাতে ২৯ আগস্ত বুধবার বাঙ্গালা ১৫ ভাদ্র মোকাম ত্রিবেণীর উত্তরে নওয়া সরাইয়ের দক্ষিণে চন্দ্রহাটী গ্রামের নীচে গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়া ঐ তিলি একাকী যাইতেছিল তখন সূর্য্য প্রায় অস্তগত। এই সময়ে দুই জন দস্যু আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওরে তোর ঠাঁই কি আছে। তিলি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উত্তর করিল যে আমার স্থানে চারি আনা পয়সামাত্র আছে আর কিছু নাই। পরে ঐ দুষ্ট দুই জন তাহা লইয়া বার২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে তোর ঠাঁই আর কি আছে। তাহাতে ঐ তিলি রাগাপন্ন হইয়া নীচ লোকের ব্যবহারানুসারে কহিল যে আমার ঠাঁই অমুক আছে তাহা কাটিয়া লইবি। ইহা শুনিয়া ঐ দুই জন কহিল যে হাঁ কাটিয়া লইব ইহা কহিয়া এক জন তাহাকে ধরিল অন্য ব্যক্তি অস্ত্র লইয়া তাহার অর্দ্ধ পুরুষাঙ্গচ্ছেদন করিল। সে তিলিও বলবান আপনার নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া যথাশক্তি তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে তিন জন মারামারি করিতে২ জলে পড়িল। তখন ঐ দুষ্ট দুই ব্যক্তি তাহাকে অতিশক্ত বুঝিয়া তাহার গলায় এক ছোরা মারিল সে ছোরা তাহার গলায় না লাগিয়া কেবল ঘাড়ের যৎকিঞ্চিৎ স্থান কাটিল কিন্তু তাহারা জানিল যে নিশ্চয় তাহার গলায় ছোরা লাগিয়াছে ইহাতেই শালা মরিবেক। তিলিও জলে ডুব দিয়া তাহারদের হাত ছাড়াইল এবং একটানা গঙ্গার আনুকূল্যে ভাসিতে২ অত্যল্প ক্ষণের মধ্যে ত্রিবেণীর ঘাট পাইল। সেখানে জলহইতে উঠিয়া ত্রিবেণীর থানায় গিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল ও প্রত্যক্ষতো দেখাইল। পরে তথাকার দারোগা অনেক লোক সরঞ্জাম সমেত সেই রাত্রিতে ঐ চন্দ্রহাটী গ্রাম ঘেরিয়া প্রাতঃকালপর্য্যন্ত রহিল পর দিন প্রাতে ঐ গ্রামের তাবৎ পুরুষেরদিগকে ত্রিবেণীর হাটখোলায় আনিল এবং ছয় সাত লোক একত্র আনিয়া

ঐ তিলিকে দেখাইতে লাগিল অনেক ক্ষণ পরে তিলি সেই দুই জনকে চিনিয়া ধরাইয়া দিল। দারোগা ঐ দুই জনকে শক্ত কএদ করিয়া ঐ তিলির সহিত সদরেতে চালান করিয়াছে।

এই রাহাজানি হওয়া অবধি সে গ্রামের নাম অমুক কাটা চন্দ্রহাটী খ্যাত হইয়াছে।

(৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ২৬ মাঘ ১২৩০)

হুগলী।—জিলা হুগলীর বিচারকর্ত্তার সদ্বিচারানুসারে দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন ইত্যাদি রাজনীতি বিষয় ব্যবহারে প্রশংসা বহুতর শুনা যাইতেছে। ২ মাঘ তারিখের গভীর রাত্রি কালে শ্রীযুক্ত স্বজাতীয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্ত করিয়া বাঙ্গালা পোশাক পরিধানপূর্ব্বক কিছু দূর ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তাহাতে মোং শাহাগঞ্জের চৌকীদার দেখিয়া এককালে হস্ত ধরিয়া কহিলেক যে কে তুমি এত রাত্রিতে যাইতেছ আমারদের সাহেবের এমত হুকুম নাই তাহাতে কিছু টাকা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু চৌকীদার কহিলেক যে এক শত টাকা দিলেও এ রাত্রিতে তোমাকে ছাড়িতে পারি না। পরে এইরূপ কথোপকথন হইতে শ্রীযুতের পশ্চাদ্বর্ত্তী নিজের লোকেরা আসিয়া কহিলেক যে ইনি সাহেব এঁহাকে ছাড়িয়া দে তখন চৌকীদার জানিতে পাইয়া বিস্তর স্তব করিতে লাগিল তাহাতে শ্রীযুক্ত কহিলেন যে তোর ভয় নাই তুই কল্য আমার নিকট যাইস ইহা কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। পর দিন ঐ চৌকীদার শ্রীযুতের সমীপে উপস্থিত হওয়াতে পঞ্চাশ টাকা বকশীশ করিয়াছেন।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪)

এতদ্দেশীয় ডাকাইতি।—গত দশ দিবসের মধ্যে কলিকাতার ইংগ্লণ্ডীয় সমাচার পত্রের মধ্যে কোম্পানির রাজশাসনের বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে…তাহার মধ্যে ডাকাইতি নিবৃত্তির বিষয়ে যে সমাচার প্রচার হইয়াছে তাহা আমরা প্রকাশ করিতেছি। ১৮০৩ সালেতে কৃষ্ণনগর জিলায় ১৬২ স্থানে ডাকাইতি হয় পরে ১৮০৪ সালে ১৩০ এবং ১৮০৫ সালে ১৬২ ও ১৮০৬ সালে ২৭৩ এবং ১৮০৭ সালে ১৫৪ এবং ১৮০৮ সালে ৩২৯ তারপর ১৮২৫ সালে কেবল ২১ স্থানে ডাকাইতি হয় ইহাতে দেখা যে পূর্ব্বাপেক্ষা ডাকাইতির কত অল্পতা হইয়াছে।

(১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮)

সহমরণবিষয়।—সহমরণে গর্ব্ভবতী ও বালিকার সহমরণ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে যেহেতুক ইহার বিধি নিষেধ শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে। গর্ব্ভবতী ও বালিকার প্রতি সহমরণের বিধির লেশমাত্র নাই বরং পুনঃ২ নিষেধ লিখিয়াছেন যে গর্ব্ভবতী ও বালাপত্যা ও বালিকারদিগের সহমরণ অকর্ত্তব্য। এবং কোন২ লোক স্ত্রীলোককে মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া অচৈতন্য করিয়া তাহারদিগের স্বেচ্ছা ভিন্ন মৃত স্বামির সহিত অগ্নি প্রবেশ করণে প্রবৃত্তি জন্মায় এ অতিশয় অনুচিত। এবং প্রাচীন ব্যবহারের বিপরীত। ইহাতে শ্রীশ্রীযুত রাজশাসনকর্ত্তার অনুমতিতে

সকল থানাদারকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাহারদিগের স্বাধীন স্থানমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মন্দ রীতি অর্থাৎ অশাস্ত্র সহমরণ উপস্থিত হবামাত্র তাহারা দমন করিবে। এবং যে কেহ সহগমন করিবেক সম্বাদ প্রাপ্তমাত্রে স্বয়ং কিম্বা আপন মুহুরির অথবা জমীদার এক জন হিন্দু বরকন্দাজ লইয়া সেখানে গিয়া বৃত্তান্তাবগত হইবেক। যে সে স্ত্রীর সহমরণের ইচ্ছা বটে কিনা এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সন্ধানাদি করিবেক এবং যদ্যপি সে স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা না হইয়া থাকে কিম্বা গর্ভের লক্ষণ হইয়া থাকে অথবা মাদক দ্রব্যাহারে অজ্ঞানা হইয়া থাকে তবে থানাদারাদি লোকেরা দৌরাত্ম্য বিষয়হইতে নিবর্ত্ত করিবেক এবং সকলকে জানাইবে যে রাজাজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া অযুক্ত অশাস্ত্র কর্ম্ম পুনঃ২ প্রচার হইলে দণ্ডার্হ হইবেক। যদি বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রী সহগমনোদ্যতা হয় ও উপরের লিখিত প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তাহার যাবৎ সহগমন বিধিবোধিতরূপে নির্ব্বাহ না হয় তাবৎ থানাদারের লোক সেই স্থানে থাকিবেক। যদ্যপি কেহ বলাৎকারে ও মাদক দ্রব্যদ্বারা স্ত্রীলোককে দগ্ধ করণের চেষ্টা করে তবে তাহা বারণ করিবেক। এবং সকলকে জ্ঞাত করাইবে যে শ্রীযুত রাজ শাসনকর্ত্তার কখন এমত মনস্থ নহে যে এতদ্দেশীয় প্রজারদিগের শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম করণে প্রতিবন্ধক হয়।

এই সহগমনের পূর্ব্বে রাজাজ্ঞা লওনের আবশ্যক নাই পুলিসের দারোগারদিগের উপরে এই আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা বিধিপূর্ব্বক সহগমনের বারণ না করে ও কোন ব্যাঘাত না জন্মায়। এবং মেজষ্টর সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে ও শাস্ত্র সম্মত এই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে আপন২ প্রতিমাসিক রিপোর্টে তাহার বিবরণ দেয়।

(২০ এপ্রিল ১৮২২। ৯ বৈশাখ ১২২৯)

সুপ্রীমকোর্ট।—জিলা কোমিল্লার জজ শ্রীযুত জন হেজ সাহেবের উপরে এক খুনী মোকদ্দমা হইয়াছিল। ৮ এপ্রিল সোমবারে সুপ্রীমকোর্টে তাহার অদালত হইল। তাহাতে ফৈরাদীর সাক্ষিরা এইরূপ কহিল যে ত্রিপুরার এক জমীদার প্রতাপনারায়ণ দাসকে মোকাম কোমিল্লাতে থাকিবার কারণ জজ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং সাহেব কর্ম্ম ক্রমে গত জুলাই মাসে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন এই অবকাশে ঐ জমীদার আপন পুত্রের অসুস্থতা সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাটী গিয়াছিল। এবং সে পুত্র মরিল তথাপি জজ সাহেবের কোমিল্লাতে পঁহুছিবার দুই দিন অগ্রে ঐ জমীদার কোমিল্লাতে পঁহুছিল। পরে সাহেব শুনিলেন যে ঐ জমীদার আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া বাটী গিয়াছিল ইহাতে জমীদারকে ধরিয়া আপন নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে যে পেয়াদারা আনিতে গিয়াছিল তাহারা জমীদারকে হাঁটাইয়া আনিতে স্থির করিল কিন্তু জমীদার ঐ পেয়াদারদিগকে কিঞ্চিৎ ঘুস দিয়া সোবারিতে উঠিয়া কতক দূর আসিয়া নিকটহইতে হাঁটিয়া সাহেবের নিকটে আইল। সাহেব কোন তজবীজ না করিয়া আগতমাত্র হারামজাদা গালি দিয়া ২০ বেত মারিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে জমীদার কহিল যে আমি এমত দুষ্কর্ম্ম করি নাই যে আমার অসম্ভ্রম করেন যদি করেন তবে আমি বাঁচিব না বরং

জরিপানা যে করিতে চাহেন তাহা দিতে মজুত আছি। সাহেব তাহা না শুনিয়া তাহাকে দশ বেত মারিলেন তাহাতে সে জমীদার মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িল পুনর্ব্বার উঠাইয়া আর দশ বেত মারিলেন পরে দুই জন চাপরাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কারাগারের মধ্যে লইল এবং তাহার নিকটে তাহার চাকর কিম্বা বন্ধু লোককে যাইতে দিলেন না তৎপ্রযুক্ত সে মারির চিকিৎসাও হইল না' আহারাদিও পাইল না তৃতীয় দিবসে তাহার মৃত্যু হইল। পরে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাহার উত্তর ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত মৃত শরীর লইতে চেষ্টা করিল তাহাতে সে সাহেব বারণ করিয়া বন্দুয়ান লোকের দ্বারা তাহার সৎকার করাইলেন। এই রূপ এক পক্ষীয় সাক্ষিরা প্রমাণ দিয়াছিল। পরে আসামীর সাক্ষিরা শপথপূর্ব্বক পূর্ব্ব সাক্ষিরদের কথার বিপরীত সাক্ষ্য দিল যে প্রতাপনারায়ণ মফস্বলে কোম্পানির খাজানার বিষয় দাঙ্গা করিয়াছিল এই অপরাধে ও আজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধে দণ্ড্য হইয়াছিল সে অতিবলবান ও তাহার বয়ঃক্রম ৪০।৪৫ বৎসর তাহাতে বেত্রাঘাতের পরও স্বচ্ছন্দে চাপরাসীরদের সহিত জেলখানায় গিয়াছিল এবং যে বেত্রাঘাত হইয়াছিল সেও সামান্য এবং বাঙ্গালি ডাক্তরের দুই সন্ধ্যার চিকিৎসাতে দিনদিন উপশম বোধ হইয়া তৃতীয় দিনে ঐ ক্ষত শুষ্ক হইল তাহাতে সে প্রতাপনারায়ণ জেলখানার বহির্ভাগে বেড়াইত ও সেইখানে আহারাদি করিত পরে তাহার শয্যায় চিহ্নদ্বারা বোধ হইল যে ওলাউঠারোগ হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পরে সে মৃত শরীর তজবীজে সেই প্রকার প্রমাণ হইল অনন্তর জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার কুটুম্বাদি দ্বারা দাহাদি হইয়াছে বন্দুয়ানেরা সৎকারের কারণ কেবল কাষ্ঠাহরণার্থে গিয়াছিল সুতরাং সিফাহিরা চৌকি দিয়াছিল এইরূপ বিচার দ্বারা শ্রীযুত হেজ সাহেব নিরপরাধ হইয়াছেন।

(১৫ নভেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

দাঙ্গা।—শুনা গেল যে ২ কার্ত্তিক মোং চাকদহ গ্রামে দুই জমিদারে কাজিয়া হইয়াছিল তাহার বিবরণ। রাণাঘাটনিবাসি শ্রীযুত উমেশ পাল চৌধুরী ঐ গ্রামের ছয় আনি জমিদার এবং উলানিবাসি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুসতফি দশ আনি জমিদার উভয়ে আপন২ অভিমত স্থানে হাট বসাইবার কারণ বিবাদ হইয়া উভয় পক্ষের লোক আসিয়া হাটের লোকেরদিগকে ধরিয়া আপন২ স্থানে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল ইহাতে মহাগোলমাল হইল। অনন্তরে দুই জমিদারের লোকেরদের মধ্যে প্রথম পরস্পর গালাগালি পরে চুলাচুলি তৎপরে হাতাহাতি অনন্তর কাটা-কাটি হইয়া এক পক্ষের তিন জন ও এক পক্ষের চারি জন লোকের হস্ত চ্ছেদন হইয়াছে। পরে হাকিম পক্ষীয় লোক আসিয়া ঐ ছিন্ন হস্ত কএকখান ও দাঙ্গাদার লোকেরদিগকে বন্ধন করিয়া মোং কৃষ্ণনগরে বিচারকর্ত্তা সাহেবের নিকট চালান করিয়াছে শেষ জানা যায় নাই।

(২৫ ডিসেম্বর ১৮২৪ । ১২ পৌষ ১২৩১)

মুরশেদাবাদের নবাব শ্রীশ্রীযুত মবার্রক আলী খাঁ যে সুবে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িস্যার সুবেদারি পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্যে ২৩ দিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে শহর কলিকাতার গড়ে উনিশ তোপ হইয়াছে।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮২৪ । ৫ পৌষ ১২৩১)

শ্রীরামপুর।—শুনা যাইতেছে যে আগামি জানুআরি মাস অবধি শহর শ্রীরামপুরে ধারানুসারে টেক্স অর্থাৎ প্রতি পাকা ঘরের কারণ কিছু২ কর নিরূপিত হইবেক কিন্তু শহর কলিকাতা অপেক্ষা ন্যূন।

(২২ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১১ মাঘ ১২৩১)

অত্যাবশ্যক ইশ্‌তেহার।—৮ জানুআরি তারিখে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর বোর্ডরিবিন্যুর দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৮১৯ শালের ২৮ মে তারিখে কলিকাতার ভূমির রাজকরবিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের যে আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এক্ষণে রহিত হইল এবং তাহার পরিবর্ত্তে তদ্বিষয়ে এক্ষণে এই আজ্ঞা প্রকাশ হইল।

যে কলিকাতা নগরস্থ যে প্রজারা স্ব২ ভূমির নিরূপিত বার্ষিক রাজস্ব দিয়া থাকেন তাহারা সেই ভূমি এইরূপে কতক দিবসের কারণ নিষ্কর করিতে পারিবেন। যিনি সংপ্রতি একবারে সাড়ে সাত বৎসরের রাজস্ব দিবেন তিনি দশ বৎসরপর্য্যন্ত নিষ্করে তদ্ভূমি ভোগ দখল করিবেন। এতদ্রূপে একেবারে সাড়ে দশ বৎসরের রাজস্ব দিলে পোনর বৎসর ও সাড়ে বার বৎসরের কর দিলে বিংশতি বৎসর ও চতুর্দ্দশ বৎসরের কর দিলে পঁচিশ বৎসর ও সাড়ে পোনর বৎসরের কর দিলে ত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত নিষ্করে ভোগ দখল করিতে পারিবেন। যাহারা পঞ্চাউঙ্গুঙরূপে পাট্টা করিয়া জমী ভোগ করিতেছেন তাহারাও এইরূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে পারিবেক কিন্তু বিংশতি বৎসরের অধিক নয়। যাহারা এতদ্রূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে বাসনা করেন তাহারা বোর্ডরিবিন্যুতে কিম্বা কলিকাতার কালেক্তরি দপ্তরে দরখাস্ত করিলে নিয়মানুসারে নূতন পাট্টা পাইতে পারিবেন।

(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭ । ১ পৌষ ১২৩৪)

কলিকাতার ঘরের টাক্স।—গত ১৬ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত স্মৌলট সাহেব কলিকাতার ক্লার্ক আফ দি পিস সাহেব এই ইশ্‌তেহার দিয়াছেন যে কলিকাতার ঘরওয়ালা লোকেরা বাটী খালি থাকা বলিয়া কোন২ সময় টাক্স দিতে ওজর করে এবং তাহাতে হিসাবের অনেক গোলমাল পড়ে অতএব সেই গোলমাল না হইবার কারণ

কলিকাতার চিপ জুষ্টিস আফ দি পিস সাহেব লোকেরা এই হুকুম দিয়াছেন যে, যাহার ঘর যখন খালি হইবেক তখন সে ব্যক্তি আপনি ঘর খালি হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে টাক্সের কালেক্তর সাহেবের নিকট আসিয়া তাহার রিপোর্ট দিবে এবং কালেক্তর সাহেব তাহা এক বহীর মধ্যে লিখিয়া রেজিষ্টরি করিবেন যে পরে তদ্বিষয়ে কোন ওজর না হয় কিন্তু বাটী খালি হইলে পর সাত দিনের মধ্যে সমাচার না দিলে তাহার কোন ওজর শুনা যাইবে না পূর্ব্ববৎ পূরা টাক্স লওয়া যাইবেক।

(৩ জুন ১৮২৬। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

সমাচার পত্রবিষয়ে।—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে কোম্পানির কর্ম্ম-সম্পর্কীয় কোন সাহেব লোক সমাচার পত্রের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না কিন্তু গত বুধবারের বাঙ্গাল হরকরানামক ইংরাজী সমাচার পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ আজ্ঞা গবর্ণমেণ্ট গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্রপ্রকাশক শ্রীযুত উইলসন সাহেবব্যতিরেকে অন্য সকলের উপর প্রবল থাকিবেক এবং ইহা শুনিলে সকলেরি আহ্লাদ জন্মিবেক।

(২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৫ মাঘ ১২৩৩)

নূতন ষ্টাম্পের আইন।—১ মে অবধি কলিকাতার তাবৎ দেনা পাওনার কাগজ পত্র ও রসিদ ও হুণ্ডী ও খত খরিতকী প্রভৃতি মূল্যক্রমে ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক। অত্যল্প দিবসের মধ্যে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তদ্বিষয়ক আইনও এই সমাচার পত্রদ্বারা প্রকাশিত হইবে। কলিকাতায় প্রায় এমত বিষয়ি লোক নাই যাহার উপর এই আইন না অর্শিবে অতএব সে আইন প্রকাশ হইবার চারি দিন পরে তাহা স্বতন্ত্র করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করা যাইবেক এবং যাহার ক্রয় করিবার বাসনা হয় তিনি কলিকাতার পটলডাঙ্গায় শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজের উত্তর বড় রাস্তার পূর্ব্ব ধারে কেতাবের গুদামে শ্রীরামতনু সরকারের নিকট গেলে অথবা শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলে পাইতে পারিবেন।

(৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ২২ মাঘ ১২৩৩)

সুপ্রিমকোর্টের জুরিবিষয়ে।—বড় আদালতে এতদ্দেশীয় লোকেদের জুরি হওন বিষয়ে অসন্তুষ্টি দর্শাইয়া কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল হরকরানামক ইংরাজী সমাচার পত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূলমাত্র আমরা নীচে প্রকাশ করিতেছি।

সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোক সুপ্রিমকোর্টে জুরির পদে নিযুক্ত হইবার বিষয়ে ঐ কোর্টের প্রধান বিচারকর্ত্তা যে আইন অর্থাৎ নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে অনেকেরি অসন্তুষ্টি জন্মিয়াছে তাহার কারণ এই যে ঐ নিয়মে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে যে ব্যক্তির পাঁচ সহস্র টাকার বিভব

থাকে ও যে ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার কেরেয়ার যোগ্য বাটীতে বাস করে সেই ব্যক্তি জুরির যোগ্য হইবেক কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে যে যে ব্যক্তির ঐ পূর্ব্বোক্ত টাকার সম্ভাবনা ও ঐ প্রকার বাস স্থান নাই অথচ তৎকর্ম্ম সম্পাদনে সম্যকপ্রকারে যোগ্যতা আছে তাহারা ঐ নিয়মদ্বারা তৎপদহইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাহারা সামান্য সরকারাপেক্ষা ইংরাজী বুঝিতে অযোগ্য তাহারা ঐ ধন ও বাস স্থান স্বত্বে তৎপদাভিষিক্ত হইতে পারেন। যাহা হউক বিচারসম্মত এই হয় যে ধন ও বাটীর উপর লক্ষ না করিয়া দোষশূন্য ও বিশিষ্ট এবং ভাষাজ্ঞামাত্রেই জুরি হইবার যোগ্য হন এমত আজ্ঞা হইলে ভাল হয়। বাঙ্গাল হরকরা ৯ জানুআরি।

আমরা এই লেখকের অভিপ্রায়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি যেহেতুক বিচারকর্ত্তার নিরূপিত আইনে যদ্যপিও এমত উল্লেখ আছে যে ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি জুরি হইবেক তত্রাপি সম্ভাবনার উপর নির্ভর আছে কিন্তু এ লেখকের অভিপ্রায় এই যে উপস্থিত কর্ম্মের উপযুক্ত হইলেই জুরি হইতে পারে ধনী হইলে পক্ষপাত শূন্য ও মাজিত বুদ্ধি হয় এমত নহে। ২৭ জানের।

(১৬ জুন ১৮২৭। ৩ আষাঢ় ১২৩৪)

বাঙ্গালী জুরি।—এই কলিকাতাস্থ বিজ্ঞ বাঙ্গালিরদিগকে এই উচ্চ জুরিপদ অর্পণ করিবার মানসে বিশেষ অনুসন্ধান করাতে এক্ষণে এই প্রকাশ পাইয়াছে যে ঐ ব্যক্তিরা যাঁহারা আইন মতে পিটি জুরি হইতে অন্যথা হইয়াছেন এবং গ্রান্দজুরি হইবার অনুপযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইসপিসিএল অর্থাৎ বিশেষ জুরি হইতে ইচ্ছুক হন কি না ইহার প্রশ্ন করাতে তাঁহারা অনেক অক্ষম স্বীকার করিয়াছেন এবং যাঁহারদিগের কথনের ক্ষমতা আছে তাঁহারা এই আপত্তি করিয়া কহেন যে তাঁহারদিগের এমত ইংরাজীতে দখল নাই যে তাঁহারা কৌন্সলীরদিগকে তর্ক এবং জজেরদিগের প্রশ্ন বুঝিতে পারেন এবং আরো কহেন যে এই জুরির কর্ম্মেতে হাজির হইতে হইলে তাঁহারদিগের পরমার্থ ও জাতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাঘবতা হইবেক এবং জুরির আসনে নিয়মিত সময়াবধি আটক থাকনে কঠিন এবং অসুসার বোধ হইবেক এবং তাঁহারা কহেন যে জুরির আসনে বসিয়া এক ব্রাহ্মণের বিষয়ের ক্ষতি কিম্বা তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে কদাচ পারিবেন না। শীলন দেশে তদ্দেশীয় জুরি স্থাপিত হইলে তাঁহারা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনে কোন আপত্তি করেন নাই। ঐ শীলনদেশস্থ অনেকেই খ্রীষ্টীয়ান এবং অবশিষ্ট লোকেরা বৌদ্ধ। অতএব উভয়েই জাতির বন্ধন হইতে মুক্ত বাঙ্গালার লোকেরা হিন্দু ইহারা যদবধি এই ব্যবস্থাতে থাকিবেক তদবধি ইংরাজী জুরির কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিতে পারিবেক না এবং পারিলেও করিবেক না। এইমত গবর্ণমেণ্ট গেজিটিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সং চং

(১৩ ডিসেম্বর ১৮২৮। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৫)

জুরি।—নূতন রীতিমত সুপ্রিমকোর্টের এই মিসিলে অন্য২ পীটি জুরির মধ্যে ব্রজমোহন সেন এক জন পীটি জুরি হইয়াছেন…।

(৩ নভেম্বর ১৮২৭। ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৪)

সৈন্য।—গত সোমবার তেলিকা নামে বাস্পের জাহাজ গোরা সৈন্য লইয়া শ্রীরামপুরের নীচের গঙ্গা নদী দিয়া চুঁচড়ায় গমন করিল। সেই সকল সৈন্য অনুমান আড়াই শত তাহারা ইংগ্লণ্ডহইতে একটা জাহাজদ্বারা গত বৃহস্পতিবারে এখানে পঁহুছিল। গত দুই বৎসরের মধ্যে ইংগ্লণ্ডহইতে যে সকল গোরা সৈন্য এখানে পঁহুছিয়াছে তাহারদের বিষয়ে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর পূর্ব্ব রীতির অপেক্ষা অনেক ব্যতিক্রম করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি দেশে বিংশতি রেজিমেণ্ট গোরা সৈন্য আছে সেই সকল রেজিমেণ্টের মধ্যে অনুমান বিশ হাজার গোরা সৈন্য হইবে তাহারদের মধ্যে বৎসরে২ অনেক লোক পীড়া এবং কারণান্তরে মরে অতএব সেই সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ভর্ত্তি রাখিবার জন্যে অনেক সেনাপতি ইংগ্লণ্ডদেশের নানাস্থানে নিযুক্ত আছে এবং তাহারা ইংগ্লণ্ডদেশে নূতন গোরা সৈন্য একত্র করিয়া এ দেশে প্রেরণ করে এতদ্দেশে সেই সৈন্যেরা প্রেরিত হইলে যে স্থানে সে রেজিমেণ্ট থাকে সে স্থানে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ভর্ত্তি হয়। ইহার পূর্ব্বে যখন নূতন সৈন্য এ দেশে পঁহুছিত তখন তাহারা কলিকাতার কিল্লাতে আসিয়া কিছু দিন থাকিত কিন্তু কলিকাতা নগরহইতে কিল্লা অতিনিকট এপ্রযুক্ত তাহা দেখিবার কারণ আগত নূতন সৈন্যেরা ছুটি লইয়া কলিকাতা নগরের মধ্যে যাইয়া রৌদ্রেতে ভ্রমণ এবং মদ্যপান ও লম্পটতাদি এরূপে নানাপ্রকার অত্যাচার করিত তাহাতে অনেক সৈন্য আপনারদের রেজিমেণ্টে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কালপ্রাপ্ত হইত।

যখন হলণ্ডীয়েরা চুঁচড়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটে বিক্রয় করিল তখন শ্রীশ্রীযুত এই নিশ্চয় করিলেন যে সেই চুঁচড়াতে ইংগ্লণ্ডহইতে নূতন আগত সৈন্য সকল সংগ্রহ হইবে পরে সেখানহইতে আপন২ রেজিমেণ্টেতে বিলি হইবেক ইহাতে এই উপকার দর্শিল যে নূতন সৈন্য সকল কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না তাহাতে তাহারা ঐ সকল লম্পটতাদি হইতে নিবৃত্ত রহিল। শ্রীশ্রীযুত এ বিষয়ে আরো এই নিয়ম করিয়াছেন যে যখন ইংগ্লণ্ডহইতে নূতন সৈন্য এখানে পঁহুছে তখন জাহাজহইতে বাস্পের জাহাজদ্বারা তাহারদিগকে ও তাহারদের পরিবার লোককে ও লওয়াজিমা দ্রব্য সকল একেবারে চুঁচড়ায় পঁহুছিয়া দিবেক তাহাতে ঐ সৈন্য কলিকাতায় কোন লেটার মধ্যে যাইতে পারিবেক না।

ইহাতে উভয়দিগে উপকার দর্শিয়াছে সৈন্যেরদের উপকার এই যে তাহারা এখানে পঁহুছিবামাত্র অধিক শাসনের নীচে থাকে। কোম্পানির উপকার এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প লোক মরে। যেহেতুক যত গোরা সৈন্য ইংগ্লণ্ডহইতে এতদ্দেশে আইসে তাহারদিগের প্রত্যেককে কেবল এ দেশে আনিবার কারণ হাজার টাকার কম লাগে না।

(১১ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫)

মহেশতলার জমীদার শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তত্রস্থ শ্রীযুত বাবু অভয়চরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দাঙ্গাকরণ অপরাধে কারাগারে কএদ হইয়াছে পরে বিচারে যাহা হয় বিশেষ অবগত হইয়া সমুদায় বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক।

(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬)

সুপ্রিমকোর্ট।—গত বুধবার বাঙ্গাল হেরেল্ডনামক সমাচারপত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত মার্ত্তিন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার ও শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের নামে সুপ্রিমকোর্টের ওয়াইটনামক উকীল সাহেবের গ্লানিপ্রকাশকরণাপরাধবিষয়ে যে নালিশ হইয়াছিল তাহা গ্রান্দজুরীর সাহেবেরা গ্রাহ্য করিলেন। নালিশ ইহাতে জন্মিল যে বাঙ্গাল হেরেল্ডেতে ফরিয়াদী সাহেবের ওকালতী কর্ম্মের বিষয়ে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার মানহানি হয়।

স্বাস্থ্য

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২০ ভাদ্র ১২৩২)

ওলাউঠা॥–শহর কলিকাতার মধ্যে যেরূপ ওলাউঠা রোগের প্রাবল্য হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে লেখনী অসমর্থা যাঁহারা মফঃসলে আছেন তাহারা প্রায় ইহাতে বিশ্বাস করিবেন না কিন্তু তাঁহারা ভাগ্য করিয়া মানুন যে এ সময় তাঁহারা কলিকাতায় নহেন। কলিকাতায় যত লোক প্রতিদিন মরিতেছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে এই সপ্তাহে গড়ে প্রতিদিন যদি চারি শত করিয়া ধরা যায় তবে প্রায় সমান হইতে পারিবে এবং কিছু কমিও বা হয়। এই সপ্তাহে মুসলমান অধিক মরিতেছে বিশেষতঃ আমরা শুনিয়াছি যে এক দিনের মধ্যে ৫৭১ পাঁচ শত একাত্তর জন লোক মরিয়াছে কিন্তু ইহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না যে হউক তাহার কারণ সকলেই কহিতেছে যে সম্প্রতি মুসলমানেরদের মহরমেতে একাদিক্রমে তিন চারি রাত্রি জাগরণ করিয়াছিল ও আর২ অত্যাচার করিয়াছিল এইহেতুক অধিক মুসলমান মরিতেছে। এবং যাহারা কদর্য্য গলির মধ্যে বাস করে তাহারদের মধ্যেও অধিক লোক মরিতেছে যেহেতুক কদর্য্য স্থানের দুর্গন্ধেতে ও মন্দ বায়ুতে এ রোগ জন্মে। যাহারা বড় রাস্তার ধারে উচ্চ স্থানে বাস করে তাহারদের মধ্যে এত লোক মরে নাই এবং আমরা শুনিয়াছি যে ভাগ্যবান লোকেরদের মধ্যে প্রায় এ রোগ হয় নাই। মুসলমানেরা এক হস্ত গভীর মৃত্তিকা খনন করিয়া কবর দেয় তাহাতে আরো মন্দ হয় যেহেতুক রাত্রিকালে শৃগালাদি আসিয়া মৃত্তিকার মধ্যহইতে শব বাহির করে পরে সেই সকল শব পচিয়া অতিশয় দুর্গন্ধ হয়।

অনেকে ভয়েতে মরে ওলাউঠা রোগে ভয় অপেক্ষা প্রবল উপসর্গ আর নাই এবং অনেকে ঐ ভয়েতে রোগগ্রস্ত হয় পরে হঠাৎ গঙ্গাতীরে লইবার উদ্যোগ হয় তাহাতে রোগির যত সাহস

বৃদ্ধি হয় তাহা প্রায় সকলেই বিবেচনা করিতে পারেন। যখন রোগিকে কহা যায় যে তোমাকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে তখন সে ভাবে যে এই আমার অগস্ত্যযাত্রা আরো আমরা দেখিতেছি যে রোগের প্রথমাবস্থাতে যাহারা সাহেবলোকেরদের ঔষধ সেবন করে তাহারদের ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ বন্দ হয় এবং অনেকে রক্ষা পায় কিন্তু খেদপূর্ব্বক লেখা যাইতেছে যে অনেক লোক রোগের প্রথমাবস্থাতে না আসিয়া শেষাবস্থাতে আইসে তাহাতে ঔষধে কিছু করিতে পারে না কিন্তু রোগ হইবামাত্র যত লোক ঔষধ সেবন করিয়াছে তাহারদের মধ্যে প্রায় অনেকে রক্ষা পাইয়াছে।

সংপ্রতি মোং শালিখাতে এক জন ভাগ্যবান লোক এই রোগে পীড়িত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া কফাভিভূত হইলে সকলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চিতা প্রস্তুতা করিল ও মৃত ব্যক্তিকে চিতার উপর তুলিয়া অগ্নি দিল। কিঞ্চিৎকাল পরে অগ্নির উত্তাপে সে উঠিয়া বসিল কিন্তু তাহার আত্মীয় অথবা উত্তরাধিকারী কোন ব্যক্তি তাহার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ খুন করিল এবং অগ্নির মধ্যে পুনর্ব্বার নিঃক্ষেপ করিল। এই সমাচার অমূলক নয় যে সাহেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহার প্রমুখাৎ শুনা গিয়াছে।

শহর শ্রীরামপুরেও ওলাউঠা রোগ আগমন করিয়াছে কিন্তু বড় প্রবল হয় নাই চাতরা ও শ্রীরামপুর দুই গ্রামের মধ্যে প্রতিদিন তিন চারি জন করিয়া মরিতেছে।

কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ একবার কিম্বা দুইবার ভেদ হইলে যাহারদিগকে ঔষধ দেওয়া যায় তাহারদের মধ্যে প্রায় কেহ মরে না। সম্প্রতি চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া ঔষধ দেওয়াতে অনেকের রক্ষা হইতেছে। গত বুধবারে শ্রীরামপুরের যুগল আঢ্যের বান্ধাঘাটেতে ওলাউঠা রোগগ্রস্ত এক জন অনাথ বৈষ্ণবকে ফেলিয়া গিয়াছিল তাহার মুখে জল দিতে কোন লোক ছিল না পরে আমারদের প্রেরিত চিকিৎসক সেখানে গিয়া তাহাকে ঔষধ দিতে লাগিল ও তিন দিবসের মধ্যে সে ব্যক্তি সুস্থ হইল। ঐ ঘাটে তৎকালে আর এক বেশ্যা অনেক পরিবারে পরিবৃতা হইয়া আসিয়াছিল এবং সেও ঔষধ খাইয়াছিল কিন্তু সে মৃতা হইয়াছে।

(২১ নভেম্বর ১৮১৮। ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫)

যশোহর।—যশোহরে যেং লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা হরিতাল ভস্ম ঔষধি সেবন করিয়া রক্ষা পাইয়াছে এবং যাহারদিগের নাড়ী ত্যাগ ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি মৃত্যুচিহ্ন হইয়াছিল তাহারাও ঐ হরিতাল ভস্ম দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে হিন্দুস্থানমধ্যে পূর্ব্ব দক্ষিণ উত্তর পশ্চিম যত দেশ প্রদেশ আছে সম্বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা রোগ না হইয়াছে এমত দেশ ও প্রদেশ দেখিলাম না ও শুনিলাম না কিন্তু দেড় বৎসর পর্য্যন্ত এ রোগ হইতেছে তথাপি ইহার কারণ কেহ কোন স্থানে নিশ্চয় করিতে পারিল না ইহাতে অনুমান এই হয় যিনি মৃত্যু তিনি অন্ধকার হইতে বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়া লোক সংহার করিতেছেন।

(৬ মে ১৮২০ ৷ ২৫ বৈশাখ ১২২৭)

ওলাউঠা।—ওলাউঠা রোগ এতদ্দেশে কতক পরাক্রম সম্বরণ করিয়াছে যেহেতুক যাহারদের২ ঐ দুর্জয় রোগ হইতেছে তাহারদের মধ্যে অনেকে রক্ষা পাইতেছে কিন্তু সমাচার পাওয়া গেল যে মোং যশোহর প্রদেশে তাহার পরাক্রম অতিশয়। সেখানে কোন২ গ্রাম ঐ রোগে উচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহাতে মুসলমান লোক মরিলে লোকাভাবপ্রযুক্ত তাহারদের গোর হওয়া ভার এবং হিন্দুলোকের প্রায় সৎকার হয় না। একবার নামে একবার উঠে ইহাতেই নাড়ী বসিয়া গিয়া ক্ষণেক কাল পরে মরে।

(১ মে ১৮২৪। ২০ বৈশাখ ১২৩১)

ওলাউঠা রোগ।—শুনা গেল যে নবদ্বীপে রোজ২ ওলাউঠা আপন সৈন্য সন্নিপাত সমভিব্যাহারে গমনানন্তর অবিরোধে রাজ্য শাসন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া বসিয়াছেন। এবং তাহার সহকারী হইয়া অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্ম সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে। ঐ রোগরাজের আজ্ঞানুসারে সন্নিপাত সৈন্য মহোৎপাত করিয়া বহু লোককে কাতর করিয়াছে এবং করিতেছে। এক দিবস ঐ রোগরাজ নবদ্বীপে বহু জনতা দেখিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া সন্নিপাতকে কহিলেন তুমি আমার কর্ম্মে আলিস্য করিতেছ তাহাতে সন্নিপাত আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া এক দিবসেই ছত্রিশ জনের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে এবং অদ্যাপিও ঐ রাগে প্রতিদিন দশ বারো জনকে নষ্ট করিতেছে তাহাকে নিবারণ করে এমত কাহার ক্ষমতা হয় না। ইহা দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া বিদেশী যে সকল লোক নবদ্বীপে বাস করিতেছিল তাহারা পলায়নপর হইয়াছে ও প্রতিদিন ক্রন্দন ধ্বনিতে সুস্থ লোকেরো ভয় জন্মিতেছে এবং শোকাবিষ্ট লোকেরো শোকশান্তি হইতেছে এরূপ যদ্যপি আর কিছু কাল নবদ্বীপে ঐ সৈন্য সমভিব্যাহারে ওলাউঠা প্রবল হইয়া বসতি করেন তবে ঐ নবদ্বীপ দ্বীপমাত্র হইবেক।

(১৭ এপ্রিল ১৮২৪। ৬ বৈশাখ ১২৩১)

মেদিনীপুর।—৫ এপ্রিল তারিখের পত্রদ্বারা জানা গেল যে কএক মাসাবধি তৎপ্রদেশে কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই এবং উত্তরীয় কিম্বা পশ্চিমা বায়ুও প্রায় বহে নাই তৎপ্রযুক্ত অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে এবং জ্বরেতে অনেক লোক পীড়িত হইয়াছে। এবং ওলাউঠা রোগও ঐ প্রদেশে অতি প্রবল হইয়া ঐ জিলার দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক লোককে সংহার করিতেছে। আরো জানা গেল যে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিরদের ও মহামহাবারুণীযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া যাহারা ফিরিয়া যাইতেছিল তাহারদের এত লোক মারা পড়িয়াছে যে মড়ার গন্ধেতে পথে চলা অতিকঠিন হইয়াছে। যে লোকেরা পথ প্রস্তুত করিতেছিল তাহারদের মধ্যে অনেকে ঐ রোগে মারা পড়িয়াছে এবং প্রতিদিন তিন জন অবধি বার জনপর্য্যন্ত মরিতেছে।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ । ৩ আশ্বিন ১২৩২)

ঢাকা ।—ঢাকার পত্রদ্বারা ওলাউঠা রোগের বিষয় যেরূপ শুনা গেল তাহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না বিশেষতো গত মাসের শেষ সপ্তাহে আট শত লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে সাত শত লোক মারা পড়িয়াছে। পত্রলেখক সাহেব লিখিয়াছেন যে ইহাতে লোকেরদের মধ্যে অতিশয় ভয় জন্মিয়াছে এবং হাহাকার রব উঠিয়াছে লোকেরা স্থান ও কাষ্ঠের অভাবপ্রযুক্ত শব দাহ করিতে পারে না। এক্ষণে আদালত ও অন্য২ কার্য্যকর্ম্ম সকল বন্দ হইয়াছে এবং লোকেরা পলায়ন করিতেছে। এই রোগে সকলেরি ভয় জন্মিতে পারে যেহেতুক কোন ঔষধেতে কিছু উপকার দর্শে না।

(২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৭ । ১৪ আশ্বিন ১২৩৪)

ওলাউঠার ঘটা ।—পরম্পরা অবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি শহর হুগলির সামিল চুঁচড়া ও কেকসিয়ালিপ্রভৃতি কএক গ্রামে ওলাউঠা রোগ অতিপ্রবল হইয়া বসিয়া তত্রস্থ অনেক লোককে সংহার করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও ঐ রোগে প্রতি দিন দশ বার জন শমনসদনে গমন করিতেছে তাহাকে নিবারণ করে এমত কাহার ক্ষমতা হয় না ইহা দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া বিদেশী যে সকল লোক ঐ সকল গ্রামে বাস করিতেছিল তাহারা পলায়নপর হইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে। তিং নাং

(২২ ডিসেম্বর ১৮২৭ । ৮ পৌষ ১২৩৪)

ওলাউঠা রোগ ।—শুনা গেল যে উলাগ্রামে প্রাণনাশক গুণধাম ওলাউঠা সংপ্রতি তথায় অবস্থিতি করিয়া অনেককে কাতর করিয়াছেন তাঁহাকে কাতর করিবার নিমিত্তে কবিরাজসকলে সন্ধান করিতেছেন কিন্তু সে সন্ধান বলবান না হইবাতে ঐ ওলাউঠা ঐ চিকিৎসকদিগকে ঠাট্টা করিতেছে আর যাহার নিকটে ঐ রোগরাজ বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সন্নিপাত সঙ্গে দিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে পাঠাইতেছেন। গং চং

(১৬ জুন ১৮২১ । ৪ আষাঢ় ১২২৮)

জর ।—মোকাম কলিকাতায় সাহেব লোকেরদের মধ্যে অতিশয় জর হইতেছে তাহাতে এক দিন দুই দিনের জ্বরে অনেকে মরিয়াছেন গত রবিবারে দশ জন সাহেবের কবর হইয়াছে।

(৭ আগষ্ট ১৮২৪ । ২৪ শ্রাবণ ১২৩১)

জরাগমন ।—শহর কলিকাতায় জররাজ রাজ্য করিবার বাসনায় সমাগমন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারে অধিক সৈন্য নাই কেবল প্রবল এক সৈন্য আছে সে শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে অস্থি চূর্ণ করে তাহাতেই জররাজ অতিসন্তুষ্ট আছেন অন্যান্য সৈন্যেরদিগকে

আহ্বান করেন না। এ জ্বররাজ অতিদয়াশীল যেহেতুক প্রজারদিগের প্রাণরূপ করগ্রহণে ক্ষান্ত আছেন ইহার আগমনের তাৎপর্য্য এই বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগরাজ এই রাজধানীতে স্বীয় সৈন্য সন্নিপাতাদি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং রাজ্যও বিলক্ষণরূপে করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া অনেক প্রজা জীবনরূপ রাজস্ব দিয়াছে তাহাতে তাঁহার নির্দ্দয়তা প্রকাশ হইয়াছিল। এক্ষণে কালবলে তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব জ্বররাজ বিরাজমান হইয়া স্বীয় শীলতা প্রচারে রাজ্য করিতে আসিয়াছেন ইহার সংপ্রতি কিছু দিন স্থিতি হইবে তাহার কারণ এই যে এ নগরে অনেক দেশীয় অনেকের বসতি আছে সকলে এক্ষণপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই ক্রমে২ সাক্ষাৎ করিতেছেন এবং করিবেন।

(৬ আগষ্ট ১৮২৫। ২৩ শ্রাবণ ১২৩২)

ঢাকা।—এস্থানে সর্ব্ব সাধারণ জ্বরোৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি কেবল দেশীয় লোক বিনা অন্যের উপর আক্রমণ করে নাই। প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গ বেদনা ও অসহিষ্ণু শিরোবেদনার সহিত জ্বরের প্রারম্ভ হয় কিন্তু তিন চারি দিনের অধিক থাকে না জ্বরত্যাগ হইলেও রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে। সং চং

(২৭ ডিসেম্বর ১৮২৮। ১৪ পৌষ ১২৩৫)

কালের গতি।—ওলাউঠার রাজ্য শাসনকালে জ্বরাদি রোগ মহাশয়েরা কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার কিঞ্চিৎ আলস্য দেখাতে ঐ জ্বরাদি রাজ্য করিতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন ইনিও এক্ষণে বড় মন্দ নহেন শ্রুত হওয়া গেল যে অল্প দিনের মধ্যেই অনেককে কাতর করিয়া প্রাণরূপ কর গ্রহণ করিতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন যাহা হউক এ নিরাশ্রয় প্রজারদিগের উপরে শাসন করিতে কোন রাজাই কম করেন না। সং চং

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫)

তমোলুক।—তমোলুকহইতে আগত পত্রদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে তথায় জ্বররোগ আসিয়া প্রবেশ করণানন্তর বহু জনের কষ্টদায়ক হইয়াছে এবং তত্রস্থ রাজার ছোট রাণীর প্রাণ পক্ষিকে দেহ পিঞ্জরহইতে বাহির করিয়া লইয়াছে তাহাতে বৈদ্য মহাশয়েরা মহাভাবিত হইয়াছেন ও তাহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে অশক্ত আছেন।

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩০। ৪ মাঘ ১২৩৬)

মুরশিদাবাদ।—আমরা এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রদ্বারা অবগত হইলাম যে মুরশিদাবাদে একপ্রকার সর্ব্বসাধারণ জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে অধিকন্তু ঐ জ্বর অনেক ভাগ্যবন্ত লোককে আক্রমণ করিয়াছে তাহাতে তাঁহারদের পরিজনলোকেরা শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছে।

(৩ এপ্রিল ১৮১৯ । ২২ চৈত্র ১২২৫)

বসন্ত রোগ ।—এ দেশে এই বৎসর অতিশয় বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনেক লোক মরিতেছে যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে সেই ভয়ে যে২ লোকের টীকা না ছিল তাহারদেরও টীকা দিতেছে। আমরা শুনিয়াছি যে গত বৎসর ওলাউঠা রোগনিবারণার্থ কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই মত বসন্ত রোগেরও উপায় চেষ্টা করিতেছেন। এই হিন্দুস্থানের মধ্যে আশী নব্বই বৎসর বয়স্ক লোকেরদের হস্তে টীকার চিহ্ন দেখা যায় এবং চন্দ্রপত্তনে অর্থাৎ মান্দরাজে হিন্দুরদের মতাবলম্বী এক গ্রন্থ দেখা গিয়াছে তাহাতেও টীকার বিষয়ে চিকিৎসা লিখিয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে এই চিকিৎসা অনেক কালপর্য্যন্ত এই হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিত আছে। ইংগ্লণ্ড দেশে জেনর সাহেব প্রথম এই চিকিৎসা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অতিশয় উপকার হইবেক এই কারণ তাহাকে দেড় লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিলেন।

(২১ আগষ্ট ১৮১৯ । ৬ ভাদ্র ১২২৬)

বসন্ত রোগ ।—মোকাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে হিজলনা গ্রামে এমত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রায় প্রতিদিন দুই এক জন লোক ঐ রোগদ্বারা মরিতেছে ইহাতে গ্রামস্থ তাবৎ লোকেই শঙ্কিত হইয়াছে।

(১৪ এপ্রিল ১৮২৭ । ২ বৈশাখ ১২৩৪)

বসন্তে বসন্ত রোগের আগমন ।—পূর্ব্বে যে সকল প্রবল রোগ ছিল সে সকলকে দুর্ব্বল করিয়া মহাবলপরাক্রম ওলাউঠারোগ স্ববাহুবলে পূর্ব্ব রোগরাজেরদিগের রাজ্যচ্যুত করণান্তর সর্ব্বদেশে সেনাসন্নিপাত সঙ্গে লইয়া কিয়ৎ প্রজাগণের স্থানে প্রাণরূপ কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য স্বহস্তগত হওয়াতে সুস্থচিত্ত ছিলেন সংপ্রতি এ অশান্ত বসন্ত রোগের আগমন হওয়াতে রোগাধিপ ওলাউঠা তাঁহার চরিত্র দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন আর যে২ ভবনে বসন্ত বাস করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অত্যাচার দেখিয়া অবিবোধে পূর্ব্ব রাজা রোগাধীশ ওলাউঠাও স্বীয় প্রতাপ কোন২ স্থানে প্রকাশ করিতেছেন ইহাতে আমরা ভীত হইয়া লিখিতেছি যে যদ্যপি তাঁহারদিগের পরস্পর পরাক্রম প্রকাশের উদ্যোগ হয় তবে খা শক্রু পরে২ অর্থাৎ তাঁহারদের উভয়ের কোন হানি হইবেক না মধ্যে২ মাদারি মারা যায় অর্থতো অস্মদাদির প্রাণপক্ষী তদুভয়ের একতরের পক্ষপাতে পলায়ন করিবেন অতএব এক্ষণে ইহার উপায় যদ্যপি পরমেশ্বর মধ্যস্থ হইয়া করেন তবেই উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন হইতে পারিবেক নোচেৎ বড়ই বিপৎ। সং চং

(২৭ নভেম্বর ১৮২৪ । ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩১)

চক্ষুরোগের চিকিৎসালয় ।—সর্ব্বহিতাভিলাষি পরমকারুণিক শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি

বহাদর এতদ্দেশীয় চক্ষুরোগগ্রস্ত লোকেরদের রোগশান্তির কারণ চক্ষুরোগ চিকিৎসায় অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত এর্জেটন সাহেবকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন। এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ১৮ নবেম্বর তারিখে তচ্চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

এই চিকিসালয়ে যত ব্যয় হইবেক সে সকল কোম্পানি বহাদর দিবেন। চিকিৎসালয়ের কারণ ও চিকিৎসক সাহেবের বাসার কারণ কলিকাতা নগরের মধ্যে স্থান নিরূপণ করা যাইবেক। চিকিৎসক সাহেব স্বপদবৃত্তিব্যতিরেকে এই কর্ম্মের কারণ, পাঁচ শত টাকা করিয়া মাসিক পাইবেন এবং ঔষধি ও বস্ত্রাদির কারণ প্রতি মাস এক শত পঁচিশ টাকা এতদ্ভিন্ন স্বোদর পূরণে অক্ষম প্রত্যেক রোগির কারণ প্রতিদিন আড়াই আনা করিয়া পাইবেন।

প্রধান চিকিৎসার কারণ সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস নিরূপিত হইবেক।· ইহার পর ইংগ্লণ্ডহইতে যত চিকিৎসক সাহেবেরা এদেশে আসিবেন তাহারা ঐ দুই দিন সে স্থানে যাইবেন। এবং এতদ্দেশে কোম্পানি বহাদরের সৈন্যের চিকিৎসক সাহেবেরা তচ্চিকিৎসায় পারদর্শী হইবার কারণ অবকাশক্রমে ঐ দুই দিন অবশ্যই এই চিকিৎসালয়ে গিয়া তৎকর্ম্ম শিক্ষা করিবেন।

(১১ জুন ১৮২৫। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

হাসপাতাল।—শন ১৭৯২ শালে যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়ের-দিগের চাঁদাদ্বারা ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সাহায্যেতে মোং ধর্ম্মতলাতে স্থাপিত হইয়া তাবৎ দীন দুঃখি লোকেরদিগের উপকার হইতেছে সেই হাসপাতালে ইস্তক ১৭৯১ শাল লাগাইদ সন ১৮২৩ শালপর্য্যন্ত যত রোগির চিকিৎসা হইয়াছে তাহার সংখ্যা।

শাল	ব্যক্তি
১৭৯৪	২৪৭
১৭৯৫	৪২০
১৭৯৬	৪৯৫
১৭৯৭	৬১৬
১৭৯৮	৬৭৩
১৭৯৯	৮২৫
১৮০০	২০২৪
১৮০১	২৪৪৫
২	৪৯৪৯
৩	৬১১২
৪	৪৩২৮
৫	৪৩৮০

৬	৩৭৪১০
৭	৪৭৯৪
৮	৭০৭৮
৯	৮৯২৬
১০	৭৩৭৬
১১	১১৭৬৪
১২	১২৮৩২
১৩	১৪৫৬৩
১৪	১৩৭৫৩
১৫	১৫৬৫৯
১৬	১৬৫৩১
১৭	২০৪১১
১৮	২৩১৬৮
১৯	২৮১৯৩
২০	২৯১৩৭
২১	৩২১৩২
২২	৩৯৭২৬
২৩	৪১১৬৬
একুন	৩৫৮৮৬৫

(১৮ জুন ১৮২৫ । ৬ আষাঢ় ১২৩২)

নেটিব হাসপাতাল।—নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বাস্থ্যাগারহইতে যে উপকার হইতেছে তাহার বৃদ্ধিকরণ অত্যাবশ্যক তদধ্যক্ষেরদিগের বিবেচনায় স্থির হইয়াছে যে এই শহরের মধ্যে দুই ডিসপেনসরি অর্থাৎ ঔষধাগার সংস্থাপন হয় আর ঔষধাগারদ্বয়হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিনা মূল্যে ও অনায়াসে ঔষধ দেওয়া যাইবেক ও তাহারদিগের চিকিৎসা করা যাইবেক। ও যাহারা ঐ স্থানে অথবা হাসপাতালে থাকিয়া ঔষধাদি সেবন করিতে ইচ্ছা করে তাহারদিগকে পথ্যও দেওয়া যাইবেক।

নিয়ম

১ যে দুই ডিসপেনসরি হইবেক তাহার একটা সরতির বাগানে আর একটা শোভাবাজারে সংস্থাপিত হইবেক।

২ পীড়িত লোকের গমনাগমন নিমিত্তে দুইখান ডুলি অর্থাৎ পালকী দুই ডিসপেনসরিতে প্রস্তুত থাকিবেক আর প্রয়োজন মতে ঠিকা বেহারা করা যাইবেক।

৩ বর্ত্তমান নেটিব হাসপাতালহইতে পীড়িত লোকের নিমিত্তে ছয়খান খাট মায় বিছানা দেওয়া যাইবেক।

৪ ঐ হাসপাতালহইতে এই দুই ডিসপেনসরির নিমিত্তে বিলাতি ঔষধ সরবরাহ হইবেক।

৫ নেটিব হাসপাতালের খরচে ডিসপেনসরির নিমিত্তে সংপ্রতি কতকগুলিন বিলাতি ও দেশী ঔষধ ও ঔষধমাড়া খল্ল ও অস্ত্রইত্যাদি ক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবেক পরে নেটিব হাসপাতালের সঞ্চিত ও সংগৃহীত যে ঔষধ থাকে তাহাহইতে তন্নির্ব্বাহক ডাক্তর সাহেবের দস্তখতি চিঠিতে মাস২ দেওয়া যাইবেক।

৬ নূতন ডিসপেনসরিতে ঔষধ ও চিকিৎসার নিমিত্তে ঐ স্থানে বাস করণেচ্ছু রোগিরদিগকে তদর্থে সংপ্রতি লওয়া যাইবেক না কিন্তু আগত রোগির বিশেষ পীড়া হয় কিম্বা তাহাকে ডিসপেনসরিতে রাখিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক বুঝা যায় তবে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

৭ ঔষধ কিম্বা চিকিৎসার নিমিত্তে রোগিরা প্রাতে ইংরেজি ৮ ঘণ্টা লাং ১ ঘণ্টা-পর্য্যন্ত আসিতে পারিবেক আর বর্ত্তমান হাসপাতালের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে ঔষধ দেওয়া যাইবেক ও চিকিৎসা করা যাইবেক।

ব্যয়ের বরাওর্দ্দ।

বাটিভাড়া			৬০
বৈদ্যক পাঠশালায় শিক্ষিত ছাত্রেরদিগের মধ্যে উপযুক্ত হিন্দু ডাক্তর ১ জন			২০
মোসলমান ১			২০
ঔষধবাটা ও দেওয়া হিন্দু ১ জন			৫
মুসলমান এক জন			৫
জল দেওয়া ভারি কিম্বা ভিস্তি এক জন			৪
মেহতর			৪
বাজে খরচ গড়া কাপড় দেশী ঔষধের মসলা তৈল মাটির পাত্র ঔষধের পাত্র বটির ডিবা ইত্যাদি	১০০	হইতে	১৫০
মাসিক ব্যয় — —	সীং		২৬৮

এই কর্ম্ম সম্পূর্ণ করা ব্যয়সাধ্য বর্ত্তমান হাসপাতালের যে সংস্থান আছে যে যথোপযুক্ত মাত্র সে ধনহইতে নূতন কোন কর্ম্মহইতে পারে না কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবেরদিগের দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে এ সাধারণ উপকারক পুণ্যজনক বিষয়ে দাতা মহৎ বিশিষ্ট ও ধার্ম্মিক লোকের নিকট নিবেদন করিলে ব্যর্থ হইবেক না ও প্রত্যেক দয়াশীল শ্রেষ্ঠ মহাশয়েরা স্ব২ মহত্ত্বেতে এই সাধন হিতজনক ব্যাপারে অনায়াসে ঔৎসুক্যপূর্ব্বক ইহার বৃদ্ধি চেষ্টা করণে পরাঙ্মুখ হইবেন না এই অভিপ্রায় ও প্রত্যাশাতে এক চাঁদার কাগজ প্রস্তুত

হইয়াছে যাহার২ ইহাতে উপকার ও সাহায্য করণে ইচ্ছা হয় তাহারা বেঙ্ক আপ বাঙ্গাল ও হিন্দুস্থান বেঙ্ক ও মিসিএরস্. কালবিন এণ্ড কোং সাহেবকে লিখিবেন ঐ সাহেব টাকা পাইয়া রসিদ দিবেন॥ গবর্ণমেণ্ট গেজেট॥

(১৯ মে ১৮২১। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮)

নূতন হুকুম।— শহর কলিকাতাতে সংপ্রতি এই হুকুম প্রকাশ হইয়াছে যে দিবাভাগে শহরের মধ্যে হালালখোরেরা শেতখানা পরিষ্কার করিতে পারিবে না তাহার কারণ এই যে দিবসে শহরের কি রাস্তা কি গলিতে সর্ব্বত্রই অনবরত লোক গমনাগমন এক পলও বিরত হয় না তৎকালে হালালখোরেরা বিষ্ঠার ভার লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে লোকেরদের সর্ব্বদা কষ্ট জ্ঞান হয়। এবং মলভার লইয়া নির্ম্মল গঙ্গা জলে নিক্ষেপ করে তাহাতে লোকেরদের স্নানাদির ব্যাঘাতও হয় অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত লোকেরদের গমনাগমন রাস্তাতে অধিক থাকে তাবৎ হালালখোরেরা স্বব্যবসায় করিতে পারিবে না।

অতএব হালালখোরেরা রাত্রিতে আপন২ কর্ম্ম করিতেছে।

সম্ভ্রান্ত লোক

(৩ জুলাই ১৮১৯। ২০ আষাঢ় ১২২৬)

ডক্তর রবিসন সাহেবের মরণ।—গত সপ্তাহে রবিসন সাহেব মোং কলিকাতায় মরিয়াছেন তিনি কোম্পানির চিকিৎসক ও অতিবিজ্ঞ ছিলেন তিনি অনেক২ গরীব লোকের বিনামূল্যে রোগ প্রতীকার করিয়াছেন এবং গত বৎসরে কুষ্ঠি লোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ যে এক চিকিৎসালয় হইয়াছে তাহার মূলীভূত ইনি ছিলেন।

(১৩ নভেম্বর ১৮১৯। ২৯ কার্ত্তিক ১২২৬)

পোষ্যপুত্র।—শুনা যাইতেছে যে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ মহাশয় শ্রীশ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর আপনার ঔরস সন্তানানুৎপত্তি প্রযুক্ত পোষ্য পুত্র লইয়াছেন।

(১৫ জনুয়ারি ১৮২০। ৩ মাঘ ১২২৬)

মরণ।—২৪ পৌষ তারিখে মোকাম কলিকাতা নিমতলার ঘাটে কৃষ্ণগোবিন্দ সেন পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত রাধামোহন সেন ও শ্রীযুত মদনমোহন সেন ও শ্রীযুত ভুবনমোহন সেন ও শ্রীযুত লালমোহন সেন তাহার

এই ছয় পুত্র আছেন তিনি আপন মরণের পূর্ব্বে আপন সম্পত্তির উয়িল করিয়া গিয়াছেন তাহার টরণি শ্রীযুত লালমোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত রাধামোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন। এবং শ্রীযুত বাবু লাড়লীমোহন ঠাকুরের সহিত যে তাহার জমীদারির মোকদ্দমা সদর দেওয়ানি অদালতে হইতেছিল সে মোকদ্দমা বিলাত আপীল হইয়া সেখানে হইতেছে সে মোকদ্দমারও মোক্তিয়ার ঐ তিন জন।

(২৯ এপ্রিল ১৮২০। ১৮ বৈশাখ ১২২৭)

ওলাউঠা রোগে কলিকাতার এই২ ভাগ্যবান লোক মরিয়াছেন। বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর ও বাবু মোহিনীমোহন ঠাকুর ও কোম্পানির ত্রেজুরির খাজাঞ্চি জগন্নাথ বসু ও কলিকাতার একশেঞ্চ ঘরের কর্ম্মকারী শিবচন্দ্র বসু। এবং ইংগ্লণ্ডীয় সাত জন সাহেব মরিয়াছেন।

(২০ মে ১৮২০। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭)

ইস্তাহার।—...ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর লোকান্তর গমন কালে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরকে আপনার তাবৎ বিষয় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব সূর্য্যকুমার ঠাকুরের সহিত যাহারদের দেনা পাওনা ছিল তাহারা এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের নিকট যাইবেন।

(১৭ জুন ১৮২০। ৫ আষাঢ় ১২২৭)

মরণ।—কলিকাতার মথুরামোহন সেন ধনী ও কোমলস্বভাব ছিলেন এবং তাহার আর২ গুণ ছিল সংপ্রতি ৬ জুন মঙ্গলবার তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(১৯ আগষ্ট ১৮২০। ৫ ভাদ্র ১২২৭)

জেলা নদীয়ার মধ্যে বীরনগর গ্রামে অর্থাৎ উলাগ্রামের শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় বহুজন মান্য ও কুলীন অতি সাত্ত্বিক সদ্বংশজাত ও ধন সম্পত্তিতে ভাগ্যবন্ত...।

(২৮ অক্টোবর ১৮২০। ১৩ কার্ত্তিক ১২২৭)

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ২ নবেম্বর বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের সময় শহর কলিকাতার শ্রীযুত হরলাল মিত্রের বাগবাজারের এক বাটী ও জায়গা সরিফ দপ্তরে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

(১১ নভেম্বর ১৮২০। ২৭ কার্ত্তিক ১২২৭)

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায়।—কাশীম বাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের এলাগাদ নাবালগী প্রযুক্ত তাহার জমিদারি সরবরাহকারের জিম্মাতে ছিল এই বৎসর তিনি

উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপন জমিদারির খোদ বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহাতে তাহার সুখ্যাতি হইয়াছে।

(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ । ৩ ফাল্গুন ১২৩০)

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।—৭ ফেব্রুআরি শনিবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে এতদ্দেশীয় ও অন্য২ দেশীয় প্রধান২ লোকেরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর রাজসভারোহণ করিয়া রীত্যনুসারে সকলের নজরানা অর্থাৎ উপঢৌকন স্পর্শ করিয়া যথাযোগ্য সম্ভাষাপূর্ব্বক এই২ লোকেরদিগকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন।…

মৃত রাজা লোকনাথের পুত্র শ্রীযুত কুমার হরিনাথ রায়কে পাচ পাচার এক খেলাৎ ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকে পাঁচ পার্চার এক খেলাৎ ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

বৰ্দ্ধমানের মহারাজের উকীল শ্রীযুত বাবু হরিনাথ মল্লিককে এক নিমাস্তিন ও এক যোড়া শাল ও এক গোসআরা ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

কোচবেহারের রাজার উকীল শ্রীযুত দেবনাথ রায়কে এক যোড়া শাল ও এক গোসআরা দিয়াছেন।…

ত্রিপুরার রাজার উকীল শ্রীযুত রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক যোড়া শাল ও এক গোসআরা দিয়াছেন।…

অপর আতর তাম্বুল প্রদানপূর্ব্বক সকলের সম্মান করিয়া বিদায় করিয়াছেন।

(৫ মার্চ ১৮২৫ । ২৫ ফাল্গুন ১২৩১)

শ্রীশ্রীযুতের দরবার॥—২৫ ফেব্রুআরি শুক্রবার কলিকাতার রাজগৃহে এক দরবার হইয়াছিল।…তাহাতে শ্রীশ্রীযুত এই২ মহাশয়েরদিগকে খেলাৎ দিলেন।……

শ্রীযুত কুঙর হরিনাথ রায় রাজা ও বহাদর খেতাব প্রাপ্তিহেতুক সাত পার্চার খেলাৎ ও এক জিগা ও এক ছড়া মুক্তার মালা ও এক সরপেচ ও মুক্তার চৌকরা পাইলেন।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ । ২৩ মাঘ ১২৩২)

আগমন।—ছয় সাত দিবস অতীত হইল শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর মুরশেদাবাদহইতে আগমন করিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক কবরডাঙ্গার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছেন।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৭ । ২৪ ভাদ্র ১২৩৪)

নবকুমার।—পত্রদ্বারা জানা গেল গত ১৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার মোকাম কাসীমবাজারের শ্রীযুত হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভ তৃতীয় রাজকুমার জন্মিয়াছেন তদুপলক্ষে মহারাজ অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও কাঙ্গালিদিগের বস্ত্রালঙ্কার মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়াছেন এবং নানাবিধ নাচগান হইয়াছিল এইক্ষণে স্থূল প্রকাশ করা গেল বিশেষ জ্ঞাত হইলে বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক।

(২০ জানুয়ারি ১৮২১ । ৯ মাঘ ১২২৭)

মহারাজ প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর।—বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীশ্রীমন্মহারাজকুমার মহারাজ প্রতাপ-চন্দ্ররায় বাহাদুর ৩ জানুআরি ২১ পৌষ বুধবারে মোকাম কালনাতে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইলে বর্দ্ধমান হইতে কালনাতে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে আরোগ্যের কারণ অনেক স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করাইয়া-ছিলেন তাহাতে সদ্ব্যয়ও অনেক হইয়াছে। তাঁহার কারণ খেদ সর্ব্বলোক সাধারণ তাঁহার অনেক সৌজন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। তাঁহার পিতা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্ররায় বাহাদুর কলিকাতার জরনলে সমাচার দিয়াছেন যে বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর আপনার দুর্ভগা দুই স্ত্রী ও ভাগ্যহীন পিতা ও গোষ্ঠী কুটুম্বাদি সকলকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া ২৯ উনত্রিশ বৎসর দুই মাস দশ দিনবয়স্ক হইয়া ৩ জানুআরি বুধবারে মোকাম কালনাতে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

বর্দ্ধমানাধিপের মোকদ্দমা।—শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বহাদরের প্রতিকূলা হইয়া তাঁহার মৃত পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বহাদরের রাণীরা সুপ্রীমকোর্টে যে নালিস করিয়াছিলেন ১০ নবেম্বর তাহার মোকদ্দমা হইয়া যে রূপ হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ। মৃত রাজপুত্রের স্ত্রী মহারাণী পেয়ারিকুমারী ও মহারাণী আনন্দকুমারী নিজ শ্বশুর শ্রীযুত মহারাজের নামে এই নালিস করিয়াছিলেন যে আমরা মৃত রাজার স্ত্রী আমারদিগের পতি বর্দ্ধমান চাকলার দেশাধিপতি ছিলেন ইহাতে তাঁহার বিয়োগে আমরা বর্ত্তমানা থাকিতে অধিকার কোন কারণে আমারদিগের শ্বশুর আপন মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর নিকট রাজ্য বিক্রয় করিয়াছিলেন তদবধি মহারাণীই রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন পরে আমারদিগের শ্বশুর অনেক কৌশল করিয়া রাজ্যাধিকারোন্মুখ হইয়াছিলেন তাহাতে বিচারে পরাভূত হইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় দুই বৎসরের কারণ বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ের মোকদ্দমা পূর্ব্বে জেলা ও কোর্টে হওয়াতে মহারাজের পক্ষে ভাল হইয়াছিল এবং এইক্ষণও সেইরূপ থাকিল কারণ তাঁহার সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা সুপ্রীমকোর্টে গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই সমাচার চন্দ্রিকাহইতে লওয়া গেল কিন্তু ইহার মধ্যগত কোন২ কথার তাৎপর্য্য গ্রহ হইল না।

(১২ মে ১৮২১। ৩১ বৈশাখ ১২২৮, শনিবার)

মরণ।—শ্রীযুত করনল মেকিঞ্জী সাহেব মহা জ্ঞানী ছিলেন তিনি এই ভারতবর্ষের কোন২ স্থানে কি২ আছে এবং পূর্ব্ব কালের কোনহ আশ্চর্য্য প্রস্তর পাওয়া যায় এই সকল সঞ্চয় ও তদারক কারণ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ নিযুক্ত ছিলেন গত বুধবারে তাঁহার মরণ হইয়াছে।

(৪ আগষ্ট ১৮২১। ২১ শ্রাবণ ১২২৮)

মৃত্যু॥—দিল্লীর বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র মীরজা জাহাঙ্গীর বাহাদুরের ১৮ জুলাই তারিখে মোকাম এলাহাবাদে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি অতিসুন্দর পুরুষ ছিলেন তাঁহার অপস্মর রোগ অর্থাৎ মৃগী রোগ ছিল। যে দিবস তাঁহার মৃত্যু হইল ঐ দিবস বৈকালে তাঁহার কবর দিতে যখন লইয়া গেল তখন হাতী ও ঘোড়া ও গাড়ীপ্রভৃতি সঙ্গে গেল ও হিন্দু মুসলমান প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সঙ্গে গেল তাঁহাকে উত্তম সিন্দুকে সবুজ বর্ণ রেশমী বস্ত্রে আবৃত করিয়া ও রেশমী চাদর উপরে টানিয়া জুম্মা মসজিদে লইয়া গেল। তথাকার জজ ও কালেক্তর ও রেজেষ্টর ও সৈন্যাধ্যক্ষপ্রভৃতি সাহেবেরা সে স্থানে পূর্ব্বে গিয়াছিলেন সকলে থাকিয়া শাহাজাদাকে মসজিদে লইলেন পরে সে দেশের অতিপ্রাচীন নব্বই বৎসরবয়স্ক ও সকল মৌলবীর মধ্যে প্রধান শ্রীযুত শাহ আজমল কোরাণপ্রভৃতি পাঠ করিলেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে তাঁহার বয়ঃক্রম বৎসরের অনুসারে গড়ে বত্রিশ তোপ হইল এবং মাস্তলের নিশান অর্দ্ধ মাস্তলপর্য্যন্ত সকল দিন টানান ছিল। পরে মসজিদহইতে সিন্দুক সমেত পুনর্ব্বার চসরুর বাগানে লইল তাহার অগ্রে সৈন্য চলিল ও শোক চিহ্ন বাদ্য চলিল পশ্চাৎ সাহেব লোকেরা ও ওমরা লোকেরা চলিলেন সেই বাগানে গিয়া তাঁহাকে কবর দিল। মোকাম কলিকাতাতেও শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে বাদশাহজাদার সংভ্রমার্থে গড়ে বত্রিশ তোপ হইবে ও অর্দ্ধ মাস্তলপর্য্যন্ত নিশান উঠান যাইবেক।

(১৮ আগষ্ট ১৮২১। ৪ ভাদ্র ১২২৮)

মুরশেদাবাদ॥—সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িস্যার সুবেদার মুরশেদাবাদের নবাব সুজাউল্‌মুলুক মুবারকদ্দৌলা আলীজাহ্ জিনতদ্দীন্ আলীখাঁ বাহাদুর ফীরোজ জঙ্গ্ ৬ আগস্ত অর্থাৎ ২৩ শ্রাবণ সোমবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তৎপর দিন ৭ তারিখে অতি-প্রাতঃকালে মোং বহরমপুরহইতে গোরা পল্‌টন ও সিফাহী পল্‌টন দুই তোপ লইয়া নবাব বাটীর চকে উপস্থিত হইল পরে নবাব সাহেবের অমাত্যেরা ও আত্মীয় লোকেরা ঐ মৃত শরীর ধৌত করিয়া সবুজবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত অপূর্ব্ব পালঙ্গোপরি তাঁহাকে উঠাইয়া কবর স্থানে লইয়া চলিল। তাঁহার অগ্রে২ ঐ সকল সৈন্য বন্দুক উল্‌টাইয়া চলিতে লাগিল এবং বাদ্য যন্ত্র সকল

কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শোকসূচক বাদ্য করিতে২ চলিল। এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে সরকারী হাতী ও ঘোড়া ও সৈন্য চলিল এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের উকীল ও তত্রস্থ সকল সাহেবেরা সঙ্গে চলিলেন মুরশেদাবাদহইতে এক ক্রোশ নজীমেরদের কবরস্থান জাফরগঞ্জপর্য্যন্ত সকল সমেত গেলেন সেখানে পঁহুছিয়া সিফাহীরা তিনবার বন্দুক ছাড়িল ও তাঁহার বয়ঃক্রম বৎসরানুসারে ২৯ তোপ হইল পরে তাঁহারদের বংশমর্য্যাদানুসারে তাঁহাকে সেইখানে কবর দিয়া সকলে স্ব২ স্থানে গমন করিলেন।

(৫ জানুয়ারি ১৮২২। ২৩ পৌষ ১২২৮)

প্রশংসা পত্র॥—সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈড ইষ্ট সাহেব ইংগ্লণ্ডে যাইতেছেন তিনি এতদ্দেশীয় অনেক লোকের অনেক মত উপকার করিয়াছেন অতএব তাঁহার তুষ্টির বিবেচনা কারণ মোং কলিকাতার টৌনহালে ২১ দিসেম্বর শুক্রবারে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন তাহাতে সেই সভার মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে অদ্যকার সভার প্রধান শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ইহাতে সভাস্থ সকলেই অনুমতি করিলেন। পরে তাঁহারা চান্দা করিয়া টাকার বিলি করিলেন যে সে টাকার দ্বারা শ্রীযুত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হয়। এবং তাঁহাকে শুনাইবার কারণ তাঁহার এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু বিষ্ণুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র দস্তখত করিলেন।

(১৯ জানুয়ারি ১৮২২। ৭ মাঘ ১২২৮)

প্রশংসা পত্র॥—কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান্ লোকেরা শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈড ইষ্ট সাহেবকে পত্র শুনাইতে গত মঙ্গলবারে সকলে একত্র হইয়াছিলেন। এবং দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলার কিঞ্চিৎ পরে সাহেবের নিকট সুখ্যাতি পত্র দিলেন সে পত্র চর্ম্মে লিখিত চতুর্দিগে স্বর্ণ মণ্ডিত। পারসী ও বাঙ্গালা ও ইংরেজী এই তিন ভাষাতে লিখিত। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে পত্র পাঠ করিয়া শুনান কর্ত্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ক্রমে তিন ভাষাতে পাঠ করিয়া পত্র শুনাইলেন সে পত্রের বয়ান।

আমরা শুনিলাম যে আপনি আট বৎসরপর্য্যন্ত এ দেশের এই প্রধান কর্ম্ম করিয়া অতি-শীঘ্র এ দেশ ত্যাগ করিবেন ইহাতে আমরা অতিশয় খিদ্যমান হইলাম ইহাতে আপনাকে স্তব করিতে আমরা সকলে একত্র আসিয়াছি। আপনার আমলে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি এবং আপনার যথার্থ বিচারদ্বারা অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে এবং আপনি যে হিন্দু কালেজ

করিয়াছেন তদ্দারা আমারদিগের বালকেরদের অনেক উপকার হইয়াছে। এখন আমারদিগের এই প্রার্থনা যে আমারদিগের এ দেশের কারণ আপনি যে উপকার করিয়াছেন তাহার কারণ এইখানে আপনকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করি। যখন আপনি অদৃশ্য হইবেন তখন এই প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে আপনাকে স্মরণ করিব।

ইহার পরে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা এক প্রশংসা পত্র আনিয়া দিল সে পত্র এক ছাত্র শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর পাঠ করিল যে আপনার অনুগ্রহেতে আমারদিগের জ্ঞানোদয় হইতেছে এইক্ষণে আপনার গমনে আমারদিগের খেদের অনেক কারণ। যে হেতুক ভরসা করি যে আমারদিগের কালেজের বিশেষ ভাল বিবরণ ইংগ্লণ্ডে কহিবেন এবং এই প্রার্থনা যে এ কালেজের সৌষ্ঠব সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিবেন। এবং ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে পঁহুছিয়া পরমসুখে চিরকাল যাপন করুন। এই সকল শুনিয়া কহিলেন যে আমি তোমারদিগের প্রতি অতিসন্তুষ্ট আছি এবং তোমারদিগের প্রত্যেক জন আমার স্মরণে থাকিল। এইরূপে বালকেরদিগকে সম্মান করিয়া আপনি উঠিয়া আতর ও পান লইয়া তাবৎ ভাগ্যবান লোকের হস্তে দিয়া বিদায় করিলেন।

সমাচার দর্পণ প্রস্তুত হওন কালে এই প্রশংসা পত্রের বিবরণ পঁহুছিল অতএব অনবকাশ প্রযুক্ত ছাপান গেল না আগামী সপ্তাহে ছাপান যাইবে।

পুনর্ব্বার সমাচার আইল যে শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈদ ইষ্ট সাহেব ১৭ জানুআরি বৃহস্পতিবার চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহণ করিয়াছেন গঙ্গাসাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংগ্লণ্ডে যাইবেন।

(২৬ জানুয়ারি ১৮২২। ১৪ মাঘ ১২২৮)

৩ মাঘ মঙ্গলবার বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় শ্রীল শ্রীচিফ জষ্টিস প্রধান বিচারকের সুখ্যাতিপত্র প্রদান কারণ কলিকাতাস্থ এবং তন্নিকটস্থ প্রায় সমুদয় মর্য্যাদাবন্ত প্রধান হিন্দু মুসলমান বড় অদালতনামক গৃহে একত্র হইলেন। সার্দ্ধেক ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ঐ গৃহে শুভাগমন করিলেন তদনন্তর চতুরস্র স্বর্ণ চিত্রিত দৃতি নির্ম্মিত পট্টে সুলিখিত ইংরাজী বাঙ্গালা পারসী ভাষা ত্রয় সুরচিত সংকীর্ত্তি পত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্তদেব কর্তৃক পাঠানন্তর শ্রীহস্তে সমর্পিত হইল। তৎপশ্চাৎ হিন্দুকালেজসংজ্ঞক বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রবর্গ আর এক সুখ্যাতিপত্র প্রদান করিলেন তৎপরে ধর্ম্মাবতার করুণাসাগর বাষ্প গদগদস্বরে তাহার সদুত্তরামৃতাভিষিক্ত করিয়া সকল লোককে গন্ধ তাম্বূল প্রদান দ্বারা সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

শ্রীযুত চিপ জষ্টিস সাহেবের সুখ্যাতি পত্র।

মহামহিম করুণাসাগরাসদ্বিচার তিমিরহর মিহির নানাদিগ্দেশীয়াশেষশাস্ত্রবেদক সকল

দয়াধিকরণ কূটসংশয়চ্ছেদক সজ্জন মানস রঞ্জন দুষ্টাশিষ্ট দল দলন দীনগণাভিলাষপূরক শ্রীল শ্রীযুক্ত সর এদ্বর্দ হৈড ইষ্ট নাইট প্রধান বিচারক দোর্দণ্ডাখণ্ড প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেষু।

কলিকাতা নগর নিবাসি গণের নিবেদন। ধর্ম্মাবতারের শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের হিন্দুস্থান মধ্যগত শাসিত রাজ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপকোচ্চপদাভিষেকাবধি অষ্ট বর্ষপর্য্যন্ত সদ্বিচার বিস্তারানান্তর সংপ্রতি তদ্বিরতি বাঞ্ছাকরণ নিদারুণধ্বনি শ্রবণ জন্যোৎকণ্ঠিত সুবিচার পালিত প্রজাগণের প্রত্যাশা এই যে শ্রীশ্রীযুক্তের এতদ্রাজ্যে দুষ্টদমন শিষ্টপালন পূর্ব্বক ন্যায় বিতরণ প্রভুতা সংক্রান্ত দুষ্কর ব্যাপার সুগম সুধারাকরণ চমৎকার প্রকাশার্থ এবং উপকারপুঞ্জ জনিত কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্য ধন্যেতি গুণানুবাদ করণার্থ অনুমত্যনুসারে সমীপস্থ হই।

বিবিধ ব্যবহারাবলম্বি ভিন্ন২ ভাষাভাষি নানাদিগ্দেশীয় জনগণপ্রতি ন্যায় বিস্তরণে তথা হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধি বহুবিধ বিস্তৃত ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ধর্ম্মাবতারের বিচারাসনে পদার্পণ করণের পূর্ব্বে কদাচ অবধান হয় নাই তত্তদ্‌গ্রন্থের তথ্যানুসন্ধানপূর্ব্বক বৈষম্যবিধ্বংসন এবং সদ্ব্যাখ্যাকরণ জন্য ক্লেশ বাহুল্য আজ্ঞানুবর্ত্তি অস্মদাদি সর্ব্বজনের সম্যক্ সুবিদিত আছে। অপরাশ্চর্য্য এই যে এতাদৃশ বৈষম্য সমূহ কদাপি বিচারের প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই বরঞ্চ তাবদ্বক্রিম বিবাদ সংক্রান্ত বাদিপ্রতিবাদিগণ এবং ধর্ম্মাধিকরণ প্রকরণ দর্শনার্থিবর্গ শ্রীশ্রীযুত সন্নিধানহইতে গমনকালে মহাশয়ের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাতিশয় পূর্ব্বক বিবেচনাক্রমে অক্ষোভে অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত সুবোধিত সুনিশ্চিত ন্যায্যরূপে নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং এ শুভানুধ্যায়িরদিগের মনোবাঞ্ছা এই যে এতদ্দেশীয় লোকের বালকেরদিগের বিদ্যানুশীলন বৃদ্ধিকরণে ধর্ম্মাবতারের সকরুণান্তঃকরণের নিরন্তর প্রযত্নে অস্মদাদির এবং এতদ্দেশস্থ সমস্ত লোকের যাদৃশোপকার হইয়াছে তাহা সুগোচর করি। মহাশয়ের সদনুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তাহাতে ইউরোপদেশীয় বিদ্বত্তমগণের সানুকূল্য সাহায্যে জ্ঞান তপন কিরণ সঞ্চার এ প্রদেশে হইয়া এই ক্ষণে এতদ্দেশীয় বালক শিক্ষার্থ সংস্থাপিত বহুতর পাঠশালার সহকারিতার উত্তরোত্তর সমুজ্জ্বল হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে অচিরকালের বিদ্যানীতিজা সুখপ্রভা দেদীপ্যমানা হইবে। পরমেশ্বর অস্মদ্দেশের এবং অস্মদীয় সন্তানেরদিগের বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মঙ্গলোন্নতিবিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হর্ষান্বিত লীলাস্পদহইতে প্রস্থানানন্তর গম্যমানোত্তম স্থানে নিত্যারোগ্য সৌভাগ্যযুক্তে কৃতপরোপকার জনিতামোঘ ফলজন্য মহাসুখ ভোগে রাখিবেন। এই ক্ষণে আমরা সকলে মহাশয়ের শ্রীমুখ স্মরণার্থ এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া ধর্ম্মাধিকরণোন্নত স্থানে সংস্থাপনের এবং তদধোভাগে সুবিচারকারক করুণাসাগর ধর্ম্মাবতারের নিকটে বিদায় সময়ে কৃতোপকার স্মরণে অস্মদাদি সর্ব্বজনান্তঃকরণে যাদৃশ ভাবোদয় হইল তাহার বিবরণ আমারদিগের বংশ পরম্পরার জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিত করণের প্রার্থনা করি।

শাকে রামাব্ধি শৈলেন্দুমানে হ্যমূংকীর্ত্তি পত্রিকাং।
প্রালিখন্ কলিকাতাস্থাস্তেযাং স্মরণকারিকাং॥

সুখ্যাতি পত্রে স্বাক্ষরকারী ॥

হরিমোহন ঠাকুর
চন্দ্রকুমার ঠাকুর
নবকুমার ঠাকুর
দ্বারিকানাথ ঠাকুর
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপ্রসাদ ঠাকুর
কাশীকান্ত ঘোষবাল
হেরম্ব মিশ্র
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মতিলাল বাবু
তারাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কালীশঙ্কর ঘোষবাল
রামজয় তর্কালঙ্কার
রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন
বৈদ্যনাথ পণ্ডিত
লাডিলিমোহন ঠাকুর
উমানন্দ ঠাকুর
কালীকুমার ঠাকুর
প্রসন্নকুমার ঠাকুর
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বনাথ বাবু
নীলরত্ন হালদার
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী

কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
রামকান্ত চক্রবর্ত্তী
তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ
কবিচন্দ্র তর্কচূড়ামণি
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার
শিব রাও
জগন্নাথ দাস বাবু
রাজা গোপীমোহন দেব
গোপীকৃষ্ণ দেব
রাধাকান্ত দেব
সীতানাথ বসু
তারিণীচরণ মিত্র
মদনমোহন বসু
রামকমল সেন
মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর
ভুবনমোহন দেব
মহেন্দ্রনারায়ণ দেব
গঙ্গানারায়ণ দাস
ভগবতীচরণ মিত্র
রাধাকৃষ্ণ মিত্র
জগমোহন বসু
রামদুলাল দে
রসময় দত্ত
গুরুপ্রসাদ বসু
রামকৃষ্ণ দে
তারাচাঁদ বসু
চন্দ্রশেখর মিত্র
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র
বিশ্বনাথ রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত

চৈতন্যচরণ শেঠ
কৃষ্ণপ্রসাদ শেঠ
মদনমোহন শেঠ
প্রাণকৃষ্ণ শেঠ
রামগোপাল মল্লিক
মহারাজ রামচন্দ্র রায়
রূপচরণ রায়
রঘুনাথ চন্দ্র
কৃষ্ণমোহন দত্ত
গোলকচন্দ্র দাস
চন্দ্রশেখর দাস
বিষ্ণুলাল চৌবে
৺উদয়করণ দাস শাহা
লালা খোসালচন্দ্র
প্রাণভূষণ দাস। ইত্যাদি মহাজনবর্গ
নবকৃষ্ণ সিংহ
নীলমণি দত্ত
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস
রামচন্দ্র বিশ্বাস
নীলমণি দে
পীতাম্বর ঘোষ

ভোলানাথ মিত্র
রামচন্দ্র ঘোষ
নীলকমল মজুমদার
বৈষ্ণবদাস মল্লিক
কৃষ্ণচন্দ্র রায়
রাজনারায়ণ সেন
স্বরূপচন্দ্র দে
মদনমোহন মল্লিক
হলধর দে
মৌলবি আবদোল হামিদ
মৌলবি দোরবেশালি
সেখ আবদোল্লা
সৈয়দ দেলেরআলি আলি আকবর
মৌলবি মহম্মদ মোরাদ
মৌলবি মহম্মদ রাশদ
সেখ গোলাম হোসেন
মির বন্দেআলি খাঁ
শেরাজুদ্দীন আলী খাঁ
এফ পরেরা
জান হেন্‌রি

বহু স্বাক্ষর করণার্থী স্থানাভাবে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই।

(১২ জানুয়ারি ১৮২২। ৩০ পৌষ ১২২৮)

গত পরীক্ষা॥—কলিকাতার শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসুর বিষয় ২৯ দিসেম্বরের সমাচার দর্পণে ছাপান গিয়াছে এই ক্ষণে জানা গেল যে সেই পরীক্ষার সুখ্যাতিদ্বারা শ্রীযুত মেকিণ্টস্ ফুলণ্টন কোম্পানীর বাটীতে শ্রীযুত কালডর সাহেব তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া ৫ জানুআরিতে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮)

মরণ॥—২৫ পৌষ সোমবার ৭ জানুআরি মহিষাদলের জমীদার জগন্নাথ গর্গ লোকান্তর গত হইয়াছেন তাঁহার শ্রাদ্ধ ৫ মাঘ বৃহস্পতিবার সমারোহ পূর্ব্বক হইয়াছে।

(১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯)

মৃত্যু ॥—গত ২৩ বৈশাখ শনিবারে টাকী গ্রামের বাবু গোপীনাথ মুন্সীর মোং বরাহনগরে পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে ইহাতে ছোট বড় তাবৎ লোক খেদিত যেহেতুক ভাগ্যবানের সন্তান অল্পবয়সে অধিক গুণশালী হইয়াছিলেন বিশেষতো মিষ্টভাষী ও উদ্দাম দাতা ও ধার্ম্মিক ও বিষয় কর্ম্মে নিপুণ এতাবান গুন একাধারে ছিল।

(১৫ জুন ১৮২২। ২ আষাঢ় ১২২৯)

প্রতিমূর্ত্তি ॥—শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব অনেক কালাবধি মোং কলিকাতার সদরদেওয়ানি অদালতের প্রধান বিচারকর্ত্তা ছিলেন এবং সে কর্ম্মে তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র আছে। সম্প্রতি সদরদেওয়ানি অদালতের উকীল শ্রীযুত মুন্সী আমিন উদ্দীন অহম্মদ ও শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ সিংহ ও অন্য২ উকীলেরা চাঁদা করিয়া পাঁচ হাজার টাকা জমা করিয়া শ্রীযুত চেনরি সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত হারিস্তন সাহেবের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সদরদেওয়ানি অদালতে রাখিয়াছে।

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫)

হারিণ্টন সাহেব।—শেষজাহাজদ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে ৯ এপ্রিল তারিখে হারিণ্টন সাহেব ইংগ্লণ্ডদেশে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

হারিণ্টন সাহেব ৪০ বৎসরের অধিক কাল কোম্পানির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এ দেশে তাঁহার আগমনাবধি তিনি আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নানা ক্ষুদ্র২ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ পূর্ব্বক শেষে সদরদেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত হন সদর দেওয়ানী আদালত নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করণে এ দেশে যেরূপ সুখ্যাতিপ্রাপ্ত হন তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং এমত কোন লোক নাই যে হারিণ্টন সাহেবের নাম না শুনিয়াছেন ও তাঁহাকে না জানেন। তিনি কোম্পানির আইনের সারসংগ্রহ করিয়া দুই কিম্বা তিন পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন এবং সে পুস্তক অদ্যাপি অতিশয় চলিত আছে।

অতিশয় শ্রমপূর্ব্বক সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে তাঁহার এই পীড়া জন্মিয়াছিল এবং আট বৎসর হইল তিনি সুস্থহওনার্থে ইংগ্লণ্ডে গমন করিয়াছিলেন আপন দেশের বায়ুতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার এ দেশে আইলেন এবং শ্রীযুত কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স সাহেবেরা তাঁহাকে কৌন্সেলে নিযুক্ত করিলেন যখন তিনি পুনর্ব্বার এ দেশে পঁহুছিলেন তখন কৌন্সেলের কোন পদ শূন্য ছিল না এইপ্রযুক্ত তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছু কালপর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন পরে কৌন্সেলের পদ শূন্য হইলে তিনি সেই পদে ভর্ত্তি হইয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিলেন পরে তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাতে তিনি চীনদেশে গমন করিলেন এবং সে দেশহইতে ইংগ্লণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু আপন দেশে পঁহুছিবামাত্র লোকান্তর গত হইয়াছেন।

(১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯)

মরণ ॥—৮ জুলাই সোমবার এগার ঘণ্টারাত্রি সময় তামস ফেনশ মিডিলটন্ কলিকাতার লার্ড বিসোপ সাহেব লোকান্তরগত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তিপ্পান্ন বৎসর ছয় মাস। তাঁহার মৃত শরীর বৃহস্পতিবার বৈকালে ছয় ঘণ্টার সময় তাঁহার নিবাসস্থান চৌরঙ্গীহইতে আনিয়া টাকশালের সম্মুখস্থ প্রধান গ্রিজাবাটীতে প্রধান স্থানে তাঁহার কবর হইয়াছে। এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে তাঁহার সম্ভ্রমার্থে কবরের সময় শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের চাকর সম্পর্কীয় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় লোক সেখানে হাজির হইবেন।

(২০ জুলাই ১৮২২। ৬ শ্রাবণ ১২২৯)

মরণ।—গত সোমবার ১৫ জুলাই মোং বালিতে বাবু কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোকগামী হইয়াছেন তিনি শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের পারসী দপ্তরের প্রধান মুন্সী ছিলেন তিনি এই দপ্তরে সন ১৭৯৩ শালে মকরর হন তদবধি শেষ দিনপর্য্যন্ত ঐ দপ্তরে অতিসম্ভ্রমরূপে ও অতিযথার্থরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহার এই গুণে কেবল তাহার মুনীবেরা সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নয় কিন্তু ঐ দপ্তরের তাবৎ লোকের সহিত সৌহৃদ্যপূর্ব্বক এতকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ দপ্তরের সকল লোক তাহার কারণ অত্যন্ত খেদ করিতেছে বিশেষতঃ তিনি ১৩ জুলাই শনিবার দপ্তরখানা হইতে মোং বালিতে আইলেন পরে সোমবারে তাঁহার পরলোক হইল।

(৩ আগষ্ট ১৮২২। ২০ শ্রাবণ ১২২৯)

মরণ ॥—১৮২২ সালের ৫ জুলাই তারিখে মোকাম ঢাকার বড় নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুরের উদরাময় সঞ্চার হইয়াছিল এবং ২২ জুলাই প্রাতঃকালে সাত ঘণ্টার সময়ে তিনি ঐ রোগে লোকান্তরগত হইয়াছেন। ঐ তারিখে বৈকাল বেলা তাঁহার কবর হইয়াছে তাঁহার কবর দেওনের কালে ন্যূনাতিরেক লক্ষ লোক সঙ্গে গিয়াছিল এবং কোম্পানি সম্পর্কীয় ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকেরা আপনারদের সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন ও আর২ সাহেব লোকেরাও ঐ সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং ঐ নবাব সাহেবের সম্ভ্রমার্থে কোম্পানির সিফাহীরা তাঁহার কবরের নিকটে তিনবার ফএর করিল।…

(১৯ অক্টোবর ১৮২২। ৪ কার্ত্তিক ১২২৯)

মরণ ॥—দিনামার কোম্পানির সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর বিকেডী সাহেব শহর শ্রীরামপুরে ১২ আক্টোবর শনিবার রাত্রিতে লোকান্তরগত হইয়াছেন। পর দিন ১৩ আক্টোবর রবিবার বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শ্রীরামপুরে তাহার কবর হইয়াছে।…এই মেজর সাহেবের পরলোক হওয়াতে অনেক লোক শোকান্বিত হইয়াছে যেহেতুক ইনি অতিবড় বিদ্বান ও অত্যন্ত দয়ালু ও অতিশয় পরোপকারী ছিলেন।

(২ নভেম্বর ১৮২২ । ১৮ কার্ত্তিক ১২২৯)

মৃত্যু ।—কলিকাতার পশ্চিম আঁদুল গ্রাম নিবাসি রামসেবক মল্লিকের ভ্রাতৃ পুত্র কাশীনাথ মল্লিক কলিকাতার বাসাবাটীতে ওলাউঠা রোগে ১১ কার্ত্তিক শনিবার পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর হইবেক। ইনি শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের কলিকাতার বিষয় কর্ম্মের মোক্তিয়ার ছিলেন। আর শুনিতে পাই যে ইনি বিষয় চতুর মনুষ্য ছিলেন।

(৩০ নভেম্বর ১৮২২ । ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

মরণ।—১৬ নবেম্বর শনিবার মোং কলিকাতার ভবানীপুরের হরমোহন বাবুর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি নল দময়ন্তী যাত্রাতে নল রাজা সাজিতেন তৎপ্রযুক্ত সকলেই তাহাকে নল রাজা করিয়া কহিত তাহার মত সুন্দর পুরুষ অন্বেষণ করিলে অধিক পাওয়া যায় না তাহার মরণে অনেক লোক বিষাদিত হইয়াছে।

(২১ ডিসেম্বর ১৮২২ । ৭ পৌষ ১২২৯)

শ্রীশ্রীযুত মারকিস আফ হেষ্টিংস।—গত ১৬ দিসেম্বর সোমবার কলিকাতার সাহেব লোক টৌনহালে সকলে একত্র হইয়াছিলেন তখন শ্রীযুত লেষ্টর সাহেব তাহারদের মধ্যে বন্দোবস্তকারক স্থির গেলেন তিনি সে সভাস্থ সাহেব লোকেরদিগকে বলিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি করিতে যে আমরা সচেষ্ট ছিলাম তাহাতে শ্রীশ্রীযুত সম্মত হইলেন না। যেহেতুক তাহাতে লোকেরদের অধিক ব্যয় হইবেক। অতএব সে কথা শুনিয়া সে সভাস্থ সাহেব লোক নিয়ম করিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের এক ছবি ও টৌনহালস্থিত লার্ড কর্ণেলিয়সের প্রতিমূর্ত্তির মত প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি করিয়া টৌনহালে স্থাপিত করা যাউক। এবং আরো নিরূপণ করিলেন যে আটার জন সাহেব লোক শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গিয়া এইং বিষয় তাহার আজ্ঞা লইবেন। অতএব ঐ সাহেব লোক সেখানে গিয়া সে বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

গবর্ণরমেন্ত গেজেট হইতে এই সমাচার লওয়া গেল যে শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বহাদর ও শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণসখা ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণব দাস মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু লাডলী মোহন ঠাকুর ইঁহারা কলিকাতার সরীফ শ্রীযুত কালডর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা কলিকাতার মধ্যে এক সভা করেন ও ঐ সভাতে শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসা পত্র প্রস্তুত করা যায় তাহাতে কালডর সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে ঐ সভা ২১ দিসেম্বরে শনিবারে টৌনহালে হইবেক।...

(২৮ ডিসেম্বর ১৮২২ । ১৪ পৌষ ১২২৯)

প্রশংসাপত্র ॥—গত ২১ দিসেম্বর শনিবার শ্রীশ্রীযুত মারকিস আফ হেষ্টিংস বহাদরের বিদায় ও সুখ্যাতিপত্র বিবেচনা করিতে কলিকাতাবাসি বাঙ্গালি ভাগ্যবান্ একত্র হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত সরীফ কালডর সাহেব তৎ সভা হওনের কারণ সকলকে জ্ঞাত করিলেন।

তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন নিবেদন করিলেন যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ চৌকিতে বসুন।

পরে তিঁনি চৌকিতে বসিয়া ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাতে ঐ সভা সমক্ষে নিবেদন করিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের বিদায় ও প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করণার্থে সভা একত্র হইয়াছেন এবং আরো কহিলেন যে এতাদৃশ দয়াশীল ও জ্ঞানী শ্রীশ্রীযুত আমারদের এখানহইতে প্রস্থানোন্মুখ হইয়াছেন এ অস্মদাদির অতিশয় খেদের বিষয় অতএব তাঁহার শুভ প্রস্থান কালে আমরা যে তাঁহার বিদায় ও প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করি সে আমারদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার পর শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর পূর্ব্ব প্রস্তুত ইংরেজী ও বাঙ্গালি ও পারসী ভাষাতে লিখিত প্রশংসাপত্র ঐ সভার সম্মুখে পাঠ করিলেন পরে তৎসভাসদ সকলে সে পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া কহিলেন যে এই পত্র অত্যুত্তম ও অত্যুপযুক্ত কিন্তু ইহার মধ্যে অন্য দুই এক কথা বিন্যাস করিলে আরো উত্তম হয় অতএব নিবেদন করি যে এই সভা এক সম্প্রদায়রূপে মিলিত হইয়া এই পত্রে যেখানে যে কথা বিন্যাস করিলে উপযুক্ত হয় তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক বিন্যাস করেন ইহা কর্ত্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে এই পত্রে এই সভ্যেরা স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব আমরা যে সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এই পত্র অন্য মত করি ইহা অকর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ দেব কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে ছাপার প্রেষ করিতে অনুমতি করিয়াছেন ইহাতে এতদ্দেশের মহোপকার জন্মিয়াছে এতদ্বিষয়ক কোন কথা ঐ পত্রে অর্পণ কর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবও ঐ কথার অনুবাদ করিলেন ও ঐ পত্রের মধ্যে আর এই কথা বিন্যাস করিতে চাহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত অস্মদাদির ধর্ম্ম-দ্বেষ করিলেন না ও সহমরণের কোন বাধা জন্মাইলেন না এই বিষয়ে আমরা যে তাঁহার প্রশংসা করি সেও অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীযুত রামকমল সেনও সেই কথাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তৎ কথার প্রামাণ্যের জন্যে যখন সভার সম্মুখে কহা গেল তখন প্রায় সকলেই স্বস্ব সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্ব্বার উঠিয়া সভার প্রতি কহিতে লাগিলেন যে আমি বাসনা করি যে আমারদের প্রিয় শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের প্রশংসার নিমিত্ত কোন বহু কালস্থায়ী নিদর্শন স্থাপিত করা যায় তাহাতে এই নিবেদন করি যে চান্দপালের ঘাটে অতিমনোহর এক খীলান গ্রন্থন হয় ও তাহার উপরে শ্রীশ্রীযুতের মূর্ত্তি থাকে ও দুই পার্শ্বের থামে তাঁহার প্রশংসাপত্র খুদিয়া রাখা যায়।

এই কথা শুনিয়া সভার মধ্যে কেহ২ অধিক সাধুবাদ করিলেন কিন্তু সকলের অভিপ্রেত না হওয়াতে সে বিষয় স্থির হইল না।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর নিবেদন করিলেন যে এই সভা করণের কারণ উপকার স্বীকার শ্রীযুত সরীফ সাহেবের প্রতি হউক তাহা হইল।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন নিবেদন করিলেন যে এই সভাকর্ম্মসম্পাদনের উপকার স্বীকার শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রতি হউক তাহা হইল।

এই সভাতে কলিকাতার মধ্যে সকলহইতে ভাগ্যবান্ ত্রিশ চল্লিশ জন ছিলেন। এই সভার কর্ম্মেতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইলেন।

ঐ সকল কথা ২০ দিসেম্বরের কলিকাতার জরনেলহইতে আমরা লইলাম কিন্তু পরদিনকার জরনেলে ঐ বিষয় এমত ছাপিয়াছে যে কোন ভাগ্যবান বাঙ্গালিহইতে এই সমাচার পাওয়া গেল যে এতদ্দেশীয়েরদের ছাপা যন্ত্র করণে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতিপ্রযুক্ত প্রশংসাপত্রে তাঁহার স্তব করার কল্প হইয়াছিল তাহাতে কাহারো অনভিপ্রায়হেতুক সে কথা দেওয়া যায় নাই। এবং শ্রীশ্রীযুত জীবৎ স্ত্রী দাহের বাধা যে না জন্মাইয়াছেন তদ্বিষয়ে তাঁহার সুখ্যাতি লিখন স্থির হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কহিলেন যে এই ক্রিয়া আমারদের দেশের নিন্দনীয়া অতএব সে কথা ইহাতে বিন্যাস করা কর্ত্তব্য নহে এই নিমিত্তে ঐ সভা শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসা পত্রে এতাবন্মাত্র লিখিলেন যে শ্রীশ্রীযুত আমারদের ধর্ম্মদ্বেষ করিলেন না এই সামান্যতো লিখিলেন কিন্তু বিশেষ২ করিয়া কিছু লিখিলেন না। এইরূপ কলিকাতার জরনেলে ছাপা গিয়াছে।

আর এক বিষয় তৎসময়ে স্থির হইল যে অন্য এক সংপ্রদায় নিযুক্ত হইবেন ও তাঁহারা গবর্ণরমেন্ত পারসীয় সেক্রটারির নিকটে গিয়া নিশ্চয় করিবেন যে শ্রীশ্রীযুত আমারদের এই পত্র কোন দিন শুনিতে ইচ্ছা করেন। সে সংপ্রদায় এই শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ ঘোষাল।

(১ মার্চ ১৮২৩। ১৯ ফাল্গুন ১২২৯)

মরণ ॥—১৮ ফেব্রুআরি মঙ্গলবার কলিকাতার বহুবাজারে বিবী জোহানা বটেলো এক শত বিশ বৎসরবয়স্কা হইয়া পরলোকগামিনী হইয়াছেন যে কালে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপরে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন তখন এই বিবী আপন সন্তানেরদিগকে লইয়া মোং বজবজিয়ায় কোম্পানির কিল্লাতে পলাইয়াছিলেন এবং যাবৎপর্য্যন্ত কলিকাতার পুরাণা কুঠিতে সাহেব লোক স্থির হইয়া না বসিলেন তাবৎ সেইখানে বাস করিয়াছিলেন।

(৭ জুন ১৮২৩ । ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০)

মৃত্যু ॥—কলিকাতার জোড়াবাগানের বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় আশী বৎসর হইয়াছিল এবং ইনি একচল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে শ্রীযুত পামর কোম্পানির কুটীতে কর্ম্ম করিয়াছেন। এবং যত দিন পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহার মধ্যে তাহার নায ও সংভ্রম ও বিশ্বাসের হানি কখনও হয় নাই। এবং তিনি চালাক ও প্রজ্ঞ ও নম্রশীল ছিলেন অতএব তাঁহার মরণে অনেকের খেদ হইয়াছে।

(৭ জুন ১৮২৩ । ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০)

বাগবাজারনিবাসি হরিশ্চন্দ্র মিত্র জমিদার মরিয়াছেন তাঁহার টর্নি বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত রাজচন্দ্র মিত্র হইয়াছেন।

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৩ । ২৯ ভাদ্র ১২৩০)

মরণ ॥—শহর কলিকাতার যোড়াবাগাননিবাসি মথুরামোহন সেনের পুত্র রূপনারায়ণ সেন অষ্টম দিবস বিকারপ্রাপ্ত জ্বরভুক্ত হইয়া সন ১২৩০ শালের ২১ ভাদ্র শুক্রবার পরলোকগামী হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল ইহার মরণে অনেকে খেদিত আছেন।

(৪ অক্টোবর ১৮২৩ । ১৯ আশ্বিন ১২৩০)

বড় খানা।—বড় অদালতের কৌঁশিলি শ্রীযুত ফারগিসন সাহেব অতিত্বরায় বিলাত গমন করিবেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার প্রীত্যর্থে শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক আপন বাটীতে ফারগিসন সাহেবকে এবং উভয়ের আত্মীয় শ্রীযুত পেম্বরটন ও শ্রীযুত টরটন ও শ্রীযুত হুইটলি ও শ্রীযুত ওডৌডা সাহেব প্রভৃতি কএক জন বড় অদালতের কৌঁশিলি এবং শ্রীযুত ইস্‌মণ্ট সাহেব প্রভৃতি কএক জন উকিল সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি উপাদেয় চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য ও নানাপ্রকার পেয় দ্রব্যের বড় খানা দিয়াছেন। সাহেব লোক খানা খাইয়া মহানন্দে আনন্দিত হইয়া গান এবং উৎসাহজনক ধ্বনি করিলেন এবং কএক বার করতালি দিলেন পরে মেং ফারগিসন সাহেব বাবুর গুণ বর্ণন করিয়া অনেক বক্তৃতা করিলেন পরে খানাঘরহইতে সাহেবেরা নাচ ঘরে গিয়া অপূর্ব্ব২ নর্ত্তকীর নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণানন্তর সকলে স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।...

আমার বোধ হয় যে শ্রীযুত ফারগিসন সাহেবের প্রীত্যর্থে অনেকেই খানা দিতে পারেন যেহেতু ইহার বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা ধার্ম্মিকতা দয়াশীলতা ক্ষমতা বক্তৃতা পরোপকারিতা অনেকে বিশেষরূপে বিদিত আছেন এবং অনেক দীন দরিদ্র লোক উপকারদ্বারা নিতান্ত বাধিত আছে অতএব এমত লোকের যাহাতে প্রীতি জন্মে তাহা তাঁহার ভাগ্যবান আত্মীয়েরা অবশ্য করিবেন।

(৩১ জানুয়ারি ১৮২৪ । ১৯ মাঘ ১২৩০)

শ্রীযুত ফারগীসন সাহেবের ইউরোপ প্রস্থান।—২৪ জানুআরি ১২ মাঘ শ্রীযুত ফারগীসন সাহেব অদালতের ঘরে গিয়া তৎসম্পর্কীয় সাহেব লোকের ও অন্য২ সাহেব লোকেরদের সহিত ও এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র লোকের সহিত বহুবিধ শিষ্টাচার করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

(২৯ নভেম্বর ১৮২৩ । ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেবের উদ্যান দর্শন ॥—৮ আগ্রহায়ণ শনিবার শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের গুপ্ত বৃন্দাবননামক উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন তাহার স্থূল বিবরণ।

দিবা দুই প্রহর পাচ ঘণ্টার সময় সাহেব বিবি সাহেবের সহিত উদ্যানে উপস্থিত হইলেন তৎকালে বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু লাড়লিমোহন ঠাকুর পুত্র পৌত্র ভ্রাতৃপুত্র দৌহিত্র বন্ধু বান্ধব ভৃত্য বর্গে বেষ্টিত হইয়া সাহেবের আগ বাড়ান হইলেন। লার্ড সাহেব বাবুর সহিত এবং পাত্র বিশেষের সহিত সেকহেণ্ড অর্থাৎ হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক সম্মান প্রদান করিলেন। পরে বিবি সাহেবকে এক তামজানের উপর আরোহণ করাইয়া বাবুরা উভয় পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করত নানাশ্চর্য্য দর্শন করাইতে লাগিলেন।

প্রথম মৎস্য ক্রীড়া তৎপরে জলের ফোয়ারা অনন্তর দোলনপ্রভৃতি দেখিতে২ রাত্রি হইল তথাচ বাবু ও সাহেব বিবির আনন্দ বৃদ্ধি করণ হেতুক লণ্ঠনের আলোকদ্বারা গোশালা ও অন্তঃপুরের পুষ্করিণী এবং পরিবারেরদিগের বাস স্থানপ্রভৃতি দেখাইলেন অপরঞ্চ তাঁহারা গৃহে গমনোদ্যত হওন সময়ে আতর গোলাব ও অতিউত্তম গোলাব পুষ্পের তোররা এক খুঞ্চা ভরিয়া বিবি সাহেবের সম্মুখে রাখিলেন সাহেবেরা বাবুর সন্তোষ হেতুক তাহা গ্রহণপূর্ব্বক মহা আহ্লাদিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

(৬ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

ইশতেহার।—শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সকলকে জানাইতেছেন যে তিনি বহুকালাবধি মোং কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী ছিলেন সে বাটী কোন কাজিয়াতে ছাড়া হইয়াছে মোকদ্দমা সুপ্রীম-কোর্টে আছে সময়ানুসারে হইবেক। এইক্ষণে সন ১২২৭ শাল অবধি মোং কলিকাতা জোড়াসাঁকো চাসাধোপা পাড়ার ৩৬ নম্বরের বাটী খরিদ করিয়া সপরিবারে বসতি করিতেছেন ইহা সকলকে বিজ্ঞাপন কারণ জানাইতেছেন। আর কিঞ্চিৎ বাসনা এই যে বহুকাল অর্থাৎ সতর আটার বৎসর যশোহর জিলার হাজরাপুর মোতালকে নীলের কুঠীতে মেং ইংলাস এনকো সাহেবের সরকারে প্রসিদ্ধরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন সে দেশ গঙ্গাহীন তৎপ্রযুক্ত এই ক্ষণে বাসনা যে যদি শহরে কেহ উপযুক্ত উপলক্ষ্য দিয়া রাখেন তবে তাহার পুণ্য প্রতিষ্ঠার সীমা নাই ইতি।

(৬ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

শ্রীযুত রাজা গৌরবল্লভ রায়ের মোকদ্দমার জয়॥—মহারাজ রাজবল্লভ রায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের পোষ্য পুত্র লইবার জন্য অনুমতি ছিল। পরে সেই অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত রাজা গৌরবল্লভ রায় রাজা মুকুন্দবল্লভ রায়ের রাণীর পোষ্য পুত্র হয়েন। তাহাতে ঐ মহারাজের ভাগিনেয় শ্রীযুত জগন্নাথ প্রসাদ বাবু ঐ পোষ্য পুত্র অন্যথা করিবার মানসে অদালতে মোকদ্দমা করিয়া শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারদিগের নিকট দুইবার মহারাজের অনুমতি ছিল না এমত সপ্রমাণ করাতে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারা শ্রীযুত জগন্নাথ প্রসাদ বাবুকে বিভবাধিকারী করিয়া এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যৎ যদ্যপি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইয়া নালিস করে তবে পুনর্ব্বার তাহার নালিস গ্রাহ্য করা যাইবেক। ইহাতে সংপ্রতি ঐ পোষ্য পুত্র বিভবপ্রাপ্তি জন্য সুপ্রীম-কোর্টে নালিস করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপ্রভৃতি অনেকের প্রমাণ এবং অন্যান্য নিদর্শন পাওয়াতে তিনি যথার্থ পোষ্য পুত্র ও মৃত রাজার উত্তরাধিকারী এমত বোধ হইয়াছে।

(২০ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ৬ পৌষ ১২৩০)

মেং য়্যারনট সাহেবের ইউরোপ প্রেরণ।—২২ দিসেম্বর তারিখের হরকরা পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতা জরনেল কাগজের এক অংশী বা লেখক মেং য়্যারনট সাহেব কলিকাতা-হইতে মোং চন্দননগরে গিয়া তাঁহার আত্মীয় কাং কামনর সাহেবের সহিত কিছুকাল ছিলেন গত ১০ দিসেম্বর বুধবারে প্রবল আজ্ঞার দ্বারা পুলিসের এক বিজ্ঞ মাজিস্ত্রিট শ্রীযুত পাটন সাহেব পুলিসের তরফ হামরাও লোক সঙ্গে লইয়া তথায় মেং য়্যারনট সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা আনিয়া ঐ দিবসেই শ্রীযুত অনরবল কোম্পানির ফেমনামক জাহাজদ্বারা স্বজন্মভূমি প্রেরণ করিয়াছেন।

(৬ মার্চ ১৮২৪ । ২৪ ফাল্গুন ১২৩০)

মৃত্যু।—সংপ্রতি বেলগড়ে মালিপোতানিবাসি জিলা ঢাকার আপিলের পণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয় সাংঘাতিক জ্বর উপসর্গে কর্ম্মস্থলে থাকিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মহাশয় অনেক বিষয়ে অতিনিপুণ ছিলেন এবং বহু দিবসাবধি এই প্রধান কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহাতে কখন কোন অংশে ত্রুটি পাওয়া যায় নাই।

(২৭ মার্চ ১৮২৪ । ১৬ চৈত্র ১২৩০)

খানা।—১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বৈকালে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক কলিকাতার বড়-বাজারের বাটীতে অনেক সাহেব লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাপ্রকার উত্তম২ দ্রব্য ভোজন পান করাইয়াছেন ও ভোজনান্তে উত্তম বাইয়ের নাচ দেখাইয়া বাদশাহী ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণ করাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

(১ মে ১৮২৪ । ২০ বৈশাখ ১২৩১)

সভা।—২১ এপ্রিল বুধবার রাত্রিতে শ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের বাটিতে সভা হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল ও শ্রীমতী লেডি আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী লেডি পুলর ও শ্রীযুত চিপজুষ্টীস সাহেব প্রভৃতি কলিকাতাস্থ প্রায় যাবদীয় উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবলোক এবং মহামহিমানিতা বিবি লোক গিয়াছিলেন সকলের আগমনানন্তর অপূর্ব্ব গান বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল ও অনেক সাহেব লোক ও বিবি লোক ঐ বাদ্যোদ্যমে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু লালচাঁদ বসু ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বিশ্বম্ভর পানি প্রভৃতিও ঐ সভারোহণে নিমন্ত্রিত হইয়া নির্ণীত সময়ে গিয়াছিলেন। শ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব এবং তাঁহার লেডি বাবুরদিগের আগমন সময়ে মহাহর্ষে অভ্যর্থনা করিলেন বাবুরা সাহেবের বিশেষ সমাদরে বাধিত হইয়া বহুকালপর্য্যন্ত সে স্থানে থাকিয়া নৃত্যাদি দর্শন শ্রবণ করিলেন অনন্তর ইহারদিগের বিদায়কালীন শ্রীযুত লার্ড বিসোপ এবং লেডি উভয়ে আসিয়া বাবুরদিগের প্রত্যেকে আতর ও গোলাপ ও পানের খিলি প্রদানপূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন।

(২ অক্টোবর ১৮২৪ । ১৮ আশ্বিন ১২৩১)

মৃত্যু।—২৫ সেপ্তম্বর শনিবার প্রাতে জোজেফ বেরাটো সাহেব পরলোকগত হইয়াছেন তাহাতে ২৬ সেপ্তম্বর রবিবার প্রাতে রোমাণকাতোলিক চর্চ অর্থাৎ পোর্ত্তুগীশীয় গির্জায় তাঁহার গোর হইয়াছে। তৎকালে সমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক অনেক ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোক ও নানাদেশীয় খৃষ্টীয়ানেরদিগের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল তৎপ্রযুক্ত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে অনেকের সমাগম হইয়াছিল।

এই সাহেবের মৃত্যুতে কলিকাতানিবাসি যে সকল লোক তাঁহাকে জ্ঞাত আছেন তাঁহারা সকলেই মহাখেদিত হইয়াছেন এবং আমরা মনে করি যে এই সমাচার সর্ব্বত্র প্রচার হইলে অনেকেই খেদিত হইবেন যেহেতুক ইনি অতিধনাঢ্য এবং পরোপকারী ও সুশীল ও নিরহঙ্কার মনুষ্য ছিলেন।

(২৩ অক্টোবর ১৮২৪ । ৮ কার্ত্তিক ১২৩১)

টর্ণি।—···যোড়াসাঁকোনিবাসি প্রাণকৃষ্ণ সিংহ মরিয়াছেন তাহার টর্ণি ঐ স্থাননিবাসি শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ সিংহ হইয়াছেন।

(২৮ মে ১৮২৫ । ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

আশ্চর্য্য মৃত্যু—ভাজনঘাটনিবাসি জনমেজয় রায়নামক এক জন বৈদ্য শ্রীরামপুরের

ছাপাখানায়,অনেক দিবসাবধি প্রধানপদে নিযুক্ত ছিলেন।···গত রবিবার···প্রাণবায়ু শরীর ত্যাগ করিল। ইহার বয়ঃক্রম অনুমান আটাইশ বৎসর হইয়াছিল।

(১৬ জুলাই ১৮২৫ । ২ শ্রাবণ ১২৩২)

শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর বহাদর ॥—কাশীতে শ্রীশ্রীযুতের প্রতিনিধি শ্রীযুত ব্রুক সাহেব ইংগ্লণ্ডীয় রাজানুমত্যনুসারে গত ১১ মার্চ তারিখে কাশীধামে রাজদরবারে বসিয়া শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালকে রাজা ও বহাদর আখ্যা দিয়াছেন এবং সাত পার্চ্চার খেলাৎ ও এক জিগা ও এক শিরপেচ ও এক ছড়া মুক্তার হার ও ঝালর দেওয়া একখান পালকী দিয়াছেন।

(২৭ জানুয়ারি ১৮২৭ । ১৫ মাঘ ১২৩৩)

দরবার।—১৮ জানুআরি বৃহস্পতিবার দিবা এগার ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে এক দরবার করিয়াছিলেন তাহাতে এই২ লোকেরা আসিয়া খেলাৎ পাইয়াছেন।······

দেওয়ান গোবর্দ্ধন মিত্র ত্রিপুরার রাজা কাশীচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তিহেতুক এক যোড়া শাল ও এক গোসবারা পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার মৃত রাজার উকীল রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় আপনপ্রভুর মরণহেতুক এক যোড়া শাল পাইয়াছেন।

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের পুত্র সীতাচরণ ঘোষাল শ্রীশ্রীযুতের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করণ-হেতুক পাঁচ পার্চার খেলাৎ ও এক সরপেচ পাইয়াছেন।···

(৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫ । ১৮ পৌষ ১২৩২)

দরবার ॥—গত ২৪ ডিসেম্বর ১৮২৫ শাল বাঙ্গালা সন ১২৩২ শাল ১১ পৌষ শনিবার বেলা দশ ঘণ্টার সময় গবর্ণরমেণ্ট হৌসে অর্থাৎ বড়সাহেবের বাটীতে দরবার হইয়াছিল তাহাতে এপ্রদেশস্থ অর্থাৎ সুবেবাঙ্গালা বেহার উড়িস্যার প্রায় যাবদীয় সম্ভ্রান্তলোক বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত মহারাজরাজচক্রবর্ত্তি ইংগ্লণ্ডীয় বাহাদুরের অধীন যাঁহারা তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ২ স্বয়ং কাহার বা প্রতিনিধি অর্থাৎ উকীল শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর্ জেনেরাল বাহাদুরের নিকট হাজির হইয়া-ছিলেন তন্মধ্যে যাঁহারদিগকে খেলাৎ হইয়াছে তাঁহারদিগের নাম এবং কি খেলাৎ হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কলিকাতাস্থ মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরকে সাত পারচার খেলাৎ মুক্তার মালা ও সরপেচ ও কলগা সেপরসমসের দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিশেষ সম্ভ্রম করিয়াছেন যেহেতুক তিনি লোকোপকারার্থে অনেক দানাদি করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি যে মহারাজ সংপ্রতি এইরূপে

এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিদ্যাপ্রচারক কমিটিকে দান করিয়াছেন এবং ত্রিশ হাজার টাকা নেটিব হাঁসপাতালের ব্যয়ের কারণ দান করিয়াছেন।...

পূর্ব্বোক্ত মহারাজের পৌত্র রাজা রামচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীযুত কুঙর রাজনারায়ণ রায় ৬ পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগা মুক্তার মালা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার শ্যামবাজারনিবাসি শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ৬ ছয় পারচার খেলাৎ এক সরপেচ সহিত সম্মানিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিক ৬ ছয় পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগায় সমাদৃত হন।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬)

রাজা বৈদ্যনাথ রায়।—গত সপ্তাহে আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি যে গত ফেব্রুআরি মাসে বিংশতি হাজার টাকার এক কোম্পানির নোট কৃত্রিমকরণ এবং কৃত্রিম জানিয়া তাহা চালায়নের বিষয়ে যে নালিশ হইয়াছিল সেই নালিশেতে জূরীর সাহেবেরা রাজাকে নির্দ্দোষী করিয়াছেন।

(২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

দরবার।—গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইং ১৯ মে বাং ৭ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে সাত ঘণ্টার সময় কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের ঘরে দরবারে যেং লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এবং শ্রীশ্রীযুতকর্ত্তৃক কে কি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও প্রকাশ করা যাইতেছে...।

ইহারদের মধ্যে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরকর্ত্তৃক যিনি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লিখা যাইতেছে...

রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এইং পাইয়াছেন।

সাত পার্চার খেলাৎ
এক জিগার ও সরপেচ।
একছড়া মুক্তার মালা।
এবং ঢাল তলবার।

রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এইং পাইয়াছেন।

সাত পার্চার খেলাৎ।
এক জিগা ও সরপেচ।
একছড়া মুক্তার মালা।
এবং ঢাল তলবার।

(৬ আগষ্ট ১৮২৫ । ২৩ শ্রাবণ ১২৩২)

মৃত্যু ॥—কাঁচড়াপাড়ানিবাসি রামসুন্দর ঘটক মহাশয় যিনি নবলভ্য ব্রহ্মদেশীয় রাজ্যান্তপাতি আরাকাণ প্রদেশে বর্ত্তমান নিয়োজিত পেমেষ্টর অর্থাৎ বক্সি সাহেবের তহবিলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি জ্বররোগে পীড়িত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সং কৌং।

(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ । ৮ ফাল্গুন ১২৩২)

...মেছোবাজারে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিকের যে নূতন অট্টালিকা প্রস্তুতা হইতেছে... ।

(১৩ মে ১৮২৬ । ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মধুসূদন সান্যালের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামে পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নিলামে এইং বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা নবদ্বীপে যে তালুক সর্ব্বত্র গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নামে খ্যাত তাহার ছয় আনার হিস্যাতে ও হিস্যার মধ্যে ও হিস্যার উপরে আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবে।

এবং জিলা জলালপুরের পরগণে নসিবশইতে বারবাকপুরের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে তালুক সর্ব্বত্র নসিবশই নামে খ্যাত তাহাতে দুই শত বাষট্টি মৌজা সেই তালুকেতে ও তালুকের মধ্যে ও তালুকের উপরে ঐ পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং ঐ উপরে লিখিত জিলাতে বা টাঙ্গার সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক নীলের কুঠী আছে ও তাহার সঙ্গে যে খণ্ড ও অংশ ভূমি অনুমান বিশ বিঘা তাহা কিছু বেশী হউক বা কমী হউক এবং তাহার সঙ্গে নীল প্রস্তুত করিবার যে সকল দ্রব্যাদি আছে সে সকলেতে ও সে সকলের মধ্যে ও সে সকলের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং পূর্ব্ব লিখিত জিলাতে মহব্বৎপুর পরগণায় ছাব্বিশ মৌজায় যে এক তালুক আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং কলিকাতা নগরের মধ্যে যোড়াসাঁকোতে সুতালুটির সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা গৃহ বাটী বসতি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু বেশী হউক বা কমি হউক

তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

(১৭ জুন ১৮২৬। ৪ আষাঢ় ১২৩৩)

মিত্রের প্রতি।—১২২৪ শালে জঙ্গীপুরের দেওয়ান কীর্ত্তিচন্দ্র দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীযুত বাবু মহানন্দ দত্ত অপ্রাপ্তব্যবহারপ্রযুক্ত তৎকালে তাঁহার তাবৎ বিষয় ও জমীদারী কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের তাবে ছিল এক্ষণে ১২৩৩ শালের প্রথম বৈশাখ অবধি বাবু মৌসুফ বয়ঃপ্রাপ্তহওয়াতে শ্রীযুত সাহেবান্ আলিসানের হুকুমানুসারে আপন পৈতৃক তাবৎ বিষয়ের অধিকারী হইয়া ২৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আপন পৈতৃক মসলন্দে বসিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে বাবুজী নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে অনেক ধনদান করিয়াছেন ও দীন দুঃখিরদিগকেও আপ্যায়িত করিয়াছেন। আরো শুনা যাইতেছে যে এই আনন্দোৎসবে মাসাবধি মজলিস ও নৃত্যগীতাদীর বাহুল্য হইয়াছিল।

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ২৯ মাঘ ১২৩৩)

খেদজনক সমাচার।—শ্রীযুত বর্দ্ধমানের বড় মহারাজের শেষ বিবাহিতা স্ত্রীর দুই পুত্র হইয়া মৃত হইবার সমাচার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এক্ষণে শুনা গেল যে সংপ্রতি ঐ মহারাণীর গর্ভহইতে পূর্ণ অষ্টম মাসে এক পুত্র নির্গত হইয়া মৃত হইয়াছে এবং তদুপসর্গে মহারাণীও পীড়িতা হইয়া বর্ত্তমান ১৩ মাঘ পঞ্চত্বপ্রাপ্তা হইয়াছেন। সং কৌং।

(২১ জানুয়ারি ১৮২৬। ৯ মাঘ ১২৩২)

খেদজনক সমাচার॥—সমাচারদ্বারা প্রচার হইল যে শ্রীযুত বর্দ্ধমানের মহারাজের পূর্ব্বে যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া হত হইয়াছিল সেই মহারাণীর গর্ভহইতে পুনরায় ১৩ পৌষ এক সন্তান হইয়াছিল সে সন্তানও সেই দিবস পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে ইহাতে গতিকের উপর কি কহা যায়। সং কৌং।

(৭ এপ্রিল ১৮২৭। ২৬ চৈত্র ১২৩৩)

মরণ।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া বাহাদুর ৪৮ বৎসরবয়স্ক হইয়া সংপ্রতি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেইহেতুক গত সপ্তাহে কলিকাতার গড়ে ৪৮ তোপ হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারির বিষয়ে যে কোন বিভ্রাট ঘটিবেক এমত সম্ভাবনা নাই।

(১১ আগষ্ট ১৮২৭। ২৭ শ্রাবণ ১২৩৪)

বাবু কানাই মল্লিকের লোকান্তর গমন।—আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি

যে ১৮ শ্রাবণ শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের মধ্যে বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের চতুর্থ পুত্র বাবু রামকানাই মল্লিক লোকান্তর গমন করিয়াছেন তদ্বিবরণ এই শুনা গিয়াছে কোন পীড়া হয় নাই ঐ দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করণান্তর যে নিয়মিতমত প্রতি দিবস স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন তাহা করিয়া পুত্রের বিবাহ নির্ব্বাহের নানা পরামর্শ ও অন্য বাবুদিগের সহিত তদ্বিষয়ের বহুবিধ কথোপকথন করিলেন এপর্য্যন্ত কোন ব্যামোহ বোধ হয় নাই তৎপরে প্রায় বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে বহির্দেশে গমন করিয়া সেখানহইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এইপ্রকার দুই চারি বাক্য ব্যয়ের পরেই শ্বাশাদি মৃত্যু লক্ষণ হইবাতে ঐ বাটীর মধ্যে সহোদরাদি পরিবার যাঁহারা ছিলেন তাঁহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথা হইয়াছিলমাত্র ইহার এই মৃত্যু সংবাদে বহুজনের খেদ হইয়াছে এবং হইবেক যেহেতুক ইনি অতি শিষ্ট সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদক পরোপকারক সহ্যশীল মনুষ্য ছিলেন তাঁহার সহিত যাঁহার আলাপ হইয়াছে তিনিই বিশেষ জানেন। সং চং

(১৯ এপ্রিল ১৮২৮। ৮ বৈশাখ ১২৩৫)

জেনরল ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু।—জেনরল ষ্টুয়ার্ট এই বাঙ্গালার পল্টনভুক্ত ছিলেন তিনি প্রাচীন হইয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কোন পীড়ার উপলক্ষে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এই ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই বঙ্গদেশীয় ভাষার ধারার রীতি এমত অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এমত বাঙ্গালিপ্রিয় ছিলেন যে সকলে ইহাঁকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট কহিত সুতরাং ইনি বাঙ্গালিদিগের সহিত সতত আলাপন করাতে ও শাস্ত্র শ্রবণ করাতে বাঙ্গালিদিগের তাবৎ বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইহাঁর এমত সচ্চরিত্র এবং দয়া ছিল যে ইনি সদাসর্ব্বদা লোকের উপকার করিতেন এবং শত২ অনাথ ইহাহইতে প্রতিপালিত হইত গত দুই বৎসরাবধি জেনরল ষ্টুয়ার্ট সাহেব চৌরঙ্গির নিজ বাটীতে বাস করিতেন ইহাতে এই বাঙ্গালার নানা প্রকার পুরাতন চমৎকার২ দ্রব্য সকল অর্থাৎ উত্তম২ প্রতিমা ও অভরণ ও অস্ত্রপ্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছুক হইতেন তাঁহাকে স্বয়ং আপনি কিম্বা লোক দ্বারা ঐ সব চমৎকৃত দ্রব্য দেখাইতেন। জেনরল ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই সকল দ্রব্য আগামি শীতকালে বিলাতে লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহার এ আশা নিরাশা হইয়াছে।

(২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫)

মৃত্যু।—কলিকাতার মধ্যে প্রায় এমন লোক নাই যে সরকীস সাহেবকে না জানেন দশ পোনর বৎসর হইল তিনি পরলোকগত হইয়াছেন কিন্তু সমাচারে আমরা দেখিতেছি যে তাঁহার স্ত্রী গত সপ্তাহে ৭৬ বৎসরবয়স্কা হইয়া পরলোকপ্রাপ্তা হইয়াছেন।

(২১ মার্চ ১৮২৯। ৯ চৈত্র ১২৩৫)

আসিয়াটিক সোসৈটি।—আসিয়াটিক সোসৈটির শেষ বৈঠকেতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার

ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু হরময় দত্ত ঐ সোসৈটির অন্তঃপাতী হইয়াছিলেন।

(১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬)

বাবু হরিনাথ মল্লিকের পরলোকগমন।—আমরা খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আন্দুলনিবাসি বাবু হরিনাথ মল্লিক কোন বিশেষ পীড়ায় পীড়িত হইয়া গত ২৫ শ্রাবণ শনিবার রাত্রি দশ দণ্ডের পর পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে এই অশুভ সম্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যেহেতুক ঐশ্বর্য্যশালি লোক তদ্ভোগ না করিয়া অল্পকালে কালপ্রাপ্ত হইলে তাবতেরি মনে খেদ জন্মে।

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬)

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী।—গবর্ণমেণ্ট গেজেটের এক ইশ্‌তেহার দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাণাঘাটের ও সংপ্রতি দিনামারের বসতি শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরি শ্রীযুত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির দরখাস্ত করাতে গত শনিবার ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে যোত্রহীন সম্পর্কীয় কার্য্য যে করিয়াছেন তাহা ঐ আদালতে স্বীকৃত হইয়া ইনশালবেণ্ট অর্থাৎ যোত্রহীনের ব্যবস্থার উপকারে উপকৃতহওনের যোগ্য হইয়াছেন।

(১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬)

বিজ্ঞাপন। বহুমূল্যের তালুক নীলামে বিক্রয় হইবেক।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা হুগলি এবং চব্বিশ পরগনার মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দরুন তালুক আগামি ১৮৩০ সালের ১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীযুত মিসোর্স টালা এণ্ড কোম্পানি সাহেবেরা তাঁহারদিগের নীলাম ঘরে নীলামে বিক্রয় করিবেন ইহার বিশেষ নীলামঘরে অথবা ইঙ্গরেজী সম্বাদে পাইতে পারিবেন।

(১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬)

উপকার স্বীকার।—হিন্দু রাজা রাজভ্রষ্ট হওনাবধি ক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা অত্যল্প হইয়াছিল যেহেতু প্রায় ভদ্র লোকের সন্তানসকল পারসী ও ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসে রত ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেবল শাস্ত্রব্যবসায় করিতেন তাঁহারদিগের বালকগণের বিদ্যা হওয়া দুষ্কর ছিল এবং কোন উপায় ছিল না। পরে শ্রীযুত উইলসন সাহেব প্রধান উপায় হইলেন যেহেতু তিনি এতদ্দেশীয় বিদ্যোপার্জনার্থে বহুকাল শ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ সংস্কারবান হইয়াছেন তত্তুল্য ইউরোপীয় কোন ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না।

সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রাচীন ও বহু ভাষার মূল এতদ্বিষয়ে অন্য২ দেশীয়েরদিগের ভ্রান্তি

ছিল ইনি স্পষ্টরূপে সে ভ্রান্তির শান্তি করিয়াছেন এই মহানুভব মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টার দ্বারা ঐ শাস্ত্ররক্ষা ও প্রতিপালনার্থে রাজার মনোযোগ ও সাহায্য হইয়াছে।

অপর উইলসন সাহেব আপন চেষ্টা ও সাহায্যের দ্বারা এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে অনেক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

এবং হিন্দুর ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সংস্কার আছে তৎপ্রযুক্ত ও সুশীলতা নিমিত্ত হিন্দুরদিগের প্রতি বা শাস্ত্রের প্রতি দ্বেষ নাই। তৎপ্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতেছে যেহেতু শাস্ত্রের প্রাচুর্য্যার্থ বালকের বিদ্যাভ্যাসার্থ ও বিদ্যার্থির প্রতিপালনে ও কৃতবিদ্য ছাত্রের ভারি উপপত্তি নিমিত্ত তিনি বিশেষ মনোযোগী। অপর সংস্কৃত গ্রন্থসকল প্রকাশ হইলে ও রচনা করিলে লোকোপকার আছে তজ্জন্য তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট তাহাও সফল করিয়াছেন তাহার বিশেষ বর্ণনের প্রয়োজনাভাব তাঁহার মনোযোগ ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্তের স্থল হিন্দুদিগের কালেজ। অতএব এমত উপকারকের উপকার স্বীকার করা উচিত। ইনি ধনবান প্রধান পদস্থ ও রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ইঁহার পরিশ্রমাদি জন্য উপকারের প্রত্যুপকার সম্ভাবনা নাই এবং আমরা উপকার স্বীকার করি এমতও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নহে যেহেতুক কোন প্রকারে অভিমান বোধ হয় না বরঞ্চ আমরা বলিতে পারি তাঁহার এতাবৎ চেষ্টা নিঃস্বার্থ।

কিন্তু কাহারোকর্তৃক উপকৃত হইলে মনুষ্যের সেই উপকার স্বীকার করা অবশ্যকর্ত্তব্য না করিলে ইহার পরে আমারদিগের সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল চেষ্টা কেহ করিবেন না অতএব কতিপয় প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তিকর্তৃক এই পরামর্শ স্থির হইয়াছে যে মেং উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্থ ও তাঁহার তুষ্ট্যর্থ এবং উপকার স্মরণার্থ তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ একখানি ছবি প্রস্তুত করিয়া বিদ্যা বিষয়ক কমিটির অনুমতিক্রমে কালেজ ঘরে স্থাপিত করা যায় এ জন্যে তাবৎকেঁ জ্ঞাত করাইতেছি যে ঐ ছবি প্রস্তুত করণের ব্যয়ার্থে সকলে অর্থাৎ যাঁহারা উক্তোপকার স্বীকার করেন এবং যাঁহারদিগের বালকেরা কালেজে পড়েন কিম্বা বিদ্যানুরাগী হয়েন তাঁহারা যদ্যপি কিঞ্চিৎ চাঁদা দেন তবে চাঁদার বহী শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের নিকট এবং শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে তাঁহারদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন পশ্চাৎ তাঁহারদিগের নাম সমাচারপত্রে প্রচার হইবেক। চৌরঙ্গীতে বিচি সাহেব ছবি লিখিতেছেন ত্বরায় প্রস্তুত হইবেক ইহার চাঁদাতে যিনি যাহা দিয়াছেন তাঁহারদিগের নাম প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	...	৩০০
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও		
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	২৫০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রামনাথ বসাক।	...	১০০

শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ বসাক।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ দত্ত।	...	৫০
সং চং।		১৫০০

(৯ জানুয়ারি, ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬)

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের বর্ষবৃদ্ধি উপলক্ষে আনন্দোৎসব।

গত ১ জানুআরি শুক্রবার রজনীযোগে গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এবং শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব শ্রীলশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডাধিপের বর্ষবৃদ্ধিনিমিত্তক এতন্নগরস্থ ও ইতস্ততঃস্থানস্থ যাবদীয় রাজকর্ম্মসংক্রান্ত সাহেবলোককে নাচ ও খানানিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন।...গবর্ণমেণ্টহৌসে এপ্রকার আমোদপ্রমোদ প্রায় সর্ব্বদা হইয়া থাকে কিন্তু এই কালপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়দিগকে দর্শনার্থ কোন গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আমলে আহ্বান হয় নাই শ্রীশ্রীযুত এতদ্দেশীয়দিগকে লইয়া এতাদৃশ আমোদপ্রমোদ করাতে তাবতেই মহাসুখী হইয়াছেন।

ঐ সভায় এতদ্দেশীয় যিনি২ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখিতেছি।

শ্রীযুত নবাব হোসেন জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব জাফর জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব তলবার জঙ্গ বাহাদুর ও আগা কারবেলাই মহম্মদ সেরাজি ও আকবর আলি খাঁ ও রায় গিরিধারীলাল উকীল ও উমাকান্ত উপাধ্যায় উকীল ও রাও জিতন লাল উকীল ও রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু রামগোপাল মল্লিক ও বাবু কালাচাঁদ বসু ও বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও বাবু রূপলাল মল্লিক ও বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং তাঁহার দুই পুত্র বাবু সত্যকিঙ্কর ঘোষাল ও বাবু সত্যচরণ ঘোষাল ও দেওয়ান শিবচন্দ্র সরকার ও বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দেওয়ান লাডলিমোহন ঠাকুর ও বাবু রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও বাবু কালীনাথ রায় ও বাবু গোপীকৃষ্ণ দেব ও বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামকমল সেন।

ধর্ম্ম

ধর্ম্মকৃত্য

(২০ নভেম্বর ১৮১৯ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

·· মোকাম বলাগড়ের নিকটবর্ত্তি শ্রীপুর গ্রামে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারোএয়ারি পূজা হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক২ সমারোহ হয়। এবং বাজী পোড়ানের অনেক বাহুল্য হইয়া থাকে।···

(৩০ মে ১৮২৯ । ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

শান্তিপুরের পূজা।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে শান্তিপুরে অতিসমারোহপূর্ব্বক যে বারওয়ারী মহাপূজা হইয়াছে তাহার বিষয় লিখিত আছে অনেকে কহিয়াছেন এ শান্তিপুরের বারওয়ারী পূজা যেপ্রকার ঘটাপূর্ব্বক হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে ঐ পূজা আর কখন এপ্রকার হয় নাই কিন্তু সে কল্পনামাত্র যেহেতুক পূজা সমারোহপূর্ব্বক না হইয়া বরং তাহার বিপরীত হইয়াছে কেননা এমত কথিত ছিল যে ঐ প্রতিমা ৪৫ হাত উচ্চ কিন্তু তাহা ১৫ হাতের অধিক উচ্চ হয় নাই এবং পঁচিশ কি ত্রিশ হাজার রাজমজুর আসিয়া ঐ গৃহ গ্রন্থন করিল ইহাও কল্পনামাত্র।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ । ২৪ মাঘ ১২২৬)

হরিদ্বারের যাত্রা।—হরিদ্বারে কুম্ভকামেলা নামে এক যাত্রা আগামি কুম্ভসংক্রান্তিতে হইবেক। সে যাত্রা বার বৎসর অন্তরে একবার হয় তাহার কারণ এই যে যে বৎসর সূর্য্য ও বৃহস্পতি কুম্ভরাশিগত হন সেই বৎসর কুম্ভযাত্রা সেখানে হয় যেহেতুক বৃহস্পতি বার বৎসর অন্তরে কুম্ভরাশিতে গমন করেন সেই যাত্রাতে হিন্দুস্থানের অনেক লোক সেখানে একত্র হয় অনুমান হয় যে দশ লক্ষ লোকের অধিক লোক সেখানে জমা হইয়া থাকে কিন্তু ১৮০৮ সালের যাত্রার মত যদি লোক সমাগম হয় তবে নিঃসন্দেহ আমরা বুঝিতে পারি যে সেখানে বিশ লক্ষ লোক এইবার জমা হইবেক। এইবার যে এত লোক হইবে তাহার কারণ এই যে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব সিংহল দ্বীপ হইতে কাশ্মীরের পর্ব্বতপর্য্যন্ত এবং সিন্ধু নদীর তীরহইতে চীন দেশপর্য্যন্ত তাবৎ দস্যু প্রভৃতির ভয় দূর করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে যাহারা অন্য২ বৎসরে আইসে নাই তাহারা অবশ্য এই বৎসর আসিবে।

এই যাত্রাতে দুই প্রয়োজনের নিমিত্ত লোকেরা যায় প্রথম বাণিজ্যদ্বারা ধন লাভ দ্বিতীয় তীর্থ দর্শন। তাহার মধ্যে অধিক লোক বাণিজ্যের জন্যে অনেক দূর দেশহইতে আইসে। গত যাত্রাতে উত্তর দিকস্থ রুষিয়া দেশহইতে মহাজনেরা আসিয়াছিল ও চীন ও তাতার দেশের মহাজনেরা হিমালয় পর্ব্বত দিয়া চা প্রভৃতি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে আসিয়াছিল। অধিক কি লিখিব এমন কোন দ্রব্য নাই যে সেই যাত্রাতে বিক্রয় না হয় যেহেতুক ঐ স্থান আসিয়ার মধ্যবর্ত্তি সেখানে হাজার দেড় হাজার মহাজনেরা সকল দেশহইতে আসিয়া মহাবাজারের মত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে।

(২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯)

…চৈত্র মাসে গয়া মোকামে মধুগয়া উপলক্ষে যেমত যাত্রিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল সেইরূপ ওলাউঠা বৃদ্ধি হইয়া অনুমান ত্রিশ চল্লিশ জন প্রতিদিন মরিয়াছে। বাঙ্গালি যাত্রিক চল্লিশ হাজার ও মহারাষ্ট্রীয় ত্রিশ হাজার ও অন্য২ দেশীয় ত্রিশ হাজার একুনে কম বেশ লক্ষ যাত্রিক হইয়াছিল।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১৫ ফাল্গুন ১২২৬)

প্রয়াগ।—বৎসর২ নানা দেশহইতে যাত্রিকেরা প্রয়াগ তীর্থে মাঘমাসে গমন করে সে সময় এখন গত হইয়াছে। অন্য২ বৎসর হইতে এই বৎসরে প্রয়াগে অল্প লোক তীর্থ করিতে গিয়াছিল এবং পূর্ব্ব২ বৎসর অপেক্ষায় এই বৎসরে সেখানে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে অল্প লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এবং সেখানে কোন২ লোক আপনারদের শরীর কাটিয়া ধনবান লোকের নিকটে গেলে তাহারা তাহারদিগকে কিছু২ ধন দেয় এমত ব্যবহার আছে এই বৎসর ঐ রূপ দুই জন লোক পরস্পর কাটা কাটি করিয়া উভয়ের হাতে উভয় মারা পড়িয়াছে। এবং এই বৎসর মহারাষ্ট্রদেশীয় এক জন রাজা প্রয়াগে তীর্থ করিতে আসিয়াছিল তাহার সহিত অনেক লোক আসিয়াছিল সে অনেক ধন দান করিয়াছে।

(৭ এপ্রিল ১৮২১। ২৬ চৈত্র ১২২৭)

মহামহাবারুণী।—গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে অনেক২ দেশীয় লোক আসিয়াছিল তাহাতে মোকাম বৈদ্যবাটীতে উৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্ব্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈদ্যবাটীতে মরিয়াছে। এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দয় ঐ বৈদ্যবাটীতে যে২ লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে২ অবসন্ন লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে

উঠাইয়া ঘোল ও দধিপ্রভৃতি খাওয়াইয়াছিল তাহার মধ্যেও অনেক মরিল ক্বচিৎ কেহ২ বাঁচিয়াছে।

মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে ছেষট্টি লোক মরে ইহার মধ্যে ওলাউঠা রোগে ৩০ ত্রিশ জন ও লোকের চাপাচাপিতে ছত্রিশ জন মরে ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ৪ চারি জন ও বালক ৭ সাত জন অবশিষ্ট সকলি যুবা। এই সকল লোক প্রায় উড়িষ্যা প্রদেশীয় অন্য২ দেশীয় অল্প। ঐ মোকামে দারোগারা অনেকে আসিয়া তদারক করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না কারণ লোকের হঙ্গামে লোক মারা পড়িয়াছে।

(৩ এপ্রিল ১৮২৪। ২৩ চৈত্র ১২৩০)

মহামহাবারুণী।—মোং অগ্রদ্বীপে এই বৎসর যে প্রকার লোকসমারোহ হইয়াছিল এমত প্রায় কখন হয় নাই যেহেতুক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দিগের লোক দশ দিবসের পথহইতে আসিয়াছিল। ও চাকদাহ ও ত্রিবেণী ও বৈদ্যবাটীতেও অনেক লোক আসিয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যে বৈদ্যবাটীতে ওলাউঠারোগে অধিক লোক মারা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় যে ওলাউঠাও বুঝি যোগেতে বৈদ্যবাটীতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিল এবং সেখানে তাহার শাসক কেহ না থাকাতে অবাধিতরূপে ঐ সকল বিদেশীয় যাত্রিকেরদের উপর আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ৬ ফাল্গুন ১২২৮)

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।।—মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ২৯ মাঘ রবিবার সংক্রান্তি দিবসে আপন বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরাণী সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

(২৪ জুন ১৮২৬। ১১ আষাঢ় ১২৩৩)

শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন।—গত বৃহস্পতিবার দশহরার দিবস শ্রীযুত বাবু মতিলাল মল্লিক পাথুরীয়া ঘাটার আপন নূতন বাটীতে বিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ সকলকে এক২ যোড়া শাল ও স্বর্ণের বাজু এবং নিত্যানন্দ বংশ্য ৪৫ ঘর গোস্বামিরদিগকে এক২ যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক দুই নর মুক্তার মালা রূপার চন্দনের বাটী খিরদের যোড় ও আসন দিয়া বরণ করিয়াছেন তদ্ভিন্ন গঙ্গাবংশ্যপ্রভৃতি অনেকে ছিলেন তাহারাও প্রায় তাদৃক সমাদৃত হইয়াছেন এবং আপনার গুরু ঠাকুরকে আড়াই হাজার টাকার বাটী এবং ঐ পরিমাণে হীরকের অঙ্গুরীয়ক ও শাল এবং চারি নর মুক্তার মালা এবং নগদ আড়াই হাজার টাকা দিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে যে পূর্ণিমার দিবস সকলকে জলযোগ করাইয়া যথোচিতরূপ নগদ দিয়া বিদায় করিয়াছেন অপর গত দিবস ব্রাহ্মণকে দুই টাকা ও অন্য জাতীয়কে এক টাকা দিয়া কাঙ্গালি বিদায় করিয়াছেন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক হইয়াছিল। সং কৌং

(২৫ নভেম্বর ১৮২০ । ১১ অগ্রহায়ণ ১২২৭)

জিলা জঙ্গলমহলের শহর বাঁকুড়াহইতে পূর্ব্ব দিকে অনুমান দেড় ক্রোশ অন্তরে দারুকেশ্বর নদী তীরে তপোবন নামে এক স্থান প্রসিদ্ধ আছে সেখানে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে রঘুনাথ দেবের রথ হইয়া থাকে তাহাতে অনেক লোক যাত্রা হয়। এবং নানা দেশহইতে অনেক দোকানী পসারীরা গিয়া নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে।···

(৯ মার্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮)

দোলযাত্রা॥—মোমক শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুত রাধামাধব ঠাকুর আছেন পরে এই মত দোল যাত্রাতে শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির পালা হইয়া দোল যাত্রাতে রোসনাই ও মজলিস ও গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের পুরস্কার আশ্চর্য্য রূপ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে।

(২৯ অক্টোবর ১৮২৫ । ১৪ কার্ত্তিক ১২৩২)

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥—পরম্পরা শুনা গেল যে সংপ্রতি মোকাম চুঁচড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতিবাহুল্যরূপে হইয়াছিল তাহার শৃংখলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত থাল গাডু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা যেখানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে এমত বৃহদ্ব্যাপারে যে কোন অংশে ক্রটি হয় নাই ইহাতে বাবু মহাশয়েরা ও অধ্যক্ষ সকলে অবশ্য ধন্যবাদের ভাগী হয়েন। কলিকাতা ভবানীপুর চুঁচড়া নপাড়া চন্দননগরপ্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি এবং ইংরাজপ্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল···। তিং নাং

(২০ জানুয়ারি ১৮২১। ৯ মাঘ ১২২৭)

কানপুর।—আমরা শুনিয়াছি যে এতদ্দেশহইতে এক জন এতদ্দেশীয় লোক মোং কানপুরে কিঞ্চিৎ যোত্রাপন্ন রূপে আছে সে এতদ্দেশীয় যত পূজা ও পর্ব্ব ও উৎসব সেই দেশে প্রচার করিয়াছে তাহাতে সে দেশে যেং পূজা ও পর্ব্বাদি করা ব্যবহার ছিল না তাহাও সে দেশীয়েরা করিতেছে সম্প্রতি আগামি চৈত্র মাসে সংক্রান্তিতে এই দেশের মত সেখানেও চড়ক হইবেক এমত উদ্যোগ হইতেছে।

(২১ এপ্রিল ১৮২৭ । ৯ বৈশাখ ১২৩৪)

চড়ক পূজা।—চড়ক পূজার সময় সন্ন্যাসিরদের মধ্যে কেহং মত্ত হইয়া পথেতে এমত

কদর্য্যরূপে নৃত্যাদি করে যে তাহা দর্শন করিতে ভদ্রলোকেরদের অতিশয় লজ্জা হয় অতএব তাহার নিবারণ করিতে কলিকাতাস্থ মাজিস্ত্রিট সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন এবং গত চড়কপূজার সময় এইরূপ অতিনির্লজ্জ তিন চারি জন সন্ন্যাসিকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন ইহার পর এমত কর্ম্ম যে তাহারা কিম্বা অন্য লোক শহরের মধ্যে আর না করে এই নিমিত্তে তাহারদের শাস্তি হইবেক...।

(২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫)

অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট।—বহুকালাবধি রাষ্ট্র কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ সর্ব্ব সাধারণে দৃষ্টান্ত নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট সংপ্রতি তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে অর্থাৎ গত ৩০ চৈত্র নীলের উপবাসের দিবস এ নগরস্থ যত গাজন আছে সে সকল গাজনের সন্ন্যাসিরা প্রথমতঃ প্রতি বৎসর যে প্রকার সং সাজিয়া বাণ ফুড়িয়া কালীঘাটহইতে আসিয়া থাকে সেই মত অনেকানেক গাজনে নানাবিধ সং সাজিয়া আসিয়াছিল তন্মধ্যে শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকারের গাজনে অনেক সন্ন্যাসী হইয়াছিল সেই গোলযোগে বাবুদিগের বিনা অনুমতিতে দুই জন কপট বেশী ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়া অতি-কুৎসিত সং সাজিয়া ঐ দল সবল জানিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা দেখিয়া পুলিসের আজ্ঞা শাসকেরা ঐ দুই ব্যক্তিকে বন্ধন করত শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের নিকট লইয়া যাইবাতে তাঁহারা তৎকর্ম্মের উচিৎ ফল প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ শুনিলাম তাহারা দুই সপ্তাহ মেয়াদে হরিণবাটীতে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে বিশেষানভিজ্ঞ অজ্ঞ লোক কহিতেছে অমুক বাবুর গাজনের সন্ন্যাসী সাজা পাইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহারা ও গাজনের সন্ন্যাসী নহে কুৎসিত সং বেশী ভণ্ড সন্ন্যাসিরা অন্য গাজনে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া অনেক সন্ন্যাসির ঐ গাজন জানিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল অতএব বলি অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট তাহা এতকালের পর প্রমাণ পাওয়া গেল ইতি।

(২১ এপ্রিল ১৮২৭। ৯ বৈশাখ ১২৩৪)

কালীর স্থানে জিহ্বাবলি।—শুনা গিয়াছে যে গত ৮ চৈত্র মঙ্গলবারে পশ্চিমদেশীয় এক ব্যক্তি কালীঘাটে শ্রীশ্রী৺ কালী ঠাকুরাণীর সম্মুখে আপন জিহ্বা ছুরিকাদ্বারা ছেদন-পূর্ব্বক বলিদান করিল তাহাতে রক্তনির্গত হইয়া ভূমিপর্য্যন্ত পতিত হইল এবং সে ব্যক্তি রক্তাক্তকলেবর হইয়া একেবারে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। এ ব্যক্তির অসমসাহসি কর্ম্ম দেখিয়া ও শ্রবণ করিয়া যাঁহারা কনিষ্ঠাঙ্গুলির এক দেশ ছেদনপূর্ব্বক ভগবতীকে কিঞ্চিৎ রক্ত দর্শন করাইয়াছিলেন বা করাইবেন তাঁহারা অবাক হইয়াছেন ও হইবেন।

এই সম্বাদ এত বিলম্বে প্রকাশ করা গেল তাহার কারণ অগ্রে বিশ্বাস হয় নাই তৎপরে বিশেষানুসন্ধানে নিশ্চয় জানিয়া প্রকাশ করিলাম। সং চং

(১৬ জানুয়ারি ১৮১৯ । ৪ মাঘ ১২২৫)

বিবাহ।—আমরা শুনিয়াছি যে এই মাসের মধ্যে শ্রীযুত বাবু গোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ হইবেক তাহাতে যেমত২ আড়ম্বর শুনা যাইতেছে ইহাতে অনুভব হয় যে এমত বিবাহ কলিকাতায় কখন হয় নাই কিন্তু সম্পন্ন হইলে বুঝা যাইবেক। এবং তাহার বিশেষ২ বিবরণ ছাপান যাইবেক।

(৩০ জানুয়ারি ১৮১৯ । ১৮ মাঘ ১২২৫)

বিবাহ।—কএক দিবস হইল কলিকাতার মধ্যে এক বড় বিবাহ হইয়াছে তাহার বিষয় আমরা শুনিয়াছি যে সে অতিসমারোহ ও অনেক প্রকার রোশনাই হইয়াছিল এবং কলিকাতাস্থ ও তাহার চতুর্দিকস্থ তামসিক লোকেরা দেখিয়া আপন২ মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। ও তাহাতে মজলিস নাচপ্রভৃতি অতিসুন্দর হইয়াছিল। ঐ বিবাহের পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে বরকর্ত্তার কোনহ অন্তরঙ্গ লোক পরামর্শ দিয়াছিলেন যে রোশনাইপ্রভৃতিতে ব্যয় অল্প করা যায় এবং যে দুঃখি ব্রাহ্মণেরা অধিক ধনব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না ধনব্যয় করিয়া তাহারদের বিবাহ দিলে অতিভালো হয়। বরকর্ত্তা তাহা করিলেন না। যদি এই মত করিয়া আপন পুত্রের বিবাহ দিতেন তবে অতিসুন্দর হইত যেহেতুক অনেক লোকের উপকার হইত যাহারা বহু ধন ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না তাহারদের এত ধনোপার্জন কোথা হয় এইপ্রযুক্ত অনেকের বিবাহ হয় না যদ্যপি কাহারো হয় তথাপি তাহারো অতিকষ্টে ভূম্যাদি বন্ধক দিয়া ঋণ দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় পরে ঐ ঋণদ্বারা অশেষ ক্লেশ হয়। যদ্যপি এমন দুই তিন শত লোককে ডাকিয়া তাহারদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে এ দেশের অনেক উপকার হইত। যদি বরকর্ত্তা সুখ্যাতি চাহিতেন তবে এমত কর্ম্ম করিলে তাঁহার নাম ও ঐ বিবাহের নাম অক্ষয় হইত যেহেতুক রোশনাইর গন্ধ যেমন আকাশে বিস্তরক্ষণ থাকে না তেমন লোকেরদের মনেও বিস্তরক্ষণ থাকে না যদি ঐমত দুঃখি ব্রাহ্মণেরদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে তাহারদের বংশ যাবৎ থাকিত তাবৎ ঐ কর্ম্মের সুগন্ধ থাকিত।

এই কথা লিখিবার পরে সমাচার পাওয়া গেল যে ঐ বিবাহে কলিকাতার ছোট অদালত জেলের কএদি অনেক দুঃখি লোকেরদিগকে আপন ধন দানদ্বারা মুক্ত করিয়াছেন এ অতি উত্তম কর্ম্ম এই কর্ম্মের ফল উত্তম ও বহু কালপর্য্যন্ত থাকিবে।

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ । ২৫ মাঘ ১২২৫)

শ্রীযুত রামগোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ।—ঐ বিবাহেতে অনেক কাঙ্গালি লোক জমায়ত হইয়াছিল তাহারদের বিদায়ের সময়ে এক বাটীতে তাহারদিগকে পুরিতে দুই জন কাঙ্গালি মরিয়াছে আর এক জন আঘাতী হইয়াছে।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ । ১ ফাল্গুন ১২২৬)

বিবাহ।—গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। এই বিবাহে যে২ রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে ছাপান যাইবেক।

সন ১৮১২ সালে মোং দিল্লীতে এই প্রকার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মহ্লাররাও হোলকারের বকসী ভবানীশঙ্কররাও নামে এক জন মহারাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে এগার লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল সে বিবাহের অধ্যক্ষ প্রধান২ ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা ছিলেন। এই বিবাহও তাহাহইতে ন্যূন বড় নহে যেহেতুক সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই।

(১০ নভেম্বর ১৮২১ । ২৬ কার্ত্তিক ১২২৮)

আশ্চর্য্য বিবাহ॥—মোকাম বর্দ্ধমানের নিকট এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আপন কন্যার বিবাহ দিতে এই পণ করিল যে যে ব্যক্তি চারি শত টাকা পণ দিয়া আর২ খরচ করিতে পারিবেক তাহার সহিত এই কন্যার বিবাহ দিব ইহাতে যে অপারক হইবেক তাহার সহিত কথা কহিব না এই পণে কতক দিন গত হইলে কন্যা প্রায় ষোড়শবর্ষ বয়স্কা হইল কিন্তু তিনি তাহাতে পরপর পণের বাহুল্য ব্যতিরেকে ন্যূন করিতে স্বীকার করেন না সুতরাং কন্যারও বিবাহ হয় না। পরে তাহার গ্রামের তিন চারি ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি এক সান্ন চাকুরিয়া ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে সে ব্যক্তি ঘটক আনাইয়া কহিল যে আমি বিবাহ করিব উপযুক্ত কন্যা একটী অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র আমার বিবাহ দেও টাকা দিতে আমি কাতর নই। পরে ঘটক কহিলেন যদি চারি শত টাকা দিতে পার তবে অমুক গ্রামে অমুকের কন্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে আর সে কন্যাও উপযুক্তা বটে। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ ও ঘটক উভয়েই পরদিন প্রাতঃকালে সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং বিবাহের বিষয় পণাপণ স্থির হইয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন আমি বর দেখিব তাহাতে পাত্র কহিল যে আমি বর এই দেখ। বর দেখিয়া তিনি তুষ্ট হইলে বর কহিলেন তোমার কন্যা কোথায় আমিও কন্যা দেখিব। পরে ব্রাহ্মণ কন্যা দেখাইলে ঐ কন্যা ও বর উভয় সন্দর্শনে সুতরাং উভয়ের মনোমিলন হইল। পরে কন্যাকর্ত্তা কহিলেন তোমরা অদ্য থাকহ রাত্রিতে আত্মীয় লোক ডাকাইয়া পত্রাদি করিব। ইহা কহিয়া তিনি কর্ম্মান্তরে গেলেন। বরপাত্র স্নানার্থ তাহার বাটীর খিড়কির পুষ্করিণীতে গেলেন। ইহা দেখিয়া কন্যাও ঐ ঘাটে গিয়া বরকে কহিল যে তুমি ওঘাটে চল আমি তোমাকে কিছু কথা কহিব তাহাতে সে ব্যক্তি ঐ বাক্যে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সেই ঘাটে গেল। এবং কন্যাও স্নানের ছলে সেখানে গিয়া তাহাকে কহিল যে আমি কন্যা কিন্তু নির্লজ্জ হইয়া কহিতে হইল ইহাতে

তুমি আমাকে বিরূপ ভাবিও না যেহেতুক আমার পিতার ধর্ম্মজ্ঞান নাই কেবল টাকা লইতে অতি তৎপর অতএব যদি তুমি পঁচিশ টাকা খরচ করিতে পার তবে গোপনে আমার মাসীর বাটীতে অদ্য রাত্রিতেই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে অতএব তুমি কোন ছল করিয়া উপবাসী থাক আমিও আপন মাসীর বাটীতে গিয়া বিবাহের উদ্যোগ করি। ইহা কহিয়া কন্যা সেখানে গেলে বর স্নান করিয়া আসিয়া ঘটককে কহিলেন তুমি শীঘ্র আমার বাটীহইতে ৫০ পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দেহ অদ্যই আমার বিবাহ হইতে পারে। ঘটক টাকা আনিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। এখানে বর পীড়া ছল করিয়া বাহিরের ঘরে অভুক্ত শয়ন করিয়া থাকিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কন্যার নিকটহইতে এক স্ত্রী লোক আসিয়া বরের নিকটহইতে পঁচিশ টাকা লইয়া গেল। ঐ টাকা পাইয়া কন্যা আপন মাসীকে কহিল যে আমি এইরূপে বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছি ইহাতে তোমার পরামর্শ কি। তাহাতে তাহার মাসী মহাআনন্দিতা হইল যেহেতুক কন্যার পিতার এই দুষ্কর্ম্ম হেতুক সকল লোকই তাহার বিপক্ষ ছিল। পরে কন্যা পুরোহিত ও নাপিত ও চৌকিদার প্রভৃতিকে ডাকাইয়া যাহার যে পাওনা তাহাকে তাহার দ্বিগুণ২ দিয়া সকলকে বশ করিল। পরে শংখ বস্ত্র ও বৃদ্ধিব সামগ্রী প্রভৃতি তাবৎ গুপ্তরূপে আয়োজন করিয়া ঐ রাত্রেই শুভ বিবাহ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে আমারদের বাটীতে গিয়া আমার পিতাকে প্রণাম কর যখন তিনি তোমার উপর ক্রোধ করিবেন তখন তাহার উত্তর আমি করিব তুমি কিছু কহিও না। প্রাতঃকালে কন্যাকর্ত্তা উঠিয়া তামাকু খাইতেছেন এমন সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ নূতন বস্ত্র পরিধান ও হাতে সূতা বান্ধা ও দর্পণ শুদ্ধা গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তাহাকে দেখিয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন তুমি কে। সে কহিল আমি মহাশয়ের জামাতা গত রাত্রিতে তোমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ জলিয়া উঠিয়া কহিল ওরে বেটা চোর তুই কাহার কন্যা কাহার হুকুমে বিবাহ করিলি কেহ এখানে আছ হে এই জুয়াচোর বেটাকে বান্ধ এখনি ইহাকে থানায় দিতে হইবেক এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে এইরূপ কটু কহিতেছে এমত সময়ে ঐ কন্যা আসিয়া কহিল যে শুন পিতা আমি বিবাহ করিয়াছি উহাকে অনুযোগ করা অনুচিত। কন্যার এই কথা শুনিয়া তাহাকেও যথেষ্ট কটু কহিতে লাগিল। তাহাতে কন্যা কহিল যে শুন যদি আমি অকুলে কিম্বা অজাতিতে বিবাহ করিতাম তবে তুমি অনুযোগ করিতে পারিতা কিন্তু দিবসে তুমি এই পাত্রের সহিত পণাপণ ও জাতিকুল সকল স্থির করিয়াছিলা কেবল টাকা লইতে বাকী ইহাতে আমি বিবাহ করিয়াছি মহাশয় আর ক্রোধ করিবেন না ক্ষান্ত হউন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ যাহা হবার তাহা হইয়াছে এখন আর অনুযোগ করিলে কি হইবে। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত না হইয়া গ্রামের থানাতে নালিশ করিলে থানাদার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্ব জ্ঞাত হইয়াছিল তথাচ তাহার অনুরোধে এক জন পেয়াদা দিল। পেয়াদা বাটীতে আইলে কন্যা কহিল শুন পেয়াদা পিতা জাতিকুল স্থির করিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন আমি বিবাহ করিয়াছি ইহাতে দারোগার কোনো এলেকা নাই তবে তুমি পেয়াদা আসিয়াছ এক টাকা রোজ লইয়া গিয়া দারোগাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহ।

পেয়াদা গেলে পর কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে তোমাকে দেখিলেই পিতার রাগ বৃদ্ধি হয় অতএব তুমি বাটী যাও যদি পোনের দিনের মধ্যে তোমাকে আদরপূর্ব্বক পিতা আনেন তবে এক শত টাকা এহাকে দিবা কিন্তু যদি না আনেন তবে ষোল দিনের প্রাতঃকালে ডুলি পাঠাইবা আমি যাইব। এইরূপ কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে ব্রাহ্মণ আর২ স্থানে ও ভদ্রলোকের নিকট অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই তাহার পক্ষ হইল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ নিরূপায় দেখিয়া ভাবিল যদি জামাই না আনি তবে কিছু পাই না। সুতরাং চৌদ্দ দিবসের প্রাতঃকালে জামাই আনিতে গেলেন। জামাই শ্বশুরকে দেখিয়া মহাসমাদরপূর্ব্বক এক শত টাকা শুদ্ধা শ্বশুর বাটীতে গিয়া শ্বশুরকে ঐ টাকা দিয়া আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাটী আনিল। এমত আশ্চর্য্য বিবাহ কখনও প্রায় শুনা যায় নাই।

(১ মে ১৮২৪। ২০ বৈশাখ ১২৩১)

বিবাহ নির্ব্বাহ।—পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কাশীপুর মোকামের শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ ৩ বৈশাখ বুধবার হইবেক কিন্তু এক্ষণে শুনা গেল যে সে বিবাহ ৯ বৈশাখ মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর সহিত সভাবাজারের মহারাজের পুরাতন বাটীতে হইয়াছে। কাশীপুরে বিবাহের পূর্ব্বে পাঁচ দিবস মজলিস হইয়াছিল তাহার প্রথম তিন দিবস কেবল ইঙ্গরাজের মজলিস হইয়াছিল ঐ মজলিসে শহরস্থ অনেক ভাগ্যবান সাহেব লোক ও বিবি লোক আগমন করিয়াছিলেন এবং শহরস্থ তাবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকী আসিয়াছিল তাহারদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন শ্রবণ করিয়া সকলে তুষ্ট হইয়াছেন এবং বাবুর শিষ্টতা সভ্যতাতে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধিত হইয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শেষ দুই দিবস বাঙ্গালি মজলিস হইয়াছিল তাহাতে শহরস্থ অনেক২ ভাগ্যবান লোক ও দেশ বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ঐ দুই রাত্রিতে উত্তমরূপ নাচ গানেতে অতিশয় আমোদ হইয়াছিল বিদেশস্থেরদিগের এমত সুন্দর বাসা ও সিধার পারিপাট্য করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা নিবাসাপেক্ষা সুখ বোধ করিয়াছিলেন। শহরস্থ ও চিতপুর ও কাশীপুর ও বরাহনগরের দলস্থ তাবৎ ব্রাহ্মণের বাটীতে বস্ত্রালঙ্কার ও শংখ তৈল হরিদ্রাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। আরো শুনা গেল যে নয় দণ্ড রাত্রির পর লগ্ন স্থির হইয়া সন্ধ্যা সময়ে বর ও বরযাত্র যাত্রা করিলে কৃত্রিম পাহাড় কৌটা বাগান নৌকাপ্রভৃতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিয়াছিল ও ইস্তক কাশীপুর লাগাদ মহারাজের বাটী আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ সমান রোশনাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন মহারাজের বাটীর মধ্যে সকল লোক প্রবিষ্ট হইল তখন নীচে উপরে স্থানে২ এমত বিছানা ও রোশনাই ও মজলিস হইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এবং মহারাজের বংশেরদিগের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য বিদ্যা বিনয়াদি গুণে সমাগত তাবৎ লোক তৃপ্ত হইয়াছেন। ও নিরূপিত লগ্নে নির্বিঘ্নে শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইল। সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য কোলাহল ধ্বনি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বস্বাধীত শাস্ত্র প্রসঙ্গ কোলাহল

ধ্বনিতে উদ্বেলমিবসাগরং। পরে সমাগত বরযাত্র কন্যাযাত্র মহাশয়েরদিগকে বাক্যামৃত-দানে ও নানাবিধ জলপানীয় ভোজনে পরমাপ্যায়িত করিলেন। পর দিবস বৈকালে পূর্ব্বমত সমারোহপূর্ব্বক কাশীপুরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়ের বিষয় বিশেষ জানা যায় নাই অনুমান হয় যে তাহাও উত্তমরূপ হইয়া সুখ্যাতি হইবেক।

(২৯ এপ্রিল ১৮২৬। ১৮ বৈশাখ ১২৩৩)

বিবাহ।—মোং বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিক মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ গত বুধবার তারিখে হইয়াছে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বাহুল্যপ্রযুক্ত প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম নাচ গান দানপ্রভৃতি বাহুল্যরূপে হইয়াছিল।

(২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

বিবাহ॥—১১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজমোহন গোস্বামির বিবাহ হইয়াছে। বাবু রঘুরাম গোস্বামি মহাশয় তদুপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে বস্ত্রাভরণদ্বারা সমাদৃত করিয়াছেন এবং নানা দিগ্‌দেশাদাগত স্বশ্রেণী ঘটক কুলীনেরদিগকেও যথোপযুক্ত বিদায় দিয়াছেন তাহাতে কোনপ্রকারে ত্রুটি হয় নাই। বিবাহের রাত্রিতে বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্ব্বত ও ময়ুরপংক্ষী এবং তদঙ্গীভূত আশা শোটাপ্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল ও অনেক লোকের সমারোহও হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীক্রমে উত্তম রোশনাই ও মধ্যে২ অগ্নিক্রীড়া অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল। কলিকাতা শহরে বাজী পোড়াইতে হুকুম নাই যদি তাহা থাকিত তবে ঐ নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ঈর্ষা করিয়া বাজী পোড়াইতে ত্রুটি করিতেন না অর্থাৎ আড়াআড়িতে কলিকাতা নগরের অধিক ভাগ পুড়িত। আমারদের শ্রীরামপুর উত্তম স্থান এখানে কোন লেঠা নাই এবং এই বিবাহেতে যেমন স্থান তদুপযুক্ত বাজী হইয়াছে। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে দশ ঘণ্টার সময় বর অতি সমারোহপূর্ব্বক নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব যেহেতুক বিবাহের রাত্রির সমারোহের অনুসারে সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন।

(২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

মৈথিলির বিবাহ।—মিথিলাদেশে আষাঢ় মাসে বৎসর আরম্ভ হয় ঐ মাসে চন্দ্রসূর্য্যাদি নক্ষত্রে বিবাহের লক্ষণ হইলে তাহাকে শুদ্ধা বলে তদ্দেশে শুরাট নামে এক গ্রাম আছে যাহার২ বিবাহ দেওন বা করণ প্রয়োজন হয় তাহারা ঐ শুদ্ধাতে ঐ গ্রামে যায় এমতে ঐ স্থানে বৎসর২ এক বড় মেলা হইয়া থাকে ইহাতে প্রায় দেশের তাবৎ ব্রাহ্মণের আগমন হয় কেহবা পুত্রের বিবাহার্থী কেহবা কন্যার বিবাহার্থী কেহবা তামাসা দেখিতে আইসেন ইহাতে কন্যাপর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার লোক একত্র হইয়া প্রায় এক মাস তথায় বাস করে।

ইহারদিগের বিবাহের সম্বন্ধের নিয়ম বা তদ্বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ অন্য প্রকারে হয় না ঐ স্থানে ভাট যাহাকে পাঁজিয়ারা কহে তদ্দারা তৎপণাপণ কোটি দিন ও লগ্ন ইত্যাদি নির্দ্ধার্য্য হয় আর যত দিন অবধারিত না হয় তত দিন উভয় পক্ষ ঐ স্থানে বাস করে বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে বরপাত্র যেমত বড় বা ক্ষুদ্র লোক হউক সমারোহের ন্যূনাতিরিক্ত নাই তাহার সহিত একটী চাকরমাত্র যায় তাহাকে খাওয়াস কহে বরের ভূষণ এক ধুতি সাদা পাগড়ি আর একখানি দোপাটামাত্র আর বিবাহের সজ্জা জলের থালি একটী আর পানবাট্টা এক যোড়া বরযাত্র খাওয়াস-মাত্র বিবাহেতে বরের খরচ কেবল দুই বা চারি পয়শার সিন্দুর আর গুবাক এ তাবৎ দ্রব্যের বাহক ঐ খাওয়াস অথবা বরযাত্র হইয়া থাকে।

বর আপন বাটীহইতে কন্যার বাটীতে এমত সময়ে যাত্রা করেন যে এক প্রহর বা সার্দ্ধ প্রহর দিন থাকিতে তদ্‌গ্রামের প্রান্তে পঁহুছিতে পারেন তথায় উপস্থিত হইয়া কোন প্রকারে আপন শুভাগমনের সংবাদ কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া আর পূর্ব্বোক্ত উত্তীর্ণ দোপাটা মস্তকোপরি নিঃক্ষেপপূর্ব্বক নবকুলবধূর ন্যায় ঘোমটা দিয়া গ্রামের ভিতর অতি ধীরে২ প্রবিষ্ট হয়েন ও পিপীলিকার ন্যায় চরণ নিঃক্ষেপ করেন বর এমত আস্তে চলেন যে তাঁহার পদনিঃক্ষেপ বোধ হয় না অর্থাৎ এমত ধীরে চলে যে দুই প্রহর কালে প্রায় ২০০।৩০০ হাত গমন করিতে পারেন ইহাতে যদি দ্রুত চলে তবে কন্যার দেশের লোক নিন্দা করে ও অসভ্য মূর্খ কহে কিন্তু যত ধীরে চলেন ততই প্রশংসা এই প্রশংসেচ্ছুক হইয়া কতবার দোপাট্টাদ্বারা দৃষ্টির অবরোধ থাকাতে পাদনিঃস্বত হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হয়েন। কন্যার বাটীতে বিবাহের বেদী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে আলিপনাপ্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে বরজী আসনোপবিষ্ট হইলে কতকগুলিন মুচি বাদ্যকর আসিয়া বাদ্য করে তাহারদিগকে এক প্রকার পণ্ডিত বলা যায় কারণ তাহারা নান্দী পাঠ করে অর্থাৎ নানাবিধ নাটক গ্রন্থ পড়ে ও বর কন্যার বংশের উপাখ্যান বর্ণনা করে সেখানে অন্য কোন পুরুষ যাইতে বা থাকিতে পায় না কেবল কন্যাকর্ত্তা মাত্র তেঁহ অত্যল্প বাচনিক মন্ত্রদ্বারা কন্যা সংপ্রদান করিয়া স্থানান্তরে যান স্ত্রী লোকেরা আসিয়া বাদ্য গীত করত বর কন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যায় তাহারা যে ঘরকে কোবর কহে তথাতে স্ত্রী লোকেরা ধূনা জ্বালায় পর দিন গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজন ব্যক্তিরা বরকে কুতূহল স্থলে দেখিতে আইসেন আর যৌতুক দানের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ ধূনা জ্বালাইয়া সম্মুখে এক প্রকার আরতি করে কেহবা পান সুপারি দেয় স্ত্রী লোকেরা হরগৌরীর বিবাহের প্রসঙ্গ বিষয়ক ভরকুননামক গীত গায় ও বাদ্য বাজায় এ প্রকারে বর কুতূহল গৃহে ৭।৯।২১ বা ২৭ দিন বাস করিয়া আপনি পদব্রজে আর স্ত্রীকে এক ডুলিতে করিয়া নিজালয়ে গমন করেন।

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০)

চূড়াকরণ।—নবদ্বীপাধিপতি শ্রীলশ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বহাদরের পোষ্য পুত্র শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র রায়ের শুভ চূড়াকরণ ২৪ মাঘ ৫ ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার হইয়াছে এই কর্ম্মেতে

নানা দিগেদশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া যথোপযুক্ত সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন তাহাতে কিছু ত্রুটি হয় নাই আরো শুনা গেল যে ইহাতে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(১ জুলাই ১৮২৬। ১৮ আষাঢ় ১২৩৩)

...শবদাহবিষয়ে চন্দ্রিকা ও আর২ বাঙ্গলা কাগজে এত পত্র প্রকাশ হইয়াছে যে তদ্বিষয়ে ক্লেশের বর্ণনা বা তন্নিবারণার্থে কোন উপায় দেখান প্রায় বাকী নাই কিন্তু সকলের মৃত্যু এককালে হয় না প্রতিদিন কেহ না কেহ মরে যে মরে তাহারি পরিবার বা যে ঐ শব লইয়া দাহ করিতে যায় তাহারা তত্তৎকালে ক্লেশের বিবেচনা করে কিন্তু পরে বিস্মৃত হইয়া থাকে এই প্রকারে এ শহরবাসি হিন্দুলোক সকলেই এক২ বার দায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন ও হইতেছেন বা হইবেন বিশেষতো যাঁহারা বর্ষাকালে মরেন তাঁহারদিগের পরিবারেরা বিশেষরূপে ক্লেশ বোধ করিতে পারেন এ শহরে হিন্দু লোক দুই লক্ষ হইতে পারে প্রতি মাসে আন্দাজ তিন শত লোক মরিয়া থাকে কাশি মিত্রের ঘাটে গড়ে ১০ দশ জনের দাহ হয় কোন২ সময়ে প্রতিদিন ২০ কুড়ি ২৫ পঁচিশ জন মরে আর ওলাউঠা হইলে ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ মরিয়া থাকে শবদাহ স্থানের পরিমাণ আন্দাজ লম্বা ৪০ হাত চৌড়া ১৬ হাত জোয়ার হইলে ইহারো অল্পতা হয় গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইতেছে কিছু দিনের মধ্যে ইহাও জলমগ্ন হইবে ভাটা না পড়িলে দাহকর্ম্ম হইবেক না জোয়ার কালে মৃত শরীর আসিয়া জমা হইবেক ভাটার অপেক্ষায় সে স্থলে অনাবৃত স্থানে কেহ ৬ কেহ বা ১২।১৮ ঘড়ী বসিয়া থাকিবে ভাটা পড়িলে উন্নত বড় ধনি মরারা ঐ অল্প স্থানে রাজা হইবেন অর্থাৎ তাঁহারা অগ্রেই স্থান পাইবেন অভাগায় অভাগারা অপেক্ষা করিবেক।

যে বাটীর কেহ মরে তাহার পূর্ব্বে তৎপরিবারেরা তাহার সেবার্থে রাত্রি জাগরণ ও মনোদুঃখেতে মহাক্লিষ্ট হইয়া থাকে মরিলে যাঁহারা কখন পদব্রজে চলেন না তাঁহারা ঐ শবস্কন্ধে করিয়া এক বা দুই ক্রোশ বহন করিয়া মিত্রজার ঘাটে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত মতে বাস করেন কোন২ লোক ঐ ক্লেশ পায় না কারণ তাহারা ক্লেশ লয় না পিতা কিম্বা মাতা মরিলে দাহ করিতে হয় কোন প্রকারে দাহ করায় তাহার নিমিত্তে তাহারদিগের লোক আছে তাহারদিগের প্রতি এ উক্তি নহে কিন্তু সর্ব্বদেশে সকল জাতি আপন২ মধ্যে কেহ মরিলে তাঁহার শব শেষ করণার্থে সঙ্গে যায় এমত প্রথা আছে।

ভাগ্যবান্ লোকের অনেক বিষয়ে ক্লেশ হয় না ধনসত্বে নানা উপায় আছে কিন্তু ধনী কত আর ধনহীন বা কত ইহার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যাহা হউক এ বিষয় সকলেরি নিশ্চিত আছে এনিমিত্ত অন্যান্য দেশে রাজকর্তৃক নিশ্চিত বা তদ্দত্ত স্থান নিরূপিত হইয়া থাকে কারণ এবিষয় সাধারণ রাজা মর্ত্ত্যলোকে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হইয়া প্রজাদিগের প্রতিপালন করেন তেঁহ জীবদ্দশায় রক্ষা করেন অন্তকালে ব্যবহারানুসারে প্রজারদিগের শব বিষয়ে নিয়ম প্রতিপালন করান যেখানে রাজাহইতে এবিষয় নির্ব্বাহ না হয় তবে তত্তদ্দেশের ধনি লোক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নির্ব্বাহ করে এই শহরে রাজদত্ত

কৃষ্টিয়ানেরদিগের নিমিত্ত বরিয়েল প্লেস আছে মুসলমানেরদিগের কেশেবাগান ও মানিকতলা নিশ্চিত আছে আরমানিরদিগের আরমানি গোরস্থান তত্তজ্জাতির ব্যয়ে ক্রীতা ভূমি আছে এসকল স্থানের পরিমাণ বড় কিন্তু লোকসংখ্যা অত্যল্প হিন্দুরদিগের শব যদ্যপি ভস্ম করিয়া থাকে আর এতো অধিক স্থানে প্রয়োজন নাই কিন্তু ক্ষুদ্র মৃত্তিকাতে অর্পণ করিতে ও দুই লক্ষ লোকের মরা দাহ করিতে দুই বিঘা স্থানের প্রয়োজন বটে।

আমরা জানি না যে এবিষয়ে রাজসরকারে নিয়মিতরূপে দরখাস্ত অদ্যাপি হইয়াছে কি না যদি না হইয়া থাকে তবে প্রার্থনা পত্র দিলে ইহার উপায় হইতে পারে নতুবা অন্য প্রকার চেষ্টা উচিত এ শহরে প্রায় ষাটি হাজার বাটী আছে ইহার দুইভাগ হিন্দু হইবেক ইহারা বৎসরে যে টেক্স দেন তাহার চতুরাংশের একাংশ এক বৎসরের নিমিত্ত মাজিস্ত্রেট বা লাটিরি কমিটি সাহেবেরদিগকে দেন কিম্বা সকল যোত্রাপন্ন হিন্দুরা চাঁদা করিয়া অর্থ সঙ্গতি করেন কিম্বা যত লোক মরে বা যত শব কলিকাতার ঘাটে জালায় তাহার উপর নিশ্চিত কর স্থাপন করিয়া তদুৎপন্ন অর্থ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে রাস্তার ধারে জলের ভিতর ভিত্তি উঠাইয়া তিন দিগে দেওয়াল দেওয়াইয়া দুইটি চত্বর নির্ম্মিত করা যায় তাহাতে পশ্চিম দিগ খোলা থাকে পোতা মৃত্তিকাতে ভরাট হয় তাহাতে ঐ শবদাহ কার্য্য হয়।

যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে পৌষ্টিকতা করেন তবে ইহার নক্‌সা ও ব্যয়ের সংখ্যা ইত্যাদি আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে প্রকাশ করিব। কেষাঞ্চিদদ্যোগিনাং। সং চং

(২৪ অক্টোবর ১৮১৮। ৯ কার্ত্তিক ১২২৫)

গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ।—সন ১২২৫ শালে ১১ আশ্বিন শনিবার এই শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রেরা অনেক দান করিয়াছেন ছয় স্বর্ণ ষোড়শ ও ছেয়ানব্বই রূপার ষোড়শ ও এক আটচালা পরিপূর্ণ পিত্তলের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন আর এক পাকা বাড়ি মায়সরঞ্জাম ও এক গৃহস্থের সম্বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য শুদ্ধা দান করিয়াছেন। এবং মহাদানে এক হাতি ও ঘোড়া ও পালকী ও নৌকা প্রভৃতি অনেক দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে নিমন্ত্রণপত্র ও সিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান বিদায় এক শত টাকা ও এক রূপার ঘড়া দিয়াছেন এবং কাঙ্গালি ও অনাহুত লোক সকলে অনুমান দুই লক্ষ হইবেক এক শত ছয়টা বাড়ি পূর্ণ হইয়াছিল তাহারদের প্রত্যেক জনকে আপনারা থাকিয়া আট আনা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে কেহ বঞ্চিৎ হয় নাই এত সমারোহেতে যে কেহ বঞ্চিৎ না হইয়া সকলেই পাইয়াছে ইহাতে করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে অনুমান সর্ব্বশুদ্ধা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(১৫ জুলাই ১৮২০। ১ শ্রাবণ ১২২৭)

শ্রাদ্ধ।—কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ ২৮ আষাঢ় সোমবার হইয়াছে তাহাতে যেমত বিধিবোধিতরূপ অকৃত্রিম সমস্ত সামগ্রী সমবধান সমারোহ

পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে এমত অন্যত্র সম্ভব প্রায় হয় না। পূর্ব্বে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণ পত্র লোকদ্বারা ও অতিদূর দেশে ডাকদ্বারা প্রেরণ করাইয়াছিলেন তাহাতে এত দূর দেশে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন যে তাহারা অদ্যাপি আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই। এবং দেশ দেশান্তরীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভাগ্যবন্ত লোক পঁহুছিলে মনোহর বাসা ও উত্তম খাদ্য সামগ্রী এমত দিয়াছেন যে তাঁহারা মাসাবধি থাকিলেও তাহার শেষ করিতে পারেন না। এবং তাবৎ সামাজিকেরদের সিধা উপযুক্ত মত দিয়াছেন।

সভার সৌষ্ঠব অত্যাশ্চর্য্য পূর্ব্ব ভাগে উপরে নানা দেশীয় নিমন্ত্রিত সচ্ছাত্র অধ্যাপকগণ এবং উত্তর ভাগে নানা দেশীয় বিষয়ী ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণগণ। পশ্চিম ভাগে উপরে সামাজিক তাবৎ ব্রাহ্মণবর্গ নীচে পশ্চিম ভাগে তাবৎ ভাগ্যবন্ত বিশিষ্ট শূদ্রসমূহ। সভার মধ্য ভাগে স্বর্ণময় দান সাগরের সামিগ্রী। তাহার উত্তরে রাশীকৃত রূপ্যময় গাড়ু। ঈশান কোণে পিত্তলের এক রাশি গাড়ু। দান সাগরের দক্ষিণে রাশীকৃত রূপার ঘড়া ও অগ্নিকোণে পিত্তলের ঘড়া এক রাশি সভার পূর্ব্ব ভাগে রূপার খট্টা ১৭ খান তাহার আসনাদি সমুদয় শাঠীন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া। তাহার পূর্ব্ব ভাগে সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ ধেনু। এই রূপ সভা হইয়া ষোড়শ দানীয় দ্রব্য প্রত্যেকে উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক দানের দক্ষিণা এক২ স্বুবর্ণ মুদ্রা সমেত সাক্ষাৎকারে অপূর্ব্ব বেদাধ্যায়ি পশ্চিম দেশস্থ ব্রাহ্মণ হস্তে দান করিয়াছেন। পরে উত্তম যোল যোড়া শাল ও তুই বাস্তা উৎকৃষ্ট বনাৎ ও নগৎ দশ হাজার টাকা রূপার থালে করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং বিলক্ষণ দান কারণ দ্বিজদম্পতী পশ্চিম দেশহইতে আনাইয়া তুই হাজার টাকার অলঙ্কার ও বস্ত্রেতে ভূষিত করিয়া অপূর্ব্ব শয্যাদি ও দক্ষিণা স্বর্ণ মোহর দিয়াছেন। পরে সুন্দর সুসজ্জ ঘোটক ও বৃহৎ হস্তী ও বজরা ও উৎকৃষ্ট ঘোটকদ্বয়যুক্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণগণকে আরোহণ করাইয়াছেন।

এবং রবাহূত ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালিপ্রভৃতি অনুমান এক লক্ষ আসিয়াছিল তাহারদিগকে যথাযোগ্য দানদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের বিদায়ের যে হার করিয়াছেন শুনা যাইতেছে সেও উত্তম বিবেচনাপূর্ব্বক হইয়াছে। আর২ বিষয় লিখিতে হইলে অতিবাহুল্য হয় তৎপ্রযুক্ত স্থূল২ বিবরণমাত্র সকলকে জানাইবার কারণ লিখা গেল।

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০)

শ্রাদ্ধ।—১১ ফেব্রুআরি ৩০ মাঘ বুধবার মোং পানিহাটীনিবাসি দেওয়ান ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে এক রূপ্যময় দানসাগর ও তদুপযুক্ত আর২ দ্রব্য সকল অকৃত্রিম হইয়াছিল। এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালি বিদায়াদি অতিসুন্দর মত হইয়াছে। এবং শুনা যাইতেছে যে এই কর্ম্মে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আষাঢ় ১২২৮)

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।—শ্রীরামপুরের শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির ৺ পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ২৯ আষাঢ় বুধবার হইয়াছে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে এই রূপ ব্যয় বাহুল্য প্রায় অন্যত্র দেখা যায় না। নবদ্বীপ অবধি এতদ্দেশ সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিপাটী অতিশয়।

(২৩ আগষ্ট ১৮২৩। ৮ ভাদ্র ১২৩০)

শ্রাদ্ধ॥—৩২ শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীরামপুরের রামচন্দ্র দের শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রূপার দানসাগর ও কাঙ্গালি বিদায় প্রভৃতি কর্ম্মেতে সুখ্যাতি হইয়াছে ইহাতে ক্রটি হয় নাই।

(৪ অক্টোবর ১৮২৩। ১৯ আশ্বিন ১২৩০)

শ্রাদ্ধ॥—১১ আশ্বিন ২৬ সেপ্তম্বর শুক্রবার মোং শ্রীরামপুরের শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রজতময় দানসাগরদ্বয় হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক দ্রব্য উত্তম ও উপাদেয় তদ্ব্যতিরিক্ত রাশীকৃত পিত্তলময় ঘড়া ও গাড়ু ও থাল ও বহুগুণা প্রভৃতি এবং শাল ও বনাতের প্রাচূর্য্য ও বস্ত্র সকলি গরদ এবং হস্তী ও ঘোটক ও নৌকা ও পালকী দান করিয়া পাত্রসাৎ করিয়াছেন। এবং নানাস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহারদের বিবেচনাপুরঃসর সন্তুষ্টিপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন এবং অনাহূত ও রবাহূত ও ভাট ও রাঘব প্রভৃতি যজ্ঞোপবীতধারী ও ফকীর ও বৈষ্ণব যত আসিয়াছিল তাহারদের সকলেরি উপযুক্ত বিদায় করিয়াছেন তাহাতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালিবিদায় ও আর২ ক্রিয়া সুন্দররূপ সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক বিবরণ লিখিতে হইলে পত্র বাহুল্য হয়।

(২ জুলাই ১৮২৫। ২০ আষাঢ় ১২৩২)

আদ্যশ্রাদ্ধ।—গত বৃহস্পতিবার মৃত মহারাজ রামচন্দ্র রায় বহাদরের পুত্র শ্রীযুত মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর স্থিরভাবে বিনয়ান্বিত হইয়া যথোপযুক্ত ব্যয়পূর্ব্বক আপন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন এবং অনেক কাঙ্গালি বিদায়ও হইয়াছে তাহার বিশেষ জানিলে বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক। যাহা হউক জনরবদ্বারা এক্ষণে আমারদের এই প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে যে ঐ দিবস কোন নিমন্ত্রিত গোস্বামির নামে নয় শত টাকার ওয়ারেণ হওয়াতে তিনি পথিমধ্যে সরিপের পেয়াদাকর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া মুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে বিস্তর পুরুষত্ব ও ধার্ম্মিকত্ব প্রকাশ হইয়াছে এ কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়া থাকুক কিন্তু এ শ্রাদ্ধ অত্যন্ত খেদের বিষয় হইয়াছে যেহেতুক মৃত রাজার মাতা ও পিতামহী বর্ত্তমানা আছেন

এপ্রযুক্ত শ্রাদ্ধ কর্ত্তারদিগের এ শ্রাদ্ধে এতদ্বয়েও মনঃ সন্তুষ্ট হয় নাই কারণ শোকজন্য স্থির মনে ইচ্ছামত আয়োজন করিতে পারেন নাই।

(১৪ মে ১৮২৫। ২ জৈষ্ঠ ১২৩২)

শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান।—বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে যে সকল দানাদি উৎসর্গ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে। শ্রাদ্ধ দিবসে দানাদির সহিত সুসজ্জিত সভার শোভার বিষয় বিশেষ বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিতে আমারদের মানস ছিল কিন্তু অনুসন্ধান করা গেল যে সকল লোক সভারোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ বিশেষ লিখিয়া প্রেরণ করেন নাই সুতরাং তদ্বিষয় বর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে সকল দান দ্রব্যাদি এবং মুদ্রাদিদ্বারা অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য নিমন্ত্রণাহূত রবাহূত উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের যাহা বিদায় করিয়াছেন এবং কাঙ্গালি বিদায়ের বিশেষ যাহা জনশ্রুতি তাহা প্রকাশ করিতেছি।

নবদ্বীপাদি নানাদেশবাসি প্রধান২ অধ্যাপকেরদিগকে নগদ ১০১ মুদ্রা ও রূপার ঘড়া এক। দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি অধাপকেরদিগের নগদে ও রূপার তৈজসে ৭০।৬০।৫১।৪০।৩২।২৫ টাকা। উপস্থিতপত্র যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের বিদায় নগদ ৫ টাকা এক পিত্তলের ঘড়া কাহার বা গাড়ু এবং সিধার ১ কিম্বা ২ টাকা।

সুপারিসপত্রের নগদ ৮ টাকা এক পিত্তলের কলসী কাহার বা ৬ টাকা এক ঘড়া কাহার বা ৫ টাকা এক গাড়ু।

টিকিট পত্রের বিদায় ১॥ কাহার ১ টাকা ১ থাল কাহার ১ টাকা কেহবা এক থাল ইত্যাদি।

কাঙ্গালি আপামর সাধারণ ১ টাকা। কাঙ্গালি অনুমান লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহাতে এই আশ্চর্য্য যে তাবতেই পাইয়া অনুরাগ করিয়াছে। এবং কাহার ক্লেশমাত্র হয় নাই সকলেই সন্তোষ পাইয়া গিয়াছে।

জনশ্রুতি সভার চমৎকার শোভা হইয়াছিল এবং যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির দ্বারা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহের অপূর্ব্ব ধারা করিয়াছিলেন তাহার যদি বিশেষ বৃত্তান্ত কেহ লিখিয়া পাঠান তাহাও আমরা উৎসাহপূর্ব্বক আগামিতে প্রকাশ করিব। সং চং

(২২ এপ্রিল ১৮২৬। ১১ বৈশাখ ১২৩৩)

কাশীধামে গমন।—৺ রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু আশুতোষ সরকার সংপ্রতি কলিকাতাহইতে কাশীধামে যাত্রা করিয়াছেন শুনা যাইতেছে যে গয়াধামে পিতার সপিণ্ডনাদি কর্ম্ম করণানন্তর কাশীধামে গমন করিবেন তথায় গিয়া পিতার অনুষ্ঠিত ইষ্টকনির্ম্মিত শিবালয়ে শিব স্থাপন করিয়া পুনরাগমন করিবেন। জনশ্রুতি হইয়াছে যে তদ্দেশে সপিণ্ডন ও শিবস্থাপন সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন এ বড় আশ্চর্য্য নহে যেহেতুক শ্রীশ্রী৺ প্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও সৎসভাবান্বিত বটেন এবং দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্মে ব্যয় করিতে কোনমতে কাতর নহেন তাহা

পিতার আদ্যকৃত্য করণেই তাবতে বিদিত আছেন সেখানকার কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে তাহার বিশেষাবগত হইয়া প্রকাশ করিব। সং কৌং

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ৭ আশ্বিন ১২৩৪)

প্রেরিত পত্র। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের শ্রাদ্ধ।—গত ২৮ ভাদ্র বুধবার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে তদ্বিবরণ স্থূল বর্ণন করিয়া কএক পংক্তি প্রেরণ করি সম্বাদপত্রের এক দেশে স্থান দিবেন শ্রাদ্ধ অতিসমারোহপূর্ব্বক হইয়াছে রজত নির্মিতাষ্ট ষোড়শ এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত তদনুরূপ পর্য্যঙ্ক দুগ্ধফেণান্তকৃক্কত চিত্র বিচিত্রিত বস্ত্রে কিবা আশ্চর্য্য শব্যায় সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং রৌপ্যদানাদির মধ্যবর্ত্তি মকমলনির্ম্মিত চমৎকৃত মছলন্দ বিস্তৃত তদুভয় পার্শ্বে পিত্তল কলসে এবং থারি ঝারি সারিসারি শ্রেণীপূর্ব্বক রাখিয়া এই সকল দানাদির তিনদিগে উপবেশাসন প্রদান করা গিয়াছিল তদুপরি এক পার্শ্বে গোস্বামিবর্গ এবং তদুত্তরে মহামহোপাধ্যায়াধ্যাপক ভট্টাচার্য্য এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ কুলীন ও কুল শ্রান্ত শ্রোত্রীয় বংশজ ঠাকুর মহাশয়েরা গোষ্ঠীপতি বেষ্টিত হইয়া ধারামত বসিয়া কিবা সভার শোভা করিয়াছিলেন এবং দানসমূহের সম্মুখবর্ত্তি দলপতি ও তাঁহার দলস্থ সমস্ত কায়স্থ এবং কর্ম্মকর্ত্তার স্বজাতি জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধববর্গ বসিয়াছিলেন অন্যান্য দিগে গায়ক বাদক সংকীর্ত্তনাদি করিতেছে স্তুতি পাঠক ভাট বাক্কৌশলাদি করিতেছে সভার মধ্যে এক২ স্থানে দানাদি রক্ষার্থে শান্ত্রি দণ্ডায়মান আছে এবং কর্ম্মকর্ত্তা মন্ত্রি সমভিব্যাহারে বসিয়া দানোৎসর্গ করিতেছেন ইহাতে সভার শোভার সীমা হইয়াছিল।

এমত সময়ে সমাচার পাওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্য স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আগমনাভাব হইল তাহার কারণ দলাদলি প্রতিবন্ধক ইহাতে দলপতি দুঃখিত হইলেন না কেননা আপন২ দলের গণেরদিগের এইপ্রকার আটক করিতে হয় নচেৎ দলের আঁটি থাকে না কিন্তু ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তার মনে খেদ জন্মিয়া থাকিবেক যেহেতু সকল দলের অধ্যাপক-দিগকে দান দ্বারা সন্তোষ করিবেন মানস ছিল তাহা সম্পন্ন হইল না এক্ষণে শুনিতে পাই যে অধ্যাপকদিগের বিদায় আরম্ভ হইয়াছে একশত টাকা প্রধান দান এই নিয়ম হইয়া ধারাবাহিক বিদায় করিতেছেন ইহার বিশেষ অবগত হইয়া আগামিতে লিখিয়া পাঠাইব কাঙ্গালিদিগকে ।০ ।।০ আনা করিয়া দান করিয়াছেন অপর শুনিলাম যে যে সকল অধ্যাপক ঐ শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে মাসিক শ্রাদ্ধেও নিমন্ত্রণ করিবেন। সং চং।

(২০ মার্চ ১৮৩০। ৮ চৈত্র ১২৩৬)

গয়ায় শ্রাদ্ধের ঘটা।—গয়াধামের গত ২০ ফাল্গুণের পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে ৺মহারাজ অমৃতরাও পেশোয়ার পুত্র শ্রীযুত মহারাজা বিনায়ক রাও পেশোয়া সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত ৺ গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন তদ্বিশেষ লেখা অত্যন্ত বাহুল্যপ্রযুক্ত স্থূল লিখিতেছি শ্রীশ্রী৺ গদাধরের পাদপদ্মে ১০০ স্বর্ণ পুত্তলিকা ওজন ৬০ তোলা স্বর্ণ তুলসীপত্র এবং তুলসীমঞ্জরী

আর হীরার কলিকা ১০০ জরির হাসিয়া পাল্লাদার দোশালা ৩ এই সকল দ্রব্য দিয়া পুজাপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিয়া দক্ষিণা এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা দিলেন পরে অক্ষয়বটমূলে শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ হাজার টাকা দক্ষিণা দিলেন আর২ দ্রব্য ও ব্রাহ্মণভাজনের পরিপাটীর কি লিখিব দক্ষিণার সংখ্যা বিবেচনায় বিবেচনা করিবেন তথাকার গয়ালিরা কহেন যে এতাদৃশ ঘটাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দুই শত বৎসরের মধ্যে কেহ করেন নাই যাহা হউক এক ব্রাহ্মণকে একেবারে অদৈন্য ও অযাচক করিয়া দিয়াছেন। •সং চং

(১১ জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫)

সহমরণ।—কএক দিবস হইল দুই জন ইংগ্লণ্ডীয় কলিকাতাহইতে পশ্চিম যাইতেছিল কোননগর পর্য্যন্ত আসিয়া সেইখানে অনেক লোক একত্র দেখিয়া নৌকাহইতে নামিয়া দেখিল যে এক জন যোগীর স্ত্রী সহমরণ যাইবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে। পরে দেখিল একটা গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে মৃত পুরুষকে রাখিল পরে ঐ স্ত্রী সেই গর্ত্তমধ্যে দাঁড়াইল তাহার উনিশ বৎসরবয়স্ক পুত্র সেই গর্ত্তে তিন বার মৃত্তিকা দিল পরে অন্য লোকে মৃত্তিকা দিয়া ডুবাইল পরে সেই বালক পিতৃমাতৃ বিয়োগে কাতর না হইয়া কুটুম্বেরদিগের সহিত ঐ সাহেবেরদিগের নিকট আসিয়া আপন বিবরণ কহিল ও কুটুম্বেরদিগের পরিচয় দিল। পূর্ব্বে চন্দন নগরের নিকটে এমত একটা হইয়াছিল তখন জানিয়াছিলাম দৈবাৎ একটা হইল আর এমত হবে না কিন্তু এখন অন্য ও দেখা যায়।

(৮ জানুয়ারি ১৮২০। ২৫ পৌষ ১২২৬)

সহমরণ।—…হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রধান কুলীন তিনি মাতামহ সম্পর্কে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তি মোং বল্লভপুরে বাস করিতেন তাহার বিবাহ অনেক ছিল সংপ্রতি ৬ জানুআরি ২৩ পৌষ বৃহস্পতিবারে তাহার পর লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে পরে তাহার দুই পত্নী সহগমন করিয়াছেন তাহারদের মধ্যে একজনের বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর আর এক জনের বয়ঃক্রম সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল।

(৭ এপ্রিল ১৮২১। ২৬ চৈত্র ১২২৭)

সহমরণ।—গত মহাবারুণী যোগে উড়িয়া প্রদেশের অনেক লোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে মোং বাঁশবাড়িয়া গ্রামে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী প্রভৃতি পরিজন সমেত রহিয়াছিল দৈবাৎ শনিবারে গঙ্গাস্নান করিয়া সেই রাত্রিতে তাহার পীড়া হইয়া প্রাণ ত্যাগ হইল। পর দিন রবিবার তাহার স্ত্রী সহমরণে যাইতে নিশ্চয় করিয়া ঐ মোকামে গঙ্গাতীরে চারি দিকে চারি হস্ত প্রমাণে এক কুণ্ড কাটাইল। ও ঐ কুণ্ড কাষ্ঠ ও চন্দন কাষ্ঠ ও ধুনা ও আর২ সুগন্ধি মসালাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। পরে ঐ কুণ্ডের অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত

হইল দেখিয়া আপন মৃত স্বামির শরীর ঐ প্রজ্বলিত কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর ঐ স্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া ও সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া এক হাঁড়ী ঘৃত কক্ষদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প দিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল তাহার আত্মীয় লোকেরা হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

এতাদৃশ সহমরণ ব্যবহার এতদ্দেশে নাই তৎপ্রযুক্ত বিশেষ করিয়া লিখা গেল।

(৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮)

সহমরণ॥—দুই সপ্তাহ হইল জিলা বর্দ্ধমানের পূর্ব্বস্থলী গ্রামের শ্যামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য অনুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার স্ত্রী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা তাঁহার সহিত মোকাম গোপীপুরের গঙ্গার তীরে চিতারোহণ করিয়া আত্ম শরীর পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহারদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান আছে।

(১৮ আগষ্ট ১৮২১। ৪ ভাদ্র ১২২৮)

সহমরণ॥—এই সহমরণবিবরণ এক সাহেবের পত্র প্রমাণে মোং কলিকাতার ইংরেজী সমাচারপত্রে ছাপা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমরাও ছাপা করিতেছি কিন্তু কোন মোকামে ও কোন লোকের মধ্যে তাহা লিখিত নাই। কোন স্থানে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পর তাহার ত্রিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী সহগমন করণার্থে আজ্ঞাপেক্ষা করিয়া তথাকার জজ সাহেবের নিকটে আসিয়াছিল পরে বৈকাল বেলাতে শ্রীযুত জজ সাহেব ও যে সাহেব এই পত্র লিখিয়াছেন এই দুই জন একত্র হইয়া তাহার বাটীতে গেলেন যে বাটীতে তাহার মৃত প্রাণপতি ছিল সে বাটীতে সে স্ত্রী ছিল না যেহেতুক চারি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য হইয়াছিল। সাহেবেরা সেখানে দেখিলেন যে ঐ স্ত্রী হরিদ্রা মাখিয়া আম্রশাখা হস্তে করিয়া ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া আছে। জজ সাহেব ঐ স্ত্রীকে কহিলেন যে আমি তোমার সহিত কিঞ্চিৎ কথা কহিতে বাসনা করি। তাহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী আপনি জজ সাহেবের নিকটে আইল।

সাহেব বিনয় পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন যে তুমি দগ্ধা হইয়া মরিলে আত্মঘাতিনী হইবা অতএব দগ্ধা হইয়া মরণে ক্ষান্তা হও তোমার বংশ্যেরা তোমাকে অনাদর করিবে ইহা মনে করিয়া চিন্তা করিও না আমি তোমার স্বতন্ত্র ঘর করিয়া দিব ও যাবজ্জীবন তোমার ভক্ষ্য পরিচ্ছদ দিব। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী স্থিররূপে সবিনয় কহিল যে হে কোম্পানি আমি যাহাতে অন্তে সুখ পাই সেরূপ অনুমতি কর আমি তিন জন্ম এই স্বামির সহিত সহগমন করিয়াছি। এই কথোপকথন হইতে২ সূর্য্যাস্ত হইল তখন জজ সাহেব কহিলেন যে এখন কি করিবা। তাহাতে সে স্ত্রী কহিল যে অদ্য রাত্রি হইল অদ্য হইবে না কল্য সূর্য্যোদয় হইলে সহগমন করিব। তখন সাহেব ঐ স্ত্রীর নিকটে নেগাহবান লোক রাখিয়া স্বস্থানে গেলেন। কারণ সে স্ত্রী কোহন মাদক দ্রব্য ভক্ষণ না করে। পরে তাহার আত্মীয় বর্গেরা সে মৃত শরীর সেই স্থানে আনিল এবং আপনি মৃত স্বামির সহিত বসিয়া পূর্ব্ববৎ জাগরণে সে কামিনী যামিনী প্রভাত করিল।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাহার বন্ধু লোকেরা সহমরণোদ্যোগ করিতে লাগিল ও এক খট্টা আনিয়া তাহাতে ঐ শব রাখিল এবং ঐ স্ত্রী সে খাটে শব সন্নিকটে বসিল। পরে আত্মীয়াবর্গেরা ঐ খট্টা স্কন্ধে করিয়া শ্মসানে লইয়া গেল। সেখানে আর কোন ব্রাহ্মণ ছিল না কেবল চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক এক ব্রাহ্মণবালক ছিল সেই মন্ত্রাদি পাঠ করাইল। পরে ঐ স্ত্রী হরিধ্বনি করিয়া স্থিরভাবে চিতারোহণ করিল তথনও দ্বিতীয় সাহেব তাহাকে টাকা ও ঘর ও পালকী দিতে চাহিলেন তাহাতে সে স্ত্রী উত্তর করিল যে আমি এই পালকীতে আরোহণ করিলাম ইহা কহিয়া ঐ মৃতস্বামিকে কোলে করিয়া চিতাতে শয়ন করিল তাহাকে কেহ ধরিল না ও বান্ধিল না ও চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল তাহাতে তাহার অঙ্গস্পন্দও হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল। ঐ সাহেব আশ্চর্য্য বোধ করিয়া আপন স্থানে গেলেন।

(২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯)

সহগমন।—ওলাউঠা রোগে অনেক বাঙ্গালি মরিয়াছে তাহার মধ্যে ঐ [গয়া] মোকামে এক ব্রাহ্মণ মরিলে তাহার স্ত্রী সহগমনে উদ্যতা হইল তাহাতে গয়ার জজ শ্রীযুত মেং কিরিষ্টফর স্মিথ সাহেব গিয়া তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেন তাহাতে সে ব্রাহ্মণী আপন অঙ্গুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পরীক্ষা দেখাইল তাহা দেখিয়া জজ সাহেব আজ্ঞা দিলেন যে তোমার যে ইচ্ছা তাহা করহ। পরে সে স্ত্রী সহগমন করিল।

(২ আগষ্ট ১৮২৩। ১৯ শ্রাবণ ১২৩০)

সহমরণ।—১৪ শ্রাবণ সোমবার চাতরা গ্রামনিবাসি ষট পঞ্চাশদ্বৎসরবয়স্ক রামধন বাচস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন তাহার পঞ্চত্রিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী তৎসহগামিনী হইতে উদ্যতা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গেরা ও রাজসম্পর্কীয় লোকেরা নানা প্রকার নিবারণ করিল কিন্তু ঐ স্ত্রী সে সকল কথা কোন মতে গ্রাহ্য করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে মোং চাতরার ঘাটে সহমৃতা হইলেন।

(১৫ নভেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

সহমরণ।—মোং কোননগর গ্রামের কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বসুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার জীবদবস্থাতে দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল বাইশ স্ত্রী বর্ত্তমানা ছিল। তাহারদের মধ্যে কেবল দুই স্ত্রী তাহার নিজ বাটীতে ছিল আর সকলে স্ব২ পিত্রালয়ে ছিল। ২১ কার্ত্তিক বুধবার ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহার সকল শ্বশুর বাটীতে অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু সম্বাদ পাঠান গেল তাহাতে কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাঁসবাড়ীয়ার এক স্ত্রী ও নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারি জন

সহমরণোদ্যতা হইল। পরে সেখানকার দারোগা এই বিষয় সদর রিপোর্ট করিয়া সদরহইতে হুকুম আনাইতে দুই দিবস গত হইল পরে ২৩ কার্ত্তিক শুক্রবার তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নকালে হুকুম আইলে ঐ চারি জন পতিব্রতা সহমরণ করিয়াছে। এই স্ত্রীরদের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর অবধি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত হইবেক।

(১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০)

সহগমন।—শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসি পঞ্চানন বসুনামক এক ব্যক্তি বর্দ্ধিষ্ণু প্রাচীন কায়স্থ জরবিকারে অসুস্থ হইয়া ৩ চৈত্র পরলোকগামী হওয়াতে তাঁহার দুই স্ত্রী তৎসহগামিনী হইয়াছেন।

(২৯ মে ১৮২৪। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩১)

সহমরণ॥—শুনা গেল যে বংশবাটিনিবাসি গণেশ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য জরবিকারে পীড়িত হইয়া ৩ জ্যৈষ্ঠ শনিবার পরলোকগামী হইয়াছেন তাহার স্ত্রী তৎসহগমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি বৎসর হইবেক ইনি ন্যায় শাস্ত্রেতে উত্তম পণ্ডিত ছিলেন।

(২৪ জুলাই ১৮২৪। ১০ শ্রাবণ ১২৩১)

শ্রীক্ষেত্র।—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পুরীতে এক স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু ঐ স্ত্রী তিনবার প্রদক্ষিণ না করিয়া একবারমাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছে। তাহার স্বামী এক সম্ভ্রান্ত তালুকদার এবং ঐ জিলার মধ্যে তাহার অনেক ভূমিও আছে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান সত্তরি বৎসর হইবেক। দুই বৎসরাবধি এই ব্যক্তি পক্ষাঘাত রোগেতে পীড়িত থাকিয়া মরণের দুই তিন মাস পূর্ব্বে আপন মৃত্যুকাল নিকট জানিয়া পুরীতে আসিয়াছিল। তাহার স্ত্রীর বয়ঃক্রম অনুমান যাটি বৎসর হইবেক।

বঙ্গদেশে যেরূপে স্ত্রী লোকেরা সহগমন করে সে স্থানে সেরূপ নয় তাহারা প্রথম মৃত্তিকার মধ্যে এক কুণ্ড খনন করিয়া তাহাতে কতক কাষ্ঠ সাজায় ও তদুপরি ঐ শব শোয়াইয়া বিধ্যনুসারে অগ্নি দেয় এবং যখন অগ্নি অতিপ্রজলিত হইয়া উঠে তখন সতী সেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করে তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে অর্থাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইলে লোকেরা ঐ কুণ্ডের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া স্ত্রীপুরুষকে কুণ্ডহইতে বাহির করে এবং ঐ কুণ্ডের নিকট দুই চিতা করিয়া দুই শরীর পৃথক করিয়া দাহ করে। কুণ্ডহইতে উঠাইয়া পৃথক২ দাহ করিবার কারণ এই যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে পুত্রেরা অস্থি লইয়া গিয়া গঙ্গাতে সমর্পণ করে যদি কুণ্ডহইতে না উঠায় তবে অস্থি পাওয়া যায় না এইপ্রযুক্ত এরূপ করে। এই ব্যবহার কেবল পুরীর মধ্যে আছে অন্যত্র কোথাও নাই।

(১৩ নভেম্বর ১৮২৪। ২৯ কার্ত্তিক ১২৩১)

সহগমন।—লখিপুরনিবাসি আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক এক জন প্রধান লোক রোগবিশেষে আপন আয়ুঃশেষ জানিয়া কালীঘাটে আগমনপূর্ব্বক সুরধুনী তীরে তিন দিবস বাস করিয়া সাময়িক বিহিত ক্রিয়ায় কালক্ষেপণানন্তর ১৭ কার্ত্তিক সোমবার রাত্রিকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামির মরণে মৃত্যু শ্রেয়ো জানিয়া তৎসহগামিনী হইয়াছেন। সং কৌং

(২৭ আগষ্ট ১৮২৫। ১৩ ভাদ্র ১২৩২)

সহগমন॥—সিমল্যানিবাসি ফকিরচন্দ্র বসু ১ ভাদ্র সোমবার ওলাউঠারোগে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৬ বৎসর হইয়াছিল তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী শ্যামবাজারনিবাসি শ্রীমদনমোহন সেনের কন্যা তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাতিরেক ২২ বৎসর হইবেক এবং সন্তান হয় নাই। ঐ পতিব্রতা স্ত্রী রাজাজ্ঞানুরোধে দুই দিবস অপেক্ষা করিয়া বুধবার প্রাতে সুরের বাজারের নিকট সুরধুনী তীরে স্বামিশবসহ জলচ্চিতারোহণপূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ পুরঃসর পরলোক গমন করিয়াছে।

(৫ মে ১৮২৭। ২৩ বৈশাখ ১২৩৪)

শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—পূর্ব্বে সহমরণ ও অনুমরণের বিষয়ে অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকদ্বারা বহুবিধ বিচার ও উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছে এক্ষণে যদ্যপি তাবতেই এককালে ক্ষান্ত হইয়াছেন (পুনর্ব্বার তত্তদ্বিষয়ে কোন বাক্যব্যয় করণ ঐ পণ্ডিত বিচক্ষণগণকে সুপ্তদশাহইতে জাগ্রৎ করণ) তথাপি অদ্ভুত সমাচার অপ্রকাশ রাখা এবং বৃহৎ আড়ম্বর দেখাইয়া এককালে নিরস্ত হওন উচিতবক্তার অনুচিত এ কারণ মহাশয়ের সুবিবেচক পাঠকদিগের নিমিত্তে এই আশ্চর্য্য সমাচাররূপ ডালি পাঠাইতেছি···।

হালিশহর পরগণার গরিফা গ্রামে ২২ বৈশাখে এক ব্রাহ্মণের কন্যা ২২ বৎসরবয়স্কা নিজপতির শবের ক্রোড়ে সতী হইয়াছে তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমি অজ্ঞাত কিন্তু তাহার তৎকালের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া চিত্ত আর্দ্র হইল। নরবলি গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদ্দান করণ ও রথের চাকার নীচে গাত্র ঢালন পূর্ব্বে ছিল তাহাহইতে ভয়ানক সহমরণ অনুমরণ ভদ্রলোকের দর্শনে বোধ হয় কারণ অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোককে শাস্ত্রোপদেশদ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া এরূপ উৎকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাণ সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্তধারণপূর্ব্বক ঘূর্ণপাকে ৭ সাতবার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃসরে জলদগ্নিতে দগ্ধ করণ ও বংশদ্বয় দ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ না শুনিতে পায় এ নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনি করণ অতি দুরাচার নির্ম্মায়িক মনুষ্যের কর্ম্ম এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি

লোক সকলেই দোষী হইতেছেন শাস্ত্রের ভাল মন্দ পরমেশ্বর জানেন আপাততঃ শাস্ত্র দেখাইয়া এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন কিম্বা করাণ বিশিষ্ট লোকের অনুচিত ইতি। টীকাকারকস্য।

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬)

মহামহিম শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিএম কেবেণ্ডিশ বেন্টিঙ্ক গবরনর জনরেল বাহাদুর ইন কৌনসেল মহামহিমেষু ফোর্ট উলিএম।

পরের নাম লিখিত কলিকাতা নগরস্থায়ি এবং তন্নিকটস্থ গ্রামনিবাসিরা শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারে প্রফুল্ল অন্তঃকরণ সহিত এবং প্রচুর সম্ভ্রম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছে যে শ্রীলশ্রীযুতের অনুমতিক্রমে সমীপস্থ হইয়া হিন্দু প্রজাদের স্ত্রী পরম্পরার জীবন রক্ষার নিমিত্ত মহামহিম ইদানীন্তন যে উপাদেয় নিয়ম করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীবধকলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারী রূপ দুর্নাম হইতে চিরকালজন্য এ শরণাগত প্রজারদিগ্‌গে মোচন করিতে যে করুণাযুক্ত হইয়া যে সুসিদ্ধ যত্ন করিয়াছেন সেই পরমোপকারের পুনঃ২ স্বীকার নম্রতাপূর্ব্বক শ্রীলশ্রীযুতের সাক্ষাতে করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। হিন্দু প্রধানেরা আপন২ স্ত্রী পরম্পরার প্রতি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পরস্পর নির্ব্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লঙ্ঘন এবং অবলা জাতির রক্ষণা বেক্ষণ যে পুরুষের নিয়ত ধর্ম্ম তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া বিধবারা উত্তরকালে কোনক্রমে অন্যাসক্ত না হইতে পান তন্নিমিত্ত আপনাদের অবাধিত ক্ষমতার উপর নির্ভরপূর্ব্বক ধর্ম্মছলে সজীব বিধবারা যে স্বামির মরণের পরেই শোকের ও নৈরাশ্যের প্রথম উন্মুখে আপন২ শরীর দগ্ধ করেন এই রীতি চলিত করিলেন। ওই স্ত্রী পরম্পরা দাহের রীতি স্বার্থপর এবং পরানুগামি ইতর লোকের ও অত্যন্ত মনোনীত হইবাতে তাহারা ও তদনুরূপ ব্যবহারে ঝটিতি প্রবর্ত্ত হইয়া আপনারদের অত্যন্ত মান্য শাস্ত্র উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাকে অবহেলন করিয়া এবং ভগবান মনু যিনি প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা হন তাঁহার যে আজ্ঞা অর্থাৎ ক্ষমাঅবলম্বন তপোরূপ ধর্ম্মযাজন আর আপনাকে কায়িক সুখ হইতে রহিত করণইত্যাদি ধর্ম্ম আমরণান্ত বিধবা করিতে থাকিবেন ৫ অধ্যায় ১৫৮ শ্লোক, তাহাকে ও তুচ্ছ করিলেন। বাস্তবিক ইহারা স্ত্রী পরম্পরার প্রতি আপন২ সন্দিগ্ধান্তঃকরণের সান্ত্বনার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহারে উদ্যত হইলেন কিন্তু লোকেতে এমত গর্হিত কর্ম্ম হইতে আপনাদিগ্‌গে নির্দ্দোষ করিবার মিথ্যা বাসনায় সাক্ষাৎ দুর্ব্বল শাস্ত্রের কতিপয় বচন যাহাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধবাকে স্বামির জলচ্চিতারোহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেন যেন তাঁহারা এরূপ স্ত্রীদাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে করিতেছিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সন্দেহে মুগ্ধ হইয়া করেন নাই॥ বস্তুত ইহা অতিশয় সৌভাগ্য যে শ্রীলশ্রীযুত ইংলণ্ডীয় এতদ্দেশাধিপতিরা যাঁহাদের আশ্রয়ে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ এদেশীয় স্ত্রী পুরুষ তাবৎ প্রজাদের জীবন সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চয় রূপ জানিলেন যে ওই সকল দুর্ব্বল শাস্ত্রের বচন যাহাতে বিধবাদিগ্‌গে ইচ্ছাপূর্ব্বক জলচ্চিতারোহণের অনুমতি আছে তাহাকে কার্য্যের দ্বারা অমান্য করিতেছিলেন এবং ওই সকল বচনের শব্দের ও তাৎপর্য্যের সম্পূর্ণ মতে অন্যথা

করিয়া পতিবিহীনাদের আত্ম অন্তরঙ্গেরা ওই বিহ্বলাদের দাহকালীন তাহাদিগ্যে প্রায় বন্ধন করিতেন এবং তাহারা চিতা হইতে পলাইতে না পারেন এ নিমিত্ত তদ্যোগ্য রাশীকৃত তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহাদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন মনুষ্য স্বভাবের ও করুণার সর্ব্বথা বিরুদ্ধ এই ব্যাপার ভূরি স্থানে পুলিসের সংক্রান্ত আমলা যাহারা প্রাণির রক্ষার ও লোকের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে ব্যর্থ নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের অস্পষ্ট অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছিল।

অনেকস্থলে যেখানে সক্ষম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কায় পুলিসের এতদ্দেশীয় আমলারা আপন২ ইচ্ছানুরূপ আচরণে নিবারিত ছিল কেহ২ বিধবা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইয়া চিতাহইতে পলায়নপূর্ব্বক আপন প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন কেহ২ বা ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া চিতার নিকট হইতে নিবর্ত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহারদের প্রবর্ত্তকদের মরণ তুল্য নৈরাশ জন্মিল। কোন স্থানে বিধবাদিগ্যে এরূপ মরণ উচিত নহে ইহা বিশেষ মতে বোধগম্য করাতে এবং তাঁহাদের রক্ষার ও যাবজ্জীবন প্রতিপালনের অঙ্গীকার করিবাতে তাঁহারা আপনারদের জ্ঞাতি ও আত্মীয়কর্তৃক ভৎসন রাশিকে আপনাদের উপর স্বীকার করিয়াও সহমরণ হইতে নিবর্ত্তা হইয়াছেন। তাবৎ সহমরণ ঘটিত ব্যাপার যাহা স্বয়ং অতিদারুণ ও কুৎসিৎ এবং ইংলণ্ডীয় অধিকারের নীতির অতি বিরুদ্ধ তাহার প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রীলশ্রীযুত কৌন্সলে বিচার ও করুণা উভয় প্রদর্শিত নীতির বিশেষানুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়া ইংলণ্ডীয় নামের মহিমা সূচনার্থ আবশ্যক কর্ত্তব্য বোধ এই২ নিয়মকে নির্দ্ধারিত করিলেন যে শ্রীলশ্রীযুতের হিন্দুপ্রজাদের স্ত্রীলোকের প্রাণরক্ষা অধিক যত্ন পূর্ব্বক করিতে হইবেক এবং স্ত্রীলোক প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার অতিশয় পাতক পুনর্ব্বার আর হইতে না পায় এবং হিন্দুদের অতি প্রাচীন পরম পবিত্র ধর্ম্মকে তাঁহারা নিজে যেন তুচ্ছ না করেণ। সুম্প্রতিক এ অধীনদের জ্ঞাতসার হইল যে ওই আজ্ঞানুসারে মেজেষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্থাপিত হইয়াছে যে সর্ব্বোপায়ের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুতের আজ্ঞাকে প্রতিপালন করেণ।

শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের নিয়মের বিবেচনা করিয়া এ শরণাগত প্রজারা আপনাদের অন্তঃকরণের ভাবকে কোন প্রকাশিত সম্মানের চিহ্ন যাহা এমত স্থানে ব্যবহার্য্য হয় তদ্দারা দর্শাইতে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু এ অধীনদের অন্তঃকরণ ও ধর্ম্ম বারম্বার আজ্ঞা দিতেছেন যে এ শরণাগতরা অন্তঃকরণের ভাব যাহা তাবত হিন্দুর প্রতি পরমানুগ্রাহক শ্রীলশ্রীযুতের এই চিরস্থায়ি মহোপকার কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণ বিজ্ঞপ্তি করা যায়; যদি এ সময় এ শরণাগতরা তাচ্ছল্যপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করে তবে সর্ব্বথা কৃতঘ্ন ও প্রবঞ্চক রূপে গণিত হইতে হইবেক এ নিমিত্ত এ অধীনেরা এ নিবেদন পত্রীকে এই প্রার্থনা দ্বারা সমাপ্তি করিতেছে যে এ অধীনদের সর্ব্বান্তঃকরণ সহিত শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারের অঙ্গীকার রূপ উপহার, যাহা যদ্যপি ও শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের যোগ্য হয় না তাহা কৃপাপূর্ব্বক গ্রাহ্য করেন। ও যাঁহারা শ্রীলশ্রীযুতের এই পরম অনুগ্রহকে এ অধীনদের সহিত তুল্য রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন

অথচ এই সর্ব্বসাধারণ কর্ম্মে অজ্ঞতা অথবা অসংস্কার প্রযুক্ত অধীনদের সহিত ঐক্য হইলেন নাই তাঁহাদের এই ঔদাস্যকে কৃপা পূর্ব্বক ক্ষমা করেণ সবিনয় নিবেদন মিতি।

কালীনাথ রায় চৌধুরী
রামমোহন রায়
দ্বারকানাথ ঠাকুর
প্রসন্নকুমার ঠাকুর
ইত্যাদি

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক আইন দ্বারা সহমরণ রহিত করিলে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র দিবার জন্য ১৮৩০ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে রাজা রামমোহন রায়, কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি গবর্মেণ্ট হাউসে উপস্থিত হন। তথায় কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রথমে অভিনন্দনপত্রখানি বাংলা ভাষায় পাঠ করেন; পরে উহার ইংরেজী তর্জমাও পঠিত হয়। দুইখানি অভিনন্দনপত্রই ১৮৩০, ১৮ই জানুয়ারি তারিখের *Government Gazette* পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অভিনন্দনপত্র রামমোহন রায়ের রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন; ইহার ইংরেজী অংশ রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বাংলা অংশ ইতিপূর্ব্বে কোথাও মুদ্রিত হয় নাই।

(১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬)

মহরমের উৎসব।—মহরমের উৎসব সংপ্রতি সমাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু পাঠকবর্গের মধ্যে হইতে পারে যে কেহ২ ইহার মূল সুজ্ঞাত না হইয়া থাকিবেন অতএব গত সোমবারের গবরনরমেণ্ট গেজেটহইতে তাহার চুম্বক লইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি।

এই উৎসব মহম্মদের পৌত্র কালিফালীর ফতেমা নাম্নী স্ত্রীজাত পুত্র হাসন হোসেনের মরণের স্মরণার্থে স্থাপিত হইয়াছে। পৈগম্বরের পৌত্রেরা পৈগম্বরের সগোত্রজপ্রযুক্ত এবং তাঁহার ক্রোড়ে দোলিত হওয়াপ্রযুক্ত সর্ব্ব লোককর্তৃক বিশেষ সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন। ৬৮০ সালে দমাসকসের নির্দ্দয় রাজা য়েজীদের প্রতিকূলে আপনার দাওয়া সংস্থাপনের উদ্যোগে হোসেন মারা পড়িলেন। এই বধে মুসলমান মতাবলম্বিরদের এক বিচ্ছেদ হইল এবং তৎকালাবধি মুসলমান মতাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত হইয়াছে প্রথমতঃ সনি তাহারা আপনারদিগকে মুসলমানেরদের মধ্যে দক্ষিণাচারী জ্ঞান করে দ্বিতীয়তঃ সীয় অর্থাৎ আলী ও তাহার দুই পুত্র হাসেন হোসেনের মতানুযায়ী হোসেন আপনার স্ত্রীকর্তৃক হত হন তিনি য়েজীদের পরামর্শে তাঁহাকে বিষ প্রদান করেন।

দুই ভ্রাতার যে উৎসব তাহা প্রায় দশ দিন ব্যাপিয়া থাকে প্রত্যেক দিবসের স্বতন্ত্র২ পদ্ধতি আছে তাহা উত্তম ভাষায় রচিত এবং তাহাতে উভয় ভ্রাতার যন্ত্রণা অতিকোমলরূপে বর্ণিত আছে। পারসীদেশেতে এ উৎসবে যেরূপ ব্যবহার আছে তাহার বিপরীত এই উৎসবের রীতি বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র প্রচার হয়। তদ্দেশে তাহা দেশঘটিত শোকসূচক উৎসবের ন্যায় দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় তামাসার ন্যায় দেখা যায় এতদ্দেশে মুসলমানেরা আপনারদের সামান্য

পরিচ্ছদেতে পরিচ্ছন্ন হইয়া ইতস্ততো বাদ্য ও ধ্বজা লইয়া ভ্রমণ করে পারসীদেশে প্রত্যেক ব্যক্তি ধনবান হউক কি নাই বা হউক শোকসূচক বস্ত্র পরিধান করে।

এই উৎসবের শেষ সমারোহ কলিকাতাস্থ আগাকরবুলাই মহম্মদ প্রতিরাত্রিতে ধর্ম্মানুষ্ঠান গৃহে উভয় ভ্রাতার সাম্বৎসরিক উৎসব করণার্থে কতক পারসী দেশস্থ লোকেরদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদ্গৃহের গন্তব্য পথ মশালেতে সুশোভিত হইয়াছিল এবং যে সাহেব ও বিবি লোক সেই উৎসব দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন তাহারদের গাড়িতে পরিপূর্ণ ছিল।

ইউরোপ জাতীয়েরা এই উৎসবে উপস্থিত হইতে যে অনুমতি পান তাহার এই কারণ জনশ্রুতিতে আছে যে য়েজীদ সৎসময়ে উভয় ভ্রাতাকে বধকরণের মনস্থ করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তাহার দরবারে দৈবাৎ উপস্থিত এক খ্রীষ্টীয়ান উকীল তাহারদের প্রাণ রক্ষার বিষয়ে বিস্তর মিনতি করিলেন।

(৯ অক্টোবর ১৮১৯। ২৪ আশ্বিন ১২২৬)

মুরশেদাবাদ।—১০ সেপ্তম্বর বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আপন ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। দশ দণ্ড রাত্রির সময় তাহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল এবং অন্য২ স্থানে যে পাঁচ তোপ ছিল তাহাও এক কালে ছোড়া গেল তোপ ছাড়িবামাত্র গঙ্গার ওপারে রৌশনী বাগ নামে স্থানেতে যে সকল রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহা একেবারে জ্বালাইল এবং জলের উপর যে সকল ছোট২ ভেলাতে রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহাও ঐ সময় জ্বালাইল শেষে প্রধান ভেলাতে অগ্নি দিল। সে প্রধান ভেলা এই মত নির্ম্মিত প্রথম জলের উপর মাড়বান্ধা তাহার উপর ঘর সে ঘরের চতুর্দ্দিকে দেওয়াল ও চারি দিগে চারি দ্বার এবং চারি কোণে চারিটা চূড়া এই সকল কেবল বাতিতে নির্ম্মিত। এবং কোন২ স্থানে নানা প্রকার রঙ্গের অভ্রেতে বিচিত্র তাহার চারি দ্বারে চারি জন লোক গন্ধক জ্বালাইবার কারণ নিযুক্ত ছিল যখন এই সকল বাতি জ্বালাইয়া ঐ ভেলা ভাসাইয়া দিল তখন অত্যন্ত শোভা করিয়া গঙ্গার উপরে গমন করিতে লাগিল এবং নবাবের ঘরের নিকট পঁহুছিলে তাহারা যত পটকা ইত্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল সে সকল এককালে ছাড়িল। এই সকল হইলে পর নবাব আপন ঘরে অনেক লোকের সহিত একত্র খানা খাইলেন।

ধর্ম্মব্যবস্থা

(৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ২১ ভাদ্র ১২৩৬)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—মহাশয়ের ৪০৮ সংখ্যক চন্দ্রিকায় প্রকাশিত যথার্থবাদিন ইতি স্বাক্ষরিত এক প্রেরিত পত্রে দেখিলাম যে কোন মহাশয় শ্রীশ্রীযুত জগন্নাথ

দেবের এতদ্দেশীয় প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকুল বাসদেবল ব্রাহ্মণদ্বারা নিবেদিত ও তৎস্পৃষ্ট ভক্ত ভক্তিভাবে ভোজন করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে তৎপ্রতি কোন ব্যক্তি কোন উক্তি করাতে ঐ ভক্ত ভোক্তা ভক্ত রাগাসক্ত হইয়া যাহা শিষ্টেরদিগের সর্ব্বথা অনুক্ত তাহাই তাহার উপর উক্ত করিয়াছেন ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে...শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে দেবল ব্রাহ্মণ উপপাতকী তদন্নভোজী প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় যদ্যপি নিবেদিতে দোষাভাব কহেন তথাপি অন্নাতিরিক্ত দ্রব্যে তাহা কহিতে হইবেক কেননা নিবেদিতা নিবেদিত সাধারণ তদন্নভোজনেই প্রায়শ্চিত্ত বিধি দৃষ্ট হইতেছে অতএব দেবসেবোপজীবি ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য হয় তাহা সত্তের বিবেচনাতেই বিবেচিত হইবেক।

ধর্ম্মস্থান

(২৪ জুলাই ১৮১৯। ১০ শ্রাবণ ১২২৬)

কাশীর প্রাচীন কথা।—কাশী নগরে অনুমান আট লক্ষ লোক আছে। দশ বৎসর হইল কাশীতে হিন্দু ও মুসলমানের বড় বিরোধ হইয়াছিল মুসলমানেরা হিন্দুরদের দেবালয়ে গোহত্যা করিল তাহাতে হিন্দুরা কোপাবিষ্ট হইয়া মুসলমানেরদের এক প্রধান মসজিদ্ ইদগা সেখানে এক শূকরকে মারিয়া ফেলিল তাহারদের মিম্বর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও তাহারদের কোরাণ ছিঁড়িয়া আপন২ পায়ের নীচে রাখিল। মুসলমানেরা ইহাতে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া হিন্দুরদের প্রধান মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও কালভৈরবের জাঁতা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও পুনর্ব্বার সেখানে আর একটা গোহত্যা করিল ও তাহার রক্ত সর্ব্বত্র ছিটাইল ও সে মৃত গো এক পবিত্র পুষ্করিণীতে ফেলিল। পরে হিন্দুরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনারদের শক্তিপর্য্যন্ত মুসলমানেরদিগকে মারিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আপনারদের সৈন্যদ্বারা উভয় পক্ষে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

(৮ এপ্রিল ১৮২০। ২৮ চৈত্র ১২২৬)

গঙ্গাসাগর।—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন প্রতিদিন কাটা যাইতেছে এবং দিনে২ লোক বসতির আশা বাড়িতেছে।

আমরা তিন চারি মাস হইল এই বিষয় কোন সমাচার দেই নাই কিন্তু ইহারি মধ্যে অনেক২ ইংগ্লণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা সেখানে অনেক ভূমি ক্রয় করিয়াছেন। যে সাহেব লোকেরা ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষ আছেন তাহারদের নিকটে কতক দিন হইল শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক এই যাচ্ঞা করিয়াছেন যে তাহারা গঙ্গাসাগর মোকামে কপিলদেবের আশ্রমের চতুর্দ্দিকে পাঁচ শত বিঘা ভূমি তাহাকে দেন। এবং ঐ মল্লিক সে স্থানে এক মন্দির ও সে স্থানের ঘাট বান্ধা ও ব্রাহ্মণেরদের বেতন এই২ সকল খরচের কারণ লক্ষ টাকা দিতে কল্প করিয়াছেন। এবং ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরদিগকে তিনি কহিয়াছেন

যে এই২ ব্যয়ের কারণ লক্ষ টাকা আমি তোমারদের নিকটে অর্পিত করি. তোমরা এই সকল খরচ করহ কেবল আমি ব্রাহ্মণেরদিগকে নিযুক্ত করিব তাহারদের বেতন তোমরা দিবা। এবং যদি এই খরচপত্র করিয়া লক্ষ টাকার কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হয় তবে কলাগছী অবধি গঙ্গাসাগরপর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা করা যাইবেক।

ইহার কারণ এই যে ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা না বুঝেন যে মল্লিক আত্মলাভের নিমিত্ত এই রূপ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই রূপ হইলে গঙ্গাসাগর ক্রমে২ শহর হইতে পারিবেক যেহেতুক ক্রেতা ও বিক্রেতা লোকেরদের দ্বারা শহর জন্মে। প্রথম ক্রেতা লোক বসতি করিলে সুতরাং বিক্রেতা লোকেরা সেখানে আপনারা যায়।

যদ্যপি ঐ সাহেব লোকেরা পাঁচ শত বিঘা ভূমি বিনা মূল্যে না দেন তবে মল্লিক অন্ততো উপযুক্ত মূল্য দিয়াও তাহা লইবেন। তিনি ঐ সাহেবেরদের নিকটে এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐ স্থানে তীর্থ করিবার নিমিত্ত যে যাত্রিকেরা যাইবেক তাহারদের স্থানে আপনি কিছু লাভ করিবেন না;

(৩০ ডিসেম্বর ১৮২০। ১৭ পৌষ ১২২৭)

দ্বারকা।—এই সপ্তাহে মোকাম কলিকাতাতে সমাচার আসিয়াছে যে গুকামণ্ডলের অন্তঃপাতী মহাতীর্থ স্থান দ্বারকাপুরী ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগতা হইয়াছে।...

(২৮ জুলাই ১৮২১। ১৪ শ্রাবণ ১২২৮)

জগন্নাথক্ষেত্র॥—জগন্নাথক্ষেত্রে পূর্ব্ব বৎসর যাত্রিক লোক অতিন্যূন গিয়াছিল তাহাতে সেখানকার অধিকারিরা ও আর২ লোকেরা জ্ঞান করিয়াছিল যে আগামি বৎসর লোক অধিক হইবেক। কিন্তু এইক্ষণে সমাচার পাওয়া গেল যে পূর্ব্ব বৎসরহইতে এই বৎসর অতিন্যূন লোক হইয়াছিল। এবং দুর্ভিক্ষ ও ওলাউঠা রোগের দ্বারা সেখানকার লোক বিদ্ধস্ত হইয়াছে এই বৎসর সেখানকার কোন লোক জগন্নাথ দেবের রথ টানে নাই ও সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অন্য কোন উপায়দ্বারা রথযাত্রা সমাপ্ত করিয়াছেন।

(৮ মে ১৮২৪। ২৭ বৈশাখ ১২৩১)

শ্রীক্ষেত্র।—১৮ মার্চ তারিখের এক সাহেবের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গত দোলযাত্রার সময় বন্দেলখণ্ডের রাজা অনেক লোক সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দেব দর্শনার্থ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন এবং জগন্নাথজীকে দর্শন করিয়া আট হাজার টাকা মূল্যের এক হার দিয়াছেন এবং ভোগের কারণ ও আর২ দেবতারদের পূজার কারণ পাণ্ডারদিগকে পোনর হাজার টাকা দিয়াছেন ও দুঃখিরদিগকে কতক টাকা বিতরণ করিয়াছেন।...

(১৮ মে ১৮২২ । ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

ঐ [কাটোয়ার] পত্রেতে আরো সমাচার জানা গেল যে অগ্রদ্বীপে শ্রীশ্রীগোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কূলভঙ্গেতে ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত পূর্ব্ববাটীর দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ব মত বাটী প্রস্তুতা হইতেছে।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩ । ২০ মাঘ ১২২৯)

অনির্ণীত বলি ॥—মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার বাজারের উত্তরে কালীবাটীর নিজ পূর্ব্ব তেমাথা পথে ১৪ মাঘ রবিবার ২৬ জানুআরি গ্রহণ দিবসে রাত্রিকালে ১ রাঙ্গা বাছুর ও ১ বানর ও ১ কাল বিড়াল ও ১ শৃগাল ও ১ শূকর এই পাচ পশু কাটিয়াছে পর দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে এই পাচ জন্তুর শরীরমাত্র আছে কিন্তু মুণ্ড নাই ইহাতে অনুমান হয় যে মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কিছু জানা যায় নাই।

(১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০)

বক্রেশ্বর তীর্থ ॥—২৬ নবেম্বর তারিখে মেরকিউরি কাগজে বক্রেশ্বর তীর্থের বৃত্তান্ত বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে তাহার স্থূল আমরা তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ করিতেছি।—

মোং বীরভূমির নিকট সিউড়ির পশ্চিম কএক ক্রোশ অন্তর বক্রেশ্বর শিবের এক মন্দির আছে সেই মন্দিরের নিকট চারি কুণ্ড আছে তাহাহইতে অনবরত উষ্ণোদক ফুটিয়া উঠিতেছে। ঐ কুণ্ড সকল চতুর্দ্দিগে পাকা গজগিরি করিয়া বান্ধা এবং চারি দিগে ঘাট আছে। ঐ কুণ্ডহইতে সর্ব্বদা জল নির্গত হইয়া তাহার নিকট এক নদীতে পড়িতেছে কিন্তু তাহাতে কুণ্ডের জল কখন ন্যূনাধিক হয় না। কুণ্ড প্রায় চারি হস্ত পরিমাণ গভীর হইবেক তাহার জল এমত উষ্ণ যে লোক হাতে স্পর্শ ভিন্ন অবগাহন করিতে পারে না কিন্তু কোন শস্য দিলে সিদ্ধ হয় না ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে তাহার অতিনিকটে আর কএকটা কুণ্ড আছে তাহার জল অতিশীতল।

(২৭ মার্চ ১৮২৪ । ১৬ চৈত্র ১২৩০)

তারকেশ্বরের মহন্তের পুণ্য প্রকাশ।—শুনা গেল যে তারকেশ্বরনিবাসি শ্রীমন্তগিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্যা রাখিয়াছিল তাহাতে জগন্নাথপুরনিবাসি রামসুন্দর-নামক এক ব্যক্তি গোপের ব্রাহ্মণ ঐ বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনা-গমন করিত। পরে সন্ন্যাসী তাহা জানিতে পারিয়া ২ চৈত্র শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধান-পূর্ব্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন আমার বড় পিপাসা হইয়াছে তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সন্ন্যাসী সময় পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলের

উপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছোরার আঘাত করিল যে তাহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণ বিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা এই সমাচার শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এইমাত্র শুনা গিয়াছে।

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮২৪। ২৮ ভাদ্র ১২৩১)

ফাঁসী।—পূৰ্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছিল যে তারকেশ্বরের মস্তরাম গিরি এক বেশ্যার উপপতিকে খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন তাহাতে জিলা হুগলির বিচারকর্ত্তারা তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনবার অস্বীকার করিলেন কিন্তু ধৰ্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে শ্রীযুক্তেরা বহুতর আপেক্ষপূৰ্ব্বক ফাঁসী হুকুম দিলেন তাহাতে ১৩ ভাদ্র তারিখে রীত্যনুসারে তাহার ফাঁসী হইয়া কৰ্ম্মোপযুক্ত ফল প্রাপ্তি হইয়াছে।

(২৭ নভেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

কলিকাতা।—কলিকাতার বহুবাজারের কোম্পানির মদরসার নিকটে কোম্পানির এক গ্রিজা ঘর হইবেক তাহার আয়োজন হইতেছে এবং সে প্রস্তুত হইলে তাহাতে এক জন উপদেশক থাকিবে ও তাহার নিকটে এক ইংগ্রণ্ডীয় পাঠশালা হইবেক সেখানে অনেক বালক বিনামূল্যে বিদ্যা পাইবেক।

(১ জুন ১৮২২। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

গ্রিজাঘর॥—সমাচার জানা গেল যে কলিকাতার গড়ের মধ্যে চৌরাস্থাতে এক নূতন গ্রিজা ঘর হইবে এবং চৌরাস্থার চতুর্দিগে বৃক্ষ আছে তাহার ছায়াতে লোকেরা অনায়াসে যাতায়াত করিবেক এবং গ্রিজাতে সহস্র লোক বসিতে পারিবেক।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৪। ৪ আশ্বিন ১২৩১)

দিল্লী।—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কর্ণল স্কিনর সাহেব দিল্লী শহরে এক গিরিজাঘর নিৰ্ম্মাণ করাইবার কারণ বিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

(৮ জুন ১৮২২। ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

জীসাহেব॥—মোং বন্দেলখণ্ডহইতে সম্প্রতি এক সাহেব মোং কলিকাতাতে আসিয়াছেন তিনি এক প্রকার লোকের বিবরণ কহিলেন। ঐ সাহেব ১৮১৪ শালের মে মাসে মোং পান্নাতে গিয়াছিলেন সেখানে হীরার মহাজনেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলেন যে ঐ পান্নাতে জীসাহেবের মন্দির আছে। বৈকাল বেলা ঐ সাহেব আর২ সাহেবেরদিগকে সঙ্গে

করিয়া ঐ মন্দির দর্শনার্থ গেলেন কিন্তু সেখানকার অধিকারিরা জুতা পায়ে দিয়া মন্দিরের মধ্যে যাইতে দিল না। পরে সাহেবেরা জুতা খুলিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও দেখিলেন যে তাহারদের পূজাদি ব্যবহার সকল নানকপন্থিরদের মত।

এবং তাহারদের নিকটে ঐ জীসাহেবের বিবরণ শুনিলেন যে এক শত বৎসর পূর্ব্বে কোন এক বাদশাহ আপন উজ্জীরকে এক দিন কহিলেন যে হিন্দু লোক কখনও মুসলমান হয় না। তাহাতে উজ্জীর কহিল যে ভাল আমি হিন্দুকে মুসলমানের মধ্যে আনিতে পারি। ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎ ধন লইয়া এক ছোকরা চেলাকে সঙ্গে করিয়া মোকাম পান্নাতে পঁহুছিল এবং ঐ চেলাদ্বারা আপনার বুজুরুকী প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহার বুজরুকী কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইলে কন্যা ভারাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল যে হে সাঁই সাহেব আমি শুনিয়াছি যে আপনি যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন অতএব আমি দায়গ্রস্ত আমি যেরূপে কিছু টাকা পাই তাহা করুন। ইহা শুনিয়া ঐ বুজরুক কহিল যে ভাল তুমি এখন যাও বৈকালে আসিও। ইহা কহিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া আপন চেলাদ্বারা এক বৃক্ষের নীচে গুপ্ত রূপে এক শত টাকা রাখিল। বৈকালে ব্রাহ্মণ আইলে কিঞ্চিৎ কাল ভ্রুকুটী করিয়া কহিল যে অমুক বৃক্ষের নীচে তোমার কারণ ঈশ্বর টাকা রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তথা গিয়া ঐ এক শত টাকা পাইল। ইহাতে ঐ বুজুরুকের প্রতি ঐ ব্রাহ্মণের নিতান্ত বিশ্বাস জন্মিল ও সে ক্রমে২ আপন মত ত্যাগ করিয়া ঐ মতাবলম্বী হইল। কিন্তু ঐ বুজুরুক অতিশয় জ্ঞানী সে মৃত্তিকা বিবেচনা করিয়া মৃত্তিকার নীচস্থ বস্তুর বিষয় নিশ্চয় কহিতে পারিত তাহাতে এক স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া চতুঃশাল নামে এক রাজাকে কহিয়াছিল যে ঐ স্থানে হীরা আঁছে। ঐ রাজা সে স্থান খনন করিয়া হীরা পাইয়াছিল তাহাতে ঐ রাজা অতিশয় ভক্তি করিয়া আপন রাজ্য সমেত তন্মতাবলম্বী হইল। তদবধি ঐ বুজুরুক মুসলমানেরদের নিকটে জীসাহেব নামে ও হিন্দুর নিকটে প্রাণনাথ নামে মান্য হইয়াছিল এবং কতক হিন্দু ও মুসলমানকে আপন মতে আনিয়াছিল। পরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার কবর হইয়াছিল এবং সে কবরের উপরে এখন প্রস্তরময় এক মস্তক ও তাহার কপালে ত্রিশূলের আকৃতি আছে এবং মস্তকের উপরে এক ত্রিশূল আছে।

ঐ সাহেবেরা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ও দেখিয়া অনুমান করিলেন যে আওরঙ্গজেব বাদশাহের অধিকার কালে তাঁহার উজ্জীরের এই কীর্ত্তি হইতে পারে যেহেতুক এক শত বৎসর পূর্ব্বে আওরঙ্গজেব বাদশাহ হইয়াছিলেন এবং এতাদৃশ বিষয়ে তাঁহার অনেক২ কথা শুনা যায়।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬)

ধর্ম্মসভার আনুকূল্যে যে সকল টাকা চাঁদায় সহী হইতেছে তাহার বেওরা চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইতেছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় নীচে লিখিত টাকার সহী দেখিতেছি।

শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী।	৫০০
শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ রায়বাহাদুর।	৫০০
শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সাণ্ডাল।	৩০০
— উদয়চাঁদ দত্ত।	২০০
— জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	১০০
— নবীনচন্দ্র বসু।	৫০
— ভবানীপ্রসাদ ঘোষ।	৫০
— শিবচন্দ্র বসু।	৩৫

এতদ্ব্যতিরেকে এগারো জনে অষ্টআশী টাকার সহী করেন।

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬)

চন্দ্রিকায় কহে যে শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে গত সপ্তাহে এক ধৰ্ম্মসভা করিয়াছেন তাহা কলিকাতায় স্থাপিত ধৰ্ম্মসভার অনুগুণ ঐ সভাতে তত্রস্থ লোকেরদের দুই হাজার দুই শত নিরালব্বই টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬)

ধৰ্ম্মসভা।—গত ২৬ মাঘ রবিবার কলিকাতার উত্তর কাশীপুরে শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরির বাটীতে সভা হইয়াছিল ঐ সভায় কলিকাতাস্থ কএক জন এবং কাশীপুর বরাহনগর আরিয়াদহ দক্ষিণেশ্বর বেলঘরিয়া পানিহাটি কুমারহাটি টাকি নূননগরপ্রভৃতি গ্রামবাসি বিশিষ্ট শিষ্টসমূহ লোক সভা সম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানপত্রের দ্বারা আগমন করিয়াছিলেন পরে ধৰ্ম্মসভার কারণাবগত হইয়া চাঁদার বহিতে আপন২ স্বেচ্ছাপূৰ্ব্বক স্বাক্ষরাঙ্কিত করিলেন তাঁহারদিগের নাম ধনদাতার শ্রেণীতে লিখিত হইল এবং ঐ সভায় ইহাও ধার্য্য হইল যাহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহারদিগের সহিত কাহার আহার ব্যবহার থাকিবেক না।

অপর সভাধ্যক্ষ বারজনকে ঐ সভারোহণের সম্বাদ করা গিয়াছিল তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রতিনিধি শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন ইঁহারদিগের সাক্ষাতে সম্পাদককর্ত্তৃক উক্ত হইল যে বার জন সভাধ্যক্ষ হইয়াছেন আর কএক জন অধিক এবং সম্পাদকের সহকারী এক জন হইলে ভাল হয় তাঁহারদিগের দ্বারা সমাজের কারণের অনেক উপকার হইতে পারিবেক তাহাতে অধ্যক্ষেরা উত্তর করিলেন ধনদাতারদিগের মধ্যে তুমি যাঁহাকে২ বিবেচনা করিয়াছ তাহা ব্যক্ত কর পরে কথিত হইল।

শ্রীযুত মহারাজা বনয়ারিগোবিন্দ বাহাদুর।
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
— প্রাণনাথ চৌধুরী।
— শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
— ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।
— রাজকৃষ্ণ চৌধুরী।
— উদয়চাঁদ দত্ত
— রামরত্ন রায়।
— নবকৃষ্ণ সিংহ।
— উমানন্দ ঠাকুর।
— শিবনারায়ণ ঘোষ।

ইঁহারদিগকে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষতাপদে অভিষিক্ত করিলেন সম্পাদকের সহকারিতাজন্য শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে কহিলেন যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় হইলে ভাল হয় তাহাতে অধ্যক্ষেরা সম্মত হইয়া কহিলেন ধর্ম্মসভার লিখিত পত্রাদিতে যাহা সম্পাদকের স্বাক্ষরের আবশ্যক হয় যদ্যপি সম্পাদক কোন কারণপ্রযুক্ত স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন সহকারিসম্পাদক তাহা স্বাক্ষর করিলে গ্রাহ্য হইবেক এবং সম্পাদক তাঁহাকে যে কর্ম্মের ভারার্পণ করিবেন তাহা তিনি করিবেন।

অপর অধ্যক্ষেরা কহিলেন অদ্য যে কএক জন মনোনীত হইলেন তাঁহারদিগকে পত্রের দ্বারা অবগত করাইয়া তাঁহারদিগের স্বীকৃত উত্তর সকল অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাত করাইবেন। সং চং

(৬ মার্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬)

ধর্ম্মসভাধ্যক্ষেরদিগের বৈঠক।—গত ১১ ফালগুণ রবিবার পটলডাঙ্গার শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ দাসের দরুন ২৮ নম্বরের বাটীতে সভাধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকে সভার নানা কর্ম্ম সমাপনানন্তর শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক পদ পরিত্যাগের যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পাদককর্ত্তৃক পঠিত হইবাতে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন অনন্তর সম্পাদক প্রশ্ন করিলেন এক ব্যক্তি ধনী শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ধনরক্ষক পদে নিযুক্ত করুন তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক কহিলেন বাবু রামদুলাল দেবের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব নিযুক্ত হইলে ভাল হয় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ঐ কথার পোষকতা করিবাতে সভাস্থ সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন পরে সম্পাদকের প্রশ্নমতে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন অনন্তর পাটনা মালদহাদি নানা স্থানহইতে ধর্ম্মসভাসম্পর্কীয় যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহার সদুত্তর লিখিতে সম্পাদককে অনুমতি হইল। সং চং

বিবিধ

(২৯ ডিসেম্বর ১৮২১ । ১৬ পৌষ ১২২৮)

সন্ন্যাসিরদের দৌরাত্ম্য ॥—মুসলমানেরদের অধিকার কালে পশ্চিমদেশ হইতে উলঙ্গ নাগা ও সন্ন্যাসিরা মধ্যে২ এই দুর্ব্বল দেশে আসিয়া লুঠ ও গৃহাদিদাহরূপ অনেক দৌরাত্ম্য করিত ইহা বৃদ্ধ পরম্পরা প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত শুনা যায় ইহার এই এক কারণ অনুমানে আইসে।

পূর্ব্বে এক প্রকার সন্ন্যাসিরা ছিল তাহারা দিগম্বর ও ভিক্ষাদ্বারা কালক্ষেপ করিত কিন্তু উপযুক্ত সময় পাইলে চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি ও বধপর্য্যন্তও ছাড়িত না। তৎকালে মাড়বার কিম্বা যোধপুরে বহু সম্পত্তিমতী এক স্ত্রী ছিল সে ভিক্ষুকেরদিগকে বিস্তর ধনদান করিতে লাগিল তাহাতে তাহার চতুর্দিকস্থ প্রদেশহইতে সহস্র২ ভিক্ষুকেরা ঐ স্ত্রীর নিকটে আসিতে লাগিল এবং ঐ ধনদাত্রীর ধনদানে তৃপ্ত না হওয়াতে চতুর্দিকের দেশ লুঠ করিয়া আনিয়া ঐ স্ত্রীর বাটীর মধ্যে আশ্রয় করিয়া মদিরাপান ও গণিকা সঙ্গ রঙ্গে থাকিতে লাগিল। তত্রত্য লোকেরা ইহাতে বিরক্ত হইয়া ঐ স্বয়ংখ্যাত ধার্ম্মিকেরদের প্রাতিকূল্যাচরণ আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাসংগ্রাম হইলে পর সন্ন্যাসিরা জয়ী হইল। ইহাতে সকলে ঐ দিগম্বরেরদিগকে ও ঐ স্ত্রীকে জাদুগর জ্ঞান করিল এবং সর্ব্বত্র এমত রটিল যে ঐ স্ত্রী এক প্রকার খিচড়ী পাক করিয়া সন্ন্যাসিরদিগকে ভোজন করায় তৎপ্রযুক্ত তাহারদের শরীরে মনুষ্যের অস্ত্র লাগিতে পায় না অতএব তাহারা অজেয়। বাস্তবিক জাদুগরিদ্বারা তাহারা অজেয় হইল না কিন্তু ঐ মিথ্যা জনরবে বিশ্বাস করিয়া সমর্থ ব্যক্তিও ভয়প্রযুক্ত তাহারদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না সুতরাং তাহারা অজেয় হইল।

• পরে তাহারা ঐ স্ত্রীর আশ্রয়ে থাকাতে অধিক প্রবল হইয়া চতুর্দিকে লুঠ করিল ও মাড়বার দেশ লুঠ করিতে গিয়া সেখানকার রাজসৈন্যের সহিত সমর করিয়া সৈন্য ও রাজাকে বধ করিল। রাজার অমাত্যেরা সসৈন্য তাহারদের উপর আক্রমণ করিলে তাহারাও রাজার তুল্য দুর্দশাতে পড়িল। এই অনপেক্ষিত জয়প্রাপ্ত হইয়া ঐ ভিক্ষুকেরা স্ফীত হইল ও মহারাজধানী দিল্লী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে উপক্রম করিল। পরে বিশ হাজার সৈন্য সহিত ঐ স্ত্রী আপনি দিল্লী প্রস্থান করিল। আগরা পঁহুছিবার পাঁচ দিন পূর্ব্ব তত্রস্থ বাদশাহের অমাত্যেরা সসৈন্য তাহারদের উপর পড়িল কিন্তু তাহাতেও দিগম্বরেরা জয়ী হইল অপর তাহারা মনেং হিন্দুস্থানের তাবৎ পরাক্রম ও ধন গ্রহণ করিয়া ঐ বৃদ্ধাকে আপনারদের বাদশাহ নামে খ্যাত করিল।

তৎকালীন দিল্লীর সিংহাসনাধিষ্ঠায়ী মহাপরাক্রমী আওরঙ্গজেব বাদশাহ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সংকটজ্ঞান করিলেন যেহেতুক তিনি ভাবিলেন যে অন্য২ লোকেরদের মত আমার সৈন্যের লোকেরাও ঐ সন্ন্যাসিরদের জাদুগরিতে বিশ্বাস করে অতএব কি জানি সন্ন্যাসিরদের সহিত যুদ্ধে আমার সৈন্যেরা কি করে। সেইহেতুক ঐ ভিক্ষুকেরদের জাদুগরি বিষয়ে আপন সৈন্যের বিশ্বাস নষ্ট করা তিনি তাহার প্রথম উপায় জ্ঞান করিলেন। আওরঙ্গজেবের ধার্ম্মিকতা ঐ স্ত্রীর

ধার্ম্মিকতার তুল্যরূপে লোকতঃ প্রচাব ছিল অতএব তিনি এই ঘোষণা করিলেন যে অন্য জাদুগরিদ্বারা সন্ন্যাসিরদের জাদুগরি নষ্ট করিবার এক উপায় পাইয়াছি। ইহা কহিয়া আপনি কতক দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র সৃষ্টি কবিয়া লিখিলেন ও কহিলেন যে এই পত্র নিশানের উপর লট্‌কাইয়া সৈন্যের অগ্রে২ লইয়া গেলে তাহারদের গুণ জ্ঞান বিফল হইবে। শেষে এই উপায় ফলবান হইল যেহেতুক ঐ সন্ন্যাসিরা অত্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ বাদশাহের সৈন্যের পরাক্রমে তাহারা কাটা গেল এবং তাহারদের মধ্যে কতক সন্ন্যাসিরা সেনাপতিরদের আনুকূল্যে রক্ষা পাইল।

অতএব বোধ হয় যে ঐ সন্ন্যাসিরদের অন্তঃপাতি কতক নাগা এ প্রদেশেও আসিয়া নানা দৌরাত্ম্য করিত।

(১৮ অক্টোবর ১৮২৩। ৩ কার্ত্তিক ১২৩০)

শুভাগমন ॥—শ্রীযুত রাইট রিবরেণ্ড রিজিনাল্‌ড হেবর সাহেব কলিকাতার লার্ড বিসোপ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া ইংগ্লণ্ডহইতে গত শুক্রবার বৈকালে কলিকাতা পঁহুছিয়াছেন। তাহার সংভ্রমার্থে শনিবার গড়েতে তোপ হইয়াছে এবং গত রবিবারে শহর কলিকাতার প্রধান গ্রীজা ঘরে তিনি ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন তাহাতে শহর নিবাসি সাহেব লোকেরা অনেকে আসিয়াছিলেন। তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

বিবিধ

লটারি

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ৬ ফাল্গুন ১২২৮)

কলিকাতার ২৬ লাটরী ॥—৮০৯ নম্বর টিকীটে ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা চুচূড়ার শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুত লালমোহন পা'লের নামে উঠিয়াছে এ টাকা তাহারা তুল্যাংশ-ক্রমে লইয়াছে এতদ্ভিন্ন অন্য২ যে২ টিকীট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা যাইবে।

১১ ফিব্রুয়ারি সোমবার। ৫৪৫৯ নম্বর ১০০০ টাকা। ২৯৩৮ ও ৪৮৮০ নম্বর প্রত্যেক ৫০০ টাকা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক টিকীটে ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ টাকা করিয়া তের টিকীট উঠিয়াছে।

১২ ফিব্রুআরি মঙ্গলবার। ৩৪৭৭ নম্বর ২০০০০ টাকা। ১৮৭৫ নম্বর ১০০০০ টাকা। ৯০ নম্বর ১০০০ টাকা। ৬৬৭ নম্বর ৫০০ টাকা। ২৮৪৩ নম্বর ৫০০ টাকা। ১৫০ নম্বর ৫০০ টাকা। ৫৯০ নম্বর ৫০০ টাকা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক টিকীটে দুই শত পঞ্চাশ টাকা করিয়া ১৭ সতের টিকীট উঠিয়াছে।

(২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ১৩ ফাল্গুন ১২২৮)

ইস্তাহার।—মোকাম কলিকাতার ২৭ বারের লাটরি যে হইবেক তাহাতে যে লাভ হইবেক তদ্দ্বারা কলিকাতা শহরের পরিপাটী হয় এমত শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন। লাটরিতে ৬০০০ ছয় হাজার টিকীট হইবেক ইহার মধ্যে ১৪৫৭ চৌদ্দ শত সাতান্ন টিকীট মাল তদ্ভিন্ন ৪৫৪৩ চারি হাজার পাচ শত তেতাল্লিশ টিকীট ফরসা। এই টিকীট কলিকাতার টৌনহালে ১৫ মার্চ মঙ্গলবারে দুই প্রহর বেলার সময়ে নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার ন্যূন ডাকিলে পাইবেক না ইহার অধিক যিনি ডাকিবেন তিনি পাইবেন।

রাস্তাঘাট

(১৪ নভেম্বর ১৮১৮। ৩০ কার্ত্তিক ১২২৫)

নূতন খাল।—কুলপীর নীচে এক খাল সমুদ্রপর্য্যন্ত যায় সেই খালের গোড়া অবধি কলিকাতাপর্য্যন্ত একটা নূতন খাল কাটিবার নিমিত্ত পরামর্শ হইতেছে যদি এই মত খাল কাটা

যায় তবে তাহাতে এই উপকার হইবে যে সমুদ্রহইতে যে সকল দ্রব্য কলিকাতাতে আমদানি রপ্তানি হয় তাহা নির্ভয়ে অনায়াসে ঐ খাল দিয়া কলিকাতায় আসিতে ও যাইতে পারে।

অন্য এক খালও কাটিবার কারণ কথা হইতেছে অবর্ষ সময় উত্তর ও পশ্চিমহইতে যত দ্রব্য কলিকাতায় আইসে তাহারা ইচ্ছামতী নদী দিয়া শিবনিবাস পর্য্যন্ত আইসে ও সেখানহইতে হরধামের খাল দিয়া গঙ্গায় আইসে কিন্তু গঙ্গায় আসিবার সময় নিত্য দক্ষিণে বাতাস পায়। এবং গঙ্গায় পঁহুছিলে জোয়ার ভাটা পায় ইহাতে অনেক গহঁরি হয় ও অনেক নৌকার ক্ষতি হয় যদি হরধামের খাল অবধি কলিকাতার পূর্ব্বপর্য্যন্ত একটা খাল কাটা যায় তবে এতদ্দেশীয় বাণিজ্য অবিলম্বে নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে পঁহুছে। হরধাম অবধি কলিকাতার পূর্ব্বপর্য্যন্ত পঁচিশ ক্রোশ হইবে এবং যদি যমুনা নদীর সহিত সম্মিলিত করা যায় তবে কেবল কুড়ি ক্রোশ কাটিতে হয় যদি ইচ্ছামতীহইতে কাটা যায় তবে পোনর ক্রোশ কাটিতে হয়।

এই খাল কাটিলে কলিকাতার লোকেরা অনায়াসে ভাল জল পাইবে ও জাহাজের লোকেরা যে জল লইবার কারণ নৌকা পাঠাইত তাহারাও ঐ খালহইতে ভাল জল পাইবে।

অনুমান হয় যে এই খাল কাটিতে এই ব্যয় হইবে যদি খাল কুড়ি ক্রোশ লম্বা হয় এবং যদি খালের গোড়া ষাটি হাত চৌড়া ও খালের মুখ কুড়ি হাত চৌড়া করে ও পৌনে পোনের হাত গহেরা হয় তবে খাল কাটিবার খরচ পাঁচ লক্ষ আট চল্লিশ হাজার টাকা লাগিবে। জমীর মূল্য এই যদি চৌড়াতে এক শত চল্লিশ হাত জমী লওয়া যায় তবে তাহার সকল জমীর মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় এই হিসাবে ফি বিঘা জমীর মূল্য দশ টাকা করিয়া ধরা গিয়াছে এবং কলিকাতার নিকটে যে জমী তাহার কারণ কুড়ি হাজার টাকা ধরা গিয়াছে। তৈনতীর এই খরচ যদি তিন বৎসর লাগে ও পাঁচ শত টাকা করিয়া মাসে ধরা যায় তবে আটার হাজার টাকা হয় সর্ব্ব শুদ্ধা ছয় লক্ষ আঠার হাজার টাকা। যদি ইহার উপর বাজেখরচের নিমিত্ত আর কিছু ধরিয়া দেয় তবে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা হয় যদি খালের উপর নৌকার হাসিল লওয়া যায় তবে অনুমান প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হইতে পারে ইহাতে আসল ব্যয় টাকার সকল সুদ পোষাইতে পারে। কলিকাতার পূর্ব্বে টালির খাল দিয়া যে নৌকা যায় তাহার হাঁসিলে প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হয় অতএব এই খাল হইলে অবশ্য ইহার অধিক হাঁসিল হইতে পারিবেক এবং টালির খালে যে উপকার হইতেছে তাহাহইতে দশ গুণ উপকার এই খালে হইবেক।

(৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭)

কলিকাতার নূতন রাস্তা।— মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজারে শীঘ্র গমনাগমনের কারণ নূতন রাস্তা হইতেছে এই রাস্তা হইলে যেমন লোকেরদের উপকার হইবেক তেমন অন্য রাস্তাতে উপকার হয় না যেহেতুক পূর্ব্বে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজার পর্য্যন্ত গাড়ীপ্রভৃতি গমনাগমন করিবার নিকট প্রশস্ত রাস্তা ছিল না পূর্ব্বে আসিতে হইলে ঘুরিয়া আসিতে

হইত। এবং তাহাতে আরো উপকার এই যে সে রাস্তার মধ্যে লালদিঘীর মত এক উত্তম পুষ্করিণী কাটা যাইতেছে এবং তাহার চতুর্দিকে রাস্তা হইবেক শ্রীশ্রীযুতের নামানুসারে ঐ রাস্তার নাম হেষ্টিংস রাস্তা খ্যাত হইবেক।

অপর আরো শুনিতে পাই যে মোং চৌরঙ্গিতে এই মত পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট রাস্তা করা যাইবেক।

(৩ মার্চ ১৮২১। ২১ ফাল্গুন ১২২৭)

নূতন রাস্তা।—মোং কলিকাতার গঙ্গার ধারে প্রবল রাস্তা নাই এইক্ষণে শুনা যাইতেছে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর সেই রাস্তা করিতে হুকুম দিয়াছেন। এই রাস্তা হইলে শহরের শোভা উত্তম হইবেক। কিন্তু সেখানকার যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের জমী ও বাটী গঙ্গার ধারে আছে তাহারদিগের অনেক অপচয় হইতে পারে এবং বাহির রাস্তা ও বড় রাস্তার মধ্যে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়া বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্তা এইক্ষণে মহৎকুপ হইয়াছে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ৫ ফাল্গুন ১২২৯)

নূতন রাস্তা।—গত শুক্রবারে কলিকাতার জরনেলেতে এক পত্র ছাপা হইয়াছে যে এমত পরামর্শ হইতেছে যে খিদিরপুরে জাহাজের য্যাড়ি অবধি গঙ্গাতীরে গার্ডিনরিচ পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা হইবে এবং টালির খালের উপরে এক নূতন সাঁকো হইবে এই রাস্তা প্রস্তুত হইলে কলিকাতা অবধি গার্ডিনরিচপর্য্যন্ত সাবেক রাস্তা দিয়া যত দূর হয় এই নূতন রাস্তা হইলে তাহাহইতে এক ক্রোশ কম হইবে কিন্তু এই পত্রলেখক কহে যে এই রাস্তা প্রস্তুত হইলে মল্লিকেরদের ও দেঁওয়ান গোকুল ঘোষালের ও শ্রীযুত বাবু তারাচান্দ ঘোষ ইত্যাদির অনেক উপকার আছে যেহেতুক ইহাতে তাহারদের সেখানকার স্থান অধিক মূল্যবান হইবেক অতএব লেখক এই পরামর্শ কহে যে এই রাস্তা প্রস্তুত করিবার কারণ শ্রীযুত বড় সাহেব সাঁইত্রিশ হাজার পাচ শত টাকা দেউন ও মল্লিকপ্রভৃতিরা নয় হাজার তিন শত পঁচহত্তরি টাকা দেউন ও যে২ সাহেব লোকেরদিগের ঘর গার্ডিনরিচেতে আছে তাহারা তিন হাজার এক শত পঁচিশ টাকা দেউন ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে রাস্তা তৈয়ার হইতে পারে।

(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০)

নূতন রাস্তা।—শুনা যাইতেছে যে গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা গারডিনরিচপর্য্যন্ত হইবেক আর ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ হইবেক এ প্রকার প্রস্তুত হইলে বৃক্ষাদির ছায়াতে লোকেরদিগের যানবাহনাদিদ্বারা এবং পদব্রজে গমনাগমনের মহাসুখ জন্মিবেক এবং গঙ্গা-তীরের শোভা দেখিয়া দেশাধিপের স্থির রাজলক্ষ্মীর প্রার্থনা কে না করিবেন।

(২৭ অক্টোবর ১৮২৭। ১২ কার্ত্তিক ১২৩৪)

নূতন রাস্তা।—জনরবে শ্রুত হওয়া গেল যে গঙ্গাতীরের নূতন পথ কিল্লার সম্মুখবর্ত্তি ময়দান দিয়া যাইবার বিবেচনা হইয়াছে এবং ইহা ত্বরাতেই আরম্ভ হইবেক এমতও শুনা যাইতেছে ইহা প্রস্তুত হইলে এদেশের অত্যুত্তম শোভা হইবেক ও এতদ্দেশস্থ লোকের স্বকালে বিকালে ভ্রমণের অতিসুবিধা হইবেক।

(২২ মার্চ ১৮২৮। ১১ চৈত্র ১২৩৪)

নূতন রাস্তা।—শুনা গেল যে গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাগানপর্য্যন্ত লইয়া যাইতে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি হইয়াছে। তিং নাং

(১২ এপ্রিল ১৮২৮। ১ বৈশাখ ১২৩৫)

গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা।—শহর কলিকাতার গঙ্গাতীরে যে নূতন রাস্তা হইয়াছে সেই রাস্তা কলিকাতাহইতে কোম্পানির বাগানপর্য্যন্ত লইয়া যাওনের বিষয়ে গত শনিবার রাত্রিতে যে সভা হইয়াছিল সেই সভাতে এই স্থির হইল যে যে সাহেবেরা তাহার এক অংশে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে বিনামূল্যে দুই টিকিট পাইবেন এবং মেং কালবিন কোম্পানি এই চান্দার টাকা সংগ্রহ করিবার কারণ খাজাঞ্চি হইলেন এবং মেং টরটন সাহেব ও উড সাহেব ও কিড সাহেব ও কালবিন সাহেব ও স্মৌলট সাহেব ও আলেগজান্দর সাহেব ও হরিমোহন ঠাকুর ও প্রিন্সপ সাহেব ও গার্ডন সাহেব ও রাজা বৈদ্যনাথ রায় কমিটী হইয়া ঐ বিষয়ের সাহায্য করিবেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে এই কর্ম্মের মঙ্গল প্রার্থনা করি যেহেতুক এ অত্যুপকারক কর্ম্ম এবং গঙ্গাতীরস্থ রাস্তার শেষ ভাগ যাহা সকলেই কহে যে কলিকাতার মধ্যে যে২ কর্ম্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে এ এক প্রধান কর্ম্ম।

(২ আগষ্ট ১৮২৮। ১৯ শ্রাবণ ১২৩৫)

কলিকাতার নূতন রাস্তা।—চাঁদপালের ঘাটহইতে দক্ষিণমুখে গঙ্গাতীরে কোম্পানির বাগানের আড়পাড়পর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইবেক তাহা আরম্ভ হইয়া কিয়ৎ দূরপর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে তাহার অধ্যক্ষ সাহেবলোকেরা এমত মনোযোগ করিতেছেন যে এবৎসর পূর্ণ না হইতে তাহা সমাপ্ত হইবেক।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২। ৬ আশ্বিন ১২২৯)

নূতন সাঁকো।—পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কালীঘাটে টালির খালের উপরে এক সাঁকো প্রস্তুত করা যাইবে। ঐ সাঁকোর লোহার কর্ম্ম তাবৎ প্রস্তুত হইয়াছে কেবল একত্র করিয়া দিলেই প্রস্তুত হয় এবং ঐ সাঁকোতে পাকা গাঁথনির যে আবশ্যক তাহাও প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে।

তাহার প্রস্থ অনুমান ছয় হাত হইবে এবং আলীপুরে ও খিদিরপুরে যে সাঁকো আছে তাহাহইতে এই সাঁকো কিছু উচ্চ হইবেক। কএক দিবসের মধ্যে সাঁকো প্রস্তুত হইলে পর সমাচার দেওয়া যাইবেক।

(১৬ নভেম্বর ১৮২২। ২ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

নূতন দ্বার॥—কলিকাতার ফোর্টউলিয়ম কিল্লার প্লাসি নামে যে দ্বারের নূতন রাস্তা হইয়াছে ৯ নবেম্বর শনিবার রীত্যনুসারে ঐ দ্বার খোলা গিয়াছে এখন কলিকাতার লোকেরদের কিল্লাতে গমনাগমনের অতিসুগম হইয়াছে।

(১৫ মার্চ ১৮২৩। ৩ চৈত্র ১২২৯)

রজ্জুময় পুল॥—মোং কলিকাতার ডাকঘরের সম্মুখে শ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের ডাক ঘরের অধ্যক্ষ সাহেবের কর্তৃক এক নূতন রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে উপকার এই যে যেখানে২ বড়২ খালপ্রভৃতিপ্রযুক্ত কোম্পানির ডাক যাওনের বাধা জন্মে সেখানে এই পুলদ্বারা অনায়াসে পার হওয়া যাইবেক। অনুমান হয় যে ইহাতে গাড়ী ও হাতীপ্রভৃতি পার হইতে পারিবে এই পুল লম্বে তিপ্পান্ন হাত ও চৌড়া ছয় হাত এই পুল কেবল নমুনামাত্র প্রস্তুত হইয়াছে আর একটা এক শত ছয় হাত লম্বা রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইতেছে ইহা হইলে তাহার গুণ প্রকাশ করা যাইবে।

(১৮ আগষ্ট ১৮২৭। ৩ ভাদ্র ১২৩৪)

রাস্তা ও খাল।—আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতাহইতে বজবজিয়াপর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইয়াছে সে রাস্তা আরো কতক দূরপর্য্যন্ত অর্থাৎ মায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা আরো শুনিতেছি যে দামোদর নদী তীরে আমতা স্থানের নিকট একটা খাল কাটা গিয়াছে এবং এক্ষণে বর্দ্ধমানহইতে নওয়াসরাইপর্য্যন্ত একটা নূতন খাল কাটাইবার কল্প হইয়াছে যে বর্দ্ধমান-হইতে কয়লাপ্রভৃতি নৌকাদ্বারা অতিশীঘ্র কলিকাতায় পঁহুছিতে পারে।

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্গুন ১২৩৫)

নূতন খাল।—অনেক কালাবধি কলিকাতায় যে খালকাটনের কল্পনা হইয়াছিল এক্ষণে তাহার আরম্ভ হইয়াছে সেই খাল চিতপুরের উত্তর ভাগহইতে বালিয়াঘাটার খালপর্য্যন্ত যাইবে তাহা আটার হস্ত গভীর ও আশী হাত চৌড়া এবং তাহার উভয়দিগে চল্লিশ হাত চৌড়া রাস্তা হইবে রাজা রামলোচনের রাস্তার নিকটে দুই তিন হাজার লোক সেই খাল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অনুমান হয় যে এ বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে এবং তাহার উপরে দুই অথবা তিন লৌহের সাঁকো বসান যাইবে ইহাতে সেই অঞ্চলের অতিশয় উপকার

হইবে তাহাতে মৃত্যুজনক যে ক্ষুদ্র বন ও বৃক্ষ আছে তাহা একেবারে পরিষ্কৃত হইবে ও ঐ স্থানহইতে সকল মাল একেবারে নদীতে পঁহুছিতে পারিবে।

এই খাল কাটনের কল্প ইহার পূর্ব্বে তেরিটি সাহেবকর্তৃক হইয়াছিল তিনি সেই কর্ম্মের পরামর্শ শ্রীযুত লার্ড উএল্লেসলি সাহেবকে দিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়ে তাহা সিদ্ধ হইল না তাহার পর মেজর সক সাহেব ঐ খালের এক নক্সা করেন কিন্তু তিনি সেই কর্ম্ম সিদ্ধ না করিতে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে একটা গোলার দ্বারা মারা পড়িলেন। ঐ মেজর সক সাহেব এই সকল বিষয়ে যেমন বিজ্ঞ ছিলেন তত্তুল্য অন্য কোন সাহেব নাই কলিকাতা শহরের যে নক্সা এখন কলিকাতায় সকল লোকের ঘরে দেখা যায় তাহা মেজর সক সাহেব করেন তিনি কলিকাতা নগরের উপকার-করণে অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সাঙ্গকরণের পূর্ব্বে অকালে তিনি লোকান্তর গত হইলেন।

আমরা আরো শুনিতেছি যে ইটালি ও শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের নিকটে অনেক বড়২ পুষ্করিণী কাটাইয়া মৃত্যুজনক অনেক ক্ষুদ্র২ ডোবা পূর্ণ করিতে শ্রীযুত লার্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেব নিশ্চয় করিয়াছেন এবং সেই কর্ম্মের নিমিত্তে নিকটস্থ জিলাহইতে বন্দুয়ানেরদিগকে আনিতে হুকুম করিয়াছেন সেই অঞ্চল যেমত সাজ্ঘাতিক তেমন কলিকাতার অন্য কোন অঞ্চল নয় বিশেষতঃ ওলাউঠা কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই স্থানে অবস্থিতি করে। ১৮২৫ সালে অধিক লোক আপনারদের পরিজন লইয়া সেখানে আইল এবং সেখানে আপনারদের কুটীর তুলিল কিন্তু সেখানে এমত ওলাউঠার প্রাবল্য হইল যে মৃত ব্যক্তিবাহক গাড়ি সেখানে গিয়া পূর্ণ হইয়া প্রতিদিন ফিরিয়া আসিত এই সকল উপকারের উদ্যোগ যখন সিদ্ধ হইবে তখন সকলেই অনুমান করিবেন যে সেই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যতা নিবৃত্ত হইয়াছে যেহেতুক অতিনিবিড় বন ও পাতাপচা জলপ্রভৃতিতে লোকেরদের পীড়া জন্মে কিন্তু এইমত সাজ্ঘাতিক স্থান যদি একবার খোলাসা হয় তবে তাহাতে পীড়ার নামও থাকে না।

(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

নূতন খাল।—সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের রাজ-পথের শোভা করিবার জন্য মোকাম পূর্ব্ব অঞ্চলহইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া পুরাতন বেল্যাঘাটাপর্য্যন্ত যাইয়া মিলিবে শুনিতে পাই যে ঐ খাল নূতন বেল্যাঘাটা দিয়া অনায়াসে যাইতে পারিবেক যাহা হউক বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে পারিবেক যেহেতুক অতিশীঘ্র এক স্থানহইতে অন্য স্থানে পঁহুছিবে এবং পূর্ব্ব অঞ্চলে নৌকা-রোহণে অতিসুখে যাতায়াত করিতে পারিবেক কিন্তু কোন২ স্থানে ইহার আজ্ঞা হইবেক এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই কেবল খাল প্রস্তুত হইয়া এক্ষণে দুই পার্শ্বে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে।

(২ জানুয়ারি ১৮৩০। ২০ পৌষ ১২৩৬)

নূতন খাল।—আমরা অতিসন্তোষপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতার পূর্ব্বদিগে যে সকল উপকারক কর্ম্ম হইতেছিল তাহা অনেক প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ ঐ খাল ভাগীরথী নদীঅবধি সরকিউলর রোড ঘূরিয়া লোণা জলের যে স্থানে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে। গত বৎসরের এমত সময়ে তাহার কিছু অনুষ্ঠানও হয় নাই কিন্তু এখন তাহা প্রায় ইটালিপর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে এবং দুই সাঁকো প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে ও তাহার লৌহের কিঞ্চিৎ ভাগ গাঁথা গিয়াছে লোণাজলের অন্তরে খালের ১৫ ক্রোশপর্য্যন্ত পরিষ্কার করা গিয়াছে এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও পরোপকারক সরকারী কর্ম্মকারক মৃত মেজর সক সাহেব এই যে সকল কর্ম্মের নক্সা করিয়াছিলেন তাহা সমাপ্তকরণের অত্যল্প বাকী আছে। এই খাল কাটনের তাৎপর্য্য এই যে উত্তরদেশজাত দ্রব্যাদি পূর্ব্ববৎ ঘূরিয়া না আসিয়া সহজ ও সুগম পথ দিয়া কলিকাতায় আইসে প্রাচীন পথ দিয়া আগমনে অনেক সঙ্কট ছিল এবং অনেক ক্ষতি হইত। এই খাল পূর্ব্বদিগে হাসিনাবাদের অভিমুখে যাইতেছে এবং সেই স্থানপর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে উত্তরকালে জলপথগন্তারা বক্র ও পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়া কএক দিবসপর্য্যন্ত গমন না করিয়া উত্তম কৃষিযুক্ত দেশ দিয়া আগমন করিতে পারিবেন।

(২৬ জুলাই ১৮২৮। ১২ শ্রাবণ ১২৩৫)

অকস্মাৎ গোলদীঘি ভগ্ন।—গত বুধবার বেলা দুই প্রহরের সময় মোং পটলডাঙ্গাতে শ্রীশ্রীযুত রাজ রাজাধিপ কোম্পানি বাহাদুরের বিদ্যা মন্দিরের দক্ষিণে গোল দীঘিকার উত্তর. অন্তরীপঅবধি পূর্ব্ব অন্তরীপ সোপানপর্য্যন্ত এমত ধস ভাঙ্গিয়া পতিত হইতেছে যে কি পর্য্যন্ত নিম্ন গত হইয়া স্থির হইবে তাহার অনুমান বিজ্ঞতম মহাশয়েরা সকলেই কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং ইহার কারণ কি তাহাও জানা যায় নাই। তিং নাং

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ৪ আশ্বিন ১২২৫)

গঙ্গাসাগর।—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া বসতি করাইলে উপকার এই। প্রথম সেখানে অত্যুত্তম প্রকার তুলা জন্মিতে পারে।

দ্বিতীয়। জাহাজের কারণ যে২ বস্তু প্রয়োজনযোগ্য হয় সে বস্তু সেখানে থাকে ও যে জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ভগ্নাদি হইয়া থাকে তাহা সেখানে মেরামত হয় কলিকাতা অতিদূর অতএব সেখানে না আইসে।

তৃতীয়। যে সকল জীবজন্তু ইংগ্লণ্ডে লইয়া যাইতে হয় তাহা কলিকাতাহইতে লইয়া গেলে পথে অনেক অপচয় হয় অতএব সেখানে ক্রমে২ সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনানুসারে জাহাজে উঠাইতে হইলে এত অপচয় হয় না।

চতুর্থ। সেখানে এক চিকিৎসালয় হয় এখানকার লোকেরা অসুস্থ হইলে তথা গিয়া রোগমুক্ত হয় যেহেতুক সেখানকার সমুদ্রের বায়ু সুখদায়ক। এতদ্দেশীয় লোকেরদের রোগ হইলে জাহাজে অন্যত্র গিয়া আরোগী হইতে পারেন না যেহেতুক তাহারদের এত ধন নাই ও এত অবকাশ নাই।

(১৭ নভেম্বর ১৮১৮। ৩০ কার্ত্তিক ১২২৫)

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—যাহারা গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে বসতি করাইবার উদ্যোগ করিতেছে তাহারা কলিকাতার এক্সচেঞ্জে অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের ঘরে গত বুধবারে একত্র হইল এবং দশ জন সাহেব ও দুই এতদ্দেশীয় লোককে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিল সেই২ সাহেব লোকেরদের নাম এই।

শ্রীযুত কমদোর হেএস সাহেব।
ও শ্রীযুত চার্লস ত্রোএর সাহেব।
ও শ্রীযুত জন ফুলার্তন সাহেব।
ও শ্রীযুত জেম্‌স কিদ্‌ সাহেব।
ও শ্রীযুত উলিএম রিচার্দসন সাহেব।
ও শ্রীযুত এল এ দেবিদসন সাহেব।
ও শ্রীযুত জন হস্তের সাহেব।
ও শ্রীযুত জোসেফ বারেট্টো সাহেব।
ও শ্রীযুত রবর্ট মাক্লিনতক সাহেব।
ও শ্রীযুত হরিমোহন ঠাকুর।
ও শ্রীযুত রামদুলাল দে।

(২৭ মে ১৮২০। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭)

গঙ্গাসাগর।—অনেক লোক জ্ঞাত নহেন যে শ্রীশ্রীযুত আবাদ করিবার কারণ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ভাগ করিয়া এতদ্দেশীয়েরদিগকে দিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা গঙ্গাসাগরের বন কাটাইয়া আবাদ করিতে উদ্যোগ না করিলে শ্রীশ্রীযুত তাহারদের সে দানপত্র অন্যথা করিয়াছেন এবং এখন গঙ্গাসাগরের বন কাটাইতে যে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের মিলিত সংপ্রদায় স্থির হইয়াছে তাহারা এখন ঐ বন কাটাইতেছেন।

যে ভূমি বন কাটাইয়া পরিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে গত বৎসর ধান্য বীজ রোপণ করা গিয়াছিল। এখন সেং ভূমিতে তামাকু ও তুলা ও গাছ মরিচ ও বার্ত্তাকু ও তরমুজ ও রামতরাইপ্রভৃতি সুন্দর জন্মিতেছে। এবং নারিকেল বৃক্ষও অনেক উৎপন্ন হইতেছে। সেখানে লবণাম্বু ব্যতিরেকে মিষ্ট জল দুর্লভ ছিল তৎপ্রযুক্ত সেখানে অনেক

পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে তাহাতে এই বর্ষা প্রভৃতে মিষ্ট জলের অভাব থাকিবে না। এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি সেখানে বন কাটাইয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়াছে এবং তাহাতে মঘ দেশীয়েরদিগকে বসতি করাইয়াছে যেহেতুক মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ও তাহারদের জাতি বিবেচনা নাই অতএব তাহারদেরহইতে অধিক দুষ্কর কর্ম্ম হইতে পারে।

সর্ব্বসুদ্ধ গঙ্গাসাগরে এক লক্ষ আশী হাজার বিঘা ভূমি আছে তাহার মধ্যে নয় হাজার বিঘা ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে অর্থাৎ বিংশতি অংশের এক অংশ। যাহারা স্বতন্ত্র২ ভূমি লইয়া বন কাটাইতেছে তাহারদের কর্ম্ম শীঘ্র চলিতেছে।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২০ ভাদ্র ১২২৬)

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—গত বুধবারে ১ সেপ্তম্বর গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের সম্প্রদায় একত্র হইলেন ও গত বৎসরের সকল বিবরণ শুনিলেন ও ঐ সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতী যে চারি জন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন সে চারি জনের বদলিতে অন্য চারি জন প্রবৃত্ত হইলেন সে চারি জনের মধ্যে তিন জন ইংগ্রণ্ডীয় এক জন এতদ্দেশীয় তিনি শ্রীযুত রাজা গোপী-মোহন দেব তাঁহার বদলে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব তাহার এক কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া সে স্থান সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে শ্রীযুত জন পামর সাহেব ঐ উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ সমুদায় বিশ বৎসরের কারণ বিনা করে ইজারা করিয়া লইয়াছেন ও এই করার করিয়াছেন যে এই বিশ বৎসরের মধ্যে গঙ্গাসাগরে লোকবসতি করাইব ও নানা ক্ষেত্রে শস্যাদি উৎপন্ন করাইব। এবং শ্রীযুত রাজা গোপী-মোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই দুই জনে মিলিয়া ঐ করারে সেখানকার উত্তর পশ্চিম কোণে গঙ্গার তীরে আড়াই ক্রোশপর্য্যন্ত ভূমি লইয়াছেন।

এই২ সকল কারণ দেখিয়া আমারদের এমত ভরসা হয় যে গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ অতিশীঘ্র পুনর্ব্বার মনুষ্যেরদের অধিকারে আসিবে।

(১৩ এপ্রিল ১৮২২। ২ বৈশাখ ১২২৯)

নূতন রাস্তা॥—মোং কলাগাছীহইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা হইতেছে অনুমান হয় যে বর্ষারম্ভ না হইতে২ সে রাস্তা প্রস্তুত হইবেক। খাজুরিহইতে যে ডাকের রাস্তা ছিল তাহাতে সাড়ে ত্রিশ ক্রোশ হাঁটিতে হইত এবং গঙ্গা পার হইবার কারণ ৫ পাঁচ ক্রোশ নৌকায় যাইতে হইত যে পাঁচ ক্রোশ নৌকায় গমন করিতে হইত সেও অতিসঙ্কট এবং কলাগাছীর নিকটে যাইত না ইহাতে সাগরের জাহাজস্থ লোকের কলিকাতা গমনাগমন অতিদুষ্কর ছিল এবং ইংগ্লণ্ডে পত্র প্রেরণার্থে সাগরে জাহাজে যাইতে হইলে অতিদুষ্কর ও অধিক কালবিলম্ব হইত তৎপ্রযুক্ত জাহাজ খুলিয়া গেলে পত্র ফিরিয়া প্রেরকের নিকটে আসিত কিন্তু এই নূতন রাস্তা

হইলে কোন দুষ্কর থাকিবেক না যেহেতুক গঙ্গা পার হইতে হইবে না এবং কলাগাছীর মধ্য দিয়া নির্ভয়ে গমনাগমন হইবেক ও সাড়ে ত্রিশ ক্রোশের অধিক চলিতে হইবে না ও সকল কালেই সমানভাবে যাতায়াত হইবে। অনুমান হয় যে এই নবীন রাস্তাতে শকটদ্বারা গমনাগমন হইবেক। এই রাস্তা কলাগাছীহইতে কল্পির মধ্য দিয়া রাঙ্গাফলার যে তিন ক্রোশ জঙ্গল ছিল তাহা কাটাইয়া রাস্তা হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া এক কালে গঙ্গা সাগরের দক্ষিণ ভাগে উঠিবেক। ইহাতে গঙ্গা সাগরের যাত্রিকেরদের যাতায়াতের কোন ভয় ও দুঃখ থাকিবেক না। ইহাতে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদুরের যে সুখ্যাতি হইবে সে লিপি বাহুল্য যেহেতুক নানা ভয়প্রযুক্ত লোক যাইত না যদ্যপি কেহ২ যাইত তাহারা নানাবিধ কষ্ট পাইত।

(১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮)

নূতন রাস্তা।—মোং চানকের আরদালীবাজারহইতে এক নূতন রাস্তা করিতে আরম্ভ হইয়াছে সে রাস্তা মোং ঢাকাপর্য্যন্ত যাইবেক তাহার আড়ের মাপ তের কাঠা।

(৪ মে ১৮২২। ২৩ বৈশাখ ১২২৯)

নূতন রাস্তা।—মেদিনীপুরহইতে নাগপুর ও তথাহইতে কানপুর পর্য্যন্ত এক রাস্তা হইতেছে। এবং আগরাহইতে মালোয়া রাজপূতান পর্য্যন্ত আর এক রাস্তা হইতেছে এই সকল রাস্তা হইলে লোকেরদিগের অনেক উপকার হইবে।

(৩০ আগষ্ট ১৮২৩। ১৫ ভাদ্র ১২৩০)

রজ্জুময় সাঁকো॥—শুনা গেল যে শ্রীযুত রাজা শিবচন্দ্র রায় পরোপকারার্থে কর্ম্মনাশা নদীতে এক রজ্জুময় সাঁকো নির্ম্মাণ করিতে শ্রীযুত সেক্সপিয়র্স সাহেবকে অনুমতি দিয়াছেন তাহাতে কাশীর উত্তর পশ্চিম বিশ পঁচিশ ক্রোদূশরস্থ লোকেরদের কাশী আগমনের অতিসুগম হইবেক। এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঐ রাজার সুখ্যাতি করিয়াছেন যেহেতুক তিনি স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে ঐ সাঁকো নির্ম্মাণের তাবৎ ব্যয় আপনি দিতে স্বীকার করিয়াছেন। আর ঐ সাহেব ভোজপুরের নিকটে ভেড়ের খালেতে যেমন রজ্জুময় সাঁকো করিয়াছেন সেই মত সাঁকো কর্ম্মনাশা নদীতে করিতে গবর্ণমেন্ত আজ্ঞা করিয়াছেন।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৪। ৪ আশ্বিন ১২৩১)

রজ্জুময় পুল॥—উইকলি মেসেঞ্জর পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত সৈন্য গমনাগমনের নিমিত্ত পথিমধ্যে তিন নদীর উপর তিনটা রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে অন্য লোক সকলও স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেছে।

প্রথম। কলিকাতাহইতে ন্যূনাতিরেক ৪০ ক্রোশ বাঙ্কুড়ার নিকট যে নদী আছে তাহার উপর এক সাঁকো দীর্ঘ ১১০ হাত ও প্রস্ত ৬ হাত ৬ ইঞ্চি।

দ্বিতীয়। হাজিরা বাগানের পশ্চিম যে নদী তাহার উপর এক সাঁকো হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ১০ হাত ও প্রস্তার ৬ হাত।

তৃতীয়। কর্ম্মনাশা নদীর উপর যে সাঁকো হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ২২১ হাত ও প্রস্তার ৬ হাত। এই সাঁকো শ্রীশ্রীযুত মহারাজ শিবচন্দ্র রায় বহাদরের অর্থদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।

ঐ সকল সাঁকোর রজ্জু অতিশয় শক্ত যেহেতুক কায়েব অর্থাৎ নারিকেলের ছোপড়ার রজ্জুতে সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে তার রক্ষণ করা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় ঐ সকল রজ্জুময় পুল বহুকালস্থায়ী হইবেক।

অপর আরো অবগত হওয়া গেল যে তৎপ্রকাশকেরা অনুমান করিতেছেন যে ক্রমে২ ঐ রূপ পুল হিমালয় পর্ব্বতপর্য্যন্ত হইবেক। ঐ সকল পুল ব্যয়বাহুল্যবিনা অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারিবেক। যেহেতুক যে যে স্থানে পুল প্রস্তুত হইবেক সেই২ স্থানে তদুপযোগি দ্রব্যাদির প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। এ সকল হওয়াতে নানাপ্রকার উপকার দেখা যাইতেছে।

আদৌ। যে সকল নদীর নিকট পুল প্রস্তুত হইয়াছে সে সকল স্থানে অনেক লোক দস্যু-হস্তে মারা পড়িয়াছিল সংপ্রতি সে সকল দস্যুভীতি নাই যেহেতুক পুলরক্ষকেরা সে স্থানে সর্ব্বদা থাকে।

দ্বিতীয়। যে সকল লোক উষ্ট্র বলদ ও মহিষাদিদ্বারা সওদাগারি করিত তাহারদিগের ঐ নদী সকল পার হওনে অত্যন্ত ক্লেশ ছিল এক্ষণে সে সকল ক্লেশ দূর হওয়াতে তাহারা অনায়াসে তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে।

তৃতীয়। নানাদেশী তীর্থাভিলাষী সন্ন্যাসী এবং তত্তৎ স্থাননিবাসিরা স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক পার হইতেছেন তাহাতে কোনক্রমে ক্লেশের লেশও নাই।

(২৫ মে ১৮২২। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

নূতন ঘাট॥—শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ডিবিউন সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাপ্রমাণে মোং হরিদ্বারে এক অতিসুন্দর ঘাট প্রস্তুত করিতেছেন এবং সেখানে বড় রাস্তার ধারে এক পুষ্করিণী সাবেক আছে তাহারও পঙ্কোদ্ধার করিতেছেন এবং অনেক খরচ করিয়া সেখানে অনেক প্রকার স্থান প্রস্তুত করিতেছেন।

(১ জুন ১৮২২। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯)

খাল বন্ধ॥—জিলা যশোহরের মধ্যে ভৈরব নদীর ধারে কচুয়ার থানার নিকটে ভেওটা নামে এক খাল ছিল সে খালদ্বারা ঢাকাপ্রভৃতি অঞ্চলে নৌকাপথে অনায়াসে যাতায়াত হইত।

সে খাল খেলারাম মুখোপাধ্যায় নামে এক জমীদার বদ্ধ করিয়াছে ইহাতে নৌকা যাতায়াতে ছয় ক্রোশের পথের ফের পড়িয়াছে।

(২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩)

নূতন দীপগৃহ।—আমরা শুনিতেছি যে জগন্নাথ ক্ষেত্রের নিকট পাইণ্ট পালময়রাস নামে যে অন্তরীপ আছে তদুপরি শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর একটা দীপগৃহ গ্রন্থন করাইয়াছেন এবং অতিশীঘ্র তাহাতে দীপ দেওয়া যাইবেক ইহা হইলে হঠাৎ জাহাজ ঐ চড়ায় পড়িয়া মারা যাইবেক না।

ঐ স্থানে এত ঘর হওয়াতে জাহাজ আগমনের অতিশয় সুগম হইবেক যেহেতুক ইংগ্লণ্ড-দেশহইতে যে সকল জাহাজ বাঙ্গলায় আইসে সে সকল জাহাজ চারি মাস কিম্বা সাড়ে চারি মাস-পর্য্যন্ত অকূল সমুদ্রের মধ্যে থাকে পথিমধ্যে কোন স্থান বা কোন চিহ্ন দেখিতে পায় না। এই সাড়ে চারি মাসের মধ্যে তাহারদের ঘড়ি যদি পাঁচ মিনিট এদিগ ওদিগ হয় তবে সমুদ্রহইতে মোহনায় আসিবার স্থানের দশ ক্রোশের ব্যত্যয় হইতে পারে ইহাতে সুতরাং চড়ায় পড়িয়া জাহাজ মারা যাইবার আটক নাই এইপ্রযুক্ত সেই স্থানে সতত শঙ্কা আছে কিন্তু এক্ষণে যদি সেখানে সর্ব্বদা দীপ জ্বলে তবে দূরহইতে লোকেরা ঐ আলোক দেখিয়া অনায়াসে আপনারদের পথের অনুসন্ধান করিতে পারিবেক।

(২৬ জুলাই ১৮২৮। ১২ শ্রাবণ ১২৩৫)

শহর মুরশিদাবাদের পারিপাট্য।—মুরশিদাবাদের পত্রদ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে ঐ শহরের গঙ্গাতীরের রাস্তা উৎকৃষ্টরূপ প্রস্তুত হইতেছে যে প্রকার কলিকাতায় হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে ঐ রাস্তা বহরমপুরঅবধি লালবাগপর্য্যন্ত হইবেক এক্ষণে খাগড়াপর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে ঐ রাস্তার ধারে চানকের রাস্তার মত বৃক্ষ রোপণ হইয়াছে ইহাতে শহর অতিআশ্চর্য্য শোভাকর দেখা যাইতেছে শহর মুরশিদাবাদ পূর্ব্বে অতিমনোহর স্থান ছিল পরে ক্রমে২ ভগ্ন হওয়াতে মরুভূমিতুল্য হইয়াছে বহরমপুরে ইষ্টেসিয়ান অর্থাৎ ছাউনি হওয়াতে এপর্য্যন্ত শহর আছে এক্ষণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের যে প্রকার মনোযোগ দেখা যাইতেছে ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ শহরের পুনরুন্নতি হইতে পারিবেক। তিং নাং

(৪ অক্টোবর ১৮২৮। ২০ আশ্বিন ১২৩৫)

নূতন পথ।—ভাগীরথীর পূর্ব্ব অংশে টিটেগড় গ্রামে এক ক্ষুদ্র পথ আছে টিটেগড়হইতে সুখচর যাইতে অত্যল্প দূরেই এই রাস্তা পাওয়া যায় ইহার পরিসর বিস্তর নহে কিন্তু পদব্রজে অথবা শকট আরোহণে যাইতে লোকেরদের বিস্তর ক্লেশ হয় বিশেষতঃ বর্ষার সময়ে কর্দ্দমজন্য তাবতে অত্যন্ত দুর্গম বোধ করেন এমত বিজ্ঞ শ্রীযুত ত্রবর এবং সিক্লিপিয়র সাহেবপ্রভৃতি সেই

রাস্তা ভাঙ্গিয়া কৃপাপূর্ব্বক বৃহৎ রাস্তা করিবেন কল্প করিয়া কতকগুলিন বন্দুয়ান চোর আনিয়া উদ্যোগ করিয়াছেন ইহা শীঘ্র হইবেক শুনা যাইতেছে আমরা মহাহর্ষপূর্ব্বক লিখিতেছি যে শ্রীযুত সাহেবেরা এরূপ লোকেরদের প্রতি দয়াপ্রকাশে তাঁহারদের প্রতিষ্ঠার সীমা নাই এবং তত্রস্থ লোকেরাও এরূপ ব্যাপার দেখিয়া বহুতর প্রশংসা করিতেছে।

২০ জুন ১৮২৯। ৮ আষাঢ় ১২৩৬)

লৌহময় সেতু।—পরম্পরা শুনা গেল যে জিলা হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেব হুগলি শহরের শোভার. সীমা করিয়াছেন অর্থাৎ নানাদিগে রাস্তা করাতে অতি সুদৃশ্য হইয়াছে অপর সরস্বতী নদীর উপর এক পাকা পুল করিয়া দিয়াছেন লোকের গমনাগমনের মহাসুখ হইয়াছে এক্ষণে শুনা যাইতেছে ঐ জজ সাহেব হুগলির কিঞ্চিৎ পশ্চিম সপ্তগ্রাম নামে যে গ্রাম আছে তাহার নিকট ঐ সরস্বতী নদীতে এক লৌহময় সেতু প্রস্তুত করাইতেছেন ইহাতে লোকেরদিগের কিপর্য্যন্ত উপকার হইবেক তাহা বলা যায় না পরমেশ্বরেচ্ছায় ঐ জেলায় ঐ জজসাহেব আর কিছু কাল স্থায়ী হইলে তত্রস্থ তাবৎ গ্রামস্থদিগের অধিক মঙ্গল হইবেক যেহেতুক প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক এমত সাহেব অল্প দেখা যায় যেহেতুক নিরন্তর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া চাঁদাদ্বারা টাকা সংগ্রহ করত উক্ত কর্ম্মসকল সম্পন্ন করাইতেছেন।

(৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬)

করস্থাপন।—কলিকাতা এবং তৎ উত্তরোত্তরাঞ্চলহইতে জলপথে তমলক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর এবং মেদিনীপুরপ্রভৃতি স্থানসকলে যাইতে হইলে উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল অথবা তেমোয়ানিপ্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির খালে বর্ষা ভিন্ন অন্য কএক মাস·বারির সমূহ অপ্রতুল হইত সুতরাং অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আষাঢ়পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পথ হইয়া যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তৎঘটনায় লোকসকলে অত্যন্ত ভীত হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাপেক্ষা করে তদ্ভিন্ন বিলম্বেরও সম্ভাবনা এই সকল অনুসারে নিবারণকরণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর উলুবেড়েহইতে মহেশডাঙ্গাপর্য্যন্ত এক খাল খনন করিয়াছেন প্রায় বৎসরাবধি নৌকাদি তাহাতে গমনাগমন করিতেছে সংপ্রতি রাজকর্ম্ম সম্পাদককর্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে যে সেই খাল হইয়া নৌকাদি গমনাগমন করিলে নৌকাতে দাঁড় থাকিবেক প্রত্যেক দণ্ডে দুইআনা পরিমাণে কর লইবেন এই কর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে করগ্রহণ করিতেছে।

বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত

(২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৩ পৌষ ১২২৫)

প্রাচীন কথা।—চাকদহের উত্তর পূর্ব্ব অনুমান চারি ক্রোশ অন্তরে দেবগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে সেখানে একটা লুপ্তপ্রায় বাটী আছে তাহার আয়তন অতিবড় প্রায় এক ক্রোশ তাহার চারি কোণে মালিয়াদহ ইত্যাদি নামে চারিটা পর্ব্বতাকার মৃত্তিকার বুরুজ ও বাটীর মধ্যে চারি পাঁচ প্রকোষ্ঠ তাহার প্রতিপ্রকোষ্ঠেতেই দুই২ সজল বৃহৎ পুষ্করিণী আছে এবং স্থানে২ মৃত্তিকার মধ্যে ইষ্টক ও প্রস্তর আছে। এই বাটীর বিষয়ে লোক কহে যে এখানে পূর্ব্বে দেবপাল-নামে এক রাজা ছিল। তাহার রাজা হওয়ার বৃত্তান্ত এই।

ঐ দেবগ্রামে দেবপাল নামে এক কুম্ভকার ছিল এক দিন এক সন্যাসী তাহার বাটীতে অতিথি হইল পরে ঐ সন্ন্যাসী আপন ঝুলী চালের বাতায় টাঙ্গাইয়া স্নানার্থে গেল এই সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে সেই ঝুলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃষ্টির জল নীচে পড়িতে লাগিল ঝুলীর মধ্যে স্পর্শমণি ছিল তাহার জল নীচে কোদালিতে পড়িলে কোদালি স্বর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া কুম্ভকারের স্ত্রী আপন স্বামীকে কহিল। কুম্ভকার সেই মণি হরণ করিল। সন্যাসী ঐ মণি না পাইয়া কুম্ভকারকে অভিসম্পাত করিল যে তুই যেমন আমার মণিহরণ করিলি ঐ ধন তোর কিম্বা তোর বংশের ভোগার্থ না হউক ও তুই ও তোর বংশ শীঘ্র উচ্ছিন্ন হবি। ইহা কহিয়া সন্যাসী গেল। কুম্ভকার ঐ স্পর্শমণি প্রসাদে ভাগ্যবান রাজা হইয়া অসংখ্য ধন সঞ্চয় করিল পরে বাটীর চারি কোণে চারিটা হ্রদ করিয়া ধনেতে পূর্ণ করিয়া চারি স্থানে চারি জাতির চারি বালক বধ করিয়া ঐ ধনরক্ষার্থে হ্রদমধ্যে রাখিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকাদ্বারা চারি বুরুজ নির্ম্মাণ করিল তাহাতে যে স্থানে মালির বালক রাখিয়াছিল তাহার নাম মালিয়াদহ রাখিল এই রূপ চারি-জাতিতে চারি বুরুজের নাম রাখিল। কিছুদিন পরে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া দিল্লীর বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কয়েদ করিয়া লইয়া যাইতে সৈন্য পাঠাইলেন সে যখন কয়েদ হইয়া দিল্লী যায় তখন আত্ম পরিজনেরদিগকে কহিল যে যদি দরবারে আমার অমঙ্গল হয় তবে এই দুই কপোত অগ্রে এখানে আসিবে ইহারা আসিবামাত্র তোমরা সকলে প্রাণত্যাগ করিবা যদি মঙ্গল হয় তবে এই দুই কপোত আমার সঙ্গেই আসিবে। এই কহিয়া আপনি কয়েদ হইয়া দিল্লীতে গেল। সেখানে গিয়া অনেক ধন ব্যয়দ্বারা বাদশাহকে তুষ্ট করিয়া মঙ্গলপূর্ব্বক বাটী আসিতেছে দৈবাৎ ঐ দুই কপোত উড়িয়া বাটী আসিবামাত্র তাহার সকল গোষ্ঠী বাটীর পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। দেবপালও কপোত উড়িয়া যাইবামাত্র এক উত্তম ঘোড়াতে আরোহণ করিয়া বাটী আসিয়া দেখে যে সকল পরিজন ডুবিয়া মরিয়াছে। পরে বিবেচনা করিল যে একেলা আমার জীবন নিষ্ফল আমি প্রাণত্যাগ করি। ইহা ভাবিয়া আপনিও ঐ পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিল। এই রূপ কথা অনেকে কহেন কিন্তু এ অমূলক কথায় প্রামাণ্য হয় না কিন্তু সে স্থানে যেমত২ বাটীর সংস্থান আছে তাহাতে জানা যায় যে এ বাটী যাহার ছিল সে অতিবড় লোক ও অনুমান হয় যে অতিবিস্তর দিনেরও নয়

এবং লোকেরা প্রায় কথায়২ ঐ দেবপাল রাজার দৃষ্টান্ত দেয় অতএব ইহার মূল জানার অত্যাবশ্যক যদি ইহার মূল কেহ জানেন তবে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহার মূল জানা যায়।

(২৩ জানুয়ারি ১৮১৯। ১১ মাঘ ১২২৫)

জিলা বৰ্দ্ধমান।—আটার শত তের ও চৌদ্দ সালে শ্রীযুত বেলিসাহেব জিলা বৰ্দ্ধমানের সকল বিবরণ অনেক উদ্যোগে একত্র করিয়াছেন সে এই। জিলা বৰ্দ্ধমানের মধ্যে জঙ্গল নাই সকল স্থানেই বসতি আছে। সেখানে দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয় শত চৌত্রিশ ঘর আছে তাহার মধ্যে দুই লক্ষ আটার হাজার আট শত তিপান্ন ঘর হিন্দু। এবং তেতাল্লিশ হাজার সাত শত একাশী ঘর মুসলমান। যদি প্রতিবাটীতে অনুমানে সাড়ে পাঁচ জন মানুষ ধরা যায় তবে বৰ্দ্ধমান জিলার মধ্যে চৌদ্দ লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার চারি শত সাতাশী জন লোক আছে এবং সে জিলাতে চতুরস্র বার শত ক্রোশ আছে সেখানে মুসলমান অপেক্ষায় হিন্দু পাঁচ গুণ অধিক। সেখানে অনুমান জাত্যনুসারে এই গণনাতে এত লোক আছে।

ব্রাহ্মণ	২৬০০০০	বৈষ্ণব	১৮৬৪৮
ক্ষত্রিয়	৯৭২	মহন্ত	৫০৪
রজপুত	১৩৩৯২	ভাট	৭৬৩২
বৈদ্য	৪৪৬৪	পাঁচেব	৫০৪
কায়স্থ	৮০৯৬৪	দৈবজ্ঞ	৮০৬৪
গন্ধবণিক	৫৫১৫২	কৈবৰ্ত্ত	৯৫০৪
কংসবণিক	৬৩৩৬	স্বর্ণবণিক	১২৮৫২
শংখবণিক	১৮০০	স্বর্ণকার	১৪০৪০
অগ্রহারী	১০৭৬৭৬	তিলি	৪৬৭৬৪
মালাকার	৩৭৪৪	কলু	৩১৫৭২
নাপিত	২৫৫৬০	জালিয়া	১০৩৬৮
কুম্ভকার	১৬৭০৪	ছুতার	১৪০০৪
মদক	১৭৬০৪	রজক	৮২০৮
তন্তুবায়	২৭১৮০	যোগী	৩৫৬৪
কর্ম্মকার	৩০২০৪	বাইতি	৩৫৬৪
বারুই	৫৭৬	সারথী	২৭০০
তাম্বুলী	১৮৩৯৬	লোহার	১৪৭৬
সদ্গোপ	১৬১৭৮৪	বাউরী	৩৫৬৭৬
গোপ	৬৬৮৫২	কোতাল	৪৫৬৮৪

হাড়ী	২২০৬৮	চণ্ডাল	৪১৪০
বাগদী	১৪৭১৬৮	ডোম	৩৭২২৪
দুলে	১০৪০২	শুড়ী	২১৫৪০
মাল	৭৯২	মুচী	১৮৮৬৪

অন্য২ দেশে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক যেখানে বার পুরুষ সেখানে তের স্ত্রী কিন্তু বর্দ্ধমানের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক যেখানে বিরাশী হাজার দুই শত পঁচাশী পুরুষ সেখানে একাশী হাজার এক শত উনপঞ্চাশ স্ত্রী। ভাগ্যবান লোকেরদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী অধিক কিন্তু সামান্য লোকেরদের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক।

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬)

বারাণসের লোকসংখ্যাপ্রভৃতি।—অতিশয় বিখ্যাত এই মহানগরের অতিসুক্ষ্মরূপে সংপ্রতি যে লোকসংখ্যার বিবরণপত্র সমাপ্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে তাহার বিশালতার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে যে সকল বেওরা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা প্রকৃতাতিরিক্ত।

১৮০০ সালে তন্নগরের গৃহসকল গণনা করিয়া হিসাব করা গেল যে ঐ মহানগরনিবাসি ছয় লক্ষ লোক হইবে। পরে তাহার অন্য এক হিসাবে তত্রস্থ আট লক্ষ লোক স্থির হইল কিন্তু ঐ দুই হিসাবের ফর্দ্দে বাটীর সংখ্যায় ভ্রান্তি ছিল না বটে কিন্তু গৃহপ্রতি নিবাসিরদের যে সংখ্যার অনুমান করা গেল তাহা যথার্থাতিরিক্ত। সংপ্রতি যে লোক সংখ্যা করা গিয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে গড়ে গৃহপ্রতি ছয় জন নিবাসি করিয়া নিশ্চিত করা উপযুক্ত। যে যাত্রিলোকেরা সময় বিশেষে বারাণসে যাত্রা করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করে তাহারা এই হিসাবের মধ্যে গণিত নহে। কোন এক গ্রহণের তিন দিবস পূর্ব্বে রাজপথে ও খেয়ার নৌকার দ্বারা যে সকল লোকেরা ছাকনায়২ নগরে প্রবিষ্ট হইল তাহারদের সংখ্যাকরণের চেষ্টা পাওয়াতে চল্লিশ হাজার লোক গণিত হইয়াছিল কিন্তু অনুমান হইল যে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক নগরে প্রবিষ্ট হইল।

মোটে ঐ নগরের লোকসংখ্যা দুই লক্ষ মাত্র করা যায় এবং যদি সিক্রোলের এবং তাহার আশপাশের নিবাসিরা হিসাবের মধ্যে গণিত হয় তথাপি দুই লক্ষ লোকের অধিক হইবেক না।

নগরনিবাসি লোকের সংখ্যা।	১৮১৪৮২
সিক্রোলনিবাসী। ...	১৮৭৮০
	২০০২৬২
বারাণসে বাটীর সংখ্যা।	৩০২০৫
সিক্রোলের গৃহসংখ্যা। ...	২৮৮০
	৩৩০৮৫
উভয়স্থানে মহল্লা অর্থাৎ পারা।	৩৯০
পাকাঘর অর্থাৎ ইষ্টক ও পাথর নির্ম্মিত।	১১৩৯৮

কাঁচা ঘর।	১৯১৯১
কাঁচা পাকা ঘর।	২৪১৬
তন্মধ্যে একতালা বাটী।	১৫০৩৪
দোতালা বাটী।	১২১২০
তেতালা বাটী।	২৯৯৮
চৌতালা বাটী।	১০১৯
পাঁচতালা বাটী।	২০০
ছয়তালা বাটী।	৭
সাততালা বাটী।	১
ভগ্নগৃহ ও শূন্য স্থান।	১৫৭০
বাগান।	১৭৪
শিবালয়প্রভৃতি।	১০০০
মুসলমানের মসজিদ্।	৩৩০

প্রত্যেক বর্ণের প্রধানলোকের স্থানে অনুসন্ধান করাতে বোধ হইল যে তন্নগরস্থ বর্ণসকলের নীচে লিখিতব্য ইষ্বৎ২ সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ

মহারাষ্ট্রদেশের।	১২০০০
নাগরদেশস্থ।	৩০০০
মোর।	৬০০
উদীচ্য।	১২০০
গৌড়ীয়।	২০০০
কান্যকুব্জের।	৭০০০
খেরেওয়ালি।	১৬০০
বাঙ্গালি।	৩০০০
গঙ্গাপুত্র।	১০০০
পঞ্চাশপ্রকার অন্য ক্ষুদ্রবর্ণ।	৩৬০০
	৩৫০০০

ক্ষত্রিয়বর্ণ।

রজপুত।	৬৫০০
ভূচার।	৫০০০
অন্য পাঁচবর্ণ	৩০০০
	১৪৫০০

বৈশ্যবর্ণ।

আগুরওয়ালা।	২০০০
কংসর বণিক।	২৫০০
অন্য বিংশতি ক্ষুদ্রবর্ণ সঙ্কর।	৩৫০০
	৮০০০

শূদ্রবর্ণ।

কায়স্থ।	৭৫০০
কায়েরি।	৮৫০০
আভীরী।	৫৫০০
কহার।	৫০০০
কলওয়ার।	৬৫০০
পঞ্চান্নপ্রকার অন্য ব্যবসায়ি বর্ণসঙ্কর।	৩৭০০০
	৭০০০০
এগারপ্রকার বর্ণসঙ্করীয় ভিক্ষুক	৬৫০০
অতএব কাশীনিবাসি তাবৎ হিন্দুলোকেরদের সংখ্যা।	১৩৪০০০
তন্নগরনিবাসি মুসলমান।	৩২৬০০
অবশিষ্ট রাহাগিরী অতিথি ও চৌধুরীরদের হিসাবে যে সকল বালকাদি গণিত না হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা অনুমান।	১৩৪০০
বারাণসনিবাসি সর্ব্বসুদ্ধা	১৮০০০০

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১০ ফাল্গুন ১২২৫)

ইতিহাস।—কৃষ্ণনগর মোকামে এক ময়রা দশহরা যোগের সময়ে যথেষ্ট সন্দেশ বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা জমা করিয়া আপন দোকানে আপন নিকটে রাখিয়াছিল। পরে এক দুষ্ট লোক ঐ টাকার সন্ধান পাইয়া সন্দেশ ক্রয় করিবার ছলেতে আসিয়া দুই চারি আনার সন্দেশ ক্রয় করিয়া ঐ টাকা লইয়া যাইতে ময়রা তাহাকে ধরিল। পরে উভয়ে কহিল যে আমার টাকা ইহা কহিয়া বড় বিরোধ হইতে লাগিল কিন্তু উভয়ের সাক্ষী নাই। পরে তথাকার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র রাজা সম্ভুচন্দ্র রায়ের নিকট ঐ টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইল কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাক্ষী কেহই দিতে পারে না মোকদ্দমার শেষও হয় না পরে রাজপুত্র আপন চাকরের দ্বারা এক বাটী জল আনাইয়া সেই জলে ঐ টাকা ফেলিলেন ফেলিবামাত্রে সন্দেশের ঘৃত ভাসিয়া উঠিল ইহাতে ময়রার টাকা সাবুদ হইয়া বিরোধ নিষ্পত্য হইল।

(২৫ আগষ্ট ১৮২১ । ১১ ভাদ্র ১২২৮)

চানক ॥—মোকাম চানকে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদূরের যে বাগান আছে তাহাতে নানা দেশীয় নানাবিধ পক্ষী ও জন্তু আছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ না হয় এমত লোক নাই যেহেতুক সকল দেশে সকল নাই। ঐ বাগানে হরিণ আছে তাহার মধ্যে এতদ্দেশীয় দুই তিন প্রকার আছে ও অন্য২ দেশীয় নীলগা নামে এক প্রকার হরিণ আছে সে ঘোটকের মত উচ্চ ও অতিদুর্ব্বৃত্ত ও অতিশয় শৃঙ্গবিশিষ্ট। এবং শ্বেতবর্ণ এক প্রকার হরিণ আছে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। চট্টগ্রাম নিকটস্থ পর্ব্বতীয় চারি পাঁচ গরু আছে তাহারদিগকে দেখিলে গরু বোধ হয় না সে গরু অত্যুচ্চ ও কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ শৃঙ্গ অদ্ভুতাকার দেখা যায়। এবং ইংগ্লণ্ডীয় এক বলদ আছে তাহার শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ। ব্যাঘ্র চারি পাঁচ প্রকারের দশ বারটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র আছে। আর এক স্থানে এই দেশীয় বৃহৎ তিনটা ব্যাঘ্র থাকে। অন্য এক স্থানে এক ব্যাঘ্র আছে তাহার গায় গোল২ চক্রাকৃতি চিহ্ন।

এক স্থানে সিংহের স্ত্রী পুরুষ দুই আছে তাহার বয়স্ দেড় বৎসর সে পাণ্ডু বর্ণ নির্ম্মল শরীর তাহার লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি কিন্তু অতিশান্ত যাহারা আহারাদি দেয় তাহারদের কথানুসারে সে চলে। ছোট২ চারি পাঁচ ব্যাঘ্র আছে তাহার মধ্যে একটা ব্যাঘ্র সে খোলাসা ও মনুষ্যের দ্বেষ করে না ও সে মনুষ্যের মত খাটে শয়ন করে ও লোক নিযুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে। এবং শুনা যায় যে শ্রীশ্রীযুত যখন সীকার দেখেন তখন ঐ ব্যাঘ্র সীকার করে। দুই তিনটা স্যাগস আছে তাহারা খাটে শয়ন করে তাহারদের শরীরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

কাঙ্গরু নামে নবহলণ্ডীয় এক জন্তু সে দুই প্রকারে চারিটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে ছোট জাতি একটা ও অন্যস্থানে বড় জাতি তিনটা আছে। তাহার সম্মুখের দুই পা অতিক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ও পশ্চাদের দুই পা বড় ও সবল সেই পায়ে লম্ফ দিয়া চলে সে পায়ে তিনটা নখ। সেই জন্তুর একটা বাচ্চা আছে লোকে কহে যে সে বাচ্চা গর্ভহইতে নির্গত হয় ও ইচ্ছামত গর্ভে প্রবিষ্ট হয় সে কথা কিছু নয়। কিন্তু তাহার বক্ষঃস্থল অবধি তলপেট পর্য্যন্ত একটা থৈলীর মত আছে তাহার স্তনও সে থৈলিতে আবৃত ঐ বাচ্ছা সেই থৈলীর মধ্যে থাকিয়া স্তন পান করে কখন২ ইচ্ছা মত বাহির হইয়া থাকে। যে হউক সে অতিআশ্চর্য্য বটে এমত কোন জন্তুর নাই।

আর দুই তিনটা জন্তু উটের মত আকৃতি কিন্তু ছোট ও শরীর সমান। আর এক গাণ্ডারের বাচ্ছা আসিয়াছে তাহার খড়্গ প্রকাশরূপে অদ্যাপি উঠে নাই কিন্তু নমুদ হইয়াছে সে অতিশান্ত অনায়াসে লোকেরা তাহার শরীরে হস্ত দেয় তাহার শরীরে লোম নাই ও অতিকঠিন শরীর। আর গর্দ্দভের আকার এক বড় ঘোড়া আছে সে পীতবর্ণ ও দেখিতে অতিসুন্দর। লোকে কহে যে ঐ ঘোড়া এক দিনের মধ্যে পঞ্চাশ ক্রোশ চলিতে পারে কিন্তু কেহ অদ্যাপি তাহার উপরে সওয়ার হয় নাই। এবং তিন চারি দেশীয় চারি পাঁচ ভালুক ও দুই তিন প্রকার বানর ও দুই তিন প্রকার বিড়াল আছে। এবং কাশ্মীর দেশের দুইটা ছাগল আছে তাহার লোম অতি কোমল তাহাতে শাল জন্মে। এবং এক বৃহৎ পক্ষী আছে তাহার গলা অতিদীর্ঘ ও ঘোড়ার পায়ের মত

তাহার পা সে লোককে পদাঘাত করিয়া মারে আর নবহলণ্ডীয় এক প্রকার হংস আছে সে নীলবর্ণ ও তাহার ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও সে অতিমনোহর আর নূতন২ অনেক২ প্রকার পক্ষী আছে তাহার নাম সকল জানা নাই।

(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬)

প্রেরিত পত্র।

সংপ্রতি কনিষ্ঠ কলি হইল যবিষ্ঠ
ইহাতে শিষ্টের মনে মিলে মহাকষ্ট।

আসামদেশে শৌমারপীঠ ও কামপীঠ নামে দুই ভাগে অনেকালাবধি বিভক্ত। ভাষাতে দুইভাগকে অহম ও ঢেকেরি কহে এইক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়াধিকার হওয়াতেও তদ্রূপ দুই কমিস্যনর মোকরর হইয়াছেন। কামপীঠেতে অনেক কালাবধি হিন্দু ধর্ম্মের সঞ্চার আছে শৌমারপীঠেতে পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের সঞ্চার ছিল না। সে স্থানের রাজা হিন্দু জবনের অমেধ্য তাবৎকে মেধ্য জ্ঞানে ভক্ষণ করিতেন তাহারদের উপাস্য চহুঙ্গ দেওনামে দেবতা ছিল ক্রমে ব্রাহ্মণাদি জাতির সঞ্চার হইল। অনুমান এক শত চল্লিশ বৎসর হইল শৌমারেশ্বর শক্রবংশাবতংস স্বর্গ দেবগদাধর সিংহ হিন্দুর ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন তদবধি ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার হইতে লাগিল তাহার পুত্র-পৌত্র রুদ্র সিংহাদি ক্রমে তদ্ধর্ম্মকে বর্দ্ধিষ্ণু করিতে লাগিলেন এবং জিলা নবদ্বীপের অন্তর্গত শিমলিয়াহইতে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশকে আনাইয়া মন্ত্রগ্রহণ করিলেন এবং ৺ কামাখ্যা হয়গ্রীব মাধবপ্রভৃতি দেবতা যত্নেতে যোগিনীতন্ত্রাদ্যুক্ত তত্তদ্দেবতার কল্পোক্তক্রমে পূজার বিস্তার করিলেন ও বার্ষিক দুর্গোৎসবপ্রভৃতি ক্রিয়ার প্রকাশ করিলেন। ঐ সকল দেবস্থানেতে সেবার অত্যন্ত পারিপাট্য হইল যাবদীয় দৈব ব্যাপার যথা শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইল সদসৎপাত্রাপাত্র বিচারপ্রচার হইল ব্রাহ্মণেরা ক্রিয়ারহিত হইলে তৎক্ষণাৎ রাজা তাঁহারদিগের দণ্ড করিতেন এবং পারদারিক কুকর্ম্ম মোটেই ছিল না যদি দৈবাৎ কেহ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত তবে তাহাকে যেরূপ শাস্তি করিত তাহা লেখা ভার বেশ্যার সমাগম ও মদিরার গন্ধও ছিল না দেবনর্ত্তকীরা যাহারা থাকিত তাহারা কেবল নৃত্য গীতেতে রতা থাকিত কেহ২ গোপনে উপপতি ভজিত কিন্তু জবনাদি নীচগামিনী হইতে পারিত না লালুঙ্গমি কিরপ্রভৃতি কতকগুলা বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্ত-ভাগে থাকিত তাহারাই মদ্যামেধ্য পান ভক্ষণ করিত জবনাদি অস্পৃশ্য জাতি নগরোপান্তে থাকিত দৈবাৎ স্পর্শ হইলে সচেল জলপ্রবেশ করিত নগরেতে কেহ মদিরা ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিত না ইহাতে কলির অত্যন্ত ক্ষীণতা ছিল যেহেতুক কলির স্থান শাস্ত্রেতে লিখিয়াছেন যে পানং দ্যূতং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ। সুতরাং এই সকলের অবিদ্যমানে কলির কিরূপে অবস্থান হইবেক এইক্ষণ ইংগ্লণ্ডীয়াধীন হইবাতে কলি অত্যন্ত যবিষ্ঠ হইয়াছে লোকে সমুদায় নিরঙ্কুশ হইয়া যথেষ্টাচারী বিহারী হইয়াছে নগরেতে স্বচ্ছন্দে গণিকা বাস করিয়াছে হট্টেতে যথেষ্ট মদিরা বিক্রয় হইতেছে লোকেরা পারদারিক হইয়াছে দেবালয়ের ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্রিয়ানিষ্ঠ থাকিত

এইক্ষণে কেবল যাত্রিক উল্লাস করিয়া বেড়ায় হে ভগবতি মহামায়ে রাজরাজেশ্বরি কামাখ্যে তুমি এই মহাশয়ের প্রতি তুষ্ট হইবা। এতদ্ভিন্ন রামায়ণং। বস্ত্রপ্রাপ্তীচ্ছুক যাত্রীকেরা যে কিছু দেয় তদ্দ্বারা গুজরাণ করে সংপ্রতি কামাখ্যার দেবালয়েতে ২৩ জন বিপ্রবিধবা গর্ভবতী হইয়াছে তাহার বিচার করাতে কএক জনের উপর দোষার্পণ করিয়া পুনঃ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহা মিথ্যাকরার কল্পনা করিয়াছে এবমাদি কত অধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছে তাহা লেখা ভার। স্থূল তাৎপর্য্য।

নানা সম্প্রদায়ের কথা

(১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯)

স্বাভাবিক চোর॥—মাড়োয়ার দেশে বাগরি নামে এক জাতি আছে তাহারা স্বাভাবিক চোর পরদ্রব্যাপহরণদ্বারা প্রতিপালিত হয় তাহারা কহে যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর গবাদি সেবা আমরা করিতাম তাহাতে তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন যে তোমরা পরদ্রব্যাপহরণপূর্ব্বক কাল যাপন করিবা ইহাতে তোমারদিগের পাপ নাই। এই জাতীয় লোকেরা তিন পুরুষ পূর্ব্বে মাড়োয়ার দেশ ত্যাগ করিয়া মালোয়া দেশে আসিয়া বসতি করিয়াছে এখন তাহারা দেড় শত ঘর হইয়াছে। তাহারা মহিষ ভক্ষণ করে একারণ হিন্দুরদিগের সহিত তাহারদিগের ব্যবহার্য্যতা নাই এবং হিন্দু-লোকেরা তাহারদিগকে অতি তুচ্ছ করে। তাহারা ভূতকে অধিক ভয় করে তাহারদিগের মধ্যে প্রায় বার আনা লোক ভূতের অনুগ্রহ লাভার্থে কোন দ্রব্য বিশেষ হস্তে বাঁধিয়া রাখে এবং তাহারা জানে যে তাহারা মরিলে ভূত হয় ও যে যাহাকে জীবৎ সময়ে প্রীতি করে সে মরিলে তাহার নিকটে আইসে এবং তাহারদিগের স্ত্রী লোকেরা চিনী ও নারিকেল ভক্ষণ করে না ও রেসমীয় বস্ত্র ও ঘাঘরা পরিধান করে না তাহারদিগের নাম রাথর ও পোয়ারভটী ও মকোনাহারা ও চোহান প্রভৃতি রজপুত নামের সদৃশ নাম। ইহাতে কেহ কেহ কোন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এ লোকেরদিগের নাম তোমারদিগের সদৃশ ইহাতে বোধ হয় যে ইহারা তোমারদিগের জাতি-হইতে নির্গত হইয়াছে। তাহাতে ঐ রজপুত রাগ করিয়া কহিল যে না উহারা অতিনীচ জাতি আমারদিগের জাতিহইতে কখন নির্গত হয় নাই কেবল লোক জানান কারণ এ সকল নাম রাখে এবং এই লোকেরা যত শীঘ্র নাশ হয় সেই ভাল। ইহারদিগের মধ্যে কতক লোক মোকাম ভোপালে থাকে সেখানে শ্রীযুত মেজর হেন্দ্রি সাহেব মোক্তিয়ার আছেন তিনি তাহারদিগের কুস্বভাব ছাড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে অনেক শান্ত হইয়াছে তথাপি চুরি করিতে গিয়াছে কি ঘরে আছে ইহা জানিবার কারণ রাত্রির মধ্যে দুইবার দেখিতে হয়। তাহারদের মধ্যে যাহারা সুস্বভাব হইয়াছে তাহারদিগকে পুলবন্দি প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তথাপি তাহারদিগের ব্যবহার ও বাক্য স্বতন্ত্রই আছে যেহেতুক ভদ্র লোকের সহিত তাহারদিগের চলন নাই তাহারদিগের মধ্যে কোন বিবাদ হইলে আপনারদিগের পঞ্চাইতের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয় সেই

পঞ্চাইতেরা তাহারদিগের কিঞ্চিৎ জরিপানা করে। পরস্ত্রীগমনে কিছু অধিক জরিপানা করে এই জরিপানার টাকা লইয়া মদ্য ক্রয় করিয়া সকলে পান করে বিশেষত আসামী ফৈরাদী অধিক পান করিয়া মত্ত হয় তখনি স্থির করে যে অদ্য কোন ঘরে চুরি করিব।

(২৪ জুন ১৮২৬। ১১ আষাঢ় ১২৩৩)

জলখাই ব্যবত্তা।—কটকের অন্তঃপাতি এক গ্রামে জলখাই ব্যবত্তানামক এক ঘর তদ্দেশীয় কায়স্থ বাস করেন তাঁহারদিগের রীতি এই আছে যে গোত্রের প্রধান ব্যক্তি কেবল জলপানেই কালযাপন করেন এইপ্রকার ক্রমিক তিন পুরুষাবধি চলিয়াছে এ কথা সত্য কিন্তু অজ্ঞাত ব্যক্তি সকল অসত্য জ্ঞান করিবেন তথ্যানুসন্ধান করিলে সে ভ্রম উপশম হইতে পারিবেক ২৬ জ্যৈষ্ঠ। সংপ্রতি কটকাগতস্য। সং চং

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ৭ আশ্বিন ১২৩৪)

নেওয়ার জাতি।—নেপালের পর্ব্বতের তলিতে ও কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের প্রান্তভাগে এই জাতীয় লোক অনেক বসতি করে ইহারদিগের স্ত্রীলোকের বিবাহ প্রথম বিল্ববৃক্ষের সহিত হয় এবং বিবাহ হইলে পর সেই বৃক্ষের একটা ফল অতিসন্তর্পণে আপনার নিকটে রাখিয়া পুরুষের সহিত বিবাহ করে বিবাহকালীন বরপাত্র ১০।১৫ টা তাহার স্থৈর্য্য নাই সুপারি আপন স্ত্রীকে দেয় সেই সুপারি যেপর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীর নিকট থাকিবেক সেই পর্য্যন্ত তাহার স্বামিত্ব থাকিবেক ইহার মধ্যে যদি ঐ স্ত্রী কোন অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা হয় তবে তাহার পতিকে এই বিবাহকালীনের দত্ত সুপারি ফিরিয়া দিয়া পুনরায় তাহার অর্থাৎ নূতন বরের সুপারি গ্রহণ করিয়া তাহার ভার্য্যা হয়। ইহারদিগের পতির বিয়োগানন্তর বৈধব্যতা হয় না যদি পূর্ব্বোক্ত শ্রীফল উত্তম ব্যবহারে থাকে আর ফল ভ্রষ্ট অর্থাৎ নষ্ট হইলে পতি থাকিলেও বিধবা হয় বিধবার লক্ষণ কেবল সিন্দুর পরিত্যাগ মাত্র। সং চং

(৬ অক্টোবর ১৮২৭। ২১ আশ্বিন ১২৩৪)

কোচ।—এই জাতি অনেক মোরাঙ্গর মধ্যে রঙ্গনি পরসনাথ এবং কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের ব্যাপ্যের মধ্যে মেঘা পহ্নবান পরগণা ও আর২ পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক স্থানে বসতি করে ইহারদিগের স্ত্রীলোকের পরিধেয় মেকূলি অর্থাৎ চট বিশেষ তাহাও কটিদেশে না পরিধান করিয়া স্তনদ্বয়ের উপর পরিয়া থাকে সুতরাং স্তনাবর্ত্তনের অন্য বস্ত্র আবশ্যক করে না ইহারদিগের স্ত্রীলোকেরা যুবতি না হইলে বিবাহ করে না এবং কন্যা আপনি কন্যাযাত্র বাদ্যকর ব্যতীত তাবৎ স্ত্রীলোক লইয়া বিশেষতঃ যত যুবতি একত্রিতা হইয়া কন্যাকে বেষ্টন করিয়া বরের বাটীতে বিবাহ করিতে যায় কুলাচার প্রমাণ বিবাহ হইলে পর বরপাত্র আপন ঘরের চালের উপর আরোহণ করিয়া কহে যে আমি বিবাহ করিব না কারণ তোমাকে প্রতিপালন করিবার আমার ক্ষমতা নাই তাহাতে ঐ স্ত্রী কহে উঠ২ কোচের পুৎ ধোকড়া থান বুনমু পোষপোত্তক বরপাত্র এই বাক্য শুনিবামাত্র চালহইতে উত্তীর্ণ হইয়া কন্যাকে সিন্দুর দান করে তবে বিবাহ পূর্ণ হয়।

(৬ অক্টোবর ১৮২৭ । ২১ আশ্বিন ১২৩৪)

যসি ।—নেপালি যসিনামক এক প্রকার ব্রাহ্মণ আছে তাহারদিগের উৎপত্তির বিবরণ এই যে বিধবা ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টা হইলে তাহার গর্ভে যে সন্তান হয় তাহারা যসি নামে খ্যাত হয় তাহারা ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং ব্রাহ্মণের ঔরসজাত এ জন্যে যদিও অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় মান্য তথাচ অনেক বিশেষ আছে আর অন্য জাতির স্ত্রীলোক নষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণ নাসিকা চ্ছেদন করিয়া এবং কেশ মুণ্ডন করিয়া তাহাকে দেশহইতে দূর করিয়া দেয় এবং তাহার স্বামী তাহার উপপতির প্রাণদণ্ড যত দিনের পরে হউক বেকাননি তাহার সাক্ষাৎ পাইবেক তৎক্ষণাৎ জার হান এই শব্দ তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিবেক তাহাতে সে অপবাদী না হয় এবং নেপালের অধীন বিচারস্থানে পারিতোষিক পায় কিন্তু এমত কুকর্ম্ম ব্রাহ্মণহইতে হইলে তাহার প্রাণদণ্ড নিষেধ ।

(৬ অক্টোবর ১৮২৭ । ২১ আশ্বিন ১২৩৪)

থারু ।—মোরঙ্গে এই জাতিলোক অনেক বসতি করে ইহারদিগের পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের বিবাহের কাল ইং ১ লাং ১০ বৎসরপর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে তাবতের বিবাহ হয় এবং কথা যাবৎপর্য্যন্ত কন্যাবস্থা থাকে তাবৎ শ্বশুরালয় গমন করে না পূর্ণ যুবতি হইলে তাহার দ্বিরাগমন হয় তাহাতেও বিড়ম্বনা শ্বশুরালয় যাইয়াও ক্রমশঃ পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত স্বামির সহিত আলাপ হয় না এবং তাহার হস্তে কোন দ্রব্যাদি আহার করে না একারণ নিষ্কলঙ্কী হইয়া উত্তীর্ণা হইতে পারিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ আর যদি কোন স্ত্রীলোকের কোন কুকর্ম্মের অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর লক্ষণ প্রকাশ হয় তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে তাহাতে কন্যার পিতার কলঙ্ক কেবল হয় । আর যদি ঐ ছয় মাসের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য না হয় এবং পরে সে বেশ্যাচরণ করিলেও নিন্দনীয় হয় না যেহেতুক প্রথম পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে ।

নানা কথা

(১ জানুয়ারি ১৮২০ । ১৮ পৌষ ১২২৬)

বৎসরারম্ভ ।—অদ্য ইংগ্রণ্ডীয়েরদের নূতন বৎসরারম্ভ হইল অতএব গত বৎসরে স্থূল২ যে২ কর্ম্ম এই দেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা লিখি । এই বৎসর এতদ্দেশীয় লোকেরা সহমরণ বিষয়ে সদসদ্বিবেচনার নিমিত্ত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া পরস্পর বাদানুবাদ করিতেছেন । পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়েরদের এমত ব্যবহার ছিল না সকল লোকেই ধারাবাহিক ব্যবহারেই চলিতেন এখন এইরূপ বিবেচনা হওয়াতে হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ ব্যবস্থা স্থির হইবেক । সংপ্রতি কেবল সহমরণের বিষয়ে এইরূপ বিবেচনা আরম্ভ হইয়াছে আমরা অনুমান করি যে অন্য২ বিষয়েও এইরূপ সদসদ্বিবেচনা হইবেক । কোন বিষয় বাদি প্রতিবাদি মুখেতে পুনঃপুনঃ বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয় এবং ভাষাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরাও জানিতে পায় । পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কেবল পণ্ডিতেরদের অন্তঃকরণেই গুপ্তা থাকিত সেই পণ্ডিতেরদের উপাসনা ব্যতিরেকে অজ্ঞান লোক

জানিতে পারিত না এখন এই রূপ হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণ উপকার হয়। ইংগ্লণ্ড ও ফ্রান্স ও রুষিয়া প্রভৃতি দেশেতে এই রূপ ধারা সর্ব্বত্র আছে।

লক্ষ্মণৌয়ের নবাব গাজুদ্দীন হয়দর বাহাদুর পূর্ব্বে উজীর নবাব নামে খ্যাত ছিলেন। এই বৎসরে শ্রীশ্রীযুত তাঁহাকে অযোধ্যার রাজা খেতাব দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছেন। ইহাতে তাহার এই লাভ হইল যে পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর বাদশাহের চাকর ছিলেন এখন তিনি স্বতন্ত্র এক রাজা হইলেন।

এই বৎসরে কচ দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করিয়া সে দেশাধিকার করিয়া সেখানে রাজ্য করিতেছেন।

এই বৎসরে ব্রহ্মা দেশের প্রাচীন রাজা লোকান্তরগত হইয়াছেন তাহার পৌত্র রাজা হইয়াছেন। এই ব্রহ্মা দেশের নাম পূর্ব্বে বগু ছিল পরে এই রাজার পূর্ব্ব পুরুষ ঐ বগু দেশ জয় করিয়া তাহার নাম ব্রহ্মা দেশ রাখিলেন। এই রাজারদের বংশের মধ্যে এই ব্যক্তি অনেক কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছেন।

এই বৎসরে সিংহলদ্বীপে সেখানকার দুষ্ট লোকেরা কতক লোকেরদিগকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ক্ষুদ্র২ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাতে সেখানে অসামঞ্জস্য অনেক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখন শান্তি হইয়াছে।

এই বৎসর জুন মাসে এক মহাভূমিকম্প হইয়াছে তাহার মত ভূমিকম্প তৎকাল হয় নাই সে ভূমিকম্প তাবৎ ভারতবর্ষে হইয়াছিল এতদ্দেশে তাহার পরাক্রম অধিক অনুভব হয় নাই কিন্তু অন্য২ দেশে অতিশয় জ্ঞান হইয়াছে বোম্বইর নিকটবর্ত্তি দেশে ঐ ভূমিকম্পেতে ঘর বাড়ী পড়িয়া সাত আট হাজার লোক মারা পড়িয়াছে।

(৩০ অক্টোবর ১৮১৯। ১৫ কার্ত্তিক ১২২৬)

ডাক বেহারা।—পূর্ব্বে লোকের প্রয়োজনানুসারে কোম্পানি উপযুক্ত মূল্য লইয়া ডাক বেহারা দিতেন তাহাতে কোনহ স্থানে দেড় টাকা ক্রোশ ছিল ও কোনহ স্থানে তাহার অধিকও ছিল কিন্তু সংপ্রতি কোম্পানি হুকুম করিয়াছেন যে এক ক্রোশ যাইতে এক টাকার অধিক লাগিবেক না এবং তাহার মধ্যে তৈল ও মসাল ইত্যাদি সকল খরচ।

(১ জানুয়ারি ১৮২০। ১৮ পৌষ ১২২৬)

ইস্তাহার।—সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচি-দীগর বশান যাইবেক তাহারা জানেরেল পোষ্ট আপিশহইতে ফি চৌকি চারি টাকার হিসাবে পাইবেক ইহার অন্যথা কাহারো হুকুমে হইবেক না যদি কোন ডাকের আমলা লোক ইহারদিগের দিতে কিছু আপত্য করে তবে শ্রীযুত জানেরেল পোষ্ট মাষ্টরের অগ্রে এ নিমিত্ত যে দরখাস্ত করিবেক তাহাতে সুন্দর বিবেচনা করা যাইবেক ইতি।

(৩ মে ১৮২৮। ২২ বৈশাখ ১২৩৫)

কলিকাতার ডাকঘর।—২৬ এপ্রিল তারিখে ডাকঘরের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এলিয়েট সাহেব এই সমাচার দিলেন যে চৌরঙ্গীর ১৩ নম্বরের বাটীতে ডাকঘরের কাছারী বসিবে।

(২ জুন ১৮২৭।২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪)

ঠিকা বেহারা।—....আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্থ তাবৎ ঠিকা বেহারারদিগকে পুলিসে ডাকাইয়া মাজিস্ত্রিট সাহেব লোকেরা উত্তমরূপে এই আইনের বিশেষ বুঝাইয়াছেন এবং তাহারদের সকল ওজরও শুনিয়াছেন। শুনা গিয়াছে যে চাপরাসের মুল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর ছিল কিন্তু ম্যাজিস্ত্রিট সাহেবেরা ঐ মুল্য তাহারদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। তাহারদের প্রত্যাগমনকালে এমত বোধ হইল যে তাহারদের সকল ওজর মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সকলেই স্ব২ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেক কিন্তু এখন কলিকাতায় এক বেহারারও মুখ দেখা যায় না ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার মধ্যে কিছু দুষ্টতা থাকিবেক কিম্বা কেহ তাহারদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকিবেক এই নূতন ব্যবস্থাবিষয়ে কেহ২ এই এক ওজর করে যে কেবল সময়ানুসারে হার নিরূপিত হওয়াতে তাহারদের পক্ষে অনেক ক্ষতি অতএব সময়ানুসারে হার না করিয়া যদি দূরাদূর বুঝিয়া করা যাইত তবে ভাল হইত যেহেতুক কলিকাতাহইতে কালীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া যাইতে হইলে মরেপিটে এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায় এবং সে এক ঘণ্টার মজুরি তাহারা প্রত্যেকে কেবল এক২ আনা করিয়া পাইবেক কিন্তু সেই এক ঘণ্টায় তাহারদের তাবৎ দিবসের বল যাইবে।

আরো কলিকাতার এক ইংরাজি সমাচারপত্রে বেহারারদের পক্ষপাতী হইয়া কেহ লিখিয়াছেন যে সময়ানুসারে বেতন নিরূপণের নূতন আইন হওয়াতে বেহারারদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে যেহেতুক বেহারারদের ঘড়ী নাই আরোহকেরদের ঘড়ী আছে এবং ইতরলোক অপেক্ষা মান্যলোকের কথা প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক মান্য। এমন অনেক মান্যলোক আছেন যে তাঁহারা দেড় ঘণ্টা কিম্বা ততোধিককাল পর্য্যটন করাইয়া ঘড়ী দেখাইয়া এক ঘণ্টার বেতন দান করিবেন বেহারা বেচারা তাহাতে বাক্য কহিতে পারিবে না কহিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক সুতরাং মাদারির মৃত্যু। অতএব ঐ লেখক কহিয়াছেন যে সরকারি ব্যয়ে প্রত্যেক বেহারাকে এক২ টা ঘড়ী দেওয়া যায় তাহা হইলে বেহারারা যখন পালকি ঘাড়ে করিবে তখন টেকহইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিবেক ও যখন পালকী নামাইবেক তখন বস্ত্রদ্বারা আপনারদের মুখের ঘাম মুচিয়া পুনর্ব্বার ঘড়ী দেখিবেক তাহাতে আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মিলে তবে কিছু অন্যায় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি না মিলে তবে উভয়ে কলিকাতার বড় গ্রিজায় গিয়া আপনারদের ঘড়ী ঠিক করিবে কিন্তু সেখানে যাইবার মজুরি বেহারারদের নিজ খরচ।

সে যে হউক বেহারারা চলিয়া গিয়াছে হইতে পারে যে তাহারা শ্রীক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছে। সংপ্রতি রথ যাত্রা উপস্থিত ভরসা হয় যে একবার রথ টানিয়া কলিকাতায় আসিয়া পুনর্ব্বার

পালকি বহিবেক। ইতোমধ্যে কলিকাতা নগরে ঘোড়া সকল পালকীবেহারা হইয়াছে এবং বোধ হয় যে দুই তিন হপ্তার মধ্যে ঘোড়ারদেরও সভা হইয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত হইবেক। ইহাও অসম্ভব নয় যেহেতুক হিতোপদেশপ্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে যাঁড় শৃগালাদি কথা কহিয়াছে।

(২ মার্চ ১৮২২। ২০ ফাল্গুন ১২২৮)

ব্যাঘ্র।—কলিকাতার পূর্ব্ব দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতী জয়নগরের নিকটে চৌরমহল নামে এক স্থান আছে সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই কেবল অতিশয় বন এবং ব্যাঘ্র ভীতিও অতিশয়। এক গৃহস্থের স্ত্রী নবপ্রসূতা তাহার স্বামী প্রাতঃকালে কর্ম্মান্তরে গেল ঐ স্ত্রী আপন গৃহের পিঁড়াতে অগ্নি করিয়া দ্বার শক্তরূপে দিয়া বালক লইয়া থাকিল। বেলা এক প্রহরের সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ গৃহপ্রবেশের উদ্যোগে গৃহের চতুর্দিগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ স্ত্রী লোক ব্যাঘ্রের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিল। বিশেষতঃ এ সময়ে যদি আপন স্বামী আইসে তবে তাহাকে এই ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিবে এই২ রূপ নানা চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে ব্যাঘ্র কোন দিগে দ্বার না পাইয়া লম্ফ দিয়া পিঁড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় উছাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া মুখ দিল কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না। পরে পশ্চাদের দুই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল এই সময়ে ঐ স্ত্রী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত নিবারক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অল্পে২ ব্যাঘ্রের মার্গেতে ধরিল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোদুল্যমান হওয়াতে উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়কালীন গর্জ্জনতুল্য বার২ বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ভীত হইয়া স্ব২ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে থাকিল। ঐ স্ত্রী ক্রমে২ গৃহ দাহ না হয় কেবল ব্যাঘ্র দগ্ধ হয় এইরূপ অগ্নি জ্বালাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল নিঃশব্দ হইলে দুই ঘণ্টা পরে গ্রামস্থ লোক গৃহহইতে বাহির হইয়া চতুর্দিগ অবলোকন করিয়া পাঁচ সাত দশ জন একত্র হইয়া ক্রমে২ ঐ স্থানে আসিয়া বিশেষ দেখিল। সে সময় ঐ স্ত্রীর স্বামীও আইল পরে ব্যাঘ্রকে চালহইতে নামাইয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিল।

(২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯)

ছকড়া গাড়ি॥—মোকাম কলিকাতাতে ছকড়া গাড়ির উৎপাতে রাস্তায় চলা ভার...।

(১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯)

পিস্তল লড়াই॥—মোকাম কলিকাতায় শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন সাহেব ও শ্রীযুত মেং বকিংহাম সাহেব এই উভয়ে পরস্পর বিবাদ করিয়া পিস্তল লড়াই করিতে পণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত বকিংহামের পক্ষে শ্রীযুত মেজর সুইনি সাহেব হইলেন ও শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন

সাহেবের পক্ষে শ্রীযুত মেং গরডন সাহেব হইলেন। ৬ জুলাই রাত্রি চারি ঘণ্টার সময়ে এই দুই জনকে মধ্যস্থ করিয়া বাদী প্রতিবাদী একত্র হইয়া মোং কলিকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড়ের স্থানে এক বড় বৃক্ষের নীচে গিয়া ধারা মত দ্বাদশ পাদান্তরে উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর এককালে পিস্তল মারিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহাতে কাহারো হানি হইল না দ্বিতীয়বার পিস্তলে গুলি পূরিয়া মারিলেন তাহাতেও কিছু ক্ষতি হইল না পরে ডাক্তর জেমেসন সাহেব তৃতীয় বার গুলি মারিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু উভয় পক্ষীয় মধ্যস্থ সাহেবেরা অসম্মত হইলেন তাহাতে সুতরাং তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন।

(২০ নভেম্বর ১৮২৪। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩১)

ভোজবিদ্যা।—রাম স্বামী নামে এক জন এতদ্দেশীয় লোক আমেরিকা দেশে ভোজবিদ্যা-প্রভাবে একুশ বুরুল একখান তলবার পুনঃ২ গ্রাসোদ্গার করিয়া অনেককে চমৎকৃত করিয়াছে ও আপনার থলি পূর্ণ করিতেছে।

(১০ জুলাই ১৮২৪। ২৮ আষাঢ় ১২৩১)

দুষ্টের নাশ।—শুনা গেল যে অল্প দিবস হইল উলা গ্রামের মুস্তফিরদের বাটীতে শিবেশনি নামে এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ দস্যু স্বসঙ্গিবর্গ বাহিরে রাখিয়া স্বয়ং বাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অর্থাপহরণ করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া উল্লংফনোদ্যত হইবামাত্র ঐ বাটীস্থ এক জন দেখিতে পাইয়া প্রাচীরে উঠিয়া তৎপশ্চাতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িয়া অস্ত্রদ্বারা তাহাকে এমন আঘাত করিল যে তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। অপর শুনা গেল যে যে ব্যক্তি এই দস্যুকে সংহার করিয়াছে সে জেলা কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বকর্ম্মে আসিয়া স্বামির নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

(১৬ অক্টোবর ১৮২৪। ১ কার্ত্তিক ১২৩১)

স্ত্রীলোকের সাহস।—কএক দিবস হইল অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক স্ত্রী কলিকাতার নিমতলার ঘাটে স্নানার্থ আসিয়াছিল তাহাতে ক্রীড়াছলে কুতূহলে সন্তরণদ্বারা অবলীলাক্রমে গঙ্গা পার হইয়া গেল ইহা দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছে।

(১ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৪)

সভাবাটী।—বাঙ্গাল ক্লোব নামে যে নূতন এক সভা এ প্রদেশে স্থাপিতা হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ পূর্ব্বে আমারদিগের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে পুনশ্চ ঐ বিষয়ের আরো কিঞ্চিৎ অবগত হওয়াতে পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে যে কলিকাতা নগরের গড়ের

মাঠের নিকট এসপ্রেডরো নামে এক উত্তম চৌতালা বাটী লওয়া গিয়াছে ঐ বাটীতে দুইটা খানা খাইবার এবং দুইটা পঠনের ঘর আছে ঐ সকল ঘর অত্যুত্তম দ্রব্যেতে সুশোভিত ও পঠনের ঘরে নানাপ্রকার নূতন ও বিলাতের প্রকাশিত পুস্তক এবং এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদযুক্ত কাগজ প্রস্তুত আছে। এই সভাবাটীতে যদ্যপি কেহ বাস করণেচ্ছুক হন তবে তাঁহাকে মাসিক এক মোহর কিম্বা প্রত্যেক সপ্তাহে চারি টাকা দিতে হইবেক। আর হাজিরি খাইলে প্রত্যেক লোককে এক তঙ্কা ও টিফিন অর্থাৎ জলপান করিলে ১॥ টাকা এবং মধ্যাহ্ন ভোজন করিলে ৩ টাকা দিতে হয়।

(২৪ জুলাই ১৮১৯। ১০ শ্রাবণ ১২২৬)

ভূমিকম্প।—যে ভূমিকম্পের বিষয় আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম এখন শুনা যাইতেছে যে সে ভূমিকম্প তাবৎ ভারতবর্ষে হইয়াছে কিন্তু কোন২ প্রদেশে অধিক কোন২ প্রদেশে অল্প। মোং বোম্বইতে ঐ ভূমিকম্পে লোকেরদের এমত জ্ঞান হইয়াছিল যে মহাপ্রলয় কাল উপস্থিত।

অহমদাবাদ মোকামে ঐ ১৬ জুন তারিখে সায়ংকালে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে সে শহরের অনেক ক্ষতি হইয়াছে সেখানে মুসলমানেরা এমত সুদৃশ্য মসজিদ করিয়াছিল যে তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিত সে সকল মসজিদ ঐ ভূমিকম্পে ভূমি পতিত হইয়াছে সে শহরের দরবাজা পড়িয়া গিয়াছে ও সেখানকার অদালতের ঘর এমত ফাটিয়া গিয়াছে যে সেখানে আর বসা যায় না। তারপর দিন প্রাতঃকালে সেখানে দুইবার ভূমিকম্প হইয়াছিল।

ঐ তারিখে মোং সুরাটে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে সুরাট ও তাহার নীচ বর্ত্তিনী তাপ্তি নামে নদী ও তাহার পারের গ্রাম সকল দোলায়মানের মত দেখা গেল। সেখানে এক সাহেব আপন ঘরে খাটে শয়ন করিয়াছিল ঐ ভূমিকম্পে তাহার শয়নের খাট দুলিতে লাগিল ও মেজ দেওয়ালে আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে সে সাহেব ভীত হইয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দেখিল যে শহরের সকল লোক ঐ সাহেবের ঘরের দোলন দেখিতেছে। অনেক ঘরে গ্লাসের তৈল ও প্রদীপের তৈল উছলিয়া ভূমিতে পড়িল এবং কূপের জল যে আঢ়াই হাত মৃত্তিকার নীচে ছিল তাহাও ভূমিতে উঠিল ও দুই তিন পুষ্করিণীর জল মৃত্তিকাতে বহিতে লাগিল।

বোম্বইয়ের নিকটবর্ত্তি ত্রয়াক শহরে প্রায় পূর্ব্বে কখনও ভূকম্প হইত না কিন্তু এ ভূমিকম্প সেখানেও এমত হইয়াছে যে সেখানে অনেক ঘর দোলায়মান হইয়াছিল। এবং যাহারা দাঁড়াইয়া বেড়াইতেছিল তাহারা ঐ ভূমিকম্পের সময়ে কিছু অবলম্বন না করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। এক সাহেব সেই সময়ে পাল্কীতে যাইতেছিল সে কিছু জানিতে পারিল না। কিন্তু লোকেরদের দৌড়াদৌড়ি দেখিল ও পাকা ঘরের উপর হইতে বড় টাইল ইট পড়িতে দেখিল। এবং সেখানকার লোকেরদের মস্তক ও গাত্র ঘূর্ণনেতে তাহারা ওলাউঠা হইয়াছে জ্ঞান করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল ও আপনারাই মৃত্তিকাতে পড়িল।

(১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬)

ভূমিকম্প।—১৬ জুন তারিখে যে ভূমিকম্প এখানে হইয়াছিল তাহার বিষয়ে গুজরাট ও কচ্ছ দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ঐ ভূমিকম্পে মোং আঞ্জার শহরের এক শত ছেষট্টি লোক খুন হইয়াছে ও তিন শত বিশ লোক আঘাতী হইয়াছে সে শহরে চারি হাজার পাঁচ শত ঘর ছিল তাহার মধ্যে পোনর শত ঘর একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। আর এক হাজার ঘর পড়িয়াছে আর দুই হাজার ঘর যে অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে প্রায় লোক থাকিতে পারে না। সেখানে যে কিল্লা আছে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ নষ্ট হইয়াছে যে অবশিষ্ট আছে তাহাও এই বর্ষাতে থাকিবেক না।

(২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ই ভাদ্র ১২২৬)

ভূমিকম্প।—১৬ জুন তারিখের ভূমিকম্পের সমাচার দূর২ দেশহইতে আসিতেছে। বোম্বইয়ের নিকট সমুদ্র তীরস্থ পুরীবন্দর নামে মহাশহরহইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে ঐ ভূমিকম্পেতে সেখানকার এক কিল্লার দেওয়াল সমুদ্রের ঢেউর মত কাঁপিয়াছিল ও নয়টা গুম্মেজ ও অনেক দেওয়াল এক কালে পড়িয়াছে ও তাহার ধূলিতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল সেখানকার লোকেরা সে সময়কে মহাপ্রলয় কাল জ্ঞান করিয়াছিল সে শহরের অনেক২ পাকা ঘর পড়িয়া গিয়াছে এবং যে ও না পড়িয়াছে সে ঘরও এমত ফাটিয়াছে যে তাহার পতনভয়ে সেখানকার রাজা ও আর২ লোক শহরের বাহিরে গিয়া বসতি করিতেছে।

সেই শহরের কিঞ্চিৎ দূরে এক স্থানে ভূমিকম্প সময়ে মৃত্তিকা ফাটিয়া হুহু শব্দে জল উঠিয়াছিল যে দিন ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার পর দিন তিন চারি বার ক্ষুদ্র২ ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে পূর্ব্ব দিন পড়িতে অবশিষ্ট যে গৃহ প্রভৃতি ছিল তাহা সেই দিনে পড়িয়াছে সেই ভূমিকম্প সকল স্থানহইতে সমুদ্র তীরে অতিশয় হইয়াছিল এবং তাহার পরাক্রম প্রকাশ সমুদ্রের নিকটেই অনেক আছে। মংগ্রুল শহরে পঞ্চাশ লোক মরিয়াছে। ভুজ শহরে যত লোক মরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এক হাজার মৃত লোক দেওয়ালের নীচেহইতে বাহির করিয়াছে এবং এখন আর২ শব বাহির হইতেছে ঐ শহরে সাত হাজার ঘর পড়িয়াছে। যাবৎ কচ্ছ দেশে যত লোক মরিয়াছে অনুমান করি কেবল ভুজ শহরে তত লোক মরিয়াছে। মান্দাবী শহরে এক শত ষোল লোক ও লখপট শহরে দেড় শত লোক মরিয়াছে এবং কচ্ছ দেশের উত্তরে তিন ক্রোশ আড়ে কিন্তু তাহার লম্বাই জানা নাই এমন এক স্থানে অকস্মাৎ জল উঠিয়া ব্যপ্ত হইয়াছিল। কচ্ছ দেশে যত শুষ্ক নদী ছিল সে সকল একেবারে জলেতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

এত কুসমাচারের পর কিঞ্চিৎ সুসমাচার দিতে আমারদের অধিক সন্তোষ অতএব তাহা দি। কচ্ছ দেশে গত ভূমিকম্পদ্বারা সকল দেশহইতে অধিক বিভ্রাট হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেখানে রাজকর বন্ধ করিয়াছেন। এবং বোম্বইয়ের তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরা সকলে ঐ কচ্ছ দেশীয় লোকেরদের উপকার নিমিত্ত চান্দা করিয়া টাকা

দিতেছেন তাহাতে কোম্পানী বাহাদুর নিজে চারি হাজার ও তথাকার বড় সাহেব নিজে পাঁচ শত টাকা ইত্যাদি রূপে সকলে দিতেছেন।

(২ অক্টোবর ১৮১৯। ১৭ আশ্বিন ১২২৬)

ভূমিকম্প।—কচ্ছ দেশে পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হইতেছে এবং এই বিষয়ে সে দেশে হাস্যাস্পদ হইয়াছে যেহেতুক সেখানে প্রায় নিত্য ভূমিকম্প হইতেছে ইহাতে তদ্দেশীয়েরা কেহ২ কহে যে এই কচ্ছ দেশ পৃথিবী ছাড়া এবং পৃথিবীর সহিত কেবল এক রজ্জুতে ঝুলান সমুদ্রে ভাসিতেছে কেহ২ কহে যে পৃথিবী ছাড়া কচ্ছ দেশ সমুদ্রে ভাসিতে২ আরব দেশে যাইতেছে তৎপ্রযুক্ত নিত্য ভূমিকম্প হয়।

(৬ নভেম্বর ১৮১৯। ২২ কার্ত্তিক ১২২৬)

ভূমিকম্প।—মোং চাটিগ্রামে ১৩ আক্‌টোবর অবধি বিশ দিনপর্য্যন্ত চারিবার ভূমিকম্প হইয়াছে।

(২৯ এপ্রিল ১৮২০। ১৮ বৈশাখ ১২২৭)

ভূমিকম্প।—কচ দেশে ১৪ মার্চ্চ দিনে দুই প্রহর দুইটার সময়ে অতিঘোরতর ভূমিকম্প হইয়াছিল। সে সময়ে সেখানকার তাবৎ লোক আপন২ ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল এবং তাহারা তখন মনে করিয়াছিল যে ১৬ জুন তারিখ পুনর্ব্বার আসিয়াছে। ২৮ জানুআরি তারিখ অবধি ক্ষুদ্র২ ভূমিকম্প পূর্ণিমা ও অমাবাস্যার যোগে প্রায় সেখানে হইতেছে তাহাতে লোকেরা পূর্ণিমা ও অমাবাস্যার দোষ কহে। সেই ভূমিকম্পে ক্ষুদ্র২ দুই এক খান ঘর পড়িয়াছিল কিন্তু অতিশয় উপদ্রব জন্মায় নাই তৎপ্রদেশে তণ্ডুলাদি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য তাহাতে সেখানকার রাজার এমত আজ্ঞা হইয়াছে যে সেখানহইতে এক দানাও তণ্ডুলাদি বাহির হইবে না।

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫)

পাড় ভগ্ন।—সংপ্রতি কোন মান্য লোকের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মোং শান্তিপুরের গঙ্গার পাড় যাহা প্রতি বৎসর ভাঙ্গিয়া থাকে তাহা এ বৎসরও পুনরায় বর্ত্তমান মাসের প্রথমে ভাঙ্গিয়া থানা ঘরাদি একেবারে কোথা গিয়াছে যে তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই।

অপর শ্রুত হওয়া গেল যে ১৩ ভাদ্র তারিখের বৈকালে গঞ্জঅবধি হাটখোলার বাজার-পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পাড় ভাঙ্গিয়া লোকেরদের বাগান ও বাটী এবং বৃহৎ২ বৃক্ষপ্রভৃতি যাহা অনেক কালের ছিল তাহা জলে ভাসিয়া এক কালে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র নিরূপণ নাই এক্ষণে ঐ সকল স্থান কেবল জলময় হইয়াছে কিন্তু এই প্রকার যদ্যপি রাত্রিকালে আরো ভগ্ন হয় তবে অনুমান হয় যে তত্রস্থ লোকেরদিগের প্রাণ সংস্থানের বিষম স্থল হইবেক। তিং নাং

দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট

১৮৩০—১৮৪০

শিক্ষা

সংস্কৃত কলেজ

(৮ মে ১৮৩০ । ২৭ বৈশাখ ১২৩৭)

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগকে ইঙ্গরেজী শিক্ষা করাণ বিষয়ে পূর্ব্বে চন্দ্রিকায় এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্তু মনোযোগ করা পরামর্শসিদ্ধ হয় যেহেতু ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিতে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের কোনমতেই বাঞ্ছা নাই তৎ প্রমাণ দেখুন বৈদ্য ছাত্রদিগকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে নিতান্ত বলপ্রকাশ করাতে তাঁহারা একেবারে সকলেই কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কেননা সংস্কৃত কালেজের যে কএক কেলাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে তন্মধ্যে বৈদ্যক কেলাস এদেশের উপকারজনক ছিল যেহেতু এক্ষণে বৈদ্যক শাস্ত্রের সুপণ্ডিত দুষ্প্রাপ্য এ জন্য পণ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্প পাওয়া যায় সুচিকিৎসক না থাকিলে যে অমঙ্গল তাহা বর্ণন নিষ্প্রয়োজনক অতএব ভরসা হইয়াছিল কালেজের দ্বারা অনেক উত্তম চিকিৎসক হইবেক কারণ বহুবিবেচকগণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে অধ্যাপক তৎ কর্তৃক ছাত্র সকল সুশিক্ষিত হইতেছিলেন এক্ষণে সে অধ্যাপক কালেজের কর্ম্মে রহিত হইয়াছেন সুতরাং সে আশা নিরাশা হইল যদি বল সেই অধ্যাপকের নিকট সেই সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিলে উত্তম চিকিৎসক হইতে পারিবেক তাহা সুদূরপরাহত কারণ ঐ অধ্যাপকের এক স্থানে বেতন স্থির ছিল জীবনোপায়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অধ্যাপনা করিতেন ছাত্রেরাও দিনযাপনোপযোগি ব্যয়ে নিরুদ্বেগে অধ্যয়ন করিতেন এক্ষণে তাহার বিপরীতে কি প্রকারে সম্ভবে অতএব কালেজের দ্বারা দেশের উপকার যাহাতে হইত তাহা রহিত হইল যদ্যপি এমত কহ যে যাঁহারা স্মৃত্যাদি শাস্ত্রাভ্যাস করিতেছেন ইহাতে কি দেশের উপকার নাই উত্তর কিছুমাত্র উপকার নাই এমত কহি না ইহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকারের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে পারি না কেননা যে সকল ছাত্র বিদ্বান হইয়া সুখ্যাতিপত্র প্রাপ্তিপূর্ব্বক কালেজহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন তাঁহারদিগকে প্রায়শ্চিত্তাদির কোন ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেই কহেন আমারদিগের সে সকল গ্রন্থ পাঠ হয় নাই ইহাতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন কর্ম্ম তাঁহারদিগের দ্বারা হইতে পারিবেক না কেবল দায়াদি শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে দেশের কি উপকার তবে তাঁহারদের নিজের উপকার কিঞ্চিৎ স্বীকার করা যায় প্রথমতঃ যত দিবস কালেজে থাকেন যত টাকা বেতন পান এই এক উপকার। দ্বিতীয় যদ্যপি কোন স্থানে অর্থাৎ আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন তবে উপকার হইবেক ইহাও অত্যল্প লোকের হওনের সম্ভাবনা আছে অতএব এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের দ্বারা মহোপকার স্বীকার করিতে পারি না...সং চং।

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

...আমরা শুনিলাম সংস্কৃত কালেজের স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রেরদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী পড়িতেছেন তাঁহারা সংপ্রতি এক দরখাস্ত করিয়াছেন যে আমারদিগের শিষ্য যজমানেরা কহেন যে তোমরা যদি কালেজে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস কর তবে তোমারদিগের দ্বারা আমরা কোন কর্ম্ম করাইব না এতাবন্মাত্র শুনিয়াছি...। [সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১]

(১৪ মে ১৮৩৪ । ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

সংস্কৃত কালেজ।—জ্ঞানান্বেষণ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে গবর্নমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরদের আগামি জুন মাসের প্রথমাবধি বর্ত্তন কর্ত্তন হইবে।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২১ মাঘ ১২৪৫)

কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের দুরবস্থা।—দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।...সংপ্রতি সংবাদ সৌদামিনী নামক অভিনব পত্রদৃষ্টে দৃষ্ট হইল যে ঐ সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরি শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কার্য্যান্তরানুরোধে ঐ পদ পরিত্যাগ করাতে অনেকে তৎকর্ম্মাভিলাষী আছেন তাহার মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পক্ষপাতহীন বিবেচক কাপ্তান মার্শেল সাহেব এবং কলিকাতা নগরের প্রধান বংশ্য ও ইংরাজী পারসী সংস্কৃত বাঙ্গলাতে বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র এবং সদ্বিবেচক শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত এবং অন্য২ উপযুক্ত প্রধান লোক তৎকর্ম্মে চেষ্টা করিতেছেন তথাপি সংস্কৃত কালেজের কমিটির সাহেবেরা ঐ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরদিগের প্রতি অনবধান করিয়া ঐ কালেজের অনেক সামান্য বৈদ্যছাত্রকে ঐ ভারি কর্ম্মে পদস্থ করিতে মনস্থ করিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যেহেতুক যে কর্ম্মে শ্রীযুক্ত কাপ্তান প্রাইশ সাহেব পরে শ্রীযুক্ত টাট সাহেব পরে শ্রীযুক্ত কাপ্তান ট্রায়র সাহেব পরে শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন তৎ পরে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর নিযুক্ত হইয়া ঐ কালেজের নানা ঔন্নত্য ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন সে কর্ম্মে তাদৃশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া ইতর লোক নিযুক্ত করিয়া কালেজের পূর্ব্বৌন্নত্য ও সম্মান হানি করাতে কমিটি সাহেবেরদের কি লাভ হে দর্পণ প্রকাশক মহাশয় ইহার অভিপ্রায় জানিতে প্রার্থনা করি...। কস্যচিৎ

হিন্দুকলেজ

(৮ জানুয়ারি ১৮৩১ । ২৫ পৌষ ১২৩৭)

বর্ষফল। সেপ্তেম্বর, ৩ [১৮৩০]। হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরা এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে কালেজের কোন ছাত্র ব্যক্তি যদি কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত কি রাজসংক্রান্ত কোন সভাতে গমন করে তবে তাহাতে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইব ইহা কহিয়া তাহারদের গমন রহিত করেন।

(৩ জুলাই ১৮৩০। ২০ আষাঢ় ১২৩৭)

হিন্দুকালেজ।—কলিকাতার সম্বাদপত্রেতে হিন্দুকালেজের আরম্ভের বিষয়ে কিয়ৎকালাবধি একটা বাদানুবাদ হইতেছে। সর এড্‌ওর্ড ইষ্ট সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হইবে এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেবের যে ছবি কালেজঘরে স্থাপন করা যাইবে এই উভয়বিষয়ক কথা উত্থাপন করণসময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক তদ্বিষয়ে এই দোষার্পণ করিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেজের আদিকল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই সাহেবের তুল্য সম্ভ্রান্ত নাহওয়াতে তাঁহার বিষয়ে সম্ভ্রামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদেতে যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত হের সাহেব ঐ কালেজের প্রথমকল্পক এবং তিনি ঐ কালেজের বিষয়ে প্রথম এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। আরো বোধ হয় যে শ্রীযুত সর এড্‌ওর্ড ইষ্ট সাহেব সেই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক কলিকাতাস্থ ধনি ব্যক্তিরদিগকে সভাতে আহ্বান করিয়া স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে ঐ কালেজ স্থাপনের কল্পে অনেক ধনি হিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন অতএব শ্রীযুত সর এড্‌ওর্ড ইষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব উভয়েই কালেজের মহোপকারক এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবো এতদ্বিষয়ে নিত্য স্মরণীয় বটেন যেহেতুক তিনি এতদ্বিষয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং তাহার উন্নতিতে তিনি নিত্য সচেষ্ট আছেন। অতএব শ্রীযুত হের সাহেবের তদ্বিষয়ের মহোপকারতা কোন এক বিশেষ চিহ্নদ্বারা হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের স্বীকার করা উচিত ইহা আমারদের বিবেচনা হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্ত মত আমাদের মধ্যে চলিতেছে। মেজর বামনদাস বসুই সর্ব্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন। তিনি তাঁহার *Education in India Under E. I. Co.* (p. 38) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে রামমোহন রায়ই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক (prime mover)। এই উক্তির সপক্ষে তিনি সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের একখানি দীর্ঘ পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পত্রখানি হিন্দুকলেজ স্থাপনার ইতিহাস-সম্পর্কীয়। এই পত্রের যে-অংশটি ঠিক-মত না-বুঝিবার ফলে তিনি এই অসতর্ক উক্তি করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

> ...About the beginning of May [1816], a Brahmin of Calcutta, whom I knew, and who is well known for his intelligence and active interference among the principal Native inhabitants, and also intimate with many of our own gentlemen of distinction, called upon me and informed me, that many of the leading Hindus were desirous of forming an establishment for the education of their children in a liberal manner...

এখানে "a Brahmin of Calcutta, whom I know,..." কথাগুলি হাইড ঈষ্ট রামমোহনকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন, মেজর বসু এইরূপ ধরিয়া লইয়া রামমোহন হিন্দুকলেজের আদিকল্পক—এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি "a Brahmin of Calcutta, whom I know..." কথাগুলি সম্বন্ধে পাদটীকায় লিখিয়াছেন :—"This of course refers to Raja Ram Mohun Roy."

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "a Brahmin of Calcutta,"—যাঁহার সহিত হাইড ঈষ্টের পরিচয় ছিল ("whom I know") তিনি যে রামমোহন রায় হইতে পারেন না, তাহা হাইড ঈষ্টের পত্রের নিম্নাংশ পাঠ করিলেই জানা যাইবে ; এই অংশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে রামমোহন রায়ের সহিত তখন পর্য্যন্ত তাঁহার আদৌ পরিচয় বা পত্র-ব্যবহার ছিল না। হাইড ঈষ্ট লিখিতেছেন :—

'I do not know', I observed, 'what Rammohun's religion is'...'not being acquainted or having had any communication with him;...'

হাইড ঈষ্টের পত্রের এই অংশটি মেজর বসু তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করেন নাই, যদিও ইহার ঠিক আগের ও পরের অংশ তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই অংশটির উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়িলে তিনি কখনই রামমোহনকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক বলিয়া ধরিয়া লইতেন না।

এখন জিজ্ঞাস্য, হাইড ঈষ্টের "a Brahmin of Calcutta, whom I know..." তবে কে? এই কথাগুলি হাইড ঈষ্ট যে রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে (হাইকোর্টের পরলোকগত বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ) উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

"...আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীন্তন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈষ্ট মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।"—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ· ৪৭।

প্যারীচাঁদ মিত্রও লিখিয়াছেন :—

"...Buddinath Mookerjee in those days used to visit the big officials. When he paid his respects to Sir Hyde East he was requested to ascertain, whether his countrymen were favourable to the establishment of a College for the education of the Hindu Youth, in English literature and science. He sounded the leading members of the Hindu society, and reported to Sir Hyde East that they were agreeable to the proposal."—*David Hare*, pp. 5-6.

এখন প্রশ্ন হইতে পারে তবে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক কে? হিন্দুকলেজের আদিকল্পক—রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু ডেভিড হেয়ার। এই উক্তির সপক্ষে প্রমাণের অভাব নাই! হেয়ার সাহেবের ছাত্র রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সকলেই ডেভিড হেয়ারকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক বলিয়াছেন।* এখানে কেবলমাত্র একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি যেটির ব্যবহার এ-পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই।

১৮৩০ সনে স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের মর্ম্মর-মূর্ত্তি কলিকাতায় স্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তির নিম্নে লেখা হইয়াছিল যে তিনিই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক। কিন্তু তিনিই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক, না ডেবিড হেয়ার, এই লইয়া সে-সময়ে সংবাদপত্রে তীব্র বাদানুবাদ হয়।† ইহার অল্পদিন পরেই ১৮৩২ সনের জুন মাসে *The Calcutta Christian Observer* নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়।

* "প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্ব প্রথম হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎ সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হয়।"—'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত'—রাজনারায়ণ বসু, পৃ. ২০।

"The first move he [Hare] made was in attending, uninvited, a meeting called by Ram Mohun Roy and his friends for the purpose of establishing a society, calculated to subvert idolatry. Hare submitted that the establishment of an English school would materially serve their cause. They all acquiesced in the strength of Hare's position, but did not carry out his suggestion. Hare therefore waited on Sir Edward Hyde East, the chief justice of the Supreme Court.... *David Hare* by Peary Chand Mittra, p. 5.

† ১৯৩৪ সনের জানুয়ারি সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত "David Hare as a Promoter of Education in India" প্রবন্ধে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল সংবাদপত্রের এই সকল বাদানুবাদের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের ২য় খণ্ডেও (পৃ. ৩০) এই বাদানুবাদের কথা আছে।

ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় "A Sketch of the Origin, Rise, and Progress of the Hindoo College" নামে একটি সুলিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের প্রথম খণ্ড হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

...It is contended, on the one hand, by a Director of the Hindoo College, that on the [1]4th of May, 1816, Sir Edward Hyde East first convened a meeting of Hindoos at his house, for the purpose of subscribing to, and forming an establishment for, the liberal education of their children. It was contended, on the other hand, by one of the teachers of the Hindoo College, the late Mr. Derozio, who, from his intimacy with Mr. Hare and the Native community, as well as from his knowledge of the proceedings of the College, certainly had good grounds for the assertion which he so resolutely maintained, that "previous to the aforesaid meeting being held, *a paper, the author and originator of which was Mr. Hare, and the purport of which was, a proposal for the establishment of a College, was handed to Sir Hyde East by a Native* for his countenance and support." The learned judge having made a few alterations in the plan, did give it his countenance and support by calling the aforesaid meeting. But giving support or sanction to a measure proposed by any one, is not the same thing with originating that measure. Now, if it be the fact, as seems warranted by good authority, that Mr. Hare did first conceive the plan in his mind, and then circulated it, in writing, amongst the Natives, by one of whom it was subsequently submitted to the learned judge, for his approval, the merit of *originating* the Hindoo College must in justice be ascribed to Mr. HARE. (June 1832, p. 17.)

এই অংশটি পাঠ করিয়াও, ডেভিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক সে-সম্বন্ধে কেহ কেহ একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। এই কারণে হিন্দুকলেজ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে *The Christian Observer* লিখিলেন :—

It having been intimated to us, that some doubts still exist as to the accuracy of our account regarding the prime mover of the Hindoo College, or the particular circumstances which led to its formation, we feel a pleasure in meeting those doubts with a confident assurance, supported by the most unquestionable authority, that they are entirely without foundation. We have the evidence of some of the parties concerned, as well as of authentic documents, to substantiate what we have asserted. The following particulars, we therefore communicate, without fear of contradiction.

In 1815, a distinguished Native, not now in India, entertained a few friends at his house; in the course of conversation, a discussion arose as to the best means of improving the moral condition of the natives. It will readily occur to most of our readers, that the distinguished individual alluded to was Rammohun Roy, who, by his superior attainments in knowledge, and familiar intercourse with Europeans, became deeply imbued with a spirit of repugnance to the superstitious notions, and idolatrous practices of his countrymen. He was not only convinced of their errors, but animated with a fervent desire to correct them. For

this end he proposed the establishment of a Brumha Sobha, for the purpose of teaching the doctrines of religion according to the Vedanta system,—a system, strongly deprecating every thing of an idolatrous nature, and professing to inculcate the worship of one supreme, undivided, and eternal God.

Mr. Hare, who was one of the party, not coinciding in the views of Rammohun Roy, suggested as an amendment, *the establishment of a College.* He wisely judged that, the education of native youths in European literature and science would be a far better means of enlightening their understandings, and of preparing their minds for the reception of truth, than such an institution as the Brumha Sobha.

This proposition seemed to give general satisfaction, and Mr. H. himself soon after prepared a paper, containing proposals for the establishment of the College. Baboo Buddinath Mookerjya, the father of the present native Secretary, was deputed to collect subscriptions. The circular was after a time put into the hands of Sir E. H. East, who was very much pleased with the proposal, and after making a few corrections, offered his most cordial aid in the promotion of its objects. He soon after called a meeting at his house, and it was then resolved, "That an establishment be formed for the education of native youth."

Thus it appears, that Sir Hyde East, though he had not the merit of *originating* the College, is nevertheless entitled to great credit, for the very prompt and effective aid which he afforded. By his example, his high station, and extensive influence, especially among the Natives, many doubtless were induced to lend their assistance, who would otherwise have regarded the proposal with indifference.

Besides holding frequent meetings at his house, he, as well as Mr. Hare, contributed largely to the fund, and exerted himself in various ways towards the success of so useful an undertaking. (July, 1832.)

আশা করি ইহার পর ডেবিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক এই সত্য গ্রহণ করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। হয়ত হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে রামমোহনের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল—হয়ত তিনি হেয়ারকে তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে হিন্দুকলেজের আদিকল্পক বলিলে হেয়ারের প্রতি অবিচার করা হয়।

মেজর বসুর মত ঐতিহাসিকের গ্রন্থে কোন মারাত্মক ভুল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়াই এই দীর্ঘ মন্তব্য করিতে হইল; তাঁহার এই মত আরও অনেককে ভ্রান্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান লেখকও তাহাদের মধ্যে এক জন—এ-কথা স্বীকার করিতে তাঁহার সঙ্কোচ নাই (*J.B.O.R.S.*, June 1930.)

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

…কোম্পানিবাহাদুরের এবং তৎসম্পর্কীয় মহাশয়দিগের আনুকূল্যে বালক সকল নানা বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনাদ্বারা মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইবেক ইহা নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল নানা বিদ্যাদ্বারা রাজকীয় ও বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া ধন উপার্জ্জন করণপূর্ব্বক ধর্ম্ম কর্ম্ম করত সুখে কালযাপন করিতে পারিবেক ভরসা ছিল ভাগ্যহেতু ধন উপার্জ্জন করা দূরে গিয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্ত

এবং নাস্তিক হইয়া উঠিল তাহারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা দূরে থাকুক এবং জীবৎ পিতা মাতাকে আহারাদি দেওয়া থাকুক মান্যও করে না কোম্পানি বাহাদুর তাহাতে মনোযোগ করেন না বরঞ্চ বুঝা যায় তাহাতে বাতাস আছে অতএব হিন্দুদিগের ভাগ্য অতি মন্দ বুঝিতেছি কি জানি ইহার পর আর বা কি হয় কেননা এক্ষণে শুনিতেছি কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার মেয়াদ অত্যল্প কাল আছে ইহার পর ইঁহারা আর পাইবেন না'আমরা এখনি প্রায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধরম্ রাখ্২ ডাক ছাড়িতেছি পরে কি হয় তাহা কে জানে এক্ষণে মা গঙ্গা কৃপা না করিলে আর নিস্তার নাই—

আমরা শুনিলাম হিন্দুকালেজের বিষয়ে সংপ্রতি প্রভাকর পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তজ্জন্য কালেজের সেক্রেটরি শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তত্প্রকাশককে যে চিটী লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা এই বোধ হয় যে কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ক্রোধিত হইয়া থাকিবেন যেহেতু সেক্রেটরী তাঁহারদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে এমত পত্র লিখিতে পারেন না এ নিমিত্ত আমরা ঐ অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে কহিতেছি তাঁহারা সম্বাদপত্র প্রকাশকদিগের প্রতি কি কারণ রুষ্ট হন যদি এমত কহেন যে কালেজের অখ্যাতিদ্বারা ক্ষতির ইচ্ছা করেন উত্তর সেই লেখকের অভিপ্রায় বিবেচনা করিতে হইবেক তাহাতে এমত বুঝা যায় না যে কালেজের কিছু হানি হয় অভিপ্রায়ে এই বুঝায় যে দোষ স্পর্শিয়াছে তাহা মোচন হউক বরঞ্চ ইহাতে কালেজের উত্তর২ উন্নতি হইতে পারিবেক এমত অর্থও হইতে পারে যদি বলেন মিথ্যা দোষ প্রকাশ করিয়াছেন উত্তর। সেই সকল উক্ত বিষয় সপ্রমাণ করণার্থ কেন পত্র লিখিলেন না তাহাতে যদি প্রভাকর প্রকাশক অপারক হইতেন পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলে ভাল হইত অপর অন্য প্রমাণ তাঁহারা কি অন্বেষণ করিবেন আমরা শুনিয়াছি ৪৫০। কিম্বা ৪৬০ জন বালক ঐ কালেজে পাঠার্থে আসিত এক্ষণে প্রায় দুইশত বালক কালেজ ত্যাগ করিয়াছে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই সকলি জানিতে পারিবেন পরিত্যাগি দুইশত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের সন্তান অনেক আমরা সে সকল নামের বিশেষ তত্ব করি নাই কিন্তু জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবপ্রভৃতি অনেক প্রধান লোক বালকদিগকে কালেজে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন ইহা অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বিশেষ জ্ঞাত আছেন অতএব তাঁহারা অকারণ গরিব সংবাদপত্র প্রকাশকের উপর ক্রোধ করেন যদি ক্রোধ করা উচিত হয় তবে উক্ত প্রধান লোকেরদিগের প্রতি করিলে ভাল হয় কি না সংবাদপ্রকাশকেরা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যাহাতে দেশের ভাল হয় তাহাই লেখেন মিথ্যা কলঙ্ক করিলে তাঁহারদিগের লভ্য নাই—[সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১]

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯)

হিন্দুকালেজ।—গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় হিন্দুকালেজের বিষয়ে কস্যচিৎ নগরবাসিন ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক ঐ লেখক মহাশয় যাহা

লিখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দুকালেজের চাকর ও শিক্ষক ন্যূন করিলে কালেজ শ্রীভ্রষ্ট হইবেক। এ কথা সত্য বটে গবর্ণমেণ্টের উচিত সর্ব্বসাধারণের বিদ্যা উপার্জনের প্রতি মনোযোগ করেন এ বিধায় করিতেছেন কিন্তু হিন্দুকালেজের প্রতি সংপ্রতি যে বিশেষ কৃপা প্রকাশ পাইতেছে না তাহার কারণ আমরা অনুমান করিয়াছি গবর্ণমেণ্ট শুনিয়াছেন হিন্দুকালেজের কএক জন ছাত্র নাস্তিক হইয়াছে কেহ২ খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে কেহ২ কখন হিন্দু কখন মুসলমান কখন বা খ্রীষ্টীয়ান মতাবলম্বন করে ইহাতেই হিন্দু ভদ্র লোকমাত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন হিন্দুকালেজের দ্বারা যে দেশের উপকার হইবেক তাহা প্রায় কেহ স্বীকার করেন না বরঞ্চ ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা বুঝিয়া অনুপকারক জ্ঞান করিতেছেন এইহেতুক গবর্ণমেণ্ট হিন্দুকালেজের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন না যদি ছাত্র-সকল শিষ্ট শান্তরূপে ভদ্রসন্তানের মত ব্যবহার করেন অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বপুরুষের ব্যবহৃত তাহাই আচরণ করেন এবং তাহাতে কোন সন্দেহ উপস্থিত বা আপত্তি না করেন তবে ভদ্রলোক সকলেই গবর্ণমেণ্টনিকটে প্রার্থনা করিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টও তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন যদিও গবর্ণমেণ্ট নিজহইতে টাকা আর না দেন অর্থাৎ যে তিন হাজার টাকার অকুলাণ হইয়াছে ইহা দিতে অস্বীকৃত হন তথাচ এতদ্দেশীয় প্রধান লোকের দ্বারা ঐ টাকা চাঁদা করিয়াও আদায় করাইতে পারেন কিন্তু এক্ষণে তাহা হইতে পারিবেক না কেননা কতকগুলিন পাষণ্ড ছাত্রদ্বারা যে কলঙ্ক কালেজের হইয়াছে ইহা মোচন না হইলে কেহই কালেজের নামও কর্ণে শুনিবেন না। যদি বল যদি এমতি অখ্যাতি হইয়াছে তবে কি কারণ ভদ্র লোকের সন্তানেরা অদ্যাপি কালেজে পাঠার্থ গমন করিতেছে। উত্তর অনেকেই কালেজ ত্যাগ করিয়াছে যাহারা আছে তাহারদিগের পিতা মাতা অত্যন্ত দমনে রাখিয়াছেন কোনপ্রকারে কিছুই করিতে পারে না কেহ২ আপন সন্তান-দিগকে ঘরে সংস্কৃতাভ্যাস করাইতেছেন ইত্যাদি প্রকারে স্ব২ সাবধান থাকেন যদি ইঙ্গরেজী পড়াইবার আর এক উত্তম স্থান থাকিত তবে হিন্দু কালেজে সন্তান পাঠাইতে প্রায় অনেকে সম্মত হইতেন না। পরন্তু যে সকল মহাশয়েরা কালেজ স্থাপনার্থ অর্থ সামর্থ্যাদিদ্বারা বিশেষ যত্ন করিয়াছেন তাঁহারদিগের চেষ্টা হিন্দুকালেজ যাহাতে বজায় থাকে তাহা করেন কেননা বাঙ্গালির ইঙ্গরেজী শিক্ষিবার এমত উত্তম স্থান আর নাই অতএব আপন২ সন্তান উঠাইয়া লইলেই কালেজ ছিন্নভিন্ন হয় এ নিমিত্ত রাখিয়াছেন ইতি। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম।)

(১২ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪০)

হিন্দুকালেজ।—...কালেজের ছাত্রেরদের বিদ্যাভ্যাসবিষয়ক পারিপাট্য করাতে পরম তুষ্টি হয় যেহেতুক আমার বুদ্ধ্যনুসারে মাথিমাটিক্স অর্থাৎ ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা ও ইতিহাস এবং অন্যান্য বিদ্যাতে অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা তাহারদের অধিক নৈপুণ্য এবং ঐ ছাত্রেরদের অধিক জ্ঞান প্রাপণের সম্ভাবনা বটে যেহেতুক লা ও পেলিটিকাল ইকানোমিনামক বিদ্যাশিক্ষকের পদে সুপ্রিম কোর্টের এক কৌন্সেলী সাহেব শ্রীযুত সর জন পিটর গ্রাণ্ট গবর্ণমেণ্টকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ছাত্রেরদের শিক্ষার্থ উক্ত সাহেবের উদ্যোগদ্বারা বোধ হয় যে তাঁহারা অল্পকালের মধ্যে লা অথবা

ন্যায় ও ধর্ম্মবিষয়ক বিদ্যায় পারগ হইবেন। অপর ক্ষেত্রমাপবিষয়ক কর্ম্মোপযোগি জ্ঞান ছাত্রের-দিগকে দেওনার্থ শ্রীযুত রো সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব কালেজের ছাত্রগণ যদি সুস্থিররূপে বিদ্যাভ্যাস করে তবে সর্ব্বপ্রকারেই সম্ভবে যে সকলের নিকট বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরদের নিকটে তাঁহারা মান প্রাপ্ত হইবেন।...কস্যচিৎ হিন্দোঃ। কলিকাতা ১৮৩৩। ৯ অক্তোবর।

(১৯ মার্চ ১৮৩৪। ৭ চৈত্র ১২৪০)

সংপ্রতি টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের যে পরীক্ষা হইয়াছিল...এইক্ষণেও তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ লিখন অনুপযুক্ত হয় না।

অপর এতদ্দেশীয় তিন বা চারিশত যুবজন ইঙ্গরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যাতে যেপর্য্যন্ত নৈপুণ্য হইয়াছেন তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তারদের সম্মুখে এবং কলিকাতাস্থ তাবদ্ধনি মহাশয়েরদের সমক্ষে দর্শিতার্থ যে একত্র হন এ অতিসুচারুদর্শনীয় বটে। তদ্দর্শনেতে মনের অত্যন্তোল্লাস হয় এবং সুতরাং এতদ্রূপ বিবেচনা হয় যে এই বিদ্যাধ্যায়ি প্রতিযোগি ছাত্রেরা উত্তর-কালে সরকারীকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনারদের প্রাপ্ত বিদ্যার দ্বারা স্বদেশীয় লোকেরদের নানা মহোপকার চেষ্টা করিতে পারিবেন। এবং যে ছাত্রেরা এতদ্রূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের চক্ষুঃসন্নিকর্ষে ও তাঁহারদের বিশেষ প্রতিপোষকতার দ্বারা প্রাপ্তবিদ্য হইয়াছেন ইহাতে সুতরাং বিবেচনা হয় যে সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল আদালত রেবিনিউসম্পর্কীয় কর্ম্ম মুক্ত হইয়াছে তাহার প্রকৃতাধিকারী তাঁহারাই। কিন্তু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যে নিয়মানুসারে কার্য্য চালাইতেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে ঐ হিতাভিলাষ একেবারে শূন্য হয়। যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাতে অতিনৈপুণ্য এবং ব্যবস্থা ও অন্যান্য নানা বিদ্যাতে অত্যন্ত পারগ হওয়াও সরকারীকার্য্যে নিযুক্তহওনের যোগ্যতার কারণ নহে। এবং এই যুবগণ যদ্যপি ইউরোপীয় বিদ্যাভ্যাসজাত মানসিক ভাব ও ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা একপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া তিন চারি বৎসরপর্য্যন্ত পারস্য ভাষাভ্যাসে মনোযোগ না করেন তবে ইঙ্গলণ্ডীয় সাম্রাজ্যের অতিনীচ কর্ম্মও পাইতে পারিবেন না। ইউরোপীয় অতি গাঢ় বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে যে ছাত্রগণ এইক্ষণে রত আছেন তাঁহারদের অপেক্ষা যে অতিমূর্খ ব্যক্তি গোলেস্তাঁর দুই এক বয়াৎ আবৃত্তি করিতে পারেন বরং তাঁহাকেই এই মহারাজ্যের রাজশাসনকার্য্য চালায়নের উপযুক্ত বোধ করা যাইবে এবং যে যুবজন সরকারী উচ্চতম কার্য্য নির্ব্বাহক্ষমহওনের প্রত্যাশায় কালেজের অত্যুৎসাহজনক বিদ্যাতে মনোভিনিবেশ করিতেছেন তাঁহার এক জন বিজ্ঞ মোল্লার সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঐ মোল্লা সাহেব স্বীয় গুণাকর দাড়ি ঘুরাইয়া কহেন যে তুমি লাকো [Locke] ও বেকেনের গ্রন্থে মিথ্যা কালক্ষেপণ করিতেছ তাহাঅপেক্ষা বরং আলেপ বে পড়িলে ভাল হয় এবং এমনও হইতে পারে যে ঐ নিঃস্ব ছাত্র পাঠাভ্যাসের প্রকৃত সময় উক্ত বিদ্যাভ্যাসে ক্ষেপণ করিলে পরে দেখিবেন যে মোল্লা সাহেবের কথাই প্রমাণ হইল এবং তাঁহার নিতান্তই উপজীবিকার উপায়হীন হইতে হইল।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে উত্তম২ বিদ্যাধ্যয়নার্থ বালকেরদিগকে এমত মহাপ্রবোধ দেন এবং

পরে তাঁহারদিগকে অনাহারী করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং যে আশা কখনই সফলা করিবেন না সেই আশা ভরসা দিয়া তুলিয়া আছাড় মারাতে কি তাঁহারদের গৌরবের হানি নাই। এমত কর্ম্মকরণাপেক্ষা বরং যেপর্য্যন্ত পারস্য ভাষার প্রাদুর্ভাব থাকা কি যাওয়ার বিষয় গবর্ণমেণ্ট কিছু স্থির না করেন সেপর্য্যন্ত কালেজের দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিলেই সোজাসুজি হয় বরং ছাত্রেরদিগকে ইহা কহা উচিত যে আমরা যে সকল বিদ্যা অতিশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি সেই বিদ্যার প্রচুর পারিতোষিক ফল প্রদান করা যেপর্য্যন্ত স্থির না হইবে সেইপর্য্যন্ত তদ্বিদ্যাভ্যাসার্থ তোমারদিগকে প্ররোচনা করা যথার্থ বোধ হয় না। কেহ এমত না বুঝেন যে কেবল লাভের নিমিত্তই বিদ্যাভ্যাস করিতে হয় এমত আমারদের অভিপ্রায় তথাপি আমরা সুজ্ঞাত আছি যে অধিকাংশ ছাত্রেরা ধনহীন এবং পরিজনের ভরণ পোষণাদির নির্ভর কেবল তাঁহারদের উপরেই আছে অতএব ঐ বালকেরদের বিদ্যার দ্বারা জীবনোপায়ের ভরসাতেই পিত্রাদি বান্ধবেরা কালেজে বিদ্যাভ্যাসার্থ অর্পণ করিতেছেন। যদি জিজ্ঞাসা কর তবে কর্ত্তব্যই কি। কি পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী সংস্থাপনের দ্বারা বর্ত্তমান তাবৎ রীতি উত্থাপন করা এবং সরকারী তাবৎ কার্য্য একেবারে গোলমালের মধ্যে নিক্ষেপ করাই কি উচিত এমত কদাচ আমারদের অভিপ্রায় নহে আমরা এইমাত্র প্রার্থনা করি যে ভারতবর্ষীয় কর্ত্তারা সর্ব্বত্র এমত ঘোষণা করেন যে এতদ্দেশীয় প্রচুর ব্যক্তি যখন ইঙ্গরেজী ভাষায় সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ ক্ষম হইবেন তখন পারস্য ভাষা রহিত করিতে আমরা স্থির করিয়াছি এতদ্রূপ বিজ্ঞাপন করাতে গবর্ণমেণ্ট এমত কোন প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ থাকিবেন না যে উত্তরকালে ঐ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কোন অনিষ্ট ঘটে যেহেতুক পারস্যের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী সংস্থাপনকরণের যে সময় উপযুক্ত তাহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার অধীনই থাকিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় আশু ব্যক্ত হইলে এই উপকার দর্শিবে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা অতি সাহসপূর্ব্বকই স্ব২ বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী পাঠশালায় প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং আরো কহিতে পারি যে গবর্ণমেণ্টের যদ্যপি সরকারী দপ্তরে ইঙ্গরেজী ভাষার দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে মানস না থাকে তবে যথাসাধ্য এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষার্থ যে প্রবোধ দিতেছেন সে অনুচিত। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট যদি উক্তমত প্রতিজ্ঞা করেন এবং উত্তরকালে যে নানা জিলা কলিকাতারাজধানীর অধীনে থাকিবে যদি কেবল সেই২ জিলার মধ্যে এমত ঘোষণা করেন তবে দেশের মধ্যে শত২ ইঙ্গরেজী বিদ্যামন্দির তৎক্ষণাৎ দেদীপ্যমান হইবে।

আমারদের কেবল আর এক প্রস্তাবোপযুক্ত স্থান আছে সে এই যেপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট এমত বিজ্ঞাপন না করিবেন সেপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ যত উদ্যোগ করুন না কেন সকলই বিফল হইবে। পার্লিমেণ্ট যে টাকা বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন তদধিক পাঁচ গুণ ব্যয় করিলেও মিথ্যা হইবে। কলিকাতার বাহিরে যে২ স্থানে ইঙ্গরেজী শিক্ষয়ণার্থ গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগ করিয়াছেন সে সকল স্থলেই একপ্রকারে বৈফল্য দেখা যাইতেছে। আগ্রাতে ইঙ্গরেজী ভাষাশিক্ষার্থ যত ছাত্র নিযুক্ত তদপেক্ষা দ্বিগুণ ছাত্রেরা পারস্যাভ্যাস করিতেছে।

আলাহাবাদের বিদ্যালয় দিন২ অতিক্ষীণ হইতেছে যেহেতুক সেইস্থানে এমত কথিত হইতেছে যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে কিছু মাত্র লাভ নাই সম্ভ্রম ও উপায়ের বিদ্যাই পারস্য। বরিশাল ও ঢাকা ও রঙ্গপুরপ্রভৃতি যে২ স্থানে চাঁদার দ্বারা ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে সর্ব্বত্রই উক্তরূপ অনর্থক হইতেছে।

মেডিক্যাল কলেজ

(১৯ মার্চ ১৮৩৬ । ৮ চৈত্র ১২৪২)

নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়।—এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিমিত্ত গত বৃহস্পতিবারে নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহাতে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব যথোচিত বক্তৃতা করিলেন। ঐ শিক্ষালয়ে শ্রীলশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ও শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও বহুতর বিশিষ্ট বরিষ্ঠ ব্যক্তি এবং চিকিৎসালয়ের সহকারি এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—চিকিৎসা শিক্ষালয়ের সুশিক্ষিত ছাত্রেরদিগকে শ্রীযুত সর এড্বার্ড রয়ন সাহেব গত শনিবারে উপাধি প্রধান করিলেন এবং তথায় শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব ও কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত এবং এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। কৃতবিদ্য ছাত্রেরদের নাম এই বিশেষতঃ শ্রীযুত উমাচরণ সেট শ্রীযুত দ্বারকানাথ গুপ্ত শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দে শ্রীযুত নবীনচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুত শ্যামাচরণ দত্ত। ইহাঁরা তিন বৎসরপর্য্যন্ত চিকিৎসা অভ্যাস করিয়া বিলক্ষণ সাবধানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মোপযুক্ত রূপে বিখ্যাত হইলেন অতএব শ্রীযুত সর এড্বার্ড রয়ন সাহেব শিক্ষালয়ের তাবৎ ছাত্রেরদের সমক্ষে তাঁহারদিগকে উপাধি প্রদান করিলেন। কলিকাতার মধ্যে যে সকল ব্যাপার হইয়াছে তন্মধ্যে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা এই ব্যাপার অতি সন্তোষজনক হইয়াছিল। অতএব ঐ শিক্ষালয়ের দ্বারা শ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের যে মহোপকার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকটে এতদ্দেশীয় ভাবল্লোকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়।

(১৬ মার্চ ১৮৩৯ । ৪ চৈত্র ১২৪৫)

আমরা শুনিলাম লার্ড অকলণ্ড সাহেব মিডিকেল কালেজের প্রধান ছাত্রেরা অতি পরিশ্রম দ্বারা যে সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহা প্রকাশ করিবার কারণ যে ৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়া কালেজ বহির্গত হইয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রীযুত বাবু উমাচরণ সেটকে এক

স্বর্ণ নির্ম্মিত ঘড়ী পারিতোষিক দিয়াছেন এই বিষয় মেডিকেল কালেজের ছাত্রেরদের প্রতি ও ঐ কালেজের সকলের প্রতি বড় সুখদায়ক আর ইহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে লার্ড সাহেব ঐ কালেজের বড় হিতকারী আর ছাত্রেরা এমন জ্ঞান করিতেছেন পরে আমরা উচ্চ পদস্থ হইব। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়।—কলিকাতা কুরিয়র পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত প্রস্তাব করা গিয়াছে যে কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়ের ছাত্রেরদিগকে যে বেতন এইক্ষণে দেওয়া যাইতেছে তাহা ক্রমে২ শূন্য হইয়া পরিশেষে লোপ করা যায় তাহার কারণ এই যে ঐ চিকিৎসালয় এইক্ষণে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে সরকারী বেতন দান রহিত হইলেও ছাত্রেরদের উপস্থিত হওনের ন্যূনতা হইবে না এমত বোধ হইয়াছে। কিন্তু আমারদের বোধ হয় যে এমত সময়ে ঐ বর্ত্তন লোপ করণ অতি অপরামর্শ হয়। ঐ কালেজে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছে বটে এবং উত্তমরূপে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাজন্য যে মহোপকার তাহাও তাঁহারা অনুভব করিতেছেন তথাপি আমারদের ইচ্ছা যে ঐ বিদ্যালয় দেশের মধ্যে আরো কিঞ্চিৎ মূলবদ্ধ না হইলে তদীয় নিয়মের উপর হস্ত ক্ষেপণ করা উচিত হয় না অতএব এই বিষয়ে চূড়ান্ত আজ্ঞা দেওনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার বিবেচনা করিবেন এমত আমারদের ভরসা হয়।

(২ নভেম্বর ১৮৩৯। ১৭ কার্ত্তিক ১২৪৬)

চিকিৎসা শিক্ষালয়।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে এতদ্দেশীয় ভাষায় ইঙ্গরেজী-মতে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে চিকিৎসা শিক্ষার্থ আগামি মাসের প্রথমে কলিকাতাস্থ চিকিৎসা শিক্ষালয়ের সমীপে উপরি এক চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপিত হইবে। ঐ শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা পদে চিকিৎসা শিক্ষালয়ের প্রধান ছাত্র শ্রীযুত শিবচন্দ্র কর্ম্মকার নিযুক্ত হইবেন। এই ব্যক্তি শ্রীযুত ডাক্তর ওসাগ্‌নেসি সাহেবের অবর্ত্তমানে কিমিয়া বিদ্যাতে ছাত্রেরদিগকে ইঙ্গরেজী ভাষায় শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কলিকাতার স্কুল

(১১ জুলাই ১৮৩৫। ২৮ আষাঢ় ১২৪২)

বিজ্ঞাপন।—সকল লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সি লোপেস সাহেব অদ্যাবধি আমার শোভাবাজারের নম্বর ১৬৮ রুডিমেণ্টল একাডমিনামক বিদ্যালয়ের অংশিদার হইলেন।

কস্যচিৎ শ্রীকালাচাঁদ দত্তস্য

শ্রীকালাচাঁদ দত্ত এই সাবকাশে এতদ্দেশীয় মহাশয়সমূহের বিশেষতঃ যাঁহারা. তাঁহাকে এ বিষয়ে পূর্ব্বে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে তাঁহার যথোচিত প্রণাম ও নমস্কারপুরঃসর নিবেদন এই যে তাঁহার আপন শারীরিক নিরন্তর শ্রমের দ্বারা ও কথিত সাহেবের পারগ আশ্রয় দ্বারা তিনি অবিলম্বে জনসমূহের সাহায্য পাত্র হইবেন। এবং তাঁহার শ্রম ও সাহেবের আশ্রয়ে যদ্যপি বালকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগ থাকে তবে অতিত্বরায় ব্যুৎপত্তিহওনের সম্ভাবনা সুতরাং তাহারদিগের পিতা কিম্বা অভিভাবকেরদিগের আনন্দজনক হইবেক।

এই বিদ্যালয়ে কোন্২ বিদ্যা শিক্ষা করা যাইবেক এবং তাহার ব্যয়ই বা কি হইবেক তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি।

সাধারণ ইতিহাস, ব্যাকরণ, সামান্য অঙ্ক ও লীলাবতীকর্তৃক অঙ্কবিদ্যার কবিতা ভূগোল ও খগোল ইত্যাদি।

ছাত্রদিগের ভাষান্তরকরণ, বক্তৃতা ও অঙ্কবিদ্যা বিশেষরূপে শিক্ষা করাণ যাইবেক।

যে২ বালক কিছু পাঠ করিয়াছে তাহারদিগের স্থানে যুগল তঙ্কার হিসাবে মাসে বেতন দিতে হইবে এবং যাহারা আরম্ভ করিবে এক তঙ্কামাত্র। ইহাভিন্ন যদি কেহ অন্য কোন ভাষা কিম্বা খাতা পত্র শিক্ষিতে বাঞ্ছা করে তবে এক তঙ্কার হিসাবে দুই তঙ্কা অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবেক।

১ জুলাই ১৮৩৫ সাল। কস্যচিৎ শ্রীকালাচাঁদ দত্তস্য।

(৩১ অক্টোবর ১৮৩৫। ১৫ কার্ত্তিক ১২৪২)

আমরা অবগত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে স্কটলণ্ডদেশীয় মণ্ডলীর জেনরল আসেম্‌লি. এই স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ স্কুল ও মিসনের নিমিত্ত উপযুক্ত এক বাটী প্রস্তুতকরণার্থ ৫০০০০ হাজার টাকা ব্যয় করা যায়। বোধ করি যে ভারতবর্ষস্থ নানা পাঠশালাপেক্ষা ঐ বিদ্যালয় বহুতর লোককর্তৃক সহকারিতা প্রাপণের উপযুক্ত। অতএব ভরসা করি যে জেনরল আসেম্‌লি উক্ত মহাব্যাপার সম্পাদনার্থ যে টাকা খরচ করেন তাহা বৃদ্ধিকরণার্থ এতদ্দেশস্থ মহাশয়েরাও বদান্যতাপূর্ব্বক অনেক অর্থ প্রদান করিবেন। আমারদের সহযোগি কলিকাতাস্থ প্রিয় সাহেবেরা উক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ পাইতেছেন।

(৭ নভেম্বর ১৮৩৫। ২২ কার্ত্তিক ১২৪২)

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।—ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রে লেখে যে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর হিন্দু ফ্রি স্কুল সুপ্রতিপালনার্থ অপূর্ব্ব দানশৌণ্ডতা প্রকাশকরত সম্পূর্ণ পঞ্চ মুদ্রা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়া স্বদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসের উন্নতিবিষয়ে স্বীয় অসীম বাঞ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(৮ এপ্রিল ১৮৩৭। ২৭ চৈত্র ১২৪৩)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে বলিতেছি হিন্দু ফ্রিস্কুলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা যাহা টাকার অভাবে গত দুই বৎসর হয় নাই ঐ পরীক্ষা অদ্য দশ ঘণ্টাসময়ে হিন্দু-কালেজের হালেতে হইবে অতএব আমরা প্রার্থনা করি এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যা-শিক্ষাবিষয়ে যাঁহারদিগের অনুরাগ আছে তাঁহারা ঐ কালীন উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দর্শন করেন তাঁহারদিগের আগমনেতে দৃষ্টি সৌষ্ঠব আছে এবং শিক্ষক ছাত্রসকলেই বিদ্যা দান গ্রহণ বিষয়ে উৎসুক হইবেন বিশেষতঃ হিন্দু ফ্রিস্কুলেতে কি উপকার হইতেছে তাহা সাধারণের গোচর হইলে ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয়বিষয়ে অধিক সাহায্য হইতে পারিবে।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জানেন প্রথমত হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বেতনদানে অক্ষম লোকেরদের ন্যূনাধিক দুই শত বালক ঐ স্থানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বিদ্যালয়ের খরচ এপর্য্যন্ত প্রজার দানেতেই চলিয়াছে কিন্তু শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন মিত্র যিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেতে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন তাঁহার হস্তে এইক্ষণে টাকা অধিক নাই অতএব আমরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় লোকেরদের শিক্ষার্থ এডুকেসন কমিটির হস্তে যে টাকা ন্যস্ত আছে প্রতিমাসে তাহার কিঞ্চিদংশ দিয়া এই বিদ্যালয় রক্ষা করিবেন এতদ্বিষয়ে এডুকেসন কমিটির নিকট প্রার্থনা করণেতে আমার-দিগের লজ্জা বোধ হয় কিন্তু হিন্দু ফ্রিস্কুলের সাহায্যকরণ যাঁহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য তাঁহারদিগের মনোযোগাভাবে অগত্যা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

হিন্দু ফ্রি স্কুল।—গত শনিবারে টৌনহালে হিন্দু ফ্রি স্কুলস্থ ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইল। তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ছিলেন। এই বিদ্যালয় ১৮৩৪ সালে শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র বসাক স্থাপন করেন। এইক্ষণে তৎকার্য্য শ্রীযুত চন্দ্রমোহন বসাকের দ্বারা সম্পাদন হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ১৩০ জন বালক ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয় পক্ষে অতিপ্রশংসনীয় হইয়াছে।

(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

অরিএন্টল সিমিনেরির পরীক্ষা।—গত শুক্রবারে বধূবাজারে বেণেবোলেণ্ট ইনষ্টিটীউসনে ওরিএন্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছিল কিন্তু খেদের বিষয় এই যে তৎকালীন আমরা ঐ স্থানে বহুক্ষণ থাকিতে পারিলাম না কুরিয়র সম্পাদক লেখেন ছাত্রবর্গ

পরীক্ষা দিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছেন ভূগোল বৃত্তান্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ উত্তর করিয়াছেন তাহাতে আপনারা যে শিক্ষিত পাঠ বুঝিয়া বিস্মৃত হন নাই তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন ঐ বালকেরা যে পঠিত বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারদিগের পাঠেতেই সে বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে ঐ সম্পাদক বলেন ইঙ্গরেজী গদ্য পদ্যের বিরাম স্থান ও দীর্ঘোচ্চারণ স্থানে যে প্রকার ধারা মত পাঠ করিয়াছেন তাঁহাতে অনেক ইঙ্গরেজ অপেক্ষাও ভাল জ্ঞান হইয়াছে আর উচ্চারণেতেও বিলাতীয় ছাত্রেরদের প্রায় তুল্য বটেন ঐ বিদ্যালয় প্রায় আট বৎসর হইল প্রথমত শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্য স্থাপিত করেন এইক্ষণে ঐ বাবু ও শ্রীযুত টরমুল সাহেব দুই জনের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া চলিতেছে ওরিএন্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ন্যূনাধিক ২৫০ বালক শিক্ষা করেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই কলিকাতাস্থ ভাগ্যধর লোকের সন্তান ঐ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার আদিপুস্তক-অবধি ইতিহাস অঙ্ক বিদ্যা পদার্থবিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা আয় ব্যয় বিদ্যা ইঙ্গরেজী রচনা এইসকল শিক্ষা হয় এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা টাকা দিয়া শিক্ষা করেন ইহাতেও তথায় শিক্ষা করণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনুরাগ আছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২৩ জুন ১৮৩৮। ১০ আষাঢ় ১২৪৫)

হিন্দু চেরিটেবেল ইনষ্টিটিউসন।

টৌনহাল।

১৪ জুন। ১৮৩৮।

শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতি হইলেন।

এই স্কুলের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা পূর্ব্বাহ্নে ১০ ঘণ্টার সময় আরম্ভ হয় তদুপলক্ষে অত্যল্প লোক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

এই পাঠশালা অষ্ট সম্প্রদায় যুক্ত যথায় বিবিধ আলোচনীয় পুস্তক প্রত্যহ পাঠ হইতেছে এবঞ্চ ইহা প্রাতঃকালিক পাঠাগাররূপে স্থাপিত।··· ···

কতিপয় ছাত্র সেকসপিয়র রচিত গ্রন্থধৃত নাট্যক্রীড়া সম্পাদনে শ্রীযুত রাজা বাহাদুর দর্শক মহোদয় এবং সমাগত মহাশয় চয় আহ্লাদিত হইলেন।··· ···

শ্রীযুত ডি হ্যের সাহেব গাত্রোত্থান পুরঃসর পাঠশালার শিক্ষকদিগকে শিষ্টাচার আচার অন্তর বালক নিবহেরা তাঁহারদিগের বেতন অভাবে যে এতদ্রূপ শিক্ষা দানে প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দাতিশয় উপলক্ষে আর কাপ্তান পামর সাহেব যাহা স্কুলের স্রষ্টা শ্রীযুত বাবু গোপাললাল মিত্রজকে লিখিয়াছেন তন্মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে অধিকতর বিশ্বাস করিয়া স্তুতিবাদ করিলেন ইহাতেও করধ্বনি হইল।

পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ কার্য্য হ্যের সাহেব দ্বারা নিষ্পন্ন হইল। এবং বেলা প্রায় ১২ ঘণ্টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

হুগলী কলেজ

(২৩ জুলাই ১৮৩৬। ৯ শ্রাবণ ১২৪৩)

হুগলির নূতন পাঠশালা।—কলিকাতার সম্বাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হুগলির নূতন বিদ্যালয়ে ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় শিক্ষকেরা নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব আগামি আগস্ত মাসের ১ তারিখে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে। বিদ্যার্থি ছাত্রেরা ঐ পাঠশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুত ডাক্তর উয়াইস সাহেবের নিকটে জ্ঞাপন করিলেই ইষ্ট সিদ্ধ হইবে।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১ ফাল্গুন ১২৪৩)

হুগলির কালেজ।—পাবলিক ইনষ্ট্রকসন কমিটি অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার্থ সমাজ-হইতে শ্রীযুত সর এড্বার্ড রয়ন শ্রীযুত সর বেঞ্জীমেন মালকিন শ্রীযুত সিক্সপিয়র শ্রীযুত ত্রিবিলয়ন এবং শ্রীযুত সদরলণ্ড সাহেব এই মহাশয়েরা শ্রীযুত হেয়র সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত কাপ্তান জনসন সাহেবপ্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া গত শনিবার হুগলির বিদ্যামন্দির দর্শনার্থ এবং তত্রস্থ ছাত্রেরদিগকে পারিতোষিক বণ্টনপূর্ব্বক প্রদানার্থ বাষ্পীয় জাহাজারোহণে তথায় গমন করিয়াছিলেন। পারিতোষিক বণ্টন সমাপনানন্তর তাঁহারা হুগলিতে গমন করত কিঞ্চিৎ কালপর্য্যন্ত ইমাম বাটী এবং তত্রস্থ কারাগারের নিকট দক্ষিণাংশে ঐ বাটীর যে ভূমি আছে তাহা দেখিলেন। ঐ ভূমিতে অত্যুত্তম এক বিদ্যালয় গ্রন্থনার্থ প্রস্তাবিত হইয়াছে এইক্ষণে তাহা নিশ্চিত হয় নাই। এক সময়ে এমত আন্দোলন হইয়াছিল যে শ্রীযুত জেনরল পেরেন সাহেবের যে বাটী এইক্ষণে মাসিক ১৪০ টাকাতে ভাড়া দেওয়া গিয়াছে সেই বাটী ক্রয় করা যায় কিন্তু ঐ বাটীর কর্ত্তা মনে করিলেন যে উক্ত কমিটি এমত আর অন্য কোন বাটী পাইতে পারিবেন না। অতএব পূর্ব্বে ঐ বাটী বিক্রয়ার্থ যে মূল্যে সম্মত ছিলেন এইক্ষণে তাহার দ্বিগুণ চাহিয়াছেন।

(২ মার্চ ১৮৩৯। ২০ ফাল্গুন ১২৪৫)

হুগলির কালেজ।—গত শনিবার সকালে সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির কোন২ সাহেব লোকেরা হুগলি ও চুঁচ্ড়ার বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরদের পরীক্ষা লওনার্থ বাষ্পীয় জাহাজারোহণে তথায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত সাহেবলোকেরদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সর এড্বার্ড রায়ন সাহেব ও কৌন্সলের অন্তঃপাতি শ্রীযুত বর্ড সাহেব এবং ব্যবস্থাপক কমিশ্যনর শ্রীযুত কামরাণ সাহেব ও সদর বোর্ডের শ্রীযুত সি ডবলিউ স্মিথ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত জে সি সদর্লণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুক্ত নওয়াব তহবর জঙ্গ বাহাদুর ও সেক্রেটরী শ্রীযুত ওয়াইজ সাহেব ইঁহারদের সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত হেলিডে সাহেব ও অন্য কতিপয় সাহেবেরা

গমন করিয়াছিলেন। এবং তৎসময়ে হুগলি ও ঐ অঞ্চলস্থ যে সাহেবেরা সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহারা এই২। জজ শ্রীযুত বার্লো সাহেব ও কালেজের তত্ত্বাবধারক অথচ জিলার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত সামুয়েল্‌স্‌ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর এজডেল সাহেব ও চন্দন নগরস্থ শ্রীযুক্ত সেন পরসেন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অন্যান্য কএক জন এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা। ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা এবং এতদ্দেশীয় দিদৃক্ষু মহাশয়েরা চুঁচুড়ার শ্রীযুত জেনরল পেরো সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইয়া এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষায় নানা ছাত্রেরদের পরীক্ষা গ্রহণোত্তর পুস্তকালয়ে গমন করিলেন ঐ স্থানে পারিতোষিক পুস্তকসকল প্রস্তুত ছিল। পরে অধস্থ সম্প্রদায়ের কতিপয় ছাত্রেরদিগকে ডাকিয়া তাহারদের আবৃত্তি শ্রবণ করত সাহেবেরা পরম সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব শ্রীযুত আওলাদ হোসেন ও শ্রীযুত আকবর শাহের সম্প্রদায়ের প্রধান কএক ছাত্রেরদের জাবনিক শরা গ্রন্থের পরীক্ষা লইলেন এবং তাহারদের উত্তরে আপনার অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের মধ্যে মুদ্রা পুরস্কার বিতরণ করা গেল। অনন্তর ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যা শিক্ষিত ছাত্রেরদের অতিমনোযোগ পূর্ব্বক দেড়ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যা ও পুরাবৃত্ত বিবরণ ও গণিত শাস্ত্রপ্রভৃতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পরে শ্রীযুত সর এড্বার্ড রায়ন সাহেব কহিলেন যে আমি ও অন্যান্য উপস্থিত সাহেবেরা এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্যাতে ছাত্রেরা যে রূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাঁহারা যে রূপ সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাহাতে বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরদের অনেক প্রশংসা হয় ইত্যাদি ব্যাপার সমাপনের পর শ্রীযুক্ত সাহেবেরা ঐ বিদ্যালয়হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

পুস্তকালয়স্থ মেজের উপরে ছাত্রেরা দেশীয় নকশা ও অন্যান্য কএক প্রকার নকশা দর্শাইলেন। বিশেষত দেশীয় নকশার মধ্যে কোন২টা অত্যুত্তম রূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতি শ্রীযুত রামরত্ন সথার কৃত নকশা অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল তন্নিমিত্ত তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইল। [হরকরা]

মফস্বলের স্কুল

(৯ জুলাই ১৮৩৬। ২৭ আষাঢ় ১২৪৩)

হুগলির পাঠশালা।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত ২ তারিখের দর্পণ পাঠ করিয়া এই বিষয় আশ্চর্য্য বোধ হইল যে জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয় হুগলিতে বহুকালাবধি শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেবকর্ত্তৃক যে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ইহা জ্ঞাত নহেন•••।

ঐ পাঠশালার কার্য্য গত ৫ আপ্রিল তারিখে আরম্ভ হয় তৎসময়ে কেবল ৫ জন ছাত্র ছিল এইক্ষণে ২৩ জনপর্য্যন্ত হইয়াছে এবং বোধ করি যদি তাহাতে টাকা না দিতে হইত ও

স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে টাকা না পাওনের শঙ্কা না থাকিত তবে আরো অধিক বালক আসিত। অদ্যপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা কিপর্য্যন্ত উৎসাহ হীন তাহা আপনি অবগত আছেন অতএব এইস্থানে দুইটা অবৈতনিক পাঠশালা থাকিতে যে তাঁহারা বেতন দিতে ইচ্ছুক হইবেন না ইহা সুতরাংই বোধ হইবে।

কিন্তু এক বিশেষ কারণে ঐ সকল লোক এই পাঠশালাতে পুত্রাদিকে বিদ্যাধ্যয়নার্থ বিমুখ হইয়াছেন সেই কারণ এই যে এই পাঠশালাতে কেবল এতদ্দেশীয় শিক্ষক শিক্ষা দেন। আপনি অবগত আছেন যে অস্মদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বর্ণ ও জাতীয় ও পোশাক পরিচ্ছদাদি দেখিয়া নৈপুণ্য ও ক্ষমতা নির্ণয় করেন কিন্তু বিদ্যা দেখিয়া নহে অতএব সাধারণ্যে কহি যদি ইউরোপীয় বা ইষ্টইণ্ডিয়া ব্যক্তি কিঞ্চিৎ জানেন এমত কোন শিক্ষক থাকিতেন তবে তাঁহাকেই মহাবিজ্ঞ জ্ঞান করিয়া বালকেরদিগকে শিক্ষার্থ পাঠাইতেন কিন্তু বাঙ্গালি যদিও অতিনিপুণ বিজ্ঞ কৃতকর্ম্মা থাকেন তথাপি তাঁহাকে হেয় বোধ করেন।

হে সম্পাদক মহাশয় এ অতিমন্দ বিবেচনা অতএব যদ্যপি আপনি এতদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ না করেন তবে এই ভ্রমাত্মক বিবেচনা বহুকালাবধিই চলিবে এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরদের মান হানি হইবে কেবল নহে এতদ্দেশীয় অনেক পাঠশালার মঙ্গল হানিও হইতে পারে। আপনি মনে করিলে পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতে পারেন যে এইক্ষণে হিন্দুকালেজেও পাঁচ ছয় জন এতদ্দেশীয় শিক্ষক আছেন এবং পটল ডাঙ্গাতে হের সাহেবের পাঠশালাতেও বুঝি কেবল এতদ্দেশীয় শিক্ষকের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে এবং এইস্থানে ইহাও মন্তব্য যে ঐ পটল ডাঙ্গার পাঠশালার এক জন শিক্ষকের কএক মাস হইল ছোট নাগপুরের কৃষাণপুর স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষকতা নিমিত্ত একাধিপত্য ছিল এবং তিনি এতদ্রূপ কার্য্য সম্পাদন করেন যে তথাকার রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার প্রতি অতিসন্তুষ্ট ছিলেন।

কিন্তু প্রকৃতবিষয় লিখি যে কলিকাতার জেনরল আসেম্লি অর্থাৎ পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালাধ্যক্ষেরা যেমন নিয়মানুসারে ছাত্রেরদিগকে শিক্ষা দেন তদনুসারে এই পাঠশালাতে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে অর্থাৎ তাবৎ বিদ্যা জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক শিক্ষাণ যায় এবং যে দুই জন সাহেব এই পাঠশালায় কার্য্যানুরক্ত তাঁহারা এই নিয়মে অতিসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু নানা কারণপ্রযুক্ত ঐ সাহেবেরদের নাম ব্যক্ত করিতে পারিলাম না কিন্তু ঐ সাহেবলোকেরা এমত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে ঐ নিয়মানুসারেই শিক্ষা দিতে তাঁহারদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন।...—এক্স। চুঁচুড়াহইতে এক ক্রোশ অন্তরিত।

(১৭ নভেম্বর ১৮৩৮ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৫)

আমারদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক যাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে জেনেরল কমিটি আব পবলিক্ ইনিকষ্ট্রকসন্ শিশুগণকে বিদ্যাদানার্থ হুগলিতে এক বিদ্যালয়

স্থাপনার্থ কল্পনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কালেজের অধ্যক্ষ যে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব তিনি এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন যে তিনি ঐ অঞ্চলস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যে মাষ্টর পরকিন সাহেব তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া এক্ষণে সংস্থাপিত হইবে যে বিদ্যালয় তাহাতে এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নির্দ্ধার্য্য করেন। যে সময় পর্য্যন্ত হতভাগ্য অত্যাচারী যবনদিগের অধীনে এই রাজ্য ছিল তদবধি এতদ্দেশীয় শিশুদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ কিছুই মনোযোগ করা যায় নাই। সম্প্রতি বর্ত্তমান শাসনাধিকারিরা এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষা করাইবার জন্য মনোযোগী হইতেছেন এবং ইহারদিগকে সভ্য করাইবার নিমিত্ত যত্ন পাইতেছেন ইহা আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদের জন্যই হইয়াছে। আমরা ভরসা করি যে এক বর্ষ গতহইতে না হইতে আমরা প্রধান২ স্থানে অকর্ম্মণ্য পাঠশালার পরিবর্ত্তে বিদ্যালয় সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইব। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফাল্গুন ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—...আমারদিগের মানস এই যে চুঁচুড়ার ফ্রি স্কুলের বিদ্যাভ্যাসের কিঞ্চিল্লিপি সানুকূলপূর্ব্বক আপনকার দর্পণপ্রকাশক যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিলেই মহাশয়ের দর্পণপাঠক মহাশয়েরা আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইতে পারেন। কারণ আমারদিগের এই স্থানে বহুকালাবধি বাসপ্রযুক্ত আমরা উক্ত পাঠশালার পূর্ব্বের এবং এইক্ষণের সমুদয় বিষয় জ্ঞাত আছি কেন না পূর্ব্বের ছাত্রগণ যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিত সে কেবল বিহঙ্গের ন্যায় কারণ তাহারদিগকে ভদ্র স্থানে প্রশ্ন করিলে তাহারা কোন অংশে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিত না কিন্তু এইক্ষণে পূজনীয় শ্রীযুক্ত মণ্ডী সাহেবের অধিক যত্নপ্রযুক্ত এবং উপদেশ কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ডিক্রুশ সাহেবের অতিশয় পরিশ্রমের দ্বারা ছাত্রগণ যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা উত্তমোত্তম সভাতে এবং এতদ্দেশীয় অন্যান্য মতের ছাত্রগণ ও কলিকাতানিবাসি ছাত্রগণের সহিত নানা বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। অতএব উক্ত পাঠশালার বালক সকল যদ্যপি মনোযোগপূর্ব্বক জ্ঞানোপার্জনে মনোর্পণ করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করেন তবে অনায়াসে সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী হইতে পারেন।...মাষ্টর ডিক্রুশ মহাশয়ের অত্যন্ত যত্ন যে হিন্দুলোকসকলের ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত তিনি এক নিয়ম সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস সায়ংসময়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন তদ্দ্বারা পাঠশালার ছাত্রগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা কোন ছাত্রালয়ের ছাত্র নহেন তাঁহারা আসিয়া দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া অনেক প্রকার বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন ইহাতে মাষ্টর মহাশয়ের লাভালাভ নাই কেবল উপকারার্থে করিয়াছেন মাত্র ইতি নিবেদন। সন ১২৪২ সাল তারিখ ২৩ মাঘ।

(৬ জুন ১৮৩৫। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

চন্দননগরে বিদ্যালয়।—সংপ্রতি চন্দননগরে এক পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে এবং তাহাতে

ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষা দেওনক্ষম এমত এক জন শিক্ষকের অত্যাবশ্যক আছে। এবং কলিকাতার সম্বাদ পত্রে ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদিগকে তদর্থ আবেদন করিতে বিজ্ঞাপনদ্বারা আহ্বান করা গিয়াছে কিন্তু এইক্ষণপর্য্যন্ত কেহই তাহাতে অগ্রসর হন নাই। অপর কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে যে ইতিমধ্যে ফ্রান্সীয় বা ইঙ্গলণ্ডীয় এমত কোন শিক্ষক প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওনের কল্প হইয়াছে। ফুডচেরির গবর্ণমেণ্ট ঐ পাঠশালার ব্যয়ার্থ কতক টাকা সংস্থান করিয়া দিয়াছেন তদতিরিক্ত সাধারণ ব্যক্তিরদের চাঁদার টাকাতে তাহার ব্যয় চলিতেছে। ছাত্রেরদের স্থানে বেতন লওয়া যায় না। পাঠশালার নিয়ম এই যে সর্ব্বজাতীয় বালকেরদিগকে জাতি ও ধর্ম্ম বিবেচনা ব্যতিরেকেই প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি আছে এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের কোন মান বিচারের হানি বা কোন উদ্বেগ না হয় এনিমিত্ত ঐ পাঠশালাতে ধর্ম্মবিষয়ক কোন উপদেশ দেওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে হিন্দুকালেজের যেমন নিয়ম আছে তদনুসারে কার্য্য চলিবে। ঐ কমিটির মধ্যে শ্রীযুত রিসি সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ এমত সকলের অপেক্ষা ছিল এবং তদ্রূপই বটেন।

(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—...কালীকিঙ্কর বাবুর সাহায্যে হুগলিহইতে এক ক্রোশ অন্তরে অমরপুর গ্রামে নিঃস্ব ছাত্রেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ যে বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন স্থাপন হইয়াছে তাহার কিয়ৎ বিবরণ প্রেরণ করি।...এই পাঠশালা দেড় বৎসরাবধি স্থাপিত হইয়াছে এবং এই অল্প কালের মধ্যে বালকেরা নানা প্রকার বিদ্যাতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছে। এবং অরিএণ্টল সেমেনরি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু প্যারি মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রেরদিগকে নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা দেওনার্থ উদ্যোগ করিতেছেন।...শেষোক্ত বিজ্ঞবর বাবুর অত্যন্ত মনোযোগ দ্বারা অত্যুত্তম পাঠশালার তুল্য এই পাঠশালা হইবে এবং শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত এই মহা ব্যাপারের বিষয়ে যে বিলক্ষণ মনোযোগ করিতেছেন ইহাতে অত্যন্ত প্রশংসা পাত্র হইয়াছেন। যদি এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি মহাশয়রাও এতাদৃশ ব্যাপারে আসক্ত হইতেন তবে এই সভা ভারতবর্ষ রাজ্য আরো দেদীপ্যমান হইত। আরো শুনা গেল যে উক্ত বাবু হুগলিহইতে ধন্যাখালি পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইতেছে তাহার ব্যয়ার্থ ৩০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

জে আর এম

(১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

...১৮১৭ সালের রাজা প্রতাপচন্দ্রের ৺ প্রাপ্ত পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর বর্দ্ধমানে যে কালেজ স্থাপন করেন আমি তাহার অধ্যক্ষ ছিলাম এবং বহুকালপর্য্যন্ত রাজা প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষক ছিলাম অতএব ইদানীং ঐ রাজ্যার্থ উদিত যিনি তিনি প্রতাপচন্দ্র কি না ইহার সাক্ষ্য

দিতে আমি প্রস্তুত আছি···। চার্লস ডু বোর্ড্য়। [Charles Du Bordieux.] গয়া ৩১ মে ১৮৩৬।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—সুখচরগ্রামীয় বৌন্টীয়স সিমিনেরি নামক দাতব্য বিদ্যালয়ের স্থাপনা ও ছাত্রদিগের পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাপন করিতেছি···। যদবধি ঐ ছাত্রদিগের পিতা ও রক্ষকেরা তাঁহারদের বালকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থ স্থানে২ ভ্রমণপূর্ব্বক কতকগুলিন বেতন গ্রাহক শিক্ষক অনুসন্ধান করিয়া স্বীয় বালকেরদিগকে অর্পণ করিয়াছিলেন পরে কিছু-কালানন্তর ঐ ছাত্রদিগের পরীক্ষা লওনেতে তাহারা বর্ণমালাও তখন শুদ্ধরূপে পাঠ করিতে পারে নাই। এইস্থানে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন যে অন্ধ কখন অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না দেখাইলে উভয়ই কুপথগামী ও খাতমধ্যে পতিত হয়। এই বিবেচনায় তাহারা শ্রীযুত বাবু তারকনাথ সেনের নিকট ঐ অজ্ঞান তিমিরস্বরূপ বোঝাদ্বারা ভারগ্রস্ত ও ক্লান্ত হইয়া এমত উপায়ের নিমিত্ত জানাইল যাহাতে ঐ বালকেরা উক্ত ভারহইতে মুক্ত হয়। এতদর্থ উক্ত সেন বাবু এই দাতব্য চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছেন যাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা গত রবিবার ১৮ দিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার বাবুজীর আলয়ে হইয়াছিল ইহাতে ঐ সকল গ্রামের অতিশয় মঙ্গল ও ভরসা হইয়াছে। ঘোরান্ধকারজনক অজ্ঞান মেঘ যাহা বহুকালাবধি সুখচর ও তন্নিকটস্থ গ্রামসকল আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধকার করিয়াছিল তাহা গ্রামোপকারক ও মান্য শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সেনের নীতিশাস্ত্র শিক্ষা ও বিবিধ উপদেশস্বরূপ প্রবল বায়ু দ্বারা উড্ডীয়মান হইতেছে।···

(১৩ আগষ্ট ১৮৩৬ । ৩০ শ্রাবণ ১২৪৩)

টাকির পাঠশালা।—টাকির পাঠশালার শেষ পরীক্ষার বিবরণ আমরা পরমাহ্লাদ-পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি। ঐ পাঠশালা শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী স্বার্থ ব্যয়ের দ্বারা স্থাপিত করিয়া বহুকালাবধি সসম্পাদন করিতেছেন।

গত ২৬ জুলাই মঙ্গলবারে ইঙ্গরেজী পাঠকেরদের পরীক্ষা হইল। ঐ পাঠশালার নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি বাগুণ্ডীর শ্রীযুত টেম্পেলর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ রায় এবং শ্রীযুত শ্রীকান্ত বাবুপ্রভৃতি ও টাকিবাসি অন্যান্য অনেক মহাশয়েরদের সমক্ষে শ্রীযুত ইয়র্ট সাহেব ছাত্রেরদের পরীক্ষা লইলেন। তাবৎ সংপ্রদায় ছাত্রেরা যে২ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন তাহাতে বিলক্ষণরূপই সুশিক্ষিত হইয়াছেন এমত বোধ হইল এবং যাঁহারা পাঠমাত্র করিয়াছিলেন তাঁহারাও অনায়াসে তাহার ভাষান্তর করিলেন এবং যেরূপে নানা সর্ব্বনাম ও ইঙ্গরেজী ধাতুর নানা পদ বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিতে পারিলেন তাহাতে বোধ হইল তাঁহারা যে কেবল তোতার ন্যায় আবৃত্তি করিয়াছেন এমত নহে। পঞ্চম

ও ষষ্ঠ, সংপ্রদায়িকেরা ইঙ্গরেজী ভাষার মূল বিধান ও পাঠবিষয়ে অতিসুক্ষ্মরূপে পরীক্ষা দিলেন। চতুর্থ সংপ্রদায়িকেরা ইঙ্গরেজী পদ সাধন ও ভূগোলীয় বৃত্তান্তের আদিপর্ব্ব ও গণিত শাস্ত্রের মধ্যে সহজ বিদ্যা প্রকরণে উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংপ্রদায়েরদের পরীক্ষা এইনিমিত্ত অতিশুশ্রূষণীয়া হইল যে তাঁহারা অনায়াসে ইঙ্গরেজী কথার মূলসম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে এবং ব্যাক্যাবলি দ্বারা বিলক্ষণরূপে বুঝাইতে পারিলেন। তৃতীয় সংপ্রদায়িকেরা ইনস্ত্রাকটের বহীতে যে সকল ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস ছিল তাহার মর্ম্ম ভালরূপে অবগত হইয়াছেন বোধ হইল। এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থ দুই সংপ্রদায়েরা পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণের যে ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা অত্যুত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এবং প্রথম দুই সংপ্রদায়িরা ক্ষেত্রমাপক বিদ্যাতেও কিঞ্চিৎ নিপুণ হইয়াছেন। দ্বিতীয় সংপ্রদায় ইউক্লিডের প্রথম গ্রন্থের আরম্ভে যে অতিকঠিন প্রস্তাব আছে তাহা অতিপরিপাট্যরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন এবং প্রথম সংপ্রদায় ঐ গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড ভদ্ররূপ মর্ম্মজ্ঞ হইয়া দ্বিতীয় কাণ্ডেরও কতক২ বুঝাইতে পারিলেন।

অপর পারস্য ও বঙ্গ অক্ষরেতে অতিসুচারু লিখিত কএক লিপি দর্শান গেল এবং তৎসঙ্গে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহার অনুবাদ লিখিত ছিল। তৎপরে হিসাবের কতিপয় বহী দেখান গেল তাহাতে কতক গণিত ও অঙ্কের হিসাব উত্তমরূপে লিখিত ছিল। ফলতঃ তিন ঘণ্টাব্যাপিয়া এতদ্রূপ পরীক্ষা লওনের পর এই বোধ হইল যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে টাকিস্থ ছাত্রেরদের সঙ্গে কলিকাতাস্থ ছাত্রেরদের ভদ্রমতেই তুলনা হইতে পারে। তাহারা যেরূপ ইঙ্গরেজী ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাত হইয়াছেন সে অতিসন্তোষক। ঐ স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালাভিন্ন পারস্য ও বাঙ্গলা পাঠশালাও আছে। ইঙ্গরেজী বিদ্যার পরীক্ষা সমাপনানন্তর শ্রীযুত বাবু ভবানীপ্রসাদ রায়ের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী স্বয়ং পারস্যের পরীক্ষা লইলেন ঐ বাবুর পারস্য ভাষাতে যেমন নৈপুণ্য তাহা প্রকাশকরণ অতিরিক্ত সর্ব্বত্রই সুপ্রকাশিত আছে। ছাত্রেরা পারস্য ভাষার গ্রন্থ পাঠ করিয়া হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অনুবাদ করিলেন তাহাতে বাবুজী অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া কহিলেন যে প্রধান কএক জন ছাত্র পারস্য ভাষা উত্তম উচ্চারণ করিতে পারেন এবং তাহাতে বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছেন।

বাঙ্গালা পাঠশালাতে এইক্ষণে অতিশিশু ছাত্রেরা আছে তাহারদের মধ্যে কেহ২ বর্ণ শিক্ষা করিতেছে কেহ২ অতিরিক্ত লেখাপড়াও করিতেছে তাহারদেরও পরীক্ষা লওয়াতে সন্তোষ জন্মিল।

(২১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ৯ মাঘ ১২৩৮)

মহামহিম শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় প্রবল প্রতাপেষু।—অশেষ গুণাকর সর্ব্বজনহিতৈষি দয়াসাগর এ জিলার জজ মাজিষ্ট্রেট শ্রীলশ্রীযুত নাথনিএল স্মিথ সাহেব এক

কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী স্থাপন করিলেন মনে করি চিরস্মরণীয়া হইবেক কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি অর্থাৎ উক্ত সাহেব এতদ্রাজধানীর তাবৎ জমীদারদিগকে পত্রদ্বারা আহ্বান করিয়া প্রথমতঃ সন ১৮৩১ সালের ৩ আগস্ত ও সন ১২৩৮ সালের ১৯ শ্রাবণ এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কোচবেহারের শ্রীশ্রীযুত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের দেওয়ান শ্রীযুত বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ি ও পরগনে মস্থনার জমীদার শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও পরগনে কুণ্ডীর সরিক জমীদার শ্রীযুত রাজমোহন রায়চৌধুরীইত্যাদি নীচের লিখিত মহাশয়েরা সভাতে আগমন করিবাতে উক্ত সাহেব সকলকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সভাতে অধিষ্ঠান করাইয়া এই আলাপারম্ভ করিলেন যে তাবৎ লোকের হিতার্থে এক ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত করার আমার মানস কিন্তু একা কোন কর্ম্ম সাধন হইতে পারে না মহাশয়েরা যদি কিঞ্চিৎ২ আনুকূল্য করেন তবে অনায়াসে সমাপন হইতে পারে ইহাতে নীচের লিখিত তাবৎ মহাশয়েরা স্বীকৃত হইয়া বিদ্যালয়ের ব্যয়ার্থে যিনি যত টাকা স্বাক্ষর করিলেন তাহার বিবরণ।

আসামী		সালিয়ানা টাকা।
পরগণে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা শ্রীযুত সর্ব্বদে রায়কত।	...	৩০০
মোজে মুশাপোয়ালী ঘাটের জমিদার শ্রীপ্রাণকুণার বর্ম্মণী।	...	৩০০
পাঙ্গার রাজা শ্রীকালীপ্রসাদ ইশর।	...	২০০
পরগণে কুণ্ডীর জমীদারান।	...	২০০
শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরী।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরইত্যাদি।	...	১৫০
শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর।	...	১৫০
শ্রীযুত বাবু জয়রাম সেন।	...	১২০
শ্রীযুত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু।	...	১২০
শ্রীযুত বাবু কালীমোহন চৌধুরী।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু প্রতাপ সিংহ দগড়া।	...	১০০
শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।	...	১০০
জমীদারান পরগণে ভিতরবন্দ।	...	১০০
শ্রীজমীরুদ্দীন চৌধুরী।	...	১০০
শ্রীরাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী।	...	১০০
শ্রীকালীপ্রসাদ চৌধুরী।	.	১০০

* * *

উপরের উক্ত লোকসকলের মধ্যে কেহ স্বয়ং কেহবা আপন২ কারপরদাজকে আদেশ করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীযুত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর তাঁহার ধাপ মোকামের

এক দোতালা অত্যুত্তম দালান পাঠশালার নিমিত্ত প্রদান করিয়া তাহার মেরামত খরচ ২০০০ টাকা ও পাঠশালার আমুকূল্যার্থ এক কালে ২০০০ টাকা প্রদান করিলেন আর২ সকলেই যৎকিঞ্চিৎ মেরামতি খরচ দিয়াছেন।......

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—...জিলা নবদ্বীপের মধ্যে শান্তিপুর গ্রাম প্রধান সমাজ এবং অধিক অন্যান্য জাতীয় ব্যতীত কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণ জাতির ৫০০০ হাজার ঘর বসতি ইহার মধ্যে বিনা বেতনে বিদ্যাভ্যাস হওন বিদ্যালয় না থাকাতে অধিকাংশ বালক মূর্খ হয় বোধে গ্রামস্থ জমিদার এবং বিশিষ্ট শিষ্ট পরোপকারি শ্রীলশ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় মহাশয় স্বয়ং খরচে ঐ গ্রামের মধ্যস্থলে উত্তম ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা বাটী ভাড়া লইয়া এক জন হিন্দু কালেজের কাষ্ট ক্লাসের উত্তীর্ণ বিদ্বান ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসকারককে নিযুক্ত করিয়াছেন অত্যল্পকাল অর্থাৎ ৫ মাস আন্দাজ হইবেক। ইহাতেই ১০০ শত বালকের অতিরিক্ত হইয়াছে ঐ কালেজের পাঠের দাঁড়াসকল দৃষ্ট করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। ফাষ্ট সেকাণ্ট থারড ফোর্থ ক্লাস করিয়াছেন ৺শারদীয় পূজার পর ঐ স্কুলের একজামিন হইবেক। অনুমান করি তাহাতে দেশস্থ ধনি ব্যক্তি সকল এবং জিলাস্থ শ্রীলশ্রীযুত হাকিম সাহেবেরা শান্তিপুরস্থ হইয়া বালকেরদিগের একজামিন করেন ইহা হইলে ভাল হয়। শ্রীযুত বাবুজি মহাশয় একজামিনে উত্তীর্ণ বালকেরদিগকে কেতাবপ্রভৃতি পারিতোষিক দিলেন। দর্পণ প্রকাশক মহাশয় অত্যল্পকালের মধ্যে এত বালক হইয়াছে পর২ অধিক হইয়া তিন চারি শত বালক হওন সম্ভাবনা। ইহাতে করিয়া এক জনে টিচরী কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। এবং বাঙ্গলা ও পারস্য বিদ্যাভ্যাস হইতেছে না। এমতে বিশিষ্ট শিষ্ট ধনি বাঙ্গালি এবং ইউরোপীয় এবং শ্রীলশ্রীযুত দেশাধিপতি মহাশয়েরা সকলে মনোযোগী হইয়া চাঁদার দ্বারা এমত স্থানের বিদ্যালয়ের উন্নতি করেন। ইহাতে দেশের মহোপকার ও অতিপুণ্য সঞ্চয়। ভরসা করি আমারদিগের নিবেদন পত্র দৃষ্টে সকলেই মনোযোগ করিবেন। এবং ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা মুদ্রাঙ্কণ সম্পাদক মহাশয়রা দেশের উপকারার্থে সর্ব্বসাধারণের কর্ণগোচরার্থে আপন২ সম্বাদ পত্রে প্রতিবিম্বিত করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

শ্রীশ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীব্রজনাথ গোস্বামী শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায় শ্রীকৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার শ্রীগোপীকিশোর সরকার শ্রীরামগোপাল সরকার শ্রীকালিদাস সেন কবিরাজ শ্রীরামধন চক্রবর্ত্তী শ্রীদুর্গাচরণ সরকার শ্রীজগন্মোহন কবিরাজ শ্রীজগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীমধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীতারাচাঁদ মল্লিক শ্রীঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সর্ব্বসাকিম শান্তিপুর।

(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭ । ১৮ বৈশাখ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—আমি অতিআহ্লাদপূর্ব্বক নিবেদিতেছি যে চেরেটী স্কুল শান্তিপুরে আমি স্থাপন করিয়াছি তাহাতে ৮৬ জন বালক হইয়াছে গত ২৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার জিলা নবদ্বীপস্থ ধর্ম্মোপদেশক শ্রীযুত মেং ডবলিউ আই ডিয়ের সাহেব স্কুল ইষ্টার্থে আগমন করিয়া বালকদিগের পাঠের পরীক্ষা লইলেন তদ্দ্বারা ফাষ্ট ক্লাসের বালক শ্রীভগবান হালদার ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামরত্ন চট্টোপাধ্যায় ওগয়রহ উত্তমপ্রকার ইস্পীচ এবং ভূগোলীয় যাবদীয় বৃত্তান্ত পরীক্ষা দেওয়া যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম ক্লাসের বালকসকল ইস্পীচ ও গ্রামার ওগয়রহ ও ইস্পেলিং প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা দেওয়া যায়। উক্ত সাহেব তদ্দৃষ্টে অতিসন্তুষ্ট হইয়া বালকদিগকে এবং ইস্কুল হেড মাষ্টর মেং এণ্ডরু সেবিন্স সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া স্কুলের বালকেরদিগের প্রকাশ্য একজামিনকরণ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন এবং তৎকালীন যে যেমন উপযুক্ত তাহাকে তদ্রূপ প্রাইজ দেওয়া স্থির করিলেন এমতে তাহার উদ্যোগ হইতেছে ৺ ইচ্ছা ত্বরায় নির্ব্বাহ হইবেক এবং ভরসা করি তৎকালীন জিলাস্থ হাকিম সকল এবং দেশস্থ বঙ্গ ও ইউরোপীয় ধনাঢ্য মহাশয়েরা অবশ্যই আগমন করিয়া বালকদিগের পরীক্ষা লইয়া স্কুলসম্পাদকের প্রীতি জন্মাইবেন। তাহার এক মাস পূর্ব্বে জেনরল এডবরটাইজ করা যাইবেক।...শ্রীমতিলাল রায়স্য।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফাল্গুন ১২৪২)

মুরশিদাবাদে নিজামতের কালেজের বিবরণ।—মুরশিদাবাদে গবর্ণমেণ্টকর্তৃক শ্রীযুত নিজামের মদরসা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয় তাহার অভিপ্রায় নিজামের বংশ্যেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ নিজহইতে কোন ব্যয় না লাগে এবং তাঁহারদের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয়। ঐ পাঠশালার দ্বারা অন্যান্যের উপকারার্থ নওয়াবের বংশ্য ব্যতিরিক্ত আর২ ব্যক্তিরদিগকেও শিক্ষার্থ অনুমতি হইয়াছে। এবং যাঁহারা ৭ বৎসরব্যাপিয়া পারস্য ও আরবীয় শিক্ষা করিবেন এমত ভরসা ছিল এমত কএক ব্যক্তিরদিগকে ৬।৮।১০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া গিয়াছে।...

১৮৩৩ সালে হিন্দু কালেজে অধীতবিদ্য দুই জন ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার্থ কলিকাতাহইতে প্রেরিত হইয়া এক জন তথায় উত্তীর্ণহওনের কিঞ্চিৎ পরেই পরলোকগত হইলেন অন্য জন অধ্যাপনারম্ভ করিলেন। তিনি গুণগণাধর হইলেও কেবল হিন্দুত্বদোষে মোসলমানেরা তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরাগী হইলেন না। কিন্তু ঐ মদরসা কেবল মোসলমানেরদের উপকারার্থ স্থাপিত হইয়াছে অতএব গত মে মাসে তিনি ঐ পাঠশালার শিক্ষকতা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন।...

(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩ । ৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

আমরা অবগত হইলাম যে বারাণসীর গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের শ্রীযুত কাপ্তান

ফোসবি [Thoresby] সাহেব শ্রীযুত কর্ণল কব সাহেবের অবর্ত্তমানতায় মুরশিদাবাদে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেন্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত কাপ্তান ফোসবি সাহেবের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে কোন ব্যক্তির প্রতি হুকুমহওয়া না দেখিয়া বোধ হয় যে ঐ পদ শূন্য রাখিতে এবং ঐ বিদ্যালয় ক্রমে২ ক্ষীণ হইতে গবর্ণমেণ্টের মানস হইয়াছে। অতএব খরচের এই অত্যন্ত আঁটাআঁটি সময়ে জিজ্ঞাসা করা অনুচিত হয় না যে সংস্কৃত বিদ্যাধ্যাপনার্থ গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যে ব্যয় করিতেছেন তাহা তদপেক্ষা অন্যান্য হিতজনক ব্যাপারে ব্যয় হইলে ভাল হয় কি না। এবং বিদ্যাধ্যাপনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এইক্ষণে যে সকল রীতি আছে তাহার অধিক সাফল্যকরণার্থ আরো উত্তম২ নিয়ম হইতে পারে কি না।

গবর্ণমেণ্ট যে নিজব্যয়েতে সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার কালেজ সংস্থাপন করেন তাহার দুই কারণ উপলব্ধি হয়। প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি এতদ্দেশীয় প্রজারদের অনুরাগ জন্মে। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার ক্ষয় না হইতে পায়। কিন্তু অস্মদাদির বিবেচনায় ইহার সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে কেবল এই দুই কারণেতেই সরকারী ব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের ঐ বিদ্যালয় রাখা পরামর্শ বোধ হয় না। কতকগুলিন ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর বালকেরদিগকে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত ও আরবীয়বিদ্যা শিক্ষায়ণেতেই তাবদ্ভারতবর্ষীয় লোকের স্নেহপাত্র যে গবর্ণমেণ্ট হইবেন এই অনুভব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। গবর্ণমেণ্টের ভদ্রতার দ্বারাই প্রজাগণ বদ্ধ থাকেন ঐ ভদ্রতা যথার্থবিচার ও দয়াপ্রকাশমূলকই হয়। এবং রাজস্ববন্ধনের পেঁচ কিঞ্চিৎ আলগা করিলে ভারতবর্ষীয় প্রজারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি যেমন স্নেহ ও ধন্যবাদ করেন বেদ ও কোরাণের ভাষা শিক্ষাকরায়ণার্থ শত২ কালেজ সংস্থাপনেতেও তাঁহারদের তাদৃশ অনুরাগাদি জন্মে না।

পুনশ্চ সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার অক্ষয়ার্থই যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের আবশ্যক এই কথাও যুক্তিসহ নহে ঐ দুই বিদ্যা এতদ্দেশের মধ্যে যত কালপর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে এবং ঐ বিদ্যাতে নৈপুণ্য জন্মিলে যত কাল মান ও ধন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তত কালপর্য্যন্ত ঐ বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকেও বিদ্যার্থি লোকেরদের ব্যগ্রতা থাকিবে এইক্ষণে ঐ বিদ্যা লোকেরদের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধা এবং সহস্র২ ব্যক্তিও গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়াও তদ্বিদ্যাভ্যাসে রত আছেন। অতএব যে কএকটি ছাত্রেরদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দৃষ্ট হইতেছে তদুপলক্ষে তাহা অনাবশ্যকই বোধ হয়। যদি কহ যে সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে ঐ সকল বিদ্যায় অত্যন্ত নৈপুণ্য জন্মে না তবে উত্তর এই যে গবর্ণমেণ্টের অবৃত্তিভোগি পূর্ব্ব২ পণ্ডিতেরদের অপেক্ষা এইক্ষণকার বৃত্তিভোগি কএক জন উত্তম পণ্ডিত পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যেপ্রকার সাহায্য করিতেছেন তাহাতে পণ্ডিতেরা অল্পায়াসেই স্বচ্ছন্দে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেছেন। যে কঠিন পরিশ্রমব্যতিরেকে সুপাণ্ডিত্য হয় না গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যেতে তত্তুল্য পরিশ্রম না হইয়া বরং কম হয়। আরো এতদ্বিষয়ে মন্তব্য যে এতদ্দেশীয় হিন্দুরদের মধ্যে যে সকল অতিপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি গ্রহণ করিতে কদাচ

স্বীকার করেন না বরং ধনি ব্যবহার্য্য জাতীয়েরদের স্থানে অনিয়মিত প্রাপ্তার্থের দ্বারাই আপনারদের ও ছাত্রেরদের জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন যেহেতুক ঐ পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁহারদের যেমন প্রশংসা তেমনি তাঁহারদের সম্মান ও উপায়েরও বৃদ্ধি হয়। পুনশ্চ লিখি যে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরদের সাহায্যেরও শৈথিল্য নাই। তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সংপ্রতি সটীক মনুসংহিতা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার ন্যূনাধিক দুই শত পুস্তক ১০ টাকা করিয়া দুই মহাশয় ধনিকর্তৃক একেবারে গৃহীত হইয়াছে। সে যে হউক উত্তরকালে তদ্রূপ বৃত্তি নিয়ত না দেওনের এক প্রধান কারণ এই যে কএক জন বৃত্তিভোগি ব্যতিরেকে অন্যান্য এতদ্দেশীয় লক্ষ২ লোকের তাহাতে কিছুমাত্র সন্তোষাদি নাই। কএক মাস হইল কলিকাতার সংস্কৃতকালেজের ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অভ্যাসবিষয়ে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় হিন্দুর স্বধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ লেখেন যে ঐ কালেজের ছাত্রেরা হিন্দুধর্ম্মের কোন ক্রিয়া করিতে অনর্হ যেহেতুক বিজাতীয় ভাষাভ্যাসিরদের মন্ত্রাদি পাঠ সময়ে তদ্ভাষার কোন অংশ অবশ্য উপস্থিত হয় তাহাতেই তাবৎ ক্রিয়া পণ্ড অতএব এতদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মনাশক অবদ্য বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের যত অল্প টাকা ব্যয় হয় ততই ভাল। তথাচ ঐ বিদ্যালয় যে একেবারে রহিত হয় এমত আমারদের কদাচ মানস নহে কিন্তু হিন্দুগণ বিনাবেতনে যে সকল বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রস্তুত তাহাতে বেতন দিয়া গবর্ণমেণ্টের তাঁহারদিগকে নিযুক্তকরণ অনাবশ্যক এই এক যে মূল বিধান ইহা অবলম্বনপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের ক্রমে২ কার্য্য করিলে ভদ্রতা আছে।

ইত্যাদি প্রসঙ্গ দৃঢ়করণার্থ লিখি যে গবর্ণমেণ্ট যত টাকা ব্যয় করিতে ক্ষম আছেন তত টাকা উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরদিগকে ইউরোপীয় নানা বিদ্যা ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষয়ণার্থ এবং মধ্যবিত্ত ও নিবিত্ত ব্যক্তিরদিগকে ঐ বিদ্যা নিজ ভাষা অর্থাৎ বঙ্গাদি ভাষাতে শিক্ষয়ণার্থ পাঠশালা স্থাপন করাতে ব্যয় করা আবশ্যক এবং অতিপরিমিতরূপে ব্যয় না করিলে ঐ কর্ম্মে যত টাকার আবশ্যক তাহা কুলাইবে না। অতএব বিদ্যা শিক্ষয়ণার্থ নিয়মে এইক্ষণে সরকারী যত ব্যয় হইতেছে ঐ সকল নিয়ম পুনঃসংশোধিত করিলে ভাল হয়।... অতএব গবর্ণমেণ্টের নিয়মসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতজনক ও অধিক কর্ম্মণ্য হয় এতদর্থ এই অকিঞ্চনের বোধে এই দুই নিয়মের আবশ্যক। প্রথমতঃ কমিটির একই অভিপ্রায় হয় দ্বিতীয়তঃ অর্থ প্রদানবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতা হয়। দেখুন যখন সংস্কৃত বিদ্যা পটুতর সাহেব লোকেরদের পরামর্শ কমিটিতে অতিপ্রবল হয় তখন কমিটির অভিপ্রেত বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ক্ষীণ করিয়া সংস্কৃত বিদ্যার পৌষ্টিকতা হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষয়ণার্থ মহাট্টালিকা ও চতুষ্পাঠীপ্রভৃতি নির্ম্মাণার্থ ভূরি২ মুদ্রা ব্যয় হয়। তৎপরে আরবীয় বিদ্যাবিষয়েও তত্তুল্য পৌষ্টিকতা হইতেছে এবং আরবীয় ও পারস্য নানা গ্রন্থ মুদ্রিতকরণে অতিবাহুল্যরূপে সরকারী টাকা ব্যয় হইতেছে। অথচ অল্প কালের মধ্যেই এতদ্দেশে ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত হইলে ঐ সকল গ্রন্থে কিছু উপযোগিতা থাকিবে না।

এতদ্রূপে কমিটির অন্তঃপাতি বিশেষ২ লোকেরদের ভাব কমিটির কার্য্যে দেদীপ্যমান হইতেছে এবং প্রকৃত হিতকরণবিষয় সকল এক প্রকার অন্ধকারাবৃতই থাকে এইপ্রযুক্ত ঐ কমিটির তাবন্নিয়মের সংশোধন করা উচিত। এবং অনেক বিবেচনানন্তর কার্য্য নির্ব্বাহকরণের একই প্রকার হিতজনক নিয়ম অবধারিত হইয়া কমিটির অন্তঃপাতি সাহেবেরা পরিবর্ত্তিত হইলেও ঐ নিয়ম বজায় থাকিলে ভাল হয়।

বিদ্যাধ্যাপনের বোর্ড সংস্থাপনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় ছিল যে সরকারী টাকা অতিপরিমিতরূপেই ব্যয় করা যায় এবং ঐ টাকা লইয়া যত সাধ্য তত কার্য্য সিদ্ধ করা যায় এবং কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরদেরও সেই অভিপ্রায় আছে। অতএব জিজ্ঞাসা করা উচিত যে সরকারী অন্যান্য তাবৎ কার্য্য যে নিয়মানুসারে চলিতেছে সেই নিয়মে এই বোর্ডের কার্য্য চলিলে ভাল হয় কি না। পরিমিতরূপে সরকারী টাকা ব্যয় হওনার্থ গবর্ণমেণ্ট নিয়ত প্রতিযোগিতারূপে তাবৎ কার্য্য সাধন করেন। অন্যান্য বোর্ডের জিনিসের আবশ্যক হইলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিক্রেতারদিগকে আহ্বানার্থ ইশতেহার দেন। তাহাতে এক টুকরা লা কিম্বা এক গজ লাল ফিতাও বিক্রেতারদের প্রতিযোগিতাচরণ ব্যতিরেকে ক্রয় করেন না। কেবল বিদ্যাধ্যাপনার কমিটির কার্য্যই এতদ্রূপে চলিছে না এইপ্রযুক্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা অল্প মূল্যে কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের উদ্যোগ মাত্র না করিয়া সহস্র২ মুদ্রা পুস্তকাদি বিশেষতঃ পারস্য আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণার্থ ব্যয় হইতেছে। তবে ঐ বিদ্যাধ্যাপনার বোর্ডের সাহেবেরা যখন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তখন তাঁহারা কি নিমিত্ত এমত ঘোষণা না করেন যে কলিকাতার মধ্যে যে কোন মুদ্রাযন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ ঐ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে চাহিলে তাহার খরচ ও নমুনা দর্শায়নের প্রস্তাব করেন। তাহাতে যাঁহার প্রস্তাবেতে সর্ব্বপ্রকারে সরকারের উপকার বোধ হইবে তাহাই গ্রাহ্য করা যাইবে। দেখুন ইষ্টাম্প আপীস এতদ্রূপ প্রতিযোগিতারূপে কার্য্য করাতে পূর্ব্বে যে মূল্যে সরকারের নিমিত্ত কাগজ ক্রয় করিতেন এইক্ষণে তদপেক্ষা শতকরা ৩০ টাকা কম মূল্যে ক্রয় করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্রালয় কম ছিল এবং ছাপার কর্ম্মও অতিকদর্য্য ছিল তখন এমত প্রতিযোগিতারূপে কার্য্য না করণই তাহার একপ্রকার কারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দশ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কনকার্য্যের অপূর্ব্বরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতানগরে ভূরি২ ঐ যন্ত্রালয় হইয়াছে তদধ্যক্ষেরা এইক্ষণে প্রতি-যোগিতারূপে এমত উদ্যোগ করিতেছেন যে কে কত উত্তমরূপ অথচ অল্পমূল্যে গ্রন্থাদি ছাপাইতে পারেন। অতএব এইক্ষণে কমিটির প্রাচীন নিয়মের পরিবর্ত্তনকরণ এবং ছাপার কর্ম্মের বৃদ্ধিহওনের দ্বারা সরকারের উপকারহওনের সময় উপস্থিত হইয়াছে এমত বোধ হয়। ইহাতে অবশ্যই সুফল দর্শিবে। আমরা কোন এক বিশেষ গ্রন্থ ছাপানের মূল ধরিয়া কহি না কিন্তু সাধারণ ও অতিনিঃসন্দিগ্ধ রীত্যনুসারে কহিতে পারি যে বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির সাহেবেরা অন্যান্য তাবৎ বোর্ডের অনুযায়ি কার্য্য করিয়া যদি এই নির্দ্ধার্য্য করেন

যে প্রতিযোগিতারূপে পুস্তকাদি মুদ্রিতকরণবিষয়ে প্রস্তাব করিতে কলিকাতার তাবৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষেরদিগকে যদি আহ্বান করেন তবে অবশ্যই তাঁহারদের গ্রন্থ ছাপানের ব্যয়ের অত্যন্ত লাঘব হইবে।

স্ত্রীশিক্ষা

(২৩ জুলাই ১৮৩১। ৮ শ্রাবণ ১২৩৮)

স্ত্রীবিদ্যাভ্যাস। চন্দ্রিকা ও প্রভাকর।—···বিশেষতঃ দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে মনুষ্য হইয়া অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীকে যে পশুভাবে রাখা এ কোন্ ধর্ম্ম। উত্তর ইহাই তাবদ্ বিশিষ্ট হিন্দু জাতির কুলধর্ম্ম তবে যে বিবাহিতা স্ত্রীকে পশুভাবহইতে মোচনকরা সে কেবল বীরভাবাপন্ন বাবুদিগের কর্ম্ম।

অপর লেখেন যে এখনকার রাণী ভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী ইহারাও দর্শন বিদ্যাতে অতিসুখ্যাতি পাইয়াছেন। উত্তর শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই।···

···এবং কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই লেখা পড়া বিদিত আছেন। উত্তর উক্ত রাজবাটীর পুরুষ মাত্রেরি লেখা পড়া বিদিত আছে এ যথার্থ বটে রাণী ভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরীপ্রভৃতি উক্ত কএক জন বিপ্রকন্যার বিদ্যা বিষয়ের উপাখ্যান আমারদিগের কোন শাস্ত্রে লেখা নাই এবং তাঁহারা যৎকালে পৃথিবীতে জীবিতা ছিলেন তৎকালীন দর্পণসম্পাদক মহাশয় জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হন নাই তবে কি শুদ্ধ স্কুলবুক সোসাইটীর গদ্য পদ্য রচিত পুস্তকের প্রমাণে হিন্দু বিশিষ্ট সন্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদিগের পাঠশালায় পাঠাইয়া যে বারাঙ্গনা করিবেন এমত যেন ভাইলোকেরা মনে করেন না যদি কোন২ বাবুরা আপন২ বিবিরদিগকে গুণবতী করণের নিমিত্তে গুরু মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন তথাপি সে সকল বাবুদিগেরও আমরা নিষেধ করি না বরঞ্চ আমরা এমত স্বীকার করি যে যে পাঠশালায় ঐ বিবিরা পাঠার্থে গমন করিবেন আমরাও রাত্রি কালে বৈকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক দুইবার যাইয়া গুণবতীদিগের গুণের পরীক্ষা লইব।

পুনশ্চ শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে এইক্ষণে সকল লোকের উচিত যে আপন২ পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে নিজবাটীতে রাখিয়া তাহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান এবং যাঁহারা নির্দ্ধন তাহারদিগকে যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎ পাঠশালায় পাঠান যেহেতুক বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাব নাই। উত্তর দর্পণসম্পাদক মহাশয়কে এ বিষয়ের জন্যে ব্যঙ্গ এবং অনুরোধ করিতে হইবেক না কারণ উক্ত বিষয়ের নিমিত্ত আমারদিগের কএক জন নির্ল্লর্জ্জ বাবুরা যত্নবান হইয়াছেন। সং প্রং।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯)

এদেশের শাস্ত্রের শাসন কেবল স্ত্রীলোক আর শূদ্রের উপরই অধিক চলে দেখ এই এক অশৌচ পালন যাহাতে শূদ্রের প্রতি এক মাস ক্লেশ ভোগ লিখিয়াছেন স্ত্রীলোকের প্রতিও তাহার বিধান প্রায় সমান যেহেতুক সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ শূদ্র সাধারণ তাবৎ স্ত্রীলোকের প্রতিই অশৌচের বিধান সমান হইয়াছে পুত্র প্রসব করিয়াও তাঁহারা বহুদিনব্যতিরেকে দেব পিতৃকর্ম্মের কোন সামগ্রী স্পর্শ করিতে পারেন না এবং হিন্দুদের প্রধান শাস্ত্র বেদ তৎপাঠে একেবারে শূদ্রের অনধিকার যদি বা বেদের সারার্থ শ্রবণেও কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়ের সম্ভব তাহাতেও শূদ্রেরদিগকে মহান্ ভয় দেখাইয়াছেন যেহেতুক বেদার্থ শ্রবণ করিলে শূদ্রের কর্ণ শুষ্কলী বন্ধ করিয়া দিতে হয় স্ত্রীলোকের প্রতিও এতদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন না যেহেতুক বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কর্ম্মকরণে স্ত্রীশূদ্রের সমানাধিকার ইহাতে কোন গ্রন্থকার এই লেখেন যদ্যপি ব্রাহ্মণের স্ত্রীলোকেরা শূদ্রতুল্যা হন তবে তাঁহারদের অন্নভোজনে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হউক এই আপত্তি দর্শাইয়া তাহার উত্তর লিখিয়াছেন যে কেবল যাগাদি কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা শূদ্রতুল্যা কিন্তু পাকাদি কর্ম্মে নহেন অতএব তাঁহারা যে অন্ন পাক করিবেন তদ্ভোজনে শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হয় না। এই বিধিকারক মহাশয় কেমন দয়ালু দেখুন যাগাদি কর্ম্ম যদিও পৌত্তলিক হউক তথাপি তদর্থে বেদপাঠ করিয়া যে স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে তাহাতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন কিন্তু গৃহাদি পরিষ্কার ও পাকশালাতে ধূমে চক্ষুজ্বালা হস্তদাহ-প্রভৃতি করিয়া রন্ধনাদি করিলে যে পুরুষেরা পরমসুখে ভোজন করিতে পারেন তাহারি বিধান লিখিলেন কি অন্যায় স্ত্রীলোকেরা কি এতই নীচ যে তাহারা অন্ধকারে থাকিয়া পুরুষের দাসীবৃত্তি করিবেক আর শূদ্রেরাই বা কি পাপ করিয়াছিলেন যে তাঁহারাই শাস্ত্র পড়িতে পারিবেন না কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণাদি তিন জাতির দাসত্ব করিবেন ইহাই শাস্ত্রকারকেরা লেখেন এ সকল কথা তথাপি বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে যদ্যপি হিন্দুরদের প্রধান শাস্ত্র বেদের কোন স্থলে স্ত্রী শূদ্রের প্রতি ঐরূপ লেখা থাকিত কিন্তু বেদের কোন স্থলেই তাহা নাই কেবল পুরাণাদি বক্তারা আপন২ পক্ষ টানিয়া স্ত্রী শূদ্রকে শাসনে রাখিয়াছেন যাহা হউক এইক্ষণে অনেকানেক ভদ্র শূদ্র সন্তানেরা অন্যান্য শাস্ত্রে সুবিদ্য হইয়া বোধ করিতেছেন যে পুরাণবক্তারা তাঁহারদের নিতান্ত বিপক্ষ ছিলেন এবং বেদপাঠে যে শূদ্রের অধিকার নাই ইহাও যুক্তিদ্বারা তাঁহারদের মিথ্যা বোধ হইতেছে কারণ মনুষ্য সকলই সমান এবং জ্ঞান পাওনের বাঞ্ছা সকলেরই আছে তবে যে জ্ঞানোপযোগি শাস্ত্রপাঠে শূদ্র জাতীয়ের অধিকার না থাকা ইহা সর্ব্বথা অসম্ভব অতএব অনুমান হয় অনেক ভব্য নব্য শূদ্রেরা বেদের অনুশীলন অবশ্য করিবেন সংপ্রতি যে চুপ করিয়া রহিয়াছেন তাহার কারণ এই যে যদিও ইহাঁরদের মনের মধ্যে পুরাণাদির লিখিত বহুতর বিষয়ে অবিশ্বাস হইয়াছে তথাপি সকলে হঠাৎ কোন কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন না কেননা পূর্ব্বরীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয়ের নাম লইতেই তাঁহারা স্বস্ব পরিবারস্থ প্রাচীন লোকের দ্বারা মহান্ বাধা পান এবং রাজার দ্বারাও এমত বিশেষ শক্তি পান নাই যে পরিবারের বা জ্ঞাতি কুটুম্বের বাধাকেও তুচ্ছ করিতে পারেন সুতরাং জানিয়া

শুনিয়াও তাঁহাদের জড়সড় হইয়া থাকিতে হইয়াছে কিন্তু সময় পাইলে যে তাঁহারা স্ব স্ব মানস প্রকাশ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই সংপ্রতি এই যে এক রাজাজ্ঞা হইয়াছে যে কেহ পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও পৈতৃকবিষয়ে অনধিকারী হইবে না ইহা এক মহান্ মঙ্গলের চিহ্ন এইরূপ বিবাহের আদান প্রদানবিষয়ে যদ্যপি কোন এক সুপথ হয় তবেই কেহ কাহারও বাধা শুনিবেক না নতুবা অনেকেই ভীত আছেন যে যদ্যপি প্রকাশরূপে পূর্ব্বের ব্যবহারাতিরিক্ত আধুনিক ব্যবহার করেন তবে বিবাহ করিতে পারিবেন না অথবা কন্যা পুত্রের বিবাহদেওনে সজাতীয়ের ঘর পাওয়া ভার হইবেক যাহা হউক বুদ্ধিশালি পুরুষেরা আপন২ সুপথ চিন্তা অবশ্য করিবেন কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে অন্ধকারে রহিয়াছেন ইহা দূরহওনের কোন সুযোগ হঠাৎ দেখা যাইতেছে না কেননা পুরুষের ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা অন্তঃপুরের ভিতরে গৃহ মার্জনাদি কর্ম্মে আবৃত থাকেন সুতরাং জ্ঞানি লোকের সহিত আলাপাদিও হয় না এবং বর্ণপরিচয়ও নাই যে শাস্ত্র পড়িয়া মনের অন্ধকার ঘুচাইতে পারেন যদি বা এই নগরের ও তৎপার্শ্বস্থ কএক গ্রামের স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানের উপলক্ষে বাহির হন বটে কিন্তু সে বাহিরহওয়া তাঁহারদের কোন উপকারের নহে যেহেতুক ভাগ্যবন্ত লোকের স্ত্রীলোকেরা প্রায় রাত্রি থাকিতেই গঙ্গাস্নানে যান তাহাতে গঙ্গার ঘাটে বা রাস্তাতে অনেক জ্ঞানি পুরুষ থাকেন বটে কিন্তু তাঁহারদের সহিত কোন আলাপাদি হয় না এবং যাঁহারা দিবাভাগেও গঙ্গা-স্নানে যান তাঁহারাও কোন জ্ঞানির সহিত বিশেষালাপাদি করেন না কেবল ঘাটের এবং নৌকায় গমনশীল দেশ বিদেশীয় পুরুষেরদের সাক্ষাতে গঙ্গায় সর্ব্বাঙ্গ দেখাইয়া যান গঙ্গাস্নানে যে শত সহস্র পুরুষের সাক্ষাতে স্ত্রীলোকেরা দর্শনাবগাহন করেন তাহাতে এতদ্দেশীয় পুরুষেরদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু বিদ্যাবতী হইতেই নানাপ্রকারে বিবাদী হন এই অবিবেচনীয় ব্যবহারে স্ত্রীলোকেরদের দুঃখ স্মরণ করিতে আমরা খেদিত হই ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১০ মে ১৮৩৪। ২৯ বৈশাখ ১২৪১)

স্ত্রীর বিদ্যা শিক্ষা।—...এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের মনে অত্যন্ত ভ্রম চলিতেছে অদ্য-পর্য্যন্ত সেই ভ্রম ভ্রম হয় নাই বোধ করিয়া আপনকার সম্বাদপত্রের দ্বারা আমি সকল শাস্ত্রিরদিগকে এইক্ষণে কহিতেছি যাহাতে স্পষ্ট অথবা অর্থাপত্তিক্রমে স্ত্রীরদের লিখন পঠনকরণ নিষেধ ছিল এমত এক বচন তাঁহারা যদি সমর্থ হন তবে তাবদ্ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন গ্রন্থহইতে বাহির করুন। স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাসনিষেধক এমত কোন প্রমাণই তাঁহারা দিতে পারিবেন না কিন্তু স্ত্রীর বিদ্যাধ্যয়নাদিবিষয়ক যে অনুমতি আছে তাহা আমি নীচে লিখিত কএক বিবরণের দ্বারা প্রমাণ দিতেছি।

১। মহাদেবের পত্নী পার্ব্বতী সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কুমারসম্ভব।

২। নলরাজার স্ত্রী দময়ন্তী লিখন পঠন করিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ নৈষধ গ্রন্থ।

৩। রুক্মিণী স্বীয় বিবাহার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে স্বহস্তেই পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ঐ পত্রেতে তাঁহার বুদ্ধি ও স্ত্রীস্বভাব লজ্জার বিষয় অতিপ্রশংস্য বোধ হয় যদ্যপি তিনি লেখা পড়া না জানিতেন তবে কি প্রকারে পত্র লিখিতেন তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত।

৪। ভবভূতি লিখিয়াছেন যে বাল্মীকি আত্রেয়ী স্ত্রীকে এবং রামের পুত্রকে বেদান্ত অধ্যাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ রামায়ণ।

পুরাণহইতে এমত অসংখ্যক প্রমাণ আমি দিতে পারি কিন্তু তাহা না দিয়া আধুনিক কএক প্রমাণ দিতেছি।

শাস্ত্রিরদের মধ্যে অনেকেই শীলা ও বীজা ও বীচিকা ও মরিকা কাব্য অবগত থাকিবেন। তদ্বিষয়ে আধুনিক এক ব্যক্তি কবি লিখিয়াছেন যে শীলা ও বীজা ও বীচিকা ও মরিকা এবং অন্যান্য স্ত্রীরাও উত্তম কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্যোতিজ্ঞ মাত্রই ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতীকে অবগত আছেন। তৎকর্তৃক রচিত মহাগ্রন্থের মধ্যে যত প্রশ্ন আছে সে সকলই লীলাবতীর প্রতি হয় এবং ধারাবাহিক এমত জনশ্রুতি আছে যে ঐ বিদ্যাবতী লীলাবতী কন্যা পিতৃকর্তৃক গণিত গ্রন্থ রচনা সময়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

অস্মৎকালেও সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে যে অতিমান্য শিষ্ট বিশিষ্ট স্ত্রীগণও সংস্কৃত লিখন পঠনাদি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন এবং যদ্যপি এমত স্ত্রী লোকের সংখ্যা অল্প হয় তথাপি তাহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে যে স্ত্রী লোকের মনেতেও বিদ্যা বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে নির্লজ্জা হইবে এমত নহে বরং তাহাতে সাত্বিকী ও সাধ্বী হইতে পারে। এবং উপরিউক্ত যে সকল প্রমাণ দর্শিত হইল তাহাতে শাস্ত্রের কোন স্থানেই স্ত্রী লোকের বিদ্যা শিক্ষাতে নিষেধ নাই দেখা যাইতেছে। কস্যচিৎ হিন্দোঃ। দক্ষিণ দেশ ৬ আপ্রিল।

(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক সমীপেষু।—আপনকার ১১৮১ সংখ্যক দর্পণে কস্যচিৎ চুঁচুড়া নিবাসি গুপ্ত নামধারি ব্রাহ্মণস্য ইতিস্বাক্ষরিত এক অদ্ভুত পত্র প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে থাকাতে তাহা পাঠ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল এইক্ষণে দৃষ্ট মাত্রই লেখকের ভ্রান্তি শান্ত্যর্থে যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম সুধীর মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন। লেখক মহাশয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস না হওয়াতে আন্তরিক খেদিত আছেন। সম্পাদক মহাশয়গো লেখক মহাশয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস নাহওয়াতে দেশীয় সৌষ্ঠবের বিলম্ব হইতেছে লিখিয়াছেন। হায় কি অপূর্ব্ব কথা অঙ্গনারা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে কিসে উপকার দর্শিত তাহা আমার বোধগম্য হয় না যেহেতুক স্ত্রীলোককে সর্ব্বশাস্ত্রেই অবিশ্বাসী ও খল কহিয়াছেন তাহার এক প্রমাণ। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। ইহাতে লেখক মহাশয় এইক্ষণে দেশের সৌষ্ঠব হওনে স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসের উপরই নির্ভর করিয়াছেন ইহা কেবল তাঁহার অপূর্ব্ব বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা মাত্র তিনি কি আশ্চর্য্য দেশহিতৈষী যে দেশের মঙ্গলার্থ স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস অসম্ভবও সম্ভবজ্ঞান করিয়াছেন। আর লেখেন স্ত্রীলোকেরা মূর্খ

প্রযুক্তই ঘরেপরে বিবাদ জন্মাইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায়।...আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি অনেক জমীদারের ঘরে স্ত্রীরা অতি বিদুষী ও বিজ্ঞা আছেন কিন্তু এইক্ষণে সেই সকল ঘরেই অধিকন্তু স্ত্রী বিবাদ উপস্থিতে সহোদর ভ্রাতা ইত্যাদি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিচ্ছেদ জন্মাইয়া নানা স্থানী করিতেছে। লেখক আরো লেখেন যে স্ত্রীরা বিদ্যা বুদ্ধিহীন প্রযুক্ত পুরুষেরা তাঁহারদের সংসর্গে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। হায় লেখক কি গূঢ় কথা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি কি ইহা জানেন না যে স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী শাস্ত্রে কহে। অপর স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসে বরং মন্দ-ফল জন্মে। যথা গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়। এপক্ষে আরো অনেক২ প্রমাণ আছে বিশেষতঃ স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাসে যে অনিষ্ট স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে তাহা লিখিতেছি। উত্তম মধ্যম অধম সর্ব্বপ্রকার লোকেরই সম্ভ্রম স্ত্রীর ব্যবহারানুসারে সর্ব্ব লোকই বালিকারদিগকে স্নানে গমন ইত্যাদি আবশ্যক কর্ম্মে কখন একা ঘরহইতে বাহিরে যাইতে দেন না সর্ব্বদা সংগোপনে সাবধানে রাখেন। এ অবস্থাতে তাহারা কিরূপে নানা লোকের সহিত পদব্রজে পাঠশালায় গিয়া পাঠ করিবে এবং স্ত্রীরা বাহিরে গেলেই তদ্দৃষ্টে অশিষ্ট দুষ্ট পুরুষেরদের লোভ জন্মিয়া থাকে এবং সময়ানুসারে কোন কৌশলে ছলে কৌতুকীয় নানা কুবচনও বলিয়া থাকে। অতএব অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া। ইহাতে কি প্রকারে তাহারদিগকে পাঠশালায় পাঠাইয়া সুস্থির থাকিবেন। যদি ধনি ব্যক্তিরা যানবাহনে স্বচ্ছন্দে পাঠাইতে পারেন তাহাতে বক্তব্য যে এসকল কেবল ধনবান মহাশয়েরদের পক্ষেই সম্ভব কিন্তু পাঠশালায় শিক্ষক পুরুষব্যতিরেকে স্ত্রী নিযুক্তা হয় না যেহেতু এতদ্দেশে স্ত্রী সুপণ্ডিতা প্রায় নাই এবং পুরুষেরা অতি ধার্ম্মিক হইলেও বল-বানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি এবং ঘৃতকুম্ভ সমানারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্ ইত্যাদি প্রমাণে এবং লৌকিক ব্যবহারে পরস্ত্রী পর পুরুষের একত্র অবস্থান দূরে থাকুক মনুর বচন গুরুপত্নী প্রভৃতি যুবতি হইলে শিষ্য তাঁহার পাদস্পর্শ করিবে না এবং মাতা ভগিনী কন্যা যুবতি হইলে একত্র নির্জনে তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থান করিবে না। পুরুষের মন অতিমত্ত এবং স্ত্রীরও তাদৃশ যথা সুবেশং পুরুষং দৃষ্টা ভ্রাতরং যদিবা সুতং ইত্যাদি প্রমাণ আছে। অতএব পুরুষের নিকটে স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব।

কৈলাসচন্দ্র সেন মুর্শিদাবাদ

(১৬ জুন ১৮৩৮। ৩ আষাঢ় ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—...অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক বিশিষ্ট শিষ্ট মহামহিম মহাশয়েরা যাহারা স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে দোষ অভাবেও দোষাবধারণ করিয়া স্ব২ পরিবারদিগকে শিক্ষা না দিয়া তাহারদিগের ঐ মনুষ্যদেহে স্বচ্ছন্দে পশুত্ব প্রদান করিতেছেন আমি অকুতোভয়ে কহিতেছি যে তাঁহারা অত্যন্তানভিনিবেশবশতঃ বা বিশেষ তথ্যানুসন্ধান বিরহে শুদ্ধ সন্দেহ পাশে বদ্ধ হইয়া মাত্র তাহারদিগকে শিক্ষা না দিয়া যাবজ্জীবন জন্য দুঃখিনী করিতেছেন যেহেতুক অজ্ঞানতাবশতই স্ত্রীগণ অনুক্ষণ দুষ্কর্ম্মে

রতা হইয়া দুঃখ পায় অতএব অবিদ্যাই তাহারদিগের দুঃখের প্রতি কারণ। বিচক্ষণ পত্রপ্রেরক [কৈলাসচন্দ্র সেন] লেখেন যে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যোপার্জনে বরং মন্দফলই জন্মে যথা গুণ হয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়। উত্তর শাস্ত্র বিদ্যা যে অসৎ ফলার্পিকা ইহা এক নূতন বার্ত্তা কেন না বিদ্যা যে জ্ঞান ইহা কখন অজ্ঞান জনিকা বা মন্দ ফলার্পিকা নহেন যথা বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাং পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখং। অতএব বিদ্যোপার্জনে এই সকল অর্জ্জন হয় বিদ্যার অভাবে ইহারদিগের অভাব হইলে সুতরাং নানা মন্দ ফল দর্শে বিদ্যাবতী বিদ্যার বিদ্যা গুণ হইয়া যে দোষ হইয়াছিল হইয়া অস্বীকর্ত্তব্য দুষ ধাতুর গুণ হইয়াই দোষ হইয়াছে তবে উক্তস্থলে ইহা প্রয়োগের কারণ কেবল রচনার শোভার্থে বস্তুতঃ এক প্রকার অনন্বয় ইহাই স্বীকার করিলে এস্থলে বিবাদ বিরহ কেন না বিদ্যা সুন্দরের ইতিহাস দ্রষ্টা বিচক্ষণ পাঠক মহাশয়েরা যদি ঐ উভয়ের সংমেলনের প্রতি সূক্ষ্ম বিবেচনা করেন তবে বিদ্যার বিদ্যায় যে গুণ হইয়া দোষ হইয়াছিল কদাচ এমত বোধ হইবেক না তবে অপবাদ প্রভৃতি দেবীর লীলার কারণ মাত্র অতএব বিদ্যার দ্বারা অর্জিত গুণ কদাপি অগুণ কারক নহে। দর্পণ সম্পাদক মহাশয় স্ত্রী লোকদিগের বিদ্যাধ্যয়নে শাস্ত্রে কোন নিষেধ নাই বরং নীতি শাস্ত্রে স্পষ্ট অনুমতি আছে যথা কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়েতি যত্নত ইত্যাদি অর্থাৎ কন্যাকে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক। আর যদি স্ত্রী লোকদিগের বিদ্যাধ্যয়নে কস্যচিন্মতে কোন দোষালেখ থাকিত তবে পূর্ব্বকার সাধ্বী স্ত্রীরা কদাচ অধ্যয়ন করিতেন না দেখুন মৈত্রেয়ী শকুন্তলা অনুসূয়া বাহুবটকন্যা দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী মালতী কর্ণাট রাজাঙ্গনা খনা এবং লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী প্রভৃতি নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তচ্ছাস্ত্রের পারদর্শিতা রূপে বিখ্যাতা ছিলেন অতএব আমি পত্র-প্রেরককে জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কি তাঁহারদের ধর্ম্ম নষ্ট না অখ্যাতি হইয়াছিল বরং তাঁহারদের সুখ্যাতিই চির জীবিনী হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় উক্ত স্ত্রীদিগের প্রত্যেকের অপূর্ব্বানির্ব্বচনীয়া বিদ্যা বুদ্ধির প্রমাণ সমূহ দেদীপ্যমান আছে আবশ্যক হইলে প্রকাশ হইবেক যদি পত্রপ্রেরক ঐ স্ত্রীরা দেবাংশে জাতা বলিয়া আপত্তির উৎপত্তি করেন তবে আমি এই কহিতেছি যে একালে রাণীভবানী হঠী বিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি অনেক স্ত্রীরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং অনেকেই করিতেছেন তাহাতে তাহারদের প্রতি কি দোষ স্পর্শিয়াছে বা স্পর্শিতেছে অতএব পূর্ব্বাবধি এপর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের যে বিদ্যাধ্যয়ন প্রথা প্রচলিতা আছে এবং তাহাতে দোষাভাব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যাহাহউক পত্রপ্রেরক সন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তদনন্তর লেখেন যে উত্তম মধ্যম অধম সর্ব্বপ্রকার লোকেরই সম্ভ্রম স্ত্রীগণের ব্যবহারানুসারে তেষাং তাবল্লোকেই স্ব২ বালিকারদিগকে ও আবশ্যক কর্ম্মার্থে বহির্গমন করিতে দেন না এতাবতা এতদবস্থায় তাহারা কিরূপে পদব্রজে পাঠশালায় গিয়া শিক্ষা করিবেক যদ্ধেতুক তদ্দৃষ্টে অশিষ্ট অর্থাৎ পারস্ত্রৈণেয় জনগণ তত্তল্লোলুপ হইয়া বিদ্রূপাদি করিবেক। উত্তর ভদ্র লোকের এক পক্ষে মান সম্ভ্রম স্ত্রীদিগের ব্যবহারানুসারে এ কথা মান্য বটে কিন্তু এই ভদ্র কর্ম্মের উপস্থিত হইলেই যে ভদ্র লোকের বালিকারা পাঠশালায় গিয়া পাঠ করিবেন

যদি পত্রপ্রেরক এমত ভাবিয়া থাকেন তবে অবশ্যই তাঁহার বুদ্ধির চাঞ্চল্য স্বীকার করিতে হইবেক তবে যেমতে তাঁহারদের শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা অস্মদ্বিবেচনায় এই বোধ হইতেছে প্রথমতঃ স্থানে২ পাঠশালা স্থাপন করত তাহাতে এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত শিক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিয়া এই অনুমতি করা যায় যে তাহাতে কেবল এতদ্দেশীয় সামান্য লোকের বালিকারা অর্থাৎ যাহারা স্বচ্ছন্দে বাহিরে গমনাগমন করিয়া থাকে তাহারদিগকে মাত্র শিক্ষা দেওয়া যায় ইহার তত্ত্বাবধারণার্থে কেবল ইংলণ্ডীয় বিবিরা নিযুক্তা থাকেন ঐ বালিকারা যাবৎ বয়স্থা না হয় তাবৎ-পর্য্যন্ত তাহারদিগকে ঐ বিদ্যালয়ে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যেহেতুক বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাবনা নহে বরং জ্ঞান প্রাপ্তির অপেক্ষা বটে যথা বাল্যে শিক্ষিত বিদ্যানাং সংস্কারঃ সুদৃঢ়ো ভবেৎ যদি পত্রপ্রেরক আরো কহেন যে স্ত্রীজাতির বিদ্যা হইবার সম্ভাবনা কি উত্তর অসম্ভবনাভাব যেহেতুক নীতিশাস্ত্রে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী বুদ্ধি অধিক জ্ঞাপন করিয়াছেন যথা আহারো দ্বিগুণশ্চৈব বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা ইত্যাদি। অতএব আমি বলি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক শ্রম ও অল্পে বিদ্যোপার্জন করিতে পারেন যাহাহউক কিয়ৎ কালপর্য্যন্ত ঐ বালিকারা এইপ্রকারে সুশিক্ষিতা হইলে তাহারাই ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া তাঁহারদিগের পরিজনকে শিক্ষা দিতে সমর্থা হইবেক তাহাতে প্রত্যেক বাটীর মধ্যে যদি একজন স্ত্রীলোক নানাপ্রকার পুস্তকাদি দর্শনে ও পরস্পর আলোচনা কারণ বিদ্যাবতী হন তবে বোধ করি যে তত্তদ্বাটীর তাবদজ্ঞ নারীরাই তৎ কর্ত্তৃক শিক্ষিতা হইতে পারিবেন তাহাতে কিছুকাল এই রূপ হইলে বহু-সংখ্যক স্ত্রীলোক সুশিক্ষিতা হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য অজ্ঞানরূপ ঘোর তিমিরাচ্ছন্না অবলারা প্রবোধচন্দ্রোদয়ে জ্ঞানালোকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক ইহা আপনকার পত্রপ্রেরক যদি একবার ভ্রম সিন্ধুহইতে মাথা তুলিয়া বিবেচনা করেন তবেই বুঝিতে পারিবেন এত ভাবনার বিষয় কি ·· ইতি। লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্য উন বিংশতি দিনজা হুগলি।

বঙ্গবালাহিতৈষি কেষাংচিৎ হুগলি নিবাসিনাং।

পুং নিং। মহাশয় ২১ ফালগুণের ১১৮১ সংখ্যার দর্পণে প্রতিবাসি চুঁচুড়া নিবাসি ব্রাহ্মণ পত্রপ্রেরক মহাশয়ের মতের স্থূলার্থের সহিত আমি নিতান্ত ঐক্য ফলতঃ এই স্ত্রী শিক্ষা যেরূপে দেওন কর্ত্তব্যা তাহাতে তিনি যে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে আমি নিতান্ত অসম্মত যেহেতুক তাঁহার মানস যে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিতা পাঠশালায় আসিয়া ভদ্রলোকের বালিকারা শিক্ষা করেন কিন্তু ইহা অসম্ভব যেহেতুক যাহারা বাহিরে গমন দূরে থাকুক বরং পরপুরুষাননাবলোকনাশঙ্কায় সতত পটাবগুণ্ঠন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে বাস করেন তাঁহারা কিমতে ঐ পাঠশালায় আসিয়া পাঠ করিবেন আমি বোধ করি এরূপে স্ত্রীশিক্ষার চেষ্টা পাইলে ইহার উপষ্টম্ভ হওয়া সুদূরে দূর হউক বরং অনেকেই আশু ঐ আশাকে হৃদয়ে যে বাসা দিয়াছেন তাহাও চঞ্চল-চিত্তে চূর্ণায়মানা করিবেক···ইতি।

পুস্তকালয়

(১৪ নভেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়।—গত শনিবারে কলিকাতার টৌনহালে নূতন পুস্তকালয় পক্ষীয় মহাশয়েরা সভাস্থ হইলেন। তাহাতে ঐ পুস্তকালয় সুনিয়মপূর্ব্বকই স্থাপিত হয় এবং পূর্ব্বকার প্রবিসনল কমিটির পরিবর্ত্তে ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ মনোনীত হইলে পুস্তকালয় স্থাপন ও তৎকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ক ধারা নিরূপণকরণের ভার সাত জনের হস্তে অর্পিত হয়। এবং আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে উক্ত পুস্তকালয়ের ৬০ জন অধ্যক্ষ স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং বোধ হয় যে আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে ঐ পুস্তকালয়ের কার্য্যারম্ভ হইলে তাহার তাবৎ বিষয়ই সুধারামত চলিবে। শেষ বৈঠকে গ্রাহ্য যে সকল প্রস্তাব কলিকাতার সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা পাঠক মহাশয়েরদের গোচরার্থ প্রকাশ করিলাম।

১৮৩৫ সালের ৭ নবেম্বর শনিবারে টৌনহালে সাধারণ সভাতে যে প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল তাহা এই।

প্রথম। নিশ্চয় হইল যে গত ৩১ আগস্ত তারিখে যে সভা হয় সেই সভাতে মনোনীত প্রস্তাবানুসারে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করা উচিত যেহেতুক তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণেরই অনুরাগ জন্মিয়াছে।

দ্বিতীয়। নিশ্চয় করা গেল যে প্রথমে কমিটিকর্ত্তৃক উপযুক্ত বেতনেতে এক জন নায়েব পুস্তকরক্ষক নিযুক্ত হন এবং আবশ্যক হইলে আরো এক জনকে নিযুক্ত করণের ক্ষমতা তাঁহারদের থাকে।

তৃতীয়। প্রবিসনল কমিটির রিপোর্টের যে সকল পরামর্শ এইক্ষণে পাঠ হইল তাহা এবং উক্ত সংশোধিত নিয়ম এই বৈঠকে গ্রাহ্য হয়।

চতুর্থ। এই পুস্তকালয়ের কার্য্য সকল ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষেরদের হস্তে অর্পণ করা যায় এবং তাঁহারা অংশিরদের এবং যে প্রথম শ্রেণির স্বাক্ষরকারিরা এক বৎসরঅবধি স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদের দ্বারা প্রতি বৎসরে ফেব্রুআরি মাসের বার্ষিক বৈঠকে মনোনীত হইবেন। এবং যাঁহারা অধ্যক্ষ হইবেন তাঁহারা ইশতেহারের দ্বারা বৈঠকে অংশিদিগকে আগমনার্থ আহ্বান করিবেন।

পঞ্চম। ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত পুস্তক সংগ্রহ ও বিতরণ করিতে এবং পুস্তকালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যবিষয়ে নিয়ম করিবেন এবং এই বৈঠকে যে মূল বিধান স্থির হইয়াছে তদনুসারে ঐ পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন। এবং আগামি ফেব্রুআরি মাসের সাধারণ বৈঠকের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণ লোকের বিজ্ঞাপনার্থ ঐ বিধান প্রকাশ করিবেন। এবং তাঁহারা গ্রন্থরক্ষক এক জন নিযুক্ত করিবেন ও যাহাতে ঐ পুস্তকালয়ের কার্য্য আগামি ১ দিসেম্বর তারিখে আরম্ভ হয় এমত উচিত ব্যক্তিরদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

ষষ্ঠ। ঐ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষেরা এককালে এই সোসৈটির হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিতে চাহিলে তাহার বিবরণ এক সপ্তাহপর্য্যন্ত মেজের উপরি রাখণের পর তাহা ব্যয় করিতে পারেন।

সপ্তম। অধ্যক্ষেরদের কার্য্যসকল এক গ্রন্থের মধ্যে লেখা যাইবে এবং ঐ গ্রন্থ অংশি ও স্বাক্ষরকারিরদের দর্শনার্থ মেজের উপরি নিত্যই থাকিবে।

অষ্টম। এইক্ষণে যে নিয়ম প্রকাশ হইল তাহা এই সমাজের মূলবিধানের ন্যায় গণ্য হইবে এবং কেবল বার্ষিক সাধারণ বৈঠকে তাহার মতান্তর হইতে পারিবে অথবা তাহা মতান্তর-করণার্থ সাত দিন পূর্ব্বে কলিকাতার এক বা তদধিক দৈনিক সম্বাদপত্রের দ্বারা ইশ্‌তেহার দেওয়া গেলে এবং ঐ ইশ্‌তেহারে প্রস্তাবিত মতান্তরের ভাব প্রকাশ হইলে পর কোন মতান্তরকরণ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

নবম। অধ্যক্ষ সাহেবেরা উচিত যে কোন সময়ে অষ্টম ধারাতে যে বিজ্ঞাপনের বিষয় লিখিত আছে সেইমত বিজ্ঞাপনকরণের পর এক বিশেষ বৈঠক করিতে পারেন এবং যদ্যপি কোন পাঁচ জন অংশী অথবা কোন দশ জন অংশী এবং এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রথম সংপ্রদায়ের স্বাক্ষর-কারিরদের মধ্যে দশ জন আজ্ঞা করিলে এক মাসের মধ্যে ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা এক বিশেষ বৈঠক করিবেন এবং ঐ আজ্ঞাপত্রের দ্বারা ঐ বৈঠককরণের তাৎপর্য্য লিখিতে হইবে এবং ঐ আজ্ঞা প্রাপণের পর যদ্যপি দুই সপ্তাহের মধ্যে অধ্যক্ষেরা বৈঠকহওনবিষয়ে এত্তেলা না দেন তবে কোন তিন জন অংশী ঐ সাত দিবসের এত্তেলা দিলে পর তদ্রূপ এক বৈঠক আপনারাই করিতে পারেন।

দশম। নীচে লিখিতব্য সাহেব লোকেরা প্রথম সাধারণ বৈঠকপর্য্যন্ত অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব।
শ্রীযুত চার্লস কামরণ সাহেব।
শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব।
শ্রীযুত পার্কর সাহেব।
শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব।
শ্রীযুত মার্স্মন সাহেব।
শ্রীযুত কলবিন সাহেব।

একাদশ। আগামি সাধারণ বৈঠকপর্য্যন্ত শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব সংপ্রতি এই সমাজের সম্ভ্রান্ত সেক্রেটরীর কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

দ্বাদশ। বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অতিবদান্যতাপূর্ব্বক ফোর্ট উলিয়ম কালেজের গ্রন্থসকল এই সমাজে অর্পণ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত অধ্যক্ষ সাহেবেরা ঐ শ্রীলশ্রীযুত সাহেবের নিকটে সামাজিক তাবল্লোকের অতিবাধ্যতা স্বীকার করিবেন।

ত্রয়োদশ। যে সাধারণ ব্যক্তিরা পুস্তক দানের দ্বারা অথবা অন্য কোনপ্রকারে এই পুস্তকালয়ের উপকার করিয়াছেন তাঁহারদের নিকটে এই বৈঠকে বাধ্যতা স্বীকার করা যাইবে।

চতুর্দ্দশ। প্রবিজনল কমিটির সাহেবেরা রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে এবং এই সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনার্থ পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুতকরণে যে উদ্যোগ ও বিজ্ঞতা ও বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত এই বৈঠকে তাঁহারদের নিকটে বাধ্যতা স্বীকর্ত্তব্য।

জে পি গ্রাণ্ট সভাপতি। কলিকাতা ১০ নবেম্বর।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩)

মেটকাফ পুস্তকালয়।—কলিকাতা শহরে মেটকাফনামক পুস্তকালয়ের অট্টালিকা গ্রন্থনার্থ নক্সা প্রস্তুত করিতে ও তাহার বরাওর্দের ফর্দ দিতে মিস্ত্রিরদিগকে আহ্বান করা গিয়াছে ঐ অট্টালিকা একতালা হইবেক এবং তাহা বারিকের নিজ সম্মুখে লাল দীঘির ধারে গ্রথিত হইবেক। ঐ বরাওর্দের ফর্দ্দ এমত করিতে হইবেক যে তাহাতে ১৫০০০ টাকার অধিক ব্যয় না হয়।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাল্গুন ১২৪৫)

কলিকাতাস্থ পুস্তকালয়।—সম্বাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ কতিপয় বিশিষ্ট ধনি মহাশয়েরা স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ সাধারণ এক পুস্তকালয় স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তন্নিমিত্ত সহস্র গ্রন্থ সংগ্রহ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদনার্থ ইমারৎ করণের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করণের অপেক্ষা মাত্র আছে।

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

কলিকাতা মহানগরী মধ্যে বঙ্গ দেশীয় জনপদ সন্নিধি এতদ্দেশীয় মনুষ্যের উপকারার্থে ইতিমধ্যে এক সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন হইবেক এতৎ শ্রবণে পাঠকবর্গ সন্তোষযুক্ত হইবেন এইক্ষণে আমরা ঐ পুস্তকালয়ের পরসপেকটর প্রকাশ করিতেছি কেননা আমারদিগের দেশস্থ যে সমস্ত লোকেরা এ বিষয়ের ব্যওরা জ্ঞাত নহেন তাহারদিগের জ্ঞাতকারণ লিখিতেছি। পরন্তু ঐ পুস্তকালয় সংস্থাপনের বন্ধু ও কর্ত্তাসকল তাহারা সদ্বিবেচনা নিমিত্ত এক সভা করেন আমরা তাহারদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তাহার কারণ ঐ যে কোন বিদ্যালয় অথবা পুস্তকালয় সাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে কদাপি চিরস্থায়ি হয় এমত বোধ নহে। জ্ঞানান্বেষণ।

(২৯ জুন ১৮৩৯। ১৬ আষাঢ় ১২৪৬)

আমারদিগের এতদ্দেশীয় সাধারণের ব্যবহার করণার্থ যে এক পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গরা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন কিন্তু আমরা তাঁহারদিগকে অবগত করণার্থ বাঞ্ছা করিয়া বলি যে এইক্ষণে ঐ পুস্তকালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক চাঁদা হইয়া

অনেক আপাততঃ দান ও বার্ষিক মাসে২ দান করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই পুস্তকালয়ে এইক্ষণে ১৮০০ সংখ্যক পুস্তক আছে এবং যে মুদ্রা সংস্থাপিত হইয়াছে তদ্দারা ক্রমশ ইহার পুস্তকাদি বৃদ্ধি হইবে প্রাতঃকালিক বিদ্যালয় তাহারদিগের ইচ্ছায় প্রথম সংস্থাপিত হয় অতএব ইহা আমারদিগের পাঠকবর্গের আহ্লাদার্থ হইবে এবং উত্তম সময়ের লক্ষণ বটে কারণ এতদ্দেশীয়দিগের পুস্তকালয় সংস্থাপন দ্বারা সুধারা করণের যে ইচ্ছা তাহা এইক্ষণে হইয়াছে ১৮৩৩ সালে এই প্রকার এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু তৎ সময়ে দ্বাদশ জনও সাহায্য করেন নাই। এইক্ষণে এতদ্বিষয়ে অধিক সাহায্য সংদর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি অনুমান করি বিজ্ঞ সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এতদ্বিষয়ে উৎসাহী হইবেন।…জ্ঞানাং

পণ্ডিতদের কথা

(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০। ১১ পৌষ ১২৩৭)

…ত্রিবেণীনিবাসি ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এবং ধর্ম্মদবহির্গাছি নিবাসি নবদ্বীপের রাজগুরু ভট্টাচার্য্য ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ও গুপ্তপল্লীনিবাসি ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার চতুর্ভুজন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের পিতামহ কলিকাতানিবাসি ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ইঁহারদিগকে পূর্ব্বের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেরা বিলক্ষণরূপে সুপণ্ডিত বিবেচক জানিয়া মহামান্য করিতেন সেই সকল এবং তত্তুল্য বা ন্যূনাধিক তাবৎ পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে কুলীনকে কন্যাদান করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি তৎসন্তানেরা করিতেছেন যদি কুলীনের কোন দোষ থাকিত তবে তাঁহারাই যথাশাস্ত্র লিখিয়া রহিতের প্রার্থনা করিতেন…। [সমাচার চন্দ্রিকা]

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৬ ভাদ্র ১২৩৮)

শুনা গেল যে মোকাম আহিরিটোলার ৺ কাশীনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের…।

(১৭ মার্চ ১৮৩২। ৬ চৈত্র ১২৩৮)

প্রেরিতপত্র।—…যশোহর জিলার বিষয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কারণ তথাকার পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তুল্য বুদ্ধিজীবি ও কৃতি মনুষ্য প্রায় পাওয়া দুর্লভ। সে ব্যক্তি ঋণগ্রস্থবিষয়ে ঐ কর্ম্ম [প্রধান সদর আমীনী] প্রাপ্ত হইল না। এ কি চমৎকার ব্যাপার। ঐ পণ্ডিত মহাশয় বিংশতি বৎসরের অধিককালাবধি ঐ আদালতের কর্ম্ম সুচারু বিচারমতে নির্ব্বাহ করেন। তেঁহ অদ্যাপি দেনদার ইহাতে কি নিমিত্ত বিবেচনা না হইল যে ঐ মহাশয় অবৈহিত ধন ও উৎকোচ গ্রহণের স্পৃহা কখন করেন নাই যৎকর্তৃক ঋণগ্রস্থহওনের কারণ। আর যদিস্যাৎ ঋণ হইলে রাজকর্ম্মে অযোগ্য হয় তবে কিপ্রকার মহা২ ঋণী ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়রা স্থানে২ প্রধান২ আদালতের কর্ম্ম সুখ্যাতিরূপে নিষ্পন্ন করিতেছেন।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬ । ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

·· কোন্নগরবাসি প্রধানাধ্যাপক শ্রীযুত রাজচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য··· । ··· নৈহাটীর শ্রীযুত রামকমল ন্যায়রত্ন··· ।

(৮ জুন ১৮৩৯ । ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

···পরম্পরা শুনিতেছি যে সুখসাগরের মুন্সেফ শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য লোভ ও পক্ষপাত ও হিংসা দ্বেষ ও মাৎসর্য্য শূন্য হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজাবর্গের বিবাদ ভঞ্জন দ্বারা তাহারদিগের সন্তোষ জন্মাইতেছেন তাহাতে তদ্দেশবাসি আপামর সাধারণ লোক উক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রীত আছে ঐ মুন্সেফ ২০ বৎসরপর্য্যন্ত স্কুল ও স্কুলবুক সোসাইটির সপ্রেণ্টণ্ডেন্টী কার্য্য নিরপরাধে সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়া তদুভয় সভায় সেক্রেটরি ও মেম্বর ও প্রসিডেণ্ট প্রভৃতি অনেক মহামহিম সাহেব লোকের সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন সংপ্রতিও তাদৃশ প্রজা রঞ্জন ও শুদ্ধ লিখনাদি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন অতএব এব্যক্তির যথার্থ বিবরণ আমারদিগের লিখা আবশ্যক কারণ প্রথমতঃ সকলেই উক্ত মুন্সেফের সচ্চরিত্র জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন ইহাতে দেশের হিত হইবার সম্ভাবনা দ্বিতীয় দেশাধিপতি ইহা জ্ঞাত হইলে এদেশীয় প্রাড্‌বিবাক-বর্গের প্রতি বিশ্বাস করিবেন ।

১৮৩২-৩৩ সনে কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটির অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে বিদায় দিবার প্রস্তাব হয়। গৌরমোহনের কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করিয়া সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষের কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পণ্ডিতের প্রতি কমিটির একটা কর্ত্তব্য আছে : বিদায় দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যেন অন্যত্র একটি চাকরি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হয়। বোধ হয় এইরূপ প্রস্তাবের ফলেই গৌরমোহন কিছু দিন পরে সুখসাগরের মুন্সেফ নিযুক্ত হন ।

গৌরমোহন 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' (১৮২২ সন) ও 'কবিতামৃতকূপ' (১৮২৬ সন) পুস্তিকাদ্বয়ের রচয়িতা । প্রথমখানির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ১৩৪১ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় পুস্তকখানি "সৎপদ্যরত্নাকর হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত" । ইহার এক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি ।

কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ৫ম রিপোর্টে গৌরমোহনের আর একখানি পুস্তক যন্ত্রস্থ হইবার সংবাদ আছে ("Gourmohan's Shunscrit Grammer in Bengali, in the Press.")

(২৬ নভেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

পাদরি পিয়েরসন ।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে চুঁচড়ার পাদরি জি ডি পিয়েরসন সাহেব ৮ নবেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃকালে পরলোক গমন করিয়াছেন সেই দিবসের বৈকালেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছে তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডে গমন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং অত্যল্প দিনে যাইবেন এই মত কল্প ছিল পিয়েরসন সাহেবের মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয়েরা যৎপরোনাস্তি খেদ করিতেছেন এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য তিনি নিতান্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং বালকেরদের পাঠজন্য তাঁহারকর্ত্তৃক নানা পুস্তক রচিত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন তাঁহার অধ্যক্ষতাতে চুঁচড়ার স্কুলে বিশেষ উপকার দর্শিতেছে । সং কৌং

(২৮ জুন ১৮৩৪ । ১৫ আষাঢ় ১২৪১)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—সংপ্রতি পরলোকান্তরিত ৺ ডাক্তর কেরি সাহেবকে অসামান্য গুণবান্ করিয়া সামান্যরূপে সকলেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু তাহার বিশেষ অনেকে জ্ঞাত নহেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহারদের বিশেষ জ্ঞাপনার্থ কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতেছি।...

৺ ডাক্তর কেরি সাহেবের পরলোকগমনে অস্মদাদির মনে যে খেদ জন্মিয়াছে তন্নিবারণার্থ কোন উপায় দেখি না যেহেতুক তৎসমান কোন লোক এমত দৃষ্ট হয় না যে তদ্দৃষ্টে সে শোকাপনোদন করিতে পারি। ডাক্তর কেরি সাহেবের দয়াদাক্ষিণ্য সৌজন্যাদি গুণ কত লিখিব তাঁহার বিদ্যাবিষয়ে যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাহা কিঞ্চিৎ লিখিতে পারিলেও আপনাকে শ্লাঘ্য বোধ করি। তাঁহার সংস্কৃতবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষায় চমৎকারিণী তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অধিক বয়ঃসময়ে আরম্ভ করিয়াও অল্পদিনে অতিসুকঠিন সংস্কৃতশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন অন্য২ লোকের বাল্যকালে আরম্ভ করিয়াও এত শীঘ্র সংস্কৃতবিদ্যা হওয়া দুর্ঘট তিনি কিছুকাল এতদ্দেশীয় জনেক পণ্ডিত সন্নিধানে রাখিয়া কোন সংস্কৃত রচনাদি করিতেন কিন্তু ইদানীং তিনি পরাপেক্ষা না করিয়াই ইঙ্গরেজীহইতে সংস্কৃত অনুবাদ অর্থাৎ তর্জমা করিতেন এবং সংস্কৃতহইতে ইঙ্গরেজী অথবা বঙ্গভাষা অনুবাদ করিতেন ইহাতে তাঁহার বিন্দুবিসর্গেরও ব্যত্যয় হইত না। অপর তিনি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতিতে সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের কতক অংশ আপনি ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিয়া উভয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মপুস্তক অর্থাৎ বাইবেল হিন্দুস্থানীয় নানা ভাষায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় ও পাঞ্জাবী ও ত্রৈলিঙ্গ ও কার্ণাটী ও ঔৎকলীপ্রভৃতি ঊনচত্বারিংশৎ ভাষায় তর্জমা করাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন যদ্যপি তত্তদ্দেশীয় এক২ জন বেতনভূক্ পণ্ডিত স্বীয়২ ভাষায় তর্জমা করিতেন বটে তথাপি ঐ সাহেব সে সকল ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনাপূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহাতে হিন্দুস্থানীয় তত্তদ্ভাষায় স্বীয় ভাষাবৎ তাঁহার উত্তম নৈপুণ্য হইয়াছিল। এবং কার্ণাটী ও পাঞ্জাবী ও মহারাষ্ট্রীয় ও ত্রৈলিঙ্গী ভাষার এক২ ব্যাকরণ ইঙ্গরেজীর সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে ইউরোপীয় লোক তত্তদ্ব্যাকরণদৃষ্টে তত্তদ্ভাষায় অনায়াসে প্রবেশ করিতেছেন এবং বঙ্গভাষার মূলসংস্থাপক একপ্রকার তাঁহাকে বলা যায় যেহেতুক তিনি বঙ্গভাষার এক ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয় লোকেরদের বঙ্গভাষা শিক্ষিবার অত্যন্ত সুগম সোপান করিয়াছেন। অপর পরস্পর পত্রাদি লিখন পঠনব্যতিরেকে ইতিহাস কি প্রাচীন কোন বৃত্তান্ত বঙ্গভাষায় গদ্য রচনা করিয়া কোন গ্রন্থ করা এতদ্দেশীয় লোকের প্রথা ছিল না কিন্তু ডাক্তর কেরি সাহেব ফোর্ট উলিয়ম কালেজের অধ্যাপকতাপদ প্রাপ্ত হইয়া আপনার অধীন পণ্ডিতেরদের প্রতি উপদেশদ্বারা হিতোপদেশ ও বত্রিশসিংহাসন ও রাজাবলি ও পুরুষপরীক্ষাপ্রভৃতি নানা পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন ইদানীং তদ্দৃষ্টে শত২ লোক স্বীয়২ জীবিকার নিমিত্ত শত২ পুস্তক প্রস্তুত করিয়া নির্ব্বৃতি করিতেছে এবং তদবধি বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। এবং তিনি অকারাদিক্রমে এতদ্দেশীয় সংস্কৃতপ্রভৃতি নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইঙ্গরেজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক এক মহাকোষ

নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অনেক আয়ুঃক্ষয় ও ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যাদি প্রকার বিবিধ বিদ্যার বীজ রোপণ করিতে আয়ুঃশেষপর্য্যন্ত তিনি ত্রুটি করেন নাই। অতএব এই অল্প আয়ুর মধ্যে ডাক্তর কেরি সাহেব এতাবৎ পরোপকারঘটিত সুকীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন যদি পরমেশ্বর ইহাঁকে অধিক আয়ুষ্মান্ করিতেন তবে ইহাঁহইতে কত সৎকর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা অনিরূপনীয় ইত্যলং বিস্তরেণ। কস্যচিৎ দর্পণপাঠক বিপ্রস্য।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ৩ আশ্বিন ১২৪৩)

…মোং খড়দহনিবাসি শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইনি অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের গুরু এবং ইহাঁর পুরুষানুক্রমে অধ্যয়ন অধ্যাপন ব্যবসায় অতএব অতিশয় মান্য ঐ ব্যক্তি এইক্ষণে কোম্পানিস্থাপিত সংস্কৃত পাঠশালাতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন ব্যাকরণ এবং সাহিত্যশাস্ত্রে ঐ জনের উত্তম সংস্কার হইয়াছে এবং কবিতাশক্তিও আছে এমত উত্তম হইয়া কালপ্রযুক্ত কিম্বা সংসর্গপ্রযুক্ত ঐ পাঠশালাতে ইঙ্গরেজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন… ।

(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

অত্যুত্তম জ্ঞানী সর্ব্বসাধারণে সুজ্ঞাত ও সুখ্যাত সতত এতদ্দেশীয় জনসমূহের সভ্যতা সংপ্রাপ্ত্যর্থ সংচেষ্টিত এবং আসিএটিক্ সোসাইটির সিক্রেটর ছিলেন যে অতিমান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত ডাক্তর উলিসন সাহেব তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া আসিএটিক্ সোসাইটিতে সংপ্রেষিত হইয়াছে কিন্তু আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে যথার্থ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার স্বরূপাবয়ব সংপ্রকাশিত হয় নাই কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যক্ষবর্গীয়ানুমত্যনুসারে শ্রীযুক্ত মেষ্টর বীচি সাহেব কর্ত্তৃক যে ঐ সুধীর সুবিখ্যাত মহাশয়ের যথার্থ স্বরূপ সমরূপ প্রতিবম্বিত হইয়া হিন্দু কালেজে সংস্থাপিত আছে তদ্দর্শনে আমারদিগের বোধ হয় যে সেই সুধীর সুভব্য শাহেবসহ সাক্ষাৎ সংকথনাদি হইতেছে উক্ত সুধীর সমূহের মানস সরোরুহ সুপ্রকাশ সূর্য্য সম যে উক্ত সাহেব অপরিহার্য্য অনিবার্য্য স্বীয় গুণ সমূহ সংঘোষণা সমূহ সংস্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাত গমন করিয়াছেন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক এবং শ্রীযুত মেষ্টর চেলটু [Chantry] দ্বারা যে সকল অতি চমৎকৃত প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিতা হইয়াছে তাহা অতি গৌরব করণার্হ বটে কিন্তু উক্ত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি অতি চমৎকৃত হইয়াও তদপেক্ষা হেয় বোধ হইতেছে আর তিনি যে সকল বিদ্যালয়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন তাহাতে কবিতাকারক যদ্রূপ বলিয়াছেন আমরাও তদ্রূপ বলি যথা। বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওষ্ঠবদন। দৃশ্যমাত্র হয় নয় যথার্থ কথন। শিল্পকারি গুণ গণে এই জ্ঞান হয়। সাক্ষাতেতে এই মুখে যেন কথা কয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা

(১ মে ১৮৩০ । ২০ বৈশাখ ১২৩৭)

কালা বোবার বিদ্যাভ্যাস।—বধির ও মূক ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যা শিক্ষাওণ বিষয়ে শ্রীযুত নিকল্স সাহেব যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমরা দর্পণের একাংশে স্থান দান করিলাম তাহাতে আমাদের এই প্রার্থনা যে পাঠকবর্গ বিশেষ মনোযোগ করেন। যাহারা জন্মকালাবধি বোবা ও বধির তাহারদিগকে বিদ্যাভ্যাসকরণার্থে ইংগ্লণ্ডদেশে ও ফ্রান্সদেশে মহোদ্যোগ হইতেছে এবং তাহাতে যেরূপ সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। এরূপ দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা এমত সুশিক্ষিত হইয়াছে যে অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যদ্রূপ আপনার জীবনোপায় কর্ম্মক্ষম হইয়া কালক্ষেপণ করিতেছে তদ্রূপ ঐ ব্যক্তিরাও আপন২ জীবনোপায়ী হইতেছে। লণ্ডন নগরের সন্নিহিত এক পাঠশালায় প্রায় দুই শত মূক ও বধির ত্রিশ বৎসরাবধি বিদ্যাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং যাহারা সেই স্থানে প্রাপ্তবিদ্য হইয়াছে তাহারদের মধ্যে অনেকেই দপ্তরখানায় মুহরির কর্ম্ম করিতেছে। ইউরোপে এমত ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যাদানের যে উপায় সৃষ্টি হইয়াছে তদুপায়জ্ঞ কেবল নিকল্স সাহেবব্যতিরেকে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কেহ নাই এবং বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে যদি কোন ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকেরা বালকেরদিগকে তাঁহার নিকটে নিযুক্ত করেন তবে তাহারদের উত্তম বিদ্যাপ্রাপ্তিতে তাঁহারা অত্যন্ত তুষ্ট ও আশ্চর্য্য বোধ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৭ আগষ্ট ১৮৩০ । ২৪ শ্রাবণ ১২৩৭)

যদিও পূর্ব্ব২ রাজ্যাধিকারে অর্থাৎ কি হিন্দুরদের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানেরদের প্রভুত্ব-কালে বিদ্যার চর্চ্চা এবং অনুশীলন না ছিল এমত নহে কিন্তু ব্রিটিস রাজ্যকালীন সর্ব্বসাধারণ উপকারার্থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিত্ত যেরূপ আয়োজন ও উদ্যোগ হইতেছে এতাদৃক না কোন গ্রন্থেই দৃশ্য হয় না কোন ইতিহাসেই শুনা যায় আমারদের দেশের পূর্ব্বাবস্থা আর বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যার আলোচনা উপলব্ধি করিলে আকাশ পাতালের ন্যায় প্রভেদ জ্ঞান করা উচিত হয় অপর কলিকাতা রাজধানী এবং তদন্তঃপাতি স্থানে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারদের সংখ্যা দশ সহস্র হইতেও অধিক হইবেক আর তাঁহারদের পাঠের জন্য যাঁহারা প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা তদ্বৃদ্ধিজন্য নানাবিধ গ্রন্থদ্বারা পাঠের দিন২ সুলভ করিতেছেন ইহাও তদ্বৃদ্ধির এক বিশেষ কারণ হয় বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ হয় যেহেতুক বিদ্যা না দস্যুকর্তৃক অপহৃত হইতে পারে না ব্যয়েই ক্ষয় হয় না অন্য কোন উপাধিদ্বারাই অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে বরং বিদ্যা শিক্ষাজন্য জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্ধেতু লোকের মোক্ষপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং অন্য২ নানাবিধ বিদ্যা উপার্জন হেতু বিষয় এবং অর্থ লাভের আশা ও তদ্দ্বারা পরিবারাদির ভরণাদি ও নানামতে দানাদি ক্রিয়া সমাপনের বিলক্ষণ উপায় হইয়া থাকে

অতএব যখন এক বিদ্যার অন্তঃপাতি এতাবৎ লাভের এবং উপকারের সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন বিদ্যাপেক্ষা যে অন্যান্য দানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে এমত স্বীকার কদাপি করা যাইতে পারে না সুতরাং তদ্দাতা কিপর্য্যন্ত যশস্বী হইবে তাহা কথন প্রয়োজনাভাব ইত্যাদিসূচক যে পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল রক্ষকের অসাবধানতাহেতুক উক্ত পত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না সুতরাং লেখক পুনরায় প্রেরণ করিলে প্রচার করা যাইবেক। সং কৌং

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২৩ ভাদ্র ১২৪০)

ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণরূপে বিদ্যা প্রচারের নিমিত্তে সমাচার পত্রসম্পাদকেরা যতই লিখেন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে শ্রুতিপাতই করেন না কেন না তিনি শ্রুতিপাত করিলে এতদিনে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ বিদ্যার ভাণ্ডার হইতে পারিত কিন্তু তাহা না হওয়াতেই ভারতবর্ষের মধ্যে ইউরোপীয় রাজার অধিকারের প্রায়াংশ অরণ্যময় রহিয়াছে আমরা এমত কহিতে পারি না যে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে এতদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রতি বৎসর কিছু না দিতেছেন যেহেতুক এডুকেশন সোসৈটীই তাহার প্রমাণ রহিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট এমত কোন আজ্ঞা দেন নাই যে প্রতি বৎসর লক্ষ টাকা কি কর্ম্মে ব্যয় হইতেছে তাহার জিজ্ঞাসা করিতে পারি অতএব সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সোসৈটির বিবেচনাতে যে বিদ্যায় খরচ করা উচিত বুঝেন্ তদর্থেই খরচ করিতেছেন কিন্তু এইমাত্র কহিতে পারি ঐ খরচের দ্বারা ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণের কি উপকার দর্শিতেছে আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছু জানিতে পারি নাই ঐ কমিটির দ্বারা এতদ্দেশের কতক বিদ্যালয় চলিতেছে ইহা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু তাহাতে শহরসম্পর্কীয় কতক লোকেরই উপকার দর্শে এবং এখনও পল্লীগ্রামের দুর্ভাগ্য প্রজারা যেরূপান্ধকারে ছিলেন সেইরূপই রহিয়াছেন আর সংস্কৃত বিদ্যালয়েতে গবর্ণমেণ্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার নাই কেননা সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির বিদ্যাভ্যাস হয় না যখন গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত না করিয়াছিলেন তখনও স্থানে২ চতুষ্পাঠী ছিল এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস নির্ব্বাহ হইত আর এখনও দেশে২ সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের চতুষ্পাঠী আছে অতএব গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যব্যতিরেকেও সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের বড় ক্ষতি হয় না এবং সে বিদ্যার দ্বারা কেবল ব্যবস্থাদি দানভিন্ন শাসনাদি কর্ম্মেরও কোন উপকার নাই অতএব যে বিদ্যা শিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দূর হইয়া রাজশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপণ করাই ধার্ম্মিক দয়ালু রাজার উচিত কর্ম্ম কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অধিকারভিন্ন কোন অন্য দেশীয় লোক যদ্যপি আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমারদের রাজা দেশে২ গ্রামে২ নানাবিধ বিদ্যা সংস্থাপিত করিয়াছেন কি না তাহার উত্তরে লজ্জায় অধোমুখ হইয়া আমারদিগকে অবশ্যই কহিতে হইবেক যে না, অতএব আমারদিগের রাজার এই অখ্যাতি দূর করা অত্যাবশ্যক কিন্তু গ্রামে২ বিদ্যালয় স্থাপিত না করিলেও তাহা দূর হইবেক না যদি কহেন তাবদধিকারের গ্রামে২ বিদ্যালয় স্থাপিত করা অনেক

ব্যয় সাধ্য তাহা সুসিদ্ধ হওয়া কঠিন তবে তাহার এই এক উপায় আমরা দেখিতেছি বোধ হয় এরূপে গবর্ণমেণ্টের অল্প খরচেই তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারিবেক তাহা এই যে গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার অধিকারের প্রতিগ্রামের প্রজারদের উপর যোত্রানুসারে এক২ চাঁদার আজ্ঞা করেন তবে তাঁহার আজ্ঞারোধ কোনপ্রকারে হইবেক না সুতরাং যাঁহার যেমত সাধ্য তদনুসারে ঐ চাঁদাতে অবশ্যই দিবেন এবং তাহাতে দুই আনা, চারি আনা, এক আনা-পর্য্যন্তও থাকে পরে ঐ চাঁদার দ্বারা গ্রামে২ ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ের যত সাহায্য হয় তাহার অবশিষ্ট খরচ এডুকেশন কমিটিহইতে দিলেই স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বিদ্যালয় চলিতে পারিবেক এবং তাহাতে এডুকেশন কমিটিরও অনেক ভার সহিতে হইবেক না নতুবা আমরা যে দেখিব কেবল গবর্ণমেণ্টের খরচে প্রতিগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া লোকের অন্ধকার দূর হইতেছে এখনও সে কাল কালের মধ্যে গণিত হয় নাই ইতি।—সুধাকর।

(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ । ১৩ বৈশাখ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—...যুবারদের উপদেশ থাকিলে পরিবারের ও রাজ্যের মধ্যে যেমন উপশান্তি ও সুখের সম্ভাবনা করা যায় এই প্রযুক্ত এতদ্দেশে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির অধিকার হওয়াতে প্রজারদের সুখ জন্য নানা চতুষ্পাঠ্যাদি স্থাপন করিয়া তাহারদের বিদ্যাদান করিতেছেন ভূরি২ সিবিলসম্পর্কীয় মহাশয়েরা নিয়ত অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল বিদ্যালয়ে সাহায্য করিতে মনোযোগ করিতেছেন এবং নিয়মানিয়ম এমন সৃজন করিতেছেন যাহাতে করিয়া ত্বরায় প্রচুর বিদ্যা হয় এবং কল্পনা করিতেছেন কি প্রকারে তাহারদের শীঘ্র অভীষ্টলাভ হয় এই অনুভব করিয়া বিদ্যালয়ে ভিন্ন২ পাঠস্থান করিয়াছেন এবং সময়ে২ ছাত্রেরদের গুণানুযায়ি পাঠের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতেছেন এবং পরীক্ষা লইয়া বৎসরে২ পুরস্কার করিতেছেন। ইহাতে করিয়া যুবারদের মনে এমন ঈর্ষা জন্মিয়াছে যে তাঁহারা পরস্পর বড় হইবার চেষ্টা সর্ব্বদা করিতেছেন। এবং বার্ষিক পুরস্কার গ্রন্থ পাইবার জন্যে অন্তঃকরণের সহিত উদ্যোগ করিতেছেন। কেন না তাঁহারা তাহা মর্য্যাদা স্বরূপ জ্ঞান করেন। এই সকল মহাশয়েরদের মানস প্রায় পূর্ণ হইয়াছে কেননা ঐ সকল ছাত্রেরা অতুল্য অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা শিল্প বিদ্যাতেও নিপুণ এবং গদ্য ও কবিতা এমত লেখেন বোধ হয় যে তাঁহারদের স্বদেশীয় ভাষাতে তাঁহারদের হস্তহইতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ পাইতেছে। তাহা দৃষ্টি করিলে বোধ হইতে পারিবেক তত্রাপি গবর্ণমেণ্টহইতে কৃপণীয় মনোনীত হইয়া তাঁহারদের গুণাগুণের পুরস্কার হয় না। কালেজ আরম্ভাবধি অদ্যপর্য্যন্ত অনেক ধীর যুবা প্রশংসা পত্রের সহিত কালেজহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এবং অন্য২ ভারি২ ক্লাশহইতে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহারদের মধ্যে অত্যল্প উচ্চপদ ধারণ করিয়া উচ্চবেতন গ্রহণ করিয়া শ্রমের ফল প্রাপ্ত হইতেছেন আমি জ্ঞাত আছি যে কালেজের ছাত্রের মধ্যে কেবল তিন জন যোগ্য পদ ধারণ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে কিছু সহকারিতা করেন নাই কেবল তাঁহারদের পিতা ও বন্ধুগণের দ্বারা

হইয়াছে যাহাহউক আমি তাঁহারদের নাম ও পদ লিখিতে বাঞ্ছা করি বিশেষতঃ বাবু হরিমোহন সেন মিণ্টের বুলিয়ন রক্ষক বাবু হরচন্দ্র ঘোষ জঙ্গল মহলের সদর আমীন এবং বাবু নীলমণি মতিলাল সরিফ আপীসের দেওয়ান এতদ্ভিন্ন অনেকে কোং আপীসে অত্যল্প বেতন এবং সামান্য কেরাণিরদের সহিত তুল্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সকল কেরাণিরা কেবল কএক মাস লেখার অভ্যাস করিয়াছে মাত্র দপ্তর মনিবেরা অনায়াসে ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন যদ্যপি কিঞ্চিৎ পরিশ্রম লইয়া তাহারদের পরীক্ষা করেন তবে তাহারদিগকে কোন কর্ম্মে উপযুক্ত দেখিবেন না বরং হিংসাদি দ্বেষ করিতেই দীনহীন কালেজের ছাত্রসব স্বভাবের প্রয়োজনাভাবে এই নীচ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। হায় তাঁহারদের মধ্যে অনেকও কর্ম্মচ্যুত আছেন।

এতন্নিমিত্ত আমি মহাশয়ের নির্ম্মল দর্পণ দ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর করিতে প্রার্থনা করি যে ঐ সকল ছাত্রেরা বহুকালাবধি কালেজে অধ্যয়ন করিয়া ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা এবং পারস্য ভাষাতে নিপুণ হইয়াও ন্যায় পারিতোষিক না পাইয়া সামান্য কেরাণির সমপদী হইলেন। জুদিসিয়াল ও রেবিনিউসম্পর্কীয় যে সকল উচ্চ পদ প্রকাশ পাইয়াছে তত্রাপি ঐ সকল ছাত্রেরা অর্থ ও বন্ধু বিরহজন্য ঐ সকল পদশূন্য হইয়াছেন যদ্যপি শ্রীলশ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কালেজের ছাত্রেরদের পক্ষে সহকারিতা করিয়া ঐ পদাভিষিক্ত করেন যেহেতু তাঁহার সহকারিতা ব্যতিরেকে এই পদ পাওনের তাহারদের কোন সম্ভাবনা নাই তবেই তাঁহারদের পরিশ্রম ও গুণের যথার্থ পুরস্কার হয়। আমি মনে করি তাঁহারা এই সকল কর্ম্মে হস্তার্পণ করিলে প্রজাদের কিছু অসুখ না হইয়া বরং সুখজনক হইবেক কেননা তাঁহারদের সুখ বিবেচনা ও স্মরণ ও যথার্থতা আছে। ইতি ৬ বৈশাখ।

কলিকাতা ১৮ আপ্রিল ১৮৩৫। কালেজিনাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ।

(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

পাঠক মহাশয়েরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইবেন যে কলিকাতাস্থ বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটির সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাবিষয়ে লোকসকলের উদ্যোগদৃষ্টে তাহার পৌষ্টিকতা করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষাতে বিদ্যা প্রদানের নিমিত্ত পাটনা ঢাকা হাজারিবাগ গুয়াহাটি এবং অন্যান্য যে স্থানে বিদ্যা শিক্ষার কোন উপায় নাই সেই সকল স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিতে স্থির করিয়াছেন।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ৩ আশ্বিন ১২৪৩)

রাজশাহী।—কিয়ৎকালাবধি শ্রীযুত ডবলিউ আদম সাহেব গবর্ণমেণ্টকর্তৃক মফঃসলনিবাসি এতদ্দেশীয় লোকেরদের শিক্ষাবস্থার তত্ত্বাবধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার কৃতকার্য্যতাবিষয়ে দ্বিতীয় রিপোর্ট সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে জিলা রাজশাহীর বিশেষতঃ নাটুর পরগণার তাবদ্বিবরণ লিখিত আছে।...

হিন্দু চতুষ্পাঠী অর্থাৎ যাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন হয় তাহা অধিক। নাটুরে অন্যূন ৩৮ চতুষ্পাঠী আছে তাহাতে ৩৯৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করেন। নাটুরের থানার শামিলে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের যে এতদ্রূপ প্রাচুর্য্য আছে তাহার কারণ এই যে ৫০ বৎসর হইল ঐ স্থানে ৺ প্রাপ্তা রাণী ভবানীর দরবার ছিল। ঐ রাণী অশেষ ধনশালিনী এবং সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে অধিক প্রতিপোষিণী ছিলেন কিন্তু শ্রীযুত আদম সাহেব লেখেন যে এইক্ষণে ঐ তাবৎ জিলাতেই বিদ্যার হ্রাস হইতেছে অতএব ঐ সকল লোকের অজ্ঞানতার আর বৃদ্ধি না হয় তদর্থ গবর্ণমেণ্টের কোন প্রতিকার অবশ্য কর্ত্তব্য।...

নাটুরের থানার শামিলে বালিকারদের নিমিত্ত পাঠশালামাত্র নাই অতএব কহা যাইতে পারে তাহারা নিতান্তই অবিদ্যার মধ্যে। ঐ জিলায় প্রায় ৫০।৬০ ঘর ভারি২ জমিদার আছেন তাঁহারদের মধ্যেও অধিকাংশ স্ত্রীও বিধবা কথিত আছে যে তাঁহারদের মধ্যে দুই জন অর্থাৎ শ্রীমতী রাণী সূর্য্যমণি ও শ্রীমতী কমলমণি দাসীর বাঙ্গালা লেখাপড়া ও হিসাবকিতাবে বিলক্ষণ নিপুণতা আছে অবশিষ্টারদের মধ্যে কেহ২ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ২ জানেন আর সকল কেবল অজ্ঞানা অতএব ঐ জিলার লোকেরা কি দুর্দ্দশাজনক অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ দৃষ্ট হইতেছে।

(১৮ মার্চ ১৮৩৭ । ৬ চৈত্র ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—সংপ্রতি অনেক দিবসের পর ঘোর অচৈতন্যতা-হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরা মন উত্থাপন করিতেছেন ও শোধনার্থে বহুকালাবধি চলিত কোন আচার ব্যবহারের ব্যাবৃত্তি করিলে তৎকর্ম্মে পূর্ব্ববৎ কুৎসা ও ঘৃণা এই মহানগরের মধ্যে প্রায় কেহই করেন না এবং সভ্যতা ক্রমে প্রায় তাবৎ লোকের উত্তর২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব এমত বিশিষ্টকালে কস্মিন্‌চিৎ আলোক নাই বিষয়ে পাঠকবর্গের মনোযোগ অর্পণ করাইতে অহংযু অপবাদ বিনা মহাশয়কে অনুরোধ করিতে পারি। বৈদ্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কপিরাজের চিকিৎসাতে যে কত সংখ্যক লোকনষ্ট হইয়াছে তাহা এইক্ষণে পরি ভাষায় উক্ত হইয়া থাকে আর আমারদিগের মধ্যে যাঁহারা কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা জ্বর ও অন্যান্য সামান্য রোগে ইউরোপীয়ানের-দিগের চিকিৎসার গুণ অল্প২ বুঝিতেছেন অতএব কেবল কালের গতির দ্বারা মূর্খ কপিরাজের-দিগের ব্যবসায় শেষ হইতে পারে। কিন্তু প্রসবানন্তর স্ত্রীলোকেরদের ও তদ্‌গর্ভজাত সন্তান-গণের চিকিৎসাশোধন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কোন অনুরাগ দেখা যায় নাই এবম্ভূত অসুস্থতাসময়ে অনভিজ্ঞ কপিরাজেরও চেষ্টা কেহ করেন না সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এই স্ত্রৈণ পীড়া উপস্থিত হইলে সকলে কেবল দুই এক জন নির্ব্বোধ নারীকে কর্ম্ম সমর্পণে পারগা জ্ঞান করেন। আমি বৈদ্য শাস্ত্রের বও জানি না এবং এই নিমিত্তে শাস্ত্র সিদ্ধ কোন উক্তি করিবার যোগ্য নহি বটে কিন্তু তথাপি প্রসূতিকা ও প্রসূতির চিকিৎসা এতাবৎ নির্দ্দয়া ও অসঙ্গত্যান্বিতা যে অনেক মতে অনিষ্টজনক বলিয়া তাহার নিন্দা করিতে আমার সংকোচ নাই ভূরি২ নারী ঐ কালের কর্ম্মকর্ত্রীর মৌঢ্যতাতে নষ্ট হইয়াছে অনেক২ নিরাশ্রয় শিশুও ঐ কারণ দুই তিন দিন মাত্র ইহ জগতে বাঁচিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত

হইয়াছে আর এতদ্দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে যখন আমারদিগের গৃহিণীরা রন্ধনাদি হেয় কর্ম্মের পরিশ্রম ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মতর কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন ইহাতে সুতরাং যখন তাহারদের সর্ব্বদা কষ্ট সহ্য অভ্যাস অভাবে শরীর কিঞ্চিৎ সুখী হইবেক তখন ঐ রূপ মূর্খ চিকিৎসাতে আরো অনেকের মৃত্যু হইবেক। কি আশ্চর্য্য যে অনেক জ্ঞানবান লোকেও বলিয়া থাকেন যে প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তাপ ও রসুন তৈল ও কৃষ্ণ বর্ণদ ধূম ও উষ্ণ মসালা ও তীব্র রৌদ্র এসকল আমারদিগের শরীরের হিতকারক কেন না আমরা কেবল শাক মৎস্য খাইয়া থাকি ইউরোপীয়ানদিগের চিকিৎসার বিষয়ে ইহাঁরা স্বীকার করেন বটে যে দ্রাক্ষারস ও মাংসভুক শরীরে ঐ সকল উষ্ণ-দ্রব্যের অভাব হইলে হানি নাই এবং ইউরোপীয়ান স্ত্রীবিষয়ে ইউরোপীয়ান চিকিৎসাতে ইহাঁরদের কোন অসম্মতি নাই কিন্তু মানব দেহের প্রকৃতিতে ঐক্যতাপ্রযুক্ত সকলের শারীরিক ধর্ম্ম যদ্যপি স্বভাবতঃ সমান হয় তবে আহারে কিঞ্চিৎ ভেদহেতুক শারীরিক ধর্ম্মে এমত বৈলক্ষণ্য কখন হইতে পারে না যে যাহাতে এক জনের মৃত্যু হইতে পারে তাহাই অন্যের জীবনের মূল্য হইবেক এতন্নিমিত্ত আমারদিগের স্বদেশীয় চিকিৎসাতে আপত্তি না করিয়া ইউরোপীয় চিকিৎসাতে সম্মত হওনে যুক্তি নাই।

আর কেবল তর্কদ্বারাতেই যে আমি স্বদেশীয় চিকিৎসাতে আপত্তি করিতেছি এমত নহে অনেকে যে মীমাংসা সিদ্ধান্ত বাক্যে নিতান্ত বিশ্বাস করেন না তাহা আমি জানি এবং আমারদিগের নারীরদের প্রসবসময়ে ঝাল ও তাপের বারণে কোন হানি হইতে পারে কি না এবিষয়ে আপনি স্বয়ং অনেকবার মনে সন্দেহ করিতাম কিন্তু নিজ পরিবারে প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ দ্বারা যে এবিষয় সপ্রমাণ করিতে পারিতেছি ইহাতে আনন্দিত আছি। অতএব মহাশয়ের এতদ্দেশীয় পাঠকগণকে তাঁহারদের নিজ পরিবারের ভদ্রতার জন্য বিনীতি করি যে তাঁহারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন আমারদিগের কোন স্ত্রী লোকের সম্বন্ধে ইউরোপীয় চিকিৎসা কখন শুনি নাই বটে তথাপি কএক দিবস হইল আমার ভার্য্যার অপত্য প্রসব কাল প্রাপ্তে কি কর্ত্তব্য ইহাতে আমার কোন সন্দেহ জন্মে নাই ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যথার্থ শাস্ত্রী ও তাঁহারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিম্বা যথার্থ নৈয়ায়িক বিচার বিনা কোন মত স্থাপন করেন না ইহা জানিতাম আর বহুকালের রচিত গ্রন্থের বচন দ্বারা এতদ্দেশীয়েরা যে অন্ধবৎ চালিত হইয়া প্রাচীনেরদের সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে প্রশংসা কারলে মহাপাপ জ্ঞান করেন ইহাও জানিতাম। অতএব যাহা কেবল প্রাচীন গ্রন্থ কর্ত্তারদের আখ্যাত বুদ্ধি সিদ্ধ বচনমাত্র তদপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধমত যে সত্য হইবেক ইহা আমার সম্ভব্য বোধ হইল এপ্রযুক্ত ঐ উক্ত বিষয়ে প্রসব পীড়া উপস্থিত হইলে আমি ডাং মাকষ্টন সাহেবের পরামর্শানুযায়ি হইতে মনস্থির করিলাম ইহার কএক মাস পূর্ব্বে আপনার জ্বর সময়ে এই ডাক্তরের চিকিৎসাতে আরোগ্য প্রাপ্তে তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল আর প্রসব পীড়ার কয় দণ্ড পরে সন্তানের জন্ম হইবেক এবিষয়ে তাঁহার বাক্য সত্য হওনে তাঁহার পরামর্শ পালনে আমি আরো সাহস প্রাপ্ত হইলাম সামান্যরূপে অস্মদীয় স্ত্রীগণের যে চিকিৎসা হইয়া থাকে তদপেক্ষা এই চিকিৎসা সূক্ষ্মতাতে ও অক্লেশদতাতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ প্রসূতিকা ও প্রসূতি বহিস্থিত বায়ুর হিম

হইতে আবৃত হইলে দগ্ধকরণার্থ আর কোন অগ্নিকুণ্ড করা যায় নাই উত্তপ্তকরণার্থ তাপ কি উষ্ণ করণার্থ মসালা কৃষ্ণ বর্ণদ ধূম কি শরীর দুস্পৃশ্য ও দুর্ঘ্রেয়করণার্থ রসুন তৈল এসকলের কোন ব্যবস্থা হয় নাই দেহের প্রকৃতিপ্রযুক্ত সভাবতো যাহা ভবিতব্য তাহাতেই ডাং সাহেবের সম্মতি ছিল কেবল যাহাতে কচিত হানি হইতে পারিত না অথচ কোন২ প্রকারে ভালহইতে পারিত এমত ঔষধের প্রলেপ হইয়াছিল এইরূপে দশ দিনের মধ্যে প্রসূতিকা ও প্রসূতি সুস্থ হইয়াছিল এবং যে২ অনিষ্টকারক ঔষধের ব্যবহার চলিত আছে তদ্ব্যতিরেকে এই ঘোর ভয়ঙ্কর অবস্থার উত্তরণ হইয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয় ডাং মাকষ্টন সাহেবের চিকিৎসাতে ইউরোপীয় বৈদ্যশাস্ত্রহইতে আমার পরিবারের যে হীত হইয়াছে তাহাতে আমার এমত চমৎকার বোধ হইয়াছে যে স্বদেশিরদিগকে তাহা জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ইহাতে আমার বাসনা এই যে ইহারা উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভরসান্বিত হন এবং রোগ উপস্থিত হইলে যথার্থাভিজ্ঞ লোককে আমন্ত্রণ করেন দরিদ্রেরা অর্থাভাবে ইহা করিতে পারে না কিন্তু ভাগ্যবান ও মধ্যবীত লোকেরা যাঁহারদের অনটন নাই তাঁহারা অল্প ব্যয়ে প্রাপ্তব্য অভিজ্ঞ ডাক্তর থাকাতেও যদ্যপি মূর্খ কপিরাজেরদের হস্তে আপনারদিগের নিজ পরিবারের জীবন সমর্পণ করেন তবে তাঁহারদের দোষের কোন মার্জ্জন নাই যাবৎ ইহাঁরা মূর্খ কপিরাজের আদর করেন তাবৎ বিদ্যার পক্ষে অনেক হানি হইতেছে সুতরাং মনুষ্যেরদের অনিষ্ট হইতেছে এবং যদ্যপি ধনীরা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করেন তবে দরিদ্রেরও ভাল হইবেক কেন না যখন তাহারা বারম্বার ডাক্তরের আদর করিবেন তখন ইহারা বিনা বেতনে দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ করিতে পারিবেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৮ ভাদ্র ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক নীচে লিখিত কএক পংক্তি দর্পণৈকপার্শ্বে স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন।

দেশের নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট বালকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ যে নানা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বালকেরদের অত্যুত্তম রীতি ও বিদ্যা ও আচার ব্যবহার হইতেছে এবং তাঁহারদের বিদ্যার উন্নতি দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে ফলতঃ ছাত্রেরদের মধ্যে অনেকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সম্পূর্ণরূপ পারদর্শী হইয়াছেন কিন্তু আমারদের খেদের বিষয় এই যে বঙ্গভাষার অনুশীলনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ নাই ঐ ভাষা এইক্ষণে প্রায় লোপ পাইল। হুগলিপ্রভৃতি নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট বহুতর পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আমারদের মহোপকার হইতেছে বটে কিন্তু যদ্যপি এতদ্দেশীয় বালকেরদের নিমিত্ত কতিপয় বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন তবে আরো উত্তম হয়। বালকেরদের নিয়ত ইঙ্গরেজী পুস্তক পাঠ করাতে প্রায় বঙ্গভাষাভ্যাসবিষয়ে অনুরাগ গত হইয়াছে বঙ্গভাষা কিছুমাত্র

না জানিয়াই ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষা করে অতএব যদি গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক নানা স্থানে বঙ্গভাষার বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন তবে বঙ্গদেশীয় বালকেরা বঙ্গভাষা কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন।—W. C. G.

(২৩ জুন ১৮৩৮। ১০ আষাঢ় ১২৪৫)

সংস্কৃত বিদ্যা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য।—সংপ্রতি এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ আসিয়াটিক সোসাইটির সাহেবেরা শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করাতে তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ মাসিক ৫০০ টাকা ব্যয় করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক আমারদের নিয়ত এমত বোধ আছে যে সংস্কৃত উত্তম গ্রন্থ সকল লোপ না হয় এবং ঐ সকল গ্রন্থ শুদ্ধ ও উত্তমরূপে মুদ্রিত করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত উচিত।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২১ মাঘ ১২৪৫)

...শুনিতে পাই যে সদরলেণ্ড সাহেব জেনেরল ইনিকষ্ট্রিকসেন কমিটির সেক্রেটরি পদ পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার ঐ কর্ম্মে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলির কালেজের কর্ম্মের প্রেন্সেপেল আছেন তিনি ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন।

পরন্তু ঐ পাঠশালাতে অন্য এক কর্ম্ম খালি হইবে সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে অত্যন্ত উপযুক্ত মনুষ্যের সাপেক্ষা করিবে কারণ এই তদ্বিষয়ে বিস্তর সময় অপেক্ষা করিবে প্রধান পাঠশালার ছাত্রদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে অধ্যক্ষতা করিতে হইবেক।

এতদ্রূপ প্রকাশিত আছে যে সদরলেণ্ড সাহেব তাহার ঐ সক্রেটরির কর্ম্ম অত্যন্ত পরিশ্রম এবং উৎসাহ দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন করাতে ঐ কমিটির সাহেবেরা সদরলেণ্ড সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য অতিশয় ক্ষতি স্বীকার করিবেন ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে আমরা বোধ করি যে সদ্বিবেচনা হইয়াছে পরিবর্ত্তের কারণ এই যে ঐ কর্ম্মে উক্ত সাহেব প্রবর্ত্ত হইয়া সর্ব্বদা নৈপুণ্যরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন পরন্তু এই প্রতিজ্ঞাতে আমরা প্রশংসা করি কারণ এই প্রকার বিধান করাতে নিঃসন্দেহে হুগলির ঐ কর্ম্ম প্রাপ্তি তদর্থক অনেকে উৎসাহযুক্ত হইবেন তদ্দেশস্থ লোক সকল এতদ্রূপ ইচ্ছা করিবেন যে এই বিষয়ে উত্তম বিজ্ঞ ব্যক্তি একজন নিযুক্ত করেন এতদ্বিষয়ে যাহাতে পক্ষাপাত না হয়।

আমরা শ্রুত হইতেছি যে গবর্ণরমেণ্ট কর্তৃক এই কর্ম্মে হুগলির এক জন সিবিল সারজনকে অর্পণ করিবেন আমরা বোধ করিতেছি যে অত্যন্ত মন্দ প্রথমত ঐ কর্ম্মের রীতি পরিবর্ত্তের যে সমস্ত সম্ভাবনা তাহা নিবারণ হয় আমরা এই প্রকার জ্ঞাত আছি যে সর্ব্বদাপরিবর্ত্তন বিষয় ভাল নহে কারণ যে ব্যক্তি নূতন অধ্যক্ষ হইবেন তিনি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার স্বীয় বাঞ্ছিত রীতি সংস্থাপন করিবেন সিবিল সারজনকে নিযুক্ত করিলে শতবার

রীতিপরিবর্ত্তের সম্ভাবনা হয় বালকদিগের উপদেশ বিষয়ে যে প্রকার সুরীতি আছে তৎ পরিবর্ত্তের অভদ্র উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু সকল বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক রীতি থাকিলে সুমঙ্গল হয় এতদ্বিষয়ে অপর এক বিবেচনা আছে যে দুই কর্ম্ম একব্যক্তির নির্ব্বাহ করা অতি সুকঠিন এবং কোন সময়ে এক কর্ম্ম অন্য কর্ম্মের সহিত সংযোগ হইতে পারে না ঐ সারজন স্থির করিতে পারিবেন না যে তাঁহার চিকিৎসার বিষয় কোন সময় প্রয়োজন যে স্থানে অত্যন্ত পীড়িত ব্যক্তি আছেন সেই স্থানে তাহার গমন করিতে হইবেক অতএব বালকদিগের শিক্ষা সময়ে পাঠের বৈপরীত্য হইবেক অপর বোধ করি এই দেশের ঘটনা নিবারণ হইবেক যদ্যপি ডাক্তর ওয়াইজ দৃষ্টান্তে বক্তব্য করা যায় যে তিনি উভয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন কিন্তু অন্য২ কর্ম্ম সুভদ্র রূপে নিষ্পন্ন হয় নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি এই কালেজের কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইবার যে সম্ভাবনা হয় তাহা নিবারণ করিলে ভাল হইতে পারে না অস্মদাদি জ্ঞাত আছি যে এতদ্বিষয় করিলে ভাল হইতে পারে আমারদিগের এই ইচ্ছা যে গবর্ণরমেণ্ট এই বিষয়ে মধ্যস্থ না হয়েন ঐ প্রতিজ্ঞানুসারে আজ্ঞা প্রকাশকরতঃ বহুতর মন্দ হইতে পারে কারণ ঐ পাঠশালাতে নানাবিধ রীতি উপস্থিত হইতে পারে কেননা নূতন অধ্যক্ষ ঐ প্রকার আত্মসম্মত আজ্ঞা প্রকাশ করিবেন।

উক্ত কর্ম্মব্যতিরেক এড়ূকেসন কমিটির অধীনে ঐ কর্ম্ম খালি হইয়াছে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন মুর্জাপুর গমন করাতে সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরি কর্ম্ম প্রস্তুত আছে ঐ কর্ম্ম পূর্ব্বেতে ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের হইতে নিষ্পন্ন হইত তাহাদিগের সুরীতিপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্ম বিষয়ে উত্তম বিবেচনা হইত আমরা শুনিতে পাই যে পণ্ডিতদিগের এই স্বেচ্ছা যে ঐ কর্ম্মে পুনর্ব্বার ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যক্তি প্রবর্ত্ত হইলে ভাল হইতে পারে তাহারা এই প্রকার ব্যক্ত করেন যে ঐ কর্ম্ম ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ের প্রতি মনোযোগ প্রকাশ হয় এবং উক্ত বিষয়ের সপ্রমাণ তদর্থক উলিসেন প্রাইশ ট্রয়র সাহেবদিগের নাম সর্ব্বদা করেন এড়ুকেশন কমিটি নিরূপণ করিতেছেন যে এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তিকে দিবেন কিন্তু যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয় নিযুক্ত করিলে ইহারদিগের আহ্লাদজনক হয় তজ্জন্য এবিষয়ে নিবর্ত্ত হইবেন না।

এই ক্ষণে অস্মদাদি নিশ্চয় রূপে বোধ করি যে সভার এতদ্রূপ করা কর্ত্তব্য যাহাতে সাধারণ ব্যক্তিদিগের সন্তোষজনক হয় এবং পাঠশালা সংস্থাপিত থাকে। [জ্ঞানান্বেষণ]

সাহিত্য

পুস্তক

(৬ নভেম্বর ১৮৩০ । ২২ কার্ত্তিক ১২৩৭)

...অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় এতদ্বিষয়ক এক অত্যুত্তম পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন যে দায়ভাগ এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত অতএব তৎসম্মত ব্যবস্থার বৈপরীত্য করা অনুচিত এবং এতদ্বিষয়ে ঐ বাবু যে মহাপরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে অত্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১০ জুলাই ১৮৩০ । ২৭ আষাঢ় ১২৩৭)

শ্রীমদ্ভাগবত।—শ্রীমহর্ষিবেদব্যাস প্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১৮ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক এবং শ্রীধর স্বামির টীকা চব্বিশ সহস্র এই ৪২০০০ সহস্র শ্লোক বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে টীকা তুলাত কাগজে প্রাচীন পুস্তকের ধারামত পত্র করিয়া ১৭৪৯ শকের বৈশাখে মুদ্রাঙ্কিতারম্ভ হয় বর্ত্তমান ১৭৫২ শকের ৩১ বৈশাখে অর্থাৎ তিন বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছে এক্ষণে তদ্‌গ্রন্থ গ্রাহকাগ্রগণ্য অর্থাৎ যাহারা গ্রাহকত্বসূচক স্বনাম স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদিগের নিকট পুস্তক প্রেরিত হইতেছে কিন্তু কলিকাতার বাহির অর্থাৎ মফঃসল নিবাসি স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকের মূল্য টাকা এবং যেপ্রকারে প্রেরণ হইবেক তাহার বাহকের ব্যয় সহিত যে স্থানে পাঠাইতে হইবেক তাহা লিখিয়া পাঠাইলে অবিলম্বে তাঁহার নিকটে গ্রন্থবর প্রেরণ করা যাইবেক।

অপর পূর্ব্বে অনুমান হইয়াছিল গ্রন্থ পাঁচ শত পত্র হইবেক কিন্তু যে পৃষ্ঠায় মূল শ্লোক অঙ্কিত হইয়াছে তাহারি টীকা সেই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করা গিয়াছে ইহা পাঁচ শত ত্রিশ পত্র হইয়াছে তথাচ স্বাক্ষরকারিদিগের নিমিত্তে মূল্য অধিক হইবেক না।

স্বাক্ষরকারি গ্রাহকদিগের নিমিত্ত। এক পুস্তকের মূল্য।...............৩২

ঐ গ্রন্থের বেষ্টনবস্ত্র ডোর পাটার ব্যয়।........................ . ... ১

স্বাক্ষরকারিভিন্ন এক্ষণে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন তাঁহারদিগের জন্য।.. ...৪

এই মূল্য স্থির করা গিয়াছে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

অপর আসল সংস্কৃত এক অমরকোষ সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ক্ষুদ্রপরিমাণে ১১৫ পৃষ্ঠামাত্র।

এতদ্দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আগমনাবধি লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের তাবৎ ইতিহাস গত ১ জানুআরিতে শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশককর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় তাহা দুই বালমে প্রস্তুত হয় প্রত্যেক বালম ৪০০ পৃষ্ঠ পরিমিত।

(৩ আগষ্ট ১৮৩৩ । ২০ শ্রাবণ ১২৪০)

বিজ্ঞাপন।—সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক রচিত প্রবোধ চন্দ্রিকানামক গ্রন্থ সাধুভাষাতে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে প্রথমবার মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে গ্রন্থের তাৎপর্য্যাববোধার্থে নির্ঘণ্ট ছাপাইয়া দর্পণের সঙ্গে একবার প্রেরিত হইয়াছে তাহাতেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইয়াছেন যদি এখনও কেহ জানিতে ইচ্ছুক হন সমাচার পাঠাইলেই পাইতে পারিবেন গ্রন্থের মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির হইয়াছে যাহার লওনের বাঞ্ছা হয় শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে লোক পাঠাইলে পাইবেন ইহা জ্ঞাপন মিতি।

(৩১ আগষ্ট ১৮৩৩ । ১৬ ভাদ্র ১২৪০)

কিয়ৎকাল হইল আমরা এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে বঙ্গাদি প্রদেশীয় জমীদারেরদের এক সমাজ স্থাপনবিষয়ক প্রস্তাব ১৮৩৩ সালের ১৬ জুন তারিখের রিফার্মর সম্বাদ পত্রহইতে গৃহীত গৌড়ীয় ভাষাভাষান্তরীকৃত হইয়া কলিকাতার রিফার্মর মুদ্রা যন্ত্রালয়ে বিনামূল্যে বিতরণার্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। অতএব অনেককাল পর্য্যন্ত আমারদের কর্তৃক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপণবিষয়ক স্বীকার দর্পণে প্রকাশ না হওয়াতে ত্রুটি হইয়াছে।

(১০ মে ১৮৩৪ । ২৯ বৈশাখ ১২৪১)

…বঙ্গদেশীয় বালকগণ আমার অতিপ্রিয় এইজন্যে তাহারা যেন ইঙ্গরেজ বালকের সদৃশ জ্ঞানবান্‌ ও সুখী হয় এই আশয়ে শ্রীযুক্ত ডব সাহেবদ্বারা যে ক্ষুদ্র পুস্তক ইঙ্গরেজীতে প্রস্তুত ছিল এবং শ্রীযুক্ত এলিস সাহেবদ্বারা বঙ্গভাষাতে প্রস্তুত হইল তাহা আমি তোমারদের হিতার্থে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি। তোমরা যদি তাবৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস কর তবে তদ্দ্বারা তোমারদের যথেষ্ট উপকার হইবে।…সি ই ত্রিবিলিয়ন।

(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

On the 19th *May will be published from the Serampore Press,*

An

English and Oordoo

School Dictionary,

In Roman characters, with the accentuation of the Oordoo words, calculated to facilitate their pronunciation by Europeans. By J. T. Thompson, of Delhi.

Price, at Calcutta, 3 Sicca Rupees; and at Delhi, 4 Sonat Rupees.

(১ নভেম্বর ১৮৩৪ । ১৭ কার্ত্তিক ১২৪১)

শোভাবাজারস্থ রোমানেজিং অর্থাৎ রোমান অক্ষরে মুদ্রাঙ্কনার্থ প্রেসে অতিক্ষুদ্রাক্ষরে যে ক্ষুদ্র আশ্চর্য্য এক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক পুস্তক আমরা পাইয়াছি। তাহার প্রথম পৃষ্ঠে গ্রন্থের দুই নাম প্রকাশিত আছে অতএব ঐ গ্রন্থের কি নাম কহিতে হইবে তাহা নিশ্চয় বুঝা গেল না তাহার শিরোভাগে উপদেশকথা তৎপরে নীতিকথা বলিয়া নাম আছে। প্রথম ভাগে ফলতঃ বঙ্গভাষাতে যে সকল ইতিহাসকথা এইক্ষণে চলিত আছে তাহাহইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবের নিয়মক্রমে এবং তাঁহার আনুকূল্যে এই গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থসম্পাদক বাবু শারাদাপ্রসাদ বাস ঐ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠে এই আকারে নাম লিখিত আছে কিন্তু তাঁহার এই সম্পাদকতাব্যাপারে এইরূপ বিদ্যা দর্শান হইয়াছে যে ঐ মহাশয় শ্রীযুত ত্রিবিলয়ন সাহেবের নিয়মানুসারে বাঙ্গলা কথা ইঙ্গরেজী অক্ষরে অনুলিপি করিয়াছেন ঐ পদের কার্য্য বাবু যে অতিসংশোধনপূর্ব্বকই করিয়া থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ঐ নূতন নিয়মের বিষয়ে তাঁহার যে অত্যন্ত অনুরাগ আছে তাহা ইহাতেই দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ নিয়ম তিনি শ্রীযুত ত্রিবিলয়ন সাহেবের নামের উপরিই খাটাইয়াছেন এবং ঐ আধুনিক নিয়মক্রমে তাঁহার নাম *Trivilian* লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে অনেক ছবির ছবি প্রকাশ পাইয়াছে এবং শোভাবাজারের মহারাজের রাজবাটীর এক প্রতিবিম্ব প্রকাশিত আছে কিন্তু কোন্ ব্যক্তিকর্তৃক তাহা খোদিত বা ছবি হইয়াছে তাহা ব্যক্ত নাই শ্রীযুত সর চার্লস ডাইলি সাহেবও ঐ ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে কতিপয় ছবি প্রকাশার্থ প্রদান করিয়াছেন... ।

(১৯ জুলাই ১৮৩৪ । ৫ শ্রাবণ ১২৪১)

বঙ্গ ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র এক গ্রন্থ অর্থাৎ নবদ্বীপাধিপতি রাজা ৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র বিবরণ এই সপ্তাহে এখানে প্রকাশ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত ৺ প্রাপ্ত ডাক্তর কেরি সাহেবের অনুমতিক্রমে রচিত হইয়া ৩২ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম

মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। বহু দিবস হইল ঐ পুস্তক উঠিয়া গিয়াছে অতএব ইদানীং ঐ পুস্তকের প্রতি গ্রাহকের কিঞ্চিৎ অনুরাগ দেখিয়া স্বমূল্যেতে তাহা পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করা গিয়াছে। প্রথম ঐ গ্রন্থের মূল্য ৫ টাকা করিয়া স্থির হইয়াছিল কিন্তু তৎকালে ঐ মূল্যেও মুদ্রাঙ্কিত করণের ব্যয় পোষাইয়া ছিল না এইক্ষণকার মুদ্রাঙ্কিত ঐ গ্রন্থের মূল্য ॥০ মাত্র স্থির করা গিয়াছে। যে রাজা বঙ্গদেশে ইউরোপীয়েরদের রাজ্য সংস্থাপন কার্য্যে অতিনিপুণ প্রয়োজক ছিলেন। এবং যে রাজা তৎসময়ে অন্যান্য রাজাপেক্ষা ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক বৃত্তি প্রদান করেন এই গ্রন্থে তাঁহার রীতি চরিত্রবিষয়ক অশেষ বিশেষ রূপ বর্ণন আছে এই-প্রযুক্ত বোধ হয় যে এই গ্রন্থ লোকেরদের সুপঠনীয় হইবে। এতদ্রূপ বৃত্তিদাতৃত্বগুণপ্রযুক্ত ঐ রাজা বঙ্গ দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ঐ রাজবংশ্যেরা এইক্ষণে অতিনিঃস্ব হইয়াছেন তাঁহারদের পূর্ব্বতন ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ইদানীন্তন অবস্থার ঐক্য করিলে বোধ হয় যে তাঁহারা একেবারে উদাসীন প্রায় হইয়াছেন। ফলতঃ আমরা শুনিয়াছি এইক্ষণে ঐ বংশে যিনি রাজা নামধারী আছেন তিনি অতিবিখ্যাত স্বীয় পূর্ব্বপুরুষেরদের কৃত বৃত্তির দ্বারাই প্রাণধারণ করিতেছেন। যে রাজার রীতিচরিত্র বর্ণনবিষয়ক গ্রন্থ এইক্ষণে মুদ্রিত হইয়াছে তাঁহার সভা বঙ্গ দেশীয় নানা দিগ্ হইতে আগত পণ্ডিতগণেতে সদা দেদীপ্যমানা থাকিত। পূর্ব্বে আমারদের কল্প ছিল যে নবদ্বীপাধিপ রাজার বিরাজমান সময়ে যে সকল রহস্যসম্পাদক কথা জন্মিয়া অদ্যপর্য্যন্ত চলিতেছে তাহা এই গ্রন্থের শেষে প্রকাশ করি কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা গেল তাহা এমত আদিরসাদিঘটিত যে প্রকাশ যোগ্য হয় না।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

বিজ্ঞাপন।—সকলকে জানান যাইতেছে ভগবদ্গীতা গ্রন্থ পূর্ব্বে স্থানেং বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শ্লোকের সম্পূর্ণভাব এমত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই যে তাহাতে অল্পবুদ্ধি জনের বোধগম্য হয়। তজ্জন্যে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মূলের নীচে অঙ্কসহিত স্বামিকৃত টীকা ও বঙ্গভাষানুবাদের নীচেও অঙ্কসহিত স্বামিকৃত টীকা দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহা দেখিবামাত্রই সকল সন্দেহ দূর হয়। এই গ্রন্থ কলিকাতার জ্ঞানান্বেষণ মুদ্রাযন্ত্রালয়ে অথবা যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের পুষ্পোদ্যানে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

(১৪ নভেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।—মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পাতুরিয়া ছাপাখানায় গ্রহাদির ছবি প্রস্তুত করিয়া বঙ্গভাষাতে তাহার বিবরণ অর্পণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কতিপয় পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তদ্বিষয়ক জ্ঞানেচ্ছা

জন্মিতে, পারে। কিন্তু ভাবনা হয় যে তাহার তাৎপর্য্য তাঁহারা তাদৃশ বুঝিতে পারিবেন না এবং তদ্দ্বারা গ্রহাদির চলন ও যোগ বিলক্ষণরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইবেন না।

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের গ্রন্থ।—সংপ্রতি শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর যে দুই গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় বাটীস্থ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার একং পুস্তক প্রাপ্তিতে আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ঐ পুস্তক বাঙ্গলা ও উর্দ্দু পদ্যেতে গেস্ ফেবল গ্রন্থের অনুবাদিত।···

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

আমরা শুনিলাম যে শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আপন মিত্রদিগের বিশেষতঃ সংস্কৃত গবর্ণমেণ্ট কালেজের পূর্ব্ব সম্পাদক এবং বর্ত্তমান পারিস নগরস্থ শ্রীযুত কাপ্তান ট্রাএর সাহেব অনুরোধে বহুপরিশ্রামক ব্যাপারে অর্থাৎ হিন্দুদিগের আদি নাটক পুস্তক মহানাটক গ্রন্থের ইঙ্গরাজী ভাষায় রূপান্তর করণে প্রবর্ত্ত হইয়া ইহার মুল দেবনাগরাক্ষরে সত মুদ্রাঙ্কিত হওনে মানস করিয়াছেন।

এই পুস্তকে হাস্য ও খেদ এবং বীর রসযুক্ত প্রায় ৭০০ শ্লোক রচিত আর পণ্ডিত সমাজে অতি আদৃত হেতু বোধ হয় যে তাবত কালেজ এবং পাঠশালার প্রধান শ্রেণীর যোগ্য।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় বৈদ্যক পাঠশালায় যে উপদেশ শ্রীযুত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেব কর্ত্তৃক বক্তৃতা হইয়াছিল···ঐ উপদেশ শ্রীযুত উদয়চন্দ্র আঢ্যকর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হওনান্তর বিতরণার্থ এবং শ্রীযুত ষ্টকিউলর সাহেবের আনুকূল্যে মুদ্রিত হইয়াছে।···

(২১ অক্টোবর ১৮৩৭। ৬ কার্ত্তিক ১২৪৪)

কলিকাতার মেডিকেল টৌপগ্রাফি।—এই বিষয় ডাক্তর মার্টিন সাহেব বিরচিত পুস্তক আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি টৌন ইম্প্রুবমেণ্ট কমিটিহইতে যে লিপির অপেক্ষা আছে তাহার অভাবে এই পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক কলিকাতার পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধিজনক অবস্থাসম্বন্ধীয় জ্ঞান এই গ্রন্থহইতে প্রাপ্ত হইলে পর সম্পূর্ণতররূপে অন্য কোন সামান্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারিবেক...। ইনি [ডাঃ মার্টিন] কলিকাতার বর্ণনা সংক্ষেপরূপে করিয়াছেন পূর্ব্বকালের বন জঙ্গলাবস্থার বার্ত্তা প্রথমে লেখেন এ সময়ে জাব চারণক সাহেব এক পূর্ব্বপিতৃবৎ ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষমূলে বসিয়া এক মহারাজ্য স্থাপনের উপরে

স্থির করেন ইহার পরে গবরনর্ ফ্রিক বারওএল হলওএল ক্লাইব হেষ্টিংস ওএলেসলি কর্ণওয়ালিস ময়রা ইত্যাদি সাহেবেরা রাজত্ব করেন পরে আমারদিগের সময়ের নিয়ম স্থির হয়—যেং শোধন হইয়াছে তাহাসকল এ পুস্তকে লিখিত আছে আর ইউরোপের এক ক্ষুদ্র নগরের ন্যায় এ স্থানের সম্পত্তি নহে ইহাতেই যেং শোধন এখন আবশ্যক আছে তাহা বোধ হইবেক এই পুস্তক মেডিকাল বোর্ডে অর্পিত হইয়াছে ইহা না দেখিলে আমরা জ্ঞান করিতাম যে বিখ্যাত ব্যয়বিষয়ে ইহার অধিক অংশ ডাং সাহেবের বিবেচনাতে অর্পণ করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। এ পুস্তকে নিয়ম ও উত্তমরূপে শ্রেণী বন্ধনের অভাব আছে আর অবকাশাভাবে এরূপ হইয়াছে তাহা ব্যক্ত আছে এইং দোষব্যতীত এ পুস্তকে অনেক উত্তমং বিষয় লিখিত আছে আর ইহাতে পরে যাঁহারা লিখিবেন তাঁহারা অনেক সহায় পাইবেন আমারদিগের শরীরাবস্থার বিষয়ে যে মহা প্রবল বিসয় তাহা পূর্ব্বে এত দিবস জানিতাম না এইক্ষণে তাহা প্রকাশ হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

ভারতবর্ষের ইতিহাস।—শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে বাবু শিবচন্দ্র বঙ্গ ভাষাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে বঙ্গ ভাষাভ্যাসার্থ যে নূতন পাঠশালা স্থাপিত হওনের কল্প হইয়াছে তাহাতে অনেক উপকার দর্শিবে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ৪ ফাল্গুন ১২৪৬)

ভুবন প্রকাশ।—ভুবন প্রকাশ নামক গ্রন্থ দর্পণযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে ঐ গ্রন্থ ১০০ পৃষ্ঠা পরিমিত মূল্য ১ টাকা গ্রাহক মহাশয়েরা শ্রীরামপুরে শ্রীযুত আত্মারাম বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের বাটীতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

সাময়িক পত্র

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

বিজ্ঞাপন।—যদ্যপি নানাদেশীয় বিবিধ বৃত্তান্ত বোধক বহুবিধ সংবাদপত্রিকা প্রকাশদ্বারা নানা দিগন্তবাসি বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামিক নাগরিকপ্রভৃতি বিদগ্ধব্যক্তিদের মানসাবাসে বিবিধবিষয়বিষয়ক প্রবোধ প্রকাশ প্রযুক্ত সংশয়াবস্থানের সংশয় হইতেছে তথাপি অস্মৎ প্রয়াসের বিফলতাবোধে অনুগ্রাহক মহাশয়েরদের অবশ্যই অনুগ্রহ হইতে পারে এবং বর্ণার্থগত দোষে দুষ্ট হইলেও সজ্জনসন্নিধানে গুণবৎ হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে অতএব এতাদৃশালোচনাদ্বারা নিশ্চিতান্তঃকরণ হইয়া সংবাদ প্রভাকরনামক সংবাদপত্র প্রকাশে

সাহসী হইলাম। এই সংবাদ প্রভাকর পত্রে কলিকাতা রাজধানীস্থ গবর্নর্ কৌন্সেল ও সুপ্রিম কোর্ট ও পোলীস ও সদর দেওয়ানি ও নিজামৎ আদালতের ও বোর্ডের সমাচার ও ইঙ্গলণ্ড ফ্রান্সপ্রভৃতি দেশের ও ভারতবর্ষস্থ মান্দ্রাজ বোম্বে চীনাদি অন্যান্য দেশের এবং সুবে বাঙ্গালা ও বেহার উড়িষ্যা ও বারাণস্যাদি কোম্পানির স্বাধীন রাজ্যের ও অন্যাধিকারের নানাপ্রকার সংবাদ অর্থাৎ রাজকর্ম্মে নিয়োগাদি রাজনীতি বিষয় ও যুদ্ধবিষয় ও বিদ্যাবিষয় ও সওদাগরী বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিষয় ও দৈবঘটনা বিষয় ও রহস্য বিষয়ইত্যাদি যখন যেরূপ আশ্চর্য্য বিষয় উপস্থিত হইবে তাহা প্রতি শুক্রবারে ছাপা হইয়া সপ্তাহানন্তর পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক পাঠকবর্গেরা অবকাশে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যদ্যদি এই পত্র অবলোকন করেন তবে অনায়াসে এক স্থানে অবস্থান করিয়াও নানাদেশীয় বৃত্তান্তাবগত ও বহুদর্শী হইতে পারেন জ্ঞানপ্রাখর্য্য সুতরাং সিদ্ধ ইতি। সং প্রং

(২৬ মার্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭)

...সুধাকর পত্রের প্রকাশক কাঁচনাপাড়ানিবাসি বৈদ্য কুলোদ্ভব শ্রীযুত প্রেমচাঁদ রায়...।

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

ইনকোয়েরর।—সংপ্রতিকার হিন্দু কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ইঙ্গরেজী ভাষায় ইনকোয়েররনামে প্রথম সংখ্যক সম্বাদপত্র এই সপ্তাহে আমরা প্রাপ্ত হইলাম। ঐ অনুপম বিদ্যালয়েতে যে ঈদৃশ শুভ ফল জন্মিতেছে তাহাতে আমরা অতিহৃষ্ট চিত্ত হইলাম। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেমন স্বভাষা অভ্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্ব্বক লেখেন তদ্রূপ ঐ বাবু যে তদ্ভাষাবিন্যাস করিবেন তাহা প্রায় সম্ভব হয় না কিন্তু যাহা তিনি লিখিতেছেন তাহাতে যে চুক সে যৎকিঞ্চিৎমাত্র। এবং তাঁহার লিখিত সদ্ভাববিশিষ্ট অতএব তদ্দ্বারা যে তাঁহার অধিক কৃতকার্য্যতা ও লোকেরদের উপকার ও গ্রাহক বৃদ্ধি হয় আমারদের সতত এতদ্রূপ বাঞ্ছা।

(১১ জুন ১৮৩১। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট।—চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেট-নামে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে। চন্দ্রিকার পত্র প্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমার-দিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের

মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ সালের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।

'বাঙ্গাল গেজেটি' বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র কি-না ইহা লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই বলিয়াছেন, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যই 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশক। এই গঙ্গাকিশোরের বাড়ি শ্রীরামপুরের নিকট বহড়া গ্রামে ছিল। তিনি প্রথমে কিছুদিন শ্রীরামপুরের মিশনরীদের ছাপাখানায় কম্পোজিটারের কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পর নিজে বইয়ের ব্যবসা সুরু করেন এবং কলিকাতায় ফেরিস কোম্পানীর (Ferris & Co.) ছাপাখানায় একাধিক পুস্তক মুদ্রিত করেন। বইয়ের ব্যবসা করিয়া গঙ্গাকিশোর লাভবান্ হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ভরসা করিয়া নিজে ছাপাখানা করেন নাই—পরের প্রেসেই বই ছাপাইতেছিলেন। এইবার তিনি একটি ছাপাখানা ও একখানি বইয়ের দোকান খুলিলেন। তাহার ছাপাখানার নাম—বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস। ছাপাখানা করিবার পর গঙ্গাকিশোর সংবাদপত্র-প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। তখন পর্য্যন্ত খাস কলিকাতা হইতে কোন বাংলা সাময়িক পত্র বাহির হয় নাই। এই অভাব পূরণ হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রের দ্বারা। কিন্তু এই পত্রিকা-প্রকাশ একক গঙ্গাকিশোরেরই কৃতিত্ব নয়। গঙ্গাকিশোরের সহিত হরচন্দ্র রায় নামে আর এক জন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮১৮ সনের ১৪ই মে তারিখের 'গবর্ন্মেণ্ট গেজেট' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়:---

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chore-bagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, consise, and correct Bengalee Language; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages, and Deaths....

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta, 12th May*, 1818.

এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার কয়েক দিন পরেই 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর ১৮১৮ সনের ৯ই জুলাই তারিখের 'গবর্ন্মেণ্ট গেজেটে' উহার সম্বন্ধে আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ:—

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEELLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays,...earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETTE. No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

এই সকল বিজ্ঞাপনে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশক রূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নামের স্থলে আমরা হরচন্দ্র রায়ের নাম পাইতেছি। গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' যন্ত্রালয়ের তিনিও এক জন মালিক ছিলেন—এ-কথার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রের প্রকাশক রূপে হরচন্দ্র রায়ের

নাম বিজ্ঞাপনে ছাপা হইয়াছে বলিয়া, কাগজের সহিত গঙ্গাকিশোরের কোন সম্পর্ক ছিল না, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই।

এখন বিবেচ্য 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণে'র আগে কি পরে প্রকাশিত হয়। উপরে যে দুইটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের প্রথমটির তারিখ ১২ই মে ১৮১৮। এই বিজ্ঞাপন হইতে আরও জানা যায় যে এই পত্রিকা প্রতি-শুক্রবার প্রকাশিত হইত। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণে'র পূর্ব্বে বাহির হইয়া থাকিলে ইহার প্রকাশকাল হয় ১৫ই নতুবা ২২এ মে, কারণ 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—২৩এ মে ১৮১৮, শনিবার। এই দুইটি তারিখের কোনটিতে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয় কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত ১৮২০ সনের ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রের প্রথম সংখ্যা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের পর এক পক্ষ মধ্যে গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লিখিয়াছিলেন :—

The first Hindoo who established a press in Calcutta was Baboo-ram, a native of Hindoosthan...He was followed by Gunga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To asertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity ; and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Samachar Durpun, the first native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed. "On the effect of the Native Press in India"—The *Friend of India*, Quarterly Series, No. I. pp. 134-35-

এই উক্তির বিরুদ্ধে সে-যুগের দুই জন বিখ্যাত সাংবাদিকের অভিমত আছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং আরও কেহ কেহ বলেন যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণে'র অগ্রজ। তবে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র উক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ; পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলেও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র বিবরণ সত্য বলিয়া ধরিলে জানা যাইতেছে, 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় এবং 'সমাচার দর্পণ'ই প্রথম প্রকাশিত হয়।

হরচন্দ্রের সহিত মতদ্বৈধ হওয়াতে গঙ্গাকিশোর যে বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয় নিজ গ্রাম বহড়ায় লইয়া যান তাহার উল্লেখ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' হইতে উদ্ধৃত বিবরণে আছে।

'বাঙ্গাল গেজেটি' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। উহা বৎসরখানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কোন সংখ্যা এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

(২ জুলাই ১৮৩১ । ১৯ আষাঢ় ১২৩৮)

জ্ঞানান্বেষণ।—কএক বিজ্ঞতম যুব মহাশয়েরদেরকর্ত্তৃক কলিকাতা নগরে প্রকাশিত অত্যুত্তম জ্ঞানান্বেষণ পত্রের অনুষ্ঠান আমরা এই সপ্তাহে অনুবাদ করিলাম। তাঁহারদের এই প্রশংসনীয় ব্যাপারে তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হন এবং তৎপ্রকাশিত পত্রে তাঁহারদের সম্ভ্রম ও দেশের উপকার হয় এমত আমারদের আকাঙ্ক্ষা। মধ্যে২ জ্ঞানান্বেষণের উক্তি দর্পণে অর্পণ করিতে আমারদের মানস আছে।

অপর তৎপত্রসম্পাদক মহাশয় যদি বিরক্ত না হন তবে এই পরামর্শ দেওয়া যায় যে কেবল জ্ঞান কাণ্ডবিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কর্ম্ম কাণ্ড বিষয় কিছু প্রকাশ করেন। কেবল জ্ঞানসম্পর্কীয় পত্র পাঠার্থে জন পদ তাদৃশ পরিপক্ক নয় সকলিই নূতন২ সম্বাদ শুশ্রূষায় অনুরক্ত। বিশেষতঃ ইদানীন্তন ইউরোপে উত্তেজনক নানাকর্ম্ম হইতেছে অতএব সম্বাদ বিষয়ে লোকেরা ব্যগ্র। কিন্তু যদ্যপি সম্পাদক মহাশয় স্বীয় কল্প স্থির রাখিয়া সম্বাদ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক তবে তাঁহার প্রতি আমারদের এই পরামর্শ যে এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে অথবা এতদ্দেশীয় লোকোপকারার্থে যে২ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সদসৎ পরীক্ষা ও বিজ্ঞাপন স্বীয় পত্রের এক পার্শ্বে প্রকাশ করেন। পুস্তক যত ক্ষুদ্র হউক কি পঞ্জিকা কি রাধার সহস্র নাম তাহার একটাও না ছাড়েন। অতিগুরুতর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইলে বাহুল্যরূপে তাহার সদসৎ পরীক্ষা করিবেন ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলে বিজ্ঞাপন মাত্র করিলে হয়। এই এক নূতন ও অকৃষ্ট ক্ষেত্র বটে কিন্তু ক্রমে ইহাতে সুফসল জন্মিতে পারে। এইক্ষণে কলিকাতা মহানগরে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিংশতির অধিকো যন্ত্রালয় আছে তাহাতে প্রতিমাসে যত পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে তাহা প্রায় সম্পাদক ও অন্য২ লোকের বোধগম্য নয় অতএব পুস্তকাভাবে যে এ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন না এমত কদাচ অনুমেয় নহে।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

দলবৃত্তান্ত।—এতন্নগরে এক্ষণে নানাভাষায় সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে। তন্মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় পত্রের অত্যন্ত বাহুল্য দেখিয়া কোন মহানুভব মহাশয় বিবেচনা করিয়াছেন যে দলবৃত্তান্তনামে এক সমাচারপত্র প্রকাশ হইলে ভাল হয় যেহেতুক উক্ত পত্রাদিতে দলাদলির সম্বাদ সর্ব্বদা প্রায় প্রচার হয় না। অতএব তাঁহার অভিপ্রায় দলবৃত্তান্ত পত্রে কেবল দলাদলির সম্বাদ সর্ব্বদাই প্রকাশ হইবে তাহার অনুষ্ঠানপত্রের পাণ্ডুলেখ্য অস্মদাদির নয়নগোচর হইয়াছে। প্রস্তুত হইলে তাবতেরি সুগোচর হইতে পারিবেক। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন তৎপত্রপ্রকাশকের নাম এবং অনুষ্ঠানপত্রের বিবরণ পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতে পারি না অনুমান হয় অপ্রকাশ না থাকিয়া ত্বরায় প্রকাশ পাইবেক…। এতন্মহানগরে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদিগের পূর্ব্বে দুই দল ছিল ইহার দলপতি বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এবং স্বর্গীয় বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয় এই দুই দলপতির দলভুক্ত প্রায় নগরস্থ সমস্ত লোক ছিলেন তৎপরে নগরের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইল এবং অনেক ধনাঢ্য লোক নগরে বাস করিতে লাগিলেন পরে ক্রমে২ অনেক দল হইয়াছে বিশেষতঃ নবশাক জাতীয় সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির দলভুক্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারদিগের স্ব২ জাতীয়েরও বিশেষ২ দল আছে। অপর নবশাকভিন্ন সুবর্ণ বণিকাদিরও অনেক দল আছে অতএব দলাদলির বিষয় এ একটা বৃহদ্ব্যাপার বটে ইহার সম্বাদ যদ্যপি কোন ব্যক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করেন তাহাতে লোকের মহোপকার বোধ হইবে সে উপকার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব উক্তবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই জানিতে পারিবেন এবং দলপতি ও দলাদলি প্রকরণ যাঁহারা বিশেষ

বুঝেন তাঁহারাই বিলক্ষণ বোধ করিতে পারিবেন যে দলবৃত্তান্ত পত্র কি উপকারক হইবে [সমাচার চন্দ্রিকা, ৪ আশ্বিন ১২৩৮]

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১০ পৌষ ১২৩৮)

দলবৃত্তান্ত ।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় । আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচারপত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল ঐ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাদিপত্রে প্রকাশ পাইবেক··· । ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ সাল ।—চন্দ্রিকা ।

(২১ জুলাই ১৮৩২ । ৭ শ্রাবণ ১২৩৯)

···দল বৃত্তান্তনামক এক পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতেই দলের কথা সকলি লেখা আছে তৎপাঠে তাবতের ভ্রমোপশম হইবেক তজ্জন্য আমারদিগকে যে মহাশয় উত্তর প্রদানের অনুরোধ করিয়াছেন তিনিও ঐ দলবৃত্তান্ত পত্র পাঠ করিলে আর অনুরোধ করিবেন না । · সং চং

(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

মফঃসল আকবার ।—আগরাহইতে মফঃসল আকবারনামে ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সংখ্যক এক সম্বাদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । ঐ পত্রের উত্তরোত্তর সর্ব্বপ্রকারে সৌষ্ঠব হইতে পারে তাহা কাযে২ সময়ক্রমে হইয়াই উঠিবে । মফঃসল স্থানসকলে এমত নূতন২ সম্বাদপত্র প্রকাশ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি··· ।

(২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২০ পৌষ ১২৩৯)

দিল্লী নগরে এক নূতন সম্বাদপত্র ।—দিল্লীতে নূতন এক সম্বাদপত্র সংপ্রতি আরম্ভ হইয়া তাহা ইঙ্গরেজী ও পারস্য ভাষায় ভাসমান হইতেছে তাহার নাম দিল্লী আকবর অর্থাৎ উত্তর হিন্দুস্থানীয় সম্বাদপত্র । শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল্‌ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য অনেক সেনাপতি ও অতিমান্য সাহেবেরা সমাদরে ঐ সম্বাদপত্রের পৌষ্টিকতা করিতেছেন । তাহার দেড় শত কাপি সহী হইলে অনুমান তৎসম্পাদনের ব্যয় পোষাইবে তদুপরি যত লাভ হইবে তাহা দিল্লী মহানগরস্থ ইঙ্গরেজী কালেজে প্রদত্ত হইবে ।

অক্ষর-সমস্যা

(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

···সংপ্রতি সংস্কৃত পারস্য ও আরব্য ভাষা একবর্ণ অর্থাৎ ইঙ্গরাজী রোমান্ অক্ষরে প্রকৃতরূপে তত্তচ্ছন্দোচ্চরণ মতে লিখনের এক সহজ ধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গবর্নমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটরী

শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তল্লিপি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন ইহাতে প্রতি ভাষার প্রত্যেক বর্ণাদি বিদিত হওনে যে বহু সময় ব্যয় হয় তাহাতে অন্য কার্য্য সাধনা হইতে পারে অতএব মদ্বুদ্ধ্যনুসারে এতন্নিয়ম যুক্তি সিদ্ধ অপিচ সর্ব্বত্র মন্যত হইয়া প্রচলিত হইলে রচনকর্ত্তার সন্তোষদায়ক হয়...ইতি। কস্যচিৎ হিন্দু জনস্য।—চন্দ্রিকা।

(১৮ জুন ১৮৩৪। ৫ আষাঢ় ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেটে আলফা ইত্যঙ্কিত যে পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমরা অদ্যকার দর্পণে প্রকাশ করিলাম। বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশকরণে কল্পিত দোষোদ্ধারকরণোদ্যোগ করিয়াছিলাম যে বঙ্গাক্ষর এতদ্দেশে এমত মূলীভূত হইয়াছে যে তৎপরিবর্ত্তে এতদ্দেশে ইঙ্গরেজী অক্ষর প্রচলিত করা দুঃসাধ্য ইহা ব্যঙ্গোক্তিতে জ্ঞাপন করা যে আমারদের অভিপ্রায় ছিল ঐ লেখকের এই অনুভব নিতান্তই ভ্রমাত্মক। আমারদের কেবল ইহা দর্শাইতেমাত্র অভিপ্রায় ছিল যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশস্থ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত গ্রন্থসকল বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং ঐ রীতিপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক দেবনাগর অক্ষর প্রচলিতকরণবিষয়ক গবর্ণমেণ্টকর্তৃক যে উদ্যোগ হইয়াছিল তাহা বিফল দৃষ্ট হইয়াছে। এইপ্রযুক্ত আমরা কহিয়াছিলাম যে সংস্কৃত গ্রন্থসকল বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হওয়াই যুক্তিসহ বটে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বীয় ভাষাসকল ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের যে মহোদ্যোগ হইতেছে তদ্বিষয়ে যদি আমারদের দর্পণে লিখিতে মানস থাকিত তবে কখন ব্যঙ্গরূপে না লিখিয়া একেবারে যুক্তিসহ সুস্পষ্টরূপই লিখিতাম কিন্তু তদ্বিষয় আমরা দর্পণে কিছু উল্লেখ করিব না অঙ্গীকার করিয়াছি অতএব তদনুসারেই চলিতে হইবে।

সে যে হউক তন্ত্র গ্রন্থের বিষয়ে সম্প্রতি যাহা দর্পণে প্রকাশ করা গিয়াছে তৎপরেই সংস্কৃত পুস্তক নানা প্রদেশের চলিত অক্ষরে প্রকাশকরণবিষয়ে আমরা নূতন এক বলবৎ প্রমাণ পাইয়াছি বিশেষতঃ সে সংস্কৃত ব্যাকরণ সংপ্রতি রোমনগরে প্রপাগাণ্ডা মুদ্রালয়ে প্রকাশ হইয়াছে তাহার এক পুস্তক এতন্নগরস্থ কালেজের পুস্তকালয়ে আছে তাহাতে দৃষ্ট হইল যে তাবৎ সংস্কৃত কথা তামল অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে অতএব এই ব্যবহার নব্য নহে এতদ্রূপ ব্যবহারকরণের অতিপ্রবল প্রমাণই আছে।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

বিশেষ অনুরোধক্রমে দেশীয় প্রাচীন অক্ষরের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী অক্ষর ব্যবহারকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি এক আবেদন পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম।... আমারদের সম্মত মিত্রগণ ও আমরা যদ্যপি এতদ্রূপ অক্ষর পরিবর্ত্তনের ঔচিত্য বিষয়ে এবং তাহাতে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা বিষয়ে ঐ পত্র লেখকের প্রতিকূল বোধ হয় তথাপি ঐ নিয়মের পক্ষে যে অতিপ্রবল যুক্তিক্রমে যাহা কহা যাইতে পারে তাহার চুম্বক আমারদের পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রস্তাব করণের যে এই সুযোগ হইল ইহাতে আমারদের পরমানন্দ আছে ফলতঃ এই নূতন

নিয়মের দোষসূচক দুই এক পত্র পূর্ব্বে আমরা দর্পণে প্রকাশ করিয়াছি এবং ঐ পত্র যদ্যপিও লঘুতর তথাপি তাহা প্রকাশ করণের এই উত্তর আমাদের দর্পণে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইল। যদ্যপি এই নূতন নিয়মের দ্বারা এতদ্দেশীয় তাবৎ প্রচলিত অক্ষরের সমূলোৎপাটন না হয় তবু উদ্যোগাভাব বলিয়া যে ঐ নিয়ম নিষ্ফল হইবে এমত কহা যাইতে পারা যায় না।

ভারতবর্ষীয় মনুষ্যদিগের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে।

যে সকল ব্যক্তি সপক্ষ দূতরূপ খবরের কাগজ পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গালা ও অন্য২ ভারতবর্ষীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিবার উপায় সকলকে নিবেদন করা গিয়াছে কিন্তু অনেকেই ইহা কিরূপে হইবে ও কি নিমিত্তে হইবে ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ করেন নাই এপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের সুগোচর জন্য সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে অতএব এই নিবেদন যে এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত মহাশয়েরা মনোযোগপূর্ব্বক তাহা কর্ণ প্রদান করেন।

প্রথম ঐ নিবেদনের মর্ম্ম এই যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গলা ইত্যাদি ভাষার বাক্য ও শ্লোক অথবা গ্রন্থ দেবনাগরী ও পারস্য অথবা বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত না হইয়া সকলি ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা যায় যথা কিসী এ একটি হিন্দুস্থানী কথা নাগরী অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (Kisi)......পারস্য অক্ষর লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লিখিত হয় (Bapse) ও "পিতাকে" বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (Pita'ke) এইপ্রকারে অন্য সমুদায় এতদ্দেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয়। এইরূপে এক ইঙ্গরেজী বর্ণমালা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় তাবৎ বর্ণমালায় যে কার্য্য হয় তাহা হইবে।

অতএব ইহার ভাব কি যে এমত নিবেদন এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাঁহারা কি বহুকালাবধি এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার অক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন না। এবং এ বিষয় হাড়ী মজুর ধাঙ্গড় ইত্যাদি নীচ ও অজ্ঞান লোকব্যতিরেকে কি অন্য সকলে জ্ঞাত নহেন। ইহার প্রমাণ হিন্দুস্থানী কথা পারস্য অক্ষরে সচরাচর লিখিত হয় বিশেষতঃ পশ্চিম দেশে ইহার চলন অধিক আছে এবং নাগরী অক্ষরে পারস্য ও আরবী কথা লিখিত হয় এবং উরদু ভাষা অর্থাৎ পারস্য ও হিন্দুস্থানীমিলিত যে ভাষা তাহা প্রায় পারস্য অথবা নাগরী অক্ষরে লেখা যায়। তবে কিজন্য এতদ্দেশীয় সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা হইতে পারিবে না। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও চন্দ্রিকাসম্পাদক কুলীন মহাশয় ও মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং অন্য২ বিজ্ঞ ও মান্য ব্যক্তিরা সংস্কৃত কথা ও শ্লোক ইত্যাদি কি বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া থাকেন না। তবে তাঁহারা কিজন্য সংস্কৃত শ্লোক ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে পারিবেন না। এই অক্ষর দেশাধ্যক্ষদিগের ভাষার বর্ণ এবং এ ভাষা অসীম জ্ঞানভাণ্ডারপ্রযুক্ত অতিশয় বিখ্যাতহওয়াতে ইহাতে বিদ্যা জন্মিলে মনুষ্য উত্তম ও জ্ঞানী ও প্রধান এবং ক্ষমতাপন্ন হয়।

যেরূপ অনায়াসে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে হইবে তাহার দুই এক দৃষ্টান্ত এস্থানে লিখিলাম।

সংস্কৃত শ্লোক নাগরী অক্ষরে লিখিত।

নাগরী অক্ষরে।

अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकं।
सर्व्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यंध एव सः॥

বাঙ্গলা অক্ষরে।

অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

রোমাণ অক্ষরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক

Aneka sanshay ochchhedi paroksharthasya darshakang
Sarvasya lochanong sha´strang yasya´na´styandha eva sah.

... ...

দ্বিতীয় ঐ নিবেদনকরণের তাৎপর্য্য এই যে তাহা মনুষ্যদিগের উপকারক হয়।

কেহ২ বা অজ্ঞানতার দ্বারা এবং কেহ২ বা কুটিলতাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার অভিপ্রায় এই যে স্ব২ দেশীয় ভাষা পরিত্যাগ করিবাতে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের যথেষ্ট বৈরক্তি ও ক্লেশ উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই বিবেচনা বিপরীত সেই তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য জানিবেন এই পরামর্শের প্রধান কারণ এই যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের স্বদেশীয় ভাষা বিদ্যাভ্যাসের পথ সুগম করিলে ঐ ভাষা রক্ষা পাইয়া সর্ব্বদা প্রবল হয় এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা লভ্য প্রাপ্ত হন বর্ণমালা সমূহইতে লিপির কারণ এক বর্ণমালা স্থির হইলেই মনুষ্য দিগের অন্তঃকরণে বৈরক্তি থাকিতে পারে না বরং ইহাতে তাঁহাদের তাবৎ বৈরক্তির নিবারণ হয়।

যদি এক ব্যক্তি উদ্যানে অনেক খেজুর বৃক্ষ থাকে এবং তাহার প্রতিবাসী ঐ সকল বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া একটি নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিতে চাহে তবে তাহার এমত প্রার্থনা অবশ্য ক্ষতিজনক হইবে কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি খেজুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া প্রতিবৎসর বহুফলদায়ক একটি উত্তম আম্র বৃক্ষ সেই স্থানে রোপণ করিতে চাহে তবে কি তাহার এমত প্রার্থনা ক্ষতিকারক হইবে। তাহা কখনো নহে বরং সকলে ঐক্যপূর্ব্বক কহিবে যে ইহাতে ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা নাই বরং যথার্থ লভ্য হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনারও ঠিক এই ভাব জানিবেন। এমত ইচ্ছা নহে যে কোন সামান্য বর্ণমালা প্রবৃত্তকরণের দ্বারা অন্য সমস্ত এতদ্দেশীয় বর্ণমালার লোপ করা যায় এ কারণ প্রার্থনা ভাল নহে কিন্তু বাঞ্ছা এই যে বর্ণমালার দ্বারা অংসখ্য লভ্যের উৎপত্তি হইতে পারে এমত একটি বর্ণমালা নিরূপণ করণের দ্বারা অন্য সকল বর্ণমালার নিরাকরণ হয়। যে অন্য সমস্ত বর্ণমালা একত্রিত হইলেও তাহাতে সম্ভাবনা হয় না এমত লভ্যজনক যে বস্তু তাহাকে অবশ্য উত্তম বলিয়া মান্য করিতে হইবে এ বিষয়ে যেন তোমাদিগকে কেহ আর না ভুলায় এ কারণ ঐ প্রার্থনাহইতে যে

লভ্য উৎপত্তি হইবে তাহার কিয়দংশের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। আমরা জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত হিন্দুস্থানীয় মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি তাঁহারা শ্রবণ করিয়া ইহার বিচার করুন।

১ এতদ্দেশীয় অনেক বর্ণমালাতে পঞ্চাশ বর্ণ এবং প্রায় অসংখ্য যুক্ত বর্ণ আছে ইহাতে শিক্ষকদের অতিশয় বৈরক্তি ও বিলম্ব জন্মে কিন্তু এই তাবৎ বর্ণ ইঙ্গরেজী ২৪ অযুক্ত বর্ণের দ্বারা প্রতিরূপিত হইতে পারে কেবল মধ্যে২ এই চিহ্নের ব্যবহার করিতে হয়। এ মতে ছাত্রদিগের বিদ্যাভ্যাস অতি ত্বরায় এবং অনায়াসে হইতে পারে।

২ যাঁহারা কর্ম্মোপযুক্ত ও খ্যাত্যাপন্ন এবং উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে প্রার্থনা করেন তাঁহারদিগের ইঙ্গরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক হয়। ইহাতে যদি তাঁহারা বালককালে আপন জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া তদবধি ইঙ্গরেজী লেখা পড়া করিয়া আসিতে থাকেন তবে তাঁহারা অত্যল্প কালে এবং অনায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন।

৩ ইঙ্গরাজী বিদ্যা উপার্জন ব্যতিরেকে অনেক ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করা হিন্দুস্থানস্থ লোকের আবশ্যক কিন্তু ইহা উত্তম রূপে বিদিত আছে যে নূতন২ বর্ণ অভ্যাস করিতে অনেক কালক্ষেপ হয় এবং স্বীয় ভাষার ন্যায় সেই নূতন অক্ষর লেখাতে তৎপর হইতেও অনেক কাল অপেক্ষা করে কিন্তু সর্ব্বত্র ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের চলন হইলে মনুষ্যদিগকে বহু কালীন নিষ্ফল পরিশ্রম করিতে হইবে না।

৪ এতদ্দেশীয় সকল ভাষার মূল সংস্কৃত কিন্তু সম্প্রতি প্রত্যেক ভাষার বর্ণের পৃথক্২ আকার হইয়াছে এই প্রযুক্ত এ দেশের হিন্দু লোক অনুমান করে যে অন্য দেশীয় হিন্দুদের ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ এমত প্রকারে তাহারা পরস্পর আপনারদিগকে ও বিদেশীয় উমী জ্ঞান করে। এইক্ষণে যদি এ সকল দেশীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে দেখা যাইবে ও স্পষ্ট বোধ হইবে যে তাহারা পরস্পর এত বিদেশীয় উমী নহে ও তাহাদের আদি ভাষাও এক এবং যে প্রণয় ও অন্তঃকরণের ঐক্য আমরা এইক্ষণে কহিতে অক্ষম এবং এত ভিন্ন২ জাতীয় বর্ণের সত্তা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় এমন তাহাদিগের পরস্পর প্রণয় ও অন্তঃকরণের ঐক্য এ রূপে হইবে।

৫ সংস্কৃতহইতে প্রায় সকল হিন্দুস্থানস্থ লোকের ভাষার উৎপত্তি জানিবেন একারণ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে এক ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইলে অন্য২ প্রত্যেক ভাষার বহুতর শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন অতএব যদি সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে কোন পণ্ডিত কিম্বা মুন্সি কেবল এক কিম্বা দুই তিন বিদ্যা বর্ত্তমান কালের ন্যায় উপার্জ্জন না করিয়া অনায়াসে তাবৎ হিন্দুদিগের ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবে। যে প্রার্থনাদ্বারা এক আধারে এ রূপ সমূহ গুণযোগ হয় তাহাকে অবশ্য উত্তম প্রার্থনা কহিতে হইবে।

৬ ইঙ্গরেজী বর্ণমালায় বড় অক্ষর ও ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বারা যথার্থরূপে পড়িবার এবং নামাদি ও বিশেষ ভারি কথা প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে কিন্তু হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের স্বভাব ও আকারহেতুক ইহা তদ্ভাষাতে হইতে পারে না। তবে যদি ইঙ্গরাজী বর্ণে ঐ সমস্ত ভাষা লেখা যায় তবে এমত কল্পনার দ্বারা সহস্র২ হিন্দুস্থানীয় বালকদিগের আপন২ ভাষা

লিখিবার জন্য অকথনীয় উপকার হয়। তাবৎ প্রকার বিচ্ছেদ চিহ্ন এবং জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য-বোধক চিহ্ন এবং পরের লিখিত কি কথিত বাক্যবোধক চিহ্ন ইত্যাদি মুদ্রিত কি লিখিত পুস্তকে সহজে পাঠ করিবার ও ঝটিতি অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই কিম্বা যদিও থাকে তথাচ সে সম্পূর্ণরূপ নহে। এই সকল এই রোমাণ অক্ষরে অনায়াসে দেওয়া যাইবে এবং তাহাতে কালক্ষেপ না হইয়া কালের রক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে এবং এই উপকারব্যতিরেকে যে অল্পকালেতে হিন্দুস্থানীয় ভাষাসকল কোনপ্রকারে স্থৈর্য্য কিম্বা অলঙ্কারবিশিষ্ট হইতে পারিবে না এই উপকারদ্বারা সেই অল্পকালেই তাহা অনায়াসে হইতে পারিবে।

৭ ইহা বাস্তবিক বটে যে যেরূপ ইঙ্গরেজী অক্ষর ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতে পারে তদ্রূপ হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের অনেকেরি যুক্ততাপ্রযুক্ত ক্ষুদ্র হইতে পারে না। ইহাতে মুদ্রাঙ্কিতকরণে দ্বিগুণ কাগজ এবং প্রায় দ্বিগুণ জেল্‌দ বাঁধিবার শ্রম ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় অর্থাৎ নাগরী পারসী ইত্যাদি অক্ষরে যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার ব্যয় ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থহইতে প্রায় দ্বিগুণ হয়। অতএব এমত পথে প্রবৃত্তহওনে বালকদিগের পিতা মাতারা কি সন্তুষ্ট হইবেন না। এই মতের দ্বারা তাঁহারদিগের সন্তানের বিদ্যাভ্যাসজন্য কেবল অর্দ্ধেক মূল্যে গ্রন্থ পাইতে পারিবে এবং যে মতের দ্বারা প্রত্যেক বালকের পিতার প্রতিবৎসরে এত টাকা বাঁচিবে সে মত কি এপ্রদেশের মধ্যে অতিউত্তমরূপে গণ্য হইতে পারিবে না।

৮ বহুবিধ বর্ণপ্রযুক্ত এদেশীয় ভাষার অভ্যাসবিষয়ে অতিশয় কঠিন হওয়াতে তদ্বিদ্যার আকর যুগযুগান্তরাবধি অপ্রকাশ রহিয়াছে তন্নিমিত্ত জ্ঞানরূপ ধন যাহাতে বর্ত্তে তাহা অগোচর হইয়াছে সে কেবল ইউরোপীয় মনুষ্যদিগহইতে নহে কিন্তু এদেশীয় মনুষ্যদেরও হইতে জানিবেন। এদেশীয় কোন ব্যক্তি বরং কোন ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত যিনি মহামহোপাধ্যায়রূপে বিখ্যাত তিনিও যেপর্য্যন্ত এতদ্বহুবিধ বর্ণের ব্যবহার থাকিবে সেপর্য্যন্ত কখন আপন পূর্ব্বপুরুষের লিখিত শাস্ত্রের দশমাংশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন না। এবং আশ্চর্য্য ইতিহাস ও অলঙ্কারশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র ও আন্বীক্ষিকী ও জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যা ও পারমার্থিকবিদ্যা যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানবান্ লোকেরা সংগ্রহ করিয়াছেন যদি এইক্ষণে কোন পণ্ডিত তাহার দশমাংশও জ্ঞাত হইতে অক্ষম হন তবে ইহাতে আর২ দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকেরা কি সন্দেহ করিবে না যে হিন্দু লোকেরদের বিদ্যা কখন হয় নাই। তাহারা অবশ্য এমত সন্দেহ করিবে তবে এ সন্দেহ কিপ্রকারে নিবারিত হইতে পারে এবং সকল দেশের মনুষ্যদিগকে কিপ্রকারে জানান যাইতেও পারে যে হিন্দুদিগের এত রাশি২ শাস্ত্র লিখিত আছে। কিন্তু তাহা এইক্ষণে বন স্বরূপ বহুবিধ নূতন এবং নানারূপ বর্ণের ব্যবহারের দ্বারা অবিদিত আছে। এইক্ষণে এইমত কল্পনা করা যাইতেছে যে যদি হিন্দুস্থানীয়দিগের ইচ্ছা হয় তবে তাহারদিগের সমুদায় শাস্ত্র একইপ্রকার অক্ষরে লেখা যায় এবং সে অক্ষর সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা এই চারি খণ্ডের তাবৎ শিষ্ট ও পণ্ডিত লোকদিগের নিকট সে অক্ষর বিদিত আছে।

যদি হিন্দুগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আপন২ বিশেষ২ অক্ষর ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজী

অক্ষর স্বীকার করেন তবে কেবল ইঙ্গরেজ লোকের সদৃশ কর্ম্ম করিবেন। তাহার প্রমাণ এই যে সাক্সোন ও জর্ম্মণটেকৃষ্ট ইত্যাদি বিশেষ অক্ষরেতে ইঙ্গরেজ লোক আপন ভাষা লিখিতেন কিন্তু ক্রমে২ সে সকল অক্ষর দূর করা গেলে রোমাণ অক্ষর অর্থাৎ যে অক্ষর এইক্ষণে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে সেই অক্ষর অন্য২ তাবৎ অক্ষরের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা গেল তাহাতে সেই সময়ের সেই অক্ষরের পরিবর্ত্তনে কি ইঙ্গরেজী পুস্তকসকল লুপ্ত হইয়াছে এমত বোধ কর তাহা নয় বরং যে অক্ষর ইউরোপীয় তাবৎ লোক চিনিতে পারিল সেই অক্ষরে ঐ সকল পুস্তক প্রকাশিত হওনপ্রযুক্ত তাহা আরও সুন্দররূপে বিখ্যাত হইল এবং অদ্যাবধিও পুরাতন অক্ষরেতে যে কোন লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক জ্ঞাত করাইবার কাহারও প্রয়োজন হয় সেই পুস্তক তাহারা রোমাণ অক্ষরে পরিবর্ত্তন করে তাহাতে প্রায় জগতের সীমাপর্য্যন্ত তাবৎ জ্ঞানি লোক তাহা জ্ঞাত হয়। এই কারণ যদি কেহ এই পরামর্শানুসারে অক্ষরে পরিবর্ত্তনের দোষ করে তবে তাহাকে তুমি এই উত্তর দেও যে এই জগতের মধ্যে অধিক সভ্য ও সর্ব্ববিজয়ি ইঙ্গরেজ লোক এই পরামর্শের পরীক্ষা করিয়া যথার্থ পাইয়াছেন। পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞানি লোকেরদের বিচার কি কর্ম্মের ভদ্রাভদ্র স্থির করা যায় না।

অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোন২ ব্যক্তি অনুমান করেন যে এই বর্ত্তমান কল্পিত নক্‌শার ব্যবহার হইলে হিন্দুশাস্ত্র অস্পষ্ট থাকিবে এবং তদ্‌গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গুণেরও বিবেচনা হইবে না কিন্তু ইহার দ্বারা তাহা না হইয়া তাবৎ হিন্দুশাস্ত্র উত্তমরূপে স্পষ্ট হইতে পারিবে এবং তৎশাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের উচিত সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা হইবে। অক্ষরের পরিবর্ত্ত হইলে কথার কিম্বা তারিখের অথবা নামের পরিবর্ত্ত হইবে না। এদেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ও সমুদায় ইতিহাসসম্বন্ধীয় তারিখ এবং তাবৎ মনুষ্যের ও স্থানের এবং ঘটনার নামের পরিবর্ত্ত হইবে না এবং যেপর্য্যন্ত এই নক্‌শার ব্যবহার হইবে সেপর্য্যন্ত তাহারা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। যদি হিন্দুরা যথার্থরূপ প্রার্থনা করেন যে তাঁহারা আর অধিককাল অজ্ঞান ও মূর্খরূপে গণ্য না হন এবং পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যই জানেন যে তাঁহারদিগের এত আশ্চর্য্য রাশি২ গ্রন্থ আছে তবে তাঁহারদিগের উচিত হয় যে তাঁহারা শীঘ্র এক প্রধান সভায় একত্র হইয়া তাঁহারদিগের গ্রন্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে স্থির করেন। যদি তাঁহারা ইহা করেন তবে তাবৎ হিন্দুস্থানীয় গ্রন্থকর্ত্তার উপযুক্ততা জানিতে পারগ হইবেন।

এ নিবেদনের বিষয়ে কাহারও যে কোন সন্দেহ না জন্মে তৎপ্রযুক্ত কোয়ার্টর্লি রিবিউ নাম গ্রন্থ যাহা গত অক্তোবর মাসে লণ্ডনেতে প্রকাশিত হয় তাহার প্রয়োগ আমরা এ স্থানে করিতেছি। অনেক হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিত জানেন যে কেবল ইউরোপ দেশের মধ্যে নহে কিন্তু সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে এ গ্রন্থ অতিশ্রেষ্ঠ। ঐ গ্রন্থে যাহা উক্ত আছে তাহা শ্রবণ করুন 'যদি সংস্কৃত ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইত তবে অনেক লোক নিদান সে বিদ্যার প্রধান সোপান পাইতে পারিত কিন্তু প্রথমেই নূতন বর্ণের কাঠিন্যদর্শনে এ বিদ্যা উপার্জনে তাহারদের উদ্যোগ ভঙ্গ হয়" এইক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা২ জ্ঞানবান্‌ ও পণ্ডিত তাঁহারদিগের এই অভিলাষের

এই উত্তম পথ খোলা আছে। যদি তাঁহারা তাঁহারদিগের সকল গ্রন্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখেন তবে তাঁহারদিগের বিদ্যা ও বিজ্ঞতা এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ইউরোপে এবং অন্য তাবৎ শিষ্ট দেশে বিখ্যাত হইবে।

তবে এমত অন্ধ কে আছে যে এই বর্ত্তমান কল্পিত নকৃশার আশ্চর্য্য গুণ বিবেচনা করিতে অক্ষম হইবে।

হিন্দুদিগের বর্ণমালার পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের দ্বারা অনেক লভ্য হইবে তাহার কিয়দংশের বিবরণ উপরে কথিত হইয়াছে সে সমস্ত লভ্যের সংখ্যা সংক্ষেপরূপে লেখা যাইতেছে।

১ ইঙ্গরেজী বর্ণে লিখনের দ্বারা প্রত্যেক হিন্দুস্থানীয় লোকের স্বীয় ভাষা অভ্যাসের যথেষ্ট সুগম হইরে।

২ তদ্দ্বারা তাহার ইঙ্গরেজী শিখিবারও যথেষ্ট সুগম হইবে।

৩ তদ্দ্বারা তাহার ব্যবহার্য্য অনেক অন্য২ দেশীয় বিদ্যোপার্জন সুগম হইবে।

৪ হিন্দুদিগের মধ্যে এইক্ষণে যে পরস্পর বিচ্ছেদ পৃথকতা আছে তদ্দ্বারা তাহার নিবারণ হইয়া তাহারদিগের পরস্পর অনায়াসে ঐক্য ও কথোপকথন ও লিপির দ্বারা আলাপ ও আপন২ ইচ্ছা প্রকাশ সমুদায় দেশে হইবে।

৫ তদ্দ্বারা সামান্য ক্ষমতাপন্ন ধৈর্য্যাবলম্বি হিন্দুরা এদেশীয় প্রায় তাবৎ বিদ্যাতে ব্যুৎপন্ন হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহারা অসংখ্য জাতি ও বংশের উপকার করিতে পারগ হইবে।

৬ তদ্দ্বারা বালক ও প্রাচীন ব্যক্তিরা কোন ভাষা যথার্থরূপে লিখিতে ও পড়িতে বিলক্ষণ পারগ হইবেন।

৭ ইহা হইলে বালকের প্রয়োজনীয় পুস্তকের মূল্য অনেক কমহওয়াতে প্রত্যেকের পিতা মাতার অধিক লভ্য হইবে।

৮ তাহাতে হিন্দুস্থানীয় তাবৎ পূর্ব্বকালীন হিন্দু লোকেরদের কি২ শাস্ত্র আছে তাহা জ্ঞাত হইবে এবং পূর্ব্বকালের জ্ঞানি গ্রন্থকর্ত্তারদের জ্ঞান কত দূর পর্য্যন্ত তাহা জগৎসীমাপর্য্যন্ত তাবৎ জ্ঞানি লোকেরদের নিকটে প্রকাশিত হইবে।

অতএব প্রার্থনা যে অতিউত্তম তাহা এ সমস্ত বিবরণের দ্বারা কি সপ্রমাণ হইবে না এবং তদ্দ্বারা যে এদেশীয় মনুষ্যের যথেষ্ট উপকার ও মঙ্গল হইবে তাহার প্রমাণ কি এ সমস্ত বিবরণকর্ত্তৃক হইতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে যাঁহারা ইহাতে প্রতিবাদী আছেন তাঁহারা বিপক্ষ অভিপ্রায় না থাকিলেও কি এদেশীয় মনুষ্যদিগের বিপক্ষ নহেন। এবং যাঁহারা ইহাতে উদ্যোগী তাঁহারা কি তাঁহারদিগের মিত্র নহেন।

আমরা মহাশয়দিগকে বিজ্ঞ জানিয়া নিবেদন করিলাম মহাশয়েরা ইহার বিবেচনা করিবেন।

হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের পরমবন্ধু।

*** বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীয় কতক কেতাব এইক্ষণে রোমাণ অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ঐ পত্রের অনেক পাঠক মহাশয়েরা সেই পুস্তক কিনিতে চাহিবেন অতএব তাঁহারদিগকে জানান

যাইতেছে যে কলিকাতার লালদীঘীর উত্তরপূর্ব্বকোণে পুস্তকালয়কর্ত্তা অষ্টেল সাহেবের নিকট চিঠী লিখিলে কিম্বা তাঁহার নিকট গেলে অতিঅল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে।

ভাষা-সমস্যা

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ২৯ মাঘ ১২৪৪)

পারস্য ভাষা।—পারস্যভাষা উঠয়নবিষয়ে বঙ্গদেশের শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নীচে লিখিতব্য চরমাজ্ঞা আমরা প্রকাশ করিলাম এই হুকুমের দ্বারা ঐ বিষয়ের একেবারে শেষ হইল তাহাতে এই আজ্ঞা হয় যে ১২ মাসের মধ্যে তাবৎ আদালতে ও কালেকটরী কাছারীতে ঐ বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার উঠিয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা চলিত হইবে। ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবেরদের প্রতি অনুমতি হইয়াছে যে এই ভাষা পরিবর্ত্তনেতে কোন অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত তাঁহারা সুনিয়ম করিতে পারেন কিন্তু ঐ পারস্য ভাষা একেবারে চূড়ান্তরূপে উঠাইয়া দেওন ১৮৩৯ সালের জানুআরি মাসের পর আর কিঁছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। এই অশুভ ভাষার পরিবর্ত্তনেতে দেশীয় তাবল্লোকের অতিশুভ সম্ভাবনা বিষয়ে আমারদের পরম লালসা। বহুকালাবধি দেশীয় তাবল্লোকের অতিব্যগ্রতা ছিল যে সরকারী কর্ম্মকারকেরদের সঙ্গে তাঁহারদের যে সকল নিজ কর্ম্ম তাহা আপনারদের ভাষার দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং তাঁহারা এই বিষয় বারম্বার গবর্ণমেণ্টকে নিবেদনও করিয়াছেন। এইক্ষণে পরিশেষে ১৮৩৮ সালে শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবের আনুকূল্যে তাঁহারদের ঐ ইষ্টসিদ্ধ হইল অতএব ইদানীং বঙ্গভাষার বিষয়ে মনোযোগ না করণে আর কোন ওজর থাকিবে না। অধুনা বিদেশীয় আর কোন ভাষা অভ্যাসকরণে কিঞ্চিন্মাত্র কারণ থাকিল না অতএব আমারদের ভরসা হয় যে বঙ্গভাষাতে বিদ্যাদানার্থ বঙ্গদেশময় গ্রামে গ্রামেই পাঠশালা স্থাপন হইবে।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষস্থ কৌন্সলের শ্রীযুক্ত প্রসীডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতি সাহেব গত মাসের ৪ তারিখে ১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের ২ ধারাক্রমে ঐ আক্‌টের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের যে সকল ক্ষমতা আছে তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্নর্ সাহেবকে অর্পণ করাতে ঐ শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্নর্ সাহেব এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনকরণার্থ ১ জানুআরি তারিখঅবধি ১২ মাস নির্দ্দিষ্ট হইল।

শ্রীলশ্রীযুক্তের এমত বোধ আছে যে এই পরম মাঙ্গলিক সুনিয়মেতে অতিপ্রাচীন ও দেশীয় মূলবদ্ধ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইবে অতএব তাহা অতিসাবধানে নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

এইপ্রযুক্ত শ্রীলশ্রীযুত নানা কর্ম্মাধ্যক্ষেরদিগকে এমত ক্ষমতা দিতেছেন যে এই সুনিয়ম তাঁহারা আপন২ দপ্তরে এবং আপনারদের অধীন নানা দপ্তরে তাঁহারদের সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক ক্রমে২ প্রবিষ্ট করান্। কেবল ইহাই নিতান্ত হুকুম হইল যে উক্ত মিয়াদের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করিতে হইবে।

শ্রীলশ্রীযুক্তের জ্ঞাপনার্থ এই নিয়ম সম্পাদননিমিত্ত যেরূপ উদ্যোগ হইয়াছে তাহার এক রিপোর্ট আগামি ১ জুলাই তারিখে এবং তৎপরে ১৮৩৯ সালের ১ জানুআরি তারিখে দিতে হইবে।

হুকুম হইল যে উক্ত বিজ্ঞাপনের এক নকল জেনরল ডিপার্টমেণ্টে প্রেরিত হয় এবং ঐ দপ্তরের অধীন তাবৎ কর্ম্মকারকেরদিগকে তদনুযায়ি হুকুম দেওয়া যায়।

এফ জে হালিডে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী
জুদিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট

২৩ জানুআরি ১৮৩৮ সাল।

(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—আমরা বোধ করি গবর্ণমেণ্ট দুই কারণ বশতঃ পারস্য ভাষা পরিবর্ত্তনার্থে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রথম এই যে ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়রা এদেশে আগমনানন্তর দুই তিন ভাষা শিক্ষাকরণে বহুপরিশ্রম এবং স্বকার্য্যোদ্ধারে গতি ক্রিয়া হয় দ্বিতীয় এদেশস্থ সাধারণ ব্যক্তিরা পারস্য ভাষায় অনভিজ্ঞবিধায় তদ্বোধে অশক্ত থাকেন।

• প্রথম কারণের উত্তরে আমরা এই বলি যে প্রায় ১০০ এক শত বৎসরের নৈকট্য হইল বৃটিস গবর্ণমেণ্ট এ রাজ্যের অধিপতি হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় কার্য্যকারকেরদিগের কর্ত্তৃক পারস্য ভাষা ইত্যাদি শিক্ষানন্তর রাজকর্ম্ম যে রূপ নির্ব্বাহ করিতেছিলেন তাহাতে এপর্য্যন্ত কোন্ কর্ম্ম মন্দ হয় নাই এবং কাহারো বাচনিক নিন্দা প্রকাশ হয় নাই।

দ্বিতীয় কথার উত্তরে অস্মদাদির এই বক্তব্য যে সাধারণ ব্যক্তিরা বিশেষ বিদ্যার অভাবে বিষয়াংশের লিখন পড়ন যে কোন ভাষাতেই হউক বিদ্বানের সাহায্যাভাবে সর্ব্বদাই বুঝিতে অশক্ত আছেন ও থাকিবেন।

এস্থানে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে আদালতসম্পর্কীয় লিপ্যাদি বিশেষতঃ রোবকারী ও ফয়ছলা ও উভয় বিবাদির সওয়াল ও জওয়াব অর্থাৎ উত্তর প্রত্যুত্তর কোন ভাষায় লিখনে সুলভ ও পারিপাট্য ছিল প্রাচীন সাহেব লোকের মধ্যে গুণিগণাগ্রগণ্য শ্রীলশ্রীযুত আলকজাণ্ডর রাশ সাহেব ও তৎপরে ডবলিউ এচ মেকনাটন সাহেব ও টৌবি প্রেন্সিফ সাহেব এফ জি হলিডে সাহেব ও জান রছল কালবীন সাহেব ও সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেব ও হেনরী মোর সাহেব ও উলিএম কেরিকেরাপট সাহেব তথা বহুকাল কর্ম্মকারী জিমিস পাটল সাহেব ও জান বার্ডু এলিয়ট সাহেব ইঁহারা পারস্য ও বাঙ্গালা ও

হিন্দী ভাষাতে বিজ্ঞোত্তম আমরা বোধ করি অন্যান্য যে সকল সাহেব লোক বেহার ও বাঙ্গলা দেশে কার্য্য করিতেছেন ইঁহারদিগের তুল্য অন্য কেহ ঐ তিন ভাষাতে সুশিক্ষিত না হবেন অতএব আমরা উপরিউক্ত সাহেবদিগকে এই কথার শালিশ মন্যত করি যে আদালতসম্পর্কীয় লিখন পড়ন ইঁহারা পারসী কি বঙ্গীয় ভাষাতে উত্তম ও সুলভ বোধ করেন নচেৎ গবর্ণমেণ্ট যদি কলিকাতা নিবাসী কতিপয় সুতার ও তাঁতী ও তেলি ও তাম্বুলী ও বেণে্য ও সদেগাপ অর্থাৎ চাষাগোওয়ালা আধুনিক ও অমূলক বাবু উপাধিধারী চিনাওয়ারীর দোকানদার চর্ম্মপাদুকা ও মুরগী ইত্যাদির বাণিজ্যকারী তথা বাণিজ্যব্যবসায়ি সাহেব লোকেরদিগের মেট সরকার যাঁহারা হৌডু ইউডু ও কোওয়াইট ওএল ইত্যাদি দুই চারি কথা ইঙ্গরেজী অভ্যাস করিয়াছেন ও যাঁহারদিগের সভ্যতা এই যে প্রায় বেশ্যালয়ে বাস করেন ও বেশ্যারদিগকে আপন পরিবারের নিকট অহরহ যাতায়াত করিতে দোষ জ্ঞান করেন না ও যাঁহারা পথে২ নৃত্যগীত নগরকীর্ত্তনাদি করিয়া বেড়ান ও কবিতাইত্যাদি সকার বকার আপন স্ত্রীলোক পরম্পরাকে অর্থব্যয় করিয়া শ্রবণ করান তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করেন না ঐ সকল বাবুরা সাহেবলোকের সমীপে জানান যে পারস্য প্রচলিত থাকাতে দেশের অনেক অনিষ্ট হইতেছে ঐ কথার প্রামাণ্যতায় যদি গবর্ণমেণ্ট আদালত হইতে পারসী পরিবর্ত্তন করেন নিতান্তই দুখের বিষয় আমরা নিশ্চিত কহিতে পারি যে এদেশস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পারস্য ভাষা লিখন পড়নের কিঞ্চিন্মাত্র রসজ্ঞ যিনি হবেন তেঁহ ঐ ভাষা পরিবর্ত্তনে কদাচ সম্মত হইবেন না কলিকাতা নিবাসির মধ্যে প্রাচীন বিষয়ী ও মান্য ৺ মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ঘর এবং ৺ দেওয়ান অভয়চরণ মিত্রের সন্তানেরা যদি ঐ মহাশয়রা নিরপেক্ষ হইয়া যথার্থ কহেন যে আদালতের রোবকারি ও ফয়সলা ও উত্তর প্রত্যুত্তরের লিখনাদি পারস্য ভাষাহইতে বঙ্গীয় ভাষায় উত্তম হইবেক অবশ্যই মান্য বটে যদ্যপিও কলিকাতার মধ্যে ৺ বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের ঘর মান্য বটে কিন্তু ৺ বাবু নন্দলাল ঠাকুরের লোকান্তর হওয়াতে আমরা ভরসা করি না যে ঐ পরিবারের মধ্যে অন্য কেহ এবিষয়ের বিচার যোগ্য হইবেন বরঞ্চ তন্মধ্যে কোন২ বাবু প্রাচীন নিয়ম ও প্রথাকে সর্ব্বদাই হেয় বোধ করিয়া নবীন মতাবলম্বী হইয়াছেন তবে ঐ বংশে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পারস্য ভাষা কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন যেহেতু যৎকালীন তেঁহ ২৪ পরগনার কালেকটরীর শিরিস্তাদারী কর্ম্মে ছিলেন পারসীতে আপন নাম দস্তখৎ করিতেন ৺ ইচ্ছায় ঐ বাবু এইক্ষণে কলিকাতায় বিপুল সম্ভ্রান্ত যদি তাঁহার নিকটও কেবল এইমাত্র প্রশ্ন হয় যে আদালতের রোবকারি ও ফয়ছলা লিখনে পারসী কি বঙ্গ ভাষা সুলভ ও উত্তম আমরা বোধ করি যে উক্ত বাবু অবশ্যই নিরপেক্ষ হইয়া উত্তর দিবেন যদবধি পারসী পরিবর্ত্তনে দেশীয় ভাষা প্রচলিত হওনের অনুজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে বেহার প্রদেশে কি হইতেছে অর্থাৎ হিন্দী ভাষা পারস্য অক্ষরে লিখিত হয় তাহা সাধারণের পড়িবার সাধ্য হয় না এবং যদি পারস্য অক্ষর চলিত রহিল তবে ঐ ভাষা পরিবর্ত্তনে কি লাভ জনক হইবেক যদি বলেন উক্ত দেশের

চলিত হিন্দী অক্ষরে ঐ ভাষা লিখিত হইবেক তদুত্তরে অস্মদাদির এই বক্তব্য যে ঐ দেশের হিন্দী অক্ষর যাহা প্রচলিত আছে তাহাতে ক্য ক্র ইত্যাদি ফলা ও যুক্তাক্ষর নাস্তি এবং কোন বিষয় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইলে কিছু দিন পরে পুনরায় ঐ লিখন তাহার পাঠের আবশ্যক হইলে তৎপাঠে অশক্ত হইয়া বলে যে কউন ছছুরা লেখাহায় অতএব এরূপ অক্ষর প্রচলিত হইলে কি ফলদায়ক হইবেক তবে যদি গবর্ণমেণ্ট হিন্দী ভাষা রাখিয়া বঙ্গীয় অক্ষর প্রচলিত করিতে অনুজ্ঞা করেন তবে কর্ম্ম একপ্রকার নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষা প্রচলিত করণে নিতান্ত হিত বোধ করিয়া থাকেন তবে সুপ্রিমক্রোর্ট যে প্রধান আদালত বলিয়া মান্য সেখানে কিরূপে কেবল ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত রাখিবেন অর্থাৎ যে লিখন পঠনের বর্ণও এপর্য্যন্ত এদেশস্থ মনুষ্য মাত্রের বোধ গম্য নহে বরং ঐ সুপ্রিমক্রোর্ট সম্পর্ক ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য কারক সাহেবেরাও তদ্বোধে অশক্ত যাহাহউক আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে পারস্য পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাবত জিলার জজ সাহেবেরদের নামে হুকুম প্রকাশ করেন যে তাঁহারা মফঃস্বলের তাবৎ জমিদার ও তালুকদার ইত্যাদি ব্যক্তিকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহারা আদালতে কোন ভাষা প্রচলিত থাকিতে সম্মত আছেন এবং আমারদিগের অভিলাষ এই যে আদালতের এলাম ইশ্‌তেহার ও সাক্ষির জোবানবন্দি দেশীয় ভাষাতে লিখিত হইয়া কেবল রোবকারি ও বিচার পত্র লেখা বিচারপতির মতের সাপেক্ষ হয় অর্থাৎ তেঁহ যে ভাষায় লিখনে উত্তম বোধ করিবেন ঐ ভাষাতে লিখাইয়া দেন ও উভয় বিবাদী আপন২ স্বেচ্ছাধীন যে ভাষাতে সুগম বোধ করে উত্তর প্রত্যুত্তর লিখে আমরা নিশ্চিত জানি যে দর্পণকার মহাশয় পারসী শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বিধায় তৎপরিবর্ত্তনে নিতান্ত ইচ্ছুক কিন্তু ঐ মহাশয়কে আমারদিগের দুই কথা জিজ্ঞাস্য প্রথম এই যে তাঁহার দর্পণ যাহা অতিশুলভ ও নির্ম্মল বঙ্গীয় ভাষায় রচিত ও লিখিত হইয়া থাকে তাহা কি সর্ব্ব সাধারণেরই বোধগম্য হয় এবং উক্ত মহাশয় কি কহিতে পারিবেন। যে পারস্যেতে যেরূপ রোবকারি ও ফয়সলা লিখিত হইত এইক্ষণে বঙ্গীয় ভাষাতে কি ঐরূপ হইয়া থাকে আমরা দর্পণকার মহাশয়কে নিবেদন করি যে তেঁহ অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন আদালত অথবা রিবিনিউ কাছারিহইতে এক বিষয়ের ও এক অর্থের রোবকারি পারসী ও বঙ্গীয় ভাষাতে লেখা আনয়ন করিয়া কোন বিদ্যোত্তম ব্যক্তিকে এবং বিষয় জ্ঞান বিলক্ষণ থাকে দৃষ্টি করাইয়া জিজ্ঞাসা করুন যে ঐ ভাষাদ্বয়ের মধ্যে কোন ভাষায় লিখিত রোবকারি উত্তম ও প্রণালী শুদ্ধ বোধ হয় অথবা কোন মোকদ্দমার রোবকারি লিখিতে সহজ কোন পারসী জ্ঞাতাব্যক্তিকে আদেশ করুন এবং ঐ বিষয়ের রোবকারী বঙ্গীয় ভাষাতে লিখিতে ও উত্তম বঙ্গীয় ভাষা শিক্ষক ব্যক্তিকে ভারার্পণ করুন ও উভয় ব্যক্তি এক কালীন লিখিতে প্রবর্ত্ত হউন তখন দেখাযাবে যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ রোবকারি অগ্রে লিখিত হয় ও কাহার লিখনে অধিক কাগজ ব্যয় হয় দর্পণকার মহাশয় যদি পারস্য ভাষা কিঞ্চিৎও

অবগত থাকিতেন তবে আমরা এত অধিক লিখিতাম না আমারদিগের অধিক খেদের বিষয় যাঁহারা পারস্য ভাষাতে অনভিজ্ঞ তাঁহারা ঐ ভাষা নিন্দা করেন যেমত অমৃত ভক্ষণ না করিয়াও তাহার আস্বাদন না পাইয়া অমৃত নিন্দা করা। ইহা ভিন্ন আমরা দর্পণকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি শিশিয়ন জজ সাহেবেরা ফৌজদারী মোকদ্দমা তজবীজান্তে তাজীর ও আকুবত ও ছেয়াছৎ ও দীয়ৎকৎলেআমদ ও সেবেঃআমদ ইত্যাদি শব্দ যে২ স্থানে লিখনের আবশ্যক হইবেক তাহার পরিবর্ত্তে বঙ্গীয় ভাষাতে কি২ শব্দ লিখিবেন যদ্যপি ঐসকল শব্দব্যতিরেক অন্যান্য অনেক শব্দ আছে যাহার বঙ্গীয় ভাষা প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ তথাপি আমরা স্বীকার করি যে সেই২ স্থানে পারসী ভাষাই বঙ্গীয় অক্ষরে লিখা যাইতে পারে যে হেতু আদালতে প্রচলিত অনেক২ পারসী শব্দ প্রায় অনেকে বুঝিয়া থাকেন যেমন জোবানবন্দি কিন্তু উপরে আমরা যে কএক শব্দ লিখিলাম তাহার অর্থ বিশেষ২ ব্যক্তিরা ভিন্ন অন্য কেহ জানেন না বোধ করি দর্পণকার মহাশয়ের মৈত্র কলিকাতা নিবাসী বাবুদিগের কর্ণকুহরেও কখন এসকল শব্দ না গিয়া থাকিবেক দর্পণকার মহাশয়কে উচিত হয় না এত পক্ষপাত করা যেহেতু ঐ মহাশয়কে প্রায় অনেক লোকে নিরপেক্ষ ও ধার্ম্মিক বলিয়া মান্য করে যদি তেঁহ পারস্য ভাষা অবগত হইয়া ঐ ভাষাতে দোষার্পণ করিতেন তবে অস্মদাদির অধিক খেদের কারণ ছিল না ইতি।

যশহর জিলা নিবাসী।
কতিপয় জনানাং।

সমাজ

নৈতিক অবস্থা

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

…দেশের এতদ্রূপ রীতি দৃষ্ট হইতেছে ভট্টাচার্য্যের সন্তানমাত্রই ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন এবং যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার তাবৎ পুত্রেরাই তদুপাধিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন এইক্রমে ৺জয়নারায়ণ ঘোষালের তাবৎ পুত্রেরাই আপনারদের পূর্ব্বোপাধি রায় লিখিয়া থাকেন ইহা যথার্থ বটে।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

…শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহের দলের এক বৃত্তান্ত লিখি আপন পত্রে স্থানদান করিয়া স্বীয় বক্তব্য যাহা তাহাও ব্যক্ত করিবেন।

সিংহ বাবুদিগের দলভুক্ত এতন্নগরের তিলিজাতি প্রায় তাবততেই আছেন ইহাঁরা অতিধনী ও মধ্যবিত্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ অনুমান ১১৭ ঘর হইবেন ইহাঁরদিগের ক্রিয়াকলাপের শৃঙ্খলা কি লিখিব মেছুয়াবাজারের মল্লিকদিগকে যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা জানেন অর্থাৎ ইহাঁরা আপন ব্যবসায়করত যে উপার্জ্জন করেন তাহাতে সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মকরত কালযাপন করিতেছেন সংপ্রতি ঐ অবিরোধি ব্যক্তিদিগের জাত্যংশের বিষয়ে এক গোলোযোগ উঠিয়াছিল অর্থাৎ শিমলাগ্রামের ষষ্ঠীতলানিবাসি শ্রীরামনারায়ণ শ্রীমাণি নামক এক ব্যক্তির ভাদ্রবধূ বিধবা হইয়া গত বৈশাখ মাসে আপন গৃহহইতে পলায়ন করিয়া এক জাহাজে গিয়া তিন দিবস ছিল পুনর্ব্বার তাহার আত্মীয়বর্গ তত্ত্ব করিয়া তথাহইতে আনয়ন করিবাতে কোন কারণবশত সুপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলি শ্রীযুত টর্টন সাহেবপ্রভৃতি তাহার নিকট আসিয়া জোবানবন্দি করাতে ঐ অভাগিনী আপন জাতি নষ্টহওনের বিষয় তাবৎ স্বীকার করে পরে তাহার ভাসুরকে সকলে স্থগিত রাখিল এবং তৎসমভিব্যাহারে আর ২০।২৫ ঘরও রহিত হইল কিছুকাল পরে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইল কিন্তু তাহার আত্মীয়বর্গেরা তজ্জন্য সমন্বয়াদি কিছু করেন নাই এ কারণ স্বজাতিতে চলিত ছিলেন না সংপ্রতি গত ২৮ অগ্রহায়ণ সোমবার যোড়াসাঁকোনিবাসি শ্রীযুত মধুসূদন পালের মাতার আদ্যকৃত্য হইয়াছে সিংহ বাবুর দলভুক্ত এ জন্য তদ্দলস্থ তাবৎকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু দোষিদিগের নিমন্ত্রণহওয়াতে তিলি জাতির মধ্যে।

শ্রীযুত রামকান্ত মল্লিক শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ সেঠ শ্রীযুত বৃন্দাবন পাল শ্রীযুত বলরাম পাল শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ পাল শ্রীযুত গোবিন্দরাম পাল শ্রীযুত মধুসূদন শ্রীমাণি শ্রীযুত রামজয় সেঠ শ্রীযুত পঞ্চানন সেট শ্রীযুত হলধর শ্রীমাণি শ্রীযুত বৃন্দাবন কুণ্ড শ্রীযুত রামনারায়ণ কুণ্ডপ্রভৃতি ন্যূনাধিক এক শত ঘর তিলি ঐ মধুসূদন পালের বাটীতে গমন করেন নাই।

অপর উক্ত দলস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ অনেক যান নাই যদ্যপিও তাঁহারদিগের তাবতের নাম লেখা লিপি বাহুল্য তথাপি অগ্রগণ্য মহাশয়দিগের নাম লিখি শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৺ সুখদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত ঠাকুরদাস সিকদার শ্রীযুত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত মাণিক্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রামলোচন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রামরত্ন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বৃন্দাবন ঘোসাল শ্রীযুত জয়গোপাল ঘোষালপ্রভৃতি প্রায় ৪০।৫০ ঘর ব্রাহ্মণ ঐ সভায় গমন করেন নাই অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল মিত্র শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর মিত্রপ্রভৃতি কএক জনের গমন হয় নাই সিংহ বাবুরদিগের দলে কায়স্থ জাতি অল্প তাঁহারদিগের নিজ কুটুম্ব শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র ঘোষ গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার গুরু পুরোহিতের গমন হয় নাই অধিক লিখিলে লিপি বাহুল্য হয় এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন সিংহ বাবু কি এই কর্ম্ম উত্তম করিয়াছেন আপন দলের এত লোকের অমতে কর্ম্ম করা কি দলপতির উচিত। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ সাল।

কস্যচিৎ উক্ত দলস্থব্যক্তি ত্রয়স্য।—চন্দ্রিকা।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বৈশাখ ১২৩৯)

লোকের উচিত যেমন বাহিরে লোকের নিকটে প্রকাশ করেন যে আপনে ধার্ম্মিক ও মহাশিষ্ট এবং বিজ্ঞতাপন্ন তদ্রূপ মনের কাছেও প্রকাশ করা কেননা অন্যান্য লোক ও মন উভয়ের নিকটে সমান থাকিলে কোন উদ্বেগ থাকে না নতুবা মনের নিকটে অধার্ম্মিক হইলে লোকের সাক্ষাতে সেই অধর্ম্মকে গোপন করিতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। ইহার এই এক প্রমাণ প্রায় সকলেই জানিতেছেন অনেক২ প্রধানেরা গোপনে পরস্ত্রীঘটিত সুখে সর্ব্বদাই আসক্ত আছেন কিন্তু লোকের সাক্ষাতে যেপ্রকারে তাহা প্রকাশ না পায় ইহারি চেষ্টা সর্ব্বদা করেন কারণ লোকেতে ঐ দুষ্কর্ম্ম রাষ্ট্র হইলে আপনার অধার্ম্মিকত্ব প্রকাশ হইবেক এজন্যে অনেক২ মহাশয়েরা বিড়াল ব্রহ্মচারির ন্যায় প্রাতঃকালে উঠিয়া কেহ২ স্নান করেন কেহ বা রাত্রিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দিব্য২ গরদপ্রভৃতি শুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজা করিতে বসেন তাহাতে পুষ্প নৈবেদ্যাদির আয়োজনও প্রচুর করিয়া বাহিরে ঘটা বিলক্ষণ করেন কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিলে পরস্ত্রীর সহিতে যে সকল ব্যবহারগুলি করিয়াছেন কিম্বা করিবেন তাহারি উদ্রেক হয় কিন্তু বাসনা এই যে লোকে জানুক আমি পরম ধার্ম্মিক। তৎপরে চাকরকে কহেন ঐ নৈবেদ্য অমুকের বাড়ী নিয়া যা সেই আজ্ঞানুসারে চাকরে ঐ

নৈবেদ্য মস্তকে লইয়া শহরে বেড়ায় লোকে জিজ্ঞাসা করিলে কহে অমুক বাবুর পূজায় নৈবেদ্য এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতেই বিশ্বাস করে যে হাঁ অমুক বাবু পরম ধার্ম্মিক বটে নহিলে পূজাতে এপ্রকার ভক্তি কিজন্যে হইবেক। এবং বাহিরে আপন শিষ্টতা প্রকাশের নিমিত্তে বাবুরা ধিরে২ কথাটি কহেন আর বিস্তর কথা কহেন না অন্যে দশ কথা কহিলে দুই এক কথায় প্রত্যুত্তর করিয়া থাকেন তাহাতে লোকে জানে যে বড়ই ভারিলোক সামান্য লোকের ন্যায় পচাল পাড়া নাই। আর যদ্যপি কোনখানে চলিয়া যাইতে হয় তবে ধিরে২ পাও ফেলেন অর্থাৎ এদেশের ব্যবহার শীঘ্র চলিলেই সে লোক অশিষ্ট হয় এজন্যে ধিরে চলিয়া শিষ্টতা প্রকাশ করেন অপর আপনার বিজ্ঞতা রক্ষার্থ লোকের সাক্ষাৎ বিবেক ও বৈরাগ্য প্রকাশ করেন বিবেকাদির প্রত্যায়ক গুটিকএক শব্দ আছে তাহা প্রায় অনেকেই জানেন যে এ সংসার মিথ্যা ধন স্ত্রী পুত্রাদির সহিত কোন সম্পর্ক নাই চক্ষু মুদিলেই অন্ধকারময় লোকের সাক্ষাৎ এইরূপ ঔদাস্যের বাক্য কহিয়া থাকেন। ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিবেচনা করুন পরস্ত্রী সংসর্গি মহাশয়েরা বাহিরে যে কএকটি ব্যবহার করেন সে কেবল আপনার দোষকে ঢাকিবার নিমিত্তে কি না। যদি কহেন পূর্ব্বোক্ত পূজাদি করিতেছেন অতএব তাঁহারা ধার্ম্মিক। উত্তর ধার্ম্মিক হইলে ঐ কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি কি জন্যে হইবেক আর লোকের নিকটে দোষ ঢাকিবার নিমিত্তেই বা প্রতারণার পূজা কি কারণ করিবেন। যদি কহেন লোক সর্ব্বজ্ঞ নহে তবে অন্যের মনে যে প্রতারণা কি যথার্থ ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে। উত্তর আকার ও ব্যবহারের দ্বারা অনুমান করিতে হয় লোক যথার্থবাদী কি প্রতারক ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র সিদ্ধ। অতএব অনুমান হয় এপ্রকার দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকের পূজাদিবিষয়ে মনঃস্থির কদাপি হয় না তবে যে পূজাদি করেন সে কেবল দোষাচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত যদি কহেন লোকের স্বভাবসিদ্ধ এক২ দোষ থাকে ইহাতেই প্রপঞ্চক হয় এমত নহে। উত্তর তাঁহারা যদ্যপি প্রতারক না হইবেন তবে ঐ দোষের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা লোকের নিকটে স্বীকার না করিবার কারণ কি। ঐ কথা অন্যে জিজ্ঞাসা করিলে যদ্যপি লোকের সাক্ষাৎ আপনার দুষ্কর্ম্ম স্বীকার করিতেন তবে জানিতাম যে হাঁ ইনি সত্যাবলম্বী নতুবা ঐ পূজা কেবলি প্রতারণার কারণ যদি কহেন ঐ দুষ্কর্ম্ম ভ্রান্তিক্রমে হইয়াছে কিন্তু লোকের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জা হয় উত্তর এমত লজ্জাকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য যদ্দ্বারা মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও অজ্ঞানাবৃত হয় মন উদ্বিগ্ন হইবার কারণ এই যে ঐ দোষ কি জানি প্রকাশ হয় এ জন্যে প্রায় সন্ধানে থাকেন যাহাতে প্রকাশ না পায় সুতরাং ঐ ভাবনাতেই কাল যায় ইহাতে মনের স্থৈর্য্য কদাপি হয় না। অজ্ঞানাবৃত থাকিবার কারণ এই যে ঐ দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করিলে যদ্যপি ভ্রান্তিক্রমে হইয়া থাকে তবে জ্ঞানি লোকেরা সদুপদেশ প্রদান করেন যে ঐ কর্ম্ম পাপজনক অতএব ইহ কদাপি কর্ত্তব্য নহে এইপ্রকার ক্রমে উপদেশ পাইয়া আপনার মনে ধিক্কার জ্ঞান হয় যে জ্ঞানি লোকেরা নিবারণ করিতেছেন অতএব এমত মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্তি রাখা আমার কর্ত্তব্য নহে সুতরাং মনের মধ্যে এইরূপ আলোচনা করিলেই দুষ্কর্ম্মহইতে বিরত হইয়া সৎকর্ম্মে জ্ঞানের উদ্রেক হয়।

যদি কহেন ঐ দুষ্কর্ম্ম আপনি প্রকাশ না করিলেও জ্ঞানি লোকেরা অন্যের উপলক্ষে কেন সদুপদেশ না করেন। উত্তর প্রায় পণ্ডিতেরা ধনহীনপ্রযুক্ত ভাগ্যবন্তের অধীন ও খোষামোদকারক আর জ্ঞানেরো পরিপাক হয় নাই যদি বা কাহারো কিঞ্চিৎ২ জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারাও বাবুরদিগের উপরে পড়ে এমত কথা কহিতে অপারগ হন কারণ বাবুরদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কহিলে রাগান্বিত হইয়া মন্দ করিবার সম্ভাবনা অতএব জানিলেও ক্ষান্ত হইতে হয় কিন্তু বাবুরা ঐ সকল কথা প্রকাশ করিলে তাঁহারদিগের রাগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না সুতরাং উপদেশ যাহা ভাল জানেন তাহা করিতে পারেন অতএব বাহিরে যেপ্রকার ব্যবহার করেন মনের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিলেই সর্ব্বসাধারণের উপকার হয় ইতি। জ্ঞাং নাং

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

বালি।—সম্বাদপত্রে লেখে কিয়দ্দিবস হইল বালি গ্রামনিবাসি গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একশত পত্নীকে বিধবা করিয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন।

(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—...কৌলীন্য যে এক মর্য্যাদা সে সর্ব্বসাধারণ দেশেই আছে যাহার লক্ষণ আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং। এই নবগুণবিশিষ্ট যে সেই কুলীন বল্লাল সেন কুমারিকা খণ্ডাধিপতি হইয়া আধুনিক কৌলীন্য উপাধি বিশেষ দিয়া পূর্ব্বকথিত রীতির বৈপরীত্যে নির্ম্মলকুলে কলঙ্ক বীজ রোপন করিয়া বংশ ধ্বংসের ও নানাপ্রকার পাপ সঞ্চারের সুচারু পথ করিয়া গিয়াছেন যাহাতে ক্রমিক অসীম অমঙ্গল হইতেছে।...এই আধুনিক কৌলীন্য রীতি কোন শাস্ত্রসম্মত নয় কেবল রাজ্যাধিকারির শাসনবিশেষ অত্যল্প স্থানে প্রচলিত যাহার সীমা পূর্ব্ব বিক্রমপুর পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ মণ্ডলঘাট উত্তর রঙ্গপুর এই চতুঃসীমাবর্ত্তি স্থানমধ্যে ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ও কায়স্থ অতিবিশিষ্ট সন্তানসকল আছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রভৃতি সকলি সৎসন্তানেরদের নিমিত্ত বল্লাল আত্মপ্রভুত্বের নিমিত্ত যে দুর্গম নিয়ম করিয়া যান সে কেবল যে ধর্ম্মক্ষয়জন্য তাহা নয় বংশলোপের এমত সোপান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে কালক্রমে এককালীন জগৎ হইতে সদ্বংশরূপ মূলের উৎপাটন হইবেক। দেখুন আমারদের যে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর তিনি স্ত্রী পুরুষ উভয়ই তুল্যাংশ উৎপত্তি করিতেছেন তাহাতে যদ্যপি এক কুলীনসন্তান আপন মেলানুসারে এক শত দারা পরিগ্রহ করিলেন তবে কি ৯৯ জন পুরুষকে নিঃসন্তান বলিতে পারি না। এবং মেলবন্ধ থাকাতে অনেক কুলীনকন্যা জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকিলেন। ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি যত বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সুবুদ্ধিরা বুঝিতে পারিবেন। ধর্ম্মলোপের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সঙ্কুচিত হইয়া লিখিতেছি যে এক ব্যক্তিহইতে বহু স্ত্রীর মনোভিলাষ কোনরূপেই পূর্ণ হইতে পারে না

ইহাতে ঐ কুলীনের স্ত্রী প্রায়ই পরপুরুষরতা হইয়া জারজ সন্তান উৎপন্ন করিতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত অবিবাহিতা স্ত্রীরা যৌবনযন্ত্রণায় কাতরা হইয়া পরাসক্তাতে তাহারদের গর্ভ হইতেছে। যদ্যপিও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া এই কর্ম্ম করে কিন্তু ঐ সকল সন্তান রাখিলে কুল সমূলে বিনাশ পায়প্রযুক্ত ঐ পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টমমাসীয় জীবদিগকে অস্ত্রাঘাতে অথবা অন্য কোন উপায়ান্তরে নষ্ট করে যাহাতে ভ্রূণহত্যা মহাপাতক উৎপত্তি হইতেছে।...সংপ্রতি কন্যাবিক্রয়েতে যে সকল অনিষ্ট হইতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবেন। হিন্দুশাস্ত্রে নাতিদূরে সমাপেচ নাচার্য্যে নচ দুর্ব্বলে বৃত্তিহীনেচ মূর্খেচ ষড্‌ভ্যঃ কন্যা ন দীয়তে। এই ছয় বর্জিত করিয়া কন্যা দান করিবেক এমত বিধি আছে সেই বিধি সমূলে নাশ করিয়া কন্যার জনক যে স্থলে প্রচুর অর্থলাভ সেইখানেই কন্যাকে জলাঞ্জলি দেয় তাহার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটে পিতার ধন নিয়া উদ্দেশ বহু ধন যে স্থলে লব্ধ হয় তাহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা কি। এই গুরুতর খেদের বিষয়ে আমারদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন সপ্রমাণ করা যাইতেছে দৃষ্টি করিবেন। তদ্দেশং পতিতংমন্যে যদ্দেশে শুক্র-বিক্রয়ী। ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রভৃতির বহু বচন বিদিত আছে।...ব্রাহ্মণকুলে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র দুই শাখা বিশেষ তাহাতে বারেন্দ্র শ্রেণিতে মেলবদ্ধ না থাকাপ্রযুক্ত পরস্পর কন্যাদানাদি করিতে কোন আপত্তি কলহ নাই রাঢ়ীয়ের মেলবদ্ধ থাকাতে তাহা না ঘটিয়া অসীম অসীম অমঙ্গল যাহা পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে ঘটিতেছে। সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি এক বৃক্ষের শাখাদ্বয়ে ফলের পৃথকত্ব না হইত তবে আমারদের কোন আপত্তি করার সম্ভব ছিল না। অতএব মানস এই কৌলীন্য যে এক মর্য্যাদা তাহার হানি না হয় মেলবন্ধ না থাকে অর্থাৎ কুলীনের কন্যা কুলীনে বিবাহ করিতে আপত্তি না থাকে অর্থাৎ পরস্পরে পরস্পরের কন্যা বিবাহ করিতে অর্থ ব্যয় না হয় আর কন্যাবিক্রয় না হয়।...যদ্যপি শ্রীলশ্রীযুত এই বিষয়ে দৃক্‌পাত করিয়া সৎকুল ও বংশ রক্ষা করেন তবে যদবধি এই হিন্দুত্ব থাকিবেক তদবধি এই কীর্ত্তির ঘোষণা থাকিবেক নতুবা ধর্ম্মক্ষয় ও বংশ ধ্বংস ও কুলক্ষয়ের যে হেতু তাহা কেবল দেশাধিপতির অমনোযোগই জানিব।... বঙ্গদেশস্থ ভদ্রসন্তানসমূহের নিবেদন।

(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—...বল্লালসেন বৈদ্যরাজ রাজা হইয়া রাজার নীতি এমত কোন চির স্মরণীয় কার্য্য না করিয়া কেবল এই কীর্ত্তি করিয়াছেন যে কতক গুলিন ব্রাহ্মণ সন্তানের জাতি নষ্ট করিয়াছেন পরমেশ্বরেচ্ছায় তদবধি হিন্দুরদিগের রাজত্ব যাইয়া দুবৃর্ত্ত জবনাধিকার হইলেও তাহারাও তদ্রূপ আচরণ করাতে তাঁহারদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া অতি ধার্ম্মিক দুষ্টদমন শিষ্ট পালন ইষ্ট ইণ্ডিয়া শ্রীযুত ইংলণ্ডাধিপতি মহাশয়দিগের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিলেন তাঁহারদিগের প্রশংসার লক্ষাংশের একাংশ বর্ণিতে বর্ণ হারে...বিশেষতঃ সম্প্রতি হিন্দুদিগের পক্ষে এক সদুপায় করিয়াছেন যে অনেক২ হিন্দুর বিধবাসকল স্ব২ স্বামির লোকান্তর পর তৎপরিবারের পরামর্শ ক্রমে সতীনাম প্রকাশার্থ ভর্ত্তৃশবসহিত দাহ হইতেছিল। এই

প্রকারে প্রতিবৎসর সহস্র২ স্ত্রীহত্যা হইতেছিল পরে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর সন ১৮২৯ সালের ১৭ আইন নির্দ্ধার্য্য করাতে ঐ অনিষ্ট ব্যাপার একেবারে স্থগিত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন বিবেচকবর্গেই করিতেছেন কিন্তু শ্রীযুত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডাধিপতি রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণেরদের প্রতি কোন নিয়ম না করাতে লক্ষ২ সধবা থাকিয়া ও বৈধব্যাচরণ ও বেশ্যা হইতেছে। যদি ধর্ম্মাবতার শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড গবরনর জেনরল বাহাদুর কৃপাবলোকন পূর্ব্বক কোন নূতন চার্টর করেন তবে ভূরি২ স্ত্রীলোকের জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিদিগের আশীর্ব্বাদে নিযুক্ত থাকেন বিশেষতঃ প্রজার পাপ যথাশাস্ত্র রাজার হইতে পারে। এবং এই বিষয়ের নিমিত্ত ৺ রামমোহন রায়ের একান্ত মানস ছিল তাঁহার ইউরোপে গমনেতে নিতান্ত ভরসা ছিল যে এসকল বিষয় শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের হজুরে প্রস্তাব করিবেন কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্র তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় কুলীন ব্রাহ্মণের রীতি নীতি কিঞ্চিৎ এই যে প্রায় তাবৎ কন্যারি ২৫।২০।২৫।৩০ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে কোন স্ত্রী ভর্ত্তার পিতামহীর বয়সী হন সে যে হউক। কন্যাগণের জনক একটী কুলীন আনিয়া আপনার বংশের মধ্যে যার যত কন্যা থাকে এককালে তাহাকেই সম্প্রদান করিয়া দেন তাহাতেও কুলীন মহাশয়দিগের আশা পূর্ণ না হইয়া মত্ত হস্তির ন্যায় দিগ্বিজয়ী হইয়া নানা স্থানে এইরূপ বিবাহ করিয়া ফেরেন। ৫।৭ বৎসরের মধ্যেও স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন না যদিও ভাগ্য বশতঃ কস্মিন কালে আগমন করেন তৎকালে স্ত্রী বা তজ্জনক জননীর নিকটে দস্যুর ন্যায় টাকা না লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন না। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন যে ঐ হতভাগা স্ত্রীরদিগের কিপর্য্যন্ত ক্লেশ ও মনস্তাপ বিশেষ কুলীন মহাশয়রা দর্প পূর্ব্বক গল্প করিয়া থাকেন যে আমারদিগের সহস্র বিবাহ করণেরো বিধি আছে। পরন্তু নলডাঙ্গা নিবাসি কোন ভদ্র এতদ্রূপ কুলীনের কন্যাদ্বয়ের যৎপরোনাস্তি অপকীর্ত্তি বিবরণ প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম অতএব সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মণের অনিষ্ট নিবারণার্থ প্রার্থনা এই যে ধর্ম্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এমত কোন নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করেন যে কোন ব্রাহ্মণ কন্যা ক্রয় বিক্রয় করিতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এক২ বিবাহের অধিক করিতে না পারেন ইহা হইলে শ্রীলশ্রীযুতের কীর্ত্তি চন্দ্র সূর্য্যের চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে ইতি।

কস্যচিৎ পাবনাজিলার দর্পণ পাঠকস্য।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন মেতৎ ভারতবর্ষস্থ হিন্দুমধ্যে মহামান্য ভূদেবতা ব্রাহ্মণ বর্ণ মধ্যে বৈদিক শ্রেণী খ্যাত কতক আছেন আর কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহারদিগের যে সকল সন্তান তাঁহারদিগকে বল্লাল সেন রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই শ্রেণী বদ্ধ করেন অপিচ রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে কুলীন বংশজ শ্রোত্রিয় ত্রিবিধা এবং বারেন্দ্রদিগের মধ্যে কুলীন কাপ শ্রোত্রীয় ত্রিবিধা করেন

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের উভয় শ্রেণীতে পরস্পর প্রীতি ভোজন আছে অন্ন ব্যবহার করেন কন্যা আদান প্রদান করেন না বিশেষতঃ রাঢ়ি শ্রেণীর মধ্যে কুলীন ও প্রধান বংশজ মহাশয়রা কিঞ্চিৎ২ অর্থ লভ্য হইলে শতাবধিও বিবাহ করেন কিন্তু ভার্য্যাগণকে অন্ন বস্ত্র দেন না তাঁহারা আপন২ পিতৃগৃহে থাকিয়া উদর পরিতোষ করেন কুলীন ও বংশজ মহাশয়রা কথনো২ বৃত্তি আদায় করার মত ঐ সকল ভার্য্যার নিকট গিয়া থাকেন যদ্যপি কিছু২ অর্থ লভ্য হয় তবে এক২ স্থানে দুই এক দিবস বাসও করেন নতুবা অবলারদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া রাগ ভরে সেস্থান পরিত্যাগ করেন আর কথনো তত্ত্বাবধারণ করেন না এইরূপ ব্যবহারে ঐ সকল ঘরে প্রায়ই ক্ষেত্রজ কুলীন কুলোদ্ভব কুলাঙ্গার অনেক হয় তাঁহারা কুল গৌরবে বিদ্যাউপার্জ্জনে মনোযোগ না করিয়া যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত মাতামহ গৃহে বাস করিয়া পরে বিবাহ ব্যবসা করিয়া কাল ক্ষেপণ করেন। আর সমতুল্য ঘর অভাবে স্থানে২ কতো কুলীদের কন্যাগণের পাণিগ্রহণ হয় না তাঁহারা প্রাচীনা হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন কুলীন ও বংশজ মহাশয়রা কথনো শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করেন না শ্রোত্রিয় মহাশয়েরা ভ্রান্তি প্রযুক্ত কুলীন কুলোদ্ভব অকাল কুষ্মাণ্ডদিগকে মহা পূজনীয় করিয়া নানারত্ন যৌতুক সহিত কন্যারত্ন প্রদান করেন তথাপি কুলীন মহাশয়েরা তাঁহাকে কিছু আপন সমান করেন না শ্রোত্রিয় মহাশয়কে বালকের বিবাহে কন্যার পণ অধিক টাকা দিতেই হয় এপ্রকারে অর্থহীন অনেক শ্রোত্রিয়ের বিবাহ না হওয়াতে বংশই লোপ হইতেছে তবে শ্রোত্রিয় মহাশয়েরা কুলীন মহাশয়েরদিগের কোন্ গুণ দৃষ্ট করিয়া এতো খোশামদ করেন বুঝিতে পারি না যদ্যপি কুলীনে কন্যাদান না করিয়া সমতুল্য ঘরে আদান প্রদান করেন তাহাতে আপনারাই স্বস্ব প্রধান হইতে পারেন তাহা না করিয়া এবং শাস্ত্র সম্মত যেসকল ঈশ্বরের বাক্য কন্যাবিক্রয় করিলে পতিত হয় এবং অদত্তা কন্যা রজস্বলা হইলে পিতৃলোক নরকগামী হয় তাহা হেলন করিয়া মিথ্যা বল্লালি যুক্তি বলবৎ করাতে অধুনা জাতি রক্ষা পাওয়া সুদুর্লভ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন কিপর্য্যন্ত অন্যায় যদ্যপি কহেন বল্লালসেন যাহার সুনীতি দেখিয়াছিলেন তাঁহাকেই কুলীন করিয়াছেন এইক্ষণে সেই বংশে উদ্ভব হইয়া যদি কুকর্ম্মও করেন তথাপি সদ্বংশোদ্ভব কারণ পূজনীয় বলি। আর উক্ত সেন যাহাকে কুকর্ম্মান্বিত দেখিয়াছেন তাহাকেই শ্রোত্রিয় করিয়াছেন। অতএব তাহার সন্তানের সুনীতি হইলেও বংশদোষে নিন্দনীয় বলি তবে আদিশূর আনীত যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সকলেই সৎক্রিয়াবান তাঁহারদিগের সন্তান সকলই সমান যদিস্যাৎ কহেন যে সৎক্রিয়াবান সেই শ্রেষ্ঠ তবে কুলীন সন্তান মধ্যে সন্ধ্যা আদি জানেন না এমত মহামূর্খেরা শতাধিক বিবাহ করিতেও ক্ষম হএন শ্রোত্রিয় বংশে নবগুণ বিশিষ্ট ঋষিতুল্য কতো লোক বিবাহ না হওয়াতে নির্ব্বংশ হইয়া যায় কেন। অপর বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীন ও কাপ মহাশয়েরা কন্যার বিবাহ জন্য পাত্র সুস্থির করিয়া করণ করেন তদনন্তরে যদ্যপি ঐ পাত্রের মৃত্যু হয় তবে ঐ কন্যাকে করণ দোষাঘাত করিয়া পশ্চাৎ এক শ্রোত্রিয়কে সম্প্রদান করেন এবং তাহার সহিত ভক্ষ্য ভোজ্য করেন ইহাতে কন্যার

পিতামাতার কুলভঙ্গ হয় না এ অতি আশ্চর্য্য নিয়োগ। যদি কহেন করণে বিবাহ সিদ্ধি হয় না তবে তাহারদিগকে করণ কলঙ্কের অলঙ্কার দেওয়া অনুচিত যদ্যপি কহেন বিবাহ সিদ্ধি হয় তবে আর বিবাহ দেওয়াই অনুচিত অপিচ যদিই বিবাহ সিদ্ধি হয় আর পুনরায় বিবাহ দিতেই কোন বিধি থাকে যে তাহাতে পিতামাতার কুলে দোষ হয় না তবে যেসকল কন্যার বিবাহ হওনানন্তর স্বামির লোকান্তর হইয়াছে তাহারদিগকেও পুনরায় বিবাহ দিলে পিতামাতার কুলে দোষ হইতো না ও সেই কন্যাগণ চিরদিনের কারণ বিরহানলে দগ্ধ হইতো না এবং ভূরি২ ভ্রূণ হত্যা হইতো না এসকল কুনীতি এইক্ষণে রাজা ব্যতিরেক অন্য নিবারণ করিতে পারেন না। সম্পাদক মহাশয় আমার এই খেদ উক্তি কএক পঁক্তি যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া আপনকার অমূল্য দর্পণে স্থানার্পণ করেন তবে দেশাধিপতির কর্ণগোচর হইলে এপ্রকার কুনীতি স্থগিত করিয়া অবশ্যই সুনীতি সংস্থাপন করিতে পারেন ইহাতে দেশের মহোপকার এবং আমার শ্রম সফল হয় নিবেদন মিতি সন ১২৪৬ শাল বাঙ্গলা ৫ অগ্রহায়ণ।

শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্মণঃ।

নিবাস মাণিকডিহি—মোকাম রংপুর।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—আমরা কতক গুলিন বঙ্গ দেশস্থ হিন্দু জমিদারের ও ধনির কুলবালা দুর্ব্বলা বহুকালাবধি আন্তরিক অসহিষ্ণু যন্ত্রণা ভোগ করতঃ অতি ব্যাকুলা হইয়া মহাশয়ের নিকটে আপন২ অবস্থার কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতেছি যাহাতে ইঙ্গলণ্ড বাসিনী আমারদিগের মহারাণীর এবং কলিকাতাস্থ সুপ্রেম কৌন্সেলিগণের কর্ণগোচর হইয়া আমরা যে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া ত্রাহি২ করিতেছি তাহা হইতে পরিত্রাণের কোন সদুপায় হয় এমত মনোযোগ করেন।

প্রথম। আমারদিগের দায়ভাগ আদিগ্রন্থে পিতৃধনে কন্যার অংশ না থাকাতে বর্ত্তমান রাজগণেরা সুতরাং কন্যার অংশ একেবারে লোপ করিয়াছেন কিন্তু এই নির্দয় নির্ম্মায়িক ব্যবস্থা প্রচলিতা থাকাতে আমারদিগের নৃপতি অবশ্যই ভূরি২ পাপের ভাগী হইতেছেন তদ্বিস্তারিত নিম্নে লিখিতেছি। পূর্ব্বকালে আমারদিগের যখন কোন রাজকন্যা কি ধনির কন্যারা পাত্রস্থ হইতেন তখন কন্যার পিতা যৌতুক স্বরূপ আপন২ কন্যাকে এত ধন রত্ন ও গ্রামাদি দিতেন যে পরমসুখে কাল যাপন হইত বরং কেহ২ রাজ্যের ও ধনের অর্দ্ধেকাংশ কেহবা কিয়দংশ কন্যাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। পুরাণে ও প্রাচীন ইতিহাসে প্রকাশ আছে। এইক্ষণে আমারদিগের বিবাহকালীন পাত্রকে যৎকিঞ্চিৎ কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়া উৎসর্গ করিয়া দেন পাত্রগণ প্রায় কুলীনের সন্তান যে পাত্রের কিঞ্চিৎ সংস্থান থাকে স্বালয়ে লইয়া যান কোন মতে সুখেদুঃখে কালহরণ হয় যতদিন মাতাপিতা জীবিত থাকেন মধ্যে২ তত্ত্বাবধারণ করেন যাঁহারা নিজালয়ে লইয়া যাওনে অশক্ত তাঁহারদিগের পিতৃগৃহে বাস করিতে হয়। পিতামাতার জীবদ্দশায় বসন ভূষণাদির কোন ক্লেশ

থাকে না তত্রাপি পুত্রবধূর তুল্য অলঙ্কারাদি কন্যাকে দেন না তাহার তাৎপর্য্য পরের ঘরের ধন যাইবে। পিতার স্বর্গলাভ হইলে যদ্যপি পিতায় কিঞ্চিৎ ধন কি এক আদ খানি গ্রাম কিম্বা কিছু মাসিক নিয়মিত দিয়া যান তবেই দিনপাতের সম্বল হয় নতুবা ভ্রাতার হস্তে পড়িতে হয় ভ্রাতাগণ পিতার বিপুল ধনৈশ্বর্য্য পাইয়াও আমারদিগকে একেবারে সকল বিষয়ে বঞ্চিতা করিয়া স্ত্রীর বশতাপন্ন হইয়া আমারদিগকে তাড়না করিতে থাকেন এবং আমারদিগের সন্তান সন্ততির প্রতি নিতান্ত তাচ্ছল্য করেন বরং আহার ও বস্ত্রাদির ক্লেশ হয়। অধিকন্ত ভ্রাতৃবধূগণ দিবারাত্রি বিষতুল্য অসহ্য বাকবাণ নিক্ষেপ করিতে থাকেন যে তাহা ব্যক্ত করিতে বক্তৃ ও লেখনী অশক্ত বিষ খাইয়া মরণের যে উপায় আছে তাহাতেও সন্দেহ হয় যে এই কালকূট বিষের জ্বালায় প্রাণ বাহির হয় না তাহাতে যে সামান্য বিষ খাইয়া মরিব তাহারি বা নিশ্চয় কি বিশেষতঃ স্বামী ও পুত্রগণের মায়াতে ও অপমৃত্যুজন্য পাপশঙ্কায় আবদ্ধ রাখে কেবল রোদন করিয়া আপন২ অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ও নির্ম্মায়িক দায়ভাগকারকের প্রতি অভিশাপ এবং বর্ত্তমান রাজার নির্দয়াচরণের প্রতি আক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করত জীবন মৃত্যুবৎ হইয়া থাকি সম্পাদক মহাশয় এক ঔরসে ও এক গর্ভে জন্মিয়া আমরা এত ক্লেশের ভাগী কেন হইলাম রাজা কি আমারদিগের রাজা নহেন আমরা কি তৎপ্রজা নহি যে আমারদিগের পক্ষে এমত নিদারুণ হইয়াছেন। অপর ভ্রাতৃগণের অবসানান্তে আমারদিগের দুর্গতির কথা শুনুন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণেরা যখন ধনাধিকারি হইয়া কর্ত্তা হন তৎকালীন তাহারদিগের মাতৃগণ আরো প্রবলা হইয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করে দণ্ডের মধ্যে চারিবার বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতে উদ্যতা হন ভ্রাতুষ্পুত্র কহেন কথকগুলা বাজেলোক বাটী হইতে বাহির না হইলে সুখ নাই পরেই আমার সর্ব্বনাশ করিল। হা বিধাতা আমারদিগের পিতৃধনে আমরা এমত বঞ্চিত। যদি বলেন ইহাতে রাজার দোষ কি দেশাচার ব্যবস্থামতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তাহার উত্তর আমারদিগের মনু মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থ সত্যযুগে প্রস্তুতা হয় তখন মনুষ্য সকল ধার্ম্মিক ছিলেন কন্যা ভগ্নী আদিকে আত্যন্তিক স্নেহ করিতেন এইক্ষণকার মত স্ত্রী পুত্রের বসতাপন্ন রাগোন্মত্ত অধার্ম্মিক হইলে এমত অযুক্তি শাস্ত্র কদাচ করিতেন না বর্ত্তমান ভূপাল আমারদিগের শাস্ত্রের মত কথক২ অযুক্তি বোধে ত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা এই প্রথমতঃ আমারদিগের মনু ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রজাশাসন ও দণ্ড অতি কঠিন প্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করিয়া ফৌজদারিতে জবনমত যুক্তি সিদ্ধ করিয়া হিন্দুরদিগকে তন্মতে দণ্ডাদি দিতেছে।

দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির প্রদত্ত ভূম্যাদি ছল বল করিয়া রাজা কি অন্য কাহাকে লইতে নিষেধ সে মত হেয় করিয়া নূতন মত আমারদিগের স্থাপন হইয়াছেন।

তৃতীয় আমারদিগের পতির সহমরণ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তাহা অযুক্তি বিবেচনা করিয়া সুনীতি করিয়াছেন।

চতুর্থ মনুতে যে সকল কর্ম্ম করিতে নিষেধ তাহা ব্রাহ্মণআদি বর্ণ চতুষ্টয় উলঙ্ঘন করিয়া অনেকানেক নূতন মত স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যে স্থানে প্রাচীন মতের বহুতর বিপরীত

মতাচারণ হইতেছে অভাগীরদিগের কপালে যথার্থ বিপরীত মত যাহা তাহাও রাজা বিপরীত বোধ করেন না ফলে ইহা অপেক্ষা গর্হিত কুরীতি আর নাই যাহাহউক যদি আমারদিগের রাজা উক্ত বিষয়ের প্রতি কোন উপযুক্ত আজ্ঞা অচিরাৎ না করেন তবে আমারদিগের সনাতন মত যে আছে অর্থাৎ পতির সহ মরণ তাহা পুনরায় সংস্থাপন করুন যে পতিসঙ্গে মরিয়া ঐহিকের দুঃখ হইতে নিস্তার পাই পরকালেও ভাল হওয়ার সম্ভব আছে...। আমারদিগের স্ব২ নাম সঙ্কেতে লিখিলাম পরমেশ্বর কৃপা করিলে ও রাজার কিঞ্চিৎ দয়া হইলে ব্যক্ত করিব সন ১২৪৬ তারিখ ২৯ পৌষ। শ্রী তা বি হ ক গ শ জ ম গৌ ইত্যাদি।

আমোদ-প্রমোদ

(২১ এপ্রিল ১৮৩২। ১০ বৈশাখ ১২৩৯)

জজসাহেবেরদের প্রতি বিদ্রূপ।—এতন্নগরে কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক স্থানে অর্থাৎ পাড়ায়২ সখের যাত্রার দল হইয়াছিল তৎপরে সেই সখে এখানকার লোকের ওয়াক উঠিবাতে পল্লিগ্রামে গেল শেষ অনেক ইতর লোক তাহা অভ্যাস করিয়া জীবনোপায় করিতেছে সংপ্রতি এই নগরের ধনাঢ্য লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী মতের যাত্রার সংপ্রদায় করিয়াছেন এ সম্বাদ বড় রাষ্ট্র-হওয়াতে কোন সুরসিক বিবেচক এক নাটকগ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য আমারদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন তাঁহার অভিপ্রায় ঐ বাবুরা যদি উক্ত নাটক মত যাত্রা করেন তবে লোকের আশু আনন্দ জন্মিতে পারে।...

(১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯)

অবশ্য পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে অনেক স্থলে যেমন এবৎসর মুসলমানেরা মহরম উঠাইয়াছেন তদ্রূপ হিন্দুরদের প্রধান কর্ম্ম যে দুর্গোৎসব তাহারও এবৎসরে অনেক ন্যূনতা শুনা যাইতেছে পূর্ব্বে এতন্নগরে ও অন্যান্য স্থানে দুর্গোৎসবে নৃত্যগীতপ্রভৃতি নানারূপ সুখজনক ব্যাপার হইয়াছে বাইনাচ ও ভাঁড়ের নাচ দেখিবার নিমিত্তে অনেক ইঙ্গরেজপর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া এমত জনতা করিতেন যে অন্যান্য লোকেরা সেই সকল বাড়ী প্রবিষ্ট হইতে কঠিন জ্ঞান করিতেন এবৎসরে সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে পায় এবং বাইজীরা গলী গলী বেড়াইয়াছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই অনেকে এবৎসর পূজাই করেন নাই এবং যাহাঁরদের বাড়ীতে পাঁচ সাত তরফা বাই থাকিত এবৎসর কোন বাড়ীতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে কোন২ স্থলে চণ্ডীর গান ও যাত্রার দ্বারাই রাত্রি কাটাইয়াছেন দুর্গোৎসবে প্রায় বাড়ীতে এমত আমোদ নাই যে লোকেরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং যাহাঁরা আল করিয়া কাল বিনাশ করিতেন তাঁহারাও প্রায় এতদ্বর্ষে বাতীর আশ্রয় করিয়াছেন অতএব দুর্গোৎসবে যে আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বে ছিল এবৎসরে

তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে ইহাতে অনেকে কহেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ধন শূন্যহওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছে ইহা হইতেও পারে কেননা ধন থাকিলে যেমন মনের স্ফূর্ত্তি থাকে ও আমোদ প্রমোদ করিতে বাঞ্ছা হয় দরিদ্র হইলে তাহার কিছুমাত্র থাকে না সর্ব্বদা পরিবারের ও আপনার ভরণপোষণ এবং অন্ন বস্ত্রাদির ভাবনাতেই উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় ধন যে কেমন বস্তু আর তাহা না থাকিলে কিরূপ যাতনা পাইতে হয় তাহা ঐতদ্দেশীয় প্রায় ভাগ্যবন্ত সন্তানেরা পূর্ব্বে বিবেচনা করেন নাই বৃথা কর্ম্মে অনেক ধনের ব্যাঘাত করিয়াছেন যে সকল বাবুরা বাইজীর বাড়ীতেই হাঁড়ী কাড়িয়াছিলেন এবং নানাপ্রকারে রসনেন্দ্রিয়প্রভৃতির সুখ দিয়াছেন এইক্ষণে স্ব২ ভবনে তাঁহারদিগর শাকান্নে পরিতোষ জন্মিতেছে ধনাভাবে এইরূপ শোকসাগরে পতিত হওয়াতে কেহ এরূপও কহেন যে বর্ত্তমান রাজ্যাধিকারি মহাশয়দিগের শাসনে বিস্তর ধন ব্যয় হইতেছে একারণ লোকেরদের তাদৃক চাকচক্য নাই ইহা সত্য বটে যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের শাসনে ধন ব্যয় বিস্তর হইতেছে কিন্তু আমরা সাহসপূর্ব্বক ইহা কহিতে পারি যে জবনাধিকারাপেক্ষা এইক্ষণে প্রজারা বিস্তর অন্যায়হইতে মুক্ত হইয়াছেন যদিও কোম্পানি বাহাদুর টাক্স ইষ্টাম্প পরমিট ইত্যাদির দ্বারা অনেক ধন লইতেছেন বটে কিন্তু প্রজারদের হিতার্থে চেষ্টাও বিস্তর করিতেছেন দেখ জবনাধিকারে লোকের গমনাগমনের পথ এমত কদর্য্য ছিল যে লোকেরা তাহাতে বিস্তর ভয় পাইত এবং দস্যুকর্তৃক হত হইত কোন২ পথে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও জল মিলিত না এবং নানা রোগে দরিদ্র লোকেরদের মহাক্লেশ ভোগ হইত এইক্ষণে বর্ত্তমানাধিকারিরা প্রজার নিকটে টাকা লইয়া দুর্গম্য পথসকল সুগম্য করিয়াছেন এবং স্থানে২ জলাশয় করাতে লোকেরা জল পান করিয়া পরম সন্তুষ্ট হন বিশেষতঃ চিকিৎসার বিষয়ে এমত সুধারা করিয়াছেন যে দরিদ্র লোকেরদের চিকিৎসাতে কপর্দক মাত্রও লাগে না এবং বিদ্যার বিষয়ে এমত সুগম করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয়েরা যে সকল বিদ্যার শব্দমাত্র বুঝিতে পারিতেন না তাঁহারা এইক্ষণে ঐ সকল শাস্ত্রের প্রসাদাৎ বিস্তর ধনোপার্জন করিতেছেন অতএব রাজ্যাধিপতিরা যে ধন লন তাহার সমুদায়ই বৃথায় যায় ইহা কিপ্রকারে কহা যায়।—জ্ঞানান্বেষণ।

জনহিতকর অনুষ্ঠান

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

কর্ম্মনাশার সাঁকো।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতাহইতে বারাণসের রাজপথে নবাৎপুরের নিকটে কর্ম্মনাশা নদীর উপরি সংপ্রতি অতিদৃঢ় এক প্রস্তরময় সাঁকো নির্ম্মাণ হইয়াছে এবং গত বৎসরের জুলাই মাসে তাহা পথিক লোকেরদের ব্যবহারের নিমিত্ত মুক্ত করা গেল।…

…১৮২৯ সালের ৯ জুনে মথুরা ও বৃন্দাবনের ঘাট ও মন্দির নির্ম্মাণে অতিবিখ্যাত কাশীধামের রাজা রায় পটনিমাল নানাফরনবীসের আরব্ধ সেতুর সমাপ্তি করিতে ইচ্ছুক হইলেন

এবং যদ্যপি তৎকর্ম্মকরণে আমারদের অমঙ্গল ঘটিবে এবং অনেক টাকা একেবারে মিথ্যা যাইবে এই ভয়ে তাঁহার পরিজনেরা তাহার প্রতিবন্ধক হইলেন এবং তৎকর্ম্ম আরম্ভ সময়ে রাজ্ঞীর লোকান্তর গমন হওয়াতে লোকেরা তাহা অশুভাবহ জ্ঞান করিল বটে তথাপি রাজার দৃঢ় সন্ধতার ত্রুটি হইল না তাঁহার ঐ প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট পৌষ্টিকতা করিলেন…।

…রায় পটনিমাল লোকহিতার্থ এবং ধর্ম্মার্থ যে সকল উপকারক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহার শেষ মহাকর্ম্ম কর্ম্মনাশার সেতু। অতএব তাঁহার বিষয়ে যথার্থ কহিতে হইলে অন্যান্য যে সকল কর্ম্ম তিনি করিয়াছেন তাহাও জ্ঞাপন করা উচিত যাহাতে স্বদেশস্থেরদের নিকটে তাঁহাকে আদর্শের ন্যায় বোধ হয়।

১৮০২ সালে মথুরাপুরীতে ৭০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া দিরাগ বিষ্ণুর মন্দির পুনর্ব্বার গ্রন্থন করেন। ঐ বৎসরাবধি কএক বৎসরে মথুরাধামে সিতুয়াল প্রস্তর বদ্ধ এক বৃহৎ পুষ্করিণী প্রস্তুত করেন তাহাতে ৩০০০০০ টাকার ন্যূন ব্যয় হয় নাই।

১৮০৩ সালে তিনি দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ভড়দেশের এক মন্দির ও চৌবাচ্চা পুনগ্র্ন্থন করেন।

১৮০৪ সালে তিনি অতিবৃহৎ চৌবাচ্চা অর্থাৎ বাউলি জালামুখি স্থানে নির্ম্মাণ করেন। সেইস্থানে যাত্রিরদের জলাহরণ করাতে অনেক কষ্ট হইত। ঐ চৌবাচ্চা গ্রন্থন করিতে দুই বৎসর লাগে ব্যয় ৯০০০০ টাকা হয়।

১৮০৫ সালে কুরুক্ষেত্রে এবং পাটিয়ালার নিকটে লক্ষ্মীকুণ্ডে তিনি ৩৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়া তিনটা ঘাট বাঁধেন।

১৮০৬ সালে তিনি হরিদ্বারের অঞ্চলে কতক ঘাট ও মন্দির প্রস্তুত করাতে ৯০০০০ টাকা ব্যয় করেন।

বৃন্দাবনে ৺ রাধারাম ঠাকুরের মন্দিরের নিকটে যাত্রিরদের উপকারার্থ একটা প্রস্তরময় সরাই নির্ম্মাণ করেন তাহাতে ৬০০০০ টাকা তাঁহার ব্যয় হয়।

১৮১০ সালে দিল্লীনিবাসি হিন্দুলোকেরদের গমনীয় কাল্‌কাজীনামক স্থানের অতিশয় শোভাকরণার্থে ৫০০০০ টাকা ব্যয় করেন।

১৮২১ সালে গয়াধামে গমন করিয়া তথাকার নানা ধর্ম্মস্থানের মেরামৎকরণার্থ ৭০০০ টাকা ব্যয় করেন।

পরিশেষে ১৮৩১ সালে তিনি কর্ম্মনাশা সেতু বন্ধন করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত ভূরি২ কর্ম্মাপেক্ষা এই কর্ম্মনাশার বন্ধনকর্ম্ম অতিহিত ও যশস্কারক।

আমরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর পটনিমালকে প্রদত্ত রাজা বাহাদুর খ্যাতি মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ঐ রাজা ১৫ অক্টোবরে কাশীধামে শ্রীযুত ব্রুক সাহেবকর্তৃক তদুপাধিনিমিত্ত খেলয়াৎ প্রাপ্ত হইলেন। এবম্বিধ প্রশংসনীয় কর্ম্মে শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক স্বীয় সন্তোষজ্ঞাপক চিহ্নস্বরূপ আজ্ঞা করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়েতে নূতন

সাঁকোর এক নক্সা করা যাইবে এবং তাহা অতিউপযুক্ত বিজ্ঞ লোককর্ত্তৃক প্রস্তরাধারে মুদ্রাঙ্কিত-হওনার্থ বিলায়তে প্রেরিত হইবে। পরে রাজার মিত্রেরদের এবং ভারতবর্ষস্থ তাবৎ মান্য লোকেরদের মধ্যে তাহার নক্সাসকল বিতরণ হইবে।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৩ ভাদ্র ১২৪০)

.. বর্দ্ধমানের শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ ও তাঁহার পরিবারের ব্যাপারবিষয়ক সম্বাদ আপনার বহুমূল্য দর্পণে মধ্যে২ প্রকাশ হইয়া থাকে। তাঁহারদের অতুল সম্পত্তি ও দয়ার্দ্র-চিত্ততার বিষয়ে বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইয়াছে এবং আমারো অবশ্য বক্তব্য যে তাঁহারা সর্ব্বত্র সকলেরই প্রশংস্য বটেন। ঈশ্বরকর্ত্তৃক ধনি প্রধান ব্যক্তিরা অনুগৃহীত হইয়া উপযুক্ত কার্য্যকরত যে ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহারাই প্রাপণের যোগ্য বোধ হয় অতএব শ্রীযুক্ত মহারাজ ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু ও তাঁহার পুত্রেরা তদনুরূপই বটেন যেহেতুক এই স্থানের প্রত্যেক জন তাঁহারদের দানশৌণ্ডতা দেখিতেছেন এবং অনেকে তাঁহারদের দয়াতে সুখে কালযাপন করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রতিদিন শত২ কাঙ্গালিরদিগকে ভক্ষণীয় তণ্ডুলাদি এবং তদ্ভিন্ন বিদেশীয় অতিথিরদিগকে উৎকৃষ্ট ভোজনার্থ তণ্ডুল ডাইল ঘৃত লবণ তৈলাদি প্রদান করিতেছেন।

অপর সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ অর্থাৎ রাস্তার মেরামৎ ও সংক্রম গ্রন্থন এবং অন্যান্য ফলজনক কার্য্য সম্পাদনার্থ সহস্র২ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন।

লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদানবিষয়ে মহারাজের যে মহোৎসুকতা আছে তাহার প্রমাণ এই স্থানে তাঁহাকর্ত্তৃক সংস্কৃত ও পারস্য ও ইঙ্গরেজীর বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়া তাহাতে ভূরি২ বালক অমূল্যে অমূল্য বিদ্যারত্ন প্রাপ্ত হইতেছে।

তাঁহারদের দানশীলতার বিষয়ে আরো এক বিশেষ উদাহরণ দর্শয়িতব্য। এই স্থাননিবাসি মিসনরিসাহেব এই নগরের মধ্যস্থলে অতিবৃহৎ এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়া শ্রীযুক্ত যুবরাজের জনক দেওয়ান শ্রীল প্রাণচন্দ্র বাবুর নিকটে জ্ঞাপন করাতে রাজবাটীতে চাঁদা হইয়া ঐ পাঠশালা স্থাপনার্থ সহস্র মুদ্রা ঐ মিসনরিসাহেবের নিকটে অর্পিত হইল। অতএব দুই শত ছাত্রধারি অত্যুত্তম এক বিদ্যামন্দির নগরের মধ্যে অবিলম্বেই দৃষ্ট হইবে।

কএক বৎসরাবধি মিসনরি সাহেবকর্ত্তৃক ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে কিন্তু উত্তম স্থান ও উপযুক্ত গৃহের অভাবে তাহার তাদৃশ সাফল্য হয় নাই। কিন্তু এইক্ষণে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ ও তাঁহার পরিবারের অনুগ্রহে ঐ সকল বাধকবিষয় দূরীকৃত হইয়াছে এবং ভরসা করি যে তত্রস্থ ও সর্ব্বত্রস্থ তাবদ্ধনি মহাশয়েরাও এতদ্রূপ প্রশংস্য কার্য্যের অনুগামী হইবেন। বঙ্গদেশান্তঃপাতি তাবদাঢ্য মহাশয়েরা যদি এতদ্রূপ সাহায্য করিতেন তবে যুবজনের বিদ্যা ও সদাচার বৃদ্ধিকরণের উপায় কি পর্য্যন্ত না হইত। অতএব অস্মদাদির এতদ্রূপ কার্য্যকরণ নিতান্তই উচিত। যেহেতুক সকলের সাহায্য প্রাপণের উপযুক্ত বিষয় এতদ্ভিন্ন অপর কি আছে। নিবেদন মিদং। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ। ২৯ আগস্ত ১৮৩৩।

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ১৩ আশ্বিন ১২৪০)

বৰ্দ্ধমান।—অতিপ্রমাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী ও শ্রীযুক্ত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু যুবরাজের নামে সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত ৪৫০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে বাষ্পীয় চাঁদাতে তাঁহারা যে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন তাহার সঙ্গে ঐক্য করিয়া দেখা গেল যে তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গলার্থ যুবরাজের সংসারাধ্যক্ষেরা অন্যূন ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিতে অবধারণ করিয়াছেন।

অতএব এই বদান্যতাসূচক প্রস্তাব দর্পণে অর্পণসময়ে তাঁহারদিগকে অসংখ্যক ধন্যবাদ করা আমারদের অত্যাবশ্যক। বৰ্দ্ধমানের জমীদারী যাদৃশ ভারি কি বঙ্গদেশের কি সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীন রাজাব্যতিরেকে অন্য কোন রাজার তদ্রূপ জমীদারী নাই।

অতএব যখন দেখা গেল যে এতদ্রূপে যুবরাজের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতে পরের মঙ্গলার্থ ঐ মহানুভব মহামহিম বংশের অশেষ ধনের কিয়দংশ এতদ্রূপে ব্যয় হইতেছে এবং যুবরাজকে উত্তম রীতির আদর্শ দর্শিত হইতেছে তখন উত্তরকালীনবিষয়ক অস্মদাদির অতিগুরুতর আশাই জন্মিতেছে। দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু এইক্ষণে যুবরাজের মনে পরিহিতাকাঙ্ক্ষার যে বীজ বপন করিতেছেন তাহাতে যুবরাজ যখন স্বীয় সাংসারিকভার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন তখনই তাহার মধুর ফল দৃষ্ট হইবে। এবং বৰ্দ্ধমানের মহারাজা বঙ্গদেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিলার অধিকাংশের অধিকারী হইয়া যদি পরহিতৈষিতাস্বভাব হন তবে কিপর্য্যন্ত ভদ্রতা না করিতে পারিবেন। এবং শ্রীযুত দেওয়ানজী যুবরাজের বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যেরূপ মহোদ্যোগী হইয়া ইঙ্গরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা তাঁহাকে অভ্যাস করাইতে যত্ন করিতেছেন ইহাও ঐ ভাবি সুমঙ্গলের এক প্রধান কারণ। এবং যাঁহার আচারে প্রজারদের মঙ্গলামঙ্গল নিবদ্ধ এমত যুবরাজের সমাচার ব্যবহারকরণ বিষয়ে দেওয়ানজী যে প্রকার সচেষ্ট আছেন ইহাতে তিনি তাবৎ প্রজাগণের যে অত্যন্ত ধন্যবাদাস্পদ হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি।

পুনশ্চ শুনা গেল যে শ্রীমতী মহারাণী ঐ এলাকার একটিং কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত দিয়াছেন যে ৺ প্রাপ্ত মহারাজের যে সকল উপাধি ছিল তাহা গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক যুবরাজকে অর্পণ করেন। গবর্ণমেণ্ট অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এতাদৃশ কর্ম্মোপলক্ষে যে সকল প্রসাদনীয় খেলায়াৎপ্রভৃতি প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা এইক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে।

(১৯ নভেম্বর ১৮৩৬ । ৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

মৃত মিটফোর্ট সাহেবের দান।—কথিত আছে উক্ত সাহেব মরণকালীন ঢাকা শহরের শোভাকরণার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে তাঁহার সকল সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন সাহেবের অনেক লক্ষ টাকা সম্পত্তি ছিল ইহাতে বোধহয় তাঁহার উইলের বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত হইবে।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩)

বীরভূমের অন্তঃপাতি কিউগ্রামনিবাসি শ্রীযুত মহারাজ বনআরিলাল।—অতিবিখ্যাত শ্রীযুত মহারাজ বনআরিলাল যে সাধারণের বিদ্যাভ্যাসার্থ বহুসংখ্যক ধন বিতরণ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণ লোকের অগোচর নাই এবং এই কারণ আমি পূর্ব্বাবধিই তাঁহাকে অত্যুত্তম ব্যক্তি বলিয়া জানিতাম পরে বীরভূমে গিয়া আরো শুনিলাম ঐ মহাশয় সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ নিজ ব্যয়ে সিকুরিঅবধি কাটরাপর্য্যন্ত বিংশতি ক্রোশ ব্যাপক এক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিবেন এনিমিত্ত বীরভূমের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত মণি সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন এই রাস্তার মধ্যে যদ্যপি নদী খাল পতিত হয় তবে রাজার মানস তাহার উপরেও সাঁকো করিয়া দিবেন এইক্ষণে মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট প্রার্থনা কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ সাহেব কয়েদি লোকেরদিগকে আজ্ঞা করেন তাহারা যত দিবস কর্ম্ম করিবে রাজাই তাহারদিগের আহারাদি প্রদান করিবেন।

এই বিষয়ে কমিস্যনর সাহেবের মত জানিবার নিমিত্ত মাজিস্ত্রেট সাহেব তাঁহার নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহাতে কমিস্যনর শ্রীযুত ওয়ালটর সাহেব আহ্লাদপূর্ব্বক রাজার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ পত্র লিখিয়াছেন।

আমার বোধ হয় রাস্তা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া ক্রমিক চলিতেছে এবং ভরসা করি শীঘ্রই শেষ হইবে।

আমি আরো এক বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এক আইন করিয়াছিলেন যাঁহারা খাল রাস্তা সাঁকো ইত্যাদি করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি নিমিত্ত মফঃসলের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ সকল ব্যক্তিরদিগের নাম লিখিয়া পাঠাইবেন কিন্তু ঐ ব্যবস্থার পুস্তকেই লেখা রহিয়াছে মফঃসলের সাহেবেরা এপর্য্যন্তও তদনুসারে কার্য্য করেন নাই।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৮ এপ্রিল ১৮৩৭। ২৭ চৈত্র ১২৪৩)

দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটি।—শ্রুত হওয়া গেল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর অতিবদান্যতাপূর্ব্বক এই সোসৈটির উপকারার্থ প্রতিবৎসরে যে টাকা দান করিয়া থাকেন তদতিরিক্ত বর্ত্তমান বৎসরে আরো ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ১৪ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—একবৎসর গত হইল রেবিনিউ বোর্ডের এক সাধারণ বিজ্ঞাপন পত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তিরা দেশের মঙ্গলার্থ অর্থ দান করিবেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে রাজা বাহাদুর উপাধি দিবেন তাহাতে আরো লেখা ছিল রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদানের যে২ কারণ হইবে উপাধি প্রদানকালীন তাহাও

প্রকাশ করা যাইবেক। তাহার পরে কয়েক ব্যক্তি ঐ উপাধি পাইয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের উপাধি প্রাপ্তির কোন কারণ প্রকাশ করেন নাই এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন কারণ প্রকাশ করিবেন তাহা না করণেতে অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়। এবং লোকেরা মহা সম্ভ্রমের পদ প্রাপ্তির কারণ জানিয়া যে ঐরূপ কর্ম্মে অর্থ দান করিতেন তাহার বাধা জন্মে অতএব গবর্ণমেণ্টের ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করা উচিত আর ইহাও জানিতে বাঞ্ছা যদি কোন ব্যক্তি কেবল কুকর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া দেশের মঙ্গলার্থ এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রদান করেন তবে কি তিনিও রাজা বাহাদুর উপাধির যোগ্য হইবেন। যাহা হউক এবিষয়ে আমার অধিক লিখিবার অভিপ্রায় নয় কেবল জিজ্ঞাস্য এই যে দেশের মঙ্গলার্থ অর্থ ব্যয় করিলে যদি ব্যক্তিরা রাজা বাহাদুর পদ প্রাপ্তির পাত্র হয়েন তবে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর কি অপরাধ করিলেন।

ঐ বাবু পূর্ব্বে কিরূপ সৎকর্ম্মেতে কবে কি দিয়াছেন আমি তাহা জানি না কিন্তু হিন্দুকালেজের সৃষ্টি অবধি ১২৪৪ সালের ২৫ মাঘ তারিখ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যখন যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সর্ব্বাগ্রে অধিক দিয়া বসিয়া থাকেন বিশেষতঃ সম্প্রতি তাঁহার পশ্চিম যাত্রা দিনে দিস্ত্রিক্ত আফচেরিটেবল সোসৈটিকে যে লক্ষ টাকা দিয়াছেন আমার বোধ হয় এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে কেহ এরূপ মহা দান কস্মিন কালে করেন নাই।

আমি ঐ বাবুর সত্তার কার্য্য অনেক জানি তাহার মধ্যে এক বিষয় বলি বিলাত হইতে সতী দাহ নিবারণের চূড়ান্ত হুকুম আসিলে পর যে দিবস ব্রহ্ম সভাগৃহে এতদ্দেশীয় লোকেরা সভা করেন সেই দিবস বাবু কটকের দুর্ভিক্ষের উপশমার্থ স্বয়ং চাঁদার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। এবং যে কয়েক সহস্র টাকার চাঁদা হইল আপন ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া পর দিনেই তাহা কটকে পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু পরে ঐ টাকা সকলও আদায় হয় নাই।

ধর্ম্ম সভা নিয়তই ব্রহ্মসভার দ্বেষ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে গোময় লিপ্ত পবিত্র স্থানে ভোজন পাত্র রাখিয়া পীড়িতে বসিয়া ভোজন করেন আর পুষ্প বিল্বপত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্য দেবদেবীর উদ্দেশে ফেলিয়া দেন। তাহাতেই বলেন আপনারা পরম ধার্ম্মিক কিন্তু ধর্ম্মসভা প্রকৃত ধর্ম্মার্থ কিঞ্চিদ্বিত্তব্যয় করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। যদি কহেন সতী ভিক্ষার চাঁদায় তাঁহারা অনেক ধন দিয়াছেন এ কথা যথার্থ বটে কিন্তু সে টাকা বেথি সাহেবের ও চন্দ্রিকাকারের উদরায় স্বাহা হইয়াছে। তাহার এক মুদ্রাও প্রকৃত ধর্ম্মার্থে ব্যয় হয় নাই। গত বৎসর আমার অনেক মিত্রেরা বলিয়াছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের হৌস আর থাকে না অল্প দিনের মধ্যেই দেউলিয়া হইবে। কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই এইক্ষণে ঐ বন্ধুগণ দেখুন তাহার ছয় সাত মাস পরেই বাবু হৌসকে স্বচ্ছন্দরূপ রাখিয়া দিস্ত্রিক্ত আফচেরিটেবেল সোসৈটিকে লক্ষ টাকা দিয়া বাষ্পীয় জাহাজে পশ্চিমে গমন করিলেন আমি শুনিতেছি বাবু পীড়িত হইয়া বায়ু সেবনার্থ যাত্রা করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণৌতে কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া গ্রীষ্মকালে হিমালয়ে অবস্থান করিবেন। বর্দ্ধমান বাসি দর্পণ পাঠকস্য।

(১৭ মার্চ ১৮৩৮। ৫ চৈত্র ১২৪৪)

পরমপূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু।— ২৪ ফেব্রুআরির দর্পণে বর্দ্ধমান বাসি দর্পণ পাঠকস্য ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হয় তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের তুল্য দাতা এতদ্দেশে আর কেহ জন্মে নাই পরোপকার অনেক করিয়াছেন তথাচ তাঁহার রাজা উপাধি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কেন হইল না। দ্বিতীয় ধর্ম্ম-সভাস্থ ব্যক্তি সকল কেবল পবিত্র স্থানে পবিত্রান্ন ভোজন মাত্র করেন দেবদেবীকে ফুল বিল্বপত্র দেন আর সাধারণোপকার ইহাঁরা কিছুই করেন না ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছেন ঐ কথা যদি কেবল বাঙ্গালা সমাচার পত্রে প্রকাশ হইত তবে উত্তর দিবার আবশ্যক থাকিত না কেননা এতদ্দেশে বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং বর্দ্ধমানাধিপতি নাটোরের রাজা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর দেওয়ান রামচরণ রায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যশোহর নিবাসী মহারাজ শ্রীকণ্ঠ রায় বাহাদুর দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুজ বাবু মদনমোহন দত্তজ ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার প্রভৃতির দাতৃত্ব শক্তি ও কীর্ত্তি সকলেই জানেন গয়াধামের রামশিলা প্রেতশিলা ও চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের সোপান এবং কলিকাতাবধি শ্রীশ্রীক্ষেত্রধাম পর্য্যন্ত রাস্তা ও সেতুতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় ইহার ইতিহাস কি ঐ পত্র প্রেরকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। যদি বল বহুকাল গত হইয়াছে ইহা সত্য কিন্তু তাঁহার উচিত ছিল না যে কস্মিনকালে কেহ করেন নাই এমত লেখেন অতএব পূর্ব্বের সঙ্গে তুল্য না হউক পরের কথা দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় এক২ কর্ম্মোপলক্ষে করিয়াছেন এমত মনুষ্যও অনেক হইয়া গিয়াছেন এইক্ষণে লক্ষ বা ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন ইহা তত্ত্ব করিলে অনেক পাইবেন। অপর ইঙ্গরাজদিগের ধারা মতে যে সকল চাঁদা হইয়াছে তাহাতেও ঠাকুর বাবু ভিন্ন অনেক হিন্দু ধার্ম্মিক টাকা দান করিয়াছেন পত্র প্রেরক সেই সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন। অপর ডিষ্ট্রিকৃট চেরিটেবিল সোসাইটির নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন ইহা এক ব্যক্তিকে দিয়াছেন এমত নহে নগর মধ্যে অন্ধ আতুর সহায়হীন দীন দুঃখীদিগের উপকারার্থে যে সমাজ স্থাপিত আছে তাহাতে অনেকেই দান করিয়াছেন সেই ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন কিন্তু আমি শুনিয়াছি ঠাকুর বাবু আপন অভিপ্রায় লিখিয়া গিয়াছেন মাত্র তাঁহার বিষয় নির্ব্বাহকদিগের উপর ভার আছে তাঁহারা দিবেন কিন্তু কবে দিবেন সে টাকা হইতে কাণা খোঁড়ারদিগের উপকার কবে হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই। বৈকুণ্ঠবাসি বাবু রামদুলাল সরকার দুই লক্ষ টাকা পুত্রদিগের নিকট স্বতন্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন ঐ ধনের বৃদ্ধি হইতে দীন দরিদ্রগণ আহার পাইবেক তাহাতে নগর বা পল্লীগ্রামস্থের বিশেষ নাই আমি ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া বেলগেছিয়ার বাগানে উপস্থিত হইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া দেন ইহাতে কত লোকের উপকার হইতেছে তাহা কি ঐ মহাশয় জানেন না তিনি ঠাকুর বাবুর প্রশংসা শত মুখে করুন তাহাতে দ্বেষ করি না কিন্তু এতদ্দেশীয় আর এমত কেহ নাই ইহা লেখা উচিত ছিল না।… চন্দ্রিকা।

রামদুলাল সরকার স্বনামধন্য আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবুর) পিতা। রামদুলাল সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৫৬ সনের ২১ অক্টোবর তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

> "কলিকাতা নগর বাসি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ৺ প্রাপ্ত বাবু রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার প্রথমাবস্থা কষ্টে কালযাপন হইয়াছিল, পরে তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ে স্বহস্তে প্রায় এক কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আমেরিকান ও ইউরোপীয় বণিকরা তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন, বিশেষতঃ আমেরিকান বণিকদিগের সহিত তাঁহার অধিক কারবার ছিল তাহাতে ফিলেডেলফিয়া নগরের কোন সম্ভ্রান্ত বণিক জেনরল ওয়াসিংটনের এক প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন,...।"

'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের লিখিত রামদুলাল দেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আছে। লোকনাথ ঘোষের *Indian Chiefs, Rajas, Zemindars, etc.* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেও দেব-পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

(৬ মে ১৮৩৭। ২৫ বৈশাখ ১২৪৪)

আশ্চর্য্য বদান্যতা।—শ্রুত হওয়া গেল যে পাটনার মহারাজ শ্রীযুক্ত চতুর্ধুরীণ সাহ সংপ্রতি বিদ্যাবর্দ্ধন সাধারণ কমিটিকে ৫০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনাঢ্য মহাশয়বর্গও স্ব২ সাধ্যানুসারে বিদ্যাধ্যয়নার্থ ধন দান করিবেন। এতাদৃশ ধনি বদান্য মহাশয়েরদিগকেই রাজা বাহাদুর খ্যাতি প্রদান করা অতি পরামর্শসিদ্ধ। আরো শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ১৮৩৪ সালে ২০ বুরুল পরিমিত অতিসুচারু সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতীকৃত বর্ত্তুলাকার খগোল ও ভূগোলীয় এক প্রতিবিম্ব দান করিয়াছেন।

তৎপরে শুনিলাম যে উক্ত বাবু এমত বদান্যতাপ্রযুক্ত রাজা বাহাদুর খ্যাতি প্রাপ্ত হন।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—জিলা হুগলির বালিগ্রামের মধ্যে বহুমান্য বহু দিনের প্রাচীন বাসী ৺ জগৎরাম পাল তাঁহারদিগের ব্যয়ের দ্বারা ঐ স্থানের শ্রীশ্রী৺ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে নীরে যুগদ্বয় সুদৃষ্ট সোপান সহিত দিব্য পাকা ঘাট নির্ম্মাণ আছে ঐ ঘাটের উপরি স্থাপিত স্বদেশী বিদেশী গঙ্গাযাত্রিকদিগের তিষ্ঠনার্থ এক পাকা বাসগৃহ ছিল। পরে ঐ ঘর পুরাতন হওয়াতে দৈবাৎ পবনোৎপাতে পতিত হয় তাহাতে কতিপয় লোকের ক্লেশ জানিয়া ঐ স্থানাধিপতি বিচারক প্রহারক পরোপকারক মাজিস্ট্রেট শ্রীলশ্রীযুত সামুএল্‌স সাহেব মহাশয় পরক্লেশ নিবারণার্থে নিজ ব্যয়ে কিম্বা অন্যের দ্বারা সে যাহা হউক এইক্ষণে তাঁহার সাহায্যের দ্বারা ঐ স্থানের পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন গঙ্গাযাত্রিকের ঘর পুনস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে স্বদেশী ও ভিন্ন দেশীয় শত২ ব্যক্তি স্বর্গস্থ পিতার স্থানে তাঁহার এই রাজ্য চিররাজ্য কারণ প্রার্থনা করিতেছেন।... কস্যচিৎ বালিনিবাসি প্রকাশকস্য।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫)

আমরা কোন বিজ্ঞ ও বিশ্বাসি বন্ধুদ্বারা অবগত হইয়াছি যে জেনরল কমিটি অব পবলিক

ইনিষ্টিটিউসন শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক কোম্পানিকে দত্ত যে ৫০০০০ টাকা সেই টাকা দ্বারা চাপরায় আগামী ডিসেম্বরে এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। আমারদিগের এতদ্বিষয় লিখিবার কারণ এই যে এতদ্দেশীয় ধনিগণ বিদ্যাবিষয়ে যে ব্যয়াদি করেন কিম্বা চেষ্টা করেন আমরা তাহা প্রকাশ করণে ক্ষান্ত থাকিব না এবং অলসও করিব না। জ্ঞানান্বেষণ

(১০ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬)

যশোহর।— ...গত ২২ জুলাই তারিখে যশোহর নিবাসি লোকেরদের এক বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় যে ঐ স্থানের সৌষ্ঠব করণার্থ এবং ঐ অত্যাবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংগ্রহ করণের উপায় নিশ্চয় করেন।

তাহাতে শ্রীযুত শাণ্ডিস সাহেব সভাপতি হইলে এই প্রস্তাব হইল যে জিলা যশোহরের সদর স্থানের সুপ্রতিষ্ঠা করণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন বিশেষতঃ।

শ্রীযুত ই ডিড্স সাহেব।
শ্রীযুত টি সাণ্ডিস সাহেব।
শ্রীযুত এফ লৌথ সাহেব।
শ্রীযুত এচ সি হালকেট সাহেব।
শ্রীযুত এ টি স্মিথ সাহেব।
শ্রীযুত রাজা বরদাকণ্ঠ রায়।
শ্রীযুত কালী পোদ্দার।
শ্রীযুত হরিনারায়ণ রায় ও
শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ সেন।

এবং ডাক্তর শ্রীযুত আন্দর্সন সাহেব এই কমিটির সেক্রেটরী ও শ্রীযুত টেরেনো সাহেব কোষাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত হন। আরো এই স্থির হইল যে এই সদর স্থান বা অঞ্চলে প্রস্তাবিত সৌষ্ঠব কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয় বিবেচনা করণার্থ শ্রীযুত সেক্রেটরী সাহেব কমিটির সাহেবেরদিগকে বৈঠকে আহ্বান করেন এবং প্রতি মাসীয় কার্য্যের বিবরণ ও তদ্বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে ইহার সম্বাদ গ্রহণার্থ তৎপর মাসের প্রথম সোমবারে ধনদাতারদের বৈঠক হয়।

তৎ পরে নানা প্রকার সৌষ্ঠবের পাণ্ডুলেখ্য ও প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল বিশেষতঃ এই সদর স্থানস্থিত নানা ভূম্যধিকারিরদের বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গলাদি কাটিতে প্রবৃত্তি দেওয়া যায়। এই স্থানস্থ তাবদ্ব্যক্তির স্বাস্থ্য জনক জল প্রাপণার্থ এক স্থানে বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা যায়। যে স্থানে খড়ুয়া ঘর থাকাতে লোকের উৎপাত জন্মে সেই স্থান হইতে লাহা উঠিয়া লওয়া যায়। এই সদর স্থানে রাস্তা নর্দমাদি করণ বিশেষতঃ যে স্থানে সাধ্য হয় পাকা রাস্তা প্রস্তুত করা যায়। এবং রাজপথ সকল মেরামৎ ইত্যাদি হয়। এই সকল বিষয় প্রস্তাব হইলে পর এক চাঁদা হইল। আমরা দেখিয়া অতি খেদিত হইলাম যে ঐ চাঁদাতে এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির নামও নাই।

	দান কোং টাকা	মাস২ কোং টাকা
শ্রীযুত টি সণ্ডিস সাহেব	১০০	১০
শ্রীযুত এফ লৌথ সাহেব	১০০	১৬
শ্রীযুত এচ সি হালকেট সাহেব	১০০	১০
শ্রীযুত ডাক্তর এণ্ডরসন সাহেব	৫০	৫
শ্রীযুত জে এ টেরেনো সাহেব	২৫	২
শ্রীযুত জে এচ রেলি সাহেব	১০	২
শ্রীযুত জি হরক্লাট্স সাহেব	১৫	২
শ্রীযুত জে এম সদ্‌রলেণ্ড সাহেব	৩২	১০
শ্রীযুত ডবলিউ সি ইষ্টাফোর্ড সাহেব	১৬	২
শ্রীযুত এ টি স্মিথ সাহেব	২৫	২
শ্রীযুত জি ডিড্‌স সাহেব	১০০	২০

আর্থিক অবস্থা

(২০ নভেম্বর ১৮৩০। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

রেজকী পয়সা কড়িবিষয়ক।—এতদ্দেশে পূর্ব্বাপর বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আধআনীপ্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় ব্যয় বিষয়ের সুবিধা হইত এক্ষণে বিশ বৎসরের অধিক হইবেক রেজকীর মধ্যে কেবল আধুলি সিকিমাত্র আছে তজ্জন্য খুদরা দেনা পাওনাবিষয়ে যে ক্লেশ ছিল পয়সার বাহুল্য হওয়াতে সে সকল কর্ম্ম কষ্টে সম্পন্ন হইতেছে যদি বল পয়সা দেওয়া নেওয়াবিষয়ে কি ক্লেশ উত্তর। পয়সার ভাও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান থাকে না অর্থাৎ এক টাকায় কখন ১৫৮ গণ্ডা কখন ১৫॥ গণ্ডা কখন বা ১৫। গণ্ডা হয় ইহাতে আনা দুই আনাইত্যাদির হিসাব করিয়া দিতে এক পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয় অপর কোম্পানি সংক্রান্ত কোন খুদরা দেনা দিতে হইলে ষোল গণ্ডার হিসাবে দিতে হয় যদ্যপিও কোম্পানির লোকেরা যাহাকে যখন দেন ষোল গণ্ডার ভাও দিয়া থাকেন সত্য বটে কিন্তু কোম্পানির স্থানে অত্যল্প লোকের পাওনা হয় দেয় প্রায় তাবতেরি ভূম্যাদির কর এবং পরমিটের হাসিল বিশেষতঃ ডাকের মাসুলে প্রায় সর্ব্বদাই অনেক লোককে পয়সা দিতে হয় ইহাতে পয়সা বিষয়ের কষ্ট বোধ হইতে পারিবেক পরন্তু পূর্ব্বে কড়ির অধিক আমদানী হইত এবং অনেক কর্ম্মে কড়ি চলন ছিল পূর্ব্বদেশে কড়ির দ্বারা জমীদার লোক মালগুজারী করিত সে যাহা হউক গৃহস্থ লোকের কড়ি অত্যন্ত উপকারক ছিল যেহেতুক আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় অর্থাৎ বাজারে কেহ এক কাহন আট পণ ছয় পণ চারি পণইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষে প্রেরণ করিয়া দ্রব্য আনয়ন

করিতেন এবং দ্রব্যবিশেষে মূল্যের নির্ণয় করিয়া দিতেন অর্থাৎ ১৫ গণ্ডার তরকারী দশ কড়া ন্যূন এক পণের মৎস্য ষোল কড়ার শাক দেড়বুড়ির মোচা দশ কড়ার রম্ভা আট কড়ার চুণ-ইত্যাদি হিসাব করিয়া কড়ি দেওয়া যাইত এইক্ষণে পয়সার বাহুল্যেতে কড়ি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে যদ্যপিও বণিকেরা কিঞ্চিৎ কড়ি রাখিয়া থাকে তাহা প্রায় দেওয়া নেওয়া হয় না বাজারে দ্রব্যের মূল্য এক পয়সা আধ পয়সার ন্যূন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং বিক্রয়কারিরদের কোন দ্রব্যের মূল্য ইহার ন্যূন কহিলে তাহা গ্রাহ্য করে না যদ্যপি আধ পয়সা শাকের ভাগ স্থির হইল কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও এক পয়সা দিয়া দুই ভাগ লইতে হয় অপর যদি আট কড়া দশ কড়ার কোন দ্রব্য লইতে হয় তথাপি একটা পয়সা তজ্জন্য বাজারে প্রেরণ করিতে হয় অধিক কি লিখিব এক কড়ার ভিক্ষারিরা এক পয়সা চাহে সুতরাং কড়ি না থাকিলে কাযে২ পয়সা দিতে হয় অথবা তাহাকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে হয় অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা মিণ্ট কমিটীর অর্থাৎ টাঙ্কালের বিবেচক সাহেবেরা বিবেচনা পুরঃসর ইহার বিহিত করিলে ভাল হয় আমারদিগের মতে পয়সার রেজকী অর্থাৎ এমত কোন ধাতু দস্তা বা সীসাইত্যাদির আধ পাই সিকি পাই প্রস্তুত করিয়া চলন করেন তাহা হইলে লোকের মহোপকার হইবেক এ বিষয় শুনিতে অতিসামান্য বটে কিন্তু দুঃখিলোকের পক্ষে সামান্য নহে ইহা বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ব্যক্তিরদের ক্লেশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। সং চং

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৬ আশ্বিন ১২৪০)

পয়সা।—১৭ তারিখের হরকরা পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বঙ্গদেশে চলিত নানাপ্রকার পয়সাবিষয়ক বৃত্তান্ত লেখেন তাহা পাঠক মহাশয়েরদের মনোরঞ্জক বোধে প্রকাশ করা গেল। সর্ব্বসুদ্ধ নয় প্রকার পয়সা চলিতেছে। প্রথমপ্রকার পুরাণ সিক্কা পাই পয়সা তাহা মাত্রারহিত বাঙ্গালা ও পারস্য ও নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে। দ্বিতীয় নূতন সিক্কা পাই পয়সা যাহা বিট্ বলিয়া খ্যাত। বিট কথা কেবল ইঙ্গরেজী 'মুদ্রিত' এই শব্দের অনুবাদ। এবং তাহা বাঙ্গালা ও পারস্য ও মাত্রাব্যতিরিক্ত নাগর অক্ষরে মুদ্রিত।

তৃতীয়প্রকার ত্রিশূলি অর্থাৎ ত্রিশূলাকারাঙ্কিত পয়সা ত্রিশূলাঙ্ক অর্থাৎ মহাদেবের পূজাধারের চিহ্ন এই পয়সার জরব বারাণসীতে হয়। ঐ ত্রিশূলি পয়সার মধ্যে এক প্রকার বড় ত্রিশূলি পয়সা আছে তাহা মাত্রারহিত নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত। চতুর্থপ্রকার গুটলি বলিয়া বিখ্যাত ছোট ত্রিশূলি পয়সা। গুটলি এই তুচ্ছ নামে খ্যাতির কারণ এই যে ফলের ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় তাহার আকার। তাহা মাত্রাশূন্য নাগর ও পারস্যাক্ষরে মুদ্রিত। পঞ্চমপ্রকার পয়সা গুটলি পয়সার ন্যায় মাত্রা ব্যতিরেকে দেবনাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত। ষষ্ঠপ্রকার পাটনাই পয়সা অর্থাৎ যাহাতে মাত্রাহীন দেবনাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত থাকে। এই ছয়প্রকার পয়সাতেই এই কথা মুদ্রিত আছে যে পৃথিবীর বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বের ৩৭ বৎসরে এই ছয়প্রকার পয়সার জরব হয়।

সপ্তমপ্রকার ত্রিশূলি পয়সার ন্যায়ই মাত্রাযুক্ত নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত থাকে অথচ ঐ বাদশাহের রাজত্বের ৯ বৎসরে তাহার জরব হয়।

অষ্টমপ্রকার কমারিয়া ত্রিশূলি পয়সা। কমারিয়া অর্থাৎ কর্ম্মকারজাতীয় কর্তৃক নির্ম্মিত হয় তাহারা এক ছিলিম তামাক খাওয়া যেমন সহজ তেমনি কৃত্রিম পয়সা প্রস্তুত করার অপরাধ সহজ বোধ করে এই পয়সা কৃত্রিমহওয়াতে অন্যান্যপ্রকারাপেক্ষা পাতলা ও ওজনে কম আছে। এবং তাহা মাত্রাশূন্য নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত এবং সে সকল অতিকদক্ষর অথচ অতিক্ষুদ্র যেহেতুক ঐ পয়সা প্রস্তুতকারিরা লিখন পঠন ও শিল্পাদি বিদ্যাতে নিপুণ নহে। নবমপ্রকার কমারিয়া অর্থাৎ কর্ম্মকারের নির্ম্মিত কৃত্রিম পয়সা তাহা ওজনে কম এবং পারস্য বাঙ্গলা ও নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে।

(৭ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৪ শ্রাবণ ১২৪০)

এতদ্দেশীয় মুদ্রা।—কলিকাতার টাকার উপরে ··· হামিয়েদিনে মহম্মদ অর্থাৎ মহম্মদের ধর্ম্ম-পোষক এই কথা মুদ্রিত থাকে। অতএব ইহার কএক শত বৎসর পরে এই টাকা দেখিয়া লোকের সন্দেহ হইতে পারে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা মুসলমান কি খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। বোম্বাইর নূতন টাকার উপরে যে কথা মুদ্রাঙ্কিত আছে তাহার অর্থ এই যে এই রাজমুদ্রা সৌরাষ্ট্র দেশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলম বাদশাহের শুভ সিংহাসন প্রাপ্তির ৪৬ বৎসরে প্রস্তুত হয় কিন্তু সকলেই অবগত আছেন যে ঐ মুদ্রা বোম্বাইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এবং জয়শীল বাদশাহ জীবদ্দশায় কয়েদ থাকিয়া বহুদিন লোকান্তরগত হইয়াছেন। অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের মুদ্রার উপরি এতদ্রূপ কথা মুদ্রাঙ্কিত করেন এ অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয় যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডীয়েরা নিয়ত সত্যবাদিস্বরূপে আপনারদিগকে জ্ঞান করেন এবং তাহা অপ্রকৃতও নহে।—বোম্বাই দর্পণ

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ১৬ ফাল্গুন ১২৪০)

নূতন টাকশাল।— ···ক্লাইব স্ট্রিটনামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাকশালের মেজের ২৬৷৷০ ফুট নীচে গঙ্গাহইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণের অধ্যক্ষ অথচ তদ্বিষয়জ্ঞ শ্রীযুত কাপ্তান ফর্বস সাহেবকর্তৃক ১৮২৪ সালের মার্চ মাসের শেষে ঐ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় অতএব উপরিলিখিত ইমারতঅপেক্ষা মৃত্তিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। ছয় বৎসরে ইহার তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে।

তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাঁচ কল আছে বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল এই যন্ত্রের দ্বারা দিবসে সাত ঘণ্টার মধ্যে ৩,০০,০০০ থান রূপা মুদ্রিত হইতে পারে।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

পত্রপ্রেরকের স্থান হইতে প্রাপ্ত।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতদ্দেশীয় কতক মর্য্যাদাবন্ত মহাশয়েরা এই প্রশংসিত অভিপ্রায় করিয়াছেন যে তাঁহারা এক বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিয়া ঠাকুরান কোম্পানি [Tagore and Company] নামে ঐ কুঠীর কার্য্য চালাইবেন ইহাতে বোধহয় এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি লোকেরা সাধারণের উপকারজনক এই অত্যাশ্চর্য্য সাহসিক উদ্যোগের অসংখ্য প্রশংসা করিবেন এবং আমরা অনুমান করি এই দৃষ্টান্ত দর্শনে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মন এইরূপ উত্তম কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া বাণিজ্য কার্য্য করত পুনশ্চ হিন্দুস্থানকে অতিসমৃদ্ধ ও মর্য্যাদাশালী করিবে যাঁহারা প্রথম ২ নম্বরের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা কতকত বার লিখিয়াছি অভাগা অনিচ্ছাপ্রযুক্তই এদেশের ধনি লোকেরা বাণিজ্য কার্য্যের পরিশ্রমে প্রবর্ত্ত হন না কিন্তু এইক্ষণে বড় আহ্লাদিত হইলাম ঐ লোকেরা যে অবশ বুদ্ধিতে এবিষয়ে নিদ্রিতের ন্যায় ছিলেন তাহা সারিয়া আপনারদের কর্ত্তব্য অথচ উপকার জনক কর্ম্মে মনোযোগ দিলেন একর্ম্ম যে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য তাহার কারণ এই যে সাধ্যানুসারে দেশের উপকার করাতে সৎ লোক মাত্রই বাধ্য আছেন এবং হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের শিল্পাদি নির্ম্মিত বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় করাতে আপনারদের ধন সংলগ্ন করাই সকল স্বাধীন হিন্দুরদের উচিত আর উপকারজনক বলিবার কারণ এই যে অন্যান্য দেশীয় বাণিজ্যকারি লোকেরদের সহিত সমান ভাবে কর্ম্ম করা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে হিন্দুস্থানীয় লোকদের বিশেষ উপকার হয় না এবং আর২ দেশাপেক্ষা আমারদিগের দেশের যে উর্ব্বরতা গুণ তাহাতে অন্য দেশীয়ের সহিত বাণিজ্য করাতে বিস্তর উপকারের সম্ভব আছে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কেবল ধনোপার্জনার্থ এদেশে আসিয়া অত্যল্পকাল বাস করেন কিন্তু যাহাতে তাঁহারা দেশে গিয়া পরিবারের সহিত স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন তদুপযুক্ত ধন ঐ অল্প কালের মধ্যেই সংগৃহীত হয় এই প্রকারে এদেশের ধনের কূপ সকল শূন্য হইতেছে অতএব দেশস্থ লোকেরা যৎকালে দুর্ভাগ্যক্রমে দৈন্য দশায় পড়িয়া রোদন করেন তখন দূর দেশীয়েরা স্বদেশে বসিয়া পরিবারের সঙ্গে আমারদের জমীর উপস্বত্ব নিয়া স্বচ্ছন্দে সুখভোগ করিতেছেন কিন্তু বোধ হয় এদেশের দুরবস্থা পরিবর্ত্তনের কাল উপস্থিত হইল এবং পৃথিবীর বাণিজ্যকারি দেশের সহিত পতিত হিন্দুস্থানেরো নাম লিখিত হইবে অতএব আমরা প্রার্থনা করি এইক্ষণে ঠাকুরেরা যে পথ দেখাইবেন এই দৃষ্টান্তে আমারদের দেশীয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত সাহসিক ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হন এবং হিন্দু নামেতে যে এই কলঙ্ক ছিল তাহারা নির্ব্বোধ ও নিষ্কর্ম্মা তাহা দূর করেন ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২)

জন পামর।—আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে পূর্ব্বে কলিকাতার মহাজন সাহেবেরদের মধ্যে অগ্রগণ্য যে জন পামর সাহেব তিনি গত শুক্রবারে কলিকাতা নগরে ৭০ বৎসর বয়সে লোকান্তর গত হইয়াছেন। সাহেব ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসরেরো অধিক

বাস করেন তন্মধ্যে অধিককাল পামর কোম্পানির কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ইউরোপীয় অন্যান্য সাহেবেরদের অপেক্ষা এতদ্দেশীয় লোকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয়াদি ছিল। পূর্ব্বে এমত সময় গিয়াছে যে পামর সাহেব স্বাক্ষর করিলেই বাজারে যত টাকা চাহিতেন তাহাই পাইতেন কিন্তু নিরন্তর ক্ষতির উপর ক্ষতি হওয়াতে ১৮৩০ সালে তাঁহার কুঠী দেউলিয়া হইল এবং ঐ কুঠী দেউলিয়া হওনের পরে কলিকাতাস্থ অন্যান্য কুঠীসকলও দেউলিয়া হইল। পামর সাহেবের ধনবত্তা সময়ে এমত দানশৌণ্ডতা ছিল যে তদ্রূপ অপর দুর্লভ ফলতঃ তাদৃশ বদান্যতাতে তাঁহার ক্ষতিই হইয়াছে কহিতে হইবে ঐ বিতরণীয় টাকাসকল একত্র করিলে এইক্ষণে পর্ব্বতাকার টাকা হইত। অনন্তর বিভ্রাট সময়ে তিনি ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন অত্যন্ত সঙ্কটাবস্থাতেও তাঁহার মন অবসন্ন হয় নাই। অপর দেউলিয়া হওনের দুই তিন বৎসর পরে পুনর্ব্বার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন তাহাতে লাভের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থ রাখিয়া অবশিষ্ট কুঠী দেউলিয়া হওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরদিগকে ক্ষতিপূরণার্থ কিছু২ করিয়া দিলেন। ঐ বিপদসময়েও তাঁহার এতদ্রূপ বদান্যতা প্রকাশ হইল। এতদ্দেশীয় অনেক ও ইউরোপীয় সাহেবেরা তাঁহার দ্বারা ধনবান হইয়াছেন কিন্তু তিনি চরমাবস্থাতে অতিবিপন্ন হইয়া নিঃস্বতাতে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। বহু সংখ্যক মিত্রগণ এবং তাঁহার গুণগণেতে আকৃষ্টান্তঃকরণ এমত বহুতর মহাশয় ব্যক্তি তদীয় কবরের সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

এণ্টর প্রাযিজ জাহাজ।—যে বাষ্পীয় জাহাজ কেপ ঘুরিয়া প্রথম ভারতবর্ষে পঁহুছে সে এণ্টর প্রাযিজ জাহাজ কিন্তু ঐ জাহাজ এইক্ষণে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে অতএব তাহা বিক্রয় করণার্থ দুই বার উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু সফল হয় নাই প্রথমত ঐ জাহাজ ২০ হাজার টাকায় ধরা গিয়াছিল তাহাতে কেহ ডাকে নাই তৎপরে ১৩ হাজার টাকায় ধরা গেল তথাপি কেহ ডাকিল না এইক্ষণে এই নিশ্চয় হইয়াছে ঐ জাহাজ খণ্ড২ করিয়া তাবৎ দ্রব্যাদি পৃথক রূপে বিক্রয় করা যায়।

(২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

বাষ্পের দ্বারা জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ।—গত সোমবারে বাষ্পের দ্বারা জাহাজাকর্ষণীয় সমাজের অংশিরদের এক বৈঠক সেক্রেটরী শ্রীযুত কার ঠাকুর কোম্পানির দপ্তর খানায় হইল। তাহার অভিপ্রায় যে ঐ সমাজের গত ছয় মাসের কার্য্যের রিপোর্ট পাঠ হয় তাহাতে বার্ষিক শতকরা ২০ টাকার হিসাবে ডেবিডেণ্ড দেওনার্থ স্থির হইল।

(২৫ মার্চ ১৮৩৭। ১৩ চৈত্র ১২৪৩)

ষ্টিমটগ সমাজ অর্থাৎ বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা সামান্য জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ।—বাষ্পাকর্ষক জাহাজীয় সমাজের প্রথম বার্ষিক বৈঠক গত সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে কার ঠাকুর কোম্পানির দপ্তরখানায়

হইয়া সমাজের হিসাবপত্রসকল অংশিরদিগকে দর্শান গেল তাহাতে দৃষ্ট হইল যে গত ছয় মাসের মধ্যে মূলধনের উপরে শতকরা ১৫৷৷০ টাকা করিয়া লভ্য হইয়াছে। কিন্তু সামাজিকেরা স্থির করিলেন যে ছয় মাসের নিমিত্ত শতকরা ৭ টাকার হিসাবে ডেবিডেণ্ড দেওয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট লভ্য কলিকাতাবন্দরে সামান্য জাহাজের উপকার নিমিত্ত নূতন বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয়করণার্থ ন্যস্ত থাকিবে। তাহাতে সমাজ প্রথমঅবধি যে কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ করিতে পারিবেন অর্থাৎ জাহাজাকর্ষণের ভাড়া ন্যূন করিবেন। ঐ বৈঠকে আরো এই স্থির হইল গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক দরখাস্ত করা যায় যে তাঁহারদের ঐরাবতীনামক বাষ্পীয় জাহাজ উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করেন কি না।

(১০ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬)

কৃষিকর্ম্মের বৃদ্ধি।—মহানগর কলিকাতার মধ্যে ইঙ্গরাজেরদিগের পরম প্রযত্নে যে কৃষি বিষয়ক সমাজ স্থাপিত হইয়াছে তাহার বিবরণ ভারতবর্ষস্থ সমুদয় জাতীয়মহাশয়দিগের বিশেষ বিদিত হয় নাই কিন্তু আমরা তদ্বিষয় সর্ব্বদাই অবগত হইয়া থাকি। ঐ সভা কর্ত্তৃক কৃষি কর্ম্ম বিষয়ে যেমত মঙ্গল হইতেছে তাহাতে কৃতজ্ঞতা সূচক অন্তরাভিপ্রায় কেবল লিখন দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশাসাধ্য কিন্তু এমত বিষয়ে অনভিজ্ঞতাজন্য যে লোকেরা তদুপকার লভিতে উদ্যোগী হইতেছেন না এই মহা খেদের বিষয় অতএব এ খেদ নিবারণোপায় এই বোধ হয় ঐ সকলের গুণ লোককে বিদিত করিলে তাহাতে মনাকর্ষণ হইবেক...।

ইঙ্গরাজী ১৮২০ সালে যখন এগ্রিকলটুরেল ও হার্টিকলটুরেল সোসৈটি নামে ঐ সভা সংস্থাপিত হয় তদবধিই সভার প্রধান উদ্যোগ এই আছে যে চিনি রেশম তামুক তূলা ইত্যাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য যে কোন অন্য দেশে উত্তম জন্মে তাহাই ভারতবর্ষে জন্মাইয়া এদেশের ধন বৃদ্ধি করেন এবং দেশের ধন বৃদ্ধি করিলে রাজারও লভ্য আছে এমত রাজমন্ত্রিরদিগের অবগতি করাইলে এসভা নির্ব্বাহার্থ রাজ্যাধিপ সভাকে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন ও তাহাতেই ঐ সভাকর্ত্তৃক কৃষি কর্ম্মের পরীক্ষার্থ এক চাষ বাটী নির্ম্মাণার্থ ৪৫০০০ টাকা ও তাহার কর্ম্ম নিয়মিত নির্ব্বাহহেতু বার্ষিক দশ সহস্র টাকা দানাঙ্গীকার করেন। এই ধন সভার হস্তগত হওয়াতে তত্রাধ্যক্ষেরা এমত এক তালিকা প্রকাশ করেন যে যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি উত্তম জন্মাইয়া সভায় কৃতকার্য্যতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু কি ক্ষোভের বিষয় যে ১৮৩০ সালে যখন এই বিষয়ক কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল তাহার দুই বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৮৩৩ সালেই সভার পূর্ব্বোক্ত ধন যাহা এক প্রধান বাণিজ্যালয়ে লিপ্ত ছিল তাহা দেউলিয়া হওয়াতে সভাও ধনহীন হইলেন তন্নিমিত্ত সভা যেমত আশা করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইল না এবং চাষ পরীক্ষা স্থানের কর্ম্ম অগত্যা রহিত করিতে হইল।

এই সভাকর্ত্তৃক কৃষি কর্ম্মের যখন উত্তমালোচনা হইতেছিল তখন শ্রীযুত কোর্ট অফ

ডৈরেকটরেরা আমেরিকা দেশীয় অর্থাৎ অকলণ্ড জিয়র্জিয়া সি আইলেণ্ড এবং ডেমরেরা নামক স্থানস্থ তূলার বীচ তুলা পরিষ্কারের এক যন্ত্র সম্বলিত কলিকাতার চাষ বাটীতে ঐ সভার অধীনে প্রেরণ করেন অপিচ ১৮৩১ সালে তদ্রূপ বীচ আরো প্রেরণ করেন ঐ তুলার বীচ নানা দেশে রোপণার্থ কলিকাতার কৃষি সমাজ স্থানে২ প্রেরণ করেন তাহাই নানা দেশে রোপিত হইয়া যেমত ফলিয়া যে রূপ লভ্যকর হইয়াছে তাহার বিবরণ ১৮৩২ সালের আগষ্ট মাসের ঐ সভার বৈঠকে বিজ্ঞাপ্তি হয় যে তূলার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকার শ্রীযুত উইলিস সাহেব এইমত কহেন যে কলিকাতার নিকটে শ্রীযুত হেষ্টি সাহেব পরনেম্বুকো নামক আসল বীচ যাহার মূল্য ৭৷৷ পেনি তাহাই পূর্ব্বোক্ত বীচের দ্বারা উৎপত্তিতে ৬৷৷ পেনী পর্য্যন্ত মূল্য হইয়াছে। দ্বিতীয়ত পশ্চিম দেশ হইতে শ্রীযুত হগিন্স সাহেব লেখেন যে আমেরিকা দেশীয় তূলার বীচ হইতে যে গাছ তদ্দেশে উৎপত্তি হইয়াছে তাহার শিম মূল্য বীচের শিমাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ এবং তাহাতে যেমত উত্তম তূলা জন্মিয়াছিল তাহা সভাতে পাঠাইয়া নিবেদন করেন যে সভ্যেরাই তদ্‌গুণে চাক্ষুস হইবেন। তৃতীয়তঃ টৈবর দেশ হইতে তথাকার কমিস্তনর সাহেব লেখেন যে পরনেম্বুকা যাহা তিনি স্বাধীনেই তদ্দেশে রোপণ করাইয়াছিলেন তাহা তত্রস্থ লোকেরদের এত মনোরম্য হইয়াছে যে তাহাতে পুনর্ব্বার যে বীচ জন্মে তাহা যত কুড়াইতে পারিয়াছিল সে সমুদয়ই পুনর্ব্বার রোপণ করিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা যে ইহা এত প্রেরণ করিয়াছে তাহার কারণ এই কহে যে ইহাতে সার অধিক থাকে এবং তূলা শিম হইতে অবহেলেই ভিন্ন২ করা যায় এবং চারা শক্ত ও সবল ও বারমাস স্থায়ী হয়। চতুর্থত আমেরিকা দেশ হইতে আনীত সাগর উপদ্বীপে উৎপন্ন বীচ যাহা সিআই লেণ্ড নামক উপদ্বীপে জন্মান যায় তাহার নমুনা শ্রীযুত জেমস কিড সাহেব সভায় উপস্থিত করেন এবং তাহা দেখিয়া দর্শকেরা কহিলেক যে বঙ্গদেশে এপর্য্যন্ত যে তূলা জন্মিয়া সভার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সে সমুদয়াপেক্ষা ইহা উত্তম এবং এই সময়ে বরদেশে উৎপন্ন উত্তম তূলার যে তূলা ছিল তাহাপেক্ষা ইহার মূল্য তিনগুণ অর্থাৎ ১ সিলিং অবধি এক সিলিং দুই পেন্সি পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয়। পঞ্চমত সভায় চাষে ও তৎকালে বিদেশীয় বীচে তূলা জন্মাওনার্থে মহানুদ্যোগ হইতেছিল এবং ১৮৩২।৩৩ সালে তথায় ৪৭০০ পোন তূলা ও ১৪৪০০ পোন বীচ উৎপন্ন হয় তাহা উইলিস আষল· কোংদ্বারা লিবরপুল নগরে প্রেরণ করা যায় তৎকালে সভ্যেরা এমত অনুমান করেন যে ঐ তূলা ন্যূনাধিক ৭ পেনির হিং পোন বিক্রয় হইতে পারিবেক ফলতঃ ও গড়ে প্রায় ৭ পেনির হিসাবেই পোন বিক্রয় হইয়াছে কারণ সেই সময়ে তূলার মূল্য তদ্দেশে অতি সুলভ ছিল নচেৎ এক্ষণকার ভাওয়ে তাহার প্রত্যেক পোন ৯ পেনি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতে পারিত এমত সুখজনক সম্বাদ এদেশে আসিবামাত্রে অবশিষ্ট যে তূলা এখানে ছিল তাহা শ্রীযুত কোর্ট অফ ডাইরেকটরদিগকে সভা প্রেরণ করেন তাহা তন্মহাশয়েরা প্রাপ্ত্যনন্তর তদ্বিষয়ক যে সম্বাদ পাঠান তদ্দারা আমারদের দৃষ্টি হইল যে অপলেণ্ড জিয়রজিয়ার সিটির তূলা প্রত্যেক পোন ২৫ পেন্‌স পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

ঐ রূপ বীচ ভারতবর্ষের স্থানে২ রোপিত হইয়া ক্রমে২ আরো মূল্যবান ও উত্তম হইয়াছে তাহা দর্শাইতে আমারদের পত্রে স্থান সঙ্কীর্ণ হওনাশঙ্কায় তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইলাম কিন্তু তদ্বিষয়ক ক্রমে২ যে উন্নতিপূর্ব্বক দর্শিত হইল বিবেচক লোকেরা তদ্দ্বারাই অনুভব করিতে পারিবেন যে তৎপরে ক্রমে২ অবশ্যই তূলা উত্তম উৎপন্ন ও তাহা মূল্যবান হইয়াছে। অপরন্তু অদ্যাপিও যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেকটরেরা এবিষয়ে যথা সাধ্য উদ্যোগ করিয়াছেন তাহা দর্শাওনার্থ পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ ক্ষণেক মনোযোগ প্রার্থনা করি।

গত ফেব্রুআরি মাসের শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেকটরদিগের এক পত্র যাহা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকট সংপ্রতি আসিয়াছে তাহার প্রতিলিপি তত্রস্থ সেক্রেটরি শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব কৃষি বিষয়ক সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ডাং স্প্রাই সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছেন তদ্দ্বারা অবগতি হইল যে কোর্ট অফ ডৈরেকটরেরা এদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনানুসারে বিলাতের ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য দেশের দুর্ল্লভ ও আশ্চর্য্য চারা ও বীচ সকল ভারতবর্ষে রোপণার্থ প্রেরণ করিবেন এবং সংপ্রতি তাদৃশ কতক চারা ও বীচ যাহা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা শীঘ্র এইদেশে উত্তীর্ণ হওন প্রত্যাশা আছে যদ্যপিও সে সমুদয়ের নাম আমরা ঐ লিপির মধ্যে দৃষ্টি করি নাই তথাচ এই জানিলাম ঐ চারা ও বীচ আহারে এবং ঔষধের প্রয়োজনীয় দ্রব্য জন্মিবে এবং আরো ঐ পত্রে উল্লেখিত আছে যে ১৬ প্রকার বীচ শ্রীযুক্তেরা বোম্বাইর গবর্ণমেণ্টের অধীনে পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাহা সাহরণপুরের উদ্ভিদ্বিদ্যার উদ্যানে রোপিত হয়। অপরন্তু কহিয়াছেন যে এদেশের যে সকল দুষ্প্রাপ্য চারা ও বীচ তদ্দেশে জন্মিতে পারে তাহা বিলাতে প্রেরণ করা যায়।

ভারতবর্ষের কৃষি কর্ম্মের প্রতি কোম্পানি বাহাদুর ও তাহারদের বিলাতীয় কর্ত্তারদের যে রূপ উদ্যম উপরে উল্লেখ করিলাম তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি ও সাহস পূর্ব্বক কহিতেছি যে তাহারা ভবিষ্যতে অল্প দিবসের মধ্যে বিলাতীয় দ্রব্য যাহা এদেশে দুষ্প্রাপ্য তাহা এখানে জন্মাইবেন এবং ভারতবর্ষের দ্রব্য যাহা তদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য তাহা তথায় জন্মাইবেন ইহাতে উভয় দেশের মহোপকার স্বীকার্য্য এই মহোপকার জনক কর্ম্মে ইংরাজ মহাশয়দিগের বিশেষ মনোযোগ ও সংস্রব আছে অতএব ইহার চারা যে লভ্য সম্ভব্য তাহার অংশী তন্মহাশয়েরাই হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি ফলতঃ তাদৃশ হইলে প্রাণ ধারণের যাহা প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য এবং ঔষধ যাহার অধিকার কেবল ইংরাজেরাই হইবেন তাহারদিগকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবেক কিন্তু যদ্যপি ভারতবর্ষের লোকেরা ঐ সকল দ্রব্যের অংশি হইয়া তদ্বিষয়ে লাভাকাঙ্ক্ষা করেন তবে এক্ষণাবধিই কৃষি বিষয়ে মনোযোগ করুন অপরন্তু স্পষ্ট কথনাবশ্যক যে এই কৃষি কর্ম্ম কলিকাতা নিবাসি মহাশয়েরদের প্রথমত মনোযোগ হওয়া দুরূহ বোধ হইতেছে কেন না তাহারদের কর্ম্ম দ্বারা বোধ হইতেছে যে তাঁহারা কেবল চাকুরি ও ধনের ব্যাজই উত্তম বুঝিয়া তত্তৎপ্রতিই নির্ভরে অন্য বিষয়ে নিঃসম্পর্ক আছেন কিন্তু প্রদেশস্থ ভূম্যধিকারি

যাহারা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি অনেক নির্ভর রাখেন তাঁহারা কৃষি বিষয়ক সভার সভ্য হউন তবে অনায়াসে ঐ ভর্সার মধ্যে নানা দেশ হইতে আনীত বীচ ও চারা প্রাপ্ত হইয়া আপন২ ভূমিতে তাহাই উৎপন্ন করাইয়া ধন্য হইতে পারিবেন।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

নীলকর সাহেবেরদের সমাজ।—কলিকাতাস্থ বাণিজ্য সম্পর্কীয় কুঠি ও বাণিজ্যকারিরদের সমাজ ও ভূম্যধিকারি সমাজের ন্যায় কলিকাতায় নীলকর সাহেবেরদের এক সমাজ স্থাপন করণের কল্প হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে অন্যান্য সমাজস্থ ব্যক্তিরদের ন্যায় তাঁহারা ঐক্য হইয়া আপনারদের নিজ বিষয় রক্ষা করেন। এবং ঐ কল্পনাকারিরদিগকে এমত পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে যে এতদ্রূপ সমাজ স্থাপিত হইলে ভূমি ও নীলগাছের নিমিত্ত নিকটবর্ত্তি নীলকুঠিপতি সাহেবেরদের পরস্পর যে বিবাদ হইয়া রক্তপাতাদি হয় সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করণার্থ সালিসি কমিটি স্থাপন করা যায়। এতদ্রূপ কমিটি স্থাপিত হইলে যেমন উক্ত সমাজস্থ লোকেরদের উপকার তেমন সাধারণ দেশস্থ লোকেরদেরও উপকার।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র।—উক্ত বাবু মেডিকেল কালেজের নিপুণতম সুশিক্ষিত ছাত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন ইনি ১ শত মুদ্রা বেতনে ও পথ খরচে মহিষাদলের রাজবাটীতে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইহা কিছু দিন গত হইল হরকরা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল উক্ত যুবক ব্যক্তিকে তাহারা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু অধিক ব্যয় ভয়ে নিবৃত্ত হইয়াছেন। [ইংলিশম্যান]

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬)

নূতন ঔষধাগার।—যাঁহার বিদ্যা ও চিকিৎসা নৈপুণ্য বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম অর্থাৎ চিকিৎসা শিক্ষালয়ের একজন পূর্ব্বকার ছাত্র শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং ঐ কালেজের ইদানীন্তন ছাত্র বাবু গৌরীশঙ্কর মিত্র অনেক কালপর্য্যন্ত যে ঔষধালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন তাহা এইক্ষণে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং উক্ত মহাশয়েরা কাপ্তেন কোম্পানির সাহেবেরদের সাহায্যে উইণ্ডর নামক জাহাজের দ্বারা ইঙ্গলণ্ডদেশ হইতে নানাবিধ উত্তমৌষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় নিঃস্ব লোকেরা যে ইঙ্গলণ্ডীয় উত্তমৌষধ অনায়াসে প্রাপ্ত হন এই নিমিত্ত তাঁহারা কলিকাতাস্থ অন্যান্য ঔষধালয়ে ঔষধের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অল্প মূল্য স্থির করিবেন।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

গোলাম ক্রয় বিক্রয়করণের দণ্ড।—কলিকাতার মধ্যে প্রায় অনেক লোক আছেন গোলাম ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন অতএব তাঁহারা গত ১৩ জুলাই তারিখে বোম্বাইতে ঐ ব্যাপার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় তাহার নীচে লিখিতব্য বিবরণ পাঠ করিয়া নিতান্ত সাবধান থাকিবেন যে ঐ অপরাধেতে কিপর্য্যন্ত দণ্ড না হয়। ইহার পূর্ব্বে গোলাম ক্রয় বিক্রয় করণেতে প্রায় অপরাধ ছিল না যে ছিল সে কিঞ্চিন্মাত্র। কিন্তু সংপ্রতি ঐ ব্যবসায় বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অতিশক্তাশক্তিরূপে নিষেধিত হইয়াছে। গোলামের স্থান উত্তরামেরিকা। এইক্ষণে যে কোন দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পতাকা উড্ডীয়মানা সেই দেশে কদাচ গোলাম থাকিতে পারে না। বোম্বাইর মোকদ্দমার বিবরণ এই যে।

মহম্মদ আমীন আবদুল রহিম এবং পীর খাঁ হাজি খাঁর নামে এই নালিস হয় যে বোম্বাই উপদ্বীপের সরহদ্দের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কাফ্রি এক বালক ও বালিকাকে বিক্রয় করেন শেষোক্ত ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন। এই মোকদ্দমাবিষয়ে অনেক লোকের বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিল যেহেতুক উভয় আসামী বিদেশীয় লোক এবং ঐ বালক বালিকা বিক্রয় হওনার্থ বোম্বাই শহরের মধ্যেই অপহৃত হইয়াছিল।

তাহাতে মহম্মদ আমীন এই উত্তর করিলেন যে এই বালিকাকে এক জন আরব বণিক আমার নিকটে আনিয়াছিল এবং আমি ঐ বালিকা পীর খাঁ হাজি খাঁকে এই নিমিত্তে বিক্রয় করিলাম যে তাঁহার নিকটে যে এক ছোকরা কাফ্রি থাকে তাহার সঙ্গে থাকিতে পারে।

পীর খাঁ হাজি খাঁ উত্তর করিলেন যে কান্দহার দেশীয় এক জন বাণিজ্যব্যবসায়ী আমি অশ্ব বিক্রয়ার্থ বোম্বাইতে আসিয়াছি। এই স্থানে পঁহুছনের কিঞ্চিৎ পরে ঐ মহম্মদ আমীন আসামী আমার নিকটে বালিকাবিক্রয়ার্থ প্রস্তাব করিলেন তাহাতে আমি ঐ বালিকাকে ক্রয় করিয়া নির্দ্ধার্য্য মূল্য দিলাম। আমার দেশে গোলাম ক্রয় বিক্রয় করা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম নহে অশ্বক্রয়বিক্রয় যেমন এক ব্যবসায় তদ্রূপই গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়। আমি ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা অনভিজ্ঞ ইহার পূর্ব্বে আর কখন বোম্বাইতে আসি নাই। আমার অপরাধ বটে কিন্তু ইঙ্গলণ্ডদেশীয় ব্যবহার ও আইন অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্তই তাহা হইয়াছে।

পরে অতিবিশিষ্ট দুই জন আরবীয় বণিক উপস্থিত হইয়া পীর খাঁ হাজি খাঁর শিষ্টতা বিষয়ে বিলক্ষণ সাক্ষ্য দিলেন যে ইনি কান্দাহার দেশজাত ব্যক্তি কেবল সংপ্রতি বোম্বাইতে আসিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে আর কখন এতদ্দেশে আইসেন নাই স্বদেশে ইনি এক জন ওমরা অতি প্রাচীন বড়মানুষের মধ্যে গণ্য এবং তাঁহার ঐ দেশে অন্যান্য ব্যবসায়করণে যেমন অনুমতি তদ্রূপ গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়েও আছে। তাঁহারা শপথ করিয়া কহিলেন যে ইনি অতি শিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি।

পরে জুষ্টীস শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব জুরীর সাহেবেরদের নিকটে সাক্ষ্যের দ্বারা উভয় আসামীর যে দোষ সাব্যস্ত হইল তাহার অতিসূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গুরুত্বলঘুত্বের মীমাংসা করিয়া জুরীরদিগকে কহিলেন যে এইক্ষণে ইহারদের অপরাধের নির্ণয়করণের ভার আপনারদের প্রতি।

তাহাতে জুরীর সাহেবেরা স্থানান্তর হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রত্যাগতোত্তর কহিলেন যে উভয় আসামীই দোষী।

পরে শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব আবদুল আমীনের প্রতি কহিলেন যে ইনি ৭ বৎসর-পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর অর্থাৎ মরিচ উপদ্বীপে প্রেরিত হউন এবং পীর খাঁ হাজি খাঁ ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রম যুক্ত হরিণ বাটীতে কয়েদ থাকুন।—গেজেট, জুলাই ১৫।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

কলিকাতাস্থ ঠিকা বেহারা।—সম্প্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে কত ঠিকা বেহারা আছে তাহার এক হিসাব হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইল যে ১১ হাজার কএক শত বেহারা আছে তাহারদের সংখ্যা চারি দিয়া হরণ করিলে নগরের মধ্যে কত ঠিকা পালকি আছে তাহার সংখ্যাও অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ তাহা দুই হাজার ৫ শতেরো অধিক। এই বেহারারা প্রায় সকলই উড়িয়া ইহারা উপার্জ্জন করণার্থ কলিকাতায় আইসে এবং প্রচুর টাকা লইয়া দেশে ফিরে যায়। কএক বৎসর হইল হিসাব করা গিয়াছিল যে উক্ত বেহারারা প্রতিবৎসরে যত টাকা কলিকাতাহইতে লইয়া যায় তাহা ৩ লক্ষের ন্যূন নহে অতএব যদি প্রত্যেক জন বেহারা মাসে ২ টাকা করিয়া রোজকার করে তবে এই হিসাব প্রকৃত বোধ হয়।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৬। ২৬ পৌষ ১২৪২)

রাণীগঞ্জের কয়লার আকর।—আলেকজান্দর কোম্পানির ইষ্টেটসম্পর্কীয় রাণীগঞ্জের কয়লার আকর গত শনিবারে নীলামহওয়াতে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৭০০০০ টাকাতে তাহা ক্রয় করিয়াছেন। ঐ আকর পূর্ব্বে অত্যুৎসাহি জোন্স সাহেবের ছিল। ঐ সাহেব প্রথমেই এতদ্দেশে কয়লা বাহিরকরাতে ভারতবর্ষীয় লোকেরা তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়াছেন।

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৬। ৪ মাঘ ১২৪২)

ফসল।—বর্ত্তমান বৎসরে বঙ্গদেশীয় ধান্যের ফসলসকলই এইক্ষণে প্রায় কাটা গিয়াছে এবং সকলই অবগত আছেন যে এই বৎসরে যেমন বাহুল্যরূপে ফসল জন্মিয়াছে প্রায় এমন বহুবৎসরাবধি হয় নাই। লোকের প্রাণধারণের এই প্রধান উপায় শস্য দূর২ দেশে কিরূপ

মূল্যে বিক্রয় হইতেছে তাহা অবগত হইতে পারা যায় নাই কিন্তু কলিকাতার সন্নিহিত ইতস্ততঃ প্রদেশে টাকায় ধান্য ৪ মোন এবং তণ্ডুল ২ মোন করিয়া বিক্রয় হইতেছে ইহাতে অস্মদাদির বোধ হয় যে পূর্ব্ব পঞ্চাশ বৎসরেও এতাদৃশ সুমূল্য হয় নাই। এতদ্দেশীয় লোকেরা ঈশ্বরের এই দয়া শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অল্পকালীন রাজশাসনের সঙ্গে ঐক্য করিয়া এতদ্রূপে সাহেবের রাজ্যসময় চিরস্মরণীয় করিতে ইচ্ছুক আছেন। এতদ্রূপে তাঁহার নাম ও চরিত্র বর্ণনকরণ অত্যুপযুক্ত বোধই হইতেছে যেহেতুক কি দুঃখি কি সামাজিক লোকেরদিগকে ঐ শ্রীলশ্রীযুক্ত সাহেব যেমত টাকা বিতরণ করিয়াছেন সে রাজারই অনুরূপ বরং অতিরিক্তও কহিতে পারা যায় অতএব তাঁহার রাজ্যসময়ের বিষয়ে ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত উপযুক্ত কি কহা যাইতে পারে যে তাঁহার রাজ্যশাসন যে বৎসরে সে বৎসরে সর্ব্বাপেক্ষা জীবের জীবন শস্য অতিসুমূল্য ছিল। ঢাকার এক জন নবাবের বিষয়ে এমত কথিত হইয়াছিল যে শস্য সুমূল্য করিয়া তিনি একটা দ্বার বন্দ করিয়া এই হুকুম দিলেন যে আমার আমলের পর ইহাঅপেক্ষা যে নবাব আপন আমলে শস্য অধিক সুমূল্য করিতে পারিবেন কেবল তিনিই এই দ্বার খুলিতে ক্ষম হইবেন এ অত্যুত্তম কথা বটে এবং ইহার ভাবও নিয়ত লোকের স্মরণ রাখা উচিত।

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২৯ মাঘ ১২৩৯)

বাণিজ্যবিষয়ক।—এতদ্দেশ উন্নতহওনের প্রধান কারণ বাণিজ্যকর্ম্ম ইহা অবশ্যই সর্ব্বজনকেই স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতুক প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেননা এতদ্দেশীয় লোক পূর্ব্বে অর্থাৎ জবনাধিকারকালে বাণিজ্যব্যবসায় অত্যল্প করিতেন তাহার কারণ জাহাজের গমনাগমন ছিল না ইঙ্গরেজ রাজার অধিকারহওনাবধি অথবা কহ টুপিওয়ালা এদেশে আসিয়াছেনঅবধি সওদাগরির বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাতে সন্দেহ নাই কেননা ইঁহারদিগের আগমনেই জাহাজ দেখা গেল যে স্থানে জাহাজ যাইতে পারে সেইখানেই বাণিজ্যের প্রাচুর্য্য হয় অতএব সওদাগরির উন্নতি ইঙ্গরেজাবাদাবধিই স্বীকার করিতে হয়। ঐ ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে যাঁহারা বাণিজ্যকুঠী করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহারা প্রায় অনেকেই অবসন্ন হইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় তজ্জাতির দ্বারা সওদাগরি কর্ম্মের কুঠীর বাহুল্য আর সংপ্রতি সম্ভবে না অতএব বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যাদির ভূম্যধিকারী অর্থাৎ জমীদার মহাশয়েরা আপন২ জমীদারীর মধ্যে যে২ দ্রব্যোৎপন্নের কুঠী ছিল সেই সকল দ্রব্যের কুঠী করিয়া বাণিজ্যকর্ম্ম করুন তাহাতে তাঁহারদিগের মহোপকার হইয়া দেশ উন্নত থাকিবেক যেহেতুক যে সকল কাপ্তান লোক এদেশে নানা দ্রব্য ক্রয়ার্থে আসিয়া থাকেন তাঁহারা যদি জানিতে পারেন যে পূর্ব্বমত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে তবে তাঁহারা অবশ্যই আগমন করিবেন। যদি জমীদার মহাশয়েরা এমত বিবেচনা করেন যে ইঙ্গরেজ লোক সওদাগরি করিয়া দেউলিয়া হইয়া গেলেন আমরা তাহাতে কিপ্রকারে মুনাফা করিব। উত্তর এতদ্দেশীয় জমীদার লোক ঐপ্রকার বাণিজ্যকুঠী করিলে তাঁহারদিগের ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা

কথনই .নাই লভাই প্রত্যাশা করা যায় তবে কর্ম্মের গতিকে কখন ন্যূন কখন অধিক লভ্যের বিষয়েই বিবেচনা হইবেক তৎ প্রমাণ যে সকল জমীদারেরা আপন২ অধিকারের মধ্যে নীলের কুঠী করিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন লভ্যভিন্ন কদাচ ক্ষতি হয় নাই যে বৎসর তাঁহারদিগের নীল অল্প জন্মে অথবা অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে সেই সনের হিসাব দৃষ্টি করিবেন ইঙ্গরেজ লোকের কুঠীতে যে ব্যয় হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ ব্যয়ে সেই-মত তৎপরিমিত দ্রব্য এতদ্দেশীয় লোককর্তৃক প্রস্তুত হইতে পারে বিশেষ জমীদার লোকের··· । যদি তাঁহারা ঔদাস্য বা আলস্যবশতঃ বাণিজ্যবিষয়ে মনোযোগ না করেন তবে তাঁহারদিগের কর আদায়হওনেরও ব্যাঘাত হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি বল পূর্ব্বে কি রাজকর আদায় হইত না। উত্তর বর্ত্তমান সময়ে যেপ্রকার ভূমিসকল হাসিল হইয়াছে পূর্ব্বে এমত ছিল না অনেক ভূমি পতিত ও রাজজঙ্গল ছিল এক্ষণে কাহার জমীদারীর মধ্যে তাদৃশ পতিত বা গরআবাদি জঙ্গল দেখাইতে পারিবেন বা তাহার এক প্রধান প্রমাণ পত্তুনে তালুক। দেখ জমীদারের মুনাফাসুদ্ধ তাবৎ মালগুজারী সন২ আদায় করে অথচ পাঁচ গুণের ন্যূন নহে পণদিয়া পত্তুনে তালুক লয় তারপর দরপত্তুনে সে পত্তুনে চাহার পঞ্চম পত্তুনেপর্য্যন্ত তালুকদার হইয়াছে ইহার কারণ কেবল ভূমি হাসিলহওয়া নিশ্চয় জানিবেন অতএব সওদাগরির হিত হইলে এ তাবৎ পত্তুনে উঠিয়া গিয়া পুনর্ব্বার জমীদারীমধ্যে রাইয়ত নূতন পত্তন করিতে হইবেক অতএব আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়াছি জমীদার লোক সওদাগরি করিলে দেশের পরম মঙ্গল নচেৎ কিঞ্চিৎকাল পরেই ছারখার হইবেক তৎপরে কলনাইজ অর্থাৎ এ মুলুক আবাদকরণার্থ নানা দিগ্‌দেশীয় লোক আসিয়া চাসবাস করিবেক এবং জমীদার হইবেক অধিক কি লিখিব।—চন্দ্রিকা।

(২৭ আগষ্ট ১৮৩৬। ১৩ ভাদ্র ১২৪৩)

গতবৎসরের কলিকাতার বাণিজ্য।—কলিকাতার বন্দরে যত দ্রব্য আমদানী হয় তদ্বিষয়ক এক গ্রন্থ কষ্টম হৌসের শ্রীযুত বেল সাহেব প্রতি বৎসর প্রকাশ করিয়া থাকেন। সংপ্রতি আমরা গত বৎসরের বাণিজ্য কার্য্যবিষয়ক তাঁহার রচিত হিসাবের গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তাহার যৎকিঞ্চিৎ স্থূল বিবরণ পাঠক মহাশয়েরদের গোচরার্থ দর্পণস্থ করিলাম··· ।

কলিকাতার বাণিজ্য পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। আমদানী ও রফ্‌তানীতে ন্যূনাধিক এক কোটি আশী লক্ষ টাকার অধিক বাণিজ্য হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্য ত্যাগ করাতে ও বড়২ বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়া হওয়াতে বাণিজ্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইবেক ও প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ হইবে কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যে ঐ অনিষ্ট বিষয় তাবৎ শুধরিয়াছে। এইক্ষণে কলিকাতার বাণিজ্য যেমন বাহুল্যরূপে চলিতেছে এমন কখন দৃষ্ট হয় নাই। এবং পূর্ব্বে কেবল ৬।৭ কুঠী বড়২ ছিল কিন্তু সংপ্রতি ন্যূনাধিক ৫০।৬০ কুঠী হইয়াছে স্থতরাং তাহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক কর্ম্ম পাইতেছেন। আমদানী দ্রব্যের

মধ্যে ইঙ্গলণ্ডহইতে ২২ লক্ষ টাকার অধিক দ্রব্য ও বোম্বাইহইতে ন্যূনাধিক ৯।১০ লক্ষ টাকার অধিক লবণ আমদানী হয় কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে পশমী বস্ত্রের আমদানীতে ৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। এবং ইঙ্গলণ্ডদেশজাত কার্পাসীয় বস্ত্রের আমদানী কএক বৎসরাবধি ক্রমে ন্যূনই হইতেছে কিন্তু তদনুক্রমে সূতার আমদানীরও বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার কার্পাসীয় সূতার আমদানী হয়। এতদ্দেশে সূতার আমদানী হইলেই তন্তুবায়েরা তাহাতে কর্ম্ম পায়। কিন্তু কাপড়ের আমদানী হইলে তন্তুবায় ও সূতাকাটনীয়ারা উভয় কর্ম্ম শূন্য হয়। আরো দেখা যাইতেছে যে এক্ষণে অনেকেই ইঙ্গলণ্ডীয় তাঁত ব্যবহার করিতে অনুরাগী। তন্তুবায়েরা কহে যে আমারদের দেশীয় তাঁতে যত কর্ম্ম হয় ইঙ্গলণ্ডীয় তাঁতে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হয়।

আমরা খেদপূর্ব্বক লিখিতেছি যে গত দুই বৎসরের মধ্যে উগ্র সরাপ দ্বিগুণাপেক্ষাও অধিক আমদানী হইতেছে। গত বৎসরে সমুদ্রপথে যত টাকার উগ্র সরাপ আমদানী হয় তাহার সংখ্যা ৫,৫৭,৮৪৫। ইহাতে শঙ্কা হয় যে ঐ সরাপের অধিকাংশ এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহার হইতেছে।

গত বৎসরের মধ্যে কলিকাতার রপ্তানী দ্রব্যেতে দেড় লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে এতদ্দেশের কিপর্য্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে। গত বৎসরের রপ্তানী আফীন পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা ৭০ লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে। গত বৎসরে সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকার আফীন রপ্তানী হয় তৎসংখ্যা ২ কোটি টাকার ন্যূন নহে। রেশমী বস্ত্রের রপ্তানীরও অনেক বৃদ্ধি হইতেছে। এই রাজধানীর অধীন দেশে যত টাকার রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া রপ্তানী হয় তৎসংখ্যাও ৩২॥০ লক্ষ ইহাতে এই দেশে কত দরিদ্র লোকেরা কর্ম্ম পাইতেছে বিবেচনা করুন। কেহ২ অনুভব করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাদুর রেশমের বাণিজ্য ত্যাগ করাতে ঐ বাণিজ্যের ন্যূনতা হইবে কিন্তু বোধ হয় না যে তদ্রূপ হইয়াছে। ১৮৩৪ সালে কোম্পানি বাহাদুর ২০ লক্ষ টাকার ও সাধারণ মহাজনেরা ৯ লক্ষ টাকার রেশমী বস্ত্র রপ্তানী করেন। গত বৎসরে কোম্পানি বাহাদুর ১১॥০ লক্ষ টাকার ও সাধারণ মহাজনেরা ২০ লক্ষ টাকার অধিকও রেশমী বস্ত্র রপ্তানী করেন। গত দুই বৎসরে রপ্তানী প্রায় তুল্যই হইয়াছে।

পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা নীল রপ্তানী গত বৎসরে দেড়া হয়। চিনির বাণিজ্যেরও কিঞ্চিৎ২ প্রাদুর্ভাব হইতেছে। পূর্ব্ববৎসরে ইঙ্গলণ্ডে ২২ লক্ষ টাকার ও গত বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকার চিনী রপ্ত হয়।

পাঠক মহাশয়েরা অবগত থাকিবেন যে এই রাজধানীর অধীন দেশস্থ কার্পাসের বাণিজ্য পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের হস্তে ছিল কিন্তু এইক্ষণে তাহা ত্যাগ করিয়াছেন তথাপি ঐ বাণিজ্যের উন্নতিই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ১৮৩৪ সালে সাধারণ মহাজনেরা চীন দেশে ২৭॥০ লক্ষ টাকার কার্পাস রপ্ত করেন গত বৎসরে যত রপ্ত হয় তাহার মূল্য ৪৪ লক্ষ টাকা।

(১৪ জুলাই ১৮৩৮। ৩১ আষাঢ় ১২৪৫)

বঙ্গদেশের বাণিজ্য।—বঙ্গদেশের সমুদ্রপথে আমদানী রপ্তানীর বিবরণের একং ফর্দ প্রতিবৎসরে শ্রীযুত বেল সাহেব প্রকাশ করিয়া থাকেন তদ্দ্বারা আমরা ঐ বাণিজ্যের বৃদ্ধি বা হ্রাসের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারি। উক্ত সাহেব ১৮৩৭।৩৮ সালের বাণিজ্য বিষয় এইক্ষণে বার্ষিক এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে প্রায় অনেকেই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত এই প্রযুক্ত ঐ সাহেবের দ্বারা যে সকল বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইলাম তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করিতেছি।

গতবৎসরে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা মাল ও নগদ টাকাতে আমদানী ৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু এই বৃদ্ধি টাকার আমদানীতেই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক গত বৎসরে নগদ কোটি টাকা এই দেশে আমদানী হয় বিশেষতঃ গত বৎসরে নগদে ও নিসে সর্ব্বসুদ্ধ আমদানী বাণিজ্য ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা হয়।

কিন্তু গতবৎসরে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা ২০ লক্ষ টাকা কম রপ্ত হইয়াছে। এই ন্যূনতা-হওনের কারণ এই যে ইহার পূর্ব্ব বৎসরে আবশ্যকের অতিরিক্ত মাল এতদ্দেশহইতে দ্বৈধভাবে প্রেরিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা ভিন্ন দেশের বাজার মালেতে পরিপূর্ণ হইল তাহাতে মহাজনেরদেরও অত্যন্ত ক্ষতি হইল গতবৎসরে সর্ব্বসুদ্ধ নগদে ও মালে যত টাকা এই দেশহইতে প্রেরিত হয় তৎসংখ্যা সাড়ে ৬ কোটি টাকা।

আমদানী ও রপ্তানীতে কোন২ জিনিসের উপর বাণিজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন অতএব তাহা নীচে জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

ইঙ্গলণ্ডহইতে গতবৎসরে তূলার কাপড় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা কম আমদানী হয় বনাত প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা এবং কোন২ ধাতু ৩ লক্ষ টাকা সরাপ সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা।

অন্যপক্ষে তামা দস্তা সীসা লোহাতে সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা অধিক আমদানী হইয়াছে সুপারি প্রায় ৪ লক্ষ টাকা সূতা ৩ লক্ষ টাকা চা ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা এবং সেগুন কাষ্ঠ লক্ষ টাকা।

রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে এই সকল জিনিস কম হইয়াছে রেশম ২৯ লক্ষ টাকা কার্পাস ১৯ লক্ষ টাকা রেশমী কাপড় ১১ লক্ষ টাকা তণ্ডুল পৌনে ৪ লক্ষ টাকা সোরা সওয়া ২ লক্ষ টাকা কার্পাস সূতা ও রেশম মিশ্রিত কাপড় ২ লক্ষ টাকা। চামড়া ও জূথ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তিল ও তিলতৈল ২ লক্ষ টাকা।

রপ্তানীর বৃদ্ধি প্রায় দুই দ্রব্যেতে হইয়াছে আফীন ৩২ লক্ষ টাকা চিনি ১৬ লক্ষ টাকা এবং বাউড়িয়ার কলেতে যে সূতা প্রস্তুত হয় তাহা পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার রপ্ত হয়।

আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে প্রতি বৎসরেই চিনির রপ্তানী অধিক হইতেছে ১৮৩৬।৩৭ সালে যত টাকার চিনি এই দেশ হইতে রপ্ত হয় তৎসংখ্যা ৫১ লক্ষ কিন্তু গত বৎসরে

তাহা ৬৭ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয় এই চিনির মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ইঙ্গলণ্ড দেশে রপ্ত হয়। অতএব ভরসা করি যে ইংঙ্গলণ্ডদেশে যত চিনির খরচ হয় তাহার অধিকাংশ এই দেশহইতে প্রেরিত হইতে পারে তাহা হইলে এতদ্দেশের মহোপকার হইবে।

আমরা শ্রীযুত বেল সাহেবের রিপোর্টের দ্বারা অবগত হইলাম আমদানী রপ্তানী জিনিসের দ্বারা সমুদ্র পথে গবর্ণমেণ্ট যে মাসুল প্রাপ্ত হইতেছেন তাহা এমত ভারি যে এই দেশের রাহাদারি মাসুল রহিত করাতে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি হয় নাই।

(৭ মে ১৮৩৬। ২৬ বৈশাখ ১২৪৩)

বাণিজ্য কার্য্যের রীতি পরিবর্ত্তন।—শুনিয়া আপ্যায়িত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ বণিক ও মহাজনেরা আপনারদের তাবৎ হিসাব কোম্পানির টাকাতে রাখিতে স্থির করিয়াছেন তেমনি ওজনের বিষয়ে আশী তোলার সেরের চল্লিশ সেরী যে নূতন মোন হইয়াছে ঐ মোন ব্যবহার করিতে স্থির করিয়াছেন। এইক্ষণে অপর যে এক প্রস্তাব হইয়াছে তাহা আমরা ভদ্র কহিতে পারি না। সকলই অবগত আছেন যে বহুকালাবধি এমত ব্যবহার আছে যে ভারি বিক্রয় হইলে নগদ টাকাতে হয়। তাহার বিলের উপরে তিন চারি মাসের মিয়াদ দেওয়া যায় কিন্তু সে নামমাত্র যেহেতুক ক্রেতাব্যক্তি সম্ভ্রম থাকুক বা না থাকুক জিনিস লওনসময়ে বিল ডিসকৌণ্ট করিয়া টাকা দেয়। তাহার এই ফল দৃষ্ট হইয়াছে যদ্যপি জিনিসের মূল্যের অনেক ন্যূনাধিক্য হইয়াছে তথাপি বোম্বাই ও শিঙ্গাপুর অঞ্চলে ধাতু ও কাপড়প্রভৃতি ব্যবসায়িরদের মধ্যে যেমন দেউলিয়া হইয়াছে তদ্রূপ কলিকাতায় হয় নাই অতএব কলিকাতার বাণিজ্য স্থির নিয়মানুসারেই হইতেছে। কিন্তু তথাপি ঐ রূপ হিসাব, কিতাব বিলের ডিসকৌণ্ট ইত্যাদি অনর্থক করিতে হইত। সংপ্রতি এই নূতন নিয়ম হইয়াছে যে নীল ও অন্যান্য দুই এক দ্রব্য ডিসকৌণ্ট ব্যতিরেকে নগদ টাকাতেই বিক্রয় হইতে লাগিল। সকলেই বোধ করিতেন যে এমত সুনিয়মেতে সকলের সম্মতি হইবে। কিন্তু শুনিয়া বিস্মিত হওয়া গেল যে কোন২ কুঠী পূর্ব্বকার নাম মাত্র বিক্রয়েতে পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবর্ত্তহইতে চাহেন কেবল এইমাত্র বৈলক্ষণ্য ইচ্ছা করেন যে তিন মাস মুদ্দত ও ডিসকৌণ্ট শতকরা ৮ টাকার অধিক হয় না।

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—ইঙ্গরাজ কোম্পানী বাহাদুরের রাজ্যে লবণের ব্যবসা একচেটিয়া না রাখিলে মুলুকের খাজনা হয় না রাজ্যের শাসন ও প্রজার পালন আবশ্যক এজন্য একচেটিয়া রাখা উচিত। শুনিতে পাওয়া যায় বিলাতে অনেক সাহেবেরা এ বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন সে ভালুই। পূর্ব্বে শালিয়ানা পঞ্চাশ লক্ষ মোন নীলামে বিক্রি হইয়াও ব্যাপারির আড়ঙ্গে হইল। তখন ব্যাপারের নানা সুখ ছিল লবণ নীলামে খরিদ করিয়া ধরাট পাইয়া বিক্রী

হইত এমত দুই তিন হাত ফিরিলে সকলে কিছু২ পাইত। যে সকল ব্যক্তি লবণ ভাঙ্গিয়া লইয়া আড়ঙ্গে বিক্রী করিত তাহারা ওজন সরফা দরের তফাতি ওগয়রহ ব্যাপারে মুনাফা করিত। এখন সে সকল ব্যাপার তাবৎ লোপ হইয়া ভারি ব্যাপারির লাভের বিস্তর কমতা হইয়াছে দালালের রোজগার বন্দ হইয়াছে। নিরিক দর হওয়াতে খুজরা ব্যাপারির পক্ষে ভাল। কারণ যাহারদিগের ১০০০/ মোন খরিদ করিবার সামর্থ্য নাহি তাহারা অনায়াসে ২৫০/ মোন খরিদ করিয়া লইয়া মফঃসলে মুনাফা করে কিন্তু যাহারা তাহা অপেক্ষা গরিব তাহারদিগের কোন ভরসা নাই। অনেকে এমত আছে ৫০/ মোন হইলে খরিদ করিতে পারে কিন্তু তাহা কোম্পানির হুকুম নাই এজন্য পারে না। হিজলি তমলুকের নেমক মহলে এমত কটকিনা হইয়াছে যে সেখানে সরফা ওজন পূর্ব্বমত পাওয়া যায় না। ২৪ পরগনার ও যশোহরের অনেক ঘাট উঠিয়া গিয়াছে পরে ভাল কি মন্দ হয় বলা যায় না। ভলু চট্টগ্রাম এদেশী ব্যাপারির পৈটমত লবণ ভাঙ্গিবার আড়ঙ্গ নহে। সালিখা অতিভারি ঘাট এখানে হরেক রকম নমক মেলে কিন্তু যেপ্রকার দর চড়তা তাহাতে মুনাফা করা ভার এঘাটে পাঙ্গা ও করকচ সকল রকম আছে। কিন্তু বলা উচিত নহে গায়ের জালায় না বলিলেও চলে না। কটক বালেশ্বর ও খোরদায় পাঙ্গার ভাও ৪৬৪।৪৬৫। ৪৬৯। মান্দ্রাজে করকচের দর ৪০৫ টাকা নিরিক করিয়াছেন কিন্তু ঐ সকল নমক এওল দম সেম চাহরেম পঞ্চম আছে। গোলায় ছাড় রওয়ানা লইয়া গেলে ঐ সকল নমকের উপর প্রধান কর্ম্মকারকেরদের আলাহিদা দর অগ্রে অমুক বাবুর মারফত রফা হইলে তবে ওজন পাওয়া যায় নচেৎ ৫।৭ দিন ছাড় পড়িয়া থাকে। কিস্তির গহরিতে অনেক নোকসান হয় যে যেমন নমক তাহার মত বাট্টা না দিলে অতিময়লা নমক পাওয়া যায়। প্রধান কর্ম্মকারকেরদের বন্দবস্তি আলাহিদা২ দিতে হয় মুনাফা তফাত থাকুক উল্টা ক্ষতি হয়। ইহা ভিন্ন আর২ অনেক আমলাকে যে যেমন যোগ্য তাহাকে তেমনি দিতে হয়। করকচ ও পাঙ্গা নমকের পূর্ব্ব ও হালি আমদানির রকম পশ্চাৎ অবকাশমতে পরিষ্কার লেখা যাইবেক। কোন ব্যক্তি সৈন্ধব নমক তৌল হইলে বড় অহ্লাদিত হন। শুনা যায় তিনি যৎকিঞ্চিৎ বার্ষিক পাইয়া প্রধান-কর্ম্মকারক ও অমুক বাবুর নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন এখন তাঁহার প্রতি দিন২ অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে ব্যাপারির প্রতি কড়া নজর রাখিলে তাঁহার কখন ভাল হইবেক না। বোর্ডের কোন ওয়াকিফহাল লোকদ্বারা শুনা আছে যে সন ১৮২৬ সালের জুন মাহায় বোর্ডের ও কৌন্সিলের হুকুম আছে যে ময়লা ফরসা জুদা বিক্রী হইবেক সুতরাং তাহার দর আলাহিদা হইবেক তবে সে হুকুম রদ হইয়া গোলার আমলারদিগের নূতন হুকুম বাহির হয় কেন। অতএব যদ্যপি ফরসা ময়লার নিরিক জুদা করিয়া দেন আর আড়াই শত মোনহইতে কম মেকদার করেন এবং আমলা লোকের জুলুমহইতে বাঁচান তবে গরীব ব্যাপারিরা কিছু কাল ব্যবসা করিতে পারে। ঘুসড়ির শীলন নমক সস্তা বটে কিন্তু আমলা লোকের খরচায় সস্তা ঘুচিয়া উল্টা উৎপত্তি হয়। জুলাই মাহায় সাল বিবেচনায় দর কমিবেক কিন্তু এক গুদামে তিন চারি সালের লবণ মিশাল থাকে যে যেমত বাট্টা

দিবেক তাহাকে তেমনি লবণ দিবেন এবং হালের লবণ ৮০ সিক্কার ওজন পাইলে কি সস্তা পড়িবেক লাটেকে ২৫/ মোন কমতা।—পূর্ব্বে মহাজন এইক্ষণে দালাল।

(১৮ মার্চ ১৮৩৭। ৬ চৈত্র ১২৪৩)

এতদ্দেশীয় উত্তম কার্পাস জন্মান।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উৎকৃষ্ট আমেরিকীয় কার্পাস উৎপাদনার্থ শ্রীযুত কর্ণল কালবিন সাহেব যে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে এইপর্য্যন্ত কার্পাস জন্মানের যে সকল উদ্যোগ ও পরীক্ষাদি হইয়াছিল তাহাতে তাদৃশ ভরসা ছিল না যেহেতুক সাধারণ ব্যক্তিরদের বোধ ছিল যে উৎকৃষ্ট কার্পাসের বীজ এতদ্দেশে বপন করিলে ক্রমে এমত মন্দ হইয়া যাইবে যে পরিশেষে তাহা অত্যপকৃষ্ট কার্পাসের তুল্য হইবে। কিন্তু সংপ্রতি শ্রীযুত কালবিন সাহেব আগ্রিকল্‌তুরাল সোসৈটিকে আমেরিকাহইতে আমদানী করা বীজজাত পঞ্চমবর্ষীয় কার্পাস প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ কার্পাস সোসৈটির কএক জন সুবিজ্ঞ মেম্বরেরদের নিকটে উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনার্থ প্রেরণ করা গিয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়র [Dr. Speirs] সাহেব সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে এতদ্দেশীয় উৎকৃষ্ট কার্পাস অপেক্ষা তাহার আঁশ কিছু লম্বা আছে কিন্তু তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ২ ছোট আঁশের কার্পাসও আছে তাহাতে শ্রীযুত কর্ণল কালবিন সাহেব কহিলেন যে এই কার্পাস যাহারা তুলিয়া থাকে তাহারা কিছু২ দেশীয় কার্পাসও ইহাতে মিশ্রিত করিয়াছিল। ফলতঃ শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়র সাহেব কহিলেন যে ক্ষুদ্র আঁশের কার্পাস ব্যতিরেকে আর২ কার্পাসের আঁশ আমেরিকীয় কার্পাসের আঁশের তুল্য লম্বা সূক্ষ্মাংশও তুল্য কিন্তু কিঞ্চিৎ কম জোর। শ্রীযুত উলিস সাহেব লেখেন যে ইহা নিতান্ত অপ্রাপ্ত জর্জিয়া কার্পাস এবং উত্তরামেরিকার উৎকৃষ্ট কার্পাস অপেক্ষাও উত্তম এবং তাঁহার বোধ হয় যে পশ্চিম প্রদেশে যে সামান্য কার্পাস জন্মে তদপেক্ষা এই কার্পাসের শতকরা ২০।২৫ টাকা অধিক মূল্য ইঙ্গলণ্ড দেশে হইতে পারে।

ওটাহিটার অত্যাশ্চর্য্য বৃহৎ ইক্ষু শ্রীযুত গ্রিমন সাহেবের উদ্যোগে জবলপুরে উত্তমরূপ জন্মিয়াছে এবং এইক্ষণে পশ্চিম প্রদেশ ব্যাপিয়া ক্রমে২ তাহার কৃষি হইতেছে। এতদ্দেশীয় কৃষাণেরা তাহা বহুমূল্য জ্ঞান করে যেহেতুক দেশীয় সাধারণ ইক্ষু অপেক্ষা তাহাতে অধিক প্রাপ্তি হয় অতএব ভরসা করি যে এইক্ষণে এই অত্যুৎকৃষ্ট ইক্ষু তাবৎ পশ্চিম প্রদেশ ব্যাপ্ত হইবে। এবং এতদ্দেশীয় চিনির উপরে ইঙ্গলণ্ড দেশে যে ভারি মাস্তুল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা উঠিয়া যাওনেতে এতদ্দেশজাত চিনি অত্যাধিক্যরূপে ইঙ্গলণ্ড দেশে বিক্রয় হইতে পারিবে।

(২৬ নভেম্বর ১৮৩৬। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

কার্পাসের কৃষি।—বোম্বাইর শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পুণ্যনগর জিলা ও সোলাপুরের ডেপুটি কালেক্‌টরের এলাকার মধ্যে ও আহম্মদনগর জিলার মধ্যে কার্পাসের কৃষির বাহুল্যকরণেচ্ছু হইয়া এমত হুকুম দিয়াছেন যত ভূমিতে জলসেচন হউক বা না হউক

বর্ত্তমান বৎসরে এবং তৎপরে পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত অর্থাৎ ফসলী ১২৫১ সালপর্য্যন্ত তাহার রাজস্ব লওয়া যাইবে না।

(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ২৭ ভাদ্র ১২৪৩)

কলিকাতায় নূতন গুদামবাটী নির্ম্মাণ।—বহুকালাবধি কলিকাতাস্থ বাণিজ্যকারিরদের এমত বাসনা আছে যে কলিকাতার বন্দরে দ্রব্য ন্যস্ত রাখণার্থ গুদাম বাটী নির্ম্মিত হয়। এবং যে সকল দ্রব্য পুনর্ব্বার রফ্তানী হওন অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা বিনা মাসুলে ঐ গুদামযাত-করণ ও তাহাহইতে বহিষ্করণার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন। ইহাতে কলিকাতার বাণিজ্যবিষয়ে অবশ্যই অধিক উৎসাহ জন্মিবে। কিন্তু তদ্বিষয় সফল করণার্থ ইহা আবশ্যক হইবে যে পুনশ্চ রফ্তানী হওনার্থ যে সকল দ্রব্য কলিকাতায় আমদানী হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের এক জন কর্ম্মকারকের অধীন থাকে। তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্ট হইবে যে এতদ্রূপে বিনা মাসুলে যে সকল দ্রব্য আমদানী হয় তাহা বাজারে গোপনে বিক্রয় হইতে পারিবে না। অতএব তৎপ্রযুক্ত বড় এক গুদাম বাটী প্রস্তুতকরণ আবশ্যক হইবে। কিয়ৎকালাবধি এই বিষয় বাণিজ্যসমাজের বিবেচনাধীন আছে। সংপ্রতি ঐ গুদাম গাঁথানের যে প্রকার নকশার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা এই যে ঐ গুদাম বাটী ক্লাইব স্ট্রিটনামক রাস্তাবধি গ্রথিত হইয়া গঙ্গাতীরস্থ রাস্তাপর্য্যন্ত ৫৫৬ ফুট দীর্ঘ এবং গঙ্গার সম্মুখ দিগে ২০০ ফুট প্রস্থ হইয়া তন্মধ্যে পঞ্চ শ্রেণী গুদাম এমত হইবে যে প্রত্যেক গুদাম ৪৮ ফুট চৌড়া হইতে পারে। অধিকন্তু তাহা দোতালা করণার্থ প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার নীচের তালা ১৯ ফুট উপর তালা ২৪ ফুট উচ্চ হইবে এবং তাহার স্তম্ভ ও কড়ি সকল লৌহময় করা যাইবে। ঐ বাটী নির্ম্মাণার্থ ৪ লক্ষ টাকারো বরং অধিক লাগিবে এমত অনুমিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যস্থ কুঠরীতে ৫৪,০০০ টন অর্থাৎ ১৬ লক্ষ মোনেরো অধিক মাল থাকিতে পারিবে।

(১৮ মার্চ ১৮৩৭। ৬ চৈত্র ১২৪৩)

ধন প্রাপণার্থ মৃত্তিকাখনন।—সকলই অবগত আছেন দিল্লীনগরের আট অংশের একাংশ লোকেরদের এতদ্রূপে দিনপাত হয় যে ঐ সকল লোক স্ব২ গৃহহইতে অতিপ্রত্যূষে গিয়া দিল্লীর প্রাচীন২ ভগ্ন অট্টালিকা স্থান খনন করিয়া যাহা পায় তাহা লইয়া দিবাবসানে গৃহে আইসে এবং যদ্যপি তাহারা তাহাতে ধনী না হউক তথাপি অনায়াসে গুজরান করিতে পারে কিন্তু কখন২ এমত বহুমূল্য বস্তুও পায় যে তদ্দ্বারা একেবারে ধনী হয়।—দিল্লী গেজেট।

শাসন

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

হিন্দুদিগের দুরদৃষ্ট বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি পাঠকবর্গ অবশ্যই পাঠ করিবেন প্রথম হিন্দুরাজা রাজ্যচ্যুত হওয়াতে রাজনীতির ব্যতিক্রমে ধর্ম্ম[কর্ম্ম] রীতি বর্ত্ম সকল ছিন্নভিন্ন হইল পরে

যবনরাজার অধীন হইয়া কালযাপন করেন তাহাতে যে প্রকার দুঃখভোগ করিয়াছিলেন• তাহার বিশেষ কতকত পুস্তকাদিতে বর্ণিত আছে এবং অস্মদাদিকর্তৃকও বহুতর বর্ণনা হইয়াছে তাহা প্রায় তাবতেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ হিন্দুস্থানে প্রায় শাস্ত্র লোপ পায় বঙ্গদেশে কিঞ্চিৎ ছিল বিষয়ি লোক কিতাবৎ আর পারসী ব্যবসায়ী হন এবং হাকিমের কদমবোসী অর্থাৎ পদচুম্বন করিয়াছেন হিন্দুদিগকে দীন হীন ক্ষীণ করিলে পর তাঁহারদিগের রাজ্য অবসান কালে একেবারে ধর্ম্ম কণ্টক হইয়াছিলেন তজ্জন্য এতদ্দেশীয়েরা পরস্পর কহিতেন ধন মান যায় যাউক ধর্ম্ম রক্ষা কর২ হিন্দুস্থানের লোকেরা কহিত বাবা ধরম্ রাখ্২।—

এই ভয়ানক সময়ে মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তি ইংলণ্ডাধিপতির এপ্রদেশ অধিকার হইবায় কেমন হইল যেমন তৃণকাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহদাহ হইতেছে এমত সময়ে ঐ গৃহোপরি মুষলধারে বারি বর্ষণ হইলে ঐ গৃহস্থিত ব্যক্তিদিগের যেপ্রকার আনন্দ হয় তাহা বিবেচনা করিবেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুঃখ সকল দূর হইল প্রজার ধন হইলে প্রকাশ করিবার শঙ্কা নাই নানাবিধ বাণিজ্য ব্যবসায়ে কালযাপন হয়। রাজা কে কখন কেহ দেখে নাই লোকেরদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল রাজার নাম শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর পল্লীগ্রামে অদ্যাপি অনেক লোকের এমত বোধ আছে এজন্য সদ্বিচারাদিতে সুখপ্রাপ্ত হইলেই কহে কোম্পানির জয় হউক এবং ধার্ম্মিক নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলের উচিত কর্ম্ম প্রতিদিন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন তাঁহারা অদ্যাপিও কহিয়া থাকেন কোম্পানি দীর্ঘায়ু হউন আমারদিগের দেশে কোম্পানি বাহাদুর চিরদিন রাজত্ব করুন—

যদ্যপিও কোম্পানি ইজারাদার বটেন কিন্তু রাজার ন্যায় প্রজাদিগের পালনের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছেন কাহারও ধর্ম্ম হানি না হয় স্বস্বধর্ম্ম যাজনপূর্ব্বক বিষয় কর্ম্ম বা রাজাদি দত্ত বিত্তভূমি ভোগ করত কালযাপনের কোন বাধা জন্মান নাই এবং বিদ্যাচর্চ্চা যাহাতে হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ইহাতে সকলেই সুখী অপর বর্ত্তমান গবরনর জেনরল শ্রীশ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের এপ্রদেশে শুভাগমন হইলে জনরব হইল যে এ বড় সাহেব এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে পরম দয়ালু যাহাতে ইহারদিগের ধন মানের বৃদ্ধি হয় তাহা করিবেন তাহার প্রমাণো কতক২ দেখা [শুনা] গিয়াছিল। প্রথমতঃ প্রকাশ হয় যাহার ইচ্ছা বড়-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ইহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অতি কঠিন ছিল অর্থাৎ অত্যল্প লোকের সহিত বড়সাহেবের দেখা হইত এবং ইংরাজের অধিকারাবধি নিষেধ ছিল এতদ্দেশীয় হিন্দু কিম্বা মোছলমান পালকী ইত্যাদি যানারূঢ় হইয়া গড়ের মধ্যে গমন করিতে পারিতেন না শ্রীশ্রীযুতের অনুজ্ঞামতে এক্ষণে অনায়াসে যানবাহনারোহণপূর্ব্বক সকলেই গমনাগমন করিতেছেন। অপর শুনা গিয়াছে যে এতদ্দেশীয়দিগকে জজের কর্ম্মে ভারার্পণ করিবেন বিশেষ বেতনও দিবেন ইত্যাদিরূপ কত প্রকার দয়ার কথা উত্থিত হইয়াছে—

অভাগা হিন্দুদিগের ভাগ্যহেতুক ঐ পরম দয়ালু কোম্পানি বাহাদুর একেবারে নির্দয় হইয়া নিষ্কর ভূমির উপর করস্থাপনের আইন করিলেন ইহাতে লোকেরদিগের কি পর্য্যন্ত ধনহানি

হইবেক তাহা বিবেচনা কে না করিতে পারিবেন ধনের ব্যাঘাত পরেই ধর্ম্মহানির সূত্রপাত করিলেন অর্থাৎ সতীধর্ম্ম একেবারে লোপ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন— ···

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

শ্রীশ্রীযুতের শেষ ঘোষণা।—সুপ্রিম কৌন্সেলে সম্প্রাতিকার এক ঘোষণার দ্বারা এই হুকুম হয় যে উত্তর কালে সৈন্যেরদের গমনাগমনে যখন কোন শস্যাদির হানি হয় তখন সেনাপতি সাহেব তৎক্ষণাৎ যাহারদের ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়া পরে সরকারী হিসাবে তাহা তুলিয়া দিবেন।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ২০ আশ্বিন ১২৪০)

এতদ্দেশীয় আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক।—অতিবিশ্বাস ও সম্ভ্রম ও লাভের পদ এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে প্রদানকরণের দ্বারা ভারতবর্ষের মঙ্গল বৃদ্ধিকরণার্থ কি পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা আছে তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত থাকিবেন। সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে ডেপুটি কালেক্টর ও প্রধান সদর আমিনপ্রভৃতির কর্ম্মে নিযুক্ত করাই গবর্ণমেণ্টের সুমানসের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। এইক্ষণে আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক আমারদের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের পরমশিষ্ট ও দয়ালু পরমহিতৈষিতার অন্য এক চিহ্ন আমরা প্রকাশ করিতেছি। সৈন্যেরদের প্রতি সংপ্রতি যে এক আজ্ঞা হয় তাহাতে শ্রীলশ্রীযুত হুকুম দিয়াছেন যে চিকিৎসাসম্পর্কীয় গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ে যে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরা সুশিক্ষিত হইয়া পরীক্ষায় উত্তম সর্টিফিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ৫০ অবধি ১০০ টাকাপর্য্যন্ত করিয়া বেতন প্রাপ্ত হইবেন এবং বেতনের বৃদ্ধিও তাঁহারদের সদ্‌গুণানুসারে হইবেক।

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

অচিহ্নিত কর্ম্মকারিদিগকে প্রধান২ রাজকীয় পদে নিযুক্তকরণের ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। বাবু দুর্গাচরণ রায় যিনি পশ্চিম বর্দ্ধমানে সদরঃসদুর ছিলেন তিনি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে ২৫ অক্তোবরে সিবিল শেষণ জজের চলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যে পর্য্যন্ত না অন্য হুকুম আইসে সেপর্য্যন্ত ভার পাইয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় লোকের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে এতদ্রূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে আমরা আহ্লাদিত আছি। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদের স্নেহ পাইবেন কারণ তাঁহারদিগের গুণের আদর শিক্ষাইবার এবং গুণ অবজ্ঞেয় বস্তু নহে ইহা দর্শাইবার এই যথার্থ উপায় ইহার স্বাভাবিক ফল এই তাঁহারা স্বীয় ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন এবং যথার্থ বুঝিলে পর অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করিবেন যাহাতে তাঁহারদিগের অবস্থা শোধন হইতে পারিবেক। —জ্ঞানান্বেষণ।

(৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২)

লেজিসলেটিব কৌন্সেলের অতিস্মরণীয় কার্য্য অর্থাৎ রাহাদারি মাস্থল উত্থাপনের চিরস্মরণার্থ গত বৃহস্পতিবার সায়ংকালে এতদ্দেশীয় কতিপয় বরিষ্ঠ যবিষ্ঠ কর্তৃক [চোরবাগানে] জ্ঞানান্বেষণ ব্যাপারালয়ে এক ভোজ সম্পন্ন হয়।

(২৯ অক্টোবর ১৮৩৬। ১৪ কার্ত্তিক ১২৪৩)

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এক্ষণে ইংরাজদিগের মধ্যে এমত নিয়ম হইয়াছে যে তাঁহারা হিন্দুদিগের পূজা সময়ে নাচ দেখিবার আহ্বানে তদভবনে গমন করিবেন না অনুমান করি এনিয়ম বৃথা নহে যেহেতু এ বৎসরে প্রায় ইংরাজেরা কোন স্থানে যান নাই...।...পূর্ব্বে চিরকাল রীতি ছিল এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগকে বড় দিনের সময়ে এবং অন্যান্য কর্ম্মোপলক্ষে ডালি বা সওগত দিতেন লার্ড বেন্টীঙ্ক বাহাদুরের আইন হইয়া তাহা রহিত হইয়াছে যদি বল সে আইন কেবল সিবিল মিলেটরীর উপর মাত্র এস্থলে আমারদিগের সেইমাত্র প্রার্থনা কেননা উকীল কৌন্সেলীকে বাটীতে লইয়া যাওয়া কাহারো দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে আর সওদাগর সাহেবেরা বাটীতে গেলেও কেহ আপনার শ্লাঘা জ্ঞান করেন না আর আইন হইলে একটা ধারা পড়িয়া যায় সেইমতে সকলে চলে তাহারও প্রমাণ ডালি দেওয়ার বিষয়ে দেখা যাইতেছে।

(২৬ নভেম্বর ১৮৩৬। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

বোম্বাইস্থ গর্ভিণী স্ত্রীরদের মাস্থল উঠান।—সংপ্রতি মফঃসলের এক পত্রে লিখিত হইয়াছে যে বোম্বাইতে গর্ভিণী স্ত্রীরদের উপর মাস্থল আছে বোধ হয় ইহা সত্য না হইবে। ফলতঃ ঐ রাজধানীর মাস্থল অতিঅসঙ্গত বটে। সংপ্রতি পুণ্যনগরে এক ইশতেহার জারী হইয়াছে তাহাতে ঐ শহরের মধ্যে এইপর্য্যন্ত যে কএক ক্ষুদ্র বিষয়ে মাস্থল লাগিত তাহা রহিত হইয়াছে এমত লেখে। তদ্দ্বারা কোন২ বিষয়ের উপর মাস্থল ছিল তাহা অবগম হইল। যাহার২ মাস্থল উঠিয়াছে সে এই চাউল ঝাড়িয়া কুঁড়া বাহিরকরণে এবং বিবাহে বাদ্যাদি লইয়া পথে২ গাড়েলনামক এক প্রকার গীত গাওয়াতে এবং ডাকনামক পূজা অর্থাৎ প্রেতেরদিগকে গুহ্যবিষয় প্রকাশকরণার্থ উৎসবকরণে এবং ত্বক্‌ছেদে ও বিবাহে ও রাত্রিজাগরণে ও মেষচ্ছেদন ইত্যাদি বিষয়ে এবং আর২ যে বিষয়ে মাস্থল লাগে তাহা লিখনের যোগ্য নহে তাহার মাস্থল উঠেও নাই। কিন্তু ইহা মনে করিতে হইবে যে পূর্ব্বকার মহারাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয়-সকলে মাস্থল বসাইয়াছিলেন এবং তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আমলেও এইপর্য্যন্ত বজায় ছিল। কেবল এইপ্রকার ক্লেশজনক ২৬টা বিষয়ের মাস্থল রহিতহওয়াতে তত্রস্থ লোকেরদের পরম সুখ হইয়াছে।

(২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

এতদ্দেশের তত্ত্ব। শ্রীযুত দায়েরসায়েরী কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।—ভারতবর্ষের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে এই রাজধানীর অন্তঃপাতি প্রদেশের মধ্যে দেশীয় তত্ত্বনির্ণায়ক রিপোর্ট প্রস্তুতকরণার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন। অতএব বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে সরকারী অন্যান্য কর্ম্মকারকেরদের ন্যায় আপনি এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবেন।

২। এতদ্রূপে দেশীয় তত্ত্ব নির্ণয়ের ভার চিকিৎসক সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইল অতএব আপনার অধীন তাবৎ কর্ম্মকারকেরা ঐ সাহেবেরদের প্রতি সাধ্যমত সাহায্য করিবেন।

৩। রেবিনিউ ও মাজিস্ত্রেটী সম্পর্কীয় সাহেবেরদের বহুতর কার্য্য থাকিতে যে তাঁহারা উক্ত অভিপ্রেত সিদ্ধ্যর্থ কিঞ্চিৎ২ সময় দিতে পারিবেন শ্রীলশ্রীযুত এমত অপেক্ষা করেন না কিন্তু শ্রীযুক্তের এই মাত্র ইচ্ছা যে যে সাহেবেরা দেশীয় তত্ত্ব লওনে নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কাগজপত্র দেখিতে দেন এবং এতদ্দেশীয় আমলারদের কর্তৃক সাহায্য প্রাপণার্থ তাঁহারদের প্রতি পরওয়ানা দেন এবং জমিদার ও এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনি ব্যক্তিরদের প্রতি সোপারিশ লেখেন যে তাঁহারা ঐ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিষয়ে শীঘ্র সুফল হয় এতদর্থ তাঁহারদিগকে সুপরামর্শ দেন। শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বিলক্ষণ অবগত আছেন যে বঙ্গাদি প্রদেশে এতদ্রূপ দেশীয় তত্ত্ববিষয়ক সম্বাদ পাওয়া অতিদুষ্কর কিন্তু তিনি এমত বিবেচনা করেন যে অতিবিজ্ঞ জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন২ আমলারদের স্থানে এমত সম্বাদ প্রাপ্তিসম্ভাবনা যে তদ্দ্বারা এই অভিপ্রায় সিদ্ধির সুযোগ হইতে পারে। জমিদারেরদিগকে বিশেষ জ্ঞাপন করিতে হইবে যে এতদ্রূপ তত্ত্ব লওন দেশের পরম মঙ্গল ও হিতজনক হইবে। এবং তাহার এক মুখ্যাভিপ্রায় এই দেশের মধ্যে রোগের ন্যূনতা হয় জমিদারেরদিগকে গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় বিশেষ না জানাইলে কি জানি তাঁহারা এইরূপ তত্ত্ব লওনের বরং ব্যাঘাতকও হইতে পারেন।

৪। এতদ্দেশের তত্ত্ববিষয়ক বিদ্যা এইক্ষণে প্রায় দুর্লভ সুতরাং তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান ক্রমে২ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীলশ্রীযুত এমত বোধ করেন যে গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র অন্বেষণ করিলে এবং বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তিরদের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে এবং গ্রাম্য হিসাব ও বাজার হারের রেজিষ্টর ও চৌকিদারের টাক্সের হিসাবপ্রভৃতি তজবীজ করিলে তদ্দ্বারা এমত উপায় পাওয়া যাইবে যে নীচে লিখিতব্য হারের অনুসন্ধান বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে।

১। লোকসংখ্যা।

২। লোকের আহারের অপ্রতুল বা সুপ্রতুলের কারণ ও ফল।

৩। দরিদ্র লোকেরদের আহওয়াল অর্থাৎ উপজীবিকা প্রভৃতি।

৪। মজুরেরদের বেতন।

৫। অপরাধের নিমিত্ত কারণ।

৬। লোকসংখ্যানুসারে মৃত্যুসংখ্যা।

৭। সামান্যতঃ বিবাহেতে কত সন্তানোৎপত্তি। জিলার পরিমাণ ও ভূমির উর্ব্বরানুর্ব্বরাত্ব। লোকের আচার ব্যবহার। হিন্দু ও মোসলমান প্রভৃতির জাতীয় সংখ্যা।

৮। এই সকল বিষয়ে আপনি ও আপনার অধীন কর্ম্মকারকেরা মনোযোগ না করিলে কিছু স্থিরহওনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আপনি অবশ্য অবগত হইতে পারিবেন যে আপনার অধীন যে সকল প্রজালোক আছে উক্তপ্রকার দেশীয় নানা তত্ত্ববিষয়ক বিবেচনার দ্বারা তাহারদের নিতান্ত মঙ্গল হইবে। অতএব শ্রীলশ্রীযুত নিঃসন্দেহই এমত বিবেচনা করিতেছেন যে এতদ্রূপ হিতজনক গুরুতরবিষয়ক তত্ত্ব লওনে আপনি সাধ্যানুসারে উদ্যোগী হইবেন।

ফোর্ট উলিয়ম্‌ ২৫ আপ্রিল ১৮৩৭। স্বাক্ষরীকৃত রস ডি মাঙ্গলস

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

(১৭ জুন ১৮৩৭। ৫ আষাঢ় ১২৪৪)

গৃহ নির্ম্মাণবিষয়ক নূতন আইন।—উত্তরকালে কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণ অর্থাৎ অদহনীয় দ্রব্যেতে গৃহ আচ্ছাদন করিতে হইবে ঐ আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য সপ্তাহদ্বয় হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছি তাহা এইক্ষণে লেজিসলেটিব কৌন্সেলে জারী হইয়া চলিত হইয়াছে। এবং নবেম্বর মাসের পরঅবধি করিয়া কোন ব্যক্তি ঘর বাটী বা উপবাটী নির্ম্মাণ করিবে তাহা যাহাতে শীঘ্র অগ্নি না ধরিতে পারে এমত বস্তুর দ্বারা করিতে হইবে।

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪। ২৯ ভাদ্র ১২৪১)

...শ্রীযুক্ত ডেবিড ক্রেমিকেল স্মিথ সাহেব সাবেক সেসন জজ ধর্ম্মাবতারের বিচারে রাধা সরদারের বিধিমত দুশ্চরিত্র বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত কবিরহাটার গঞ্জে রাজকৃষ্ণ দের গোলাতে ডাকাইতী করিয়া রূপচাঁদ চৌকিদারকে বধকরা মোকদ্দমা রাধার উপর নিশ্চিত সাব্যস্ত হইয়া চূড়ান্ত হুকুম সাদের জন্য সন হালের ৭ জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত হাকেমান আলিসান সদর নিজামতের হুজুরে মিছিল প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাতে হাকেমান ধর্ম্মাবতারেরদের সূক্ষ্মবিচারে সেসন জজসাহেবের রায় ঐক্য হইয়া দুষ্টের দমন ও প্রজাবর্গের আপদ্ নিবারণজন্য রাধা সরদারের প্রাণদণ্ডকরণ ও তৎসঙ্গিগণের মধ্যে মঙ্গরু ও সেবক চামারকে দ্বীপান্তর প্রেরণ এবং মধু মালা ও গোপাল চন্দকে যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধরাখণ ও রাধার কালান্তক সেখ গোলাম হোসেন নাজিরকে ৩০০ ও থানা বাঁশবেড়ের দারোগা গোলাম আলীকে ১০০ এবং তৎসমভিব্যাহারি বরকন্দাজপ্রভৃতিকে যথাসম্ভব পারিতোষিকে পুরস্কৃতকরণের হুকুম আসিবাতে ১৮৩৪ সালের ২৫ আগস্ত মোতাবেক ১২৪১ সালের ১০ ভাদ্র সোমবারে দশ ঘণ্টাসময়ে উদ্বন্ধনে রাধা সরদারের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। সকলের আনন্দজনক দুষ্ট দুরাত্মার প্রাণদণ্ডদর্শনে যাদৃশ লোকের সমৃদ্ধি

হইয়াছিল বোধ হয় মহা২ বারুণী যোগে ত্রিবেণীতে ৺ ভাগীরথীস্নানে এবং ৺ দফর খাঁ গাজী পীরের মেলাতেও তাদৃশ সমারোহ হয় না।......

(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩)

যে অবধি পোলীসের নূতন বন্দোবস্ত মত কর্ম্ম হইতেছে তদবধি কলিকাতায় হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে চুরি না হয় এমত দিন নাই যে সকল গৃহস্থের বাটীতে পিপীলিকাদি কীট পতঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে নাই সে সকল বাটীতে অনায়াসে সিঁধ দিয়া চুরি করিয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে কলিকাতায় সিঁধালচোরের ভয় কোনকালে ছিল না।

দ্বিতীয়। রাহাজানির জালা কি কেহ কখন জানিতেন এইক্ষণে টাকা লইয়া রাস্তা দিয়া দিবসে যাওয়া কি ভয়ানক হইয়াছে তাহা তাবৎ ধনী লোক অনুভূত আছেন কতশত লোকের স্থানে রাস্তায় টাকা কাড়িয়া লইয়াছে ও লইতেছে বেণিয়ারা টাকার দোকান করে রাস্তার ধারে ঘরের দ্বারে টাকার তোড়া এবং কতক ছড়াইয়া রাখিয়া কারবার করে কোন কালে কাহারো টাকা কেহ কাড়িয়া লয় নাই এইক্ষণে তাদৃশ ডাকাইতীর সংবাদ মাসের মধ্যে কত শুনা যায়।

তৃতীয়। রাস্তা ঘাট গলি ঘুজিতে সন্ধ্যার পর কি মনুষ্য নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে বিশেষতঃ শীতকালে এক জন বা দুই জন গমন করিতেছে দেখিলে তৎক্ষণাৎ গাত্র বস্ত্র হরণ করে তাহাতে শাল রুমাল হউক আর সূতার কাপড়ই বা হউক তৎক্ষণাৎ কড়িয়া লয় এমত প্রায় প্রতি দিন নগরমধ্যে দশ পনর স্থানের ঘটনার সম্বাদ পাওয়া যায় এসকল সমাচার পোলীসে বড় রিপোর্ট হয় না যেহেতু পথিক উদাসীন বা ভদ্রলোক এপ্রকারে দায়গ্রস্ত হইলে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন ক্ষান্ত না হইলেই বা কি হইতে পারে কেন না কাহারো বাটীতে চুরি হইয়াছে সিঁধ মহানায় বাটীর মধ্যে চোর ধরা পড়িয়াছে তথাপি পোলীসের আইন মতে তাহারা নিরপরাধী হইয়া খালাস পায় এমন শত২ লোক খালাস হইয়াছে ও হইতেছে অতএব রাহাজানি যাহারা করে এআইন মতে তাহারা পরম সাধু সর্টিফিকট পাইয়া খালাস পাইবেক ইহার সন্দেহ কি ইত্যবধানে কেহ কোন স্থানে বস্ত্রাদি অপহারককে ধৃত করিতে পারিলেও ক্ষান্ত হন।

চতুর্থ। পথিক বা দীন ক্ষীণ ব্যক্তির উপর বলবান লোক দৌরাত্ম্য করিলে তাহার নিস্তারের কোন উপায় নাই যেহেতু কেহ কাহাকে মারপিট করিলে পোলীসে যাইয়া নালিশ করিতে হয় উদাসীন লোক তাহাতে পারক হয় না এই সাহসে যে যাহাকে মনে করে অনায়াসে মারপিট করে ইহাতে রক্ত পাত হইলেও প্রহারিত ব্যক্তির পক্ষে কেহই কথাটি কয় না এজন্য কত লোক রাস্তায় মারি খাইয়া বস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হয় তাহা কি পোলীসের মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা জ্ঞাত নহেন।

পঞ্চম। গোরা বা ইহুদি আরবাদি জাহাজি খালাসি ও বাবুর্চি লোকনিপ্রভৃতি মূর্খ ফিরিঙ্গি লোক রাস্তায় কি কি দৌরাত্ম্য না করে ভদ্রলোকের জানানা সোয়ারি যাইবার সময় কতবার দুর্ঘট ঘটনার সম্বাদ পোলীসে হইয়া মোকদ্দমা হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন

তদ্ভিন্ন রিপোর্ট হয় নাই এমত কত আছে অনেকেই আপন মানরক্ষার্থ তাহাতে নিরস্ত হইয়া থাকেন।

ষষ্ঠ। খুন বিষয় পূর্ব্বে কি এত খুন খারাবী হইত এবিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগকে সাক্ষি মানি তাঁহারাই যথার্থ কহুন যদি তাঁহারা না কহেন তথাপি রিপোর্ট বহী দেখিলেই সকলেই জানিতে পারিবেন। এসকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না লিখিয়া অনুমান সিদ্ধ কথাই লিখিলাম আপত্তি উৎপত্তি হইলে সপ্রমাণের আটক কি।

এইসকল উৎপাত ঘটিয়াছে কেবল নূতন বন্দোবস্ত হওয়াতে ইহা কি হরকরার লেখক অস্বীকার করিতে পারিবেন যদি স্বীকার করেন তবে রাজা বাহাদুরের পরামর্শ অপরামর্শ বলায় বালকত্ব প্রকাশ করা হয় কি না।—চন্দ্রিকা।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩)

পোলীসের দারোগারা চুরি ডাকাইতির এবং মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের আজ্ঞাপ্রামাণিক তদারকের উপার্জনভিন্ন যে প্রকারে উপরি লাভ করেন হরকরার এক জন পত্রপ্রেরকের লেখা প্রমাণে আমরা তাহা নীচে প্রকাশ করিতেছি এবং আমারদিগের বোধ হয় মফঃসলের পোলীসের যে নূতন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইয়াছে তাহা স্থির হইলে এই সকল মন্দ প্রকরণ দূর হইবেক।

দারোগার মাসিক বেতন ২৫ বৎসরে	৩০০
প্রথম থানাতে আসিলে চৌকীদারপ্রতি	১
দোলের পার্ব্বণি ঐ	ঐ
দুর্গোৎসবে ঐ	ঐ
আড়াইশত চৌকিদারপ্রতি গড়ে বৎসরে	৭৫০
এক স্থানহইতে অন্যত্র যাইতে প্রত্যেক প্রজাপ্রতি	১ অবধি ৩
বৎসরে এইরূপে দুই শত প্রজা প্রতি গড়ে	৪০০
জমিদারেরদের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র২ তালুকদারেরদের ষাণ্মাসিক রিপোর্টপ্রতি অনিশ্চিত লাভে তালুক বুঝিয়া গড়ে	৮০০
প্রথম আসিলে তালুকদারের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র২ তালুকদারের দত্ত নজর বৎসরে	২০০
	২,৪৫০

—জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।— .. সংপ্রতি জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি নারিকেল বাড়িয়া গ্রামে তিতুমিরনামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমত গোবর ডাঙ্গানিবাসি বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাতের বিষয় এবং আর২ হিন্দুদিগের জাতি প্রাণ ধ্বংস করণে প্রবর্ত্ত হইলে তথাকার মাজিস্ত্রেট সাহেব এ বিষয় দাঙ্গা বোধ করিয়া

ফৌজদারী নাজির মহম্মদ পুলিমকে কএক জন চাপড়াশ সমেত নারিকেল বাড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুষ্ট জবনেরা নির্দ্দয়তারূপে ঐ অভাগা পুলিম নাজিরকে বধ করিলে মাজিস্ত্রেষ্ট সাহেবের রিপোর্ট মতে কলিকাতাহইতে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া তিতুমির জবন এক কালীন নিপাত হইল। ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লানামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বি লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটি দেশে চর্ম্মের রজ্জু ভৈল করিয়া তৎচতুর্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেব দেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকত গঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগরনিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে এক জন ভদ্র লোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্ম রাশি করিলে এক জন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দওরায় অর্পিত হইয়াছে। আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেবদেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্ব্বক কএক জন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এবিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট জবনেরা মফঃসলে এসকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সরিতুল্লা জবনের মতাবলম্বি তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদী সাক্ষির ক্রটি কি আছে। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম ফরিদপুরের বর্ত্তমান মাজিস্ত্রেট ধর্ম্মাবতার শ্রীযুত রাবর্ট গ্রট সাহেব এমতপ্রকার কএক মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়া জবনেরদিগকে শাস্তি দিয়াছেন কিন্তু জবন দল ভঙ্গের কিছু উপায় উদ্যোগ করিয়াছেন কি না শ্রুত হই নাই...। আমি বোধ করি সরিতুল্লা যবন যেপ্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর২ প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না। অতএব আমরা শ্রীলশ্রীযুতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও দেশরক্ষার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দল ভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র।

জিলা ঢাকা নিবাসি দুঃখি তাপিগণস্য।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩)

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সমাজের প্রস্তাবিত নিষ্কর ভূমির করগ্রহণে ভূপতির কর্ত্তব্য বিষয়ে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষজ মহাশয় স্বমত সংস্থাপনার্থে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পুরঃসর যে প্রত্যুত্তর পত্রী প্রেরিতা করিয়াছেন তাহা অবিকল প্রকাশ-করণে আমারদিগের অদ্যকার প্রভাকরের অর্দ্ধ ভাগ প্রদান করিলেও স্থলের সংকীর্ণতা হইতে পারে। তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে সঙ্কলনপূর্ব্বক উদিত না করিয়া সমুদয় উদয় করত হর্ষপূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি। রামলোচন বাবু অতিসচ্চরিত্র কর্ম্মক্ষম বিচক্ষণ বহুকালাবধি সরকার সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত কার্য্যে মান্যরূপে নিযুক্তপ্রযুক্ত সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্ত হইতেছেন ও এবং আমরা অবশ্যই অন্তঃকরণের সহিত স্বীকার করি যে ঘোষজ বাবু সর্ব্ববিষয়েই বিজ্ঞ এবং অপক্ষপাতী কিন্তু এইক্ষণে এতদ্বিষয়োপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বনে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল যেহেতু তিনি ভূপালের অধীন এতন্নিমিত্ত নিষ্কর ভূমির করগ্রহণকে অন্যায় জানিয়াও ভয় মৈত্রতায় তন্মত স্থির রাখণে অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইয়াছেন যাহা হউক ইহাতে আমরা ঘোষজ বাবুকে কদাচ তুষ্য করিতে পারি না কেন না প্রতিপালকের বিরুদ্ধ বক্তৃতায় পাপের সম্ভাবনা।

রামলোচন বাবু লিখেন যে অন্য২রূপে মাসুলাদি গ্রহণের প্রথা বর্জ্জনীয় হইয়াছে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ ভিন্ন অন্য কি সদুপায় পূর্ব্বক বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয়া অস্মদাদির দেশ ঋণহইতে মুক্ত হইতে পারে।

উত্তর। আমরা অনুমান করি যে বিশেষ লাভের অভাব অথবা অপর কোন নিগূঢ় হেতু বশত এদেশে মাসুলাদির বিষয় ভূপতিকর্ত্তৃক রহিত হইয়া থাকিবেক। অতএব তদ্দ্বারা রাজ্যের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা কদাচ ছিল না। জাহাজি দ্রব্যের পরমিটে অধিক লভ্য জানিয়া তাহারি প্রবলতা করিতেছেন এবং সংপূর্ণরূপে মাসুলাদির প্রথা বর্জ্জনীয় কিরূপে হইয়াছে যেহেতু লবণ ও বাটী এবং ইষ্টাম্পপ্রভৃতির মাসুল অদ্যাপিও প্রজাদিগের বক্ষে শূলের স্বরূপ রহিয়াছে ইহাতে কি লোচন বাবু একবারো লোচন বিস্তার করেন নাই পরন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে এতদ্দেশের উৎপন্ন হইতে ইউরোপীয় পাদ্রি সাহেবেরা বৎসরে ১০।১২ লক্ষ টাকা কি নিমিত্ত প্রাপ্ত হন তাহাতে আমারদিগের কি উপকার হইতে পারে ইহার বিনিময়ে সেই টাকা দেশের কোন হিতজনক কর্ম্মে কিম্বা রাজার ঋণ পরিশোধে ব্যয় করিলে অনেক ভাল হইতে পারে যদি নৃপতির ধর্ম্মশাসক বলিয়া এদেশের উপস্বত্ব হইতে পাদ্রিদিগের বেতন দেওয়া শ্রেয় হয় তবে আমারদিগের ধর্ম্মোপদেশকসমূহের অশনবসনার্থে প্রাচীন নৃপতিদিগের কর্ত্তৃক চিরোপকারস্বরূপ প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির কর নির্দ্ধারিত কিরূপে ধার্য্য হইতে পারে।

অপিচ হিন্দু ও মহম্মদিয়ান এবং ইংরেজী ব্যবস্থা পুস্তকে এমত লিখিত আছে যে ২০ বৎসরের অধিককাল হইলে স্থাবরাদি বিভবের অধিকারিরা কদাচ আপন অধিকারীয় সত্বে বর্জ্জিত হইতে পারেন না অতএব এইক্ষণে পুরুষানুক্রমে প্রামাণিক অধিকারিরা আপন যথার্থ

বিষয়ে বঞ্চিত হন যদি তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পত্রের প্রত্যাশা করেন তবে তাহা কি প্রকারে সম্ভবে কেন না এদেশে অনেক বার অনেক রাজবিদ্রোহি দ্বারা এবং বহুকাল গত জন্য অন্য২ কারণে সে নিদর্শন পত্রসকল নষ্ট হইয়াছে অতএব বহুকাল অধিকারই তাহার প্রবল প্রমাণ জানিবেন।

দ্বিতীয় প্রকরণে বেতন কর্ত্তনের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এবিষয়ে লক্ষ্য করিলে অনেক আগুন উঠিবে।

তৃতীয় প্রকরণে লেখেন যে কোন ব্যক্তি বিশেষ বলবৎ স্বত্বব্যতীত নিষ্করৰূপে ভূমির উপস্বত্বাদি ভোগ করায় স্বত্বাধিকারী নহেন উত্তর। নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বাদির বলবৎ স্বত্বের শব্দার্থ বোধে আমরা অশক্ত হইলাম অতএব তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়া বাধিত করিবেন।

অপর লেখেন যে দেশ ও ভূমিতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব। উত্তর পৃথিবীতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব যথার্থ বটে কিন্তু সে ভৌতিক লক্ষণে পঞ্চতত্ত্বের প্রভেদ প্রকরণ সামান্য স্থাবর বিষয়ে অধিকার এবং ফলের অনেক তারতম্য আছে।

চতুর্থ প্রকরণে ইং ১৭৬৫ সালের পূর্ব্বে দত্ত নিষ্কর ভূমির উপলক্ষে দিল্লীর বাদশাহের নিকট ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপণে সন্ধিপত্রের বিষয় যাহা লেখেন তাহার উত্তর নিরুত্তরই সদুত্তর কেন না দিল্লীর রাজা এবং মুরশিদাবাদের নবাবের সহিত সন্ধিপত্রের অঙ্গীকার বিষয়ে পরিশেষ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা কি এপর্য্যন্ত বিচক্ষণ-গণের অবিদিত আছে এইক্ষণে করহীন স্থলের স্বীকার বিষয়ে তদ্রূপ বিলক্ষণ সত্যতা রক্ষা হইয়াছে।

অপর লেখেন যে জবনেরা বলপূর্ব্বক দস্যুর ন্যায় এদেশ আক্রমণ করিয়াছেন অতএব ঐ অপহ্নবকারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না উত্তর। জবনেরা যে বলপূর্ব্বক দস্যুর ন্যায় এদেশ অধিকার করেন এ অতিঅযুক্তি কেন না যুদ্ধকালীন বিপক্ষ-দমনে কোন্ রাজা বিক্রম ও বীরত্ব প্রকাশ না করেন অতএব তাহাকে কিরূপে দস্যুবৃত্তি বলা যাইবেক এবং তাহার সহিত দানের অসিদ্ধতার পোষকতাই বা কিরূপে হইবেক ইহাতে বোধ হয় যে ঐ বাবু বুঝি আপন মনিবের নিকট প্রতিপন্ন হওনের মানসে এরূপ সন্তোষজনক বাক্য লিখিয়া থাকিবেন।

পঞ্চম প্রকরণের অভিপ্রায় বর্ত্তমানাবস্থায় অস্মদাদির দেশীয় লোকেরা যেরূপ অসভ্য তাহাতে তাঁহারদিগের নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব কর্ত্তৃক অশনবসনের উপায় থাকিলে কদাচ দেশের মঙ্গলেচ্ছু হইবেন না বরং পশ্বাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির অলীক সুখে সর্ব্বদা মত্ত থাকিবেক।

উত্তর। এতদ্দেশীয়েরা কিরূপ অসভ্য গুরুপরম্পরা প্রচলিত রীতি রক্ষা করিলে কি তাহাকে অসভ্য কহিতে হইবে এবং দেশের মঙ্গলেচ্ছু তাঁহারা নহেন এমত নহে যেহেতু নিষ্কর ভোগি ব্রাহ্মণেরা প্রত্যূষে প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একান্তচিত্তে ভূপতির মঙ্গলেচ্ছা করিয়া

থাকেন তবে আতপভোগি ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ বিষয়ে তীর ধনুক তলওয়ার বন্দুক ইত্যাদি ধরিয়া রাজার সহায়তা করিতে সংপূর্ণরূপে অক্ষম সুতরাং ইহাতে তাঁহারা অসভ্য হইলেও হইতে পারেন।

পরন্তু ইন্দ্রিয়াদি সুখের বিষয়ে যাহা লেখেন তাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই ন্যূনাধিক জানিবেন অনেক সাহেব লোকেরাও তাহাতে আচ্ছন্ন আছেন। যদি ইন্দ্রিয়েরা বশজন্য তাঁহারদের স্থাবরাদি বলপূর্ব্বক হরণ করা শ্রেয় হয় তবে এদেশের মধ্যে ধনি ও মহাজন এবং অপরাপর জমিদার মাত্রেই ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত অতএব তাঁহারদিগের বিভব সমুদয় বল-দ্বারা হরণ করিলে ভূপতির দেনা পরিষ্কার হইয়া রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকিতে পারিবেক এইক্ষণে রামলোচন বাবু তাঁহারদিগের সেই পরামর্শ দেউন ইহাতে ভূপালের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হইতে পারিবেন এবং এতদ্ভিন্ন নৃপতির ঋণ পরিশোধের অন্য কোন উপায় দেখি না।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩)

শ্রীযুত বঙ্গভাষাপ্রকাশিকাসম্পাদক মহাশয়সমীপেষু।

প্রশ্ন। রাজকর্ত্তৃক নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ করা উচিত কি না।

বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরকর্ত্তৃক যে সন ১৮১৯ সালের দ্বিতীয় তথা সন ১৮২৮ সালের তৃতীয় আইনানুসারে নিষ্কর ভূমির করগ্রহণার্থে মহান উদ্যোগ হইতেছে এ অকিঞ্চনের বিবেচনায় অন্যায় অবিচার বোধ হয় না যেহেতু তাবৎ রাজ্য যুক্তিসিদ্ধ চিরকালের নিয়ম এই যে দেশের উৎপন্ন দেশ রক্ষার্থ ব্যয় হইয়া থাকে অতএব আদৌ জানা কর্ত্তব্য যে অস্মদাদির রাজ্যের উপস্বত্ব রাজ্য রক্ষার্থ ব্যয়ে সঙ্কলন হয় কি না যদ্যপি আমি রাজ্যের আয় ব্যয়ের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে কহিতে অশক্ত কিন্তু সকলেই সুন্দর অবগত আছেন যে দেশরক্ষা জন্য অনেক তঙ্কা ঋণ হইয়াছে এবং দেশের উপস্বত্বহইতে ব্যয় অধিক হইতেছে এস্থলে অবশ্য প্রণিধান কর্ত্তব্য যখন অন্তরূপে মাস্থলাদি গ্রহণের প্রথা বর্জ্জনীয় হইয়াছে নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ ভিন্ন অন্য কি সদুপায়পূর্ব্বক বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয়া অস্মদাদির দেশ ঋণহইতে মুক্ত হইতে পারে এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশ রক্ষার্থে পূর্ব্বে অনেক তঙ্কা নিজহইতে ব্যয় করিয়াছেন ঐ টাকা তাঁহারদের যথার্থ প্রাপ্য তাহা কিরূপে পরিশোধ হইবেক যদি বাচ্য হয় ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজকর্ম্মকারী হইয়া অধিক টাকা বেতন লইতেছেন এমতে ব্যয়ের বাহুল্য হইতেছে একথা প্রমাণ বটে কিন্তু ইহার উত্তর আমাকে অত্যন্ত ক্ষোভিত হইয়া বলিতে হইল যে যদি অস্মদাদির দেশের মনুষ্য অসভ্য এবং রাজকর্ম্মে রাজশাসনে তথা যুদ্ধ বিগ্রহে অনভিজ্ঞ না হইতেন ও পরস্পর দ্বেষমৎসরতারহিত হইয়া নিরপেক্ষ হইতেন ও আমারদিগের কর্ত্তৃক উক্ত ব্যাপারাদি যথোচিত সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইত সুতরাং ইঙ্গলণ্ডীয়দিগকে অধিক বেতন দিয়া ব্যয় বাহুল্যকরণের প্রয়োজনাভাব ছিল।

যদি বলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয় রাজকর্ম্মকারিদিগের বেতনের লাঘব করিলে ব্যয়ের অল্পতা হইতে পারে আমার জানিত যেপর্য্যন্ত অল্পকরণ সম্ভব তাহার উদ্যোগের ও অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখিতেছি না কিন্তু ইহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য যে ঐ বিজ্ঞবরেরা বিপুলধন ব্যয়পূর্ব্বক সুশিক্ষিত হইয়া কেবল

ধন লোভে মহাঘোর সমুদ্র ও দুর্গম পথ অতুল ক্লেশে উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আগমনানন্তর অস্মদাদির দেশ রক্ষার্থে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি যথাসাধ্য নিরপেক্ষতারূপে পরিশ্রম করেন ইহাতে তাঁহারদিগকে প্রচুর বেতন দেওয়াই বিচারসিদ্ধ নচেৎ অল্প বেতন প্রদানে নানারূপ বিপরীত মন্দাচরণের সম্ভাবনা।

আমার বোধে কোন ব্যক্তি বিশেষ বলবৎ স্বত্বব্যতিরেকে নিষ্করব্রূপে ভূমির উপস্বত্বাদি ভোগকরার স্বত্বাধিকারী নহেন যেহেতু বিবেচনা করুন যে দেশের তাবৎ প্রজা রাজশাসনকর্তৃক দস্যু ও তস্করাদি অন্য২ উপদ্রবে তুল্যরূপে রক্ষিত ও বিচারিত হইতেছেন তবে কি বিশেষ কারণে কাহারো স্থানে ভূমির কর গ্রহণ করা ও কাহাকে নিষ্করব্রূপে দেওয়া যাইবেক যুক্তিসিদ্ধ সাধারণের মঙ্গলার্থে যাঁহারা স্বোপার্জিত ধন ব্যয় করিয়াছেন অথবা দেশের শুভার্থে বিশেষ সংগ্রামাদিতে যাঁহারা স্বার্থ বিহীন হওত ক্লিষ্ট হইয়াছেন এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন জন নিষ্করব্রূপে ভূমি প্রাপ্ত হওনের কদাচ যোগ্য নহে এবং কোন রাজা কোন ব্যক্তিকে উক্ত কারণবিশিষ্ট নহিলে নিষ্করব্রূপে ভূমি প্রদান করার ক্ষমতাপন্ন নহেন যেহেতু দেশ ও ভূমিতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব রাজা কেবল সদসদ্বিবেচনা ও বিচারের অধিকারী মাত্র।

যদি কথিত হয় যে জবনেরা যুদ্ধ বিগ্রহেতে এদেশ বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া স্বাধীনতরূপে তাবৎ ভূমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন অতএব তাঁহারা নিষ্করব্রূপে ভূমি প্রদানে অবশ্য২ ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে দিল্লীর বাদশাহের নিকট এরাজ্যের দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হন তাহাতে অনেকরূপ প্রতিজ্ঞাদি আছে তদনুসারেও জবন বাদশাহের দত্ত নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ করা উচিত হয় না এ আপত্তি ভঞ্জনার্থে আমার নিজাভিপ্রায় বক্তব্যের পূর্ব্বে এই বলিতেছি যে বর্ত্তমান রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ বা চলিতাইনানুসারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওযানী প্রাপণের পূর্ব্বে অর্থাৎ ইং সন ১৭৬৫ সালের অগ্রে যে সকল নিষ্করভূমি দত্ত হইয়াছে যাহার যথার্থ নিদর্শন পত্রাদি নিঃসন্দেহরূপে প্রাপ্ত হয় তাহা কর গ্রহণ হইতে বর্জ্জিত রাখিয়াছেন ফলিতার্থ এ অকিঞ্চনের বোধে জবনেরা যে বলপূর্ব্বক দস্যুর ন্যায় এদেশাধিকার করেন অতএব যথার্থ বিচার করিলে ঐ অপহ্নবকারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না যেমন কোন নিয়মানুসারেই দস্যুবৃত্তির ধনের দান প্রসিদ্ধ হয় না বিশেষতঃ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যৎকালীন দিল্লীর বাদশাহের সহিত সন্ধিপত্র করেন তখন ঐ বাদশা রাজ্যভ্রষ্ট ছিলেন অর্থাৎ স্থানে২ অনেক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক স্বাধীন হইয়াছিল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি অগ্রপশ্চাৎ অনেক কারণ বিবেচনা করিয়া তৎকালীন রাজবিদ্রোহিদিগের ক্ষান্ত ও নিবারণার্থে এরূপ সন্ধিপত্র করেন নচেৎ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বুদ্ধির কৌশলে তথা চতুরতাপ্রযুক্তই এদেশ হস্তগত হয়।

বর্ত্তমানাবস্থায় অস্মদাদির দেশীয় মনুষ্যেরা যেরূপ অসভ্য ও উৎসাহ রহিত তাহাতে যদি তাঁহারদিগের নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বকর্তৃক অশন বসনের উপায় হয় কদাচ তাঁহারা

দেশের মঙ্গলার্থে উৎসাহী উদ্যোগী হইবেন না বরঞ্চ প্রায় অসভ্য সন্তানেরা ইন্দ্রিয়াদির অলীক সুখে সর্ব্বদা মত্ত হইয়া পশ্বাদির ন্যায় কালযাপন করিবে তৎপ্রমাণ দেখুন যে সকল প্রাচীন ধনী ও ভূম্যধিকারী এদেশেতে বিখ্যাত তাঁহারদিগের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তির সভ্যতা ও সুধারা দেখাইতে পারিবেন যদি বলেন যাঁহারদিগের একালপর্য্যন্ত নিষ্কর ভূমি জীবন উপায়ের কারণ ছিল এইক্ষণে তাঁহারদিগের উপজীবিকা কি হইবেক আমি অনুভব করি যে উক্ত উপায়াভাবে ঐ সকল জনেরা ধন উপার্জ্জনার্থে অধিক উৎসাহী ও পরিশ্রমী হইয়া নানাবিধ উপায়ের চেষ্টা করিবেন যে তৎ কর্ত্তৃক দেশের পরস্পর শুভজনক হইবেক যদ্যপি আশঙ্কা করেন নিষ্কর ভূমি অভাবে তস্য ভোগি ব্যক্তিরা দস্যু বৃত্তি ইত্যাদি মন্দ কর্ম্ম করিতে পারেন তৎপ্রতিবন্ধকার্থে স্থানে২ বিদ্যালয় ও পোলীসাদি রাজশাসন প্রবলরূপে চলিতেছে ও উত্তর২ বাহুল্যহওনের যথেষ্ট উদ্যোগাদি হইতেছে।

যদিস্যাৎ আমি জানিতেছি যে অস্মদাদির দেশীয় প্রায় তাবৎ লোকই নিষ্কর ভূমির বিষয়ে যে আমার মতের বিপরীত কহিবেন এবং আশ্চর্য্য বোধ করি না যে আমি তাঁহারদিগের সমীপে অত্যন্ত নিন্দিত হইব কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে উপরি উক্ত বিশেষ প্রবল কারণের বিরহে অন্য কি হেতু বাদে কোন ব্যক্তি নিষ্কররূপে ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারেন।

শ্রীরামলোচন ঘোযস্য।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

লাখেরাজ ভূমি।—আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিয়াছেন যে উত্তর কালে কোন নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হইলে তাহার উপস্বত্বের অর্দ্ধেকের অধিক কর বসান যাইবে না। অতএব ভূম্যধিকারিরদের সনন্দ কৃত্রিম হইলেও যদি তাঁহারা অর্দ্ধেক উপস্বত্ব ভোগী হন তবে বোধ করি যে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণেতে তাঁহারদের প্রতি যে নির্দয়াচরণের ভয় ছিল তাহা দূর হইবেক।

কিন্তু এই আজ্ঞা প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তিরদের ভূমিতে অধিক কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাঁহারদের বিষয়ে কি করিতে হইবে। আমরা বিলক্ষণরূপে জানি যে তাঁহারাও গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত দরখাস্ত করিবেন যে এইক্ষণে অন্যান্য ভূম্যধিকারিরা যেরূপ ভোগবান হইবেন তদ্রূপ অনুগ্রহ আমরাও পাইতে পারি। গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি তাঁহারদের প্রার্থনা সফলা করেন তবে আমারদের পরম সন্তোষ জন্মিবে। এইক্ষণে ভূমির কর ন্যূন করণ বিষয়ক আজ্ঞা আমরা নীচে প্রকাশ করিলাম।

> "আমার প্রতি নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বের অর্দ্ধেক কর বসাওন বিষয়ক এই আজ্ঞা প্রকাশ করণের হুকুম হইয়াছে যে শ্রীলশ্রীযুক্ত কৌন্সলের প্রেসিডেণ্ট সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে আজ্ঞা করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ ও বিহার ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে বাজেয়াপ্ত করণের হুকুম অনুসারে যে সকল নিষ্কর ভূমি কর বসাওনের যোগ্য এবং

চিরকালীন বন্দোবস্তের উপযুক্ত হয় সেই সকল ভূমির বন্দোবস্ত যদ্যপি পূর্ব্বকার লাখেরাজ-দারেরদের সঙ্গে হয় তবে রায়তেরা যে খাজনা দেয় তাহার অর্দ্ধেক কর স্বরূপ বসান যাইবে কিন্তু যদি পূর্ব্বকার লাখেরাজদার আপনি ঐ ভূমিতে কৃষি করেন তবে তাহার উপস্বত্বের অর্দ্ধেক কর বসান যাইবে।

"কৌন্সলের শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রেসিডেণ্ট সাহেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে গত জুলাই মাসের ১৫ তারিখে আমার যে পত্র তোমার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহাতে এমত হুকুম ছিল যে যেপর্য্যন্ত এই কল্প সম্পন্ন না হয় সেই পর্য্যন্ত এই২ প্রকার ভূমির উপরে উপস্বত্বের অর্দ্ধেকের অধিক কর বসান যাইবে না সেই পত্র তোমারদের প্রাপ্ত হওনের তারিখে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবরনর সাহেব কর্তৃক যে সকল ভূমির বন্দোবস্ত মঞ্জুর হয় নাই সেই ভূমির বিষয়ে উপরি লিখিত হুকুম চলিবেক।"

(১৮ জানুয়ারি ১৮৪০। ৬ মাঘ ১২৪৬)

নিষ্কর ভূমি।—কিয়ৎকাল হইল পাঠকমহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট অতি বদান্যতা পূর্ব্বক এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের পর অবধি যত ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাহার উপর কেবল অর্দ্ধেক কর বসান যাইবে। এই অনুগ্রহেতে যে সকল লোকের ভূমির উপরে কোন কর স্থাপন হয় নাই তাঁহারদের মহা সন্তোষ জন্মিল এইক্ষণে শুনা গেল যে ঐ সন্তোষ সর্ব্বসাধারণের হয় এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে ১৮২৮ সালের ৩ আইন ক্রমে যত নিষ্কর ভূমির উপর কর নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে সেই তাবৎ ভূমির উপর অর্দ্ধ কর নিরূপিত হইবে। ইহা হওয়াতে আমারদের বোধ হয় যে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ ব্যাপার অতি শীঘ্র নিষ্পত্তি হইতে পারে। যেহেতুক বোধ হয় যে প্রায় সকল লাখেরাজদারেরা নানা আদালতে দীর্ঘকাল অথচ বহুব্যয়সাধ্য মোকদ্দমা না করিয়া বরং লাঘবত এক কালে আপনারদের ভূমির উপর চিরকালের নিমিত্ত অর্দ্ধ কর স্থাপন বিষয়ে স্বীকৃত হইবেন।

(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—...প্রথমতঃ আমারদের দেশহইতে অনেক মুদ্রা নানা প্রকার ঘটনাতে বহির্গতা হইয়াছে ভূম্যধিকারিরা নানা বিপাকে ব্যয়াধিক্য হেতু পূর্ব্বাপেক্ষা কিপর্য্যন্ত রাজকরের বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা সীমা করা যায় না যদি কহেন ভূম্যধিকারিরা পূর্ব্বেই বা কি ব্যয় করিতেন আর এক্ষণেই বা তাঁহারদের কি ব্যয়াধিক্যের প্রয়োজন হইয়াছে উত্তর একখানি গ্রাম অধিকার করিবার মানস করিলে প্রথমে মূল্যাধিক্যে ক্রয় করিতে হয় গ্রামে দুই জন কর্ম্মচারি ভিন্ন কর্ম্ম চলে না তন্মধ্যে এক জন করসাধনেতে প্রবৃত্ত থাকেন অন্য জন রাত্রে গ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ করেন গ্রামে দুর্ঘটনা হইলে বিচার গৃহহইতে ভূম্যধিকারিরই বিশেষ বিড়ম্বনা প্রাপ্তির অগ্রেই সম্ভাবনা সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্বারি নিযুক্ত না থাকিলে বিশেষ যাতনার ভাজন হইতেই হয় আদালতহইতে কখন কি আদেশ প্রকাশ হয়

তাহা জ্ঞাত নিমিত্ত এক জন মোক্তার নিয়ত নিযুক্ত করিতে হয় অভাব পক্ষে তাহার বেতন পাঁচ মুদ্রার ন্যূন হয় না কিম্বা জনেক পরিবারকে স্বতন্ত্র ব্যয়ে জিলাতে বাস করিতে প্রয়োজন করে স্নুতরাং ইহাকে ব্যয়াধিক্যভিন্ন কি কহা যাইতে পারে। অপর কোন প্রজা অঙ্গীকৃত কর না দিলে প্রথমে ইষ্টাম্পের মূল্য ও উকীলের বেতনবিনা বিচারপতিকে জানান যাইতে পারে না যদিও বা তাহার সঙ্গতি হয় পরে করপ্রাপ্তির যোগ্য সাব্যস্ত হইলে প্রজা বন্দিগৃহে যায় কিম্বা বিভবহীন হইলে শপথপূর্ব্বক জানাইয়া কিছু কাল বন্দিগৃহে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে ভূম্যধিকারিকে নৈরাশ করে। প্রজারা পূর্ব্বের সদৃশ সবল হয় না পরিশ্রমও করিতে পারে না সময়ে জলেরও অত্যন্ত অভাব এমতে পূর্ব্ববৎ শস্য জন্মে না কর অধিক লাগে স্নুতরাং প্রজারা সাচিব্য মূল্যে শস্য বিক্রয়ে সক্ষম হয় না পূর্ব্বে স্বদেশ উৎপাদিত শস্য ভিন্ন দেশে এতাদৃক প্রেরিত হইত না দেশেই অধিকাংশ থাকিত অস্মদ্ দেশে এ তাবৎ ভিন্ন দেশীয়েরদের বসতি থাকে নাই অধিক লোক জন্মে অধিক শস্যাবশ্যক করে কিন্তু শস্য উৎপন্নের একে এই ন্যূনতা তাহাতে ভিন্ন দেশে দ্রব্যাদি প্রেরণের এই আধিক্যতা স্নুতরাং দুর্মূল্যের অভাব কি পূর্ব্বহইতে লোকেরদের স্নুখেচ্ছা অধিক হইয়াছে তাহাতে ব্যয়াধিক্য করে কিন্তু আয় অল্প স্নুতরাং দুঃখের অধিক কারণ হয় যদি কেহ কহেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা স্নুখেচ্ছা অধিক কিমতে হইয়াছে উত্তর এক্ষণে কি আহারের কি পরিধেয় বিষয়ে অত্যন্ত পরিপাটী হইয়াছে পূর্ব্বে বস্ত্রের মূল্য এক মুদ্রা যথেষ্ট ছিল এক্ষণে দশ মুদ্রার বস্ত্রেও মনঃপ্রশস্ত হয় না পূর্ব্বে কেবল শঙ্খালঙ্কার শ্রেয়োমধ্যে গণ্য ছিল এক্ষণে রজতের শঙ্খেও মনোমালিন্য সংপ্রতি বিবেচনা করিলে সকল বিষয়ই অধিক ব্যয়সাধ্য জানিবেন এক্ষণে বিষয়ি লোক অধিক কিন্তু কর্ম্ম স্বল্প স্নুতরাং সকলের দিনপাত দুষ্কর অধিক লিপি বাহুল্য অপর যখন যে বিষয়ে বক্তৃতা হইবেক কৌমুদীতে প্রেরণ না হইবেক এমত নহে নিবেদন মিতি।

কস্যচিত বঙ্গহিত সভাধ্যক্ষচ্ছাত্রস্য

(২৪ মার্চ ১৮৩৮। ১২ চৈত্র ১২৪৪)

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবানুসারে জমিদারেরদের এক সভা স্থাপনার্থ গত সোমবারে অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টাসময়ে শিষ্টবিশিষ্ট মান্য জমিদারেরদের এক বৈঠক হয়। ঐসভাতে উপস্থিত মান্যবরেরা বিশেষতঃ

শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ বসাক শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক শ্রীযুত রাজা বরদাকণ্ঠ রায় শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্রেমচাঁদ চৌধুরী শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল ও তদ্ভ্রাতৃবর্গ শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত মুনশী আমীর শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু রামতনু রায় শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ রায় চৌধুরী…।

তদ্ব্যতিরেকে শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীযুত ডেবিড হের এবং অন্যান্য কতিপয় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

পরে শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়া কহিলেন যে এই সভাধিপত্য সম্ভ্রম নবদ্বীপাধিপতি মহারাজকে দেওয়া উচিত হয় যেহেতুক তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জমিদার বংশ্য ঐ রাজার এই সভাতে সমাগমের অপেক্ষা ছিল কিন্তু এইক্ষণে তাঁহার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত পরে লক্ষণীয় যশোহরের রাজা বরদাকণ্ঠ রায় যেহেতুক তিনি তৎপর কালীন প্রাচীন জমিদার বংশ্য পরন্তু সভাস্থ মহাশয়েরা আমাকে এই সম্ভ্রম প্রদান করিলেন অতএব আমি অত্যাহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করি। পরে রাজা কহিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ শাসনের অধীনে প্রথমতঃ লোক সকল বিলক্ষণ সুখে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইক্ষণে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকারিরাও উদ্বিগ্ন আছেন। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট প্রজারদের হিতার্থ কি কার্য্য করিয়াছেন কএক বৎসর হইল যখন দেশের কোন২ অংশ বন্যাপ্রযুক্ত উপদ্রুত হইল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপনারদের দাওয়া স্থগিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে সুদ সমেত উসুল করিলেন তাহাতে অনেক জমিদারী ভ্রষ্ট হইল ও প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ ঘটিল। প্রজারদের যে সকল অনিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ হয় তন্মধ্য প্রধান অনিষ্টকর নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ। অতএব সময় মতে আমারদের এক সমাজ স্থাপন করা উচিত হয় এইরূপ সমাজের দ্বারা উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে কিন্তু তাবৎ দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন চলিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রায় নিয়তই দরখাস্ত করিতে হইয়াছে এবং যদ্যপি কোন ব্যক্তি ভ্রমপ্রযুক্ত ঐ দরখাস্তে কোন বৈলক্ষণ্য করিয়া থাকে তবে এই সমাজের দ্বারা তাহা সংশোধন হইতে পারে এবং এই সমাজের দ্বারা যাহার যে অনিষ্ট বিষয় অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। এমত উক্ত আছে যে এক গাছি তৃণ অঙ্গুলির দ্বারা অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তি বন্ধন করিতে পারা যায় অতএব প্রজা লোকের ঐক্য বাক্য হওয়া অতি উচিত এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকেরদের উপর চৌকি দেওনের নিমিত্ত এবং গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমারদের দরখাস্ত জ্ঞাত করণের নিমিত্ত এমত এক সমাজ স্থাপন করা উপযুক্ত বোধ হয়।

তৎপরে শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রস্তাব করেন এবং তাহাতে শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রতিপোষকতা করেন তাহা এই যে ভূম্যধিকারি সভা নাম্নী এক সভা হইয়া তাহার নিয়ম সকল নির্দ্ধার্য্য করা যাউক তাহাতে সকলই সম্মত হইলেন।

পরে শ্রীযুত সভাপতির অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব সভার নির্ব্বন্ধ ইঙ্গরেজী ভাষায় পাঠ করিলেন তৎপরে শ্রীযুত সভাপতি ঐ নির্ব্বন্ধ পত্র বঙ্গভাষাতে পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর দ্বিতীয় প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীযুত বাবু

রামকমল সেন যে প্রতিপোষকতা করেন তাহা এইক্ষণে যে সকল নির্ব্বন্ধ পাঠ করা গেল তাহা এই সভার নিয়মস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হউক।

অনন্তর শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব সভাতে যে বক্তৃতা করিলেন তদ্বিষয়ে আমরা এইক্ষণে এইমাত্র কহিতে পারি যে ঐ সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে আমরা যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এই বক্তৃতা উত্তম। তিনি উপস্থিত এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগকে অতি ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যরূপে কহিলেন যে এইরূপে আপনকারদিগের সমাজে একত্র হওয়াতে মহোপকার হইবেক এবং তৎপরে এইরূপ ঐক্য বাক্য হওনেতে যে পরাক্রম জন্মিবে সেই পরাক্রমানুসারে বিবেচনা সিদ্ধ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। ঐ শ্রীযুক্ত বিজ্ঞবর সাহেবের সদ্বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমারদের এমত লালসা হইল যে শ্রোতারদের অন্তঃকরণের মধ্যেও শ্রীযুত সাহেবের তুল্য উৎসাহ জন্মে। তাঁহার বক্তৃতা স্মরণীয় বটে আমরা তাঁহার বক্তৃতার স্থূলাংশ স্মরণ পুর্ব্বক যথাসাধ্য আহরণ করিয়া কল্য মুদ্রাঙ্কিত করিব।

অপর শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কহিলেন যে উক্ত সাহেবের বক্তৃতা যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাহাতে অবশ্য তাঁহারদের সন্তোষ ও জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু এই বৈঠকের তাবৎ ব্যাপার বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ করিতে আমারদের কল্প আছে এই প্রযুক্ত তদ্বিবরণ কথনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। তৎপরে শ্রীযুত দেওয়ান এই প্রস্তাব করিলেন যে কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন বিশেষতঃ শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব ও শ্রীযুত জর্জ প্রিন্সেপ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত মুনশী আমীর ও শ্রীযুত কুমার সত্যচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর। এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী পোষকতা করাতে সকলই সম্মত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল তৃতীয় প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীযুত প্রতিপোষকতা করেন তাহা এই যে সকল মহাশয়রা এই সভার অন্তঃপাতী হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারদের নাম লিখিবার নিমিত্ত এক গ্রন্থ প্রস্তুত করা যায়।

অপর সায়াহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুত সভাপতির নিকটে বাধ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল।

স্বাস্থ্য

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—অতীত মাসাবধি এই কলিকাতা মহানগরে এক প্রকার জ্বররোগ কোথাহইতে আসিয়া প্রায় সর্ব্ব মানবদেহে ভোগ করিতেছে কিন্তু

আহ্লাদের প্রকরণ যে কোন প্রাণির তাদৃশ হানী হয় নাই আর কালধিক্য স্থিতি করে না ৩।৪ দিবসমাত্র আর শরীরে অতিশয় দৌর্ব্বলতাকারক এই জ্বরের ঔষধ বাঙ্গালী বৈদ্য মহাশয়েরা কি সেবন করাণ তাহা অনভিজ্ঞ কিন্তু কিয়দ্দিবস হইল শোভাবাজারস্থ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের ঐ পীড়া হইয়াছিল শুনিলাম যে নৃপনিকেতনের সুচিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর হালিডে সাহেব যিনি কোম্পানিরও প্রেসিডেন্ট সরজন রেচনদ্বারা তিন দিন মধ্যে মহারাজকে সুস্থ করিয়াছেন কেহ বা স্নানদ্বারা আরোগ্য করিতেছেন…।

(২৭ জুন ১৮৩৫ । ১৪ আষাঢ় ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—কলিকাতা মহানগরে পীড়িত ব্যক্তিদিগের আরোগ্য নিমিত্তে এক চিকিৎসালয় স্থাপন হওন জন্য অনেক২ প্রধান লোকেরা কমিটি ও পরামর্শ করিয়া শ্রীযুত সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেবকে প্রধান অধ্যক্ষ অর্থাৎ সভাপতি করিয়াছেন। গত ১৮ জুন বৃহস্পতিবার ঐ বিষয়ক উদ্যোগে টৌনহালে এক মহাসভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেব সভাপতি হইয়া উপবেশন করেন। তৎকালীন ডাক্তর জক্সন সাহেব ও ডাক্তর মারটিন সাহেব ও ডাক্তর নিকলসন সাহেব এবং শ্রীযুত সর এডওয়ার্ড রৈয়ন ও সর চার্লস গ্রাণ্ট ও শ্রীযুত লর্ড বিসব ও শ্রীযুত আর ডি মাইঙ্গলস সাহেব প্রভৃতি ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়েরা অনেকেই উপস্থিত হন তদ্ভিন্ন এদেশস্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তথা বাবু রামকমল সেন ও বাবু রোস্তমজি ও বাবু রাধাকান্ত দেবপ্রভৃতি অনেক মহাশয়েরা ঐ সভায় সমাগত হইয়া শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ইঙ্গলণ্ডীয় প্রধান২ মহাশয়েরা ঐ চিকিৎসালয় হইলে যে রূপ উপকারদায়ক হইবেক তাহার বক্তৃতা নানা রূপ করিলেন। ঐ চিকিৎসালয় স্থাপন করাতে তাবৎ মহাশয়েরদিগের অভিপ্রায় ও বক্তৃতার সারভাগ নীচে লিখিত হইল।

সকল জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও মতানুসারে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার্থে ধন দান ও সাহায্য করা যে গুরুতর পুণ্য ও লৌকিক এক মহা প্রতিষ্ঠার কারণ ইহাতে কেহ অস্বীকৃতৎ নহেন প্রায় সকলে অবগত আছেন বিশেষতঃ ডাক্তর সাহেবদিগের দ্বারা জানা যাইতেছে যে অনেক দীন দুঃখি লোক কম্পজ্বর ইত্যাদি নানা রোগে পীড়িত হইয়া চিকিৎসা ও যত্নাভাবে নষ্ট হইতেছে। যদ্যপি কিয়ৎকালাবধি এই মহানগরে দুই চিকিৎসালয় এক চাঁদনি চকে দ্বিতীয় গরানহাটা স্থানে স্থাপিত আছে কিন্তু গরানহাটার চিকিৎসালয় চাঁদনিচকের আরোগ্যালয়হইতে ক্ষুদ্র আর গরানহাটাও চাঁদনি চক প্রায় ডেড় ক্রোশের অধিক ব্যবধান ইতি মধ্যে ও ইহার চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূরি২ লোকের বসতির স্থান ঐ মধ্যবর্ত্তি স্থানের স্থায়ি ব্যক্তিসকল পীড়িত হইলে উক্ত চিকিৎসালয় দ্বয় বহু দূরস্থ বিধায় ও সূর্য্যের উত্তাপ ইত্যাদি ব্যাঘাত নিমিত্তে উক্ত দুই স্থানের কোন স্থানে যাইতে

অশক্ত হয়। সুতরাং তাহারদিগের নিরাময়ার্থে কোন যত্ন ও চিকিৎসা হইতে পারে না অতএব অত্যন্ত উচিত জানা যাইতেছে যে ঐ দুই স্থানের মধ্যে মেছুয়া বাজারের নিকটবর্ত্তি কোন বিশেষ স্থানে তৃতীয় এক চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয় এবং ঐ চিকিৎসালয়েতে এরূপ প্রণালি করা যায় যে রুগ্ন ব্যক্তিরা যে কেহ অভিলাষ করে ও অশক্তপর হয় অক্লেশে অনায়াসে ঐ স্থানে থাকিয়া আপন২ পীড়ার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করায় এবং ঐ স্থানে পীড়িত ব্যক্তিদিগের থাকিবার জন্য পৃথক২ স্থান নির্ণয় ও চিহ্নিত থাকিবেক। যে কোন বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সংস্পর্শ না হয়। যাহাতে জাতীয় ও ধর্ম্ম বিষয়ে কোন ব্যাঘাতের আশঙ্কা না থাকে পরন্তু এ অভিলাষ সিদ্ধ হওয়া এদেশস্থ ধনি শিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাহায্য ও দয়াভিন্ন কোন মতে সম্ভবপর নহে ও এদেশস্থ প্রধান মহাশয়দিগের স্বদেশীয় লোকের উপকার নিমিত্তে উক্ত কর্ম্মে নানা রূপ সাহায্য করা অত্যন্ত শ্রেয় এবং এমত সন্দেহ নাই যে বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই এবিষয়ে বিশেষত মনোযোগ না করিবেন। কিন্তু যখন জানা যাইবেক যে তাবৎ মহাশয়েরদিগের কর্তৃক কিপর্য্যন্ত ধনের আনুকূল্য হইবেক তখন এবিষয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধনদাতাদিগের সহিত সভা করিয়া সকলের পরামর্শ মতে ঐ চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার যেমত উচিত কর্ত্তব্য হইবেক করিবেন।

কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়েরা অভিপ্রায় করেন যে কোন মহাশয় এবিষয়ে অধিক ধন প্রদান করিবেন তাঁহার সৌরভ ও গৌরবার্থে এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবার জন্যে ঐ চিকিৎসালয়ের মধ্যে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় করিয়া ঐ ধনদাতার নামে চিহ্নিত করিয়া দেন।

• এদেশস্থ মহামহিম মহাশয়দিগের মনোযোগপূর্ব্বক প্রবিধান করা কর্ত্তব্য যে ঐহিক পারমার্থিকের পুণ্য ও সুখ্যাতি ও সুপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ধন দান করার এই এক উত্তম পথ বটে।

শ্রীযুত ডাক্তর মার্টিন সাহেবের মাসিক হিসাব দৃষ্টে জানা গেল যে সর্ব্বদা অধিক লোক পীড়িত হওয়াতে চাঁদনি চকের চিকিৎসালয়ের ব্যয়ানন্তর অতিঅল্প টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহাও সংক্ষেপকালে ঐ চিকিৎসালয়ের ব্যয় নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক। অতএব চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উপরি উক্ত তৃতীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে ঐ অল্প ধনে হস্তক্ষেপণ করা উচিত জানিলেন না ইতি।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

আমরা ১৮৩৫ সালের ৯ আপ্রিল তারিখে লিখিত মেদিনীপুরের এক পত্রহইতে নীচে লিখিত বিষয় প্রকাশ করিলাম।

...বর্ত্তমান মাসের ২ তারিখে একাদশ ঘণ্টার কালে মেদিনীপুরের ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে

মেদিনীপুরনিবাসি ও ইউরোপীয় লোকেরা এক সভা করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের অভিপ্রায় পীড়িত লোকেরদের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপনের চাঁদা করিবেন। প্রথমতঃ কোন্ মহাশয় এবিষয় উপস্থিত করেন তাহা আমি জানি না কিন্তু মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট সাহেব সভা ডাকিয়াছিলেন তৎপরে এবিষয় সম্পন্নকরণার্থ এক কমিটি মনোনীত হইলেন এবং চাঁদাপত্রে সাত শত টাকার অঙ্কপাত হইল। আর সভার মধ্যস্থ কএক মহাশয় এমত স্বাক্ষর করিলেন যে তাহাতে প্রতিমাসে ৭০ টাকা স্থিত হইল শ্রীযুত আর মার্টিন সাহেব শ্রীযুত কর্ণেল জি কুপর সাহেব শ্রীযুত কাপ্তান ক্রাপ্‌ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর চেম্বর্লে সাহেব এই কএক জন কমিটি হইয়াছেন এবং বোধ হয় শেষোক্ত ব্যক্তিই চিকিৎসালয়ের কর্ত্তা হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২০ চৈত্র ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।— ...এই অঞ্চলে বহুকালাবধি এতদ্দেশীয় এক চিকিৎসালয় স্থাপনের আবশ্যক ছিল এইক্ষণে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। হুগলি শহরের মধ্যস্থলেই অর্থাৎ পোলীস থানার চৌকির নিকটে নিরূপিত ঐ চিকিৎসালয়ে সর্ব্বজাতীয় রোগিব্যক্তিরা বিনা ব্যয়েতে আরোগ্য প্রাপ্ত হইতেছেন। উক্ত স্থানে উত্তম বৃহৎ এক বাটী কেরায়া হইয়া তাহাতে হিন্দু মোসলমান রোগিরদিগকে স্বতন্ত্র২ কুঠরী দেওয়া গিয়াছে ঐ চিকিৎসালয়ের কর্ম্মকারক ও তদ্বিষয়ে ব্যয়ের ফর্দ প্রকাশ করিতেছি তাহাতে অনায়াসে বোধ হইবে যে রোগিরদের জাতীয় মানবিচের বিষয়েও কোন হানি সম্ভাবনা নাই। গত ফেব্রুআরি মাসে তথায় কত রোগির চিকিৎসা হয় তাহার সংখ্যা নীচে লিখিতেছি তৎদৃষ্টে পরমসন্তোষ জন্মে। মৃত ব্যক্তিরদের সংখ্যা দৃষ্টি করিলে অনুভব হয় রোগিরা অন্যত্র চিকিৎসাবিষয়ে ভগ্নাশ না হইয়া প্রায় এ স্থলে আইসে নাই।

এই চিকিৎসালয়ের খরচ অতিপ্রসিদ্ধ ইমামবাটীর যে জমিদারী ৺ প্রাপ্ত হাজি মহম্মদ-হুসেন দান করিয়া যান তাহার উপস্বত্বহইতে চলিতেছে। এবং শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের উদ্যোগেতে এই অতিপ্রশংস্য ব্যাপার নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত শ্রীযুত সাহেব উদ্যোগ ও প্রযোজকতাবিষয়ে নিতান্ত অশ্রান্ত উৎসাহী। এই চিকিৎসালয় স্থাপন এবং হুগলির বিদ্যালয় স্থাপন ও হর্টিকল্‌তুরাল সোসৈটি স্থাপনে শ্রীযুত সাহেব যেরূপ মহোদ্যোগ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত তিনি অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদযোগ্য হন। কেষাঞ্চিৎ হুগলিনিবাসিনাং।

এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত কর্ম্মকারকবর্গ।

১	মোসলমান হকিম মাসিক		...	৭৫
১	হিন্দু কবিরাজ ...	ঐ	...	৩০
১	তদধীন কবিরাজ ...	ঐ	...	৮
২	ঔষধ প্রস্তুতকারক ...	ঐ	...	১২

১	মুহুরীর	... ঐ	...	৫
১	পাচক ব্রাহ্মণ	... ঐ	...	৫
২	পাচক মোসলমান	ঐ	...	৭
১	ভিস্তিওয়ালা	... ঐ	...	৪
১	মেহতর	... ঐ	...	৪
৩	দরওয়ান ও হরকরা	ঐ	...	১৪
				১৬৪

সম্ভ্রান্ত লোক

(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আষাঢ় ১২৩৭)

এইক্ষণে ১৮৩০ সাল সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে ৫৬ বৎসর হইল ইহার মধ্যে এই নগরের কত লোক কাঙ্গাল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না যেহেতুক যাহারদিগের মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে গিয়াছে সে সংসার প্রায় ছারখার রাজা আমারদিগের মঙ্গলার্থে কোর্ট স্থাপন করিয়াছেন এবং অতিবিজ্ঞ ধার্ম্মিক বিচারক বিচারকর্ত্তা তাহাতে নিযুক্ত করিয়া থাকেন হতভাগারদিগের ভাগ্যে সূক্ষ্ম বিচার হইলেও অমঙ্গল ঘটে যেহেতুক খরচার দায় প্রায় ধনের শেষ হয় এবং সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলে বাদী বিবাদী অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারে না সুতরাং ধনোপার্জনে নিবৃত্ত থাকিয়া ধনক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয় যদি বল ধনী সকল আপন ধন মৃত্যুকালে যথাশাস্ত্র বিবেচনামতে উত্তরাধিকারিরদিগের দেয় না এই কারণে বিবাদ হয় সুতরাং সুপ্রিম কোর্টে সূক্ষ্ম বিচারপ্রাপ্ত হইতে যায় ইহা সত্য কথা কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এই নগর মধ্যে ধনী ও বিবেচকাগ্রগণ্য বাবু নিমাইচরণ মল্লিক খ্যাত ছিলেন এবং সুপ্রিমকোর্টের রীতি বিলক্ষণ জানিতেন অপর পণ্ডিতসমূহের সহিত সর্ব্বদা সহবাস ছিল তাঁহার বিবেচনার ক্রটী স্বীকার করিতে পারা যায় না তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে যে উইল বা ইচ্ছাপত্র অর্থাৎ আপন সম্পত্তি যাঁহাকে যাহা দেয় তাহা কএক পত্র করিয়া যান তদ্বিশেষঃ। বাবু নিমাইচরণ মল্লিক আপন মৃত্যুর কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিকের নামে এক উইল করেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্পত্তি হইতে তাঁহার পুত্র তুই জন এবং শ্রীযুত বাবু রামতনু মল্লিক বাবু রামকানাই মল্লিক শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক বাবু হিরালাল মল্লিক শ্রীযুত বাবু সরূপচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু মতিলাল মল্লিক এই আট জনে প্রত্যেকে তিন লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন অবশিষ্ট কোম্পানির কাগজ নগদ তালুক ও বাটী ও ভূম্যাদি ও এলবাস পোশাক ও সোনারূপার গহনা ও বাসন ও জওয়াহেরপ্রভৃতি সম্পত্তির কর্ম্মকর্ত্তা ঐ তুই জন এবং ঐ তুই জনে পিতার দেনা দিবেন পাওনা আদায় করিয়া লইবেন

ও পিতামাতার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ করিবেন আর সর্ব্বদা পুণ্য কর্ম্ম করিবেন যখন যে যে পুণ্যকর্ম্ম কিম্বা অন্য কর্ম্ম করিবেন তখন তাঁহারদিগের অন্য ছয় সহোদরকে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহাতে তাঁহারা সম্মত হন তবে আট সহোদর মিলিয়া সে কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন সম্মত না হন তবে তাঁহারা দুই জনে যাহা ভাল বুঝেন তাহা করিবেন তাহাতে কেহ কোন আপত্তি করেন সে অগ্রাহ্য এবং আর এক কোডেসেল করেন তাহাতে ঐ দুই জনকে অনেক পুণ্যকর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দেন এবং আর দুই কোডেসেল করেন তাহাতে দশ হাজার টাকা করিয়া ঐ দুই জনের নিকট রাখিয়া তাহার দুই কন্যাকে প্রতিবৎসর আট শত টাকা করিয়া উপস্বত্ব দিতে আজ্ঞা করে ১২১৪ সালের কার্ত্তিক মাসে বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের যে দিবস ৺প্রাপ্তি হয় তাহার তৃতীয় দিবসে ঐ ছয় সহোদর ঐ দুই সহোদরের নামে সুপ্রিম কোর্টে বিল ফাইল করিলে ধারামত এনসোএর ও উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয় যে নিমাইচরণ মল্লিক যে উইলপ্রভৃতি করিয়াছেন তাহা শাস্ত্র সম্মত এবং মঞ্জুর হইল তাঁহার পুত্রদিগকে যে তিন লক্ষ টাকা করিয়া দিতে লিখিয়াছেন তাহা দিবা এবং যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করিতে লেখেন তাহা একবার ঐ দুই জনে করিবেন সে কর্ম্ম হইয়া যে ধন থাকিবেক তাহাতে সমান স্বত্বাধিকারী আট পুত্র সেই অবশিষ্ট ধনের কর্ম্মকর্ত্তা ঐ দুই জন। এই সকল বিষয়ের হিসাব স্থির করিয়া শীঘ্র রিপোট করিতে কোর্টের মাষ্টরকে ভার হইল নিমাইচরণ মল্লিকের আজ্ঞার অভিপ্রায়ে অর্থাৎ স্বকুলের ধারামতে ঐ দুই জন তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডকরণে সাত লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করিলে ঐ ছয় জন আপত্তি করিলেন যে সত্তরি হাজার টাকা ব্যয় করিলে উপযুক্ত হইত। পরে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইলে মাষ্টর ঐ ছয় জনের পক্ষে রিপোর্ট করিলে দুই জনে একসেপসন করার কোর্টে শুনানি হইলে ঐ রিপোর্ট না মঞ্জুর হইয়া হুকুম হয় যে শ্রাদ্ধে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সাবুদ হইলে মুজুরা পাইবেন তাহাতে তাবৎ বিতরণ কারক দ্বারা প্রমাণ হইলে মাষ্টর ছাটছোট করিয়া ২০৫১০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে স্থির বুঝিয়া রিপোট করিলে উভয় পক্ষের একসেপসন হইয়া কোর্টে শুনানি হইলে ঐ রিপোর্ট মঞ্জুর হুকুম হয় ঐ হুকুমে অসম্মত হইয়া উভয় পক্ষে বিলাত আপিলের দরখাস্ত করেন কিন্তু দুই জনের প্রোশডিং অর্থাৎ কাগজাত কোন কারণে যাইতে না পারিবায় ছয় জনের কাগজপত্র এক তরফ আপিলে শুনানিতে তথাকার বিচারকর্ত্তা ঐ ব্যয় অধিক বোধ করিয়া পুনর্ব্বার তদারক করিবার জন্যে মাষ্টরকে ভারার্পণ করিতে হুকুম দেন তাহাতে মাষ্টরের নিকট ঐ ছয় বাবুরা পিতা মাতার শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডীকরণের ব্যয়ের টাকা এবং পুণ্যকর্ম্মের ব্যয়ের টাকা অনেক ন্যূন করিবার নিমিত্তে ইষ্টেটমেণ্ট দাখিল করিয়াছেন। মধ্যে গত সেপ্তম্বর মাসে ছয় জনের দরখাস্ত মতে নিমাইচরণ মল্লিকের ইষ্টেটসংক্রান্ত যতটাকা ঐ দুই জনের নিকট ছিল তাহা সমুদায় অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের টাকাসমেত কোর্টে দাখিল করিতে হুকুম হইয়াছে পরে ঐ দুই জন দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে মাতার শ্রাদ্ধের ২০৫১০০ টাকা কোর্টে না

গিয়া তাঁহারদিগের নিকট থাকে কারণ তিনি অতিবৃদ্ধা ও পীড়িতা হইয়াছেন তাহাতে কোর্ট হুকুম দিলেন যে এ টাকা স্বতন্ত্র থাকিবেক যখন আবশ্যক হইবেক তখনি পাইবেন কিন্তু তাঁহার ৺ প্রাপ্তি হইলে ঐ শ্রাদ্ধের টাকা শীঘ্র পাইবার দরখাস্ত দুই জন করিলে মাষ্টর রিফেরেনস আরম্ভ করিয়া সাবেক প্রোশডিং দৃষ্টে এবং সংপ্রতিও পণ্ডিত ও কৃতকর্ম্মা বড় মানুষদ্বারা সাবুদ লইয়া শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডীকরণে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক ইহা শ্রাদ্ধের দুই তিন দিবস থাকিতে রিপোর্ট করিলেন।

ইহাতে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারিবেন মল্লিক বাবুদিগের মোকদ্দমা ২২।২৩ বৎসর-পর্য্যন্ত হইতেছে অদ্যাপি শেষ হয় নাই দুই পক্ষে খরচও অনুমান ১৮।১৯ লক্ষ টাকা হইয়া থাকিবেক অতএব ইহাতে কি শ্রেয় আছে ইঁহারা অতিধনী এ জন্য অদ্যাপি যুদ্ধ করিতেছেন অন্যের অসাধ্য।

(২৮ আগষ্ট ১৮৩০। ১৩ ভাদ্র ১২৪০)

—শ্রীলশ্রীমতী বেগম শমরু বাষ্পীয় জাহাজের চাঁদাতে সহী করিয়াছেন।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২)

অবগত হওয়া গেল যে হত ফ্রেজর সাহেবের হন্তাকে যিনি ধরিয়া দিবেন তাঁহাকে পুরস্কার দেওনার্থ দিল্লীবাসি ইউরোপীয় সাহেব লোকেরা যাহা সহী করিয়াছেন তদ্ব্যতিরিক্ত দিল্লীর শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ পুরস্কারস্বরূপ ১২০০০ টাকা নগদ ও বার্ষিক ৬০০ টাকা বৃত্তি দিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং বেগম শমরুও ঐ হত সাহেবের প্রতি স্বীয় স্নেহ সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপনার্থ ধারক ব্যক্তিকে ১০০০ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

(১৬ এপ্রিল ১৮৩৬। ৫ বৈশাখ ১২৪৩)

মৃতা বেগমের জায়গীর।—মৃতা বেগম শমরুর অধিকারের মধ্যে বাদশাহপুরের জায়গীর গুরগাঁওস্থানে প্রতিবৎসরে মেলা হইয়া থাকে তাহাতে চতুর্দ্দিগহইতে ভূরি২ লোক সমাগত হয়। এইপর্য্যন্ত বেগমের ১০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য ও ৪ পল্টন সিপাহী ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিলেও তাঁহার আমলে নানাপ্রকার অত্যাচার হইত। কিন্তু বেগম শমরুর মৃত্যুর পরঅবধি উক্ত জায়গীর কোম্পানির হস্তগত হইয়া এইক্ষণে শ্রীযুত চার্লস গবিন্স সাহেব যে জিলার কর্তৃত্ব করিতেছেন ঐ জিলাভুক্ত হইয়াছে। ঐ স্থানে এই মাসে যে মেলা হয় তাহাতে অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা যদ্যপি অধিক জনতা হয় এবং অল্প সওয়ার ও বরকন্দাজ নিযুক্ত থাকে তথাপি সাহেবের সুনিয়মপ্রযুক্ত অত্যাচার মাত্র হয় নাই।

(৯ এপ্রিল ১৮৩৬ । ২৯ চৈত্র ১২৪২)

বেগম শমরু।—শুনা গেল যে মৃতা বেগম শমরুর যে ৩০ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে তদ্ব্যতিরেকে বাটী জহরাৎ আভরণ ও জায়দাদ ইত্যাদিতে ৬০ লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না। সৌভাগ্যক্রমে এই সম্পত্তি তাঁহার উত্তরাধিকারীই পাইবেন। কিন্তু এই বহুল সম্পত্তি যে তিনি অবিরোধে প্রাপ্ত হন এমত বোধ হয় না যেহেতুক আগ্রা আকবারের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে তাঁহার পিতা শ্রীযুত কর্ণল ডাইস সাহেব মিরটের দেওয়ানী আদালতে ঐ বিষয়ের কিয়দংশপ্রাপণার্থ নালিস করিয়াছেন।

(২০ নবেম্বর ১৮৩০ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

গত ৭ রবিবার কলিকাতার নিম্বতলা সন্নিকৃষ্ট নিবাসি পীতাম্বর লানামক এক ব্যক্তি জ্বররোগেতে অভিভূত হইয়া নয় দিবসপর্য্যন্ত শয্যাগত থাকিয়া লোকান্তর গত হন তাহাতে তৎসম্পর্কীয় তাবল্লোক অত্যন্ত খেদসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান ও সুশীল সদন্তঃকরণক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আঠার বৎসরপর্য্যন্ত তিনি শ্রীযুত আনরবিল সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেবের নিজ মুহরী ছিলেন এবং যাহাতে শ্রীশ্রীযুতের সন্তোষ জন্মিত এমত কর্ম্ম তিনি সতত নির্ব্বাহ করিতেন ইঙ্গরেজী ভাষায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুগণেরা তাঁহার যে ভরসা রাখিতেন তাহা নির্দ্দয় কৃতান্তের শাসনেতে এইক্ষণে লোপ হইল।

(২৯ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১৭ মাঘ ১২৩৭)

…মোকাম শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহুড়ি মহাশয় যিনি মীর্জাপুরের প্রধান বিচারাধ্যক্ষের সেরেস্তাদারি কর্ম্মে প্রায় ১০ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন তেঁহ এক্ষণে আমারদিগের ভাগ্যক্রমে এই কোর্টের [আলিপুরের কোর্ট আপীলের] তৃতীয় বিচারাধ্যক্ষের মীর মুন্সী অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন।

(৫ নবেম্বর ১৮৩১ । ২১ কার্ত্তিক ১২৩৮)

পাঠকবর্গ অবগত আছেন মেং ড্রোজুনামক এক জন এতদ্দেশজাত ফিরিঙ্গি হিন্দু কালেজের শিক্ষক ছিলেন তিনি বালকদিগকে অসদুপদেশদ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম পথে গমন রোধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এ কথা রাষ্ট্র হওয়াতে কালেজাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে তৎকর্ম্মচ্যুত করেন এমত শুনা গিয়াছে। তিনি এইক্ষণে ইষ্টিণ্ডিয়াননামক এক ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন।…

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

শারদীয় পূজা।……উক্ত বাবু [প্রসন্নকুমার ঠাকুর] হিন্দু দেবদেবীর নিন্দক। যদ্যপিও তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠেরদের অনুরোধে অথবা তাঁহার মিত্রের সন্তোষার্থে তিনি শারদীয় পূজা

করিলেন তথাপি তিনি দেবদেবীর পূজা ছেলেখেলার ন্যায় জ্ঞান করেন। অপর চন্দ্রিকাপ্রকাশক লেখেন যে তাঁহার এবং তাঁহার সহোদরেরদিগের ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যাকরা ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্ন ও নিয়মিত সময়ে দর্শন পূজন জপ যজ্ঞাদিতে কিপ্রকার রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কিমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তৎকর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে ইঁহার তুল্য অবিবেচক আর নাই। এই সকল কথা অমূলক যেহেতুক বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও কালীকুমার ঠাকুর ও নন্দকুমার ঠাকুর হিন্দুশাস্ত্রের বিধান কিছুই মানেন না কেবল বাবু হরকুমার ঠাকুর হিন্দুরদের আচারে রত। তাঁহারদের বংশের মধ্যে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রধান রিফার্ম্মর এবং সর্ব্ববিষয়েতেই তিনি আপনার ভ্রাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চন্দ্রিকা কিনিমিত্ত ঐ বাবুরদিগের উপাসনা করেন ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। তাঁহারা যে সতীধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপনার্থ এক পয়সায় সহী করিবেন ইহা তিনি কখন মনে না করুন। সতীবিরুদ্ধ রেনিজেসিয়ানের পক্ষে যে দরখাস্ত বাবু রামমোহন রায় বিলাতে লইয়া গিয়াছেন ঐ দরখাস্তে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্বহস্তে সহী করিয়াছেন ইহা কি চন্দ্রিকাপ্রকাশক জ্ঞাত নহেন। তবে চন্দ্রিকাপ্রকাশকের তাঁহারদিগের অনুরোধকরণে অভিপ্রায় কি তিনি কি ইঁহারদিগের দ্বারা ধনোপার্জন করিতে চাহেন···। কস্যচিত সত্যবাদিনঃ।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮)

সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক।—

শ্রীযুত বাবু নবকিশোর সেন সকলকে জ্ঞাত করাইতেছেন তাঁহার শ্রীরামপুরের বাটীহইতে গত ১৯ পৌষ সোমবার রাত্রে সিঁদ দিয়া বহুবিধ দ্রব্য লইয়া গিয়াছে···।

হীরার কণ্ঠা। ······ ···	১ ছড়া	বালা। ······················	১ জোড়া
সোণার কামারাঙ্গাহার। ······	১ ছড়া	রূপার হুঁকার খোল। ··········	১টা
সোণার কোমরপাট্টা। ··········	১ ছড়া	মাঠামাদুলি। ··················	১ জোড়া
মুড়কিমাদুলি। ················	১ জোড়া	ধানিমাদুলি ··················	১ জোড়া

(১৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ৬ মাঘ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়।—গত শুক্রবারের ইনকোয়েরর পত্রে লেখেন যে শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সদর আমীনের পদপ্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন এবং লেখেন যে তাঁহার তৎপদপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অপর শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের তৎকর্ম্মে যোগ্যতাবিষয়ে ঐ সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত নহি অনেককালাবধি শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমারদের আলাপ পরিচয় আছে এবং যদ্যপিও তাঁহার

আমারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সৎপ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কহিতে হইলে জ্ঞান বুদ্ধিতে তাঁহার তুল্য এতদ্দেশে অপর ব্যক্তি দুর্লভ। যদ্যপি তিনি তদুচ্চপদ প্রাপ্ত হন তবে স্বীয় বুদ্ধির নৈপুণ্যপ্রযুক্ত তৎকর্ম্মের যে সুসম্পাদন করিবেন এবং কর্ম্মসুসম্পাদকতাদ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত প্রশংসনীয় হইবেন যে উত্তরকালে তিনি প্রধান সদর আমীনের পদ প্রাপ্তিযোগ্য হইবেন এমত আমারদিগের দৃঢ় বোধ আছে।

(২৭ জুন ১৮৩২। ১৫ আষাঢ় ১২৩৯)

……বাবু রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে যদ্যপিও আমারদিগের তাদৃশ আলাপাদি নাই তথাপি আমরা ইহা জানি যে যখন যাঁহার সঙ্গে তাঁহার আলাপাদি হইয়া থাকে সে অতিশিষ্টতারূপ। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আচার ব্যবহারেতে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় যাহা কহিবেন সুতরাং তাহাই আমারদের বিশ্বাস্য। উক্ত বাবু স্বয়ং বিবিধ বিদ্যাতে বিদ্বান্ এবং সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের প্রধান পোষক ও প্রয়োজক ইহা কে না অবগত আছেন। তিনি প্রথমাবধি হিন্দু কালেজ ও স্কুল বুক সোসৈটি ও হিন্দু পাঠশালার কর্ম্মে অন্যাপেক্ষা অত্যন্ত মনোযোগী আছেন এবং চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়াপেক্ষা অগ্রসর হইয়া তিনি স্বদেশীয় বালিকারদের বিদ্যাধ্যয়নের বিষয়েও পোষকতাচরণ করিয়াছেন। স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরম্ভকালে ত্রিশ জন বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তাঁহার বাটীতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মধ্যে প্রথম যে হিন্দু কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে আনীতা হয় সে ঐ বালিকারা। এবং শ্রীমতী বিবি উইলসনের পাঠশালাতে যে অনেকবার বালিকাগণের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও ঐ বাবুকে আমরা দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি বালিকারদের যাহাতে বিদ্যা শিক্ষাতে উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাব্যোপদেশ তাহারদিগকে দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কীদৃশ উপকার এমতও তাহারদিগকে অনেক উপদেশকর্ত্তা করিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। আমরা ইহাহইতেও অধিক বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি তাঁহার কিয়ৎ জমীদারী দিয়া আমারদের গমনাগমন থাকাতে তাঁহার কতক প্রজারদের সঙ্গেও পরিচয় আছে অতএব আমরা সানন্দে লিখিতেছি জমীদারস্বরূপেও তিনি অতি সদ্বিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত আমরা জ্ঞাত হইয়াছি।……

(১৮ জুলাই ১৮৩২। ৪ শ্রাবণ ১২৩৯)

বালশাস্ত্রী জজবী।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক লিখিতেছি যে পুণ্যনগরে গবর্ণমেণ্টের পাঠশালার প্রধান শাস্ত্রী বালশাস্ত্রী জজবী গত সোমবারে ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরলোকগত হন। তিনি পুণ্যনগর ও বোম্বাই রাজধানীস্থ তাবৎ প্রধান২ হিন্দু লোকের নিকটে অতিপরিচিত ছিলেন এবং অত্যন্ত বিদ্যাবান্ এমত সকলেই জ্ঞাত ঐ শাস্ত্রী সংস্কৃত বিদ্যায় অতিনিপুণ ও কবি অলঙ্কার ও নাটক শাস্ত্রেও বিলক্ষণ প্রজ্ঞ। এডুকেসন সোসৈটির কর্ম্মে তিনি ১৮২৪ সালে নিযুক্ত হইয়া ঐ সোসৈটির নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এক ডিক্সানরি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ

পূর্ব্বে হার্টিন সাহেবের গণিত শাস্ত্রের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় পদ্যচ্ছন্দে অনুবাদ করিতেও উদ্যুক্ত ছিলেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসেতে তাঁহার সাহায্য ও গুণের দ্বারা অনেক ফল দর্শিবে এমত অনেকের ভরসা ছিল। তাঁহার বয়ঃক্রম ছত্রিশ বৎসরমাত্র হইয়াছিল।—বোম্বে দর্পণ।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩২। ৪ ভাদ্র ১২৩৯)

হেষ্টিংশ সাহেবের স্মরণার্থ অট্টালিকা। হেষ্টিংশ সাঁকো।—লার্ড হেষ্টিংশ সাহেবের স্মরণার্থ অট্টালিকা ও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনার্থ যাঁহারা চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন গত ১৩ সোমবারে তাঁহারদের টৌনহালে এক বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুত চেষ্টর সাহেব সভাপতি হইতে আহূত হইলেন।

শ্রীযুত ধনাধ্যক্ষ সাহেবেরদের হিসাব মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইল।

ঐ অট্টালিকাগ্রন্থনার্থ সর্ব্বসুদ্ধ ৬০৫২১ টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল তন্মধ্যে ৬৪৭৩ টাকা হস্তে আছে অবশিষ্টসকল গবর্ণমেণ্ট হৌসের লালদীর্ঘিকার সম্মুখস্থ অট্টালিকা নির্ম্মাণে ব্যয় হয়।

উক্ত মৃত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনার্থ যে টাকা চাঁদায় স্বাক্ষর হয় তাহার সংখ্যা ৩০৫৭১ তন্মধ্যে ২৫৩৩১ টাকা তৎকর্ম্মে ব্যয় হইয়াছে উদ্বৃত্ত টাকা উপরিউক্ত টাকার সঙ্গে যোগ করিয়া ১২০০০ হয়। অতএব ঐ বৈঠকের অভিপ্রায় এই যে এইক্ষণে ঐ টাকাতে কি কার্য্য করা যাইবে। তাহাতে ঐ সাহেবেরা সকলেই একবাক্য হইয়া এই স্থির করিলেন যে কোম্পানির বাগানের আড়পার ও কলিকাতা এই উভয় স্থানের মধ্যে যে নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে সংক্রম সুসম্পন্নার্থ ব্যয় হয়। এবং ঐ সংক্রম উত্তরকালে হেষ্টিংশ সাঁকোনামে খ্যাত হয়।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভাদ্র ১২৩৯)

৺হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন।—আমরা শোকাকুল হইয়া প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গ বিশেষাবগত আছেন আসাম গুয়াহাটিনিবাসি হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন অতিপ্রধান বিখ্যাত লোক তিনি গত ১১ শ্রাবণ কোন রোগোপলক্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তরগমন সম্বাদে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি যেহেতুক তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসরের অধিক নহে সুপুরুষ শিষ্টশান্ত শরলান্তঃকরণ শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক দেব পিতৃকর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত সর্ব্বত্র সম্মানান্বিত বিশেষতঃ প্রধান রাজকর্ম্ম করিয়াছেন ইদানীং আসিষ্টাণ্টমাজিস্ত্রেট হইয়াছিলেন এবং ধনী লোকোপকারী লোকহিতার্থে সর্ব্বদা রত থাকিতেন তদ্বিশেষ তদ্দেশীয় লোকসকল জ্ঞাত আছেন এবং তাঁহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতাদির সহিত যে যে কীর্ত্তি করিয়াছেন তন্মধ্যে এতদ্দেশে যাহা প্রকাশ আছে তৎস্মরণেও লোকোপকারিতা গুণ বিবেচনা হইতে পারিবে। আদৌ ঐ ফুক্কন মহাশয় এতদ্দেশের বিশেষতঃ তদ্দেশের উপকারার্থ বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের উপদেশস্বরূপ বিবিধ সম্বাদ লিখিয়া সমাচারপত্রে প্রচার করিয়াছিলেন তত্তৎ সমাচার রাজা প্রজার গোচরহওয়াতে

অনেক উপকার হইয়াছে। পরন্তু আসাম বুরঞ্জি পুস্তকপ্রকাশে তাঁহার বিশেষ গুণ ব্যক্ত হয় ঐ পুস্তকমধ্যে তদ্দেশের রাজাবলী ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনা রাজ্যশাসন রীতি ব্যবহার চরিত্র লোকের ক্ষমতা বিদ্যা এবং নদ নদী পর্ব্বতাদির বিশেষ লিখিয়াছেন এবং বাণিজ্যব্যাপারেরও কি রীতি এবং শস্যাদির উৎপত্তিবিষয়ক বহুতর বিষয়ে গ্রন্থ চারি খণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে আপন পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় অনেক করিয়াছেন কেন না ঐ গ্রন্থ তাবৎ আপনি রচনা করিয়া নিজার্থব্যয়দ্বারা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন ইত্যাদি।

অপর ধার্ম্মিকতাবিষয়ে অর্থাৎ দেব পিতৃকর্ম্মে কিপ্রকার শ্রদ্ধা ছিল তাহাও কিঞ্চিৎ লিখি। দুই বৎসর গত হইল আপন বিষয়কর্ম্ম তাবৎ রহিত করিয়া কাশ্যাদি তীর্থে গমন করিয়া নানা ধামে কায়িক কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক বহুধন ব্যয় করিয়া অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা তদ্দেশীয় ও তত্রস্থ লোক অনেকে জ্ঞাত আছে।

অপর কামাখ্যাযাত্রাপদ্ধতি এক গ্রন্থ নানা পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রহইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে তাবল্লোককে দেওনের অভিলাষ ছিল ঐ গ্রন্থের প্রায় তৃতীয়াংশ মুদ্রিত হইয়াছে ইত্যাদি সমুহ গুণান্বিত ব্যক্তির মৃত্যুশ্রবণে অনেকের মনে দুঃখ হইবেক। সং চং

দর্পণসম্পাদকের উক্তি।...চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়কে মৃত উক্ত মহাশয়ের অন্য এক বিষয়ের প্রশংসাকরণের সুযোগ করাই। কিয়ৎকাল হইল চন্দ্রিকা ও প্রভাকরের বিরুদ্ধে স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে যে অতিচাতুর্য্যরূপে লিখিত যে পত্র কস্যচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকস্য ইতিস্বাক্ষরিত যে পত্রসকল দর্পণে প্রকাশমান হইয়াছিল তাহাও ঐ হলিরাম ঢেঁকিয়াল মহাশয়ের লিখন অতএব এইক্ষণে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়কে ইহা কহিতে হইবে যে হলিরাম প্রকৃত হিন্দু ছিলেন না নতুবা তাঁহার ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষায়ণের বিষয়ে চেষ্টা পাইলেও হিন্দুধর্ম্ম লোপ হয় না ইহা চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অপহ্নুত ছিল।

(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৬ পৌষ ১২৩৯)

জাকিমো [Monsr. Jacquemont] সাহেবের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে এই মাসের সপ্তম দিবসে জাকিমো সাহেব একত্রিংশবর্ষবয়স্ক হইয়া বোম্বাইতে পরলোকগত হন। তাঁহার অত্যন্ত নৈপুণ্যদৃষ্টে এতদ্দেশসম্পর্কীয় পশু ও বৃক্ষইত্যাদির অনুসন্ধান-করণার্থ ফ্রান্সীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মনোনীত করিয়া এতদ্দেশে প্রেরণ করেন। ১৮২৯ সালের আপ্রিল মাসে ঐ সাহেব ফুলচেরীতে পঁহুছেন পরে তদ্বর্ষেই তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া কিঞ্চিৎকাল বাসকরণানন্তর উক্ত বিষয়সকলের তত্ত্বাবধারণ করণার্থ হিন্দুস্থানের উত্তর অঞ্চলে যাত্রা করেন তৎপরে হিমালয়প্রভৃতি দর্শন করিয়া পাঞ্জাবদিয়া গমনপূর্ব্বক গত বৎসরে মে মাসে কাশ্মীর দেশে গমন করেন। তদনন্তর তীব্বদ্দেশ পর্য্যটন করিয়া চীন দেশসংক্রান্ত তার্ত্তার দেশ-পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেন। বর্ত্তমান বৎসরের মে মাসে তিনি দক্ষিণ দেশে পঁহুছিয়া তাবদ্দক্ষিণদেশ ব্যাপিয়া কুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্তের তত্ত্বাবধারণার্থ নিশ্চয় করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে রজপুতানা দেশে

তাঁহার যে ক্ষয়কাশ জন্মে তদুপলক্ষেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ঐ সাহেব অনেক লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ্বিদ্যা ও ভূমি বিদ্যার অনেক সুগম পথ প্রকাশ হইবে। এই মাসের ৮ তারিখে সৈন্যাধিপের সম্ভ্রমানুরূপ তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারকসাহেব ও অন্যান্য অনেক সাহেবেরা তাঁহার শবানুগমনপূর্ব্বক তৎকার্য্য নির্ব্বাহ হইল।

(১৫ মে ১৮৩৩। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক আমারদের আনরবিল গবরনর্ হলন্বর সাহেবের মৃত্যু জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে তাঁহার এই অত্যন্ত শোকজনক মৃত্যু গত শনিবারের [১১ই মে] অতি প্রত্যূষে হয়…। শ্রীরামপুরনিবাসি প্রায় প্রত্যেক জন খ্রীষ্টীয়ান তাঁহার সম্ভ্রমসূচক শবানুগমনপূর্ব্বক কবরপর্য্যন্ত গমন করিলেন।… তাঁহার আয়ু সমসংখ্যক মিনিটে২ আটত্রিশ তোপ হইল।…

হলন্বর সাহেব ১৮২২ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম আগমনকরত শহরের জজ ও মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রাজকীয় সভান্তঃপাতী হইলেন কর্ম্মে প্রবিষ্টহওনঅবধিই প্রজার হিতকার্য্য ও জ্ঞান বৃদ্ধিজনক কার্য্যেই নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় পদোপলক্ষে দুষ্টদমন শিষ্ট প্রতিপালন এবং নির্ম্মলবিচারাদি সম্পাদন ইত্যাদি কার্য্যেই নিরন্তর নিরত হইয়া শ্রীরামপুর শহরে যদ্রূপ রাজকীয় কার্য্য চলিতেছিল তাহার অনেক রূপান্তর করিলেন। ইহার পূর্ব্বে এই শহরে স্নানযাত্রাদি উৎসবসময়ে চীনীয় লোকেরা আসিয়া রাস্তার ধারে অনেক ঘর করিয়া জুয়া খেলাপ্রভৃতি করাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক রাজস্ব লাভ হইত কিন্তু সাহেব ঐ পাপাশ্রয়াদি ব্যাপার হেয়বোধে কোনপ্রকারেই করিতে দিলেন না। অপর সতীনিবারণার্থ নিত্যোৎদ্যোগী ছিলেন কিন্তু তাঁহার উপরি পদস্থ কর্তৃত্বকারক সাহেবের দ্বারা কখন২ তাঁহার ঐ কারুণিক উদ্যোগ বিফল হইলে প্রসঙ্গক্রমে প্রায়ই তাঁহার অশ্রুপাত হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। এক বৎসরে অত্যন্ত দুঃসময়প্রযুক্ত পীড়িত ও মুমূর্ষু যাত্রিক লোকেতে প্রায় রাস্তা পরিপূর্ণ হইয়াছিল তাহাতে আদালতের ঘর চিকিৎসালয় করিয়া এই শহরের চিকিৎসক সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন এবং শহরের নিকটস্থ দুই তিন ক্রোশ-পর্য্যন্ত রাস্তায় স্বয়ং অশ্বারোহণে গমন করিয়া ঐ সকল দরিদ্র পীড়িত লোককে শহরে আনয়ন করাইলেন অপর এক সময়ে প্রায় তাবদ্দেশ জলপ্লাবিত হইয়া ভূরি২ লোকেরদের তাবদগৃহ বাটী পতিতহওয়াতে ঐ সকল দুঃখিলোকেরদের দুঃখোপশমক উপায়করণার্থ এই শহরের তাবদ্ভদ্র প্রধান২ আঢ্য লোকেরদের আহ্বানপূর্ব্বক সমাগমেতে চাঁদা করিলেন এবং শহরে যে সরকারী এমারত আছে তাহাতে ঐ আশ্রয়হীন ব্যক্তিরদিগকে স্থানদান করিলেন এবং শহরস্থ যত লোকের বাড়ীঘর পতিত হইয়াছিল প্রত্যেক লোকের বিভবের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তাহারদের নিকটে গিয়া উপকারার্থ চাঁদার দ্বারা সংগৃহীত টাকা তাহারদিগকে বিতরণ করিলেন। ইত্যাদিরূপ অশুভ সময় উপস্থিত হইলেই তিনি লোকেরদের এতদ্রূপ উপকার্য্য কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার নিজ-পরিবারের মধ্যে তত্তুল্য সচ্ছীলতা নিত্য প্রকাশ করিতেন।

জজ ও মাজিস্ত্রেটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাতে হলন্বর সাহেব অনুপম ন্যায্য ও যথার্থ বিচার

করিতেন যদ্যপি তাঁহার কখন যৎকিঞ্চিৎ পক্ষপাতিতা যে ছিল সে কেবল ধনি ও পরাক্রমি ব্যক্তিরদের প্রাতিকূল্যে দীন দরিদ্র লোকেরদের আনুকূল্যার্থই। কোন মোকদ্দমা নির্ব্বাহার্থ সত্যতা নিশ্চয়করণার্থ যে পর্য্যন্ত আয়াস পরিশ্রম করিতেন তাহা প্রায় অনির্ব্বচনীয়। যেহেতুক আদালতের বিশৃঙ্খলতাপ্রযুক্ত তাবৎ রুবকারী স্বহস্তেই লিখিতে হইত তাহার বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত লিখিতে আলস্য ছিল না।

পরে শ্রীযুত স্বদেশে গমন করেন ১৮২৭ সালে নগরে প্রত্যাগত হইয়া ১৮২৮ সালে ক্রাপটিন সাহেবের মৃত্যুপর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক এই শহরের গবর্নরী পদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ মহানুভবের পদে প্রবিষ্ট হইয়াও তাবল্লোকের মনোভিরাম হইলেন। এবং নিজ অপ্রকাশ্যরূপেই তিনি পরিবারের মধ্যে প্রায় বাস করিতেন এবং স্বীয় পরিবারের যৎপরোনাস্তি স্নেহপাত্র ছিলেন। যত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার আলাপ কুশল ছিল তাঁহারা অতিপ্রীতি প্রণয়েতেই বদ্ধ ছিলেন ফলতঃ তাঁহার নিকটে যত লোকের গমনাগমন ছিল তাঁহারদের কর্তৃক অন্তর্বাহ্যে তুল্যরূপ অতিসম্ভ্রমপূর্ব্বক সম্মানিত ছিলেন।

(১ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৭ শ্রাবণ ১২৪২)

শ্রীরামপুরের বড় সাহেবের শুভাগমন।— গত শুক্রবাসরে শ্রীলশ্রীযুত কর্ণল রিলিং সাহেব শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্মার্কীয় বাদশাহকর্তৃক শ্রীরামপুরের বড় সাহেবীপদে নিযুক্ত হন তিনি সাগর-হইতে যে বাষ্পীয় জাহাজ আরোহণে আগমন করেন ঐ জাহাজেই শ্রীরামপুরে পঁহুছিলেন এবং তৎসময়ে শ্রীরামপুরের তোপখানাহইতে যথারীতি সেলামী তোপ হইল। এই বড় সাহেব ভারতবর্ষীয় কার্য্যে বহুকালপর্য্যন্ত অনুশীলন করিয়াছেন এবং ইহার পূর্ব্বে তৈলাঙ্গবাড়ের গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্মার্কীয় বাদশাহ এই বড় সাহেবকে বিশেষরূপ বিশ্বাসপাত্রের চিহ্নস্বরূপ দানিবোরোব উপাধি প্রদান এবং কর্ণলী পদেও নিযুক্ত করিয়াছেন।

(২৩ জুন ১৮৩৮। ১০ আষাঢ় ১২৪৫)

শ্রীরামপুরের গবর্নর।—শ্রীযুক্ত হেনসন সাহেব মহাপ্রতাপী শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্মার্কের বাদশাহ কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরের গবরনরী পদে নিযুক্ত হইয়া গত বুধবারে কলিকাতা নগরে উত্তরণানন্তর বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীরামপুর রাজধানীতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং অবতরণ সময়ে সম্ভ্রমসূচক সেলামী তোপ ধ্বনি হইল।

(২৭ জুলাই ১৮৩৩। ১০ শ্রাবণ ১২৪০)

সংপ্রতিকার রাজোপাধি প্রদান।—...শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব সংপ্রতি যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন কলিকাতা সম্বাদপত্রে তদ্বিষয়ক আন্দোলন

দেখিয়া আমারদের খেদ জন্মিল।···শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি যে অতিগুণ-প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হওনের পরেই যিনি প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন তাঁহার সন্তান তিনি অতএব এবম্বিধ সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রদানের অত্যুপযুক্ত পাত্রই বটেন। পক্ষান্তরে অস্মদাদির বক্তব্য যে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন দেবকে শ্রীলশ্রীযুতকর্ত্তৃক যে উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে শ্রীলশ্রীযুতের অত্যন্ত সদ্বিবেচনাই দৃষ্ট হইতেছে। যদ্যপি সতীবিষয়ক অথবা ভারতবর্ষীয় মঙ্গলসূচক অন্যান্য বিষয়ে রাজা গোপীমোহন দেবের সঙ্গে আমারদের সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকুক তথাপি আমরা সচ্ছন্দে কহিতে পারি যে তিনি কলিকাতার স্বদেশীয় ব্যক্তিরদের মধ্যে যেমন মান্য তেমন অন্য ব্যক্তি দুর্ল্ভ অতএব তাঁহাকে এই উপাধি প্রদত্ত হওয়াতে যেমন সাধারণের সন্তোষ অন্যান্যকে উপাধি প্রদানে তাদৃশ নহে।···

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৭ ভাদ্র ১২৪০)

দরবার।···[কুরিয়র পত্রহইতে নীত।] গত বৃহস্পতিবার বেলা এগার ঘটিকার সময়ে গবর্ণমেণ্ট হৌসে এক সাধারণ দরবার হইয়াছিল তৎকালে শ্রীশ্রীযুত যোদ্ধপরিচ্ছদধারণপূর্ব্বক স্বীয় মোছাহেব আর পারসী দপ্তরের সেক্রেটরী শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব এবং প্রাইবেট সেক্রেটরী শ্রীযুত পেকেন্‌হাম সাহেব সমভিব্যাহারি হইয়া দরবার প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলে অনেক চোবদার মোরছলবরদারপ্রভৃতি শ্রীশ্রীযুতের পশ্চাতে এক শ্রেণীবদ্ধপুরঃসর দণ্ডায়মান রহিল। গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর মর্য্যাদানুযায়ি সভাস্থদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসাকালীন যুবরাজ শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকটে আগমন করিলে রাজা স্বীয় প্রস্তুত এক পুস্তক অর্পণ করিবাতে শ্রীশ্রীযুত আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এক জন পারিষদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

এতদুপলক্ষে পশ্চাল্লিখিত ভদ্রলোকের খেলায়ৎ সিরোপা হইল।

শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ রায় বাহাদুরকে সাত পার্চার খেলায়ৎ, জড়াও জিগা, সিরপেচ, মুক্তার মালা, ঢাল, তলওয়ার, প্রদত্ত হইল তৎকালে এক স্বর্ণের মিডিল রাজার জামার উপরিভাগে দোদুল্যমান দর্শন হইল। রাজা বাহাদুরের পুনরাগমন কালীন প্রায় ২৫ জন চোবদার সোটাবরদার বল্লমবরদার তৈনাতি ছিল আর চারি ঘোড়ার গাড়িতে এবঞ্চ দুই জন অশ্বারোহি সঙ্গে লইয়া স্বীয়াবাসে পুনরাগমন করিলেন।

শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব খেলায়ৎ ও তদঙ্গের তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হইলেন।···

শ্রীশ্রীযুত আতর ও পান দিয়া গমন করিলেন।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

সুপ্রিম কোর্ট।—গত শুক্রবার ১৬ সেপ্তেম্বর তারিখে উক্ত আদালতের অনুজ্ঞাক্রমে

মাষ্টর সাহেবের রিপোর্টমতে এলিয়াট মাকনাটন সাহেব শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং প্রাপ্তাপ্রাপ্তবয়স্ক তদ্ভ্রাতৃগণের পৈতৃক স্থাবরাস্থাবর সমস্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারণ রিসিবর অর্থাৎ তত্ত্বাবধারকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং কোন পক্ষের বিন্যস্ত তালিকানুসারে সুদ্ধ বহুমূল্য মণিমুক্তা হীরক ও স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি আভরণাদিতে বহুসংখ্যক বোধ হইতেছে এবং অনুমান হয় ঐ সকল দ্রব্য রাজবাটীর ভাণ্ডারে উক্ত সাহেবের সাবধানতায় থাকিবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১ অক্টোবর ১৮৩৬। ১৭ আশ্বিন ১২৪৩)

রিসিবর আফিস।—৺মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ইষ্টেটের তাবৎ স্থাবরবিষয় ইজারা। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৩৬ সালের ১৬ সেপ্তম্বর তারিখে সুপ্রিম কোর্টের হুকুম-প্রমাণ শ্রীযুত এলিয়াট মাকনাটন সাহেব উপরিউক্ত মহারাজের তাবৎ ইষ্টেটের রিসিবর মোকরর হইয়া জমিদারীপ্রভৃতি ইজারা দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। অতএব সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ৭ অক্তোবর শুক্রবার বেলা দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর আফিসে নীচের লিখিত জমিদারিদিগর চারি খণ্ড করিয়া ইজারা দেওয়া যাইবেক। ইজারার মিয়াদ ঐ সময়ে নিরূপিত হইবেক অতএব যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হন ঐ সময়ে রিসিবর আফিসে উপস্থিত হইবেন।

প্রথম খণ্ড। জিলা ত্রিপুরার পরগনা গঙ্গামণ্ডল ওগয়রহ।

দ্বিতীয় খণ্ড। জিলা চব্বিশ পরগনার পরগনা মুড়াগাছা পরগনা হেতেগড় মায়পানা রঘুনাথপুরের লাখেরাজ জমি এবং মহত্রাণ রাস্তা ইং বেহালা লাং কুলপি মৌজে পেনেটি আগড়পাড়া এবং ভবানীপুর মৌজে নাটাগোড় ও বাগান আগড়পাড়ার হাট ও জলকর ওগয়রহ।

তৃতীয় খণ্ড। জিলা চব্বিশ পরগনার কিসমত বারবাকপুরের মায় শুদিমহল ও জিলা হুগলির বাজে শ্রীরামপুর কিসমত বাণসই স্বর্ণপাড়া মাহেন্দ্রপুর কিসমত বেণিপুর ওগয়রহ।

চতুর্থ খণ্ড। বরাহনগর ও দক্ষিণেশ্বর বাগান ও রাইয়তী মহল তালুক সুতালুটি ও বেঁশোহাটা হাটসুতালুটি চার্লসবাজার ওগয়রহ বাজার সুতালুটি সাহেবান বাগিচা সিতি জয়পুর সাতগাছি দক্ষিণরাড়ি বাগবাজার শ্যামবাজার জায়গা মায় জলকর বাগবাজার কুলিমহল ফিচেলওয়ালা জায়গা ও চাঁদনির জায়গা ও ইটালি সিন্দুরেপটি যোড়াসাঁকো বৈঠকখানা মহল মনোহর মুখোপাধ্যায় মহল মাতা গোস্বামী কালীশঙ্কর নেউগি ওগয়রহ ও রাধাবাজার জায়গা রাণীওয়ালা বাটী যোড়াবাগান মহল গোপীবাগান মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বাগান হোগলকুড়ে মায় জলকর ওগয়রহ এবং মল্লিকের বাগ ওগয়রহ। রিসিবর আফিস ২৯ সেপ্তেম্বর ১৮৩৬।

(২৭ মে ১৮৩৭ । ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

[পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত] সুপ্রিম কোর্ট। ষ্টেট ৺ মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।—শ্রীমতী মহারাণী ও রাণীদিগের ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্‌ভ্রাতৃবর্গের এবঞ্চ ধর্ম্ম কর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে ব্যয়বিষয়ে উক্ত আদালতের আজ্ঞানুসারে তথাকার মাষ্টর সাহেব রিপোর্ট করেন যে রাজবাটীর পরিবারের সাম্বৎসরিক ব্যয়নিমিত্ত ২৭ আগস্ত ১৮৩৬ সালাবধি প্রতিবর্ষে ৩১৫০০ টাকা প্রদত্ত হয়।

এই রিপোর্ট বর্ত্তমান ১৬ মে তারিখে শ্রীশ্রীযুত চিফ জুষ্টিস সাহেব দ্বারা গ্রাহ্য হয়।

উক্ত মাষ্টর সাহেব অন্য রিপোর্টের পাণ্ডুলেখ্যে ব্যক্ত করেন যে ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যয় কারণ প্রতিবৎসরে ৮০০০ টাকা উপযুক্ত বিধায়ে ষ্টেটের উপস্বত্ব হইতে শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রদত্ত হয়।

এই টাকা কোম্পানি বাহাদুরের প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিকটহইতে আনয়নার্থ উভয় পক্ষের উক্তিকার শ্রীযুত ডবলিউ এচ ডফ্‌ সাহেব ও শ্রীযুত টি সাণ্ডিস সাহেব এজেণ্ট রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(২৮ জুন ১৮৩৪ । ১৫ আষাঢ় ১২৪১)

লার্ড টেনমথ সাহেবের মৃত্যু।—ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে আগত আসিয়ানামক জাহাজের দ্বারা লার্ড টেনমথ সাহেবের মৃত্যু সম্বাদ শুনা গেল। তিনি প্রথমতঃ বঙ্গভূমির সিবিল-সম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক ১৭৮৬ সালে সুপ্রিম কৌন্সেলে নিযুক্ত হইলেন এবং ১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব কর্ম্মে ইস্তফা দিলে পর ঐ সাহেব সর জন সোর নামধারী হইয়া কলিকাতার গবর্নর্ জেনরলীপদে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর ১৭৯৮ সালে তৎকর্ম্মে ইস্তফা দিলে লার্ড মার্নিংটন সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইলেন পরে ঐ লার্ড মার্নিংটন লার্ড মার্কুইস উএলেসলি নাম ধারণ করিলেন। অপর লার্ড টেনমথ সাহেব ত্র্যশীতিবর্ষবয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন।

(৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ২৬ মাঘ ১২৪১)

এতদ্দেশীয় লোকেরদের বৈঠক।—...গত ৩০ জানুআরি শুক্রবার হিন্দুকলেজে কলিকাতা ও তচ্চতুর্দ্দিগ্‌নিবাসি এতদ্দেশীয় অনেক২ মহাশয়েরদের এই অভিপ্রায়ে সমাগম হইল যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক অতিশীঘ্র ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করিবেন তন্নিমিত্ত কিরূপে শ্রীলশ্রীযুতকে তাঁহারদের খেদ জ্ঞাপন করিতে পারেন।

অপর ঐ সভাতে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবেতে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পোষকতাকরাতে শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব সভাপতি হইলেন।...

অপর শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত...এইরূপ উক্তি করিলেন...শ্রীলশ্রীযুতের রাজশাসনের

প্রথমকার যে কার্য্য আমারদের বিবেচনীয় সে এই যে তিনি এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র একেবারে মুক্ত করিলেন এবং ১৮২৩ সালের মুদ্রাযন্ত্রের বিষয়ে যে অতিপ্রসিদ্ধ আইন ছিল তাহা একপ্রকার পঙু রাখিলেন। যন্ত্রালয় মুক্ত হওনেতে উপকার এই যে তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণ লোক দেশে কোন্ স্থানে কি হইতেছে তাহা স্বচ্ছন্দে অবগত হইতে পারেন এবং দেশীয় লোকেরদের প্রকৃত অবস্থা ও ভাব জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা রাজা ও প্রজার মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস জন্মিতে পারে এবং অহিতাচারের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাও হইতে পারে। গত কএক বৎসরের মধ্যে যন্ত্রালয়ের দ্বারা বিদ্যাধ্যয়নের অনেক উপকার হইয়াছে এবং এতদ্দেশের মধ্যে হওয়া বহুতর অনিষ্ট ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে। এবং শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্কের আমলে যেমন মুদ্রাযন্ত্র নিত্য মুক্ত ছিল তেমন যদি বরাবর থাকে তবে অবশ্য তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের সুখ ও মঙ্গলের বৃদ্ধি হইবে।...

...শ্রীলশ্রীযুতের ভারতবর্ষহইতে কল্পিত প্রস্থানের বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের খেদজ্ঞাপক এবং শ্রীলশ্রীযুতের সমাদর ও তাঁহার চরিত্রবিষয়ক সম্ভ্রম ও তাঁহার রাজশাসনবিষয়ক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক উপযুক্ত এক আবেদনপত্র তাঁহাকে দেওয়া যায়। এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল পৌষ্টিকতা করিলেন এবং তাহাতে সকলই সম্মত হইলেন। তৎপরে বাবু রসময় দত্তের হস্তে যে আবেদন পত্রের পাণ্ডুলেখ্য ছিল তাহা বৈঠকে পাঠ করিতে অনুমত হইয়া নীচে লিখিতব্য ঐ পত্র পাঠ করিলেন।

শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম কাবেণ্ডিস বেণ্টীঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর বরাবরেষু।

...এইক্ষণে আপনকার আমলে যে২ নিয়মেতে দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হিতাহিত লিপ্ত আছে তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে আপনি নিয়তই দেশীয় লোকের অবস্থার মঙ্গল ও তাহারদের ভাব চরিত্রের উন্নতিবিষয়ের পরমচেষ্ট ছিলেন। এবং সম্প্রতিকার পার্লিমেণ্টের আক্টের দ্বারা ধর্ম্ম বা জন্মভূমি বা কৌলিন্য বা শারীরিক বর্ণপ্রযুক্ত যে প্রতিবন্ধকতা তাহা রহিতহওনের পূর্ব্বেই আপনি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস ও লাভজনক পদ প্রদানেতে এবং তদ্দ্বারা তাঁহারদের মহামহোচ্চপদের চেষ্টার পথ মুক্ত করিলেন এবং কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের বিচারে জুরীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে অনুমতি দিলেন এবং তদ্দ্বারা আপনি এতদ্দেশীয় ভূরি২ ব্যক্তিরদিগকে নূতন২ কার্য্যে নিযুক্ত ও নূতন২ বিষয়ের অধিকারি করিয়া যথার্থ ও মহানুভাবক ভাবসকল তাঁহারদের মনের মধ্যে বর্দ্ধিত করিলেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের যে অপমানক শারীরিক শাস্তিদেওন ব্যবহারের দ্বারা তাহারা অধমাবস্থায় পতিত ছিল এবং তাহাতে অতিভারি নূতন২ অনিষ্টবিষয় জন্মিত সেই ব্যবহার আপনি রদ করিয়াছেন এবং সরকারী কর্ম্মকারকেরা এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অতিযথার্থ বিবেচনীয় আচার ব্যবহার করেন এতদর্থ তাবৎ সরকারীকর্ম্মের মধ্যে আপনি অতিআঁটাআঁটিরূপ নূতন২ নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন এবং যে অন্যায়জনক ঘৃণ্যব্যবহারের দ্বারা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে পরস্পর অপমান ও অবিশ্বাস জন্মিত ঐ

ব্যবহারের প্রতি আপনি বিমুখ হইয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের উন্নতিবিষয়ে এবং বিদ্যানুশীলনের বৃদ্ধিবিষয়ে লোকেরা যাহা চেষ্টা করিয়াছেন তদ্বিষয়ের পোষকতা করিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহাতে স্বচ্ছন্দে শিষ্টালাপাদি হয় তদ্বিষয়ে অতিকৃতযত্ন হইয়াছেন। ইত্যাদি নানা কার্য্যের দ্বারা আপনকার হিতৈষিতা ও অতিবিবেচনার অভিপ্রায়ই দৃষ্ট হইতেছে।......

(৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫। ২৬ মাঘ ১২৪১)

গত শনিবারে কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় মহাজন ও ইউরোপীয়েরদের এক্সচেঞ্জঘরে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের এতদ্দেশহইতে গমননিমিত্ত নীচে লিখিতব্য এক আবেদনপত্র শ্রীলশ্রীযুতকে প্রদানকরণ স্থির হইল।

অস্বাস্থ্যপ্রযুক্ত আপনি স্বীয় অত্যুচ্চপদ পরিত্যাগ করিতে এবং যে দেশে প্রায় সপ্ত বৎসরাবধি রাজশাসন করিতেছেন সেই দেশ চিরকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিতে যে কাল স্থির করিয়াছেন সে আগতপ্রায়। অতএব আমরা নীচে লিখিতব্য মহাজন ও এজেন্ট ও দেশোৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যকারি ব্যক্তি নিকটস্থ হইয়া বিনয়পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে আপনকার এতদ্দেশহইতে প্রস্থানকরণজন্য যে অনিষ্ট তাহাতে আমারদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে এবং আপনকার গমনের যে কারণ অস্বাস্থ্য তাহাতে আমারদের মহাদুঃখ হইয়াছে। এইক্ষণে আমরা যে সকল ব্যক্তির একপ্রকার প্রতিনিধি হইয়া আপনকার নিকটস্থ হইয়াছি তাঁহারদের পক্ষে আমারদের অতিকর্ত্তব্য যে এতদ্দেশের সাধারণ উন্নতির এবং দেশীয় অসংখ্যক প্রজারদের নীতি ও সাংসারিকবিষয়ের উপকারক বিশেষতঃ দেশীয় বাণিজ্য ও কৃষিসম্পর্কীয় উপায়বর্দ্ধক আপনকার নিষ্পত্তিকরা ও প্রস্তুতকরা নানা নিয়মের বিষয়ে আমরা আপনকার নিকটে পরমবাধ্যতা স্বীকার করি। আপনি যে সকল সুনিয়ম নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে আমরা অতিকৃতজ্ঞ আছি এবং যে২ সুনিয়ামক ব্যাপার নিষ্পত্তিকরণের ভার আপনকার পরপদস্থব্যক্তির প্রতি থাকিল। তদ্বিষয়ে যদ্যপি উত্তরকালে তাঁহার নিকটে আমারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে তথাপি ঐ সকল সুনিয়ামকগুণের কিয়দংশ অবশ্য আপনিই আদর্শের ন্যায় জন্মাইয়াছেন এবং রাজশাসনের যে ভাব আপনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই ঐ সুনিয়মের মূল ইহা আমরা বোধ করি।

নানা বিষয়ে আপনকার রাজশাসন পূর্ব্ব২ গবর্নর্ জেনরলেরদের অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন আছে। তাঁহারদের আমলে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজকৌশল ও বহুতর ব্যয় ছিল। আপনার উপরে তাবদ্বিষয়ের দৃঢ়তা ও রক্ষা ও সুনিয়মকরণ ও রাজকোষের অপ্রতুলতা দূরকরণ ও অর্থের অতিদারুণ অনাটনের উপশমকরণ এবং অতিকঠিনরূপে পরিমিত ব্যয় ও খরচের লাঘবকরণের ভার পড়িয়াছে ইত্যাদি ভার যদ্যপি লঘুগণ্য তথাপি তাহা অত্যন্ত উপকারক ও সুকঠিন। আপনকার আমলে কলিকাতার বাণিজ্যকুঠীর অপূর্ব্বরূপে দুঃখ ঘটিয়াছে। ঐ অভদ্র সময় এইক্ষণে

অতীত হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি আমারদের বিস্মরণের বিষয় নহে যে ঐ অতিদুঃসময়ের আরম্ভে যখন সরকারের উপকারকরাতে দুর্ঘটনার উপশম সম্ভাবনা ছিল তখন আপনি অতিবদান্যতাপূর্ব্বক তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং দেশের মঙ্গলকরণার্থ অথবা দেশীয় উন্নতির শক্তি ব্যক্তকরণার্থ যে সকল উপায় নিষ্পন্ন বা কল্পিত হইয়াছিল তন্মধ্যে আপনার চেষ্টা আমরা আপনারদের অতিকৃতজ্ঞতাজনক স্বীকার করি।

কলোনিজেসিয়ন এবং এতদ্দেশে ইউরোপীয়েরদের স্বচ্ছন্দে গমনাগমন ও অবাধে বসতবাসকরণ এবং ভূম্যাদি ক্রয়করণবিষয়ে আপনার যে মহানুভাবক অভিপ্রায় ছিল তাহাতে আমরা পরমোপকৃতি স্বীকার করি। এবং আমারদের এই নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের উন্নতিবিষয়ক ঐ মহোপায়ে আপনি সপক্ষ হইয়া তদ্বিষয়ক বিবেচনা করিতে সকলের সম্মুখে যে সাহসিক হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্তই এই দেশের মহোন্নতির ঐ উপায় হইয়াছে।

বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা এতদ্দেশের মধ্যে এবং বহিঃসমুদ্রে গমনাগমনের বিষয়ে আপনি অতি স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও আঁটাআঁটিরূপে যে পৌষ্টিকতা করিলেন তাহাতে এই ফলোদয় হইল যে আপনকার কথাক্রমেই এইক্ষণে পার্লিমেণ্টে ইঙ্গলণ্ডীয় শ্রীযুত কর্ত্তা মহাশয়েরা তদ্বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন।

যে সন্ধি পত্রক্রমে সিন্ধুনদী ও তন্মধ্যবাহিনী নদী দিয়া গমনাগমনের পথ সাহসিক মহাজনেরদের প্রতি এইক্ষণে প্রথম বার যে মুক্ত হইয়াছে এবং ঐ নদীর তীরস্থ ভিন্নজাতীয় নানা রাজবর্গ স্ব২ ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া যে ঐ মহা কল্পনার সাহায্য করিতেছেন ইহা আপনারই গুণকার্য্য এমত বোধ করি এবং আমারদের নিতান্ত ভরসা আছে যে এই অঙ্কুর কাল ও সদুপায় জলসেচনের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তদ্দ্বারা উত্তরোত্তর বাণিজ্য ও বাণিজ্যমূলক সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে।

আমারদের ভরসা আছে যে আপনার অতিদূরদর্শিতার দ্বারা রাহাদারি মাসুল এবং এতদ্রূপ রাজকরের অতি অসভ্য ও সেকালকার শৃঙ্খলহইতে তাবৎ ভারতবর্ষের আন্তরিক বাণিজ্য মুক্তহওনের বিষয়ে আপনি কল্পনা করিয়াছেন। এবং আমারদের প্রার্থনা যে আপনকার এই অতি হিতৈষার কল্পনা অতিশীঘ্র সম্পন্ন হয় এবং এতদ্দেশোৎপন্ন প্রধান দ্রব্য অর্থাৎ নীল মফঃসলহইতে কলিকাতায় আমদানীহওনের যে সুগম করিয়াছেন অতএব আপনার এতদ্রূপ সুযোগ কল্পের চিহ্ন দেখিয়া আমরা পরমবাধ্য হইলাম। এবং আপনকার আমলে কলিকাতায় ষ্টাম্পের মাসুলের যে শৈথিল্য হইয়াছে তাহাতেও আমরা বাধ্য আছি। যে রূপে ঐ টাক্স বসান গিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত এবং আমারদের অন্তর্ব্বাণিজ্য বাণিজ্যের অতি অনুচিত-রূপ ভার থাকনপ্রযুক্ত তাহা কলিকাতাবাসি লোকেরদের অতি ঘৃণ্য ছিল। এবং আমারদের মধ্যে নগরীয় উন্নতি এবং আমরা যে নিজে এক প্রকার রাজশাসনীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করি ইহাতে এবং আমারদের জন্মভূমিতে যে প্রকার সামাজিক নির্ব্বন্ধ আছে সেই প্রকার এতদ্দেশেও যে আপনি করিতে প্রবোধ জন্মাইয়াছেন ইহাতেও আমরা পরম সন্তুষ্ট আছি। এই সামাজিক

নির্ব্বন্ধের মধ্যে চেম্বর অফ কমর্স ও ট্রেড আসোসিএসন ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদিগকে জুষ্টীস অফ দি পিসী কর্ম্মে নিযুক্তকরণ এবং কনসলবেন্সী অর্থাৎ নগর রক্ষণাবেক্ষণের সুনিয়মকরণ এবং কলিকাতার অর্থ বিতরণীয় সমাজের পোষকতাকরণ এবং সঞ্চয়ার্থ বেঙ্ক স্থাপনকরণ এবং নগরীয় স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি চেষ্টাকরণ এবং পূর্ব্ব অঞ্চলের ঝিলহইতে জলসেচনের দ্বারা অকর্ম্মণ্য ভূমিকে কর্ম্মণ্যকরণ এবং যে নূতন খাল এইক্ষণে অতি দৃঢ় সংক্রমের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে তদ্দ্বারা কলিকাতা রাজধানী বেষ্টিতকরণ এবং ভাগীরথীর সঙ্গে সুন্দরবনের পথ সংলগ্নকরণ ইত্যাদি নানা ব্যাপারেতে আমরা মহাহৃষ্ট আছি। অপর আন্তরিক গমনাগমনীয় পথের আপনি যে সুগম করিয়াছেন তাহাতে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। বিশেষতঃ দোয়াব অর্থাৎ অন্তর্বেদ দিয়া আপনি এক নূতন পথ করিয়াছেন এবং প্রধান বন্দর মীর্জাপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে অতিদৃঢ় অথচ মহোচ্চ এক রাস্তা করিয়াছেন এবং ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যে এক মহাখালকরণের দ্বারা অতিগ্রীষ্মকালে গমনাগমনের পথ মুক্তকরণের যে কল্প করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ে আমরা দেখিতেছি যে আপনি এতদ্দেশের উন্নতি ও মঙ্গল বিষয়ে নিতান্ত চেষ্টিত আছেন। এবং আপনকার আমলের আরম্ভে সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকটে আপনি গমনাগমন করিতে ও পরামর্শ লইতে প্রস্তুত ছিলেন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং নিত্যই সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপাদি যে করিয়াছেন এবং আপনকার পূর্ব্বতন গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর মুদ্রাযন্ত্রালয়ের দ্বারা তাবৎ নিয়মের আন্দোলনকরণবিষয়ে যে অতিভীত ও প্রতিবন্ধক ছিলেন তাহাতে আপনি ভীত না হইয়া বরং প্রতি পোষকতা করিয়াছেন ইত্যাদি নানা বিষয়েতে আমারদের যে ভরসা জন্মিয়াছিল তাহা সফল হইয়াছে।

আমরা যে দেশে বাস করিতেছি সেই দেশের হিতার্থ আপনি যে সকল উপায় করিয়াছেন তাহার কতিপয় বিষয়ের বর্ণন করিলাম।…

(১৭ আগষ্ট ১৮৩৯। ২ ভাদ্র ১২৪৬)

লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের মৃত্যু।—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। ইহার পূর্ব্বে উক্ত সাহেব পীড়িত হইয়া পারিস নগরে স্বাস্থ্যার্থ গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে অতি বিলপনীয় ব্যাপার ঘটিল তাঁহার ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

(১৩ জুন ১৮৩৫। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

রাজা রাজনারায়ণ রায়।—শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে আমারদের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব আন্দুলনিবাসি রাজা রাজনারায়ণ রায়কে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩)

শুভজন্ম।—আমরা পরমাপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১০ জুন শুক্রবার আন্দুলের ভূপত্যালয়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের এক নবকুমার শুভজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই শুভবার্ত্তা বহুসংখ্যক তোপধ্বনিদ্বারা উক্ত রাজধানীতে সুপ্রকাশ করা গেল। পরে এই আনন্দজনক সম্বাদ শ্রবণে রাজবাটীস্থ এবং ভিন্ন২ গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকে আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। কথিত আছে যে তদবধি নিরন্তর রাজকোষহইতে বদান্যতা প্রকাশ দ্বারা দীন দরিদ্রগণকে সন্তোষিত করিতেছেন এবং ইদানীং ঐ কুমারের শুভজন্মোপলক্ষে উক্ত শ্রীমন্মহারাজ স্বীয় দলস্থ ও মহানগর কলিকাতাপ্রভৃতি স্থানের ভিন্ন২ দলস্থ ভূরি২ লোকদিগকে সামাজিক দ্রব্য প্রদানার্থ পিত্তল নির্ম্মিত কলস ও স্থাল ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করত বৃহদ্দানারম্ভ করিয়াছেন তদ্দান মহোৎসবে প্রতিগ্রাহকগণ অত্যন্তাপ্যায়িত হইতেছেন।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীনাথ রায়ের মোকদ্দমা।—শ্রীনাথ রায়ের মোকদ্দমা বিষয়ে নীচে লিখিত বিবরণ আমরা নানা সম্বাদ পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। বহুবাজার নিবাসি রামচাঁদ ঘটক ও চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতি রামকৃষ্ণপুর গ্রাম নিবাসি তারাচাঁদ চাটুয্যে ইঁহারা আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায়ের কর্ম্মকারক ১০ তারিখে মাজিস্ত্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষ্য দিলেন যে ৯ তারিখে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের হুকুমক্রমে ভৈরবচন্দ্র চাটুয্যে ও কালীপ্রসাদ নন্দী ও বারকত সিংহ ও হর খানসামা ও শীতল সিংহ ও জগমোহন শ্রীনাথ রায়কে মারপিট করিয়া শুকেশের রাস্তার নিকটস্থ বাটী হইতে ধৃতকরণ পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রহার করত আন্দুলের বাটীতে লইয়া গেল। এবং শ্রীনাথ রায় যে প্রহারিত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত উত্থান শক্তি রহিত হইয়া অচৈতন্য প্রায় ছিলেন তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে বসাইতে হইয়াছিল।

এইপ্রযুক্ত ঐ সকল ব্যক্তিরদিগকে গ্রেপ্তার করণার্থ এক পরওয়ানা বাহির হইল এই বিষয় আসামীরা অবগত হইয়া ১৭ জানুআরি তারিখে শীতল সিংহ ও জগমোহন ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া এই মোকদ্দমায় জওয়াব দেওনের বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি ৫০০ টাকার তাইনে জামীন দিলেন এবং প্রত্যেক জন জামীনের জামীন দুই জনের প্রত্যেকে ২৫০ টাকা করিয়া জামীন দিতে হইল।

রাজা রাজনারায়ণ রায়ের শ্যালক কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং বৈদ্যনাথ দে সরকার ইঁহারা আসামীর জামীন হইলেন।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬)

রাজা রাজনারায়ণ রায়।

২৭ জানুআরি সোমবার।

উক্ত আসামী অদ্য আটচমেণ্ট অনুসারে আদালতে হাজির হইলেন।······

আসামীর স্বকৃতিপত্রে এমত লিখিত ছিল যে শ্রীনাথ রায় বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখে মুক্ত হইয়াছেন এবং তদবধি আমার জিম্মায় নাই। পক্ষান্তরে স্বকৃতিপত্রে এমত লিখিত ছিল যে শ্রীনাথ রায় আন্দুলের রাজার লোক সমূহেতে বেষ্টিত আছেন এমত অদ্য পূর্ব্বাহ্নে দৃষ্ট হইয়াছে।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫। ১২ পৌষ ১২৪২)

ইশতেহার।—খড়দহর শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের শালিখায় ঘুসড়ির বাগানের ভিতর এক দোতালা কুঠী ও পুষ্করিণী এবং ঐ কুঠীর রেয়ালের পশ্চিম গঙ্গাতীরের জায়গা ও ঘাট খালি আছে। যদি কাহার কুঠী ও জায়গাসকল ক্রেয়া লওনের আবশ্যক থাকে তবে খড়দহ কিম্বা কলিকাতার দরমাহাটায় ঐ বাবুর বাটীতে গেলে ভাড়ার ধার্য্য হইবেক। এবং চাণকের পূর্ব্ব নীলগঞ্জের নীলের কুঠী মায় ১৬ যোড়া হৌজ ও জলের হৌজ ৪ যোড়া ও পাকা বড়ী গুদাম মায় বৃহৎ এক পুষ্করিণী ও কমবেশ ২৫।২৬ হাজার টাকার লহনাসমেত ভাড়া দেওয়া যাইবেক···।

(২৬ মার্চ ১৮৩৬। ১৫ চৈত্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—···সংপ্রতি অবগত হইলাম যে শ্রীযুত আনরবল উইলিয়ম ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর ভারতবর্ষহইতে স্বদেশ গমন করিবেন ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকসকলে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে তাহা বর্ণনে বর্ণাভাব। অতএব শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর শ্রীলশ্রীযুত আনরবল কোম্পানি বাহাদুরের যেপর্য্যন্ত লভ্য ও এতদ্দেশীয় দীন দরিদ্র প্রজালোকের যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি···।

১ দফা। যৎকালীন শ্রীযুক্ত ব্লণ্ট সাহেব জিলা জঙ্গলমহলের জজ মাজিস্ট্রেটীপদে নিযুক্ত ছিলেন তৎসময়ে দীন দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ নিজ খরচের দ্বারা তথায় এক মশাফিরখানা তৈয়ার করিয়া দিবাতে প্রতিদিবস হাজার দেড় হাজার দীন দরিদ্র লোক জমা হইলে তাহারদের নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী দিতেন। আর চোর ডাকাইতেরদের এমত শাসন করিয়াছেন যে মহাজন লোকসকল আপন২ ব্যবসায়ের জিনিসপত্র লইয়া এবং মশাফিরসকল নিরুদ্বেগে গমনাগমন ও প্রজালোকসকল সুখে কালযাপন করিতেছে।

২ দফা। যে সময় শ্রীযুক্ত ব্লণ্ট সাহেব বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং পশ্চিম প্রদেশের পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টীপদে নিযুক্ত হইলেন তৎকালীন চোর ডাকাইতের এমত শাসন করিলেন যে তাহাতে প্রজাসকল নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিল ও মহাজনসকল জিনিসপত্র লইয়া দেশ-ব্যাপিয়া কারবার করিতেছিল। কোন স্থানে কোন ব্যাঘাত হয় নাই আর যে২ জিলার মাজিস্ট্রেটলোক তদারকের গাফিলে ছিলেন তাঁহারদের মোনাসিব দমন করিলেন।

৩ দফা। যে সময়ে জিলা কটকের সকল বিষয়ের তদারকের ও কোর্ট সরকট ও কোর্ট আপীলের কমিশ্যনরীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তৎকালীন রেবিনিউ মোতালকের অনেক মহল

সরকারের খাসে ছিল। ঐ সকল মহল তদারক করিয়া এমতপ্রকার বন্দোবস্ত জমীদারলোকের সহিত করিলেন যে তাহাতে সরকারের অনেক টাকা লভ্য করিলেন এবং জমীদারলোকও তুষ্ট হইয়া বেওজরে মালগুজারি করিতে লাগিল। আর ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমাসকল বিনাপক্ষপাতিত্বে এমত ফয়সলা করিতে লাগিলেন যে তাহাতে সকলই ধন্যবাদ দিতেছে। অপর দীন দরিদ্র লোকের কারণ জলেশ্বরঅবধি শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত স্থানে২ দশ বারটা মশাফিরখানা তৈয়ার করাইয়া প্রতিদিবস নিজ খরচের দ্বারা খাদ্যসামগ্রী দিতে লাগিলেন। আর ৺ জগন্নাথদেবের দর্শনার্থ যে সকল দরিদ্র লোক যাইত তাহারদিগকে অসংখ্যক টাকা প্রদান করিতেন ইহাতে দরিদ্রলোকের কিপর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন সরকারের আরো কিপর্য্যন্ত কিফাত করিয়াছেন জিলা কটকে সালিয়ানা ছয় লক্ষ মোন পাঙ্গা লবণ পোক্তান হইত। শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেববাহাদুর তদারক করিয়া কটক জিলাকে দুই ভাগ করিলেন এক ভাগ কটক অপর ভাগ বালেশ্বর ইহাতে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন ঘোষাল লবণপোক্তানির বিষয়ে বড় বিজ্ঞবর তাঁহাকে দেওয়ানীতে মোকরর করিয়া স্থানে২ লবণচৌকী বসাইবাতে সালিয়ানা ১৬ লক্ষ মোন নিমক পোক্তান করাইয়া সরকারী গোলা শালিখায় চালান করিলেন। তৎকালীন এপ্রদেশে ১০০ মোন লবণ নীলামে ৫০০ টাকার হারে বিক্রয় হইয়াছে ইহাতে সাবেক পোক্তান ৬ লক্ষ মোন লবণ বাদে সালিয়ানা ১০ লক্ষ মোন লবণ বেশী পোক্তান হইয়া ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। তাহাতে সরকারের হর রকমে খরচ ১০ লক্ষ মোন লবণে ১০ লক্ষ টাকাবাদে ৪০ লক্ষ টাকা সালিয়ানা মুনাফা হইয়া ১৮২৪ সালঅবধি ১৮২৮ সালপর্য্যন্ত ৫ বৎসরে বেশী মুনাফা ২ কোটি টাকা সরকারের হইয়াছে। তৎপরে সদর বোর্ড রেবিনিউ ও সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি হইয়া ও আগ্রা রাজধানীর গবর্নরীপদে ধারণ করিয়া যেপ্রকার দক্ষতারূপে কর্ম্মের আঞ্জাম করিয়াছেন তাহা সকলে দেখিয়াছেন অতএব সকল কর্ম্মের বিজ্ঞ যে শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন ইহাতে প্রজালোকের মনঃপীড়া হয় কি না। অতএব মহাশয় দর্পণে এই পত্রখানিকে স্থান দিবেন এবং কলিকাতা গেজেট ও ইঙ্গলিসমেন ও বাঙ্গাল হরকরা এবং অন্যান্য ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা স্ব২ পত্রে স্থান দিয়া শ্রীযুক্ত আনরবল উলিয়ম ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর ও শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কর্ণগোচর করাইবেন যে শ্রীযুক্ত ব্লণ্ট সাহেব ভারতবর্ষে আর কিছুকাল থাকিয়া শ্রীলশ্রীযুক্ত আনরবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে ভারতবর্ষের তাবদ্বিষয় সুজ্ঞাত করিয়া প্রজালোকের ক্লেশ দূর করেন নিবেদন ইতি তাং ১৪ মার্চ। কস্যচিৎ দর্পণপাঠকস্য।

(৯ এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ১২৪২)

সর চালর্স মেটকাফ সাহেবের প্রতি আবেদনপত্র।—গত শুক্রবারে এতদ্দেশীয় ন্যূনাধিক দুই শত মহাশয়েরা টৌনহালে সমাগত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে আমারদের মধ্যে কএক জন মুচিখোলাতে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাফ সাহেবকে আবেদনপত্র প্রদান

করেন। ঐ পত্রের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে। তাহার উত্তর শ্রীযুক্ত পশ্চাৎ প্রেরণার্থ অঙ্গীকার করিলেন। ঐ আবেদন পত্র শ্রীযুক্ত রাজা রাজনারায়ণকর্তৃক শ্রীযুক্তের সম্মুখে পঠিত হইল। ঐ পত্রে ২৪০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল।

শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব বরাবরেষু।—

ন্যূনাধিক এক বৎসর হইল আগ্রার গবর্নরী পদ ধারণার্থ আপনকার শুভগমনোপলক্ষে কলিকাতা ও তদঞ্চস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা অনেক সম্ভ্রম ও স্নেহসূচক পত্র আপনাকে প্রদান করিলেন। সরকারী কার্য্যে আপনকার অতিনৈপুণ্যপ্রযুক্ত এবং হিন্দুস্থান দেশের সৌভাগ্য-প্রযুক্ত কএক মাসপর্য্যন্ত আপনি সর্ব্বাপেক্ষা উপরি পদস্থ হইয়া এইক্ষণে তাহা হইতে অবরোহণ করিলেন তথাপি. ঐ অল্প কালের মধ্যে আপনকার এমত কীর্ত্তি হইয়াছে যে তাহাতে আপনকার নাম আমারদের সন্তান সন্ততিক্রমে চিরকাল স্মরণীয় থাকিবে। অতিযথার্থ এক ব্যবস্থার দ্বারা আপনি তাবৎ ভারতবর্ষস্থ লোকেরদিগকে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে উত্তরকালে আদালতের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিকেই সমান জ্ঞান করা যাইবে এবং কোন ব্যক্তি অপরাধী হইলে তাঁহার ধন বা উচ্চপদপ্রযুক্ত মার্জন হইবে না এবং অপরাধের দণ্ড ও ক্ষমা হইতে পারিবে না। তাবৎ রাজধানীর মধ্যে একই প্রকার টাকা চালায়নের দ্বারা আমারদের দেশ বিদেশীয় বাণিজ্যের সুগম ও উন্নতিহওনের সুযোগ হইয়াছে। বঙ্গদেশে পরমিট পঞ্চস্বরা চৌকী রহিত করাতে যে রাহাদারি মাসুলের দ্বারা দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকের বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিতেছিল সেই মাসুলের অতিজঘন্য দুঃখদ ব্যাপারসকল আপনার আমলে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং যদ্যপি নিমকের এক চেটিয়া ব্যবসায় না রাখিলে সরকারী কার্য্যের খরচ, যোগান ভার হয় তথাপি নীলামের দ্বারা নিমক বিক্রয় করিতে যে নানা ষড়যন্ত্র হইত এবং মহাজনেরদের হাতে এক চেটিয়ার ব্যাপার থাকাতে যে অশেষ ক্লেশ হইত তাহা মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া ক্ষুজরা বিক্রয়ের হুকুম দেওয়াতে উঠাইয়া দিয়াছেন। অপর আপনকার আমলের যে মুখ্য কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় থাকিবে তাহা এই যে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যাপার মুক্তকরণ। আপনিই প্রথমে ঐ ব্যাপার উত্তম নির্ব্বন্ধে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা আমারদের সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা লাভে উৎসাহ জন্মাইয়াছেন। আপনকার শাসনসময়ের মহাকীর্ত্তি এতদ্রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম ইহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকই আপনকার বাধ্য হইয়াছেন বিশেষতঃ আমার-দিগকে অতিবাধ্য করিয়াছেন যেহেতুক এইক্ষণে আমারদের যে বিষয় এবং উত্তরকালীন যে ভরসা আছে সে সকল ভারতবর্ষীয় ভূমিসম্পর্কীয়। যে বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা এই মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইল এবং যে পরমপরহিতৈষিতার দ্বারা এই সকল কল্প নির্ব্বাহ হইল তাহা স্বীকার না করিলে আমরা এই মহোপকারের অযোগ্য হইতাম। আমরা আরো ইহা স্মরণ করি যে এই দেশব্যতিরেকে আপনার অন্য কোন দেশ নাই এমত জ্ঞানেই আমারদের মধ্যে বহুকালাবধি বাস করিয়া আপনি অনুকূল ব্যবহার করিতেছেন এবং আপনকার পদোপলক্ষে যে অর্থ প্রাপ্তি হয় তাহা এমত বদান্যতাপূর্ব্বক বিতরণ করিয়াছেন যে ঐ সকল অর্থ কেবল

চতুর্দিকস্থ লোকেরদের তুষ্ট্যর্থই আপনকার হস্তগত হইয়াছিল এমত বোধ হইতেছে। এবং আমারদের দেশীয় রীতি ব্যবহারের বিষয়ে এমত সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছেন যে আপনি যে দেশ শাসনার্থ আসিয়াছেন ঐ দেশ নিজেরই এমত জ্ঞান না করিলে ঈদৃশ কার্য্য সকল হইত না। অতএব আমারদের হৃদয় এমত স্নেহেতে পরিপূর্ণ আছে যে আপনার কার্য্যের দ্বারা উত্তরকালীন গতিক বিষয়ে আমারদের যে অনুভব হইতেছে তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ যদ্যপি সরকারী কার্য্য গ্রহণ না করেন তথাপি আপনি যে স্থানে বাস করিবেন সেই স্থানেই আমারদের প্রার্থনা আপনকার অনুগামিনী হইবে। যদ্যপি আপনি দেশীয় কার্য্যের ভার পুনর্গ্রহণ করেন তবে আপনকার কার্য্য দৃষ্টে আমারদের উত্তরকাল বিলক্ষণ ভরসাই জন্মিবে। অতএব আপনি এইক্ষণে অন্যতর যে কল্পনা অবলম্বন করিবেন তাহাতে এই নিশ্চয়ই জানিবেন যে যে কোটি২ লোকের প্রতিনিধি হইয়া আমরা আপনকার নিকটস্থ হইয়াছি তাঁহারা আপনার বাধ্যতা ও স্নেহ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান করেন।—এতদ্দেশীয় কলিকাতা ও তদঞ্চস্থ ভূরিশো জনানাং।

(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

গত ৬ ফেব্রুআরি তারিখে মৃত জান পামর সাহেবের সম্ভ্রমার্থে এবং তাঁহাকে চিরস্মরণ রাখিবার নিমিত্তে তাঁহার সুহৃদ অমাত্যবর্গ এতন্মহানগরের টৌনহালে এক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত কর্ণল বিটসন সাহেব সভাপতি হওনান্তর এই নির্দ্ধারিত হইল যে ৺প্রাপ্ত সাহেবের বন্ধুবর্গকর্তৃক একটা চাঁদা হইয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কোন এক নির্দ্ধারিত স্থানে সংস্থাপন হয় এই কথা সভাস্থ সর্ব্বজনকর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইলে…। অবশেষে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় এবং কতিপয় মান্য ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের অনুমত্যনুসারে ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে এতদ্দেশীয়েরদিগের মধ্যে একটা চাঁদা হইয়া মোং কলিকাতা কিম্বা ইহার অন্তঃপাতি কোন গ্রামে যে স্থানে দরিদ্র প্রজাগণ জলের নিমিত্তে অত্যন্ত কষ্ট পায় সেই স্থানে উক্ত সাহেবের পুণ্যে একটা পুষ্করিণী খনন হয় তাহাতে উক্ত বাবুরা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেকে সিক্কা ১০০ টাকার হিসাবে চাঁদার বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।…১৬ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৪৩ সাল। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মজুমদার।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব।—কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্রে প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা বোধ হইতেছে যে কলিকাতা নগরস্থ এতদ্দেশীয় লোকের শিক্ষাবর্দ্ধক অথচ সর্ব্ব-হিতৈষী শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনোদ্যত হইয়াছেন।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

…মৃত রাজা শিবচন্দ্র রায়ের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী জয়মণি দাসী বধূরাণী ও শ্রীমতী শিবসুন্দরি বধূরাণী… ।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭ । ২৫ পৌষ ১২৪৩)

গত মঙ্গলবার সায়ংসময়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবের রাত্রীয় তৃতীয় সমাজে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল তাহাতে সুদর্শনার্থ যে সকল বস্তু বিস্তারিত থাকে তন্মধ্যে অতিসুদৃশ্য দুই রৌপ্যময় গাড়ু ছিল তাহার এক গাড়ু… শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যয়ে হামিল্টন কোংকর্তৃক নির্ম্মিত হয়।…গাড়ুর ওজন হাজার ভরির ন্যূন নহে……কারুকরী অতিবিস্ময়নীয় তাহাতে এতদ্দেশীয় কারিকরেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। ঐ উভয় মহা তৈজসই আগামি ঘোড় দৌড়ে পুরস্কারার্থ প্রদত্ত হইবে।…

(২৪ জুন ১৮৩৭ । ১২ আষাঢ় ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—জিলা চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতি আনওয়ারপুর পরগনার মধ্যে মোং বারাসত নিবাসি ৺রায় দেওয়ান রামসুন্দর মিত্রনামক এক ব্যক্তি অতিবড় ভাগ্যবন্ত দয়াশীল ধার্ম্মিক ছিলেন। সন ১২২৬ সালের মাহ শ্রাবণে উত্তরাধিকারী দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরগত হইলে ঐ দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রায় নীলমণি মিত্র কনিষ্ঠ রায় প্রাণকৃষ্ট মিত্র উভয়ে ঐক্যতায় কালযাপন করিয়া সন ১২৩৯ সালের ১০ বৈশাখে ঐ নীলমণি মিত্র আপন পুত্র রায় রসিকলাল মিত্রকে রাখিয়া পরলোকগত হইলে রসিকলাল মিত্র পিতার বিষয় সকল রীতিমত পিতৃব্যের সহিত ভোগদখল করিয়া আপন এক অবীরা স্ত্রী শ্রীমতী মতিসুন্দরী দাসীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ৺প্রাপ্ত হইলে পর ঐ অবীরা স্বামির যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া ঐ বারাসতের বাটীতে পীড়িতা হইলে স্বামির পিতৃব্য আপন সৌভাগ্য জ্ঞানে চিকিৎসার বৈপরীত্যকরণোদ্যোগী হওয়াতে ৺ইচ্ছায় ঐ অবীরার পিতা কলিকাতার গরণহাটানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয় বসুজ প্রতিপালকবর মহাশয় ঐ ভবনে কন্যার সন্নিধানে গিয়া তথাকার ধর্ম্মকর্ম্ম মর্ম্ম বুঝিয়া ঐ কন্যাকে স্বভবনে আনিয়া যথোচিত চিকিৎসার দ্বারা সুস্থা করিয়া ঐ অবীরার স্থাবরাদি বস্তুসকল রক্ষণাবেক্ষণ করণাশয়ে সদর দেওয়ানী ইত্যাদির বিচারকর্ত্তারদিগের অনুমতিতে এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার জামীন দিয়া অছি মোকরর হইয়া সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।… কস্যচিৎ শ্রীউমেশচন্দ্র বসোঃ।

(৮ জুলাই ১৮৩৭ । ২৬ আষাঢ় ১২৪৪)

যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী নবীনমণি দেবী ফরিয়াদী ও মৃত লাডলিমোহন ঠাকুরের পুত্র

অথচ উত্তরাধিকারী ও উইলের টর্ণি শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলাল ঠাকুর আসামী সেই মোকদ্দমায় গত ২৫ মার্চ তারিখে সুপ্রিম কোর্টে যে ডিক্রী হয় সেই ডিক্রীর হুকুমক্রমে মৃত লাডলিমোহন ঠাকুরের মহাজনেরদিগকে এবং যাঁহারা তাঁহার সম্পত্তি দানদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারেন তাঁহারদের প্রতি হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে উপরিউক্ত কোর্টে শ্রীযুত মাষ্টর সাহেবের আপীসে তাঁহার সমক্ষে আগামি অক্তোবর মাসের ১ তারিখে বা তাহার পূর্ব্ব কোন তারিখে হাজির হইয়া আপন২ কর্জ বাবত পাওনা ও দানদ্বারা পাওনাবিষয় সাব্যস্ত করেন তাহা না করিলে উপরিউক্ত হুকুমের দ্বারা যে উপকার হইত তাহা হইবে না।

মাষ্টর আপীস ১ জুন ১৮৩৭

(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭। ২৯ আশ্বিন ১২৪৪)

[কোন পত্রপ্রেরকহইতে।]

দরবার।—গত ৪ অক্তোবর তারিখে বেলা ৪ ঘণ্টার সময় গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের দ্বারা এক দরবার হয়। যৎকালীন শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের এবং স্বীয় সেক্রেটরী অর্থাৎ শ্রীযুত মাকনাটন সাহেব ও শ্রীযুত কালবিন সাহেব এবং অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে এক বিশেষাগারে আগমন করিলেন তৎসমকালে শ্রীযুত নওয়াব তহব্বর জঙ্গ বাহাদুর ও শ্রীযুত নওয়াব হোসাম জঙ্গ বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর স্ব২ পদানুসারে যথাক্রমে মর্য্যাদাপুরঃসরে শ্রীশ্রীযুতের সমীপোস্থিত হইয়া সাদরে গৃহীতানান্তর আতর ও পান প্রাপণে বিদায় হইলেন।

অপর রাজোপাধিনিমিত্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর খেলায়াৎদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলেন।

শ্রীশ্রীযুত দরবারগৃহে পদার্পণমাত্র তৎসম্মুখবর্ত্তি শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যগণ সরাজপতাকা এবং বাদ্যদ্বারা অভিবাদন করিল পরে ভিন্ন২ রাজার উক্তিকার ও অন্যান্য মান্য জনগণ রীতিমত সাক্ষাদনন্তর এবঞ্চ কেহ২ খেলায়ৎ প্রাপ্ত হইলে দরবার ভঙ্গ হয়।...

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—শ্রীযুত বাবু কুমার সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর সংপ্রতি ডাকের দ্বারা কাশীধামে গমন করিয়াছেন তাঁহার পত্র এবং ঐ ধামস্থ তদীয় মিত্রবর্গের পত্রদ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অতি প্রশংসনীয় কর্ম্ম বিশেষতঃ তদ্দেশীয় রাজা ও অন্যান্য মান্য মহাবংশ প্রভৃতেরদিগকে খেলাৎপ্রভৃতি দান করিয়াছেন ইহা শুনিয়া আমার অত্যন্তাহ্লাদ জন্মিয়াছে আপনকারও তদ্রূপ জন্মিবে বোধে ঐ সকল খেলয়াৎ প্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দের নাম প্রেরণ করিতেছি।...। ৮ তারিখে শ্রীলশ্রীযুক্ত ঐ স্থানে এক দরবার করিলেন

তাহাতে এই সকল মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা এই সকল পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা উদিতনারায়ণের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাহাদুর ও জয়প্রকাশ সিংহের পৌত্র তাঁহার নাম জ্ঞাত নহি ও শ্রীযুত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু হরিনারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কুমার সিংহ ও শ্রীযুত রাজা পত্নীমল্ল ও শ্রীযুত কুমার উদিতপ্রকাশ সিংহ ও শ্রীযুত কুমার সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল প্রভৃতি সমাগত হইয়াছিলেন।

এবং পশ্চাৎ লিখিতব্য মান্য মহাশয়রা লিখিতব্যমত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাহাদুর সপ্ত পার্চার খেলাৎ ও এক হস্তী ও এক অশ্ব ও এক পালকি এবং মুক্তার হার ও শিরপেঁচ কলগী এবং ঢাল তলবার।

বাবু জয়প্রকাশ সিংহের পৌত্র সপ্ত পার্চার খেলাৎ এবং ঢাল তলবার ও মুক্তাহার ও শিরপেঁচ কলগী। রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর সপ্ত পার্চার কলগী। ও মুক্তাময় হার ও এক পালকি। বাবু হরিনারায়ণ সিংহ সাত পার্চার খেলাৎ ও এক ঘোটক। বাবু কুমার সিংহ সাত পার্চার খেলাৎ ও গোসোয়ারা এবং এক যোড়া শাল। রাজা পত্নীমল্ল সাত পার্চার খেলাৎ ও মুক্তার হার ও শিরপেঁচ কলগী। কুমার উদিতপ্রকাশ সিংহ ছয় পার্চার খেলাৎ ও শিরপেঁচ কলগী।—ভূকৈলাস রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—আমার লিখিত পোলীসের কোন আমলার অন্যায় বিষয়ক পত্র যাহা দর্পণে অর্পিত হইয়াছিল ২ ডিসেম্বর তারিখের দর্পণে তাহার উত্তরাভাস প্রকাশ হইয়াছে ঐ আভাস লেখক উভয়পক্ষের কোন পক্ষীয় নহেন এই কথা লিখিয়া পূর্ব্বেই স্বীয় সততাজ্ঞাপন করিয়াছেন। এবং নাম স্বাক্ষর স্থলে আপনাকে যথার্থবাদী ব্যক্ত করেন কিন্তু তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাতে আমার প্রতি ঐ সততা ও নামানুরূপ কার্য্য করা হয় নাই যাহা হউক আমি এবিষয়ে তাঁহাকে অধিক বলিব না। কিন্তু যে দুই আইনের উল্লেখ করিয়া পোলীসের ঐ আমলার অব্যস্থিত শক্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকেরদের ভ্রম জন্মিতে পারে অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল।

পত্র প্রেরক লেখেন দারোগা বাবুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদনুরূপ ব্যবহার করণের হুকুম কেবল এক আইনে নহে কিন্তু দুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে ১৮১৭ সালেব ২০ আইনে আছে। সম্পাদক মহাশয় এস্থলে আমি খেদপূর্ব্বক বলি যদি পত্র প্রেরক উক্ত দুই আইনেতে দৃষ্টি করিতেন তবে কদাচ এরূপ লিখিতেন না। তিনি কাহার মুখে শুনিয়া কেবল আমাকে অপ্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আইনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আমি উক্ত দুই আইনের প্রতি প্রকরণ বিবেচনা করিয়াছি তাহাতে ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের মধ্যে অধিক চাকর রাখনিয়ার বা আগন্তুক লোকের প্রতি দারোগার কার্য্যের

নামোল্লেখ মাত্র নাই আর ১৮১৭ সালের ২০ আইনে যাহা লেখা আছে তাহাতেও দারোগা অধিক চাকর রাখনিয়াকে বা আগন্তুক ভদ্রলোককে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে। তাহাকে এমত পরাক্রম প্রদত্ত হয় নাই বরঞ্চ ১৮১৭ সালের বিংশতি ব্যবস্থাতে দারোগার প্রতি যে আজ্ঞা আছে আমি তাহা লিখিয়া দিতেছি এই আজ্ঞা দেখিয়া লেখক মহাশয় স্বীয় ভ্রম সংশোধন করুন।

১৮১৭ সালের বিংশতি ব্যবস্থার ৩০ ধারার প্রথম প্রকরণে লেখেন। যদি কোন লোক অসাধারণ সংখ্যক অস্ত্রধারি সৈন্য প্রস্তুত করেন এবং নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ অথবা পুরাতন দুর্গ পরিষ্কার কিম্বা অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধোপযুক্ত বস্তু আহরণ আরম্ভ করেন তবে সরহদ্দের দারোগা নিয়ত এ বিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিবেন।

ঐ ব্যবস্থার ৩১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে লেখেন বাদশাহের কার্য্যেতে কিম্বা সম্ভ্রান্ত কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল বা মিলেটরী সম্পর্কীয় কার্য্যেতে নিযুক্ত নহেন এমত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি যদি দারোগার সীমাবচ্ছিন্নের মধ্যে বাসেচ্ছু হয়েন তবে ঐ দারোগা মাজিস্ত্রেট সাহেবের গোচর করিবেন।

সম্পাদক মহাশয় পোলীসের কোন আমলা আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল পত্রপ্রেরক এই আইনের নাম লিখিয়া বলিয়াছেন তাহা যথার্থ করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞানুসারে আমার প্রতি তাহার যথার্থ ব্যবহার করা হইয়াছে কি না আপনি বিচার করিবেন। যথার্থবাদী নামধারি লেখক এবিষয়ে কেবল আমাকে দোষী কহিয়াছেন এমত নহে অতি সদ্বিচারক মাজিস্ত্রেট সাহেব যিনি সর্ব্বদা আইন দেখিয়া সাবধানপূর্ব্বক বিচার করেন তাঁহার প্রতিও বলিয়াছেন যে তিনি আইন দৃষ্টি না করিয়া ঐ আমলাকে ধমক দিয়াছেন। অতএব জ্ঞানি লোক সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন স্বয়ং আইন দৃষ্টি না করিয়া যিনি ঐ মহামহিমাস্পদ বিচার কর্ত্তাকে ব্যবস্থানভিজ্ঞ বলেন তিনি কিরূপ নিন্দনীয় হয়েন।

পত্র প্রেরক প্রথমার্দ্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার উত্তর এই পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম শেষার্দ্ধের উত্তর এইক্ষণে লিখিব না কেননা তিনি স্বীয় নাম ধাম গোপন করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়াছেন। যদি আমাকে কোন বিষয়ে দোষি করিতে পারেন তবে নাম ব্যক্ত করিয়া লিখিবেন তাহার পরে যেরূপ লেখা দেখিব আমিও তদনুরূপ ব্যবহার করিব। নতুবা তিনি লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া এক২ তুক্কা বলিবেন আমি রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে তাঁহাকে ধরিতে পারিব না তবে নিরর্থক বিবাদে কেবল আমার সময় নাশ ও মহাশয়কে বিরক্ত করা হইবে অতএব তাহা করিব না। কিন্তু অবশেষ পত্র প্রেরক মহাশয়কে একটি সমাচার দিতেছি তিনি যে দারোগাকে ভাবিয়া দোষ উদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সে গরীব কএকদিন হইল পদচ্যুত হইয়াছে অতএব এই সময়ে যদি পারেন তবে অগ্রে তাঁহার উপকারের পন্থা দেখুন। শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮। ২৪ পৌষ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—আপনি গত শনিবারে আমার যে পত্র বর্দ্ধমানের দারোগার বিষয়ে শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের পত্রের উত্তর যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাষান্তর করিতে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থানে লিখিতেছেন যে গৌরীশঙ্কর কি ইহা অপহ্নব করিতে পারিবেন যে তাঁহার কোন এক মোকদ্দমাতে সাক্ষ্য দেওন কালে তিনি অপ্রতিভ হন নাই সে স্থানে মুনিবের না হইয়া মুনিব হইবেক অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর কি ইহা জ্ঞাত নহেন যে তাঁহার মুনিব কোন স্থানে সাক্ষ্য দেওনকালে অপ্রতিভ হন নাই দ্বিতীয় যে স্থানে উকীলের পরওয়ানা ভাষান্তর করিয়াছেন সে স্থানে পরওয়ানা না হইয়া অস্ত্র স্বরূপ উকীল লইয়া বৰ্দ্ধমানে গিয়াছেন কি না ইহা হইবেক ইহা নিবেদন মিতি। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬)

রাণী বসন্তকুমারী।—বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে শ্রীযুত হেজর সাহেব শ্রীমতী রাণী বসন্তকুমারীর পক্ষে উকীল স্বরূপ সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া বৰ্দ্ধমানের সিবিল ও সেসন জজের কএক হুকুম অন্যথা করণার্থ এক দরখাস্ত করিলেন বিশেষতঃ উক্ত রাণী শ্রীমতী রাণী কমলকুমারী ও প্রাণ বাবুর সঙ্গে এক মোকদ্দমা করিতেছেন। ঐ মোকদ্দমাতে অনেক সম্পত্তির দাওয়া আছে। গত জানুআরি মাসে তিনি প্রথমতঃ বৰ্দ্ধমানের মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তৎপরে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া কহিলেন যে আমি প্রাণ বাবুর দ্বারা কারাবদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় আছি অতএব প্রার্থনা করি যে আমার উকীল ও মোক্তারের সহিত স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারি। গত মার্চ মাসে শ্রীযুত ওয়াইট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আমাকে রাজবাটী হইতে গোলাবাটীতে থাকিতে অনুমতি হইল কিন্তু প্রাণবাবু ঐ বাটীর চতুর্দ্দিগ পদাতিকের দ্বারা বেষ্টন করিয়াছেন তাহাতে আমি সেই স্থানেও কএদির ন্যায় থাকিয়া ঐ বাবুকর্তৃক অত্যন্ত অপমানিতা হইতেছি এবং যে স্থানে আমি বদ্ধপ্রায় আছি ঐ স্থান এমত কদর্য্য যে বৰ্দ্ধমানস্থ চিকিৎসক সাহেব আপনিই কহিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট কএদিরদিগকে যদি এমত স্থানে রাখিতেন তবে অবশ্য তাঁহারদের গ্লানি হইত এবং অনেক দিবস পর্য্যন্ত এমত স্থানে বাস করিলে কোন ব্যক্তিই প্রায় বাঁচিতে পারে না।

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ১৩ আশ্বিন ১২৪৬)

মহারাণী বসন্তকুমারী।—সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব পরিশেষে উক্ত রাণীর মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। বিশেষতঃ গত শনিবার শ্রীযুত বেলি সাহেব রাণী কমল কুমারীর পক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে বৰ্দ্ধমানের মাজিস্ট্রেট সাহেব রাণী বসন্তকুমারীকে চৌকি দেওনার্থ কোন পেয়াদা বসান নাই কিন্তু তাঁহার রক্ষার্থে রাণী কমল কুমারীকে আপনার লোক দ্বারা চৌকি দেওনার্থ অনুমতি করিয়াছিলেন। আরো কহিলেন

যে পরলোকপ্রাপ্ত তাঁহারদের স্বামী রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের দান পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল যে যুব রাণী বড় রাণীর অধীনে থাকিবেন।

শ্রীযুত টকর সাহেব কহিলেন আমি নিশ্চয় বোধ করি যে গত মার্চ মাসের ২৩ তারিখ ও আগষ্ট মাসের ২৯ তারিখের মাজিস্ত্রেট সাহেবের যে হুকুম তাহা অবৈধ ও অনিয়মিত হওয়া প্রযুক্ত অন্যথা করিতে হইবে যেহেতুক উভয় রাণীর তুল্য ক্ষমতা অথচ ঐ আজ্ঞার দ্বারা রাণী বসন্তকুমারীকে বড় রাণীর অধীনে রাখা গিয়াছিল। আরো কহিলেন যে উভয় রাণীর অস্ত্রধারি ব্যক্তিরদিগকে একত্র আসিতে অনুমতি দেওয়াতে মাজিস্ত্রেট সাহেব অনুচিত কার্য্য করিয়াছিলেন কারণ তাহাতে দাঙ্গা হইতে পারিত। অপর এইক্ষণে হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ রাণী স্বেচ্ছা মতে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। শ্রীযুত টকর সাহেব আরো হুকুম করিলেন যে তথাকার সিবিল ও সেসন জজ সাহেব আপনার হুকুমের আপিল হইবে বলিয়া সেই হুকুম জারী করিতে অনুচিত করিয়াছেন অতএব তাঁহার সেই হুকুম স্থগিত করণের আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬)

রাণী বসন্তকুমারী।—গত শনিবারের দর্পণে আমরা লিখিয়াছিলাম যে রাণী বসন্তকুমারীর মোকদ্দমায় বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব যে দুই আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা সদরদেওয়ানী আদালতের শ্রীযুত জজ সাহেব বেআইনী ও অন্যায় নিশ্চয় করিয়াছেন। এইক্ষণে আমরা জ্ঞাত হইলাম যে ঐ হুকুম মাজিস্ত্রেট সাহেব করেন নাই কিন্তু ঐ জিলার জজ সাহেব করিয়াছিলেন অতএব সদরদেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব যে দুই হুকুম রদ করিয়াছেন তাহা ঐ জজ সাহেবের।

কলিকাতা রাজধানীস্থ এই সপ্তাহের এক সম্বাদ পত্রে লেখে যে তথাকার জজ সাহেব শসপেণ্ড হইয়াছেন এবং তদ্বিষয় তজবীজ করণার্থ এক কমিস্যন প্রেরিত হইয়াছেন কিন্তু তৎপরে ঐ সাহেবের শসপেণ্ড হওনের লিখন ঐ সম্বাদ পত্রে অন্যথা লেখেন কিন্তু সকলের এমত বোধ হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট রাণী বসন্তকুমারীর মোকদ্দমা অতিসূক্ষ্মরূপে তজবীজ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। বোধ হইতেছে যে প্রাণ বাবু ও রাণী কমলকুমারীর প্রবোধেতে রাণী বসন্তকুমারীর বিষয়ে অতি বেআইনী ব্যাপার হইয়াছে।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪)

ইশতেহার।—সুবে বাঙ্গালার ফোর্ট উলিয়মের কলিকাতা নগরের পাতরিয়া ঘাটার ৺ প্রাপ্ত দেওয়ান দেবনারায়ণ ঘোষ যে উইল করিয়া যান ঐ উইলের প্রোবেট সুবে বাঙ্গালার ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্ট এক্লিজিআষ্টিকল এলাকার সম্পর্কে উক্ত উইলে লিখিত দুই টর্ণি পাতরিয়া ঘাটাস্থ শ্রীযুত আনন্দনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীযুত গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে অদ্য প্রদান

করিলেন। ঐ মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত টর্নিরদিগকে অবিলম্বে জ্ঞাপন করিবেন কিম্বা কাহারো স্থানে ঐ মৃত ব্যক্তির পাওনা থাকে তিনি ঐ টাকা উক্ত টর্নিরদের স্থানে অগৌণে অর্পণ করিবেন।—হেজর ও ইস্‌মালী। কলিকাতা ১২ ডিসেম্বর ১৮৩৭।

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—স্বয়ং রাজা প্রতাপচন্দ্র বলিয়া যে ব্যক্তি পতাকা উড্ডীয়মান করত কলিকাতার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন তিনি রাজা প্রতাপচন্দ্র কি না আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কিন্তু নিজ রাজবাটীর প্রাচীন লোকের বাক্য প্রমাণে বোধ হইতেছে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের মরণ ব্যাপার অত্যাশ্চর্য্য বটে তাহার বিস্তারিত এই যে অম্বিকা গমনের চারি দিবস পূর্ব্বে তাঁহার জ্বর হয় তাহাতে বারদ্বারিতেই থাকেন ঐ পীড়া শান্ত্যর্থ রাজ কবিরাজেরা অনেকে অনেক প্রকার ঔষধ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি ঔষধের মধ্যে তাজা বিষ দেন কিন্তু মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের অতি প্রিয় পাত্র এক বৈদ্য পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন মহারাজকে তাজা বিষ ভক্ষণ করাইবেন। অতএব ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সাক্ষাতে আনিবামাত্র প্রিয় পাত্র কবিরাজ মহারাজকে চক্ষু ঠারিয়া নিষেধ করিলেন। এই প্রকার উদ্যোগ তিন চারি বার হয় এবং বৃদ্ধ মহারাজ সাক্ষাতে বসিয়া ভক্ষণার্থ উপরোধ করেন তাহার কারণ এই যে গোপনীয় বিষ প্রয়োগের ব্যাপার বৃদ্ধ মহারাজের গোচর ছিল না। কিন্তু যুবরাজ কদাচ সে ঔষধ গ্রহণ করিলেন না এবং এক হস্তীর উপর ডঙ্কা অন্য হস্তীতে আম্বারি বসাইতে হুকুম দিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গাযাত্রা করিলেন।

গঙ্গাযাত্রার প্রসঙ্গ শুনিয়া শ্রীমতী ছোট বধূরাণী যুবরাজকে স্বীয় মহলে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতে যুবরাজ উত্তর করিলেন তাঁহার মহলে গেলেও আমার প্রাণরক্ষা হইবেক না। অতএব ছোট রাণী যদি আমার সহিত গমন করিতে পারেন তবে আসুন নতুবা সময়ান্তরে যদি ভগবান করেন তবে সাক্ষাৎ হইবে এই গঙ্গাযাত্রা কালে ন্যূনাধিক সহস্র লোক নবীনবাগে একত্র হইয়াছিল। এবং বোধ করি পরাণচন্দ্র বাবুও এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে প্রতাপচন্দ্র মহারাজ স্বাভাবিক রূপে বারদ্বারি হইতে নামিয়া হস্ত্যারোহণ পূর্ব্বক অম্বিকাতে গমন করিয়াছিলেন।

রাজা অম্বিকাতে গিয়া পাঁচ দিবস ছিলেন তাহার পরে কেহ বলে মরিয়াছেন কেহ বলে জলে অদৃষ্ট হইয়াছেন কিন্তু মরণ বা অদর্শন যাহা হউক শ্রীযুত বসন্তলাল বাবু নিশ্চয় বলিতে পারেন। কেননা তৎকালে তিনি ও ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী ও ঘাসী পুরোহিত এই তিন ব্যক্তি নিকট ছিলেন বৃদ্ধ মহারাজও অম্বিকায় যাইতে ছিলেন কিন্তু পথের মধ্যেই শুনিলেন রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল। অতএব সেই স্থান হইতে ফিরে গেলেন এবং রাজবাটীতে গিয়া বধূরাণীদিগের হস্তে যে সকল চাবি ছিল তাহা লইয়া কহিলেন যুবরাজ মরিয়াছেন।

তাহার পরে রাজবাটীর যেরূপ ব্যবহার আছে পরিবারের মধ্যে কেহ মরিলে স্ত্রীলোকরা একত্র বসিয়া নিয়মিত কয়েক দিন বক্ষস্থলে করাঘাত করেন সেই ব্যাপার আরম্ভ হইল। রাজার মরণ বিষয়ে আর কেহ আন্দোলন করেন নাই এখন পতাকাচিহ্নিত অনিশ্চিত রাজার আগমনেতে এই সকল বিষয় উত্থাপন হইতেছে। এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যুবরাজের মরণের পর এক দিবস বাবু বাহির সর্ব্বমঙ্গলা পুষ্করিণীতে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু চতুর্দ্দিগে লোকের করতালি-ধ্বনিতে পাল্কীর কপাট দিয়া সত্বর আসিতে হইয়াছিল যাহা হউক ফলে নিশানধারি ব্যক্তি বর্দ্ধমানে গেলে সাধারণ লোক দ্বারা অনেক সাহায্য পাইবেন। এবং রাজবাটীস্থ প্রাচীন লোকেরাও তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পারেন আমার বোধ হয় অনিশ্চিত প্রতাপচন্দ্র প্রতাপচন্দ্রের মরণাব-ধারণার্থ যদি বর্দ্ধমানের হাকিমের নিকট সাক্ষ্য প্রমাণের আবেদন করেন তবে এবিষয়ের অনেক আন্দোলন হইবেক এবং মরণের কারণ গুপ্তাভিপ্রায় সকলই ব্যক্ত করিতে পারিবেন। ভ্রমণকারিণঃ।

(৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

বর্দ্ধমানের মোকদ্দমা।—গত সপ্তাহে বর্দ্ধমানের রাণীরদের ব্যাপার বিষয়ে কলিকাতার মধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে তৎপ্রযুক্ত আমরা কুরিয়র সম্বাদ পত্রহইতে তদ্বিবরণ গ্রহণ করিলাম। বর্দ্ধমানের রাজা দুই রাণী অর্থাৎ বড় রাণী শ্রীমতী কমলকুমারী ও ছোট রাণী শ্রীমতী বসন্তকুমারীকে রাখিয়া লোকান্তরগত হন। এবং তৎসময়ে ছোট রাণীকে অনেক স্থাবর সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তাহার কিয়দংশ কলিকাতার মধ্যে আছে এইক্ষণে তাহা শ্রীযুত প্রাণচন্দ্র বাবু ও শ্রীমতী বড় রাণীর দখলে আছে। শ্রীমতী বসন্তকুমারী সুন্দরী অথচ যুবতী আপনার বিষয় অধিকার করণার্থ নালিস করিতে ইচ্ছুক হইয়া বড় আদালতের উকীল শ্রীযুত হেজর সাহেবকে কএক মোক্তারনামা দেন তাহার সাক্ষী ঐ রাণীর এতদ্দেশীয় দুই জন দাসী ছিল ঐ মোক্তার-নামার সত্যতার বিষয়ে প্রমাণ লওনার্থ বর্দ্ধমানের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত ওগেলবি সাহেবের প্রতি বড় আদালতের এক হুকুমনামা প্রেরিত হয় তাহাতে এই আজ্ঞা ছিল যে ঐ মোক্তারনামা দুই জন দাসীর সাক্ষ্যের দ্বারা প্রকৃত কি না তজবীজ করিবেন। তাহাতে অনেক দিন ঐ দুই দাসী বর্দ্ধমানের আদালতে উপস্থিত থাকে। পরিশেষে শ্রীযুত ওগেলবি সাহেব শ্রীযুত মেলিস সাহেবকে আজ্ঞা করেন যে ঐ হুকুমনামা জারী করিয়া ফিরিয়া পাঠান। তাহাতে ঐ সাহেব তদনুরূপ করিয়া শ্রীযুত ওগেলবি সাহেবকে কহিলেন যে ঐ হুকুমনামা আমার নামে প্রেরিত হয় নাই অতএব আমি তাহা জারী করিলে মঞ্জুর হইতে পারে না তৎপ্রযুক্ত অন্য এক হুকুমনামা শ্রীযুত ওগেলবি ও শ্রীযুত মেলিস উভয় সাহেবের নামে প্রেরিত হইল কিন্তু তাঁহারা তাহা জারী না করিয়া লিখিলেন এই হুকুমনামানুসারে কর্ম্ম করিতে আমারদের আপত্তি আছে! পরে অন্য এক জন সাহেবের নামে অপর এক হুকুমনামা প্রেরিত হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা জারী করিলেন। অতএব এইক্ষণে ছোট রাণীর পক্ষে মোক্তারনামা সিদ্ধ হওয়াতে অগৌণেই সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে। বোধ হইতেছে এইক্ষণে শ্রীযুত প্রাণচন্দ্র বাবু ও শ্রীমতী

বড়রাণী কমলকুমারীর উদ্যোগে শ্রীমতী রাণী বসন্তকুমারী নজরবন্দী আছেন। অতএব শ্রীযুত হেজর সাহেব বর্দ্ধমানে গমন করিলেও ঐ রাণীর সহিত কোন কথোপকথন হইতে পারিল না। কুরিয়র পত্রে লেখে যে এইরূপে চারি মাস গত হইলে পর ঐ সাহেবের প্রতি আদালতের অনুমতি হইল যে আপনি রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২৯ পৌষ ১২৪৫)

প্রতাপচন্দ্রের মোকদ্দমা।—ষষ্ঠবিংশ দিবস। ৩ জানুআরি।—কলিকাতা নিবাসি ডেবিড হের সাহেব সাক্ষ্য দিলেন আমি কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়ের সেক্রেটরী যখন বর্দ্ধমানের রাজ প্রতাপচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতেন তখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করণের আমার অনেক উপায় ছিল তাহা ১৮১৭। ১৮ সালে হয়। আমি ছয় সাত বার রাজার সঙ্গে চৌরঙ্গীতে তাঁহার বাটীতে যাইতাম প্রত্যেকবার এক ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতাম আমার বোধ হয় আসামী রাজা প্রতাপচন্দ্রের ঠিকতুল্য। মাজিস্ত্রেট সাহেবের আদালতের নিকটবর্ত্তি কুঠরীস্থ ছবি আমি দেখিয়াছি ঐ ছবির সঙ্গে আমি আসামীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে অতিসূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিলাম এবং আসামীর নাসিকা ও ছবির নাসিকা ও চক্ষু তুল্যই দেখিলাম এবং থুঁতি ও অধর ছবির সদৃশই আছে। ছবির মুখ ও রং আসামী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভারি ও গৌরবর্ণ কিন্তু সামান্য আকার তুল্যই আমার বোধ হয় যে আসামী পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন আসামী কৃশ হওয়াতে প্রথমত আমার বোধ ছিল যে রাজা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা কিন্তু তাঁহার দীর্ঘতা ও আমার দীর্ঘতা ঐক্য করিয়া দেখিলাম যে আসামী ঠিক প্রতাপচন্দ্রের তুল্য লম্বা অর্থাৎ আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা প্রতাপচন্দ্রও এই রূপ দীর্ঘ ছিলেন আমি অদ্য জেহেলখানাতে আসামীকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলাম প্রথমত আসামীর স্মরণ ছিল না যে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে সক্ষাৎ করিয়া ছিলাম কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন যে তুমি রামমোহন রায়কে সঙ্গে করিয়া আমার ঘরে আসিয়াছিলা এবং তোমার সঙ্গে বন্দুকের সিন্দুকের ন্যায় একটা সিন্দুক ছিল তাহার মধ্যে একটা দুরবিণ ছিল সেই দুরবিণের দ্বারা আমরা উভয়ে ছাদের উপরে উঠিয়া চন্দ্র দেখিলাম তিনি আরো কহিলেন যে তোমার নিকটে অতি আশ্চর্য্য এক পিঁজরা ছিল তাহার মধ্যে দুই পক্ষী ছিল। তদ্রূপ পিঁজরা আমার নিকটে ছিল তাহা আমি তৎপরে অযোধ্যার রাজাকে দিলাম আমি সেই পিঁজরা কখন রাজা প্রতাপচন্দ্রকে দেখাই নাই কিন্তু হইতে পারে যে আমার কোন চাকরে তাঁহাকে দেখাইয়া থাকিবে। তিনি দুরবিণের বিবরণ অতিসূক্ষ্মরূপে কহেন নাই কিন্তু তাহার লম্বাইর কথা ঠিক কহিলেন। যে জিজ্ঞাসার বিষয় আমি আসামীকে কহিলাম তাহা আমি কখন কোন ব্যক্তিকে কহি নাই কেন না তাঁহার প্রত্যাগমনের বিষয় এবং তাঁহার মৃত্যু ও জমীদারী ত্যাগ করিয়া যাওনের বিষয় অতি বিরুদ্ধ জনরব শুনিয়া বোধ হইল ইহাতে আমাকে সাক্ষী মানিতে পারে অতএব এই সকল জিজ্ঞাসা আমি গোপনে রাখিলাম। অদ্য তাঁহাকে দেখনের পূর্ব্বে তাঁহার প্রত্যাগমনের পর আমি

দুই বার দেখিলাম একবার পানীহাটিতে রাজকৃষ্ণ চৌধুরীর বাটীর নাচে গিয়াছিলেন তৎ সময়ে আসামীর দাড়ি ছিল অতএব তাঁহার মুখের অধোভাগ আমি দেখিতে পাইলাম না কিন্তু মুখের উপরি ভাগ প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় অনেক প্রকারে বোধ হইল দ্বিতীয় বারে সুপ্রিমকোর্টে তাঁহাকে দাড়ি রহিত দেখিলাম এবং তৎ সময়ে বোধ হইল যে ইঁহার আকার প্রকার ঠিক প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় তাহাতে আমি লিথ সাহেবকে তাহা কহিলাম বুঝি তৎপ্রযুক্ত আমার প্রতি এই সফীনা হইয়াছে। আমি আসামীকে নিতান্ত বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্র জ্ঞান করাতে অদ্য তারিখের পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে কখন কথা কহি নাই আমি আসামীর নাসিকাতে একটা আশ্চর্য্য বিষয় দেখিলাম তাঁহার নাসিকাতে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে জেহেলখানায় অন্য কোন আসামীর এইরূপ ঘর্ম্ম হয় না।

(১৯ মে ১৮৩৮। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

মহামহিম শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—জিলা হুগলির সেওড়াপুলির জমিদার ৺ প্রাপ্ত হরিশ্চন্দ্র রাজা বৈদ্যবাটীর পুরাতন হাটের স্থান সঙ্কীর্ণপ্রযুক্ত অথবা ঐ হাটে দুই তিন জমিদারের সম্পর্ক থাকাতে বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্তই হউক অনেক ব্যয়ব্যসন পূর্ব্বক দরবার করত আপনার জমিদারি সেওড়াপুলিতে ঐ পুরাণাহাট ভাঙ্গিয়া বসান। বিশেষত রাজা অনেক টাকা ব্যয়পূর্ব্বক বহুসংখ্যক ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়া ঐ সোণার হাট বসাইয়া মাত্র স্বর্গীয় হাট করিতে গেলেন। এইক্ষণে খেদের বিষয় যে এই হাটের উত্তরাধিকারিণী দুই রাজমহিষী দুই পোষ্য পুত্র করিয়াছেন ঐ বালকেরা এইক্ষণে নাবালগ এবং রাণীরাও অবলা জমিদারীও হস্তান্তর ইতিমধ্যে কলিকাতা নিবাসি অতিধনাঢ্য বাবু শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় ঐ হাটের নিকটস্থ দেবগঞ্জ নামক এক গঞ্জ বসাইয়া ছিলেন কিন্তু অনেক টাকা ব্যয় ভূষণ করিয়াও তাঁহাতে প্রায় তাদৃশ কৃতকার্য্য না হওয়াতে এইক্ষণে ঐ নাবালগ বালক ও ঐ অবলারদের হাটের উপর বল প্রকাশ করত ঐ হাট ভাঙ্গিয়া আপনারদের ভগ্ন দেবগঞ্জ পূরণ করিতেছেন এবং শুনা গিয়াছে কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোকেরদিগকে অনেক টাকা দিয়া ঐ দেবগঞ্জের নীচে ভূরি২ নৌকা শনি মঙ্গল বারে বন্ধন করিয়া রাখেন যদ্যপি কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোক রাজার হাটে না যায় সুতরাং রাইয়ত লোকের দ্রব্যাদি বিক্রয় না হইলে দেব বাবুর হাটে আসিতেই হইবেক ইহাতে দেববাবুর কিছু পৌরুষ নাই উক্ত রাজা বর্ত্তমান থাকিলে প্রশংসা হইত। কস্যচিৎ পরদুঃখ কাতরস্য।

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৬ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' যাহা লেখেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

"...গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্ট দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন।...কি অশুভক্ষণে নিষ্ঠুর ক্ষতরোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল,...ঐ সংঘাতিক নিদারুণ রোগ

কয়েকমাস পর্য্যন্ত বাবুকে অসীম ক্লেশ দিয়া তাঁহার দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ করিল, কি পরিতাপ !... এত দিনের পর দেবপুর অন্ধকার হইল, দেব পরিবারের হাহাকার শব্দে পাষাণ-তুল্য কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইতেছে ! প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন।...হে বন্ধুবর বাবু গিরীশচন্দ্র দেব কোথায় ? তোমার পিতৃ বিয়োগ হইল, শীঘ্র আসিয়া আমারদিগের সহিত বিলাপ বারিধিবারি প্রবাহে নিমগ্ন হও। হে প্রমথনাথ বাবু তুমি অতি পুণ্যাত্মা ছিলে, ভ্রাতৃ বিয়োগের গুরুতর যন্ত্রণা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইল না।

আহা ! বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দ্ধন লোক কেবল তাঁহার অসামান্য বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না,...যে মহাত্মা পরদুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার এরূপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত বর্দ্ধন ও হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেন তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহারদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা ! এইক্ষণে সংগীত বিদ্যাসুনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাঁহার ভাব রস, শুর, রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়,...বঙ্গদেশের এক মহারত্ন কৃতান্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইল...।

(২৮ জুলাই ১৮৩৮। ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫)

কলিকাতার ইস্কুলবুক সোসাইটি যে সভা এতদ্দেশীয়দিগের বিদ্যা বিষয়ের মহোপকারক হইয়াছেন সেই সভার সেক্রেটের শ্রীযুত পাদরি ইয়েট সাহেব ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন এতচ্ছ্রবণে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম এমত দুঃখিত আমরা আর অন্য কোন বিষয়ে হই নাই। এই পাদরি সাহেব বাহির রাস্তার নিকটে গীর্য্যা আছে তাহার পাদরি ইনি বাঙ্গালা বিষয়ে যেমত উত্তম বিজ্ঞ এমত বিজ্ঞ ইংলণ্ডীয় মধ্যে প্রায় নাই। ঐ পাদরি সাহেব বাঙ্গলা ভাষা বিষয়ে পারদর্শী এবং যে অতিশয় ভারি কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কর্ম্মস্থানের যে রীতি নীতি এবং তদ্বিষয়ের পারিপাট্য জানিতেন এবং তাহার যে প্রকার শীলতা সর্ব্ব সমীপে নম্রতা আর স্বভাবত বাক্যের কোমলতা আর তিনি যে প্রকার কএক বৎসর ঐ কর্ম্ম করিতেছেন ইহাতে তিনি ঐ কার্য্যে অতিনিপুণতম হইয়াছেন। ঐকর্ম্ম স্থানের মান্য মেম্বরগণ এইক্ষণে চেষ্টিত আছেন যে ঐ পাদরি সাহেবের কর্ম্মে তত্তুল্য মনুষ্য পাইলে ভাল হয়। এবং ঐ সভার মেম্বরগণ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়হইতে বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যক্তি নির্ণয় করিয়া সভাকে পূর্ণা করুন কিন্তু আমরা বলিতে ভীত হই কেননা ঐ পাদরি সাহেবের তুল্য শ্রমি ও নিপুণ মনুষ্য পাওয়া প্রায় কঠিন। আমরা অনুমান করি যে নিম্ন

লিখিত প্রকারে যদি ঐ পাদরি সাহেবের কর্ম্ম তিন চার জনকে বিভক্ত করিয়া দেন তবে সুলভ হইতে পারে বাঙ্গলার বিষয়ে এক জন বাঙ্গালি এবং পারশির কার্য্যে মোসলমান সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং ঔড্র দেশীয় কার্য্যে উড়িয়া নিযুক্ত করা উচিত এমত অনেক মনুষ্য বলিতে পারিবেন যে এমত উত্তম বিদ্বান মনুষ্য পাওয়া অতি সুকঠিন কারণ সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি প্রায় পাওয়া যায় না। এই প্রতিবন্ধকের আমরা উত্তর করি যে যাহার যে দেশীয় বিদ্যা তাহাতে তিনি ভাল হইবেন অতএব উত্তম রূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। আমরা লিখিবার সময়ে শুনিলাম যে ইস্কুল বুক সোসাইটী শ্রীযুক্ত পাদরী ইয়েট সমীপে নিবেদন করিয়াছেন যেপর্য্যন্ত শ্রী পিয়ার্স সাহেব এতদ্দেশে না আইসেন সেইপর্য্যন্ত ঐ পাদরি সাহেব ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

রষ্টমজী কাওয়াসজীর পরিবার।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে আমারদের সহবাসি শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজীর শ্রীমতী সহধর্ম্মিণী বোম্বাইহইতে সমুদ্রপথে সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন যে রূপ হিন্দু ও মোসলমানের স্ত্রীলোকেরা সমুদ্র পথে জাহাজে গমনার্থ অনিচ্ছু তদ্রূপ পারসীয় স্ত্রী লোকেরাও বটেন অতএব দেশীয় রীতির বিরুদ্ধে এই প্রথম এক জন স্ত্রী তদ্রূপ জাহাজারোহণে আগমন করিয়াছেন। ফলতঃ এমত সাহসী হইয়া দেশীয় কুব্যবহার যে পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে রষ্টমজী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের সম্পাদক যে লেপটেনণ্ট টী স্প্রাই সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে এবং আসামের সদরেঃ সদুর যে যজ্ঞরাম থরঘরিয়া ফুককন তিনিও মরিয়াছেন ইহাঁরা উভয়েই উত্তম বিদ্বান ছিলেন।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫)

মুর্শিদাবাদের রাজা।—৺ প্রাপ্ত রাজা উদ্বন্ত সিংহ বাহাদুরের পোষ্য পুত্র শ্রীযুত রাজা রামচন্দ্র বাহাদুর কিয়দ্দিবস হইল লক্ষ্ণৌস্থ শ্রীযুত নবাব মমতাজদ্দৌলা বাহাদুর সমভিব্যাহারে কলিকাতা মহানগর দর্শন কারণ আগমন করেন।...

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২১ মাঘ ১২৪৫)

রাজা গোপীমোহন দেবের মোকদ্দমা।—যে অতি গুরুতর মোকদ্দমা সর্ব্বত্র রাজা গোপীমোহন দেবের মোকদ্দমা বলিয়া প্রসিদ্ধ অথচ যে মোকদ্দমা ১৪ বৎসরঅবধি চলিতেছে এবং যাহাতে ১৫ লক্ষ টাকা লিপ্ত আছে সেই মোকদ্দমা আগামি সপ্তাহে সুপ্রিমকোর্টে বিচার হইবে এবং বোধ হয় তাহার তজবীজ করিতে পাঁচ ছয় দিবস লাগিবে মোকদ্দমার মূল কথা এই

যে পয়বস্তি ভূমিতে অধিকারী কোন্ ব্যক্তি হয় এবং এই বিষয়ে সাধারণ জমীদারেরদের অত্যন্ত ক্ষতি বৃদ্ধিলিপ্ত বিশেষতঃ ১৮২১ সালে লাটরির কমিটি গঙ্গাতীরস্থ রাস্তা প্রস্তুত করণার্থ আপনারদের সংগৃহীত টাকার কিয়দংশ ব্যয় করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং ১৮১৪ সালের আইন অনুসারে কার্য্য স্থির করিলেন ঐ আইনক্রমে জুষ্টীস অফ দি পীস সাহেবেরদের প্রতি কিয়ৎ২ সীমার মধ্যে রাস্তা প্রস্তুত করিতে হুকুম আছে কিন্তু ঐ রাস্তা যদি কোন ব্যক্তির ভূমির উপরে পড়ে তবে তাহার মূল্য ভূম্যধিকারিকে দিতে হুকুম আছে এবং যদ্যপি তাহাতে উভয়ের সম্মতি হয় তবে আপোসে বন্দোবস্তদ্বারা ঐভূমির মূল্য নির্ণয় করিতে হুকুম হইল কিন্তু তাহাতে যদি সম্মতি না হয় তবে তাহার মূল্য জুরির বিবেচনার দ্বারা স্থির করিতে হুকুম হইল। অপর নূতন টাকশাল অবধি নিমতলার ঘাটপর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া সুতানুটি তালুকের মধ্য দিয়া রাস্তা পড়িয়াছে ঐ তালুক রাজা গোপীমোহন দেবের পৈতৃক এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রাজা রাধাকান্ত দেব তাহার অধিকারী। ঐ রাস্তা নির্ম্মাণের বিষয়ে রাজা গোপীমোহন দেব তৎসময়ে কোন আপত্তি করেন নাই কিন্তু সুতানুটির জমীদার বা তালুকদার বলিয়া উক্ত আইন অনুসারে আপনার ভূমিতে রাস্তা হওন প্রযুক্ত তাহার মূল্যের দাওয়া করিলেন এবং লাটরির কমিটি ও গবর্নমেণ্ট ঐ ভূম্যধিকারির দাওয়া দেওনে অস্বীকৃত হওনেতে তিনি একুটিতে এক বিল ফাইল করিলেন ইহাতে বর্ত্তমান মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। অনন্তর রাজা গোপীমোহন দেবের মৃত্যুর পরে রাজা রাধাকান্ত দেব গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত দিয়া প্রার্থনা করিলেন যে এই বিষয় সালিসের দ্বারা বা প্রকারান্তরে নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরদের বিচার দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে ফরিয়াদী রাজা রাধাকান্ত দেব সুপ্রিমকোর্টে পুনর্বার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ও লাটরি কমিটির প্রধান উত্তর এই যে পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদারের স্বত্ব নাই কিন্তু তাহাতে মৌরুসী পাট্টাদারেরই স্বত্ব এবং কমিটির সাহেবের ঐ পাট্টাদারেরদের স্থানে রাস্তা নির্ম্মাণ করণের অনুমতি পাইয়াছেন এবং তাঁহারা ঐ অনুমতিই তালুকদারের দাওয়ার বিষয়ে উত্তর স্বরূপ লেখেন। তাঁহারদের দ্বিতীয় উত্তর এই যে ঐ রাস্তা যে ভূমির উপর হইয়াছে সেই ভূমি জোয়ারের জল যে পর্য্যন্ত উঠে তাহার নীচস্থ এবং রাস্তা নির্ম্মাণ সময়ে ঐ ভূমি জোয়ারের জলের নীচে ছিল অতএব তাঁহারা কহিলেন জোয়ারের জলের নীচস্থ ভূমি সকল গবর্ণমেণ্টের অধিকার অতএব রাস্তার ঐ অংশ ভূমিতে কোন ব্যক্তিকে মূল্য দিতে হইবে না। তাঁহারদের প্রথম উত্তরে পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদার ও পাট্টাদারের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির স্বত্ব ইহা নির্ণয় হইবে। এবং দ্বিতীয় উত্তরে জোয়ারের জলের রেখার নীচস্থ ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের এমত অধিকার আছে যে তাহার উপরে রাস্তা করিলে তালুকদারকে মূল্য দিতে হইবে না এই মোকদ্দমার এইক্ষণকার অবস্থায় আমারদের কোন পক্ষেই কিছু কহা উচিত নহে। কেহ২ বোধ করেন যে বাজেয়াপ্ত ভূমির বিষয়ও এই মোকদ্দমাতে লিপ্ত আছে কিন্তু দৃষ্ট হইবে এই অনুভব অমূলক। [হরকরা]

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২১ মাঘ ১২৪৫)

পত্রলেখক নিকট প্রাপ্ত।—...গত বুধবার অপরাহ্নে ৫ ঘণ্টা সময়ে মহারাণী অর্থাৎ শোভাবাজারস্থ শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহী ঠাকুরাণী দেহ পরিত্যাগ করিলেন তৎকালে রাজবাটীস্থ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ স্বজন চরমকালীন হরি এবং রাম নাম শ্রবণ করাইতে লাগিলেন এবঞ্চ বৈরাগিগণ খোল করতাল দ্বারা শোকসূচক গান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দু বংশ্যদিগের মধ্যে অতি প্রচলিত আছে।

ঐ মহারাণীর আশীবৎসর বয়ঃ পূর্ণ হইয়াছিল।

উক্ত মহারাজা এবং তদ্‌ভ্রাতৃবর্গ ৺ প্রাপ্ত রাণীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করণের উদ্‌যুক্ত আছেন।

(৯ মার্চ ১৮৩৯ । ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত কাকরেল কোম্পানির হাউসে ডাক্তরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন অপর তিনি কলিকাতার মধ্যে প্রধান এক সওদাগরের হাউসে ঐ কর্ম্মে অতি ত্বরায় নিযুক্ত হইবেন এতদ্বিষয় আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি।

(৯ মার্চ ১৮৩৯ । ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

শ্রীযুত রায় পরশুনাথ বাহাদুরের পদ বৃদ্ধি হইবার সংবাদাবলোকনে আহ্লাদার্ণবে মগ্ন হইলাম যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ রায় বাহাদুর যেমন ইষ্ট নিষ্ট শিষ্ট পোষক পরোপকারক তেমনি পরমেশ্বর তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি করিতেছেন কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইনি অল্পকাল স্বংবৎ বর্দ্ধমান জিলাতে আগমনপূর্ব্বক প্রথমে এডিসনল প্রধান সদর আমীন পরে ৪০০ শত টাকা মাসিক বেতনে প্রধান সদর আমীন তৎপরে ঐ কর্ম্মে ৬০০ শত টাকা বেতন বৃদ্ধি পুরঃসর সংপ্রতি সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতনে মুরশিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন ...। কস্যচিৎ প্রধান সদর আমীন গুণানুবাদিনঃ।

(৩০ মার্চ ১৮৩৯ । ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

জি এ প্রিন্সেপ সাহেবের মৃত্যু।— · জি এ প্রিন্সেপ সাহেব ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে গত মঙ্গলবারে ওলাউঠারোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সাহেব প্রায় সর্ব্ব সাধারণ বালকের পরিচিত বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের অতি মান্য ছিলেন পামর কোম্পানির কুঠি দেউলিয়া হওনের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় পঁহুছিয়া উক্ত কুঠির অংশী হইয়া ছিলেন কিন্তু অবিলম্বেই কুঠির দুরবস্থাতে পতিত হইলেন। তৎপরেই সাহেব কলিকাতা কুরিয়র পত্র সম্পাদক হইলেন এবং সাহেব যেরূপে ঐ পত্র সম্পাদকতা নির্ব্বাহ করিলেন তাহাতে সকলই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তৎসমকালেই তিনি গবর্ণমেণ্টের

খরচে অতিভারি নিমকের কারখানাতে প্রবর্ত্ত হইলেন ঐ কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়া সাহেবের নিয়ত এমত এমত চেষ্টা ছিল যে অত্যল্প খরচে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত করেন। এবং সাহেবের উৎসাহ গুণে ঐ কার্য্যে ক্রমশঃ বিলক্ষণ লভ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহেই তাঁহার অনেক সময় ক্ষেপণ হইত তৎপ্রযুক্ত উক্তপত্র সম্পাদকতা কার্য্য উপেক্ষা করিতে হইল। নিমকের কারখানা ভারি রূপে চালাইবার নিমিত্তে গত দুই তিন মাসের মধ্যে সাধারণ টাকার এক সমাজ স্থাপনার্থ কল্প করিয়াছিলেন। এই সকল কল্প করিতে২ অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া সাহেবের ইহ লোক ত্যাগ করিতে হইল।

(৬ এপ্রেল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫)

সুপ্রিমকোর্ট।—সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী নবীনমণি দেবী ফরিয়াদী ও শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলাল ঠাকুর আসামী সেই মোকদ্দমায় গত জুলাই মাসের ১৮ তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামি আপ্রেল মাসের ১ তারিখ সোমবারে মধ্যাহ্ন ১২ ঘণ্টার সময়ে সুপ্রিম কোর্টে মাষ্টর আফিসে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে উক্ত ডিক্রীর ফলসিদ্ধির নিমিত্তে নীচের লিখিত বিষয় বিক্রয় হইবেক।

বিশেষতঃ জিলা পাবনার ও জিলা ফরিদপুরের কিয়ৎ অংশের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত পরগনা মহিমশাহী নামে বিখ্যাত মৃত লাডলিমোহন ঠাকুরের ইষ্টেটের মধ্যে যে এক তালুক তাহার সদর মালগুজারি জিলা যশোহরের কালেকটরীতে ১৭০১৫৷৷৶৮ টাকা দেওয়া যায়।

ইহার আর২ বৃত্তান্ত ফরিয়াদীর উকীল শ্রীযুত উলিয়ম তামসেন সাহেবের নিকটে অন্বেষণ করিলে জানা যাইবে।

কলিকাতা। সুপ্রিম কোর্ট। মাষ্টর আফিস। ডবলিউ গ্রাণ্ট।
১৮ ফেব্রুআরি ১৮৩৯। মাষ্টর।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

আমরা নিশ্চিত সম্বাদ জানিয়া প্রকাশ করিতেছি যে কোঁচবেহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ৩০ মে তারিখে কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজবংশীয় নামে এক প্রসিদ্ধ জাতী আছে এই রাজা সেই জাতীয় মনুষ্য ইনি শিবোপাসক ছিলেন ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল তন্ত্রের মতে করিতেন কেবল শিব পূজা শিবস্থাপনেতেই বোধ হয় রাজা হিন্দু নতুবা আহার বিষয়ে তাঁহার হিন্দুর ব্যবহার কিছুই ছিল না এবং বিবাহ করণেতেও জাতীয়বিচার করিতেন না যে কোন জাতির কন্যা সুন্দরী জানিলেই তাহাকে বিবাহ করিতেন বিশেষতঃ ঐ বিবাহ পাগল রাজার এমত বিবাহ রোগ ছিল যে বিধবা সধবা স্ত্রীলোককেও বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া রাণীপালের মধ্যে রাখিতেন এই সকল প্রকারে লোক শ্রুতি এইরূপ যে তাঁহার ১২০০ রাণী এইক্ষণেও বর্ত্তমান আছেন। অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপ্ত এক দুর্গ মধ্যে ভিন্ন২ স্থানে রাণীরা বাস করেন ঐ দুর্গের মধ্যে

অনেক বিচারস্থল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে আদালত ফৌজদারী রাণীরাই করেন ১২০০ শত রাণীর মধ্যে পট্ট মহিষী রাণী রাজার অতি মান্যা স্ত্রী মহারাজ সিংহাসনারূঢ় কালীন রাজ মহিষী আগতা হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন কিন্তু রাজাকে দেখিয়া মহিষী গাত্রোত্থান করিতেন না কোঁচবিহারী রাজ বংশের মধ্যে এই রীতি পুরুষানুক্রমেই চলিতেছে হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের এই মাত্র বিশেষ যে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমেতেও বিবাহ বিষয়ে বৈরক্তি হয় নাই এই রোগেতেই তাঁহার সহিত প্রজাবর্গের প্রায় সাক্ষাৎ ছিল না কেবল নারী বিহারে উন্মত্ত থাকিয়া অন্তঃপুরের মধ্যেই চিরকাল কাল যাপন করিয়াছেন তাঁহার রাজশাসনের ভার মন্ত্রিরদের হস্তে অর্পণ ছিল অতএব রাজ্য শাসন রাজস্ব গ্রহণাদি তাবৎ কার্য্য মন্ত্রিরাই করেন এই রাজার দুই পুত্র আছেন জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর হইবে।—ভাস্কর। [ইংলিশম্যান]

(৩১ আগষ্ট ১৮৩৯। ১৬ ভাদ্র ১২৪৬)

...মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর......শ্রীশ্রী৺ কাশী ক্ষেত্রে বিরাজ করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের ১৬ জ্যৈষ্ঠ দিবা দেড় প্রহর সময়ে উনষষ্ঠিবর্ষ সার্দ্ধ ত্রিমাস বয়ঃক্রমে মহাস্মশালে শ্রীশ্রীশ্বরসদনে যোগাসনে সজ্ঞানে অনিত্য দেহত্যাগ করিয়া সর্ব্বশক্তিধর শ্রীশ্রীপরমেশ্বরে সংলীন হইয়াছেন।... প্রধান রাজনন্দন মহাবল পরাক্রান্ত সর্ব্বরাজলক্ষণে সুলক্ষিত যুবরাজ বাহাদুর রাজ্যস্থ সর্ব্বসাধারণের আকুঞ্চনে শুভক্ষণে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর উপাধিতে প্রখ্যাত হইয়াছেন।...শ্রীআনন্দচন্দ্র ঘোষস্য। কোঁচবিহার নিবাসিনঃ।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে উক্ত মহা মহানুভব যুব ব্যক্তি ভারতবর্ষ ও ইঙ্গলণ্ডদেশের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ স্থাপন বিষয়ে স্বদেশীয় লোকেরদিগকে প্রবর্ত্ত করণার্থ মহোদ্যোগ করিয়াছিলেন এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে তাঁহার চতুর্দিগে যে সকল অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আছেন তাঁহারা কহেন যে কুমার লিবরাল হইয়াছেন এবং স্বধর্ম্ম বিষয়ে হীনানুরাগ হইয়াছেন অতএব তিনি এইক্ষণে এই আরোপিত দোষ খণ্ডনার্থ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন।

(১৬ নভেম্বর ১৮৩৯। ২ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

ইশ্‌তেহার।—ইহার দ্বারা বিজ্ঞপ্ত করা যাইতেছে যে নিম্নের স্বাক্ষরকারিগণ আপনারদিগের পূর্ব্বের প্রচলিত মোহর হইতে অব্যবস্থিত রূপে বঞ্চিত হইয়া নূতন মোহর আপনারদিগের নামে বাঙ্গলা সন ১২৪৬ সালের মাহ কার্ত্তিকে প্রস্তুত করিলেন অদ্যাবধি সমুদয় রসিদ এবং অন্যান্য নিদর্শন পত্রী উক্ত নূতন মোহরের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইবেক।

স্বাক্ষর শ্রীমতী রাণী সুসারময়ী ৺ রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠ বাসির মাতা এবং তাঁহার উপেক্ষিত বৈভবের কর্ম্মাধ্যক্ষ তথা শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরী উক্ত বৈকুণ্ঠবাসী রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের বনিতা এবং তাঁহার বৈভবের কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মোং কলিকাতা
২৪ অক্তোবর সন ১৮৩৯ সাল
মোং ৮ কার্ত্তিক সন ১২৪৬ সাল।

(২৩ নভেম্বর ১৮৩৯। ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরীর প্রকোষ্ঠ হইতে ২০।২৫ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করণ বিষয়ে যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী রাণী হরসুন্দরী ও অন্যেরা ফরিয়াদী এবং কুমার কৃষ্ণনাথ রায় আসামী। সেই মোকদ্দমায় গত ১৪ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত টর্টন সাহেব সুপ্রিম কোর্টে প্রার্থনা করিলেন যে মোকদ্দমার শুননি দুই সপ্তাহপর্য্যন্ত মুলতবী থাকে যেহেতুক আসামীর স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতা হওয়াতে আসামী এইক্ষণে কর্ম্ম করণে অক্ষম। তাহাতে আদালত অনুমতি করিলেন।

(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬)

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের বিষয়ে অতি গুরুতর এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। আর চারি পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়া স্বীয় পৈতৃক তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।

দৃষ্ট হইতেছে যে যুবরাজ ও তদীয় মাতার মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ২৪ তারিখে শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায় উকীল শ্রীযুত ষ্ট্রেটল সাহেব ও পোলীসের শ্রীযুত মেকান সাহেব ও অন্য দুই তিন জন সাহেব সমভিব্যাহারে আপন মাতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকেরদিগকে স্থানান্তরে যাইতে কহিলেন তাহাতে তাঁহারা স্থানান্তর হইলে তিনি সাহেবেরদিগকে ঐ স্থানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহারদের সমক্ষে কএকটা সিন্দুক রজ্জু দ্বারা বন্ধন ও মোহরাঙ্কিত করিয়া আপনার সংসারাধ্যক্ষ শ্রীযুত জে সি সি সদর্লণ্ড সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন। কথিত আছে যে ঐ সিন্দুকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ছিল। এই ব্যাপারের দিনেক দুই দিন পরে এই তাবদ্বিষয়ে পোলীসের সম্মুখে আবেদন হইল। এবং তাঁহার মাতা কহিলেন যে অন্তঃপুরে বিদেশীয় ম্লেচ্ছ লোকেরদের প্রবেশ করাতে আমার অত্যন্ত অপমান হইয়াছে এবং বলপূর্ব্বক অনেক টাকা লুঠ হইয়াছে যুবরাজের পক্ষে ও তাহার মাতার পক্ষে কএক জন উকীল সাহেবেরা ছিলেন কিন্তু ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না আমরা শ্রুত হই নাই। সুপ্রিম কোর্টের সাহেবেরদের ইচ্ছা আছে যে ঐ মোকদ্দমা তথায় আনীত হয়। ২০।৩০ লক্ষ টাকার এমত ভারি মোকদ্দমা অনেক দিনাবধি ঐ আদালতে দৃষ্ট হয়

নাই। আমরা আগামি সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ের নিশ্চয় সম্বাদ অবগত হইতে পারিব এবং তাহা পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করিব না।

গত দুই তিন দিবসে রাজকুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের মোকদ্দমা পুনর্ব্বার পোলীসে উপস্থিত হইল। শ্রীযুত লিথ সাহেব রাণীর পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব যুবরাজের পক্ষে উপস্থিত হইয়া অনেক বাদানুবাদের পর নির্দ্ধার্য্য হইল যে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও শ্রীযুত ষ্ট্রেটল সাহেব ও শ্রীযুত লামব্রেথট সাহেব ও শ্রীযুত মেকান সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দিগম্বর মিত্র ইহাঁরদের প্রত্যেকের জামিন দিতে হইবে। শ্রীযুত লিথ সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেবেরও জামিন দিতে হইবে কিন্তু তাঁহার নামে কোন অভিযোগ না হওয়াতে তাঁহার তলব হইল না। এইক্ষণে কথিত আছে যে সিন্দুকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ছিল না কিন্তু ২০ লক্ষের কিঞ্চিদধিক ছিল।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—এইক্ষণে শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও তদীয় ধন সম্পত্তি সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে পতিত হইলেন। পাঠক মহাশয়রা অবশ্য স্মরণ করিবেন যে কএক সপ্তাহ হইল তিনি পোলীসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাস্থ রাণীরদের প্রাসাদ হইতে বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করত আপনার টর্ণি শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেবের নিকটে অর্পণ করেন। অপর রাণীরা কহেন ঐ সকল টাকা আমারদিগের এবং কুমার কহেন ঐ টাকা আমার। তাহাতে এই বিষয়ক মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষে মেলা উকীল ও কৌন্সলী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহাতে এই মোকদ্দমা উভয় পক্ষেরই অতি দীর্ঘকাল ও অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য যুদ্ধ হইয়া ঐ মূল ত্রিশ লক্ষ টাকার অনেকাংশ ক্ষয় সম্ভাবনা এইক্ষণে এই মোকদ্দমার তজবীজ হইবে।

(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।—পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা রাণীরদের প্রাসাদ হইতে স্থানান্তর হইয়া শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেবের নিকটে অর্পিত হওয়াতে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও রাণীরদের মধ্যে যে ঘরাও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ক বার্ত্তা শুনিয়া আমরা এইক্ষণে পরমাহ্লাদিত হইলাম যে তাহা আপোসে নিষ্পত্তি হওনের সম্ভাবনা হইয়াছে। গত সপ্তাহে সুপ্রিমকোর্টে এই মোকদ্দমা হইল এবং যুবরাজের পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব কহিলেন যে আমি নিশ্চয় বোধ করি যে এই মোকদ্দমা উভয় পক্ষে আপোসে নিষ্পত্তি হইতে পারে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ৪ ফাল্গুন ১২৪৬)

ব্রাহ্মণ ভোজন।—অনেক কালের পর সুপ্রিম কোর্ট মাষ্টর সাহেবের প্রতি আজ্ঞা

করিয়াছেন যে তিনি অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিশ্চয় করেন যে ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাওণেতে কত টাকা ব্যয় হয়।

উক্ত বিষয়ের বিবরণ এই যে ২০।২৫ বৎসর গত হইল রাস বিহারি শর্ম্মা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করণেতে অতি ধনাঢ্য হইয়া মুমূর্ষু সময়ে অনেক সম্পত্তি রাখিয়া দান পত্রের দ্বারা আদেশ করেন যে আমার এই সম্পত্তি হইতে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাণ যায়। তাহাতে কাশীমবাজারস্থ কোম্পানির বাণিজ্য কুঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত দ্রোজ [Droz] সাহেব এবং কলিকাতাস্থ একজন বাণিজ্যকারি শ্রীযুত পি মেটলণ্ড সাহেব তাঁহার দানপত্রানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে ১৮১৮ সালে এই বিষয় সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয় তাহাতে মাষ্টর সাহেবের প্রতি আজ্ঞা হইল যে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাওণেতে কত টাকা ব্যয় হইবে এবং তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত ইহা বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন পরে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে ঐ ব্যাপারেতে ৪৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে এবং মৃত ব্যক্তির জামাতা দেবনাথ সান্যাল তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ অত্যুপযুক্ত। তাহাতে জজ সাহেবেরা তৎক্ষণাৎ ঐ দুই জন টর্ষিকে উক্তসংখ্যক টাকা দেবনাথ সান্যালের হস্তে দেওনার্থ এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অবশিষ্ট টাকা কোর্টে দাখিল করণার্থ আজ্ঞা দিয়া তাঁহারদিগকে ঐ কর্ম্ম হইতে মুক্ত করিলেন। পরন্তু বোধ হয় যে ১৮২৭ সালের পূর্ব্বে দেবনাথ সান্যাল ঐ ব্যাপার আরম্ভ করিতে পারিলেন না। বিলম্বের কারণ আমরা অবগত নহি অপর তৎসময়ে ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমিত্ত যে টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা বিলম্ব প্রযুক্ত সুদের দ্বারা ৬৪ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইল। পরে সান্যাল সুপ্রিম কোর্টে এক দরখাস্ত দ্বারা নিবেদন করিলেন যে আর ৪০০০০ অভুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না তাহাতে আপনার অধীনস্থ অবশিষ্ট ২৭০০০ টাকা কোর্টে জমা করণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং বোধ হয় যে তদ্বিষয়ের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন কিঞ্চিৎ কালানন্তর ঐ দেবনাথ সান্যালের লোকান্তর হইলে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র সীতানাথ সান্যাল ও অন্য এক ব্যক্তির মধ্যে পৈতৃক ধন বিভাগ করণ এবং ঐ ব্রাহ্মণ ভোজন করাওন বিষয়ে বিবাদ হওয়াতে ঐ মোকদ্দমা এইক্ষণে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ কোর্ট তথাকার মাষ্টর শ্রীযুত ডবলিউ পি গ্রাণ্ট সাহেবকে এইং বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক রিপোর্ট করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন যে দেবনাথ সান্যাল ৬০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন কি না এবং ঐ ব্যাপারের নিমিত্ত প্রথমে তাঁহাকে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার মধ্যে কত টাকা উদ্বৃত্ত আছে এবং আর অবশিষ্ট ৪০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে কত টাকা ব্যয় হইবেক।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পুত্র।—রাজা কালীকৃষ্ণ রায় ও রাজা রাজকৃষ্ণ রায়ের নামে রামদয়াল সিংহকে হত্যা করণ বিষয়ে যে নালিস হয় তাহা গ্রাণ্ড জুরিকর্তৃক গ্রাহ্য হইয়াছে।

ফলতঃ কলিকাতার মধ্যে এত মান্য ব্যক্তিরা যে ঘোরতর অপরাধের নিমিত্ত এককালে আদালতে অর্পিত হন এমত পূর্ব্বে প্রায় কখন দৃষ্ট হয় নাই। দেখুন রাজা রাজনারায়ণ রায় সম্প্রতি ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার ও গ্রেপ্তার করণাপরাধে এইক্ষণে আপনিই কএদ হইয়াছেন। টেপুর রাজবংশ্য ক্ষুদ্র এক জন দোকানদারের অনিষ্ট করণ বিষয়ে কএদ হইয়াছেন এবং রাজা বৈদ্যনাথের দুই পুত্র এক জন সামান্য ব্যক্তিকে খুন করণাপরাধে কএদ থাকিলেন।

(৭ মার্চ ১৮৪০। ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের দুই পুত্রের মুক্ত হওন।—আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে রাজা কালীকৃষ্ণ রায় ও রাজকৃষ্ণ রায়ের আপন বাটীতে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খুন করণ বিষয়ে গত মঙ্গলবারে সুপ্রিমকোর্টে যে বিচার হইয়াছিল তাহাতে জুরির দ্বারা তাঁহারা নির্দোষী হইলেন।

(১৪ মার্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬)

মেদিনীপুর জিলাতে বিষখাওয়ান :—জলামুটার রাজার অপমৃত্যু বিষয়ে নীচে লিখিতব্য পত্র গত শুক্রবার ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে। ইচ্ছা হয় যে মেদিনীপুর জিলাস্থ আমারদের কোন পত্রপ্রেরক ঐ অতিগূঢ় ব্যাপারের বিষয় অনুসন্ধান পূর্ব্বক পত্র দ্বারা আমারদিগকে জ্ঞাপন করেন। ইঙ্গলিসমেনের পত্রের লেখক উক্ত রাজার বিষ খাওয়ান বিষয় অতি প্রসিদ্ধের ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব ঐ বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ বিশেষ অবগত হইতে লোকের ব্যগ্রতা হইতেছে।

ইঙ্গলিসমেন পত্র সম্পাদক।

বোধ করি এই মেদিনীপুর জিলাতে আপনার পত্র প্রেরক অনেক নাই থাকিলে এই জিলার অর্দ্ধেকের জমীদার জলামুটার রাজাকে সম্প্রতি বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করণ ব্যাপার আপনি অবশ্য সম্বাদপত্রে প্রকাশ করিতেন। উক্ত জমীদার হিজলিস্থ নিমক এজেন্টের বাসস্থানের নিকট কাণ্টাই স্থানে দেহত্যাগ করিলেন এক্ষণে এমত জনরব আছে যে ডাক্তর সাহেব ইহার অনেক দিবস পূর্ব্বে তাঁহার শরীর হইতে বিষ নির্গত করাইয়াছিলেন কিন্তু ঐ স্থান অনেক দূর প্রায় ৩৫ ক্রোশ অন্তরিত হওনা প্রযুক্ত এখানকার মাজিস্ত্রেট সাহেব তথায় গমন করিতে পারেন নাই তাহাতে প্রতিকারের অনেক বিলম্ব হইতেছে এবং মেলা ঘুস চলিতেছে। শুনা গেল যে পোলীসের স্থপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এই অতি ভারি ব্যাপার তজবীজ করণার্থ প্রথমত এই স্থানে আগমন করিবেন এবং সাহেব যেমন চালাক অবশ্য ঐ ব্যাপারের তাবত্তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন।

ধর্ম্ম

ধর্ম্মকৃত্য

(১৫ জুলাই ১৮৩৭ । ১ শ্রাবণ ১২৪৪)

ফরাস ডাঙ্গাতে জাদু ঘোষের যে প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড রথ আছে ……।

(১২ মে ১৮৩৮ । ৩১ বৈশাখ ১২৪৫)

…আমি এই বার কোন স্থানে দুইমোচ যোজিত একটা চড়ক গাছে চারিজন সংন্যাসিকে ঘুরিতে দেখিলাম তাহার মধ্যে এক জন মহাদেবের ন্যায় বেশ ভূষা করতঃ পদদ্বয়ে বাণ ফুড়িয়া উর্দ্ধপদে অধঃশিরে নির্নিমেষাক্ষ হইয়া ঘুরিতেছে। আরও বারুণীপানোন্মত্ত হইয়া বারংবার কহিতেছে দেপাক্ দেপাক্ তাহাতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ঐ চারি জন সন্ন্যাসিকে নামাইয়া দেখা গেল যে তাহারা সকলই মুমূর্ষুপ্রায় বিশেষতঃ উক্ত শিববেশ ধারী দীর্ঘ জটাজুটযুক্ত ফণি-ফণান্বিত ভাক্ত পরিব্রাজক অত্যন্ত রক্তাক্ত এবংচ তাহার যে স্থানে ঐ বাণ ভেদিত হইয়াছিল তথাকার মাংস প্রায় তাবৎ ছিঁড়িয়াছিল আর কিঞ্চিৎ কাল ঘূর্ণায়মান থাকিলে বোধ করি ঐ সন্ন্যাসী ছিড়িয়া পড়িয়া কতিপয় দিদৃক্ষুগণ সহিত নিধন হইত।……

অস্মদাদির মানস যে ঐ প্রব্রজ্যা এক কালীন প্রশমন না করিয়া তাহার আর২ তামাসা ও পূজা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া কেবল বাণ ফোঁড়া ও চড়ক ঘোরা মাত্র রহিত আজ্ঞা করেন…। ত্বদীয় শ্রীচুঁচুড়া নিবাসিনঃ।

(৬ এপ্রিল ১৮৩৯ । ২৫ চৈত্র ১২৪৫)

বিজ্ঞাপন।—সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে চড়কপূজা সময়ে ৺কালী ঘাটহইতে যে সন্ন্যাসিরা শহরের মধ্যে দিয়া আসিত তাহারা পূর্ব্ব২ বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বৎসরে চৌরঙ্গী ও কসাই টোলার রাস্তা দিয়া আসিতে পারিবে না কিন্তু ভবানীপুর হইতে শহরের মধ্যে আইলে ভবানীপুর-হইতে সারকিউলর বোর্ড অর্থাৎ বালির রাস্তা দিয়া নং ৯ সেদয়ার ফাঁড়ি অর্থাৎ মুনসির বাজার এবং নং ৮ অর্থাৎ রাজা রামলোচনের বাজার দিয়া গমন পূর্ব্বক চিৎপুরপর্য্যন্ত পঁহুছিবেক তথায় পঁহুছিয়া তাহারা উত্তর দিগে স্ব২ বাটীতে চলিয়া যাইবে।

কলিকাতা
৩ আপ্রেল ১৮৩৯।

এফ ডবলিউ বর্ট
পোলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ২৩ মাঘ ১২৩৮)

চন্দ্রকোণা।—হুগলী জিলার অন্তঃপাতি চন্দ্রকোণানামে এক স্থান আছে তথায় বর্দ্ধমানের রাজার পক্ষহইতে এক দেবালয় ও রঘুনাথ নামে মূর্ত্তি আছেন তথায় সেবাদিও উত্তমমতে হইয়া থাকে সে স্থানে চিরকালহইতে এইরূপ নিয়ম বদ্ধ আছে যে প্রতি বৎসর পৌষী পূর্ণিমাতে এক বৃহৎ জাত হইয়া থাকে এই নিয়মমতে বর্ত্তমান বর্ষের ৫ মাঘ মঙ্গলবার পূর্ণিমাতে রীতিমতে জাত হইয়াছিল।

(২২ এপ্রিল ১৮৩৭ । ১১ বৈশাখ ১২৪৪)

হিন্দুর তীর্থ যাত্রা নিবারণ।—কাবলের অধ্যক্ষের কর্ম্মকারক এক জন স্বীয় পরিবারের নিকটে এতদ্রূপ এক পত্র লিখিয়াছেন যে হিন্দু লোকেরা গঙ্গাস্নানার্থ গমনোদ্যত ছিলেন আমিও তাঁহারদের সহচর হইতে স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এখানকার অনেক আমীরেরা একত্র হইয়া শ্রীলশ্রীযুত রাজাকে কহিলেন যে গত বৎসরে তীর্থ যাত্রোপলক্ষে এই রাজ্যহইতে যে সকল হিন্দুলোক গমন করিয়াছিল তাহারদের এক প্রাণীও প্রত্যাগত হয় নাই সকলই পেসওয়ারে বাস করিতেছে অতএব বোধ হয় বর্ত্তমান বৎসরেও যাহারা তীর্থ যাত্রা করিবে গত বৎসরের যাত্রির ন্যায় তাহারদেরও অগস্ত্য যাত্রা হইবে অতএব ঢেঁড়রার দ্বারা এই ঘোষণা করা গেল যে ব্যক্তিরা পরিবার ব্যতিরেকে যাইতে চাহে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে কিন্তু যাহারা পরিবারসুদ্ধ যাইবে তাহারদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া ঘর বাটী বিনষ্ট করা যাইবে। ইহাতে অনেক হিন্দু লোক তীর্থ যাত্রাতে নিবারিত হইয়াছে।

(২৪ জুন ১৮৩৭ । ১২ আষাঢ় ১২৪৪)

গোবর্দ্ধন।—গোবর্দ্ধন হ্রদে প্রতিবৎসরে যাত্রি লোকেরা স্নান করিয়া থাকে তাহা এই বৎসরে মথুরার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা রহিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে ঐ হ্রদের জল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক তাহাতে স্নাত ব্যক্তিরদের অতিশয় জ্বর হয়।

(১৩ অক্টোবর ১৮৩২ । ২৯ আশ্বিন ১২৩৯)

দুর্গাপ্রতিমার দুরবস্থা।—এবৎসর প্রতিমা বিক্রয় না হওয়াতে যাঁহারা পূজা না করেন তাঁহারদের অনেকের দ্বারে প্রতিমা ফেলা বায়ুগ্রস্ত লোকেরা সংগোপনে প্রতিমা ফেলিয়া রাখিয়াছে তাহার মধ্যে কেহ২ দায়ে ঠেকিয়া অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া ও ফুলে জলে ভাসাইয়াছেন ইহাও শুনিতে পাই যে কেহ২ সেই প্রতিমার পূজা না করিয়া তাহাতে যে সরস্বতীর মূর্ত্তি ছিল তাহাই খুলিয়া রাখিয়াছেন কারণ শ্রীপঞ্চমীতে উপকার দর্শিবে যাহা হউক ইষ্টদেবতার প্রতিমা যে দ্বারে২ গড়াগড়ী পাড়িয়া গলিয়া পড়িবেন ইহাই ভক্তেরদের খেদের বিষয় ইতি। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম।)

(১২ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪০)

এই সপ্তাহে আমরা যে এক পত্র প্রকাশ করিলাম তাহাতে অধিক রাত্রিযোগে গৃহস্থ লোকেরদের দ্বারে২ দেবপ্রতিমা বিশেষতঃ ৺ দুর্গা প্রতিমা ফেলিয়া দেওনের যে অতি কদর্য্য ব্যবহার দিন২ বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে তদ্বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। তাহার অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক গৃহস্থই ঐ প্রতিমা পূজা করেন। আমারদের পত্রপ্রেরক মহাশয় তদ্বিষয়ে অনেক দোষোদ্ভাবন করিয়াছেন। আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়েরা বুঝি এতদ্বিষয় জ্ঞাত না থাকিবেন অতএব লিখি যে এতদ্রূপে কোন গৃহস্থের দ্বারে অশিষ্ট যবিষ্ঠ ভূয়িষ্ঠ দুষ্টকর্তৃক প্রতিমা নিক্ষিপ্তা হইলে তাহা লইয়া ঐ গৃহস্থের পূজা না করিলে নয় ঐ উৎসব সময়ে সুতরাং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কর্ম্মে নানা ব্যয় করিতে হয়। অতএব বিধি বোধিত পূজার ন্যায় এই পূজা না করিলে লৌকিক অসম্মান আছে। বঙ্গ দেশের মধ্যে অনেক গণ্ডগ্রামে কৃপণ ব্যক্তির এতদ্রূপে অর্থদণ্ড করা যায়। প্রতিমা অধিক রাত্রিযোগে তাঁহার দ্বারে নিক্ষিপ্তা হইলেই তৎকার্য্য ন্যূনাধিক ৫০।৬০ টাকাতেও নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। আমরা শুনিয়াছি যে এক রাত্রির মধ্যে ৫।৬ খান প্রতিমা যাহারদের ধনপরীবাদ আছে এমত ব্যক্তিরদের দ্বারাদিতে নিক্ষিপ্তা হইয়াছে। কিন্তু কেবল কৃপণ ব্যক্তিরদের উপরেই এই ভার চাপান যায় এমতও নহে কখন২ অতিপরিমিত ব্যয়ি সদ্বিবেচক যিনি স্বীয় যোত্র বুঝিয়া সাধারণ কর্ম্মে ব্যয় করেন ঈদৃশ ব্যক্তির উপরেও কতক গুলা পাগল বালকেরা এইরূপ ভার দিয়া ক্লেশ দেয়। এবং ঐ গৃহস্থ সম্বৎসরব্যাপিয়া নানা ক্লেশে যে কএক টি টাকা জীবিকার্থ উপার্জন করেন তাহা এক উৎসবেতেই উড়িয়া দেওয়ায়। এবং কখন২ ঈর্ষিব্যক্তিরাও স্বং শত্রুরদের উপর দ্বেষ করিয়া এতদ্রূপ প্রতিমাদি নিক্ষেপ করাতে অর্থদণ্ড করাইয়া প্রতিফল দেয়। এইরূপে যত পূজা হয় সমুদায় আমরা জ্ঞাত হইলে দৃষ্ট হইত যে অনেক স্থানে বার্ষিক শরৎকালীন এই পূজা অনেকই বলপূর্ব্বক হইয়া থাকে। কিন্তু কোন২ স্থানে ইহাঅপেক্ষাও স্পষ্টরূপ বলপূর্ব্বক হয় সেই স্থানের নামও আমরা লিখিতে পারি। কলিকাতাহইতে অল্পদূর এমত কোন২ জমীদার আছেন। যে আপনারদের চক্রের মধ্যে যে ব্যক্তিকে ধনী বুঝেন প্রতিমা পূজাতে পরাঙ্মুখ দেখিলে তাঁহার ৫০ অবধি ১০০ টাকা পর্য্যন্ত গুনাহগারী করেন।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫, শনিবার)

৺শারদীয় পূজার বিদায়।—আগামী ৺শারদীয় মহাপূজার বিদায়োপলক্ষে শনিবার অবধি আপিস বন্দ আরম্ভ হইয়া ৪ অকটোবর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত থাকিবে। যে হেতুক ঐ পূজা সমাপনের পরেই চন্দ্র গ্রহণ পড়িয়াছে।

(২৯ মে ১৮৩৩। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

প্রতিমার নামকরণ।—দেবপ্রতিমা স্থাপকেরা আপনার নামযুক্ত তত্তদ্দেবতার এক২ নাম

রাখিয়া থাকেন তাহার ঔচিত্যানৌচিত্যবিষয়ক বাদানুবাদ সংপ্রতি বোম্বাইতে হইতেছে বোম্বাই দর্পণের পত্রপ্রেরক এক ব্যক্তি ১০ মে তারিখের পত্রে তদ্বিষয়ে লেখেন যিনি মন্দির করিয়া দেব প্রতিমা স্থাপন করেন তাঁহার স্বীয় নামযুক্ত ঐ প্রতিমার নামকরণব্যবহার হিন্দুরদের মধ্যে আছে তাহার যুক্তাযুক্তত্ববিষয়ক গেজেট সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার কিছু উল্লেখ্য নাই। কিন্তু নীচে লিখিত শাস্ত্রবচন আপনকার নিকটে প্রেরণ করিতেছি ঐ ব্যবহার শাস্ত্রসিদ্ধ আমার এই কথা তদ্দৃষ্টে সপ্রমাণ হইবে।

প্রতিষ্ঠামুখ গ্রন্থের ভূমিকার পরেই এই বিধি আছে। "অথ কর্তৃনামযুতং দেবস্য নাম কুর্য্যাৎ সর্ব্বদা লোক ব্যবহারার্থঃ।

দেব প্রতিমাদিস্থাপক ব্যক্তি স্মরণার্থ সর্ব্বদা প্রতিমার নামকরণ এমত করিবেন যে তাহাতে আপনার নামযুক্ত দেবতার নাম হয়।

প্রতিষ্ঠা ত্রিবিরা পদ্ধতিতে লেখে। "অথ কর্তৃনামযুতং দেবস্যনাম বিদধ্যাৎ।"

প্রতিমাদিস্থাপক ব্যক্তি আপনার নামযুক্ত দেবতার নাম রাখিবেন।

(১৭ জুলাই ১৮৩০। ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

মহাঘটাপূর্ব্বক কন্যাদান।—চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর হালদার কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রকে গত ১৭ আষাঢ় বুধবার রাত্রিতে কন্যাদান করিয়াছেন ঐ বিবাহ উদ্বাহতত্ত্বোক্ত বিধিবোধিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছে অর্থাৎ সৎকুলীনে কন্যাদান করিয়া কন্যাকে তৎক্ষণাৎ এক তালুক দান করিয়াছেন ঐ তালুকের নাম লাট মুকুন্দপুর মতালকে জিলা হুগলি ২৩ মৌজার কাত সদর জমা ১৩৬৪০৳১২॥ মুনাফা সালিয়ানা ৪০০০ চারি হাজার টাকা এ প্রকারে বহুমূল্যের ভূমিদান করাতে দাতার অধিক বিচক্ষণতা প্রকাশ হইয়াছে যেহেতুক ইহাতে কন্যা ও জামাতা একেবারে সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্ত অর্থ চিন্তায় নিশ্চিন্ত হইবেন।

ধনি গোষ্ঠীপতির কর্ত্তব্য যে কুলভঙ্গ করিতে হইলে এপ্রকার সংস্থান করিয়া দিয়া সৎকুলীনে কন্যাদান করেন অপর কন্যাদান বিষয়ে সাধারণ জনশ্রুতি আছে পূর্ব্বে রাজারা সৎকুলীনে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতেন এ বিষয়ও তাদৃশ জ্ঞান করিতে পারি যেহেতুক পাত্র চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের সন্তান নৈকোষ্যভাবাপন্ন সৎকুলীন বটেন হালদার বাবুর কন্যা যেপ্রকার সুন্দরী ও মণিমুক্তাদি নানাভরণে ভূষিতা হইয়া সভায় আনীতা হইয়াছিলেন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কে না রাজকন্যার তুল্যা জ্ঞান করিয়াছিলেন পরন্তু চারি হাজার টাকার মুনাফার তালুকের মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হইবেক ইহা ভিন্ন স্বর্ণ রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজস ও বিবিধ প্রকার বসনভূষণ শয্যাদির মূল্য অল্প নহে অতএব ইহার সমুদায়ের মূল্য অর্দ্ধেক রাজ্যের মূল্য তুল্য হইতে পারে।...[সমাচার চন্দ্রিকা]

(২৪ জুলাই ১৮৩০ । ১০ শ্রাবণ ১২৩৭)

বিবাহে ঘটক কুলীন বিদায়।—চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর হালদারের কন্যার শুভবিবাহের সম্বন্ধি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি পরন্তু কুলাচার্য্য ও কুলীনের বিদায়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাত না হওয়াতে প্রকাশ হয় নাই এইক্ষণে জ্ঞাত হইলাম ঐ বিবাহে কুলাচার্য্যের প্রধান দান ১৬ ষোল টাকা মধ্যম দান ১২ বারো টাকা ন্যূন দান ৮ আট টাকা। এই রীতি ক্রমে পাঁচ শত কুলাচার্য্যকে বিদায় করিয়াছে এবং কুলীনের বিদায় প্রত্যেকে ২০ বিংশতি টাকা দিয়াছেন এবং উক্ত সম্প্রদান ব্যক্তিরদিগের প্রত্যেককে ১ এক মোন ভোজ্য অর্থাৎ সিধা দিয়াছেন পরন্তু কুলাচার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত রামলোচন কবিভূষণ মহাশয়কে দুই শত টাকা এক যোড় উত্তম শাল ও এক যোড় গরদবস্ত্র এই সকল বস্তু পারিতোষিক দিয়াছেন।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শুভবিবাহ।—আমরা লোকপরম্পরাবগত হইলাম গত ৩ ফাল্গুণ সোমবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কন্যার শুভবিবাহ হইয়াছে শুনা গেল এই বিবাহে ঘটক কুলীনের বড় সমারোহ হইয়াছিল প্রসন্নকুমার বাবু বহুযত্নে এক জন নৈকষ্য কুলীনের সন্তান আনিয়া বিবাহ দিয়াছেন তাঁহারদিগের পৈতৃক ধারার কিছুই অন্যথা করেন নাই…। সং চং।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—নিবেদনবিশেষঃ সন হালের ১৪ জানুআরি তারিখের সমাচার দর্পণের দ্বারা বোধ হইল যে জিলা হিজলীর এলাকার জলামুঠাওগয়রহের জমীদার শ্রীযুত রাজা নরনারায়ণ রায় আপন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীযুক্ত বাবু রুদ্রনারায়ণ রায়ের শুভবিবাহের লগ্ন ২২ জানুআরি তারিখে স্থির করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা খরচের দ্বারা কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইবেন এমত আশয়ে ছিলেন ইতিমধ্যে রাজসভাসদ মন্ত্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ খানসামা ও শ্রীমুন্সী মুকুন্দরাম ও শ্রীসেবকরাম বসু পেস্কার ও শ্রীভোলানাথ দাস উড়ীয়া মুহুরির ও শ্রীহিশী মাইতি নাপিতপ্রভৃতি গোপনে পরামর্শ করিলেন যে বর্ত্তমান ভূপতি কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে সর্ব্বস্ব যাইতে পারে যাহাতে কল্পবৃক্ষের ন্যায় না হন এমত পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাবৎ আমলাগণে ঐক্য হইয়া ভূপতির সাক্ষাৎ গলবস্ত্রে যোড়করে বিবাহের পূর্ব্বদিবসে সায়ংকালে উপস্থিত হইবাতে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন কারণ কি রাধাকৃষ্ণ কহিলেন আপনকার সরকারে পুরুষানুক্রমে আমরা প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি এক্ষণে মহারাজ কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে যথাসর্ব্বস্ব যাইবেক এবং সুখ্যাতি লইতে পারিবেন না কারণ বিবাহের সম্বাদে বহুদেশের মনুষ্য আসিয়াছে এবং আসিবেক দশ লক্ষ টাকা তহবীলে মজুৎ আছে মাত্র কিন্তু মহলখুকী ইহাতে সরকারের খাজানা দুই লক্ষ তঙ্কা দিতে হইবেক বাকী আট লক্ষ তঙ্কা থাকিবেক এ বাক্য শ্রবণে ভূপতি যথেষ্ট খেদিত হইয়া বিবাহের

বিষয়ের ভারাভার আমলাগণে দিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন ঐ সকল আমলা একে মনসা ছিলেন দ্বিতীয়তঃ ধুনার গন্ধ পাইলেন বিবাহের বিষয় কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি ব্যাপক করিতে অনুমতি হইবেক।

প্রথমতঃ বিবাহের দিবস হাজরির কাগজাতের দ্বারা বোধ হইল যে বাদ্যকর ৭৯৬ জন ও বেহারা ৬৭৩ জন বাই ৯২২ জন ও সামাজিক ২৭০৩ জন ও ভাট ৫২৩ জন ও ব্রাহ্মণ ২৫১৩ জন ও অতিথি ৮১২ জন ও দেশিবিদেশিতে পঁহুছেন তৎপরে নিজাধিকারের কুলিবেগার আন্দাজী তিন হাজার লোক সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইবাতে উপরের লিখিত লোকদিগকে খাদ্যসামগ্রী কোন রকমে কিছু না দিয়া বরসজ্জা করিয়া তথাহইতে তিন ক্রোশ তফাত মথনানামে এক গ্রাম আছে তথায় রাহি হইলেন বারুদের গাছ ১৪০ নানা রকমের ছিল তাহা দগ্ধ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ পাতিফুলছড়ির দ্বারা ॥৫ সের মোমবাতির রোশনাই হয়। তৃতীয়তঃ নারিকেল তৈল ২২/ মোন ছিল তাহা আড়া ও হাতমশালের দ্বারা রোশনাই হইল ইহাতে রাত্রিশেষ বিবাহ হইতে পারে নাই পরদিবস দিবা চারি দণ্ডেরকালীন বিবাহ হইল ঐ দিবস তিন প্রহর পর্য্যন্ত কেহ জল স্পর্শ করে নাই কারণ পল্লিগ্রামে পাইলেক না এবং ভূপতিও দিলেন না তৎপরে কতক লোক তথাহইতে পলায়ন করিয়া রাত্রিকালীন বাসুদেবপুর মোকামে পঁহুছিয়া আপন২ নিকটহইতে মুদ্রাদি ভজ্ঞিত করিয়া মুদির নিকটে চালুইত্যাদি খরিদ করিয়া প্রাণ রক্ষা করে তথাকার মুদীতে যেপ্রকার ডাকাইতি করিলেক তাহা লিখন নহে কিন্তু চালুসের /০ আনা বিরিদালির সের ৵০আনা হাঁড়ি ও কাষ্ঠ রত্নের ন্যায় অধিক কি নিবেদন করিব।

দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় দিবসে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আমলাওগয়রহ ও ভাট ও বেহারা-দিগকে দুই রোজের সীদাদেওনের হুকুম হইল ঐ সীদা রাজবাটীর উপযুক্ত তাহাও কেহ পাইল কেহ পাইল না হাতির ভোগ চালু খেসারিদালি নারিকেল তৈল।

তৃতীয়তঃ চতুর্থ দিবসে উপরের লিখিত ব্রাহ্মণ ও অতিথি তাহারা নিরাহারে ৩।৪ রোজ থাকিয়া অনেকেই পলায়ন করিলেন কিন্তু চালু ৫০০/০ মোন ও দালি ১০০/ মোন প্রদান করিলে অনেক জীবের উপকার হইয়া ভূপতির সুখ্যাতি হইত ফলতঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা ভূপতিকে কহিলেন আমরা অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম এমত পাষণ্ড ভারতবর্ষে দেখি নাই।

চতুর্থ রাজা নিমন্ত্রণের দ্বারা তমোলুকের শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় ও পটাষপুরের মৌলবী অর্থাৎ জবনের শৌর চূড়ামণি শ্রীযুক্ত গোলাম আলেবা সাহেব ও হিজলীর নিমকী দেওয়ান শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাসদ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সেন সদর তহসীলদার ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ক্রোকতহসীলদার ও থানার মালের পোলীসের দারোগা শ্রীযুক্ত মীরজাসাহেব এই ছয় জন সেওয়ায় ইহার লওয়াজিমাত ২০৩ জন মায় বেহারা ও ব্রজবাসী ও বরকন্দাজইত্যাদি গড় মোকামে পঁহুছিয়া বিধিমত লৌকিকতা করেন এবং ৫ রোজ থাকেন ইতিমধ্যে ২ দুসরা রোজ সীদা পান তাহাও ১৷৷০ দেড় মোন কেবল চালুদালি বাজেলোকের উপযুক্ত নহে পরে মহাশয়েরা রাজব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া আপন২ তরফহইতে মুদ্রাদি বিতরণ করিয়া

স্থানান্তরহইতে সামগ্রী আনাইয়া ৫ রোজ কালযাপন করিয়া ষষ্ঠ দিবসে বিদায় হন তাঁহারদিগের বিদায়ের বিবেচনা যে যাহা লৌকিকতা দিয়াছিলেন তাহা ফেরত তৎসেওয়ায় ২৷৷০ টাকা মূল্যের এক২ থানমামনি এবং কাহার লওয়াজিমাত ৩২ জন কাহার ৪০ জন ছিল তাহারদিগকে একত্র ৩ টাকার হিসাবে ১৮ টাকা দিবাতে কেহ বিদায় না লইয়া ফেরত দিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন পুনরায় ভূপতি এপর্য্যন্ত তল্লাস করিলেন না।

পঞ্চম রাজনিমন্ত্রণে মৈসাদলের শ্রীযুক্ত রাজা রামনাথ গর্গের তরফ জমাদার মায় ৫ জন বরকন্দাজ ও সুজামুঠার শ্রীযুক্ত রাজা গোপালেন্দ্রের তরফ জমাদার মায় ৫ জন বরকন্দাজ ও জলামুঠার শ্রীযুক্ত রাজা শ্যামাপ্রসাদ নন্দীর তরফ মুহুরির ১৬ জন ব্যবহার লইয়া পঁহুছে তাহার যেরূপ বিদায় তাহা লিখন অতিঅনুচিত কেবল জলপানের দক্ষিণার ন্যায় তাহারা গ্রহণ না করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ইতি।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—কিয়ৎকালাতীত হইল জ্ঞানান্বেষণ পত্রহইতে প্রায় সমুদায়িক প্রকাশ্য পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল যে জিলা বর্দ্ধমানের শ্রীযুত প্রাণনাথ বাবুর কোন বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে কএকটা দাঁড়কাক ও একটা ঘোটক বধ হইয়াছিল তথাপিও ঐ উক্ত বাবুর অভিলাষ সিদ্ধ না হইয়া বরঞ্চ তাহার বিপরীত হইয়াছে কিন্তু এইক্ষণে আবার সম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে সমুদায়িক পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রী৺ রঙ্কিণীশ্বরী দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকার কিম্বা পাষাণ খুদিতা মূর্ত্তির নিকটে একটা নরবলি হইয়াছে কিন্তু তাহা কে করিয়াছে তাহার নির্ণয় এপর্য্যন্ত হয় নাই সে যাহা হউক অদ্যাবধি বর্দ্ধমাননিবাসি মহাশয়েরদিগের এমত দৃঢ় জ্ঞান আছে যে একটা প্রাণী বধ করিলে আর একটা প্রাণী বধ বা জীবৎ হইতে পারে। হায়২ কি খেদের বিষয় আমারদিগের বাঙ্গলার মনুষ্যগণেরা কত দিনে মনুষ্য হইবেন কিছু বলা যায় না। কস্যচিৎ ভবানীপুরনিবাসিনঃ। শ্রীকালীকৃষ্ণ দেবস্য।

(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

…গত ১৬ বৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধে অপরিমিত কাঙ্গালি আসিয়াছিল…ঐ বংশের কাঙ্গালি বিদায়ের সুখ্যাতি কাহার না স্মরণ আছে বিশেষতঃ তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তাহার দুই লক্ষ টাকা সাধারণ ধনহইতে প্রাপ্ত হন অবশিষ্ট নিজহইতে দেন মাতৃশ্রাদ্ধেও লক্ষ টাকা পাইয়াছেন অবশিষ্ট যত ব্যয় হইয়াছে তাহা নিজহইতে দিয়াছেন ব্যয় বিষয় প্রায় এতন্নগরস্থ সকলেই জ্ঞাত আছেন যেহেতু চারি রূপার দানসাগর ইহার মধ্যে ৮ সোণার ষোড়শ ১৬ বৃষ গোস্বামী ও ব্রাহ্মণদিগকে শাল পট্টবস্ত্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়ইত্যাদি দ্রব্যের দ্বারা সভাবরণ করিয়াছিলেন ইহাতে সভার শোভার সীমা দেখিয়া

কে না ধন্যবাদ করিয়াছিলেন। এমত মল্লিক বাবু উক্ত তাবৎ কর্ম্ম করিয়াও কাঙ্গালি বিদায়ে সুখ্যাতি লইতে পারেন নাই ইহাতে অন্যাপরে কা কথা। ইহার পূর্ব্বে কাঙ্গালি বিদায়ের কলঙ্ক অনেকলোকের শুনা গিয়াছে অতএব অনুমান হয় এ বিষয় রহিত হইবার সম্ভাবনা যেহেতুক কাঙ্গালিরা বিস্তর ক্লেশ পাইয়া গিয়াছে অনাহারে দ্বারে২ ভিক্ষা করে এবং নগর গ্রাম লুঠ করিয়া খাওয়াতে প্রহারাদি ক্লেশে প্রায় প্রাণবিয়োগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহারদিগের দুঃখ দেখিয়া নগরের অনেক ভাগ্যবান লোক আহারের দ্রব্য দিয়াছিলেন বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব তাঁহারদিগের বেলগাছিয়ার বাগানে যে অতিথিশালায় সদাব্রত আছে তাহাতে কাঙ্গালি গমনাগমনের প্রায় আট দিবসপর্য্যন্ত অকাতরে অন্নদান করিয়াছেন ঐ শ্রাদ্ধে আর২ বাবুরা যে সকল দানাদি করিয়াছেন তাহাও পশ্চাৎ লিখিব।—সং চং

(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

কলিকাতায় মহাশ্রাদ্ধ।—কলিকাতার কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় সকল সমাচারপত্রে সংপ্রতি কলিকাতায় পরম ধনি শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ১৬ বৈশাখে যে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন সেই শ্রাদ্ধে আগত দরিদ্র লোকদিগের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাতে যে অনেক লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে তৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু মল্লিকবংশেরা কলিকাতায় ও তৎসন্নিহিত স্থানে সমৃদ্ধশ্রাদ্ধকারিত্বরূপে অত্যন্ত খ্যাত এবং বিশেষতঃ শ্রাদ্ধে যে অগণ্য কাঙ্গালিলোকেরা আসিয়া থাকে তাহারদিগকে টাকা বিতরণদ্বারা অতিপ্রসিদ্ধ। সংপ্রতি অনুমান হয় যে তাঁহারদের দানশৌণ্ডতার সুখ্যাতিপ্রযুক্ত যখন দেশময় এমত জনরব উত্থিত হইল যে মল্লিক বাবুরা শ্রাদ্ধ করিবেন। তখন আবালবৃদ্ধবনিতা আতুর লোভাকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার মধ্যে ভূরিশঃ আসিতে লাগিল। আমরা শুনিয়াছি যে ঢেঁড়ারা দ্বারা ঘোষণা হইয়াছিল যে জন প্রতি ১ টাকা কেহ কহেন ২ টাকা করিয়া দান করা যাইবে। ইহাতে সুতরাং দরিদ্র লোকেরদের ব্যগ্রতার আতিশয্য হইয়াছিল এবং কএক দিবসপর্য্যন্ত কলিকাতার তাবৎ রাস্তা ঐ শ্রাদ্ধে আগত জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনুমান হয় কলিকাতার দিগ্বিদিক্ ১৫ ক্রোশপর্য্যন্তের অর্দ্ধেক লোক এককালে গ্রামশূন্য করিয়া বহির্গত হইয়াছিল। এবং সে গ্রামের সেই সকল লোক কেবল বংশপ্রতি এক জন বাহির হইয়াছিল এমত নহে একেবারে বংশসুদ্ধ আগত হইয়াছিল বিশেষতঃ পিতা মাতারা অতিশিশু সন্তান সকলকে হাত ধরিয়া কাহাকে বা ক্রোড়ে করিয়া বা কক্ষে বা বক্ষে বা মস্তকে বা স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক একটাকার লোভে স্ব২ গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। কথিত আছে যে অল্পকালের মধ্যে কলিকাতা নগরে এতদ্রূপ ২০০০০০ লক্ষ লোক এককালে আগত হইয়াছিল। তাহারদিগকে রীতিমত মল্লিক বাবুরদের ও তাঁহারদের মিত্রগণের দানবাটীতে পূরিলেন কিন্তু তত্তৎবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা স্থানাভাবে প্রায় স্পন্দরহিত হইয়া তাহারদের নিদ্রার কিছুমাত্র উপায় ছিল না এবং তাহারা সে২ বাটীপ্রবিষ্ট হইয়া দুই তিন দিন প্রায় নিরাহারে অবস্থিত ছিল অপর তাহাদের

অধিকাংশেরা এক কপর্দ্দকো না পাইয়া বিদায় হইল। হরকরা সমাচার পত্রে লেখে যে এতাদৃশ মহাজনতার মধ্যে কেবল ৪০০০ হাজার টাকা বিতরণ হইয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্ট গেজেটে লেখেন যে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে আর কেহ কিছুমাত্র পায় নাই।

অপর এই জনসমূহ নগরের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া দুই তিন দিন অনাহারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া এবং স্ব২ স্থানে প্রত্যাগমনের দীর্ঘকাল সাধ্যতার নিমিত্তে আপনারদের কিম্বা এতদ্রূপ অত্যন্ত অনাহারে আর্ত্ত যে সকল বালক তাহারদের জীবিকা ক্রয়করণোপযুক্ত এক কড়াকড়িও না থাকাতে তাহারা সর্ব্বত্র দোকান লুঠ করিতে লাগিল এবং যে স্থানে খাদ্যদ্রব্য মিলে সেই স্থানেই তাহা তাহারা কাড়িয়া লইতে লাগিল। পরে তাহারদের মধ্যে এমত জনশ্রুতি হইল যে তাহারা যে স্থানে যাহা প্রাণধারণোপযুক্ত দ্রব্য পাইতে পারে সেই স্থান হইতে তাহা লইবে গবর্ণমেণ্টের হুকুম হইয়াছে। বাস্তবিক এই আজ্ঞা মিথ্যা কিন্তু তাহাতে তাহারদের লুঠকরণে লালসার আরো বৃদ্ধি হইল। ইহাতে কেহ২ প্রাপ্তাহার হইল বটে কিন্তু তাহারদের অধিকাংশেরা নিরাহারে মৃতপ্রায় ছিল। তাহারদের এই দুরবস্থা কালে কলিকাতাস্থ অনেক ধনি বাবুরা স্ব২ সাধ্যানুসারে এই সকল দীন দরিদ্রদিগকে আহার প্রদান করিয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব অগ্রগণ্য কারণ যে তিনি স্বকীয় সদাব্রত স্থানে প্রার্থনামত আট দিন তাহারদিগকে আহার যোগাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে মফঃসলের জমীদারেরা লোকেরদের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত সদয় হইয়া তাঁহারদের বাটীর বহির্দ্বার দিয়া গমনশীল লোকেরদিগকে স্ব২ ভাণ্ডারহইতে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই দুরবস্থার ঘটনাতে কত লোকের যে প্রাণ হানি হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য কিন্তু ইহাতে এই মহাশ্রাদ্ধযাত্রাতে অনেকের অগস্ত্য যাত্রা হইয়াছে ইহার কিছু সন্দেহ নাই।···

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ৬ ফাল্গুন ১২৩৯)

মহাঘটাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গত ২৯ পৌষ শুক্রবার সংক্রান্তি দিবসে জিলা নদীয়ার কুশদহ পরগনার গোবরডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণীর ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহা নানাদিগ্‌দেশবর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তিপ্রভৃতি ব্যক্তিসমূহের সুগোচরকরণ যুক্তিসিদ্ধ হয় এপ্রযুক্ত কএক পংক্তি লিখিতেছি প্রকাশপূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

মুখোপাধ্যায় বাবুর মাতা ঠাকুরাণী গত আষাঢ় মাসে লোকান্তরগমন করেন তৎকালে সংক্ষেপ কাল এবং বর্ষাকাল এপ্রযুক্ত সমোরোহপূর্ব্বক আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই তথাচ যথাবিধি কর্ত্তব্যকর্ম্মেরও অন্যথা হয় নাই কিন্তু তাহাতে বাবুর মনঃখিন্নতা দূর হয় নাই এজন্য ষাণ্মাসিকে বড় ঘটা ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়াছেন···।

আদৌ সভা দানাদিদ্বারা কিপ্রকার সুশোভিত হইয়াছিল শ্রবণ করুন্।

রজতনির্ম্মিত জলাধার বস্ত্রাধার তাম্বুলাধার গন্ধমাল্য দীপাদি আধার প্রশস্তপাত্র ইত্যাদিতে

দুই দানসাগর অর্থাৎ ৩২ ষোড়শ এই দুই দানসাগর উভয় পার্শ্বে স্থাপিত তন্মধ্যবর্ত্তি এক হিরণ্ময় ষোড়শস্থিত তৎশিরোভাগে মস্‌লন্দ তাহাতে অপূর্ব্বোপবেশনাসন এবং গন্ধাধার অর্থাৎ আতরদান গোলাবপাস ও পানদান আড়ানি মৌরছোল পাঙ্ক্ষা চৌরী আশাসোটা ইত্যাদি তদুত্তর বিলক্ষণ বিলক্ষণা শয্যা তাহার পারিপাট্যের ত্রুটি নাই ঐ খাটের পাটীপটী কাষ্ঠসকল রজতমণ্ডিত এবং অপূর্ব্ব পট্টসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রে মশকনিবারক আচ্ছাদিত হওয়াতে বিলক্ষণ সুসজ্জিত হইয়াছিল। অপরঞ্চ উক্ত প্রত্যেক ষোড়শদানের সঙ্গে গো বিনিময়ে প্রায় লোকে গোমূল্য কার্ষ পণ বরাটিকাই দিয়া থাকেন কিন্তু এস্থলে তাহা নহে অপূর্ব্ব দুগ্ধবতী বৎসসহিত ধেনু প্রত্যেক দানের নিকট দোথায় বান্ধা ছিল আর তাবৎ শয্যা ও ছত্র পাদুকাদির বিশেষ লেখা লিপিবাহুল্য ফলতঃ সকল দ্রব্যই সভা উজ্জলকার বটে এই দানসন্নিধানে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির উপবেশন স্থান তদুত্তর কায়স্থাদি বিশিষ্ট শিষ্ট সভ্য ভব্যাঢ্য মহাশয়-দিগের বসিবার আসন দেওয়া যায় তদুত্তর নানাবিধ লোকের আসন সভার চতুর্দ্দিগে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তনকারি কারিকানেক সংপ্রদায় বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বিবিধ বাদ্যোদ্যমে মৃদুমধুর সুস্বরে বাল্য গোষ্ঠাদি লীলার গানে লোকসকলকে মোহিত করিয়াছিল অপর সকলকে কিঞ্চিৎ দূরে সুসজ্জীভূত নানা বর্ণে চিত্রিত আঁওয়ারিসহিত এক বৃহদ্ হস্তী তৎপার্শ্বে মহাহর্ষে দণ্ডায়মান ঘোটক তাহার চটক কি কহিব তন্নিকটবর্ত্তী সারথি ঘোটকাদিসহিত রথ অর্থাৎ অপূর্ব্ব একজুড়ি ঘোড়াসহিত চেরেটগাড়ি তদব্যবহিত স্থানে দোলাযান অর্থাৎ অতি চমৎকৃত চিত্রিত মেয়ানা পাল্কি সভাস্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যমুনা নদীপরে আশ্চর্য্য নৌকা অর্থাৎ ইঙ্গরেজীতর ভাউলিয়া তাহা দেখিয়া কে না তন্নৌকারোহণে পারে যাইতে চাহে। অপর ভূমিদানের বিশেষ কহি। দুই ঘর ব্রাহ্মণের বাসোপযুক্ত দুইখানি বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দানগ্রাহিদিগের উপপত্ত্যুপযুক্ত ভূমি দান করিয়াছেন ঐ বাটী ভূমি দান গ্রহণপূর্ব্বক দুই জন ব্রাহ্মণ সপরিবারে ঐ স্থানে বাস করিয়াছেন।

নিমন্ত্রিত বিদেশস্থ অধ্যাপকদিগের বাসাঘরের পারিপট্য শ্রবণ করুন একখানি সুদীর্ঘ ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার তিন শত কুটীর অর্থাৎ কুঠরি প্রত্যেক কুঠরিতে রন্ধন স্থান শয়ন স্থান এবং ভৃত্যের পৃথক্ স্থান ও তাহার দ্বারবদ্ধ করিবার সদুপায় ছিল ঐ কুঠরির দ্বারে সংখ্যা অর্থাৎ নম্বর দেওয়া গিয়াছিল যে অধ্যাপকের পত্রে যে নম্বর তিনি সেই নম্বরের কুঠরিতে বাসা পাইয়াছিলেন সেই বাসাঘর দেখিলে বোধ হয় কোন এক প্রধান অধ্যাপকের টোল হইয়াছে তাহাতে বাস করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আশ্চর্য্য জ্ঞানকরত মহাসুখী হইয়াছিলেন তদ্বিশেষ শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্বদিবসে দূরস্থ অধ্যাপকসকলের আগমন হইবামাত্র পত্রাবলোকনপূর্ব্বক কর্ম্মনির্ব্বাহকেরা নম্বরমত সিদা দিয়া বাসায় বিদায় করিলেন সিদাও সামান্য নহে ১ মোন ৫০ শের ॥০ শের ।০ শের এই ওজনি সিদায় সন্দেশ ঘৃত চিনি ময়দা তণ্ডুল তৈল লবণ দালি ঝালমসলা মৎস্য দধি ইত্যাদি বিবিধপ্রকার উৎকৃষ্ট সামগ্রী তদ্ভিন্ন আসন কম্বল জলপাত্র লোটাঘটী একটা হাতা বাউলি দীপ রাখিবার পিলসুজ এবং নস্যসহিত একটীং

নস্যদানী ঐ সিদার মধ্যে এমত দ্রব্যের অভাব ছিল না যে তজ্জন্য ভট্টাচার্য্যের ক্লেশলেশও হয় এই সকল দ্রব্য বাসায়২ প্রেরণজন্য অপূর্ব্ব ডুলি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে সিদার সামগ্রী রাখিয়া দিলে চারি জন গোয়ালা ভারী লইয়া বাসায়২ দিয়া আইসে ভট্টাচার্য্য ফর্দ্দমত মিলাইয়া লন তাহার কোন দ্রব্য নষ্টহওনের সম্ভাবনা ছিল না এমনি সুশৃঙ্খল করিয়াছিলেন।

পরন্তু কাঙ্গালি বিদায় করিবার নিমিত্ত একটা প্রশস্ত স্থান করা গিয়াছিল তদাখ্যা কাট্‌গড়া সে প্রায় এক ঘোড়দৌড়ের মাঠ তাহা অতিদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয় বার দ্বার করা যায় কাঙ্গালিদিগের জলপানার্থ ঐ কাটগড়ার মধ্যে দীর্ঘিকা খাত করিয়াছিলেন তচ্চতুঃপার্শ্বে পঞ্চাশ হাজার লোক বসিয়া পাতপাতিয়া নানাবিধ মিষ্টান্নসামগ্রী ভোজন করিয়াছে ইহাতেই বিবেচনা কর সেস্থান কত বড় প্রশস্ত হইয়াছিল আর এইকালপর্য্যন্ত দেখা বা শুনা যায় নাই যে কাঙ্গালিদিগকে বাসা দিয়া মিষ্টান্ন কেহ ভোজন করাইয়াছেন এমত চমৎকার ব্যাপার যিনি দেখিয়াছেন তিনি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছেন ইহা শ্রবণেও লোক চমৎকৃত হইবেন অপরঞ্চ যাহারা সূত্রধারী রাঘব তাহারা কাঙ্গালির সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করে না এজন্য পৃথক্ স্থান প্রস্তুত ছিল তাহাতেও অপ্রতুল হইল না। ঐ সকল লোক তাদৃশ সুখাদ্য দ্রব্য কখন ভোজন করেন নাই তাহারা তাহাতেই সুখী হইয়া বাবুকে বার২ উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করিয়াছে।

অপর কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্য গ্রামস্থ অর্থাৎ দুরস্থ আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব ধনাঢ্য লোকও অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের বাসা নানা স্থানে২ দিয়াছিলেন তাহার পারিপাট্য বিবেচনা করুন বড়মানুষ সকল আপন২ দিন নির্ব্বাহোপযুক্ত তৈজস শয্যাদি তাবৎ সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু কাহার তল্পী খুলিতে হয় নাই তাবৎ বাসায় পূজার সজ্জা এবং শয্যাদি উপযুক্ত মত প্রস্তুত ছিল তাঁহারদিগের খাদ্য দ্রব্য বাদাম বেদানা পেস্তাপ্রভৃতি মেওয়া সিদাতে দেওয়া যায় আর২ উত্তম দ্রব্যের কথা কি লিখিব কলিকাতানগরের শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবপ্রভৃতিরা দ্রব্যের উত্তমতাতে এবং সুধারা দৃষ্টে সুখী হইয়া বাধিত হইয়াছেন বিশেষতঃ মুখোপাধ্যায় বাবু সুজনতার সীমা করিয়াছেন তদ্বিশেষ শ্রবণ করুন্ গললগ্নী কৃতবাসা হইয়া অধ্যাপকাদি তাবৎ লোকের বাসায়২ ভ্রমণ করত সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া করপুটে স্তব করিয়াছিলেন তাঁহার বিনয়-বাক্যে পাষাণও দ্রবমান হয় এমত সুজন নিরহঙ্কারী অল্প সম্ভবে ঐ বিনয়ী মহাশয় বিনয়বাক্য সহিত কি প্রকার তুষ্ট করিয়া নিমন্ত্রিত ও রবাহূত লোক সকলকে বিদায় করিলেন তাহা শ্রবণ করুন।

অধ্যাপক কাশীপর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিল ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধা ৬০০ ছয় শত চলিত পত্র হয় আর অনুরোধক্রমে জ্ঞানবান অধ্যাপক কল্প ২০০ দুই শত পত্র দেওয়া যায় ইহা ভিন্ন উপস্থিত মতে অর্দ্ধ পত্র ৩০০ তিন শত দেওয়া গিয়াছিল তদনন্তর কতকগুলিন ছাত্র বা তদাকার ফলতঃ ব্রাহ্মণ ১৬০০ লোককে টিকিট সংজ্ঞক পত্র দেন ইহা ভিন্ন জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণ ১২০০ বার শত পত্র নম্বর দিয়া বিলি করা যায় এ তাবতের বিদায়ের হার এই যে অধ্যাপক প্রধান কল্প রূপা ও

নগদে ৫০ পঞ্চাশ টাকা মধ্যম ৩০ তন্ন্যন ২৫।২০।১৫ পর্য্যন্ত দেওয়া গিয়াছে। উপস্থিত ও অদ্ধ পত্রে ব্যক্তিবিশেষে ৭।৬।৫।৪ টাকার ন্যূন নাই। টিকিটের বিদায় এক টাকা শেষ রাঘব ॥৹ কাঙ্গালিরদের ।৹ চারি আনা।

পরন্তু ব্রাহ্মণ ভোজনের বিষয় কি লিখিব যে স্থলে কাঙ্গালি নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইতে পায় সে স্থলে ব্রাহ্মণ সকল কি প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিবেন কিন্তু পাঁচ সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র বসিয়া ভোজন করিতে আমি কখন দেখি নাই। তৎপর দিবস অন্নভোজনেও চারি সহস্র লোক একত্র ভোজন করিলেন ইহা ভিন্ন শূদ্রাদিও পাঁচ হাজারের ন্যূন নহে এক্ষণে এইপর্য্যন্ত লিখিলাম পশ্চাৎ জ্ঞাতি কুটুম্ব বিদায়ের বিষয় লিখিবার আবশ্যক বুঝিতে পারি লিখিয়া পাঠাইব। মহাশয় ইহাতে যদি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হন তবে উক্ত বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক নিবেদন ইতি ৭ মাঘ ১২৩৯ সাল। কস্যচিৎ দর্শকস্য। —চন্দ্রিকা।

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহীর শ্রাদ্ধ।—আমরা অবগত হইলাম যে অদ্য পূর্ব্বাহ্নে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহী মহারাণীর শ্রাদ্ধ সমারোহপূর্ব্বক শোভাবাজারস্থ নৃপনিকেতনে মহারাজ এবং তদ্ভ্রাতৃবর্গ কর্ত্তৃক হইয়াছিল তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমূহ ও হিন্দুবংশ্য ভদ্রলোক ও মহাজনগণ এবং নানা রাজ্যের উক্তিকারচয় অর্থাৎ নেপালের ও যোধপুরের ও জয়পুরের এবঞ্চ নাগপুরের মহারাজদিগের প্রতিনিধি প্রভৃতি সমাগমন করেন।

বহুমূল্য দানাদি প্রস্তুত ভূরি২ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনির্ম্মিত থাল ও ঘড়া ও আতরদান ও ফুলদান ও ছত্র ও আড়ানী ও চামর ও পর্য্যঙ্ক ও সুবর্ণশোভিত মছলন্দ ও হস্তী ও অশ্বদ্বয় যোজিত শকট ও আরোহণার্হ ঘোটক ও পাল্কী ও বজরা ইত্যাদি তদ্ভিন্ন পিত্তল নির্ম্মিত কলসী ও গাড়ু ও থালা দুই স্তূপাকারে বিন্যস্ত ছিল এই সাকল্য সামগ্রী কেবল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হয়। কুরিয়র ২২ ফেব্রুআরি।

(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫)

কাঙ্গালী বিদায়।—আমরা অবগত হইলাম যে অদ্য প্রাতে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্বর্গীয়া পিতামহী মহারাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রায় পোনের হাজার কাঙ্গালী একত্রিত হয় ইহারা প্রত্যেকে চারি আনা করিয়া প্রাপ্ত হয় এবং কেহ বঞ্চিত অথবা প্রাণে পীড়িত হয় নাই যদিও অনেক জনতা হইয়াছিল।

এতৎ কার্য্যে ৩।৪ দিবস গ্রামস্থ কাঙ্গালী আইসে নাই কারণ আমারদিগের অনুভব হয় যে পূর্ব্বে প্রধান শ্রাদ্ধ কালীন তাহারা শারীরিক অনেক কষ্ট পাইয়াছে।

(১৭ আগষ্ট ১৮৩৩। ২ ভাদ্র ১২৪০)

…যে সকল লোক অতিশয় রোগে ক্লিষ্ট হইয়া দুই এক দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে এবং তন্নিমিত্ত হিন্দুলোকেরদের রীত্যনুযায়ী ৺ গঙ্গাতীরে আনীত হয় সেই সকল লোকেরদের কারণ ঐ নদীর তীরে নিমতলায় গবর্ণমেণ্টের হুকুমে দুই তিন অতিবৃহৎ খড়ুয়াঘর অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।…এরূপ কর্ম্মে দয়াপ্রকাশার্থ দেশাধিকারিরদিগকে প্রশংসা করি যেহেতুক উপযুক্ত ও নিকটবর্ত্তি ঘরের অভাবপ্রযুক্ত যখন কোন মৃতকল্প হিন্দু আপন পরিজনকর্তৃক গঙ্গাতীরে আনীত হয় তখন গঙ্গার সুশীতল বায়ুর মধ্যে রাখাতে তাঁহারদের অধিক অস্বাস্থ্য ও ক্লেশ জন্মিয়া থাকে। কোন২ ব্যক্তি চূণের গোলায় রাখেন বটে কিন্তু তাহাও অতিক্লেশদ। কস্যচিদ্দর্পণপাঠকস্য।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩)

শবদাহনার্থ কাশীপুরের যে ঘাট আছে তাহার উপরে ভগবানচন্দ্রনামক এক ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন এবং তিনি ঐ ঘাটে এক জন তহসীলদার নিযুক্ত করিয়া মুদ্দারফরাসেরদের স্থানহইতে ফি শব ৩ টাকা করিয়া লইতেছেন। শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরীর ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী চব্বিশপরগনার কালেকটরের স্থানহইতে তহসীলদারী লইয়া গবর্ণমেণ্টের কলিকাতার কুঠীঘাটাতে এক জন তহসীলদার নিযুক্ত রাখিয়া মুদ্দারফরাসেরদের স্থানে শব প্রতি ৩ টাকা লইতেছেন। তাহাতে উপরি উক্ত বিষয় শ্রীযুত কমিস্যনর পিগু সাহেবের নিকটে রিপোর্ট হওয়াতে তিনি এই অন্যায় কর বসায়নের যথাসাধ্য শীঘ্র তত্ত্বাবধারণার্থ মাজিস্ট্রেট সাহেবকে হুকুম দিয়াছেন।

(২৬ মার্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭)

জামজাঁহানুমানামক যে পারসী কাগজ প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রকাশক কলিকাতার কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত হরিহর দত্ত ইনি সতীর বিপক্ষ বটেন যেহেতুক সতী নিবারণ আইন হইলে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরকে যে কএক জন প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে হরিহর দত্তের নাম সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এমত শুনা গিয়াছে যে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাতে ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রশংসা পত্র ঐ দত্তজ পাঠ করেন এবং বাঙ্গলা পত্র শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী পাঠ করিয়াছিলেন……। ("বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।")

(১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

সতী।—সতীব্যবহারের পুনঃস্থাপনবিষয়ে যে দরখাস্ত হইয়াছে তদ্ঘটিত নীচে লিখিতব্য শুশ্রূষণীয় সম্বাদ ইঙ্গলণ্ডহইতে শেষাগত জাহাজের দ্বারা পঁহুছিয়াছে।

হিন্দুর বিধবারা চিতারোহণে আত্মঘাতিনী হইতে না পায় এমত প্রার্থনাসূচক এতদ্দেশীয়

কতক মহাশয়েরদের এক দরখাস্ত শ্রীযুত বাদশাহের এক প্রধান মন্ত্রী মারকুইস লান্সডৌন কুলীনেরদের সভায় দরপেশ করেন। তিনি কহিলেন যে বর্ত্তমান গবর্নর্ জেনরল অতিশয় কঠিন ও নির্দ্দয় সতীর ব্যবহার নিবারণার্থ এক আইন করিয়া বিধবাগণের আত্মঘাত নিবারণার্থ পোলীসের সাহেবেরদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ রীতি এতদ্রূপে রহিত হইলে কতক হিন্দু একত্র হইয়া বাদশাহের মন্ত্রিরদের সভায় এক দরখাস্ত দরপেশ করেন তাহাতে লেখেন যে এতদ্রূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা অত্যনুচিত অতএব আপনারা যথার্থ আচার করিয়া রাজমন্ত্রির সভাতে আমারদের কৌন্সেলি সাহেবেরদের তদ্বিষয়ক সওয়াল জওয়াব শ্রবণ করুন। পরে ঐ রাজমন্ত্রী কহিলেন যে ঐ প্রার্থনাকারিরদের অথবা তাঁহারদের কর্ম্মনির্ব্বাহকেরদের কৌন্সেলের দ্বারা সওয়াল জওয়াব করিতে যদি নিতান্ত বাসনা থাকে তবে রাজমন্ত্রির সভ্যেরদের তাঁহারদের প্রার্থনোক্তি নিদানে শুনিতে হইবে। অপর কহিলেন যে এই দরখাস্ত এতদ্দেশে পঁহুছনের পর ভারতবর্ষের অতিবিজ্ঞ মান্য বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বাবু রামমোহন রায় এইক্ষণে এতদ্দেশে আছেন তাঁহার সঙ্গে আমার এতদ্বিষয়ক কথোপকথন অনেক হইয়াছে ঐ মহানুভব মহাশয় আমাকে কহিয়াছেন যে সতীপক্ষীয় আরজী রাজমন্ত্রির সভায় দরপেশ না হইয়া কুলীনেরদের সভায় হইবে এমত অনুমান ছিল অতএব তদনুমানে অনেক বিজ্ঞ পারদাশ ব্রাহ্মণেরা কুলীনেরদের সভায় এক দরখাস্ত প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন দরখাস্তে লেখেন যে গবর্নর্ জেনরলের সতী-নিবারণ আইনেতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। উক্ত ব্যবহারের মূলবিষয়ক অত্যন্তানুসন্ধানপূর্ব্বক বিবেচনাকরাতে আমারদের এই বোধ হইয়াছে যে তাহা হিন্দু ধর্ম্মমূলক নহে কিন্তু রাজারদের ঈর্ষামূলকমাত্র তাঁহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া ঐ ব্যবহার স্থাপন করেন। অতিগুরুতর মনুর ব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যরূপে কালক্ষেপণ করিতে বিধবার প্রতি আজ্ঞা আছে এবং মনুসংহিতার কোন-স্থানেই পতিমরণানন্তর পত্নীর আত্মঘাতের আজ্ঞা নাই। পরে ঐ রাজমন্ত্রি কহিলেন যে কুলীন মহাশয়েরা এইক্ষণেই অবগত হইবেন যে তৎপ্রকার উক্তি অর্থাৎ সতীপক্ষীয় যে উক্তি রাজমন্ত্রির সভায় নিবেদিত হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণেরদের অনুমতি নাই অতএব সতীবিরুদ্ধ বিষয়ক এই প্রার্থনা যেমত গুরুতর তদনুসারে আপনারা কার্য্য করিবেন।

(১০ নভেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কার্ত্তিক ১২৩৯)

স্ত্রীদাহ নিষেধবিষয়ক বিজ্ঞাপন।—শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাদ্যধিপতি গত জুলাই মাসের একাদশ দিবস বুধবারে প্রিবি কৌন্সেলে হিন্দুরদের স্ত্রীদাহবিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮২৯ সালের ৪ দিসেম্বরের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং এদেশের কএক জন হিন্দু যে পুনরায় স্ত্রীদাহ হয় এজন্য আবেদন লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই এজন্য স্ত্রীদাহ নিবারণের অনুরাগিরা শ্রীলশ্রীযুতের উপকার স্বীকারের কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাজন্য ভবিষ্যৎ শনিবার ২৬ কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর দুই প্রহর ছয় ঘণ্টা দিবার সময়ে যোড়াসাঁকোর ব্রাহ্ম্য-সমাজ গৃহে একত্র হইবেন অতএব এই আহ্বানলিপি প্রকাশে জানাইতেছি যে যাঁহারা স্ত্রীদাহ-

নিবারণে অনুরাগ করেন তাঁহারা উক্ত সময়ে ও দিবসে সাধারণগৃহ ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিবেন ইতি ১২৩৯ সাল ২২ কার্ত্তিক।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়।
শ্রীরমানাথ ঠাকুর।
শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়।
টরষ্টীস।

ধর্ম্মব্যবস্থা

(২ এপ্রিল ১৮৩৬। ২২ চৈত্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—গৌড়দেশীয় পণ্ডিতগণস্য শ্রীশ্রীকাশীস্থ বুধগণসমীপে প্রণতস্য নিবেদনমিদং। নিম্নে লিখিত মদীয় প্রশ্ন কৃপাবলোকপূর্ব্বক স্মার্ত্ত বিধানসহ প্রমাণ ঋষিগণের নাম ও গ্রন্থের বচনসহিত প্রকাশিলে অতিবাধিত ও উপকৃত হইব। বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় রাজাধিরাজকর্ত্তৃক যদি বৈধ ধর্ম্মযাজি জাতীয় চতুর্ব্বিধ সকল অথবা উহারদিগের মধ্যে কাহারোপর তাঁহার আজ্ঞামত এমত দণ্ড নির্ণীত হইয়া ঐ চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যেং ব্যক্তি দ্বীপান্তরে বহিত্র অর্থাৎ জাহাজআরোহণে উপদ্বীপে গমনকরণক ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট শুষ্ক অথবা পক্কান্ন জল ভোজন ও পানে রত থাকনপূর্ব্বক গমন করিয়া ঐ উপদ্বীপে ম্লেচ্ছইত্যাদি বর্ণসঙ্করের স্পৃষ্ট উপরের নিবেদিত অন্নভোজী ক্রমশঃ সাত বৎসর থাকিয়া যদি ঐ চাতুর্ব্বর্ণিকের মধ্যে কেহ ভারতবর্ষৈকদেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় পুনরাগমন করে বিধ্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তকরণক সে ব্যক্তি ঐ পাপহইতে মুক্ত হইতে পারে কি না যদিস্যাৎ স্বীয় পাপহইতে ত্রাণযুক্ত হয় তবে তাহার স্বজাতীয় বন্ধুগণ তাহাকে আপন মণ্ডলীতে পবিত্ররূপে স্বকীয় পংক্তিতে অর্থাৎ ভোজন ও বাসে গ্রহণ করিতে পারে কি না ইহার যথাশাস্ত্রসহ প্রমাণ বিজ্ঞানবাঞ্ছিত নিবেদনমিদং কস্যচিত স্মার্ত্তধর্ম্ম মর্ম্ম বিজ্ঞানাকাঙ্ক্ষিণঃ।

যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তকরণে সর্ব্বেযামেব পাপানাং ক্ষয়ঃ। উদ্‌গচ্ছন্ যদ্বদাদিত্যস্তমঃ সর্ব্বং ব্যপোহতি। তদ্বৎ কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্ব্বং পাপং ব্যপোহতি। পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে। মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মহাভ্রৈরিবচন্দ্রমাঃ। ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেক ধৃতাঙ্গিরোবচনাৎ কল্যাণং প্রায়শ্চিত্তমিতি ব্যাখ্যাতং। পাপক্ষয়েপি ন ব্যবহার্য্যঃ। প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনোযদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ। কামতোব্যবহার্য্যস্ত বচনাদিহ জায়তে। ইতি প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ।

শ্রীরামকিশোর দেবশর্ম্মণঃ　　শ্রীহরনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ
শ্রীরামকানাই দেবশর্ম্মণাম　　শ্রীরামধন দেবশর্ম্মণঃ
শ্রীমহেশদত্ত পণ্ডিতস্য　　শ্রীরামমোহন দেবশর্ম্মণঃ
অত্রার্থে সর্ব্বেষাং সম্মতিঃ। শ্রীকাশীস্থ পণ্ডিতগণস্য।

কশ্চন কৃতাপরাধবিশেষো দণ্ডনার্থং দ্বীপান্তরং প্রাপিতো নৌকাযানে তত্র দ্বীপেচ সপ্তবর্ষং ম্লেচ্ছ সম্পর্কপূর্ব্বং শুষ্কান্ন পক্কান্নাশন সহাসন শয়নানি কৃতবান্ পুনশ্চ রাজাজ্ঞয়া স্বদেশং প্রাপ্ত এবম্বিধোজনঃ প্রায়শ্চিত্তার্হোন বা যদি তদর্হ স্তদা জাতীয়পংক্তি ভোজনাদ্যর্হো নবেতি পর্য্যনুযোগে উত্তরং তস্য পুরুষস্য বর্ষত্রয়াদূর্দ্ধং স্বচ্ছন্দং তথাচরণ স্থিতত্বেন তদ্বীপান্তরস্থ জনাচরণত্বেনচ প্রায়শ্চিত্তানর্হত্বেন জাতীয়সম্বন্ধপংক্তিভোজনাদি ব্যবহারানর্হত্ব মিতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রমতং। তথাচ মিতাক্ষরাধৃতাপস্তম্ব বচনং। উর্দ্ধ সম্বৎসরাৎকল্প্যং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমৈঃ সম্বৎসরৈস্ত্রিভিশ্চৈব তদ্ভাবং সনিগচ্ছতীতি এবং সতিপ্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেন ইত্যাদিবচনানি নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তবিষয়ানীতি সংক্ষেপ।

অত্রার্থে সম্মতিঃ পাণ্ডেয়পাহ্বেশ্বরদত্তশর্ম্ম পণ্ডিতস্য।
বদন্ত্যেনমর্থং নারায়ণ শাস্ত্রিণঃ।
সম্মতিরত্রার্থে বিঠল শাস্ত্রিণাং।
সমনুমত মস্মিন্নর্থে শুক্লোপাহ্বোমারাম শর্ম্ম পণ্ডিতৈঃ।
এতদর্থে জাতসম্মতিশ্চতুর্ব্বেদ হীরানন্দ শর্ম্ম পণ্ডিতঃ।
সম্মতিরেতদর্থে পুল্রোপাহ্বঃ কাশীনাথ শাস্ত্রিণঃ।
অত্রার্থে সম্মতিঃ শ্রীকৃষ্ণচরণ শর্ম্মণঃ।

(৩০ জুলাই ১৮৩৬। ১৬ শ্রাবণ ১২৪৩)

উদ্বন্ধনমৃত ব্যবস্থার ভাষা।—ক্রোধাদি হেতুক উদ্বন্ধনদ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত এবং দাহাদ্যৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিছুই নাই ক্রোধাৎ প্রায়ং বিষং বহ্নিং ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহার পতিতত্ব অভিধান করিয়া পতিতানাং নদাহঃস্যাদিত্যাদি ব্রহ্মপুরাণে নিষেধ আছে। যদি বল অকৃত প্রায়শ্চিত্ত মৃত কুষ্ঠ্যাদির প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তিরও উদ্বন্ধন মরণোদ্যমের প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ অর্থাৎ চান্দ্রায়ণদ্বয়ব্রতানুকল্প পঞ্চচত্বারিংশৎ কার্ষাপণ দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তদুত্তরাধিকারিরা দাহাদ্যৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করুন। ইহা বক্তব্য নহে যেহেতুক উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তি পতিতত্বপ্রযুক্ত পঞ্চচত্বারিংশৎ কার্ষাপণদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত সকল প্রকারেই অযুক্ত বরং পতিত প্রায়শ্চিত্ত আঙ্গিরসোক্ত যে ষড়ব্দপ্রাজাপত্যব্রত সেই উচিতের ন্যায় হয় কিন্তু সেও এই স্থলে সম্ভবে না যেহেতুক জীবনাবস্থাতে যাহার যে কর্ম্মে অধিকার থাকে সেই কর্ম্মেতেই তৎপুত্রাদি স্বয়ং প্রবর্ত্তন ন্যায় প্রতিনিধি হয়। এই স্থলে মরণদ্বারা পাতিত্য নিশ্চিত হইলে মৃত ব্যক্তির তৎপ্রায়শ্চিত্তকরণে অনধিকারপ্রযুক্ত স্বয়ং প্রবর্ত্তন ন্যায়ে উত্তরাধিকারির ও তৎকর্ম্মে অনধিকার এই হেতুক স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য উদ্বাহতত্ত্বে কহিয়াছেন যে পিতা বিদেশে থাকিলে পুত্রাদির স্বয়ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে প্রতিনিধিত্ব হয়। এবং মরণাদিদ্বারা পিতার অনধিকার হইলে পুত্রাদি আপন পিত্রাদির আভ্যুদয়িক করিবেন। ইহাতেই মৃত ব্যক্তির অনধিকার হেতুক পুত্রাদির স্বয়ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। অন্যথা অনধিকারি শূদ্রাদির পুরোহিত স্বয়ং প্রবৃত্ত ন্যায়ে প্রতিনিধি হইয়া অগ্নি হোত্রাদি যাগ করুন।

কিঞ্চ শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে উদ্বন্ধনেন হিংস্রস্ত ইত্যাদি বচনদ্বারা হিংসাকে উদ্বন্ধন প্রযোজিকা কহিয়াছেন তাহাতে সকল হিংসাকে উদ্বন্ধন প্রযোজিকা কহা যায় না যেহেতুক রাজ্ঞা রাজকুমারম্ন শ্চৌরেণ পশু হিংসক ইত্যাদি তাঁহার বচনে বিরোধ হয় অতএব হিংসা বিশেষকেই উদ্বন্ধনপ্রয়োজক অবশ্য বলিতে হইবেক তাহাতে ব্রহ্মপুরাণ বচনদ্বারা জলাগ্ন্যুদ্বন্ধন-মৃত কতকগুলির দাহাদি নিষেধ করিয়াছেন এবং কূর্ম্মপুরাণ বচনদ্বারা কতকগুলির দাহাদি বিধান আছে তাহাতে ঐ বিরোধ ভঞ্জনের নিমিত্ত উদ্বন্ধনপ্রযোজক হিংসা দুই প্রকার বলিতে হইবেক। তাহার মধ্যে ব্যাপাদয়েদ্ যথাত্মানং স্বয়ং যোগ্ন্যুদকাদি ভিরিত্যাদি বচনদ্বারা আত্মঘাতির উদ্বন্ধনপ্রযোজক জন্মান্তরীয় বহুতর গুণযুক্ত শরণাগতাদিবধরূপ গুরুতর পাতক অনুমান করিতে হইবেক অতএব স্বয়ং উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির জন্মান্তরীন তৎপাপক্ষয়ার্থে পুত্রাদিকর্তৃক প্রয়শ্চিত্ত কৃত হইলেও শরণাগতবাল স্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্নতু ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য-বচনবোধিত তাহার অব্যবহার্য্যত্ব প্রযুক্ত দাহের অযোগ্যতা হেতুক শ্রদ্ধাদি কিছুই নাই। অতএব কোন মুনি বা কোন প্রামাণিক সংগ্রহকার স্বয়ং উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির দাহাদি ব্যবহার কহেন নাই এবং সকলদেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যবহারও সেই প্রকার।

শ্রীনিমাইচন্দ্র শর্ম্মণাং। শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণাং।
শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মণাং। শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মণাং।
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাং। শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মণাং।
শ্রীহরনাথ শর্ম্মণাং। সংস্কৃত পাঠশালাস্থ পণ্ডিতানাং।

ধর্ম্মস্থান

(১ মে ১৮৩০। ২০ বৈশাখ ১২৩৭)

দ্বারকা।—দ্বারকা গুজরাট প্রদেশের সমুদ্রতটস্থ এক নগর তাহার শামিল একুশ গ্রাম আছে তাহাতে দুই হাজার পাঁচ শত যাটি ঘর এবং অনুমান তাহাতে প্রায় ১০ দশ হাজার লোক বাস করে। সেই স্থান এখন ওকানামক অধ্যক্ষেরদের মধ্যে যে মুলুমাণিক সম্যানি অতিশয় প্রবল তাহার দখলে আছে। ইং ১৮০৭ সালে তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত এই নিয়ম করেন যে আমি আপনার অধীনে কোন ব্যক্তিকে বোম্বেটিয়া গিরী করিতে দিব না এবং যে জাহাজ কোন উৎপাতে স্থগিত হয় তাহা আমি লুঠ করিব না। এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সেই মন্দিরের সুরক্ষণ করিতে সেই সময়ে অঙ্গীকার করিলেন।

অপর দ্বারকাতে কৃষ্ণের নিবাস করা প্রযুক্ত তাহা অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জরাসন্ধ-কর্তৃক মথুরাহইতে তাড়িত হওনের পূর্ব্বে এবং পরেও তিনি সেখানে বহুকাল বাস করেন।

হিন্দুরদের মধ্যে যে শাস্ত্র অতিশয় প্রমাণ তাহাতে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের মরণের কএক দিবস পর ঐ স্থান সমুদ্রেতে লীন হইল তথাপি সে স্থান অদ্যাপিও অতিপবিত্র জ্ঞান করে এবং ১৫ সহস্র যাত্রি লোক সেই স্থানে প্রতিবৎসর উপস্থিত হয় এবং যাত্রিরদের দানের দ্বারা পূজারিরদের লক্ষ টাকা লাভ হয়।

৬০০ বৎসর হইল রঙ্করনামক কৃষ্ণের অতি মূল্যবান প্রতিমূর্ত্তি কেহ চুরি করিয়া গুজ্‌রাটের ঢাকুর নামক স্থানে স্থাপন করিল এবং অদ্যাপিও সেই স্থানে তাহা আছে। তাহাতে দ্বারকার ব্রাহ্মণেরা অন্য এক মূর্ত্তি দ্বারকাতে স্থাপন করিল কিন্তু ১৩০ বৎসর হইল সেই প্রতিমূর্ত্তিও চুরী করিয়া সঙ্কুদ্বারদ্বীপে কেহ লইয়া গেল অপর তাহার পরিবর্ত্তে দ্বারকার মন্দিরে অন্য এক মূর্ত্তি স্থাপন হইয়াছে।

যাত্রিরা দ্বারকাতে পঁহুছিলে গোমতী নামে এক পবিত্র নদীতে অবগাহন করে তাহার অনুমতিপ্রাপণার্থে দ্বারকার অধ্যক্ষকে প্রত্যেক জনের ৪।০ সওয়া চারি টাকা কিন্তু ব্রাহ্মণের ৩॥০ টাকা করিয়া দিতে হয়। এইরূপে শুচি হইলে যাত্রিরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দান ধ্যান করে ও কতিপয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়। অপর ঐ যাত্রিরা অরমরা স্থানে গমনপূর্ব্বক সেখানকার এক ব্রাহ্মণের দ্বারা একটা লৌহের চিহ্ন ধারণ করে ঐ চিহ্নেতে শঙ্খ ও চক্র ও পদ্ম মুদ্রিত আছে। সেই লৌহময় অঙ্কন তপ্ত করিয়া যে স্থানে মনে করে সেই স্থানে চিহ্ন লয় বিশেষতঃ বাহুতে প্রায় সর্ব্বদা বালকের গাত্রে সেই চিহ্ন দেওয়া যায়। যাত্রিরা কেবল যে আপনারদের নিমিত্তে চিহ্ন গ্রহণ করিতে পারে তাহা নয় কিন্তু আপন২ মিত্রেরদের পুণ্য জন্মিবার নিমিত্তেও গ্রহণ করে এবং তাহার পুণ্যভাগী ঐ২ মিত্র হয়। চিহ্ন লইতে ১।০ টাকা লাগে।

অপর যাত্রীরা নৌকারোহণপূর্ব্বক ভাট অর্থাৎ শঙ্কদ্বারদ্বীপে গমন করে সেখানে পঁহুছিলে ঐ দ্বীপের স্বামিকে ৫ টাকা কর প্রদান করে। তাহার পর দেবতাকে কোন উত্তম বস্ত্র দান করে এবং তাঁহাকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করে। সেই দ্বীপস্বামী ব্রাহ্মণ তিনি সেই নিবেদিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যৎকিঞ্চিৎ টাকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই বস্ত্র অন্য২ যাত্রিরদিগকে নিবেদন-করণার্থে প্রদান করেন এইরূপে একজনের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় কিন্তু যত বার হস্তান্তর হয় তাহাতে পুরোহিতেরি লাভ।

(৯ মে ১৮৩২। ২৮ বৈশাখ ১২৩৯)

সংপ্রতিকার হরিদ্বারের মেলা। [আমারদের নিজ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত এই সম্বাদ।]

দ্বাদশ বৎসরান্তে এতদ্বর্ষে হরিদ্বারে যে কুম্ভ মেলা হয় তন্নিমিত্ত পূর্ব্বে অনেক আয়োজন হইয়াছিল বিশেষতঃ চারি ওখারার গোস্বামিরা এক বৎসর পূর্ব্বে তথায় সমাগত হইয়া আপনারদের নিশান প্রোথিত করিয়া এবং স্ব২ দেবমন্দিরে নানা অলঙ্কার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করত পূজোপবেশনীয় স্থানসকল মেরামত করাইলেন এবং শত২ মোন সুজি ফুটকলাই ঘৃত লবণ কাষ্ঠ গুড় তণ্ডুল চিনি-

প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। বাণিজ্যকারিরা স্তুজি এবং অন্যান্য বিক্রেয় দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিল এবং তৎস্থাননিবাসি ব্যক্তিরদের যাহার যে ঘর ও স্থান ছিল তাহারা অগ্রেই তাহার ভাড়া দিল এবং ঐ সময়ে এক২ কুঠরীর ভাড়া ৪০ টাকা করিয়া এবং চতুরস্র দুই হাত স্থানের ভাড়া ২ টাকা করিয়া ভাড়াওয়ালারদের স্থানে লইতে লাগিল। যে সকল রাজা ও অন্যান্য ধনি ব্যক্তির তথায় যে বাড়ী ঘর ছিল পাছে কোন লোক সে সকল স্থান দখল না করে তাঁহারা দিন থাকিতে আপনারদের লোক প্রেরণ করিয়া তাহা আটক করিয়া রাখিলেন। পোলীসের আমলারা পূর্ব্বাবধিই সতর্ক ছিলেন এবং পোলীসের সাহায্যার্থে সৈন্যেরা রীতিক্রমে তথায় সমাগমন করিয়া কেহ২ নিজ হরিদ্বারে কেহ বা তাহার দুই ক্রোশ অন্তরে কংখালে ছাউনি করিয়া রহিলেন। তথায় স্নানকরণ সময়ে কি জানি লোকের রহটে চাপা পড়ে এই ভয়ে অনেক যাত্রী ফেব্রুআরি মাসে আসিয়া স্নান করিল এবং হোলির সময়ে অর্থাৎ মহাসংক্রান্তির এক মাস পূর্ব্বে প্রায় লক্ষ সংখ্যক যাত্রী স্নান করিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল বস্তুতঃ তৎপরদিবসঅবধি করিয়া প্রতিদিনই অপমৃত্যু ভয়ে হাজার দুই হাজার করিয়া যাত্রী স্নান করিয়া স্বস্বাবাসে যাইতে লাগিল। এই সকল যাত্রিকেরা স্নান করিয়া এতদ্রূপে প্রত্যহ প্রস্থানকরাতে সংক্রান্তির দিনে মেলার সময়ে অথবা তৎপরদিবসে তাদৃশ জনতা দৃষ্ট হইল না পূর্ব্ব২ বৎসরে আমি যেমন দেখিয়াছি তাহা স্মরণে এবং ঐ সকল স্নানভূমি শূন্য দৃষ্টে বোধ হয় যে তৎসময়ে লক্ষ লোকের অধিক ছিল না বরং তাহারো ন্যূন হইবে।

অপর নানা দেশহইতে যাত্রিরদের তথায় সমাগম সময়ে অতিসুশোভিত দর্শন হইতে লাগিল। কোম্পানি বাহাদুরের প্রদেশহইতে যাত্রিগণ যানবাহনে এবং সামান্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া আগমন করিতে লাগিল। মাড়য়ারপ্রভৃতি অন্যান্য বিদেশাগত ব্যক্তিরদের যানবাহনাদি রেলের দ্বারা চতুর্দিগে বেষ্টিত ছিল এবং মরুভূমিহইতে আগত ব্যক্তিরদের শকট চক্রের বহিস্থ হাড়ি সংজ্ঞক কাষ্ঠসকল দিগুণী কৃত ছিল এবং ঐ চক্রসকল পাখি রহিত। শীকেরা অশ্বারোহণে এবং তাঁহারদের সরদারেরা হস্ত্যারোহণে সমাগত হইলেন। এবং শত২ উষ্ট্রারোহণে মাড়য়ারদেশীয়েরদের পরিজনেরা আগত হইল এবং শত২ যোগির দল কেহ পদব্রজে কেহ বা অশ্বারোহণে এবং তাঁহারদের মহান্ত হস্ত্যারোহণে উপস্থিত হইলেন। পরে মহারাজ রণজিৎ সিংহের মোখ্‌তারকার রাজা ধ্যায়ন সিংহ ও রাজা যশঃসিংহ ও সদাসিংহ মহারাজের দরবারের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া সৈন্যের বেশ ভূষা ও অস্ত্রধারণপূর্ব্বক আগত হইলেন। অপর বিকানীর রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা অতিশয় বীর্য্যবন্ত রজপুত সওয়ারের সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক আপনারদের পিতৃ অস্থি গঙ্গায় সমর্পণ করিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত এক গুপ্ত দান বিশেষতঃ এক বর্ত্তুলাকার ধাতুময় বস্তু অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক রাজা গঙ্গাজিকে সমর্পণ করিলেন। কথিত আছে যে ঐ মহারাজ কতিপয় অশ্ব এবং বহুসংখ্যক মুদ্রা ব্রাহ্মণেরদিগকে বিতরণ করিলেন। এবং রাজা ধ্যায়ন্ সিংহও বদান্যতা প্রকাশ করিয়া জনতার মধ্যে বহু মুদ্রা ছড়াইলেন এবং হস্তী অশ্ব শাল ও হরিপয়রির নিকটে তাঁহার যে এক বৃহদ্‌গৃহ ছিল তাহাও

ব্রাহ্মণেরদিগকে দান করিলেন। এতদ্বৎসরে ঐ স্থানে দান বিতরণ দশ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বরং প্রায় পঞ্চদশ লক্ষপর্য্যন্ত বোধ হয় ঐ দত্ত বস্তুপ্রভৃতি যে ব্যক্তির হস্তে পড়ে তাঁহারি থাকে সাধারণ পাণ্ডারদের মধ্যে অংশ হয় না প্রত্যেক পাণ্ডা আপন২ যজমানেরদের উপর নির্ভর রাখেন কিন্তু মধ্যে২ কোন মং৷ ধনি ব্যক্তি তাবৎ পাণ্ডারদিগকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারদিগকে সাধারণে ২।৩।৪ শত টাকাপর্য্যন্ত দান করেন। অপর আচার্য্য উপাধিতে খ্যাত এক সংপ্রদায় ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আছেন তাঁহারা নিয়ত হস্তে একটা২ চুপড়ি লইয়া প্রত্যেক যাত্রিরা নদী মধ্যে যে অস্থি নিক্ষেপ করে ঐ সকল অস্থি বালুকা ও মৃত্তিকাসমেত চুপড়ির মধ্যে তুলিয়া লন পরে প্রত্যেক দ্রব্য আঙ্গুল দিয়া২ দেখেন তাহাতে ঐ সকল অস্থি মৃত্তিকা ও ভস্মের মধ্যে কখন২ কোন চাকচিক্যবিশিষ্ট ধাতবীয় দ্রব্যও লাভ হয় তাহা সুরক্ষণার্থ তৎক্ষণাৎ মুখে নিক্ষেপ করিয়া তিন চারি ঘণ্টা রাখেন এবং তৎসময়ে জলের মধ্যে কোন লড্ডুকাদি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাও তুলিয়া লইয়া একেবারে গিলিয়া ফেলেন।

পূর্ব্ব২ বৎসরের কুম্ভমেলাতে গোস্বামি ও উদাসীনেরদের যুদ্ধে এবং লোকের চাপাচাপিতে যেমন লোক মারা পড়ে এবৎসরে তেমন নয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে যেহেতুক শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব সেই স্থানের ঘাট অতিপ্রশস্ত করিয়া একটা পাকা রাস্তা করিয়া দেন এবং শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব অতিসুবিবেচনাপূর্ব্বক শাস্ত্রবাচারি ঐ গোস্বামিপ্রভৃতির অস্ত্রশস্ত্রসকল কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহারদের দল রাস্তার মধ্যে কিম্বা ঘাটে না মিশিতে পারে এমত অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই বৎসরে চুরীও অনেক হয় নাই। অনুমান হয় সাত স্থানে অগ্নি লাগে…। ঐ অগ্নি…যাত্রিকের খড়ুয়া ঘরসকলে ও ব্যবসায়িরদের দোকান ঘরে লাগিল এবং তিন দিবসপর্য্যন্তও নির্ব্বাণ হইল না। কথিত আছে যে তৎসময়ে ১২৫০০০ টাকার জিনিস দগ্ধ হয়।…

পূর্ব্ব২ বৎসরের মত এ বৎসরে বাণিজ্যের কর্ম্ম হইল না অত্যল্প অশ্ব ও শাল তথায় বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল। এবং পর্ব্বতীয় লবণ কিছুমাত্র দৃষ্ট হইল না যেহেতুক রণজিৎ সিংহ তথাহইতে রফ্‌তানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যদি কেহ রফ্‌তানী করে তবে তাহার তাবৎ সম্পত্তি ক্রোক করিতে হুকুম করিয়াছেন। নির্ভাঁজ ও মিশ্রিত হিঙ্গু অতিশয় বাহুল্যরূপে তথায় আসিয়া কতক বারআনা করিয়া ও কতক ৫ টাকা করিয়া শের বিক্রয় হইল।

ঐ স্থানে শালব মিসরির অধিক আমদানী হয় নাই কিন্তু কাবোল দেশহইতে অতিশুষ্ক ফল অনেক আসিয়াছিল সকলের অপেক্ষা ছিল যে যাত্রিকেরা সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করিবে কিন্তু তাহারা মেলা সমাপ্ত না হইতেই যে তথাহইতে চলিয়া যাইবে ইহা কেহ অনুভব না করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে তাবদ্দ্রব্য সামগ্রী বাজারে আনিয়াছিল তাহাতে সুজি এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য যে অতিশয় সুমূল্যে বিক্রয় হয় তৎপ্রযুক্ত কোন অনাটন হইল না এবং উপযুক্তমত টাকায় পয়সাও বিক্রয় হইল।

অপর মেলাতে আগত নানা যাত্রিকেরা উচ্চৈঃস্বরে গবর্ণমেণ্টের প্রতি শত২ ধন্যবাদ করিয়া কহিতে লাগিল যে ধন্য তেরা রাজ্য। তেরারাজ যুগ২ রহে। কেসা চাইনকা কুণ্ড করায়া। কলিযুগমে সত্যযুগ বরতায়া। পরে যাত্রিকেরা নূতন রাস্তা দিয়া যাইতে২ দেখিতে লাগিল যে গবর্ণমেণ্ট চল্লিশ হাত উচ্চ এবং পোনের হাত প্রশস্ত ও তেত্রিশ শত হাত দীর্ঘ এমত এক পর্ব্বত সমভূমি করিয়াছেন এবং তাহারা অতিপ্রশস্ত পয়রি অর্থাৎ ঘাটের সোপানে নামিয়া ও মনুষ্যের চাপাচাপি কিম্বা লাঠি বা তলওয়ার বা আভরণহারিরদের বিষয়ে ভয় না করিয়া যেমন স্বচ্ছন্দে স্নানাদি কর্ম্ম করিয়া ফিরিয়া আগত হইল তেমনি শত২ উপরিউক্ত ধন্যবাদ করিতে লাগিল। ঐ অলঙ্কার হারকেরা ইহার পূর্ব্বে যাত্রিকেরদের নাসিকা ও কর্ণহইতে অলঙ্কার আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানে একেবারে রক্তময় করিত কিন্তু এইক্ষণে যাত্রিকেরা তাবৎ কর্ম্মকরত নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিয়াছে।

অপর নিরঞ্জনি নাগা ও গোস্বামিগণ যেরূপ সমারোহে ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রা করিলেন সে অতিসুদৃশ্য বিশেষতঃ আড়াই শত বা তিন শত এককালে যাত্রা করে এবং তাঁহারদের অগ্রে দুই জন কৃত্রিম যোদ্ধা তলবার ভাঁজিতে২ চলিল এবং তৎপরে দুই জন লাঠিয়ারা এবং তদনন্তর জরীকা নিশান অর্থাৎ সোণার ফুলযুক্ত পতাকাধারী তৎপরে দুই জন উচ্চীকরণপূর্ব্বক অতিসুশোভিত দুইটা বর্শাধারণ করিয়া চলিল অনুমান হয় যে ঐ বর্শা তাহারদের আরাধনীয় হইবে। বর্শাধারিরদের পরে তাহারদের দলের মহান্ত চলিলেন পরে তূরীওয়ালারা এবং অশ্বোপরি নানা ঢোল এবং হস্ত্যপরি করতালসকল ও বৃহৎ ঢক্কা তদনন্তর নাগাগণ পাঁচ ছয় হস্ত্যারোহণে চলিলেন এবং মধ্যে২ রেশমের অতিবৃহৎ পতাকা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঘাটে পঁহুছিলে জন পঞ্চাশেক স্নানার্থ জলে অবতরিত হইয়া আরাধনীয় ঐ বর্শার শোভক আভরণ বস্ত্রাদি খুলিয়া তাহা স্নান করাইল অনন্তর ঐ বর্শা পূর্ব্ববৎ আভরণ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জাঁকজমক পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিল। এই বৎসরে গোস্বামিরদের সর্ব্বনাথনামক এক জন একটা মন্দির গ্রথিত করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন কথিত আছে যে তাহাতে দুই লক্ষ টাকা তাঁহার ব্যয় হইয়াছে। মেলার সময়ে প্রতিদিনই কএক সপ্তাহপর্য্যন্ত একটা সদাব্রত ছিল তাহাতে প্রত্যহ বিংশতি মোন সুজির ন্যূন ব্যয় হইত না।

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

হরিদ্বারের ঘাট।—গত সপ্তাহে হরিদ্বারের মেলাবিষয়ে আমরা এক জন পত্রপ্রেরকের পত্র প্রকাশ করিয়াছি। তিনি লিখেন যে সেখানকার নূতন ঘাট এবং উত্তম রাস্তা শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেবের আজ্ঞাতে নির্ম্মিত কিন্তু ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে তাহা শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্টের আজ্ঞাতে এবং কলিকাতা কুড়িয়র পত্রে লেখে যে শ্রীশ্রীযুত লার্ড হেষ্টিংশ সাহেবের অনুমতিতে হয়। অতএব আমরা বোধ করি যে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীযুত লার্ড

হেষ্টিংশ সাহেবকর্তৃক এই সকল কর্ম্ম আরম্ভ হয় পরে শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট সাহেব তাহা চালান্ অনন্তর বর্ত্তমান দেশাধিপতিকর্তৃক তাহার সমাপ্তি হইয়াছে।

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

হরিদ্বারের বিবরণ।—[আমারদের নিজ পত্রপ্রেরকের স্থানে ইহা প্রাপ্ত।]

হরিদ্বার দিল্লীর উত্তর পূর্ব্ব অনুমান চল্লিশ ক্রোশ এবং হিন্দুরদের তীর্থ স্থানের মধ্যে অতি-প্রসিদ্ধ তীর্থ। যে দেশে হিন্দুর ধর্ম্ম অতিপ্রবল অথবা যে দেশে হিন্দু শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিন্মাত্র মান্যতা আছে এই উভয় প্রকার দেশহইতেই প্রতিবৎসর সহস্র২ লোক ঐ তীর্থে আগমন করে। এবং আবাল বৃদ্ধবনিতা স্তন্যপায়ী ও মুমূর্ষু সাধারণ সকলেই আসিয়া তথায় স্নান এবং মৃত পূর্ব্বপুরুষেরদের অস্থি ও ভস্মাদি গঙ্গাতে সমর্পণ করে। হরিদ্বারে যে কেবল গঙ্গাই তীর্থ এমত নহে কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম তীরে অতিপবিত্র জ্ঞান করিয়া যে স্থানে ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান পূজাদি করিয়াছিলেন। সেই স্থান ব্রহ্মকুণ্ড বলিয়া খ্যাত। অন্যান্য ঘাট অপেক্ষা সেই স্থানের যে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে বোধ হয় না কিন্তু সেই স্থান অতিপবিত্র। ঐ ব্রহ্মকুণ্ডে ও তৎসন্নিহিত স্থানে যে অস্থি ভস্মাদি যাত্রিকেরা সমর্পণার্থ পুটুলি করিয়া আনয়ন করে তাহা ক্ষুদ্র এক টুকরা স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যের সঙ্গে একত্র করিয়া সমর্পণপূর্ব্বক তথায় স্নানাদি করে।

ব্রহ্মা যে স্থানে পূজাদি করিয়াছিলেন কথিত আছে তৎস্থানব্যতিরেকেও হরিদ্বারের পথের মধ্যে অন্যান্য অনেক তীর্থ আছে বিশেষতঃ যে হরিদ্বারকে কৈলাসদ্বার অথচ মায়াপুরী কহে ঐ হরিদ্বারসমেত পঞ্চবিংশতি সংখ্যক তীর্থ আছে সে সকল স্থানেই যাত্রিকেরা গমন করিয়া থাকে ঐ সকল তীর্থ বার ক্রোশ ব্যাপিয়া পর্ব্বতোপরি কোন তীর্থ বা কোন তীর্থ উপত্যকা ভূমিতে। ঐ তীর্থসকলের নাম তপোবন হৃষীকেশ কুব্জামার ত্রিবেণী বীরভদ্র ভীমকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড লক্ষ্মণকুণ্ড সীতাকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড স্বর্গদ্বার গোঘাট কুশাবর্ত্ত নীল পর্ব্বত চন্দ্রিকা কনখল দক্ষেশ্বর গণেশঘাট নারায়ণশিলা গৌরীকুণ্ড তিলভাণ্ডেশ্বর রাজরাজেশ্বর শাখেশ্বর হরিকাচরণ নীলেশ্বর। এই সকল স্থানের মধ্যে চারি পুষ্করিণী ও চারি দেবালয় অবশিষ্টসকল হরিদ্বারের দিগে গঙ্গার পশ্চিম তটস্থ ঘাট। জ্বালাপুরনামক অতিক্ষুদ্র যে গ্রাম তাহাতে ব্রাহ্মণের বসতি আছে সেই স্থানঅবধিই হরিদ্বারের সীমারম্ভ তাহা প্রকৃত স্থানহইতে চারি ক্রোশ তথা হইতে প্রধান সড়কের উভয় পার্শ্বে আম্র এবং অন্যান্য ফল ফুলের ছোট বড় নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে এবং যে স্থানে এবম্বিধ বন নাই সেই স্থান গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বৃহৎ২ মাঠসকল এবং তাহার বাম তীরে শস্যাদি ক্ষেত্রসকল পর্ব্বতের নিম্নভাগপর্য্যন্ত। সেই স্থানঅবধিকরিয়াই পর্ব্বত শ্রেণীর আরম্ভ। জ্বালাপুরহইতে দুই ক্রোশ অন্তরে অর্থাৎ ঐ স্থান ও হরিদ্বারের মধ্যবর্ত্তিস্থানে কনখল নগর আছে সে অতি বাণিজ্যের স্থান এবং তথায় রাজাসকল এবং গঙ্গাভক্ত ব্যক্তিরা প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত অতিসুন্দর বৃহৎ২ দুই তিন তালার অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্ব্বতীয় স্রোতঃ স্থানের শুষ্ক ভূমিতে অতিবাহুল্যরূপে চূণে পাতর প্রাপ্ত হওয়ায় এবং তথাকার ভাটিতে অতিশুভ্র অথচ

অতিতীক্ষ্ণ চূণ প্রস্তুত হয় তাহার পর দক্ষিণ দিগে ক্ষুদ্র একটা পথ আছে তাহার উভয় পার্শ্বে নাগাসন্ন্যাসিরদের ওখারা অর্থাৎ উপবেশনীয় আসন ঐ সকল নাগাসন্ন্যাসিরা একপ্রকার দিগম্বর যোগী এবং সেই স্থানে তাঁহারদিগের এক২ জনের এক২ দেবালয় আছে তাঁহারা সহস্র২ জন ছয় অথবা বার বৎসর অন্তরে তথায় আগমন করিয়া প্রত্যেক জন এক২ পতাকা উত্থাপিত করেন ঐ ক্ষুদ্র পথ নদীর পশ্চিমতীর দিয়া কিন্তু প্রধান পথ ক্ষুদ্র পর্ব্বত-দিয়া যায় তাহার একপার্শ্বে শস্য ক্ষেত্রসকল অন্য পার্শ্বে নানা বৃক্ষের বন। ঐ বর্ত্মের সীমান্তে গঙ্গা দেখা যায় তৎস্থানীয় গঙ্গার উভয় পার্শ্বে দুই শ্রেণী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে এবং উপত্যকাভূমি আয়তনে দুই ক্রোশ দীর্ঘে চারি পাঁচ ক্রোশ তাহার মধ্যস্থানে বালুকা ও প্রস্তরময় একটা চড়া পড়িয়াছে ঐ চড়া বৃহৎ২ বৃক্ষেতে সমাকীর্ণ তাহাতেই তত্রস্থা গঙ্গা দ্বিধাবিভক্তা হন হরিদ্বারের দিগে পশ্চিমের প্রবাহের নাম গঙ্গাজী এবং পূর্ব্ব দিগের স্রোত নীল পর্ব্বতের তলদিয়া বহে তাহার নাম নীলধারা। ঐ স্থানীয় প্রবাহ বড় চৌড়া ও গম্ভীর নয় কিন্তু অতিশয় স্রোত পরন্তু নীলধারাতে শঙ্কাও আছে কোন২ স্থানে পর্ব্বতের অতিসান্নিহিত তলদিয়া স্রোত বহে অন্যান্য স্থানে গঙ্গা ও পর্ব্বতের অন্তরাল কিঞ্চিৎ২ ভূমি আছে তাহা বনেতে আবৃত বা কৃষির নিমিত্ত প্রস্তুত। এমত এক স্থানে গঙ্গার পশ্চিম তটে হরিদ্বার নগর গ্রথিত ঐ নগর বৃহৎ২ সুদৃশ্য অট্টালিকা শ্রেণী ও বাজারসমেত দীর্ঘে প্রায় আধ ক্রোশ এবং নূতন রাস্তা লইয়া অনুমান এক পোয়া ভূমি চৌড়া। ঐ মহোপকারক পথ শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেবের আজ্ঞাতে প্রস্তুত হয় এবং যে স্থানে কনখলের রাস্তা বন্দ হয় সেই স্থানঅবধি এই রাস্তার আরম্ভ তাহা চৌড়ায় বিংশতি হাত দীর্ঘে প্রায় এক ক্রোশ। হরিকা পয়ুরি অর্থাৎ হরিপাদচিহ্নিত স্নানঘাটপর্য্যন্ত ঐ রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তা প্রস্তুতকরণার্থ চল্লিশ হাত উচ্চ পর্ব্বতের শত২ হাতপর্য্যন্ত কাটা গিয়াছে। ঐ পর্ব্বত বালুকাময় প্রস্তর এবং একপ্রকার রক্তবর্ণ মৃত্তিকাঘটিত এবং ছোট বড় নানা জাতীয় বৃক্ষেতে আবৃত হরিপয়রি ঘাটপর্য্যন্ত আগত ঐ রাস্তা ১৮২০ সালের পর যে নূতন রাস্তা হইয়াছে তাহার সঙ্গে মেলে। এবং দেরাধুন শ্রীনগর কেদার ভদ্রী ও সীমলার রাস্তার সঙ্গে মেলে। তথাকার পর্ব্বতসকল অত্যুত্তম সুদৃশ্য বৃক্ষেতে সমাকীর্ণ এবং তাহাতে বৃহৎ২ কাষ্ঠ ও জালানি কাষ্ঠ এবং কয়লা বেত্র নলপ্রভৃতি এবং পশ্বাদির ভক্ষণীয় একপ্রকার শুষ্ক তৃণ ও গৃহ নির্ম্মাণকরণোপযুক্ত বাঁশ ও খড় জন্মে। এ সকল গবর্ণমেণ্ট ইজারায় দিয়াছেন। হরিদ্বারে সামান্যতঃ কতক বণিক হালুইকর পশারি শরাফ কংসবণিকপ্রভৃতি বাস করে তদ্ভিন্ন কতক গোস্বামিরা তথায় থাকিয়া পর্ব্বতজাত দ্রব্যাদি লইয়া বাণিজ্য করেন। দেরাধুনে তণ্ডুল গাছমরিচ হরিদ্রা আদ্রকপ্রভৃতি জন্মে এই সকল দ্রব্য ধুনুনিবাসি ও বৈদ্যনাথ পর্ব্বত নিবাসি লোকেরা আনয়ন করিয়া লবণের পরিবর্ত্তে দেয়। হরিদ্বারে বর্ষাকাল অতি-অস্বাস্থ্যজনক হয় তৎকালে গমন করিলেই লোকসকল জ্বর শোথ উদরভঙ্গপ্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়। মেলার সময় অর্থাৎ মার্চ আপ্রিল মাসে কালগতিকের কিছু নিশ্চয় নাই কখন অতিশয় গ্রীষ্ম কখন বা অসহ্য শীত এবং কখন বা অতিশয় ঝড় ও বৃষ্টি এবং মধ্যে২ শিলাবৃষ্টিও হয়।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ২৫ ভাদ্র ১২৩৯)

ভাস্কর পুষ্কর ।—কাশীর অন্তর্গত দক্ষিণখণ্ডে প্রভাস ও পুষ্কর নামে দুই মহাতীর্থ আছেন বর্ষাকালে প্রায় ৩০ হস্ত পরিমাণে অলক নন্দার জল বৃদ্ধি হইয়া অসিসঙ্গমের বর্ত্ম দিয়া ঐ দুই তীর্থের সহিত প্রবাহপূর্ব্বক সংমিলন হইলে মহা২ যোগ হয় তাহাকে এদেশের লোক ভাস্কর পুষ্কর কহিয়া থাকেন তাহা ২৪ শ্রাবণাবধি ২ ভাদ্রপর্য্যন্ত। ঐ কয় তীর্থের মেলা হইয়াছিল পরে জলের হ্রাস হইতেছে এবিধায় তথায় প্রায় কাশীবাসীমাত্রেই এবং নানা দিগ্‌দেশীয় লোকে আসিয়া স্নান তর্পণ ও দর্শন স্পর্শন করিয়াছেন। প্রভাস ও পুষ্কর তীর্থে স্নানাদি করিলে যাদৃশ ফল জন্মে তাহার অনন্ত গুণ ফল উক্ত রূপ ভাগীরথীর মেলনে স্নানাদি করিলে হয় দ্বিতীয় বারাণসী ক্ষেত্র তৃতীয় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি উত্তরবাহিনী গঙ্গা চতুর্থ কাশীতে ত্রিলোকের তাবৎ তীর্থ সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান অতএব কাশীর সদৃশ স্থান স্বর্গ মর্ত্য পাতালে নাই তথায় সৎকর্ম্ম করিলে কীদৃশ ফল জন্মে তাহা ভগবান্ শিবই কহিতে পারেন নচেৎ সাধ্য কার।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ২৫ ভাদ্র ১২৩৯)

ইন্দ্রদ্যুম্ন ।—কাশীহইতে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরীর পত্রের দ্বারা অবগতি হইল অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে মণিকর্ণিকার তীরে সূর্য্যবংশজাত অযোধ্যাপতি রাজচক্রবর্ত্তি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক এক শিব স্থাপন দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরনামে বিশ্বসংসারে বিখ্যাত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে গঙ্গার জল অতিনিম্নভাগে প্রবাহবিশিষ্ট হন বর্ষাকালে তথাহইতে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ হস্তপরিমাণে উর্দ্ধে জলবৃদ্ধি না হইলে উক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের গাত্রে জলস্পর্শ হয় না এ বৎসর ক্রমেতে লিখিত পরিমাণে জলবৃদ্ধি হইয়া ২৭ শ্রাবণ শুক্রবারে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর জলমগ্ন হইয়া ২ ভাদ্রপর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিলেন এইরূপ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর যৎকালীন হন তৎকালীন তাবৎ কাশীবাসী পুণ্যশীল আবালবৃদ্ধবনিতা তথায় উপনীত হইয়া আপনাকে ধন্য বোধ করিয়া স্নান করেন যে ব্যক্তি অতি ভক্তিপূর্ব্বক সংযত হইয়া সঙ্কল্প করিয়া স্নান তর্পণ পূজা সমাপনান্তে ঐ জলমগ্ন ভগবান্ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করেন তাঁহাকে আর ভবে আসিতে হয় না কিন্তু প্রদক্ষিণকরা অতিসুকঠিন কারণ ঐ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের বেদির উপরিভাগে সুরতরঙ্গিণীর অতিবেগবান্ তরঙ্গ বহিতে থাকে অধিকন্তু তন্মধ্যে ক্ষণে২ জলের হ্রাস বৃদ্ধিও হয় এবং বেদির নিম্নভাগে অগাধজল প্রদক্ষিণকালে চরণ বিচলিত হইলে এককালে গভীরজলে নিমগ্ন হইতে হয়। অতিবলবান্ এবং সন্তরণে যে ব্যক্তি সুনিপুণ তিনিই ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর সঙ্গমে সম্যকরূপে ফলভাগী হইতে পারেন।

(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ১ আশ্বিন ১২৩৯)

জলবৃদ্ধি ।—গঙ্গার সহিত প্রভাস ও পুষ্করের মেলন প্রতিবৎসর হয় না ৪।৫ বৎসরের পর অপর পক্ষের সময়ে হয় ইন্দ্রদ্যুম্নও ঐরূপ। সন ১২৩০ সালের ১৩ আশ্বিনে গৌড়মণ্ডলে

অতিশয় জলপ্লাবন হইয়াছিল কিন্তু সে বৎসর কাশীতে ভাস্কর পুষ্কর ও ইন্দ্রদ্যুম্ন হয় নাই পরে ৩৪ সালে ইন্দ্রদ্যুম্ন ও ভাস্কর পুষ্কর হইয়াছিল আর এ বৎসর হইয়াছে এমতে অতি প্রাচীন কাশীবাসী যাঁহারা জীবিত আছেন এবংপ্রকার শ্রাবণ মাসে জল বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে পুনর্ব্বার অপর পক্ষের সময়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন হইবেক এবং যেরূপ জলবৃদ্ধি শ্রাবণ মাসে হইয়াছে ইহাপেক্ষা যদ্যপি অপর পক্ষ সময়ে আরবার ৭।৮ হস্ত পরিমাণে জল বৃদ্ধি হয় তবে মৎস্যোদরী হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ কাশীর দক্ষিণ খণ্ডে বটুক ভৈরব বৈদ্যনাথের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে মৎস্যোদরী নামে এক তীর্থকুণ্ড আছেন তাহাতে গঙ্গার জল গমন করিলেই মৎস্যোদরী হয় কেহ২ কহেন গঙ্গার জল কাশীর পঞ্চ ক্রোশ বেষ্টন করিলে মৎস্যোদরী হয় যাহা হউক ইহার একমত হইলেই উভয় মতের সংস্থাপনের সম্ভাবনা যদ্যপিও এ মহাপুণ্যজনক বিষয় বটে তত্রাপি বিশ্বেশ্বর না করেন যে এমত দুর্ঘট ঘটনা না ঘটে কেন না ৮০ বৎসর গত হইল একবার মৎস্যোদরী হইয়াছিল তাহাতে কাশীবাসিরা বিষম বিদশাপন্ন হইয়াছিলেন এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হওয়াতেই দশাশ্বমেধের ঘাটের সমীপে গোদাবরীর পুলের উপর দুই হাত জল উঠিয়াছিল এবং ঐ পুলের কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে ভূতেশ্বর শিবের বেদীর নীচে যে পথ তাহাও জল প্লাবনে ৭ দিবস রুদ্ধ হইয়াছিল।

(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১ আশ্বিন ১২৩৯)

কুরুক্ষেত্র।—গত ১২ ভাদ্রের পত্রে বোধিত হইল পূর্ব্বাপেক্ষা দুই হাত জলবৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ববৎ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও ভাস্কর পুষ্কর হইয়াছে অধিকন্তু কাশীর দক্ষিণ খণ্ডে দুর্গাবাড়ীর ঈশান ভাগে কুরুক্ষেত্র নামে তীর্থ কুণ্ড রহিয়াছেন ঐ কুণ্ডে জাহ্নবীর জল আসিয়া পরিপূর্ণ হইলে মহা২ যোগ হয় কিন্তু বহুদিবস এরূপ সংমেলন হয় নাই কারণ ঐ কুরুক্ষেত্রের সমীপে শ্রীমন্ত মহারাজাধিরাজ অমৃত রাও ভাও পেসোয়া বাহাদুরের সৈন্য থাকিত। কুরুক্ষেত্রের সহিত গঙ্গার মেলন কালে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিক জলাকীর্ণা হইয়া রাজসেনারদিগের আশ্রম পীড়া জন্মাইত একারণ উক্ত শ্রীমন্ত মহারাজ ঐ জল আসিবার প্রবল যে নল ছিল তাহা রোধ করিয়াছিলেন তদবধি কুরুক্ষেত্র হয় নাই এবৎসর ১০ ভাদ্রের রাত্রিযোগে জলের বেগে ঐ নলের প্রস্তর ছুটিয়া গঙ্গা আসিয়াছেন ইতি।—চন্দ্রিকা

ধর্ম্মসভা

(১৭ এপ্রিল ১৮৩০। ৬ বৈশাখ ১২৩৭)

ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের অষ্টম বৈঠক।—গত ২৩ চৈত্র রবিবার বৈকালে বটতলার গলিতে বাবু কাশীনাথ মল্লিকের দরুন বাসাবাটীতে অধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকের স্থূল বিবরণ প্রথমতঃ সম্পাদককর্তৃক গত বৈঠকের বিবরণ পঠিত হইল পরে প্রশ্ন হইল সতীর পক্ষ যে আরজী বিলাত পাঠাইতে হইবেক তাহাতে কাহারো কিছু বক্তব্য আছে কি না।

উত্তর উত্তম হইয়াছে কোন প্রধান ইঙ্গরেজের নিকট ইহা সংশোধনার্থ প্রেরণ কর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব সে ভার গ্রহণ করিলেন।

যাহার দ্বারা আরজী প্রেরিত হইবেক সে লোকের বিবেচনা নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র এই ছয় জন বিবেচক স্থির হইলেন তাঁহারা কোন দিবস শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের বাটীতে বৈঠককরত লোক বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন।

চাঁদার টাকা আদায়ের ফর্দ্দ দর্শান গেল যাঁহারদিগের নিকট অদ্যাপি টাকা পাওয়া যায় নাই তাঁহারদের নাম ঐ দিবসের সভায় উল্লেখ করিতে নিষেধ হইল আগামিতে শুনিবেন। চাঁদার নিমিত্ত যে কএকখান বহি পরে প্রস্তুত হইয়াছিল ঐ সভায় উপস্থিত করাতে শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ খান শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ খান শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ১ খান বহি লইয়া কহিলেন আমারদিগের অনেক আত্মীয় স্বজনগণের ইহাতে স্বাক্ষর হয় নাই তাঁহারদিগের স্বাক্ষরাঙ্কিত করাইব।

অপর শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকর্তৃক সহমরণ মীমাংসাপত্র পূর্ব্বে সংক্ষেপরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল পরে তাদৃশ মীমাংসাপত্র ভূরি প্রমাণদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সমাজে অর্পণ করিলেন। সম্পাদকের নিকট রাখিতে অনুমতি হইল প্রয়োজনমতে দিবেন সতী-সংহিতানামক গ্রন্থ সংগ্রহকারকের প্রেরিতপত্র পাঠে তাঁহাকে সভার আহ্বানের অনুমতি হইল পরে নানাস্থানহইতে যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহাশ্রবণে সদুত্তর লিখিতে অনুমতি হইল। সম্পাদকের শেষ প্রশ্ন নিয়ম হইয়াছে যেপর্য্যন্ত আরজী বিলাত না যাইবেক তাবৎকাল প্রতি রবিবারে বৈঠক হইবেক কিন্তু আগামি রবিবার মহাবিষুবসংক্রান্তি সে দিবস বৈঠক হইবেক কি না। অনুমতি হইল তাহার পর রবিবারে বৈঠক হইবেক।

অধ্যক্ষদিগের প্রশ্নমতে নীচের লিখিতব্য কএক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে।
শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল।
শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্ত।
শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ বসাক।
শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে।
শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্ত।
শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত।
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে।
শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের অভিপ্রায়ে।
শ্রীযুত নিমাইচাঁদ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের অভিপ্রায়ে।
শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুত নাথুরাম শাস্ত্রী।
শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী।
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের অভিপ্রায়ে।

শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহাতে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের সাহায্য যে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে নিন্দাসূচক যে সকল নিয়মিত গ্রন্থ বা সম্বাদ পত্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা ধনদানদ্বারা প্রতিপালন বা উন্নতি করা আমারদিগের কর্ত্তব্য নহে তাহাতে শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক উত্তর করিলেন যে মূল্য দিয়া লওয়া দূরে থাকুক বিনামূল্যে দিলেও গ্রহণ করা উচিত নহে ইহাতে সকলেই সম্মত হইলেন শেষ শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন চন্দ্রিকাকার সকল গ্রন্থাদি লইতে পারিবেন ইহাতে সকলের মত হইল। সং চং

(১ মে ১৮৩০ । ২০ বৈশাখ ১২৩৭)

ধর্ম্মসভার একাদশ বৈঠক।—গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল পূর্ব্ব বৈঠকের বিবরণ অবগত হইয়া বিবেচকগণের পুনর্ব্বার বৈঠককরণের অনুমতি হইল এবং সমাজের অন্যং বিষয়াবগত হইয়া বিহিত অনুমতি হইল। অপর শ্রীযুত বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াবধি অনবকাশতাপ্রযুক্ত সভায় আগমন করিতে পারেন নাই ঐ দিবস আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত রায় রত্ন সিং ও শ্রীযুত রায় গিরিধারী লাল বাহাদুর সভায় আগমন করিয়া বিষয়াবগতিপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া আপনং মত ব্যক্ত করিলেন অর্থাৎ ইহাতে তাঁহারা সম্মত আছেন এবং সমাজের সাহায্যকরণে নিতান্ত বাঞ্ছিত হইলেন। শ্রীযুত সিংহ জমীদার বাবু চাঁদার বহি তাঁহার নিকট পাঠাইতে অনুমতি করিলেন। শ্রীযুত মহারাজ কালী-কৃষ্ণ বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্ট ও শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন। অপর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে চাঁদার স্বাক্ষর করিবার বহি তিনখান লইয়াছিলেন তাহা তিন জিলায় প্রেরণ করিয়াছেন পুনর্ব্বার একখান বহি চাহিয়া লইলেন কোন জিলাহইতে তাঁহার নিকট কেহ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন তথায় প্রেরণ করিবেন শ্রীযুত বাবু মধুসূদন রায় সমাজে প্রার্থনা করিলেন আমাকে একখানি চাঁদার বহি দিলে আমার আত্মীয়বর্গের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি অনুমতি হইলে তৎক্ষণাৎ রায় বাবুকে একখানি বহি দেওয়া গেল। সতীর আরজী বিলাত পাঠান বিষয় বিবেচকগণের বৈঠকের পর পাঠকগণকে অবগত করাইব। সং চং ।

(৩১ জুলাই ১৮৩০ । ১৭ শ্রাবণ ১২৩৭)

ধর্ম্মসভার বৈঠক।—...প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে বৈঠক হইবেক। ইতিমধ্যে যদ্যপি কোন বিশেষ কর্ম্মের আবশ্যকতা হয় সম্পাদক প্রয়োজনমতে সভায় আহ্বান করিতে পারিবেন। অপর স্থির হইল সমাজের এক প্রধান কর্ম্ম সতীর আরজী বিলাত পাঠান তাহা হইলে এক্ষণে এক বাটীপ্রস্তুতনিমিত্ত উদ্যোগ আবশ্যক। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার বাটী প্রস্তুত না হইবেক তাবৎকাল বৈঠকের স্থানের নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক ভারগ্রহণ করিয়াছেন আয় ব্যয় বিষয়ের বিবেচনা নিমিত্ত তত্ত্বাবধারকদিগের নিকট পত্র প্রেরণদ্বারা

সম্পাদক কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। পরন্তু সমাজের নিয়মপত্র বিশেষরূপে প্রস্তুত হয় নাই কেবল স্থূলবিবরণদ্বারা এ পর্য্যন্ত কর্ম্ম হইয়াছে এক্ষণে নিয়মপত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক বিধায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভারার্পণ হইল তাঁহারা ভারগ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া সমাজে অর্পণ করিবেন অধ্যক্ষগণের বিবেচনাসিদ্ধ হইলে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ পাইবেক। ইত্যাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন উঠিয়া সমাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ধর্ম্মসভাস্থাপনে এবং সমাজের প্রধান কর্ম্ম সতীর আরজী বিলাত প্রেরণে তাবৎ অধ্যক্ষগণের সমান মনোযোগ আছে তথাপি আমারদিগের উচিত হয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ মনোযোগ স্বীকারপূর্ব্বক ইহাঁকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক ইহাঁর পরিশ্রম ও আপন ক্ষতি স্বীকার যে প্রকার করিয়াছেন যদ্যপিও অনেকে তাহা জ্ঞাত আছেন কিন্তু আমি বিশেষ জানি এইহেতুক সকলকে তাহা জ্ঞাত করাই। পরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমের ও ক্ষতি ও বিবেচনা ও ক্ষমতা বিষয়ের বিশেষ বর্ণন করিলেন তাহা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই এতাবৎ যথার্থ কহিয়া ধন্যবাদ করিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের নিকট বাধিত ও উপকৃত হইয়া কহিলেন আমি এতাবৎ ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারি না। যদ্যপি অন্য অন্য অধ্যক্ষাপেক্ষায় অধিক পরিশ্রমাদি করিয়া থাকি তাহা ধন্যবাদের প্রতি কারণ নহে। যেহেতুক অবশ্য উপাস্য যে সন্ধ্যাবন্দনাদি তাহা যে করিবেক তাহাকে কি ধন্যবাদ করিতে হয়। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন এ কথায় তোমার সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু কাল-সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেও তাহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। পরন্তু শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অভিপ্রায় যে বন্দ্যোপাধ্যায়কে অদ্য সভায় ধন্যবাদ করা গেল কিন্তু আমারদিগের উচিত ইহাঁর প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে তাবতে স্বাক্ষর করিয়া প্রকাশ করা যায় এবং ধর্ম্মসভার বাটী প্রস্তুত হইলে ইহাঁর প্রতিমূর্ত্তি তথায় স্থাপন করা যায়। পরন্তু শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন অদ্যকার বিবরণ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মত নহেন যেহেতুক ইহাঁর আপন কৃতপত্রে আপন প্রশংসা প্রকাশ করা অনুচিত অতএব আমার মত গবর্ণমেণ্ট গেজেট কিম্বা সমাচার দর্পণে প্রকাশ হইলে ভাল হয় তাহাতে সমাজের মত হইল আমারদিগের অভিপ্রায়মতে চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইতেছে ইহাতে দোষাভাব। অপর চন্দ্রিকাহইতে দর্পণদ্বারা তাবৎ কাগজে প্রকাশ পাইতে পারিবেক।

পরন্তু শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পুনর্ব্বার উত্থান করিয়া শ্রীযুত বাবু তারিণী চরণ মিত্রের অনেক প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ সতীর পক্ষীয় আরজী হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষায় এবং ব্যবস্থাপত্র অত্যুত্তমরূপে তরজমা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে ইহাঁর ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও পরিশ্রম বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। মিত্র বাবু এ প্রকার পরিশ্রম না করিলে ইঙ্গরেজী আরজীর অর্থ তাবতের বোধগম্য হইত না ইত্যাদি। অতএব ইহাঁকে ধন্যবাদ করা যাউক সভাস্থ সমস্তই কহিলেন অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া সভ্যগণকে সবিনয়ে সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব সতীর পক্ষ আরজী ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তত করেন আরজীতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আইনকে এক দেশে স্থান দিয়া তাহার প্রত্যেক কথার সদুত্তর করিয়াছেন ও তাঁহার নিকটে প্রথম যে প্রার্থনা পত্র দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর তিনি দিয়াছিলেন তৎপ্রত্যুত্তর ঐ আরজীতে বিলক্ষণরূপে লিখিত হইয়াছে এবং সহমরণানুমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যবিষয় যে গ্রন্থে যত বচন আছে তাহা তাবৎ সংগ্রহপূর্ব্বক তরজমা করিয়া আরজীমধ্যে বিন্যাস করিয়াছেন এই আরজী সংশোধনার্থ কোন বিজ্ঞ ইঙ্গরেজের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তিনি দৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট পূর্ব্বক বাবুকে বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন এবং উকীল ফ্রেন্সিস বেথি সাহেব এই আরজী দেখিয়া সাহস করিয়াছেন যে আমারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হইবেক ইহাতে দেব বাবুর ক্ষমতা ও পরিশ্রমের বাহুল্য বিবেচনা করিলেই অবশ্যই বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন। শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার পোষকতা করিয়া কহিলেন আমরা দেব বাবুকে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ করিলাম বরঞ্চ নিয়ত করিব এমত মানস হইতেছে। পরে শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন দেব বাবুর ক্ষমতা বিষয়ের প্রশংসা করা ক্ষমতাপেক্ষা করে শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন ইহা যথার্থ বটে ইহাতে তাবতেই দেব বাবুকে ধন্যবাদ করিলাতে দেব বাবু উঠিয়া মধুমৃদুস্বরে ধন্যবাদ নিমিত্তে সভ্যগণের নিকটে নম্রতা প্রকাশপূর্ব্বক তাবদধ্যক্ষকে প্রশংসা প্রদান করিলেন অপিচ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরুত্থানপূর্ব্বক কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রথমতঃ যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা গিয়াছিল এবং যাহা বিলাত এইক্ষণে প্রেরিত হইল এই ব্যবস্থার দ্বারা শ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সাহায্যে এবং শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ও শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যদিগরের সম্মতিতে শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন এই ব্যবস্থাপত্র অনেক২ সমাজে স্বাক্ষরার্থে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে তাবৎ বুধগণ যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দেখিয়া তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকে ধন্যবাদ করা উচিত এ কথায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব উঠিয়া কহিলেন তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকে বিশেষ ধন্যবাদপূর্ব্বক সভাধ্যক্ষ তাবৎ বুধগণকে ধন্যবাদ করিলাম। তৎপরে সভার আর২ কর্ম্মসম্পাদককে ভারার্পণ করিয়া সকলে সন্ধ্যাকালে প্রস্থান করিলেন। সং চং

(২৩ জুন ১৮৩২। ১১ আষাঢ় ১২৩৯)

...শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ইনি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় কেমন পারগ তাহার প্রমাণ লিখি বিবেচনা করিবেন। সতীপক্ষীয় যে আরজী বিলাতে গিয়াছে যাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুত ডাক্তর লসিংটন সাহেব মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে That the petition is one of the

cleverest thing I ever heard. অর্থাৎ এমত বিজ্ঞতাপ্রকাশক আবেদনপত্র যদি আমি কখন শুনিয়া থাকি। এই আরজীর পাণ্ডুলেখ্য উক্ত বাবুকর্তৃক প্রস্তুত হয়।...

(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৬ পৌষ ১২৩৯)

ধর্ম্মসভা।—গত ৩ পৌষ রবিবার সমাজের মাসিক বৈঠক হইয়াছিল সভ্যগণের আগমনানন্তর ঐ বৈঠকের সভাপতি শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নির্দ্ধারিত হইলে প্রথমতঃ সম্পাদকের বক্তৃতা ব্যক্ত হইল।

ধর্ম্মসভাসম্পাদকের উক্তি। আমি সবিনয়ে যথাবিহিত সম্বোধনপূর্ব্বক সমাজকে নিবেদন করিতেছি। শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রাজশাসনের দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা হয় এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়বিরহ হইলেও রাজশাসনে ধর্ম্ম রক্ষা পায় ইহার সন্দেহ নাই অরাজক হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও ধর্ম্ম রক্ষা করা সুকঠিন হয় যেহেতুক অরাজকে সজাতীয় বৈধর্ম্মিসমূহ হইতে পারে তৎসংসৃষ্টদোষে নির্দ্দোষি ব্যক্তি দোষভাজন হন এইজন্য চিরকালের মধ্যে যখন২ অরাজক হইয়াছে তখনই ধার্ম্মিকগণে দলবদ্ধ হইয়া স্বস্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন এবং ধার্ম্মিকেরা দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে মন্বাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে। আমারদিগের ভাগ্যহেতু ধর্ম্মপক্ষ রক্ষাবিষয়ে অরাজক হইয়াছে যেহেতুক ম্লেচ্ছ রাজা। ইহাঁর মত এই স্বস্ব জাতীয় ধর্ম্ম আপনারা রক্ষা করুন ইহাতে অধর্ম্ম কর্ম্মজন্য কাহাকেও শাসন করেন না এবং ধর্ম্মযাজনকরণেও উপদেশ দেন না অতএব রাজার বিধি নিষেধ যে কর্ম্মে না থাকে তাহাতে শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে ইহাতে ধর্ম্মনাশহওন সম্ভাবনা। অপর রাজাকর্তৃকও এক ধর্ম্মবারিত হইল ইহা দেখিয়া ধার্ম্মিক সকল ১৭৫১ শকের ৫ মাঘ রবিবারে সমূহ একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা স্থাপিত করেন ঐ সভার নিয়মপত্রে সমাজের কারণ বিশেষ লেখা আছে আমার কথনাধিক তথাপি কিঞ্চিৎ কহি।

নিয়মপত্রের দুই ধারায় লিখিত আছে যে এই ধর্ম্মসভার তাৎপর্য্য হিন্দুশাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদনপত্রাদি রাজসন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন ইত্যাদি।

এই নিয়ম রক্ষাকরণহেতুক স্বধর্ম্ম দ্বেষিদিগের সংসর্গ ত্যাগ অত্যাবশ্যক জানিয়া ১৭৫২ শকের ২৯ ফাল্গুণে সভাধ্যক্ষ দলপতি মহাশয়েরা যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহাও মহাশয়দিগের স্মরণ আছে যদ্যপিও স্মরণ না থাকে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র সমাজে উপস্থিত আছে অনুমতি হইলে পাঠ করা যাইবেক। প্রতিজ্ঞাপত্র নির্দ্ধারিতহওনাবধি ধার্ম্মিকসকল বিশেষ দলপতি মহাশয়েরা বিলক্ষণ-রূপে নিয়ম রক্ষা করিতেছেন তদ্বিশেষ কিঞ্চিৎ অবগত করাই সমাজের নিয়ম আছে যিনি নিজ দলপতির নিবারণ অমান্য করিয়া কুপথগামী হইবেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সভায় জানাইবেন অন্য দলপতি তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন না এ বিধায় সকল দল ঐক্য হইল অতএব কোনপ্রকারেই কোন ব্যক্তি দলপতির মতব্যতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবেন না করিলে তাঁহার নিস্তার নাই

তাহার সমুচিত ফল দলপতি দিবেন। এইমত দলপতি মহাশয়েরা করিতেছেন তৎপ্রমাণ প্রথমতঃ মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলের কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুরের অমতে কোন দোষির সংসর্গ করিয়াছিলেন এজন্য রাজা বাহাদুর সমাজকে জ্ঞাপনকরাতে সেই মহাশয়েরদের প্রতিষ্ঠাতে তাঁহার আহ্বানিত পত্রে নগরস্থ পাচ দলের এক ব্যক্তিও গমন করেন নাই।

দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দলে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরও তাদৃশ দোষ জনরব হইবাতে,গঙ্গোপাধ্যায় বাবু তাঁহাকে রহিত করিয়া ধর্ম্মসভায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব মহাশয়ের দলস্থ কুমারহট্ট বাঁশবেড়িয়াপ্রভৃতি সমাজের প্রধান২ অধ্যাপক পাঁচ জনের তাদৃশ অপবাদ উপস্থিত হইবামাত্র দেব বাবু সমাজে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাঁহারদের মধ্যে এক জনের উদ্ধার হয় নাই। চতুর্থ শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ কএক জনের দোষ জনরব হইয়াছিল তাহাও দত্ত বাবু নিয়মমত তাঁহারদের বিষয় সমাজকে জ্ঞাত করিয়াছেন। অতএব ধার্ম্মিক মহাশয়েরা যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপালিত হইতেছে ইহা আমি স্পষ্টরূপে বোধ করিতেছি ইহার পরেও সেই নিয়ম যে অন্যথা হইতে পারিবেক না ইহাতে নিতান্ত বিশ্বাস আছে কেন না যদ্যপি কাহার প্রতি কোন অংশে রাগদ্বেষ থাকে সেই রাগের পরিশোধার্থ কেহ ধর্ম্মহানিতে বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কাহার মত হইবেক না একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই দলপতি বা দলস্থ প্রধান মহাশয়েরা অনেকে ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য আছেন বটে কিন্তু কোন২ ব্যক্তির সহিত যদি কাহার অন্য কোন বিষয়ঘটিত বিবাদ থাকে সেই বিবাদ উপলক্ষে ধর্ম্মসভার নিয়ম রক্ষার পক্ষে ঐক্য থাকা ভার হয় কেন না এক ব্যক্তি একজনকে স্থগিত করিলে তাঁহার সহিত যাঁহার বিবাদ আছে সেই দলপতির নিকট গিয়া দোষি ব্যক্তি অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলে তিনি আপন ক্ষমা বা পুরুষার্থ প্রকাশার্থ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইতে পারেন কেননা মান করিবেন আমি কাহার অধীন নহি এবং আমার দল আছে আমাকে কেহ স্থগিত করিতে পারেন না এবং ক্রিয়া কর্ম্মও রহিত হইবেক না আপন দলস্থ লোক লইয়া সকল কর্ম্ম করিব বরঞ্চ অন্য দলস্থ কাহাকেও কখন নিমন্ত্রণ করিব না ইহা হইলে অনায়াসে হইতে পারিত। যদি বল তাহা হয় না ধর্ম্মসভায় যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া এমত কর্ম্ম কে করিতে পারেন। উত্তর করিলে কাহার কি করা যায় সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের হাকিমত্ত্ব ভার নাই যে তদ্দ্বারা কেহ কাহার কিছু দণ্ড করিবার ক্ষমতা রাখেন তবে লোক লজ্জাভয় কিন্তু সভায় না আইলে সে ভয়ে কে ভীত হন। পরন্তু ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবেন ইহার সন্দেহ কি "যএব লোকঃ সএব ধর্ম্মঃ" ইত্যবধানে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সকলেই রক্ষা করিতেছেন এপর্য্যন্ত কাহার মাৎসর্য্যাদি দেখি নাই ইহাতেই নিতান্ত সাহসপূর্ব্বক অক্ষোভে সমাজকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া থাকি এবং করিব এমত মানস আছে। মহাশয়েরা আমার এই বক্তৃতামধ্যে যদি কোন দোষ বুঝিয়া থাকেন তদ্দোষ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হইবেক আমি মহাশয়েরদিগের অনুমত্যনুসারে যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছি তাহার ত্রুটি স্বীয় বুদ্ধ্যনুসারে করিব না এই অভিলাষ। যদ্যপি

আমার ভ্রমবশতঃ অথবা অপারগতা জন্য সমাজের কোন কর্ম্মের ত্রুটি হইয়া থাকে তাহাও মহাশয়েরা আমাকে দয়াপূর্ব্বক মার্জ্জনা করেন পরম মঙ্গল না করেন তজ্জন্য যে দণ্ড বিধান করিবেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিব আমি এপর্য্যন্ত এই কর্ম্ম করিতেছি শুদ্ধ কেবল ধর্ম্ম রক্ষা হয় আর ধার্ম্মিকসকলের মান রক্ষা পায় আর বিপক্ষ পক্ষে হাস্য না করিতে পারে মহাশয়েরা এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন অধিক বক্তৃতা বাহুল্য।

সংপ্রতি অনুমতি হইলে অদ্যকার আহ্বান বিষয়ের বিষয় অবগত করাই যদ্যপিও তাবৎ অধ্যক্ষ এপর্য্যন্ত উপস্থিত হন নাই তাহাতেও সমাজের কর্ম্মের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না যেহেতুক সমাজের নিয়মপত্রের ৮ ধারায় লিখিত আছে মাসিক বৈঠকে সভ্যগণের মধ্য পঞ্চ জন সভাস্থ হইলে সভার কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিবেক পঞ্চজনের ন্যূনে সভা হইতে পারিবেক না। অপর ঐ নিয়মপত্রের ১০ ধারায় লেখেন কোন বিষয়ে সভ্যগণের মতের অনৈক্য হইলে বহুবাদির সম্মত বিষয় কর্ত্তব্য হইবেক তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

ইহাতে সভাস্থ কাহারো কোন আপত্তি ব্যক্ত হয় নাই বরঞ্চ সকলেই সন্তুষ্টতাই প্রকাশ করিলে গত বৈঠকের বিবরণাবগত হইয়া সমাজ জিজ্ঞাসা করিলেন যে অদ্যকার বৈঠকে নূতন বিষয় কি উপস্থিত আছে প্রকাশিত হউক তৎপরে প্রথমে নবদ্বীপ নিবাসি শ্রীযুত রামলোচন ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্যের এক লিপি পাঠ হইল তদবিকল এই।

কল্যাণীয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভাসম্পাদক মহাশয়েষু।

নবদ্বীপ সমাজস্থ শ্রীরামলোচন শর্ম্মণঃ শুভাশিষাং রাশয়ঃসন্তু বিশেষঃ। আমি শ্রীকালীনাথ মুন্সীর বাটীতে সামাজিকতা করিয়াছি বলিয়া আমি আপনি অপমানিত হইয়াছি আমি মুন্সীর বাটীতে কিম্বা তাঁহার সম্পর্কীয় ব্যক্তির সামাজিকতা করিতে ক্ষান্ত হইলাম ইহা জ্ঞাপনার্থ লিখিলাম ইহা সকল দলপতি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাত করিবেন ইতি।

এই পত্র শ্রবণে সমাজকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইল যে ভট্টাচার্য্য কোন দলস্থ তাহাতে জানিলেন শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলস্থ ইহাতে সমাজের মত হইল রাজা বাহাদুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দোষ মার্জ্জনা করিয়া স্বীয় দলে নিমন্ত্রণ চলিত করিলে সর্ব্বত্র চলিত হইবেন। রাজা বাহাদুর সভায় উপস্থিত ছিলেন ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনীয় দোষ মার্জ্জনা করিয়া সামাজিকতা-করণে স্বীকার করিলেন।

দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। ঐ বিবাহে তাঁহার বাটীতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত রামতনু রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ রায় এবং মথুর বাবুর কনিষ্ঠ শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আসিয়াছিলেন তাঁহারা সভাস্থ হইয়া কর্ম্ম সমাপনানন্তর যথা কর্ত্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিষয় মিত্রবাবু সমাজের নিয়মাতিক্রম কর্ম্ম করিয়াছেন যেহেতুক সমাজের প্রতিজ্ঞা সতীদ্বেষিরদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি কেহ করিবেন না অতএব এবিষয়ে সমাজের মত কি তাহাতে উত্তর হইল সমাজের নিয়ম অতিরিক্ত কর্ম্ম যিনি করিবেন তাঁহার সহিত

কাহার ব্যবহার থাকিবেক না ইহাতে সন্দেহ কি অতএব মিত্রজ বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ তাঁহাকে পত্র লেখা উচিত যদি তিনি এবিষয় জ্ঞাত থাকেন তবে ধারামত কর্ম্ম করিয়া থাকিবেন বিদিত না হইয়া থাকেন এই পত্রের দ্বারা অবগত হইয়া বিহিত করিবেন এবং পত্রের যে উত্তর প্রদান করেন তাহা তাবৎ দলপতি অধ্যক্ষদিগকে জ্ঞাত করাণ উচিত।

তৃতীয় বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মথুরানাথ বাবুর বাটীতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য দোষী হন। তাঁহার দোষ মার্জনা হইয়াছে কি না ইহা অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্তজ শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহার যে উত্তর প্রাপ্ত হন সেই উভয় পত্র সমাজকে অবগত করাইবার নিমিত্ত তদুভয় পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ সমাজে প্রেরণ করিয়াছেন সে পত্র অবিকল এই।

শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্ত

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। আমার ৺পিতাঠাকুরের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ১১ চৈত্র হইবেক মহাশয়দিগের দলস্থ শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মোং রামকৃষ্ণপুর শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে ৺ দোলযাত্রায় সতীবিবাদি সংসর্গ সভাতে অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন ঐ দোষ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছেন কি না লিখিবেন ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ৯ চৈত্র। শ্রীকালীচরণ দত্ত।

শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্ত।

প্রত্যুত্তর নিবেদনমিদং। মহাশয়ের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সতীবিরোধি সংস্পৃষ্ট সভায় রামকৃষ্ণপুরের শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে দোলযাত্রায় সভাস্থহওয়া সে বিষয় অজ্ঞাতসার হইয়াছিল এক্ষণে তৎস্থানে যাওনে বিরত হইয়াছেন এ বিধায় তাঁহাকে অবিবাদে সংগ্রহ করিয়া লওয়া গিয়াছে কিমধিকমিতি। শ্রীরামমোহন দত্ত।

এই পত্রদ্বয় শ্রবণে প্রথমতঃ সভাপতি কহিলেন দলপতির ক্ষমতা আছে দোষ মার্জনা করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু বাবু রামমোহন দত্তজ যে দলপতি হইয়াছেন ইহা সমাজ জ্ঞাত আছেন কি না তাহাতে সম্পাদকর্তৃক কথিত হইল তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দলস্থ ইহাই বিদিত আছে ইহাতে শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্তজ কহিলেন আমার পিতা দলপতি নহেন শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বিচ্ছেদহওয়াতে শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দল করিয়াছেন আমরা সেই দলস্থ অতএব তর্কসিদ্ধান্তকে তিনিই মার্জনা করিয়াছেন এজন্য পিতা এই উত্তর লিখিয়াছেন যে আমারদিগের দলে চলিত হইয়াছেন এই মাত্র অভিপ্রায়। এমত শ্রবণে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব কহিলেন সমাজের নিয়ম আছে যে দলপতি রহিত করিবেন তিনি মার্জনা করিলে সকল দলে চলিত হইতে পারেন। শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু কহেন যদি কোন দলপতি এক জনের প্রতি

রাগ করিয়া মার্জনা না করেন তবে কি তিনি উদ্ধত হইবেন না। সম্পাদককর্তৃক কথিত হইল যে এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ প্রতিজ্ঞাপত্রের শেষ কএক পংক্তি দেখিলেই হয় তাহাতে লেখেন এমন বিষয় উপস্থিত হইলে সমাজে বিবেচনা হইবেক অতএব বিবেচনা হইতেছে বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহেন ব্রাহ্মণের প্রতি আমার রাগদ্বেষ নাই তাৎপর্য্য এই যে সমাজের নিয়মাতিক্রম কর্ম্ম না হয় ইহাতেই মহাশয়দিগের যেমত মত হয় করুন। শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ চৌধুরী কহিলেন এক্ষণে এ বিষয়ের আর কোন কথা হইতে পারে না বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজকে পত্র লিখিলে তবে এ বিষয় বিবেচ্য হইতে পারে এই কথায় শ্রীযুত মহারাজ দেবীকৃষ্ণ বাহাদুর পৌষ্টিকতা করিলে সভাস্থ সকলেই সম্মত হইলেন।

চতুর্থ। শিবপুরনিবাসি শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র উপস্থিত ছিল উত্থিত করিবামাত্র সভাপতি কহিলেন এ ব্যক্তিকে জানা গেল না অতএব তাঁহার পত্র সমাজে পাঠ করিবার আবশ্যক নাই।—চন্দ্রিকা।

৩ পৌষ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠকে তৎসম্পাদক ধর্ম্মসভার নিয়মবিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়া চন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন তাহাতে আমারদের কিঞ্চিৎ কহিবার আবশ্যক হইল যেহেতুক এইক্ষণে ঐ সকল নিয়মের অনেক ভঙ্গ দেখা যাইতেছে তিনি কহেন "ধর্ম্মসভার তাৎপর্য্য হিন্দুশাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ" উত্তর হিন্দু শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগাদি ব্যাপার এবং শিষ্টাচার সিদ্ধও বটে যেহেতুক পূর্ব্বং হিন্দু রাজারা কহিয়াছেন কিন্তু ধর্ম্মসভাহওনাবধি বড়ং ধনি অধ্যক্ষেরাও তাহার নাম স্মরণ করেন নাই যদি কহেন পুত্তলিকা পূজাই তাঁহারদের ধর্ম্ম তথাপি তদ্দলস্থ অনেক মনুষ্য এইক্ষণে দুর্গোৎসব রাসপ্রভৃতি ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাতেই বা সমাজহইতে তাঁহারদের কি নিন্দা হইয়াছে যদিস্যাৎ বেশ্যালয়ে গমন সুরাপান পরস্ত্রী হরণ মিথ্যা কহন ইত্যাদিই ধর্ম্ম হয় তবে ঐ সভার নিয়ম রহিয়াছে আমরা স্বীকার করি যেহেতুক অনেকেই ধর্ম্মসভার জ্ঞাতসারে তত্তৎকর্ম্ম স্বচ্ছন্দে করিতেছেন। অপর লিখনের অভিপ্রায় এই যে "হিন্দুধর্ম্মদ্বেষিদিগের সহিত ধর্ম্মসভার অন্তঃপাতি লোকের সংসর্গ না হয় ইহাও ধর্ম্মসভার তাৎপর্য্য।" উত্তর ধর্ম্মসভার এ নিয়মের ব্যাঘাত পূর্ব্বেই হইয়াছে কেননা শ্রীযুত বাবু কালীনাথ চৌধুরীকে একঘরিয়া করণার্থে সম্পাদক বহুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি ধর্ম্মসভার অন্তঃপাতি এক প্রধান দলপতির দলভুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছেন এবং ধর্ম্মসভার প্রধান ধর্ম্ম স্ত্রীদাহ যাহার নিমিত্তে ঐ সভার সৃষ্টি হইয়াছে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে ঐ ধর্ম্মের উচ্ছেদ হয় অতএব তাঁহাকে এবং অন্যান্য ইঙ্গরেজদিগকে ঐ ধর্ম্মদ্বেষী কহিতেছেন কিন্তু ঐ সমাজাধিপতির মধ্যে অনেকের বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদি ব্যাপারে অগ্রেই শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ এবং অন্যান্য ইঙ্গরেজকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারদের আহারাদি করাইয়া থাকেন এবং শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি ধর্ম্মসভার এক প্রধান সাহায্যকারী তিনিও স্বেচ্ছাধীন সতীদ্বেষির হস্তে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন এইক্ষণে সম্পাদক মিত্র বাবুকে একঘরিয়া

করেন কি তাঁহার জাতি মারেন তাহাও দেখা যাইবেক ইহা মনেও করিবেন না যে সমাজ হইতে মিত্র বাবুর কোন অনুপকার হইতে পারে যেহেতুক তিনি ভাগ্যবান্ দলাদল করিয়া ধর্ম্মসভা কেবল গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই বিত্তচ্ছেদ করিতে পারেন যেহেতুক তাঁহারা কিঞ্চিৎ প্রত্যাশায় বাবুরদের নিকটে ছায়ার ন্যায় উপাসনা করেন কিন্তু বড় লোকের প্রতি যে ধর্ম্মসভার নিয়ম সে কেবল সম্পাদকের মুখেই রহিয়াছে ফলে কিছুই হয় নাই নহিলে দেখুন ধর্ম্মসভার পরমধর্ম্ম যে স্ত্রীহত্যা তাবৎ ইঙ্গরেজেরা তাহাতে দ্বেষ করেন তথাপি ঐ সমাজাধিপতিরাও তাঁহারদিগের খোসামোদ করিয়া বেড়ান তাঁহারদিগের সাক্ষাতে কেহ এ কথা বলিতে পারেন না যে তোমরা হিন্দুর ধর্ম্মদ্বেষী কেননা যদ্যপি তাঁহারদের রাগ হয় তবে বেতন কাটা যাইবার সম্ভব তবে যে সম্পাদক বারবার বকেন ইহার কারণ তাঁহার অন্তরের বেদনা যেহেতুক তাঁহার হস্তের সুখ উঠিয়া গিয়াছে এখনও স্ত্রীহত্যাকরণের প্রত্যাশায় রাজ্যাধিপতির গোচরার্থে ওলাউঠা রোগে যে স্ত্রীলোক মরিয়াছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় তাহাকেও পতিপ্রাণা সতী বলিয়া লিখিয়াছেন তাহার বিস্তারিত এই যে জিলা হুগলির অন্তর্গত সুখরিয়া গ্রামের শ্রীযুত কাশীগতি মুস্তৌফীর এক প্রজা জগন্মোহন যোগী যে দিনে সে মরে দৈবায়ত্ত তাহার স্ত্রীও ঐ দিবসে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে যদবধি ওলাউঠা রোগের প্রাবল্য হইয়াছে তাহার মধ্যে নানা দেশহইতেই সম্বাদ আসিয়াছে যে এক২ দিবসের মধ্যে এক২ বাড়ীর পাঁচ সাত জন মরিয়াছে কিন্তু ঐ খলরোগে এই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের এককালীন মৃত্যুহওয়া শ্রবণে সম্পাদক কতই রচিয়াছেন যে ইহাতেই প্রধানেরা বোধ করিবেন স্ত্রীহত্যাও সত্য২ পরমধর্ম্ম হায় কি ভ্রম যাঁহারা দূরদেশহইতে আসিয়া ভারতবর্ষ শাসিত করিয়াছেন এমত বুদ্ধিশালি লোকেরাও স্ত্রীহত্যাকে ধর্ম্ম বোধ করিবেন ইহাও বুদ্ধিতে লয় যাহা হউক চন্দ্রিকাকারের সাজান পাগলামি কএক পংক্তি জ্ঞানান্বেষণে মুদ্রিত করিলাম অনুমান করি তাহা পাঠকবর্গের পরিহাসের কারণ হইবেক তাহা এই যে "সন্তানেরা পিতার জীবনের আশাপরিত্যাগে রোদনপূর্ব্বক গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগে খট্টাদি অন্বেষণ করিতে প্রবর্ত্ত হইল ইতিমধ্যে জগন্মোহনের স্ত্রী নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিতে লাগিল হে প্রভু আপনি স্বস্থান প্রস্থান করিবেন আমার কুলাচার ধর্ম্মের কি উপায় অর্থাৎ সহগমন তাহারদিগের বংশে যোগীর মাতা এবং কনিষ্ঠা কন্যা ইত্যাদিক্রমে হইয়া আসিতেছে। তাহাতে উত্তর করিল যে দেশাধিপতির অন্যায় শাসনে আমার কি সাধ্য আছে তাহাতে স্ত্রী কহিল যদ্যপি এমত অন্যায় তবে তোমার ঐ ব্যাধি ঝটিতি আমার হউক যে একসঙ্গে গমন করিতে পারি এমত আজ্ঞা করুন পুরুষ কহিল তথাস্তু বলিবামাত্রেই একবার ভেদ হইয়া নাড়ীত্যাগ হইল ইত্যাদি" অপর লিখনের তাৎপর্য্য গঙ্গাতীরে গিয়া পুরুষ হরিধ্বনি করিয়া মরিবামাত্রেই স্ত্রী হরিধ্বনি করিয়া মরিয়াছে যাহা হউক পাঠকবর্গেরা বিবেচনা করুন যোগিরদের দাহক্রিয়া নাই এবং কোন শাস্ত্রে ইহাও লিখিত নাই যে জীবৎ মনুষ্যকে মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া রাখিবে ইহাতে যোগির সহদাহ হইবার সম্ভবই নাই এবং ঐ শবদ্বয়ের সমাজও এক গর্ত্তে হয় নাই তথাপি যে সম্পাদক ঐরূপ লিখিয়াছেন ইহাতে তাঁহার পাগলামি কি না ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯)

ধর্ম্মসভা।—গত ৯ মাঘ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল ঐ দিবসীয় সভায় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব সভাপতিত্বে নিযুক্ত হওনানন্তর গত বৈঠকের বিবরণ পঠিত হইলে প্রথমতঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব পৃথক দলকরণ বোধক এক লিপি সমাজে প্রেরণ করেন ঐ পত্র সম্পাদককর্তৃক বৈঠকের পূর্ব্বে এক ঘোষণাপত্রদ্বারা নগরস্থ তাবৎ অধ্যক্ষকে বিজ্ঞপ্তি হইয়াছিল তাহার তাৎপর্য্য এই।

শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব গত ১০ পৌষে সমাজকে জ্ঞাত করাইতেছেন যে আমি শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ ছিলাম এইক্ষণে মদীয় আত্মীয় সজ্জন লইয়া সামাজিকতা ব্যবহার করিব ইত্যাদি।

এই পত্র শ্রবণে সমাজকর্তৃক উত্তর হইল যে ইহা পূর্ব্বে অবগত হওয়া গিয়াছে এবিষয় ভালই হইয়াছে এ পত্র সমাজের দপ্তরে রক্ষিত হউক।

দ্বিতীয় সম্পাদককর্তৃক উক্ত হইল যে গত ৪ মাঘের সম্বাদ রত্নাবলি পত্রে ১৭৫৪ শকের ২৫ পৌষের লিখিত কস্যচিৎ ধর্ম্মসভার নিয়মাবলম্বি পক্ষপাত রহিতস্য ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হয় ফলতঃ তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব সতী দ্বেষির সংস্পৃষ্ট দোষে দোষী হইয়াছেন ইহাই ব্যক্ত করে তাহার কারণ দর্শায়।

"পাণিহাটী গ্রাম নিবাসি ৺ বাবু জয়গোপাল রায়চৌধুরীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সীর দলস্থ ও সভাসদ্ শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের সহিত একত্র সভারোহী হইয়াছিলেন ইত্যাদি।

এই সম্বাদপত্রাবগত হইয়া সম্পাদক তৎপত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিককে ঐ ৪ মাঘে এক পত্র লেখেন তাহার তাৎপর্য্য উক্ত পত্র লেখকের নামধাম জ্ঞাত হইবার আবশ্যক আছে যেহেতুক সমাজের বিচার্য্যবিষয় ইত্যাদি তাহাতে মল্লিক বাবু ৬ মাঘে তাহার উত্তর লেখেন।

ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

প্রণামাঃশতকোটি শত সহস্র নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এদাসানুদাসের সুখমোক্ষ লাভ বিশেষ নিবেদন। পরন্তু ৪ মাঘের রত্নাবলি পত্রে (কস্যচিৎ ধর্ম্মসভার নিয়মাবলম্বি পক্ষপাত রহিতস্য) ইত্যঙ্কিত যে পত্র প্রকাশ পাইয়াছে তদুক্ত বিষয় ধর্ম্মসভার বিচার্য্য এপ্রযুক্ত তল্লেখকের নাম চাহিয়াছেন অতএব এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য থাকে তাহা আগামি রবিবারের সমাজে অবশ্য ব্যক্ত করিব ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ৬ মাঘ।

সেবক শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ দাস বসোঃ।

রত্নাবলি পত্রাধ্যক্ষের উত্তরে সম্পাদক কর্তৃক বিবেচ্য হইল যে এবিষয় অবশ্য সমাজে গ্রাহ্য হইয়া বিচার যোগ্য হইতে পারিবেক অতএব উচিত শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবকে ইহা

জ্ঞাত করাণ যায় তিনি একথা স্বীকার করেন কি না ইতিবোধক এক লিপি তাঁহার নিকট গত ৮ মাঘ পাঠান যায় তিনি তদুত্তরে এই লেখেন।

পরমপূজনীয় ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণেষু।—সংখ্যাতীত প্রণতি পুরঃসর নিবেদন মিদং। মহাশয়ের ৮ মাঘীয় পত্রাবগতি-পূর্ব্বক অবিলম্বে উত্তর প্রদান করিতেছি পাণিহাটী গ্রামের শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয় ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ এক জন এবং সমাজের নিয়মপত্রের স্বাক্ষরকারী তিনি নিয়মাতিক্রম কর্ম্ম করেন এমত কদাচ সম্ভবে না অতএব সে স্থানে নিমন্ত্রণে কদাচ সঙ্কুচিত হইয়া গমন করি নাই যাহা হউক যদ্যপিও তথায় সতীদ্বেষি সংসর্গী কোন ব্যক্তি সভায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা আমি জ্ঞাত নহি তথাচ আমি এই কহিতেছি যে।

অবোধাদ্বা ভ্রমাদ্বাপি মোহাদজ্ঞানতোপিবা। ময়া কৃতঃসতীদ্বেষিসংসর্গশ্চেৎ কথঞ্চন। তন্নাশয়ন্তু মে ধর্ম্মসভায়াঃ সাধবঃ ক্ষণাৎ।

যেমত অজ্ঞানাদ্যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবে তাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণংস্যাদিতি শ্রুতিঃ॥

ইত্যলং বিস্তরেণ লিপিরিয়ং ৯ মাঘ ১৭৫৪ শকাব্দাঃ। সেবক শ্রীআশুতোষ দেবস্য।

এতৎপত্র শ্রবণে সভাপতিকর্তৃক কথিত হইল দেব বাবু নির্দোষী হইয়া প্রশংসনীয় হইলেন যেহেতুক সমাজের নিয়ম বিলক্ষণ পালন করিতেছেন ইহাতে শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজও পৌষ্টিকতা করিয়া কহিলেন অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র বটেন তৎপরে শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্তজপ্রভৃতি সভাস্থ সমস্তই তাহাতে সম্মত হইলেন।

অপর ৩ পৌষের বৈঠকের অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজর দোষি সংসর্গকরণবিষয়ে যে পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজকে লেখা গিয়াছিল তিনি তাহার যে উত্তর প্রদান করেন তাহা অবিকল এই।

পূজ্যবর শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু।—

প্রণামানন্তর নিবেদন আপনকার পৌষস্য ষষ্ঠ দিবসীয় পত্রার্থাবগত হইলাম বর্ত্তমান মাসের তৃতীয় দিবসে ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠকে বিশেষ কর্ম্মবশতঃ আমি উক্ত বৈঠকে সভাস্থ হইতে পারি নাই তন্নিমিত্ত বৈঠকে উক্ত বিষয় সমাজের অনুজ্ঞানুসারে লিপিদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ সমাজের নিয়মাতিক্রম করিয়া সতী দ্বেষির সহিত ব্যবহার করিয়াছেন যদ্যপি মিত্রজ বাবুর অপবাদ মাত্রই হয় তথাপি সমাজের নিয়ম রক্ষার্থ এতাদৃশ২ অনুসন্ধান করা তুষ্টিজনক হইল যেহেতুক সভ্যসমাজের সভাধ্যক্ষ মহাশয়রা সকলেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান আছেন। মিত্রজ বাবুর বিষয় যদ্রূপ সমাজে উক্ত হইয়াছে ফলিতার্থ তাহা নহে মিত্রজ বাবুর কন্যার বিবাহমাত্র হইয়াছে। আর যে কথা উক্ত হইয়াছে সে সকলি অলীক যেহেতুকও রাত্রে মাল্যচন্দনাদিও হয় নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি সতীদ্বেষী বিনাহ্বানে বরযাত্রের সমভিব্যাহারে আগত

হইয়াছিলেন দোষী ব্যক্তি বাটীতে আগমন করিলেই দোষী হইতে হয় এমত নহে অতএব আমার মতে এতদ্বিষয়ে মিত্রজ বাবু সংসৃষ্ট দোষে দোষী নহেন। কিমধিকং শ্রীচরণাম্ভোজে বিজ্ঞাপনীয়ং ১৭৫৪ শকাব্দীয় পৌষস্য পঞ্চদশ দিবসীয়েতি। শ্রীউদয়চন্দ্র দত্ত

এই পত্র শ্রবণানন্তর সমাজের উক্তি হইল এবিষয়ে সমাজের বক্তব্য যাহা তাহা শ্রীযুত দত্তবাবুর সাক্ষাতেই ব্যক্তকরা উচিত অতএব আগামি বৈঠকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় পুনরুত্থানের আবশ্যক হইল।... [চন্দ্রিকা]

(২ মার্চ ১৮৩৩ । ২০ ফাল্গুন ১২৩৯)

ধর্ম্মসভা।— ...গত বৈঠকের আর২ কর্ম্ম জ্ঞাপনকরণানন্তর পাণিহাটী নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের এক পত্র পাঠ হইল তাহা অবিকল এই।

ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু।

ত্বদীয় শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মণো নমস্কারা নিবেদনমিদং। আপনকার ২৭ মাঘের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম লিখিয়াছেন শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সীর দলস্থ ও তৎসভাসদ শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার হইয়াছেন ইহা এখানে প্রকাশ হওয়াপর্য্যন্ত তাঁহারদের নিমন্ত্রণ হয় নাই ইহা নিবেদনমিতি ১২৩৯ সাল ৩ ফাল্‌গুন।

এই পত্র সমাজকর্তৃক গ্রাহ্য হইয়া চৌধুরী বাবুকে নিয়ম রক্ষাকারিতাজন্য প্রশংসাসূচক পত্র লিখিতে অনুমতি হইল।

৩। শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজ মহাশয়ের দলস্থ ১৪ জন অধ্যাপক স্বাক্ষরপূর্ব্বক এক পত্র লেখেন তদবিকল এই।

ধর্ম্মসভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। মলঙ্গানিবাসী শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজর পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রণপত্র আমারদিগের লিখিয়মাণ কএক জনকে দিয়াছিলেন দত্তজ বাবু সতীদ্বেষি সংসৃষ্ট দোষে যদ্যপি ধর্ম্মসভায় মার্জনা না পান একারণ তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণে যাওনে এবং প্রতিগ্রহকরণে আমরা কোনক্রমে স্বীকৃত নহি এবং ইহার বিদায় আমরা কেহ গ্রহণ করি নাই ঐ পত্র ১৪ খান আমরা আপনারদিগের দলপতি শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজর নিকট প্রেরণ করিলাম ঐ পত্র গ্রহণ-জন্য যদি কোনমতে আমারদিগের সংসৃষ্ট দোষ হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মসভা মার্জনা করিবেন ধর্ম্ম-সভায় সুগোচরার্থে ইহা নিবেদন করিলাম ইতি ২৯ মাঘ।

শ্রীরামধন শর্ম্মণাম শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্মণাম শ্রীব্রজমোহন শর্ম্মণাম শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীগদাধর দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীতারাচাঁদ শর্ম্মণাম্ শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মণাম শ্রীকবিচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীশ্যামসুন্দর দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নস্য শ্রীবেচারাম দেবশর্ম্মণাম্।

এই পত্রশ্রবণে সমাজ অবগত হইলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরদিগের দলপতি বসুজ বাবুর

সম্মতিতেই পত্র লিখিয়াছেন ইহাতে পত্র সমাজে গ্রাহ্য লইয়া উত্তর হইল যে তাঁহারদিগের দোষলেশও নাই তথাচ যে লিখিয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ করা গেল।

৪। শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৪ মাঘে স্বীয় দলকরণ ও দলস্থদিগের সংস্পৃষ্টদোষ মার্জনাবিষয়ক এক পত্র সমাজের স্বগোচরার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যকার বৈঠকে উত্থাপনের যোগ্য ছিল কিন্তু তিনি গত ৫ ফাল্গুণ এক পত্র লেখেন তাহা অবিকল এই।

পোষ্টৃবর শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু।

নমস্কারা নিবেদনমিদং। ১৪ মাঘ রাত্রে দলবিষয়ক যে লিপি আপনকার নিকট ধর্ম্মসভায় বিজ্ঞাপনার্থ প্রেরণ করিয়াছি তাহার কিয়দংশ পরিবর্ত্তকরণের আবশ্যক হইয়াছে অতএব আপনি উক্ত পর্থ শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন সিংহের স্থানে দিবেন শ্রীশ্রী৺ সভার দিন অতিসংক্ষেপ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইতে চাহে কিমধিকং নিবেদনমিতি তারিখ ৫ ফাল্গুণ ১২৩৯ সাল। শ্রীঅভয়াচরণ শর্ম্মণঃ।

······৭। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য এই পত্র লিখিয়াছেন।

মহামহিম ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েষু।

বিহিত সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। সতীধর্ম্মদ্বেষি শ্রীকালীনাথ মুন্সী ও শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া আমার যে দোষ জনরব হইয়াছে সে সকলি অলীক আমি ঐ ধর্ম্মদ্বেষিরদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি কখন করি নাই এবং করিব না অতএব ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ মহাশয়রা আমার যে জনাপবাদ হইয়াছে তাহাহইতে মুক্ত করুন আমি স্বীয় জনাপবাদজন্য দোষ ক্ষালনার্থ শ্রীশ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলাম নিবেদনমিতি ৩০ মাঘ ১৭৫৪ শক।

শ্রীবৈদ্যনাথ শিরোমণি—

নিবাস হেদুয়ার পাড় চতুষ্পাঠী।

এই পত্র শ্রবণে অনুজ্ঞা হইল তাঁহার দলপতির নিকট গিয়া মার্জনা প্রার্থনা করুন।

৮। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় এই দুই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করা যায় শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

পরমপূজনীয় ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

সংখ্যাতীত প্রণতিপুরঃসর নিবেদনমিদং। শ্রীযুত নবকুমার ন্যায়ালঙ্কার শ্রীযুত সনাতন তর্কবাগীশ ও শ্রীযুত বালকরাম তর্কসিদ্ধান্ত ইহাঁরা ৩ জন আমার দলস্থ নূতন বাজার-নিবাসিনী ৺হরেকৃষ্ণ সেট জীউর স্ত্রী তাঁহার গুরুপত্নীর নামে শ্রীশ্রী৺ রাধারমণজীউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা গত ২৪ মাঘে করিয়াছেন ঐ কর্ম্মে সতীদ্বেষির নিমন্ত্রণ হইবেক না এ কারণ ঐ তিন জন ব্রতী হইয়াছিলেন কর্ম্ম সম্পন্ন পরে সতীদ্বেষী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি বিনাআহ্বানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এ কথা ঐ ব্রতিদিগের প্রমুখাৎ ও লিপিদ্বারা অবগত হইলাম সতীদ্বেষি দোষিদিগের আগমন দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা দক্ষিণা ও বিদায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন এবং লইবেনও না যদিস্যাৎ দোষির দৃষ্টিতে কোন দোষ হইয়া থাকে তজ্জন্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুস্মরণে নির্দ্দোষী

হইয়াছেন ইহা মহাশয় ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠকে সমাজকে জ্ঞাত করিবেন। পরন্তু শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রও এতৎপত্রসম্বলিত পাঠাইতেছি ইহাও সমাজে দর্শাইবেন শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি ২৮ মাঘ ১৭৫৪ শকাব্দাঃ। শ্রীআশুতোষ দেবস্য।

উক্ত ভট্টাচার্য্যত্রয় শ্রীযুত আশুতোষ বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই।

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব দলপতি মহাশয় পরমকল্যাণবরেষু।

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ। নূতন বাজারের ৺ হরেকৃষ্ণ সেটজীউর স্ত্রী তাঁহার গুরুপত্নীর নামে শ্রীশ্রী৺ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ২৪ মাঘ করিয়াছেন তাহার ব্রতী আমরা ৩ জন হইয়াছিলাম পূর্ব্বে আমরা অবগত ছিলাম কোন সতীর দ্বেষির নিমন্ত্রণ হইবেক না কিন্তু ক্রিয়া সম্পন্ন পরে দেখিলাম সতীর দ্বেষী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ইঁহারা দুই জনে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন কর্ম্মকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন বিনাহ্বানেতে উপস্থিত হইয়াছেন যাহা হউক দোষির দৃষ্টিহওয়াতে দক্ষিণা ও বিদায় লই নাই এবং লইব না তথাচ আনুষঙ্গিক যদিস্যাৎ দোষ হইয়া থাকে ঐ দোষ ক্ষয়ের নিমিত্তে শ্রীশ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলাম ইতি ২৮ মাঘ। শ্রীনবকুমার শর্ম্মা শ্রীবালকরাম দেবশর্ম্মা শ্রীসনাতন দেবশর্ম্মা।

এই পত্রদ্বয় শ্রবণে সমাজ কহিলেন ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দোষ স্পর্শে না কিন্তু এতাদৃশ লেখাতে অধিক সাবধানতা প্রকাশ হইল তজ্জন্য প্রশংসিত হইলেন।

এই দিবসীয় সভায় যে সকল বিষয় হইয়াছিল তাহার স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করা গেল।—চন্দ্রিকা।

(১২ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪০)

ধর্ম্মসভা।— ...আমরা নূতন মহারাজের অনুপম শাসন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি ধর্ম্মসভার নিয়মপত্রে লিখিত আছে যে সতীদ্বেষী কোন ব্যক্তির সঙ্গে দলপতি মহাশয়েরা কেহ ব্যবহার করিবেন না ইহা সভাসম্পাদক চন্দ্রিকাপত্রে ব্যক্ত করিয়া থাকেন আর ব্যক্ত করেন শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর সতীদ্বেষী এ বিষয় প্রকাশকের নিগূঢ়াভিপ্রায় কিছুই বুঝা যায় না যেহেতুক উক্ত ঠাকুর বাবুর বাটীতে যে বৃহৎ কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে অনেকেই পত্র গ্রহণ করিয়াছেন বিশেষ ধর্ম্মসভার পণ্ডিতাধ্যক্ষ শ্রীযুত নিমাইচাঁদ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য কোম্পানির পাঠশালায় বসিয়া পত্র গ্রহণ করিয়া কহিলেন আমার এক ভ্রাতা ঠাকুরবাবুর চাকর আমিও ঐ বাটীর পত্র পরিত্যাগের পাত্র নহি অপাত্রেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুক ইহা শুনিয়া শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেব বাহাদুর ক্রোধান্বিত হইয়া ধর্ম্মসভার নিয়মপত্র স্মরণপূর্ব্বক উক্ত ভট্টাচার্য্যকে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পালের বাটীর পত্র দিতে বারণ হুকুম দিলেন ঐ হুকুমানুসারে পালের বাটীর অধ্যক্ষ বালক অন্য কোন হতপর লোককে সহকারি করিয়া প্রায় দুই প্রহরপর্য্যন্ত পত্র না দিয়া রাজচরিত্র বিচিত্র ভাবনা করিয়া উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পত্র দিয়াছেন তাহাতেই মহারাজা সন্তুষ্ট

ইহাতে মহারাজের ধর্ম্মে সমবর্ত্তিতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা বোধ হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মসভাসম্পাদকের উক্ত বিষয় ব্যক্তকরার ব্যর্থতা বোধ হয় কি না বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন ইতি।

কুমারহট্টনিবাসিনঃ কস্যচিন্নিবেদনং।

(৩০ এপ্রিল ১৮৩৬। ১৯ বৈশাখ ১২৪৩)

এই বৎসরে গত দিবসের অপরাহ্নে ধর্ম্মসভার প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতি হইলেন।

অপর সভাসম্পাদক গত বৈঠকের বিবরণ পাঠ করিলে রীতিমত সভার নানা ব্যাপার সম্পাদন হইল।

পরে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের স্থানহইতে যে পত্র প্রাপ্ত হন তাহার চুম্বক পাঠ করিলেন তাহাতে ঐ সাহেব লেখেন যে ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলবর্দ্ধক প্রকৃতোপায় ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যের প্রতিপোষণকরণ।

অনন্তর উক্ত বাবু প্রস্তাব করিলেন যে ধর্ম্মসভাতে জাতীয় বা ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে তদ্বিবরণ চন্দ্রিকাপত্রে আর প্রকাশ না হয় যেহেতুক তাহা প্রকাশকরণেতে লোকের কিছুমাত্র উপকার নাই বরং তাহাতে আমারদের মধ্যেই পরস্পর ঈর্ষাঈর্ষি জন্মে এবং পরিণামে ধর্ম্মসভারো লোপসম্ভাবনা। আরো কহিলেন যে রাজকীয় ব্যাপারবিষয়ক বিবেচনার্থ এই সভাতে সর্ব্বজাতীয় লোকেরা উপস্থিত হওনে কোনপ্রকারে সকলের মতের ঐক্য হইতে পারে না। অতএব আমার পরামর্শ এই যে একটা শাখা সভা অবিলম্বে স্থাপন হয় এবং এইক্ষণকার সভাতে অপ্রয়োজনীয় যে নানা বিষয় উপস্থিত হইতেছে তাহা ঐ সভাতে উপস্থিত না করিয়া সকলের হিতজনক, জমিদারী ও কৃষিকর্ম্মাদির আন্দোলন করা যায়।

সভাপতি এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া কহিলেন যে ঐ শাখা সভা স্থাপনার্থ কোন স্থান নিরূপণ ও ঐ সভার কোন বিশেষ নাম দেওয়া উচিত এবং কলিকাতার মধ্যে ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে যে সকল জমিদার ও তালুকদার ও পত্তনিদার আছেন তাঁহারদিগকে বিশেষ বিজ্ঞাপনপত্রের দ্বারা ঐ সভাতে আগমনার্থ আহ্বান করা যায়। এই প্রস্তাবে প্রায় সকলের সম্মতি হইল কিন্তু সভা-সম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আপত্তি করিয়া কহিলেন যে ঐ সভাতে নানা-জাতীয় লোক একত্র উপবিষ্ট হইলে অনেক অনিষ্টসম্ভাবনা কিন্তু তাঁহার কথায় প্রায় কেহ মনোযোগ করিলেন না অতএব এই স্থির হইল যে উপরিউক্ত নানা বিষয়ের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার্থ এক শাখা সভা স্থাপিত হয়।

অনন্তর প্রদোষে সাড়ে সাত ঘণ্টা সময়ে বৈঠক ভঙ্গ হইল।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান সভা ও ধর্ম্ম

ব্রহ্মসভা এই তিন সভার তিন মত প্রবল দেখিতেছি তাহার মধ্যে খৃষ্টীয়ানেরা আপনারদিগের ধর্ম্ম বৃদ্ধি বিষয়ে যেরূপ সাহসপূর্ব্বক মনোযোগ দিয়াছেন অন্য দুই সভার লোকেরদের তাদৃশ মনোযোগ নাই আমার বোধ হয় যেরূপ বেগে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের দলবৃদ্ধি হইতেছে ইতর সভাদ্বয়ের দল তেমনি হ্রাসতা পাইতেছে সহমরণ বারণের পর বহুতর ভাগ্যধর হিন্দু একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা করেন তাঁহার-দিগের অভিপ্রায় ধর্ম্মবিষয়ে পূর্ব্বাবধি যে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে তাহা স্থির রাখিবেন একারণ দেশে২ চাঁদাও করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাতহইতে সহমরণ বারণের চূড়ান্ত হুকুম আসিয়া অবধি ঐ সভার ক্রমে শ্রী নাশই দেখিতেছি যদিবা সম্পাদক মহাশয় দলাদলির কৌশলে কিঞ্চিৎকাল গৌরব রাখিয়াছিলেন সভার অন্তঃপাতি মহাশয়েরা সেপথেও কণ্টকার্পণ করিতেছেন।

সহদাহ বিষয়ে নিরাশ হইয়া ধর্ম্মসভা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন রামমোহন রায়ের মতস্থ লোকেরদের ছায়া স্পর্শ করিবেন না কিন্তু ঐ সভার প্রধান এক সভ্য শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র যিনি ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিতে২ কপালে শালগ্রাম করিয়াছেন তিনিই শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকের ঘরে কন্যাদান করিলেন এবং সিংহের দল যাহার নাম শ্রবণে ধর্ম্মসভা বিষ্ণু স্মরণ করেন ঐ দলস্থ শ্রীযুত রসিকলাল সেনের ভায়াকে ঐ মিত্র বাবু অন্য কন্যা দিয়াছেন অনন্তর শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ যিনি ধর্ম্মসভার প্রধান স্বামী তিনিও ধর্ম্মসভাকে ত্যাজ্য করিয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু যিনি দলাদলি বিষয়ে ধর্ম্মসভার পোষক ছিলেন এইক্ষণে ঐ সভার প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ তাহা চন্দ্রিকাতেই প্রকাশ হইয়াছে অতএব ক্রমশ ধর্ম্মসভার শেষাবস্থাই ঘটিল এইক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি ধর্ম্মসভার সর্ব্বধন বেথি সাহেবের গর্ভেতেই গিয়াছে না সঞ্চিত কিঞ্চিৎ আছে যদি থাকে তবে সভার চিরস্মরণীয় কোন কীর্ত্তি স্থাপন করুন চতুর্দ্দিগে পাঁচ সাত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া যাহার অধিকার উত্তরকালীন লোকেরা কোন্ চিহ্ন দেখিয়া তাহাকে সরণ করিলেন।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪)

নিখিলগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।— ...এতন্মহানগর কলিকাতার মধ্যে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই সভাদ্বয় আছে তাহার পূর্ব্বোক্ত সভার অধ্যক্ষগণের মধ্যে অনেকেরি এক২ দল আছে তাঁহারা সকলে ঐক্য হইয়া ব্রহ্ম সভার অধ্যক্ষ অথবা তৎসভাস্থ ব্যক্তিরদিগের সহিত আহার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সংপ্রতি শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষের মাতার আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঐ সভাধ্যক্ষ শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দলক্রান্ত গোষ্ঠীপতি মহাশয়েরা ও সিদ্ধান্তশেখর শিরোরতন ফাঁকিচার্য্য বেদান্তবাগীশ ও তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণেরা ও গোষ্ঠীপতি মহাশয়েরা উক্ত ঘোষজার বাটীতে শ্রাদ্ধ দিবসে প্রত্যূষে বিড়ালের ন্যায় শেয়ালী জাঙ্গালী করিয়া আসিয়াছেন এবং শিদাদীও গ্রহণ করিয়াছেন ইহার মধ্যে কোন২ রত্ন মহাশয়েরা প্রথমে অপ্রাপ্ত হইয়া বিসাদে প্রায় নিষ্প্রত্যাশ হইয়াছিলেন পরে বহু যত্নে ফাঁকি তর্ক করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। সে যাহা হউক উক্ত মহাশয়েরা এই প্রথম ঘোষজার বাটীতে অধিষ্ঠান হইয়াছেন এমত নহে প্রায় সকল ক্রিয়াতেই যাইয়া থাকেন। ইহাতে আশ্চর্য্য বিষয় এই

যে রাজা বাহাদুর অথচ ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ নাম ধারণ করেন কিন্তু ইহার কিছুই বিবেচনা করেন না বরঞ্চ ঐ সকল ব্যক্তিরা তাঁহার দল মধ্যে প্রধান রূপে কর্ত্তৃত্ব করিয়াও থাকেন। এইক্ষণে অস্মদাদির বোধে রাজা বাহাদুরের পক্ষে কর্ত্তব্য এই যে তিনি মুখে ধর্ম্মসভাস্থ কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ না করিয়া স্পষ্টরূপে ব্রহ্মসভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভাল হয় তাহা হইলে নগরের তাবৎ গণ্ডগোল নিবারণ হইতে পারে এবং যে ব্যক্তিরা যুগল তরিতে পাদক্ষেপ করিয়াছে তাহারদের নিকটে ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারেন. ইতি। কস্যচিত কলিকাতা নিবাসি জনানাং।

বিবিধ

(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮)

ধর্ম্মকালেজ।—ইদানীন্তন অনেকানেক অবিদিত নিজশাস্ত্র ছাত্রেরা কুতর্ক গর্ব্বি কুসংসর্গিকর্তৃক কি অদ্ভুত নিগূঢ় তত্ত্ব উপদেশে স্বমার্গ রক্ষা না করিয়া কুমার্গগামী হইয়া ধর্ম্মবর্গ ত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম মার্গ প্রবল করিতেছেন ইহা দৃষ্টি করিয়া কোন শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু ধর্ম্মিষ্ঠ মহাশয়েরা ধর্ম্মবর্ম্মস্বরূপ ধর্ম্মকালেজনামক সুবিদ্যা মন্দিরকরণ কারণ বীজ রোপণ করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন এ বিষয় শ্রবণে সাধু সদাশয় জনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া কিপর্য্যন্ত উল্লসিত হইলেন তদ্বর্ণনে অসমর্থ আর আমারদিগের কর্তৃক জ্ঞাত হইল যে উক্ত ধর্ম্মকালেজে এক বিশেষ সুরীতি সংস্থাপিতা হইবেক যথা দিনস্য সপ্তমে ভাগে বালকদিগের অগণ্য সৌভাগ্যোদয় জন্য মনের মালিন্য ও পৈশুন্য ত্যাগহেতু দ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাপুরাণ উপপুরাণাদি উক্ত চারি দণ্ড কাল তাবচ্ছাত্রে শ্রবণ করিবেন তাহাতে তাহাদিগের ঐহিক পারত্রিক অনর্থকারিকা নাস্তিকতা দূর হইয়া পরমার্থ সাধিকা আস্তিকতা দেদীপ্যমানা হইবেক আমরা কায়মনে ধর্ম্মের নিকটে প্রার্থনায় নিযুক্ত হইলাম যে উক্ত ধার্ম্মিক মহাশয়ের মানস ধর্ম্ম অচিরাৎ পরিপূর্ণ করুন।

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

মণিপুরে হিন্দুধর্ম্ম।—...মণিপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর গ্রান্ট...মণিপুর প্রদেশের কতিপয় বিবরণ বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্মের অবস্থাবিষয়ক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। বোধ হয় যে তাহাতে পাঠক মহাশয়েরদের অবশ্য শুশ্রূষা হইতে পারে।...

পঞ্চাশদ্বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল মণিপুর দেশে প্রথম হিন্দু ধর্ম্ম চলিত হইল এবং এইক্ষণে ঐ দেশীয় লোকেরা যেমন ধর্ম্ম নিয়মে রত তদ্রূপ এতদ্দেশের কোন অংশে প্রায় দৃষ্ট হয় না। ১৭৮০ সালে গম্ভীর সিংহের পিতা জয় সিংহের রাজ্যসময়ে জয়পুরের অতি প্রাচীন গোবিন্দ মূর্ত্তির সদৃশ অপর এক মূর্ত্তি মণিপুরে ঘটারূপ পূজানন্তর অতি সমারোহপূর্ব্বক স্থাপিত হইল। অতএব যুক্তি সহ অনুভব হয় যে যাহার পূর্ব্বে মণিপুরদেশীয় লোকেরা হিন্দু ধর্ম্মের নিয়ম তাদৃশ জ্ঞাত

ছিল না। যে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ মণিপুরে আইসেন তাঁহারা এইক্ষণেও আছেন এবং আপনারদের পরিচয় বিষয়ে কহিয়া থাকেন যে আমরা কান্যকুব্জহইতে আসিয়াছি। অনুমান হয় ১৭৭৪ সালে মণিপুরের নিকটস্থ কাছাড় দেশে কোনং ব্যক্তি প্রথম হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হইল কিন্তু কথিত আছে যে ১৭৯১ সালে সর্ব্বসাধারণেরই ধর্ম্মপরিবর্ত্তন হয়। তৎসময়াবধি উপত্যকা ভূমিস্থ কাছাড় দেশীয় লোকেরা নূতন ধর্ম্মানুযায়ী হইল কিন্তু যে পর্ব্বত কাছাড় ও আসামের বিভাজক তৎপর্ব্বতীয় লোকেরা প্রাচীন ধর্ম্মেই স্থিরতর আছে।

যে সময়ে গোবিন্দ দেবের মূর্ত্তি স্থাপন হয় তৎসময়ে রাজা জয়সিংহ এক ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেন তাহাতে লেখেন যে আমি ব্রহ্মদেশীয়েরদের কর্ত্তৃক আক্রমণ ইত্যাদি বিপদ্‌হইতে মুক্তহওনার্থ আপন রাজ্য ৺গোবিন্দ দেবকে সমর্পণ করিলাম। এবং ঐ রাজা প্রায় তৎসমকালেই বৃন্দাবনচন্দ্রনামক অপর এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া এমত দৃঢ়তর নিয়ম করিলেন যে তাঁহার উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে যাঁহার নিকটে এই দুই বিগ্রহ না থাকিবেন তিনি কোনপ্রকারে সিংহাসনাধিকারী হইতে পারিবেন না। এইক্ষণে ঐ নিয়ম রাজা জয় সিংহের সন্তানেরদের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদের কারণ হইয়াছে। যেহেতুক ১৭৯৯ সালে রাজা জয় সিংহের স্বর্গগতহওনঅবধি ১৮২২।২৩ সালে গম্ভীর সিংহের সিংহাসনোপবেশনপর্য্যন্ত তাঁহার পুত্রেরা এই বিবেচনায় পরস্পর যুদ্ধ করিতেছেন যে ঐ বিগ্রহ অধিকার করিতে পারিলে আমারদের রাজ্যের প্রভুত্বের দাওয়া সম্ভবে।

ব্রহ্মদেশীয়েরদের কর্ত্তৃক বারম্বার ঘোরতররূপ আক্রান্ত হইলেও ১৮০০ সালঅবধি মণিপুর দেশে হিন্দুধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে। মণিপুরস্থ ব্রাহ্মণেরা অতিপরাক্রান্ত দল হইয়াছেন এবং তাঁহারদের এই নিয়ত চেষ্টা আছে যে প্রজারদের উপরে আপনারদের ধর্ম্মবিষয়ে পরাক্রম দৃঢ় করেন এবং নানা ছলে রাজাকে বশীভূত করিতে সচেষ্ট আছেন। রাজা গম্ভীর সিংহের আমলে তাঁহারদের পরাক্রমের সীমা ছিল না। ঐ রাজা সংপ্রতিকার ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধেতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের স্থানে যত টাকা পাইয়াছিলেন সে সমুদায়ই ঐ বেটারদের হাতে দিয়া বৃন্দাবনের মন্দির গ্রন্থনেতে ব্যয় করিলেন। যাহারা মণিপুরের রাজাকে সন্তুষ্ট রাখিতে ইচ্ছুক হইত তাহারা ঐ ব্রাহ্মণেরদিগকে বিলক্ষণ রূপ সেবা করিত এবং হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন ব্যতিরেকে ধন ও মানের আর কোন পথ ছিল না।

(২৭ আগষ্ট ১৮৩৬। ১৩ ভাদ্র ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—...অতিশয় খেদপূর্ব্বক মহাশয়ের নিকট লিখিতেছি যে ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নে যে ধর্ম্ম উৎপত্তি হয় তাহা এইক্ষণে হ্রাস হইতেছে যদ্যপি কোন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ জপ তপ করিয়া কালক্ষেপণ করেন এবং গঙ্গাস্নান করিয়াও ফোটাস্বরূপ গঙ্গামৃত্তিকা ধারণ করিয়াও জাবনিক সভাতে সভাস্থ না হইয়া যদ্যপি আপনার শরীর শুদ্ধ রাখেন এবং নীচে লিখিত শ্রীহরির বচনানুসারে মাংসাদি ভক্ষণ না করেন মাংসাশী নচ মাংস্পৃশেৎ মৎস্যাশী নচ

মাংস্মরেৎ। শ্রীহরি কহিতেছেন যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করিবে সে ব্যক্তি আমাকে স্পর্শ করিবে না এবং যে ব্যক্তি মৎস্য ভক্ষণ করিবে সে ব্যক্তি আমার নাম লইতে পারিবে না তবে নব্য সভ্য ভব্য বন্ধুগণ তাঁহাকে অভব্য ভণ্ড তপস্বির ন্যায় গণ্য করিবেন কিন্তু কেবল প্রাচীন বন্ধুসকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিবেন যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের পূজা না করেন ও গঙ্গামৃত্তিকার উর্দ্ধপুণ্ড্র না করেন ও গঙ্গাস্নান না করেন ও উপরি লিখিত বচন উল্লঙ্ঘন করিয়া মাংসাদি ভক্ষণ করেন এবং যদ্যপি কেবল সুদৃশ্যতা নিমিত্ত রক্ত চন্দনের টিপ করেন ও কঙ্কতিকা দ্বারা কেশের বেশ করেন তবে তিনি নব্য গুণসিন্ধু বন্ধুদিগের কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইবেন কিন্তু প্রাচীন বন্ধুগণ-কর্ত্তৃক ঘৃণিত হইবেন। সম্পাদক মহাশয় অস্মদাদির নব্য ভব্য বন্ধুগণের সংখ্যা প্রাচীন বন্ধুগণের সংখ্যাপেক্ষা অতিরিক্ত হওয়াতে অধার্ম্মিক অধিকাংশ ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রশংসিত হন এবং অল্পাংশ ধার্ম্মিককর্ত্তৃক ঘৃণিত হন। হে মহাশয় কোন ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিবার সময়ে তাঁহার মনোবিবেক তাঁহাকে কুকর্ম্ম করিতেই লওয়ায় এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তিও যদি তাঁহার কুকর্ম্মকরণের জন্য নিন্দাকরণাপেক্ষা তাঁহাকে প্রশংসা করেন তবে তাঁহার মন আরো অন্য কুকর্ম্ম করিতে উচ্চাটন হয় কারণ এক কুকর্ম্ম। অপর কুকর্ম্মকে আকর্ষণ করিবার রজ্জু অতএব ইহা আমার বোধ হয় যে কএক বৎসর পরে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের যখন লোকান্তর হইবে তখন যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন সে ব্রাহ্মণকে সকলে ঘৃণা করিবে।··কস্যচিৎ ধর্ম্মোদ্দেশি শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য।

(২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—···কলিকাতাস্থ কতিপয় ভাগ্যধর গুণাকর মহাশয়েরা হিন্দুধর্ম্মের দাস সজ্জনগণের ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনাশ করণাভিপ্রায়ে একত্র হইয়া আবার এক সভা স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন। ইহা মহাশয়ের গত শনিবাসরীয় দর্পণ দ্বারা জ্ঞানান্বেষণের জল্পনায় অনুভূত হইলাম। এই সভা বিশিষ্ট শিষ্টগণের পরিজনের বিদ্যা শিক্ষার উপায় কালে যত্নপৃষ্টে অহিত অসম্ভাবনা ও বিচক্ষণ জনগণকর্ত্তৃক আপত্তিরও উৎপত্তি হইবেক না কেবল তাহারই চেষ্টা করিবেন না বরং অবয়স্থা বিধবাদির পুনরুদ্বাহ যদ্দ্বারা হিন্দুদিগের বিশিষ্ট অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তজ্জন্যেও যত্নবতী হইবেন। হউন না কেন তাহাতেই যে কৃতকার্য্যা হইবেন দর্পণ সম্পাদক মহাশয় এমত অপেক্ষা না করেন। কেন না তৎপতির কি এমত শক্তি হইবে যে ব্রহ্ম সভার অতিপ্রবল পতির ন্যায় আনায়াসে সুসাহসে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ গিয়া সতীরীতি নিবারণের ন্যায় বিধির অবিধি করিবে তথাপিও যদি জ্ঞানান্বেষণের লেখনী ও ব্রহ্ম সভা ভগিনী হিতকারিণীর আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া সভা এই বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া পতিদিগের মনঃ সন্তর্পণ করিতে না পারেন তবে কি সত্যং প্রতিবাসিনী ধর্ম্ম সভার উপহাসে কলঙ্কিনী হইবেন না। কস্যচিদ্ধর্ম্মদাসস্য।

বিবিধ

রাস্তাঘাট

(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

কলিকাতার নর্দ্দমা।—অবগত হওয়া গেল যে ইঞ্জিনিয়রসম্পর্কীয় শ্রীযুত কাপ্তান রিগিবি সাহেব এবং যাঁহারা ভিত্তিভেদ সুড়ঙ্গ করেন এমত যে ছয় জন ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে ভারতবর্ষে পঁহুছিয়াছেন তাঁহারদিগকে কলিকাতার কোন২ স্থানে নর্দমাকরণকার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থ গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। শহরের যে অংশ উত্তমকরণার্থ কোন উদ্যোগ করা যায় নাই অথবা যে অংশেতে বিশেষ মনোযোগকরণের আবশ্যক তাহা মাচুয়া বাজারের রাস্তার সন্নিহিত স্থান অতএব তাহার তত্ত্ব করিতেছেন।

(৪ জুন ১৮৩১ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

গঙ্গাসাগরে তেলিগ্রাপ।—শ্রুত হওয়া গেল যে গঙ্গাসাগরপর্য্যন্ত যে তেলিগ্রাপের শ্রেণী তাহা প্রায় প্রস্তুত এবং মাসৈক দ্বয়ের মধ্যে তদ্দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। ঐ তেলিগ্রাপসমূহ সরকারী ব্যয়েতে গ্রথিত হইয়াছে কিন্তু তাহার মাসিক খরচা কলিকাতার সওদাগর মহাশয়েরদের উপর পড়িবে। এতদ্রূপ তেলিগ্রাপস্থাপনেতে যে উপকার তাহা প্রায় সকলেই উপলব্ধ। এইক্ষণে খাজুরী ও গঙ্গাসাগরে জাহাজ পঁহুছনের সম্বাদ কলিকাতায় চব্বিশ ঘণ্টার ন্যূনে আগত হয় না কিন্তু তেলিগ্রাপের দ্বারা তৎস্থানে জাহাজ পঁহুছনের সম্বাদ কলিকাতায় অল্প মিনিটের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এবং যে জাহাজ উজানে কি ভাটিয়ালে যাইতেছে তাহার যদি কোন বিভ্রাট জন্মে তবে অত্যল্প মিনিটের মধ্যে তৎসম্বাদ দিতে পারা যাইবে এবং তাহার উপকারার্থে উদ্যোগ অতিশীঘ্র চেষ্টা পাইতে পারা যাইবে তাহাতে অনেক সময়ের লাভ।

(২৭ নভেম্বর ১৮৩০ । ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

হুগলি জিলার উন্নতি।—গত কএক বৎসরেতে অতি প্রশস্ত পাকা রাস্তা এবং লৌহ ও ইষ্টকনির্ম্মিত অতি দৃঢ় সাঁকো প্রস্তুতকরণেতে এবং অতিবৃহৎ২ পুষ্করিণী খননকরণেতে জিলার একেবারে রূপান্তর হইয়াছে এই সকল ব্যাপার কেবল বর্ত্তমান জজসাহেবের উদ্যোগেতে

সম্পন্ন হয় তিনি লোকেরদের সঙ্গে বাধ্যবাধকতাতে জিলার ধনাঢ্য ব্যক্তিরদের স্থানে চাঁদা করিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনক এই কর্ম্মনির্ব্বাহ করেন। অপর সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী ও মগরাতে দুইটা লৌহনির্ম্মিত এবং ইষ্টকনির্ম্মিত সাঁকো প্রস্তুত হয় তাহাতে ব্যয় পঞ্চশত সহস্র মুদ্রা। হুগলির তিন ক্রোশ উত্তরে নবশরাইয়ের থালেতে এইক্ষণে একটা নূতন সেতু প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে অনুমান বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইবেক কথিত আছে যে ইহা সম্পন্ন হইলে অপর দুই সেতু এক ঘোড়াশালায় আর এক দ্বারপাড়াতে প্রস্তুতকরণের কল্প আছে।

(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪)

নূতন রাস্তা।—কৃষ্ণনগরহইতে গঙ্গাঅবধি যে নূতন রাস্তা হইতেছিল তাহা প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে ঐ রাস্তা দীর্ঘে ছয় ক্রোশ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়েই নির্ব্বাহ হইল।

(১৬ অক্টোবর ১৮৩০। ১ কার্ত্তিক ১২৩৭)

পাকাসেতু।—পরম্পরা শুনা যাইতেছে যে শ্রীশ্রীযুত বর্দ্ধমানস্থ মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর বর্দ্ধমানাবধি অম্বিকাপর্য্যন্ত ইষ্টক ও তৎখণ্ড দ্বারা সেতু নির্ম্মাণার্থে বহু লোক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান ও অম্বিকা ইহার মধ্য চারি২ ক্রোশানন্তর রাজবাটী ও হস্তিশালা ও ঘোটকশালা ও দুই২ শিবালয় এক২ পুষ্করিণী প্রস্তুত হইতেছে অনুমান যে এবিষয় ত্বরাতেই প্রস্তুত হইবেক যেহেতু তৎকর্ম্মে বহুলোক নিযুক্ত হইয়াছে এবং ঐ বাটীপ্রভৃতি যেরূপ মসলা দিয়া প্রস্তুত করাইতেছেন তাহাতে বর্ষাপ্রযুক্ত বিলম্বহওনেরও সম্ভাবনা নাই অপর শুনা গিয়াছে যে দুই অশ্ব ও এক শকট সাতহাজার টাকায় ক্রীত হইয়া কলিকাতাহইতে তথায় নীত হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন পঞ্চবিংশতি বহু মূল্যের একাকৃতি অশ্বও ক্রয় করা গিয়াছে এ সকল বিষয় দৃষ্টে কেহ২ অনুমান করেন যে ঐ মহারাজ প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিবার মানসে এতাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সে যাহা হউক এক্ষণে এই মহোপকার দৃষ্ট হইতেছে যে যাহারা পদব্রজে কিম্বা যানবাহনে বর্দ্ধমানহইতে অম্বিকা বা অম্বিকাহইতে বর্দ্ধমান গমন করিতেন তাঁহারা তৎপথ ক্লেশে অত্যন্ত ক্লেশিত হইতেন ইদানীং তাহা দূরগতহওয়াতে অনেকেই সুখী হইলেন ইতি। সং কৌং

(৯ জুলাই ১৮৩৬। ২৭ আষাঢ় ১২৪৩)

রামেশ্বর সেতুবন্ধ।—সকলই অবগত আছেন যে অযোধ্যাধামের রাজা শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধার্থ গমনসময়ে মহাদ্বীপ ও লঙ্কার মধ্যে যে সমুদ্রীয় পথ ছিল তাহাতে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরদের মধ্যে ঐ সেতুর নাম আডাম্‌স ব্রিজ এতদ্দেশীয়েরদের ব্যবহারে তাহার নাম রামেশ্বর সেতুবন্ধ। সেই সমুদ্রীয় পথ এতদ্রূপে

অবরুদ্ধ হওয়াতে যে জাহাজ অল্প জল ভাঙ্গে কেবল তাহাই ঐ পথদিয়া যাইতে পারে। বৃহৎ জাহাজ হইলে লঙ্কা ঘুরিয়া যাইতে হয়। অতএব বৃহৎ জাহাজ যাইতে পারে এ নিমিত্ত ঐ পথ মুক্তকরণার্থ বারম্বার মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ ব্যক্তিরা কোর্ট অফ ডৈরেক্তস সাহেবেরদের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন। এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্তস সাহেবেরা ঐস্থানীয় পর্ব্বত বারুদের দ্বারা উড়িয়া দেওনার্থ ৫০০০ টাকা অর্পণ করিয়াছেন তাহাতে ঐ স্থানে পরিশেষে দশহাত জলমাত্র থাকিবে।

(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭)

ভাগীরথী নদী এইক্ষণে মহানাঅবধি বরম্পুরপর্য্যন্ত একেবারে বন্দ কিন্তু বরম্পুর অবধি নবদ্বীপপর্য্যন্ত স্থানবিশেষে ন্যূন সংখ্যায় এক হাত জল আছে। জলঙ্গীতে যে নৌকা আড়াই হাত জল ভাঙ্গে সেই নৌকা এইক্ষণে গমন করিতে পারে যেহেতুক যেস্থানে অতি অল্প জল সেই স্থানে তত্তুল্য জল আছে। মাথাভাঙ্গায় পৌনে দুই হাত জল ভাঙ্গে যে নৌকা সে নৌকা এইক্ষণে চলিতে পারে।

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

দামোদর নদ।—দামোদর নদের জল বৃদ্ধিপ্রযুক্ত যে ক্ষতি নিয়ত হয় তন্নিবারণার্থ এক খাল কাটনের বিষয়ে সংপ্রতি অনেক আন্দোলন হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব আমরা রিফার্ম্মর পত্রহইতে গ্রহণ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

দামোদর নদ রামগড় ও বর্দ্ধমান দিয়া পূর্ব্বদিগ্‌বাহী হইয়া চেচাই ও সিধাপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্ট অতিদৃঢ়রূপে এক পুলবন্দি করিয়াছেন তৎপরে দক্ষিণ দিগে বহিয়া সেলামাবাদে দুই স্রোতে বিভক্ত হয়। প্রধান ভাগ শ্রীকৃষ্ণপুর ও রাজবলহাট দিয়া ১৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত বহিয়া ফলতার কিঞ্চিৎ ভাটিয়ানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলে। ঐ নদের উভয় দিগেই অতিশক্তরূপে পুলবন্দি আছে। অপর স্রোতের নাম কানা নদী দক্ষিণ দিগ বাহিনী হইয়া বন্দিপুরপর্য্যন্ত চলে। তৎপরগতা নদীর অনেক বাঁক আছে কিন্তু ঠিক দক্ষিণে গোপালনগরপর্য্যন্ত যায় তৎপরে কিঞ্চিৎ উত্তরাংশ বহিয়া চন্দননগর ও হুগলির কিঞ্চিৎ পশ্চিমে নয়াসরায়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলে। এই খালের মোহানা সেলামাবাদের নিকটে বালিতে এমত পুরিয়া গিয়াছে যে প্রধান নদে যদি অধিকতর জল বৃদ্ধি না হয় তবে ঐ বালির উপর দিয়া জল চলিতে পারে না জল বৃদ্ধি হইলেও অত্যল্প চলিবে এইনিমিত্ত তাহার নাম কানা নদী। এতদ্রূপে দামোদরের জল বৃদ্ধি হইলে তাহার বেগ যাহাতে কোন বাধা নাই এমত দুই খোলাসা মুখে না বহিয়া এক প্রণালীতে পুলবন্দিতে প্রতিবন্ধকতা অপর প্রণালীতে বালিতে প্রতিবন্ধকতা সুতরাং তৎপ্রযুক্ত বন্যা হয় এবং বর্ষাকালে ঐ বন্যা অতিপ্রবল ভয়ানক দৃষ্ট হয় জলের

কল্লোল কোলাহল অনেক ক্রোশপর্য্যন্ত শুনা যায় ঐ জল হয় সলালপুরের নিকটস্থ পুলবন্দির উপর দিয়া আইসে নতুবা পুল ভাঙ্গিয়াই বাহির হয়। কখন২ উভয়প্রকার দুর্ঘটনাই ঘটে। পুলের যে দিগে ভাঙ্গে সেই দিগেই মহানিষ্ট জন্মে পুলের উপর দিয়া জল গেলে চৌমুহা বাহিরগড়া আড়সা এবং বেলিয়ার কিয়দংশ ও পাঁড়ুয়া পরগনা ভাসিয়া যায় পুল ভাঙ্গিয়া চলিলে মণ্ডলঘাট ভুরস্থট বেলিয়া বোরো ও বাহির পরগনার তদ্রূপ দুরবস্থা হয়। আমি স্থূলেই কহিতে পারি যে প্রত্যেকবারের বন্যাতে ফসল ও বলদ গৃহ বাটিইত্যাদিতে দেড় লক্ষ টাকার ন্যূন নহে সম্পত্তি ক্ষতি। এইক্ষণে এই বন্যা বারণার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। প্রথম এই যে সলালপুর-হইতে বক্রভাবে এক খাল কাটিয়া হরিণগ্রামে কানা নদীর সঙ্গে দামোদরকে মিলান যায় ঐ খাল দুই ক্রোশ যাইতে পারে ইহা হইলে বালি পড়িয়া যে চড়া হয় তাহা হইতে পারে না। ঐ স্থানহইতে দুই তিনবার বালি উঠাইবার উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু তাহা উঠাইলেও পুনর্ব্বার পড়ে পরে বন্দিপুর অবধি নদীর অনেক বাঁক আছে অতএব বন্দিপুরহইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে বালির খালপর্য্যন্ত এক খাল কাটনের প্রস্তাব হইয়াছে। বন্দিপুরহইতে বালির খাল ৮ ক্রোশ অন্তর। প্রথম পাণ্ডুলেখ্য এই। দ্বিতীয় পাণ্ডুলেখ্যতে এইমাত্র বৈলক্ষণ্য আছে যে বন্দিপুরহইতে বালির খালপর্য্যন্ত খাল না কাটাইয়া গোপালনগরহইতে বৈদ্যবাটীপর্য্যন্ত এক খাল কাটা যায় এইস্থান সাড়ে চারি ক্রোশ অন্তরিত মাত্র ইহাতে কিঞ্চিৎ কম খরচ পড়ে বটে কিন্তু তাহা হইলে গোপালনগরের উজানের নদীর যে কৌটিল্য ভাব আছে তাহা থাকে তাহার প্রতিকার প্রথমোক্ত পাণ্ডুলেখ্যেতে হইতে পারে।

তৃতীয় পাণ্ডুলেখ্য এই যে একেবারে কানানদী স্পর্শ না করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগে সলালপুরহইতে বিজলি জলার নিকট গুয়ানদীপর্য্যন্ত এক খাল কাটা যায় এই খাল সাড়ে তিন ক্রোশপর্য্যন্ত কাটিতে হয়। ঐ ক্ষুদ্র গুয়া নদী ঐ জলাঅবধি আরম্ভ হইয়া গোপালনগরের নীচে কানা নদীর সঙ্গে মিলে তথাহইতে হয় বৈদ্যবাটী নতুবা বালির খালপর্য্যন্ত উচিতমতে মিলাইতে হয়। এই শেষ পাণ্ডুলেখ্যে এই উপকার দর্শে যে পূর্ব্বোক্ত দুই পাণ্ডুলেখ্যাপেক্ষা ইহাতে পথ সোজা ও খর্ব্ব হয় কিন্তু খরচ অধিক পড়ে।

(২২ মে ১৮৩০। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

শুনা গেল যে ইংগ্লণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাষ্পের জাহাজের দ্বারা গমনাগমনের সুগমকরণে যে শ্রীযুত টেলর সাহেব এমত ব্যগ্র আছেন তিনি আপন কর্ম্মসিদ্ধ্যর্থে স্থলপথে ইংগ্লণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছেন।

(২১ অক্টোবর ১৮৩৭ । ৬ কার্ত্তিক ১২৪৪)

…এইক্ষণে এ স্থানেতে পূর্ব্বাপেক্ষা রোগের হ্রাস হইয়াছে তাহা যে২ লোক অনেক দিবস পর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রবাস করিতেছেন তাঁহারা উত্তম জানেন এইরূপ পীড়া হ্রাস হইবার তিন কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে লাটরি কমিটি নগরের স্থান শোধন করিয়াছে দ্বিতীয় কারণ এই যে বৈদ্যক শাস্ত্রের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তৃতীয় কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা সকলে পরিমিত আহার ব্যবহার করিয়া থাকে এতদ্দেশে উষ্ণ বায়ুতে অনেক ব্যামোহ জন্মে বটে কিন্তু তথাপি তাহার বৃদ্ধির কারণ নষ্ট করিতে পারিলে তাহা করিয়া ব্যাধির আক্রোশ সহিবার কোন আবশ্যক নাই এবং স্বেচ্ছাধীন কর্ম্মেতেও তাহা বৃদ্ধি করিলে মূঢ়তা প্রকাশ হয় অতএব রোগবিষয়ক বর্ণনা কেবল নগরের অবস্থা ও লোকের নীতিবিষয়ের আলোচনা যদ্যপি আমরা সকল বিষয়ের উত্তম ব্যবহার করি তবে স্থান শোধন ও বুদ্ধির বৃদ্ধি সমতাতে চলিবে নূতন২ রাস্তা নির্ম্মাণ কিম্বা বন জঙ্গল ছেদ কিম্বা পুষ্করিণী বদ্ধ কিম্বা জল নির্গত হইবার পথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি কর্ম্ম করাই কেবল শ্রেয় নহে কিন্তু হিন্দুদিগকে এমত কর্ম্মের আদর করিতেও শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক তাহা হইলে তাহারা আমারদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেক। বিদ্যার বৃদ্ধি হইলেই ইহা হইতে পারিবেক বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেই লোকে ইউরোপীয় শাস্ত্রের গুণ বুঝিয়া তাহা দিবসিক কর্ম্মে ব্যবহার করিতে পারিবেক হিন্দুরদিগকে পাণ্ডিত্যাতে বিখ্যাতকরণ আমারদিগের মানস নহে কিন্তু তাঁহারদের বুদ্ধিদ্বারা কোন উপকারক কর্ম্ম মিথ্যা সমারোহব্যতীত করিতে চাহি তাঁহারদিগকে তর্ক বিদ্যা শিক্ষাইতে আমারদিগের ইচ্ছা নাই কিন্তু সামান্য বিষয়ে তাঁহারদিগের বুদ্ধি করিয়া আপনারদিগের হিতাহিতজ্ঞ করিতে চাহি যেন তাঁহারা স্বদেশের কুশলবিষয়ক সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে কিন্তু আপনারদিগের কার্য্য দর্শন করাইয়া এই উপদেশ দিতে হইবেক হিন্দু লোকেরা শিক্ষাতে অনুরক্ত বটেন কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের ন্যায় তাঁহারদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন শক্তি কিম্বা সাহস নাই অতএব এ সকল আমারদিগকে করিতে হইবেক পরে তাঁহারা কেবল আমারদিগের কর্ম্ম দেখিয়া সেইরূপ ব্যবহার করিবে।

আর যে২ কর্ম্ম শোধন সকলেই স্বীকার করেন যে কর্ত্তব্য কিন্তু অনেক দিন গত হইলেও নির্ব্বাহ করেন সে কর্ম্মসকল সম্পন্ন করা আমারদিগের আবশ্যক তদ্বিষয়ে বৃথা বাক্য উল্লেখ করিলে কিছু হইবেক না উপকথাতে যে বিদেশির বার্ত্তা আছে অর্থাৎ সে নদীর তীরে জল শুষ্ক হইলে পদব্রজে পার হইবেক এমত আশাতে দণ্ডায়মান ছিল আমরাও ঐ বিদেশির তুল্য কেননা আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও মনোযোগ করিয়া অনেক কর্ম্ম আরম্ভ করি কিন্তু শীঘ্র আমারদিগের মনোযোগের পতন হয়।…জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ । ৩ আশ্বিন ১২৩৭)

বহুবিধ সভা স্থাপনবিষয়ক।—…ধর্ম্মসভা স্থাপন বঙ্গবাগ্‌বিচার সভা বঙ্গহিত সভা জ্ঞান-

সন্দীপননাম্নী সভা ইত্যাদি কএক সমাজ স্থাপন হইয়াছে ইহা কালে প্রবল হইতে পারে ইহাতে দেশের মঙ্গল হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে স্থাপন করিয়াছেন…।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০ । ৪ পৌষ ১২৩৭)

কলিকাতায় ভোজ।—গত ১০ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় উপস্থিত ফ্রান্সীয় সাহেবেরা ফ্রান্সদেশে সংপ্রতি যে রাজপরিববর্ত্তন হইয়াছে তাঁহার সম্ভ্রমার্থে স্বীয়২ মিত্রেরদিগকে টৌন হালেতে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইলেন। ঐ রাজপরিবর্ত্তনের বিবরণ ইহার পূর্ব্বে আমরা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছি ঐ ভোজনসময়ে তুই শত সাহেব একত্র হইয়া সেই মহাকীর্ত্তিতে যেরূপ উত্তেজনা জন্মে সেই উত্তেজনাতে পরিপূর্ণ হইয়া ভোজন করিতে বসিলেন।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২৩ ভাদ্র ১২৪০)

ভূমিকম্প।—…কলিকাতাঞ্চলে যেমন ভূমিকম্প হইয়াছিল উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে তদপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। লক্ষ্ণৌহইতে আগত পত্রে লেখে যে ২৬ আগস্ত তারিখের রজনীযোগে লক্ষ্ণৌতে চারিবার ভূমিকম্প হয় প্রথমবার সূর্য্য অস্ত হওন সময়ে অপর তিনবার রাত্রি তুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হয়। তুইবারের কম্পন বাষ্পীয় জাহাজের আন্দোলনের তুল্য। ঐ আন্দোলনেতে গৃহের কড়িকাঠের মড়২ শব্দ এবং লাণ্টনের ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইতে লাগিল ঘরের কার্ণিসের কিয়দ্ভাগ পড়িয়া গেল। ঐ কম্পেতে বৃক্ষস্থ পক্ষি সংঘ কিচ্‌মিচ্ করিয়া ডাকিতে লাগিল এবং নগরের চতুর্দ্দিগহইতে জনতার আল্লা আকবর৩ অর্থাৎ ঈশ্বর মহান্৩ এতাবন্মাত্র শব্দ হইতে লাগিল।…

…১৮৩৩ সালের ২৭ আগস্ত তারিখের পাটনাহইতে আগত পত্রের চুম্বক এই। গত রাত্রের এগার ঘণ্টাসময়ে এই স্থানে এমত অতিভয়ানক ভূমিকম্প হয় যে তদ্রূপ কখন আমি দৃষ্ট ও শ্রুত নহি। চারিবার ভূমিকম্প হইল এবং ঐ কম্প এতাদৃশ প্রবল যে তাবৎ পাটনা শহর মহাতরঙ্গে দোলায়মান নৌকার ন্যায় বোধ হইল অনেক ঘর দ্বার পড়িয়া গেল এবং অন্যান্য নানা প্রকার ক্ষতি হইল। রাজা খাঁ বাহাদুরের অশ্বশালা পতিত হওয়াতে সাত অশ্ব মারা পড়িল।

শ্রীযুত কাপ্তান এলিয়াট সাহেবের বহির্দ্বার পড়িয়া সমভূমি প্রায় হইল। শ্রীযুত ডেকাষ্টা সাহেবের ঘর নানা স্থানে ফাটিয়া গেল এবং ঐ ঘরের কএকটা দেওয়ালগিরিও পড়িয়া যায় ইহাতে নগরস্থ লোকেরা এমত ভীত হইল যে সপরিবার বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া তাবৎ রাত্রিক্ষেপণ করিল।

১৮৩৩ সালের ২৭ আগস্ত তারিখের ছাপরাহইতে আগত পত্রে লেখে যে গত রাত্রের এগার ঘণ্টাঅবধি অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে সাতবার ভূমিকম্প হইয়াছে এবং উদয়াবধি আট ঘণ্টাপর্য্যন্ত আরো চারিবার হইল। তাহাতে আমি ভীত হইয়া বাহিরে ধাবমান

হইলাম প্রথমবারাবধিই শঙ্কাতে আর আমি শয়ন করিতে পারিলাম না। একবারের কম্পন চারি মিনিটব্যাপিয়া থাকিল।

দিনাজপুর জিল্লাহইতে আগত পত্রে লেখে যে সংপ্রতি এই স্থানে অনেকবার ভূমিকম্প হইয়াছে কিন্তু গত ২৬ তারিখের যে প্রকার ভূমিকম্প এমত আমার জ্ঞানগোচরে হয় নাই। ঘরের তাবৎ পাখা ও দেওয়ালগিরি ও কুঠরীস্থ তাবদ্দ্রব্যাদি এককালে কম্পান্বিত হইল কিন্তু গত মাসের ভূমিকম্পে যাদৃশ শব্দ হইয়াছিল তাদৃশ শব্দ এইবারের কম্পনে হয় নাই এবং তাহার কিঞ্চিৎকাল পরেই আরো একবার তদপেক্ষা অধিক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া তিন মিনিটপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকিল।

মুঙ্গেরহইতে আগত ২৭ আগস্ত তারিখের পত্রে লেখে যে ঐ স্থানে অত্যন্ত দুর্ঘটনা হইয়াছে বিশেষতঃ ২৬ তারিখের অপরাহ্নের পাচ ঘণ্টাঅবধি ২৭ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে আট ঘণ্টাপর্য্যন্ত ইতিমধ্যে ত্রিশবারের ন্যূন নহে ভূমিকম্প হয় তাহাতে কোন২ বারের কম্প এমত প্রবল যে তাহাতে অনেক উত্তম২ ঘর বিনষ্ট হয় এবং অন্যান্য অপকারও হইল। মুঙ্গেরের তাবল্লোক ভীত হইয়া ঐ রাত্রি বাহিরে ছিল।

অপর পুরণিয়াহইতে আগত ২৭ আগস্ত তারিখের পত্রে লেখে ২৬ তারিখের বৈকালের পাচ ঘণ্টাঅবধি পর দিবসের প্রাতঃকালে আট ঘণ্টাপর্য্যন্ত দশবার ভূমিকম্প হয়। তৃতীয় বারের কম্প ২৬ তারিখের রাত্রি এগার ঘণ্টার আঠার মিনিট পূর্ব্বে হয় ঐ বারের কম্পই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এমত প্রবল যে তাহাতে পক্ষিসকল আপনারদের বাসা ছাড়িয়া উড়িয়া গেল। মনুষ্যেরা পদভরে দাঁড়াইতে পারিল না এবং পশুগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। এই কম্পেতে অনেক পুরাতন গৃহের ভিত্তি পড়িয়া গেল এবং একখান ঘরের একাংশ একেবারে বসিয়া গেল।

আরাহইতে ঐ তারিখের আগত পত্রে লেখে যে গতরাত্রে ঐ স্থানে দুইবার ভূমিকম্প হয় দ্বিতীয় কম্প প্রাথমিকাপেক্ষা প্রবল। আরম্ভ সময়ে কেবল কিঞ্চিন্মাত্র দুলিতে লাগিল কিন্তু ক্রমশো বৃদ্ধি হইয়া অতিভয়ানক কম্প হইতে লাগিল এবং বোধ হইল যে মৃত্তিকার নীচে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গড়২ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। দ্বার ও খিড়কী এবং মেজইত্যাদি কাঠরা জিনিস অত্যন্ত দোলায়মান হইল অনেক প্রাচীর পড়িয়া গেল অনেক ছাদ পড়িয়া গেল। ভয়ে সকলই রাস্তায় ধাবমান হইয়া কম্পিত কলেবর হইল।

বারাণসহইতে ঐ তারিখের পত্রে লেখে যে সেই স্থানে ঐ দিবসে তিনবার ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং আলাহাবাদেরও তত্তুল্য সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে।

(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৩০ ভাদ্র ১২৪০)

ভূমিকম্প।—নেপালের উপত্যকা ভূম্যন্তর্গত কাটমাণ্ডু স্থানে গত ২৬ আগস্ত তারিখের রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অতি দারুণ এক ভূমিকম্প হয় তাহাতে তত্রস্থ আট

দশ হাজার ঘর বিনষ্ট হইয়াছে এবং অনুমান হয় উপত্যকা ভূমির সাত আট হাজার লোক মারা পড়িয়াছে। ঐ উপত্যকা ভূমির সীমান্তরের পূর্ব্বদিগেও অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। কম্পের বেগ উত্তর পশ্চিম দিগহইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিগ দিয়া চলিয়া গেল এবং তাহার আন্দোলনেতে স্থাবর সকল উর্দ্ধ ও অধোগত হইল।

দিল্লী নগরেও ভূমিকম্পের আতিশয্য হইয়াছিল কিন্তু কাটমাণ্ডুর তুল্য নহে।

(৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৪ আশ্বিন ১২৪০)

ভূমিকম্প।—নেপালহইতে পুনশ্চ সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল যে তীব্বদ্দেশে লাসাস্থানে গত আগস্ত মাসে অতিদারুণ ভূমিকম্প হইয়া নিবাসি ব্যক্তিরদের প্রাণ ধন এবং অট্টালিকাদির যেমন অপচয় হইয়াছে তদ্রূপ অন্যত্র হয় নাই। শুনা যাইতেছে ঐ ভূমিকম্পের তাবদ্বৃত্তান্ত আসিয়াটিক সোসৈটির জর্ণলে প্রকাশ পাইবে।

(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭)

বর্ষফল।—

জানুআরি, ৩। দোআবের নূতন খাল কাটান সম্পন্ন হয় এবং তাহাতে প্রথম যমুনা নদীর জল প্রবেশিত হয়।

৪। পামর কোম্পানির কুঠীর দেউলিয়া হওনের সম্বাদ রাষ্ট্র হয়।

৫। শ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর সাহেব কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করেন।

১১। বিসপের কালেজে যে সাধারণ ছাত্রেরা পড়িতে পাইবেন এতৎসম্বাদ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হয়।

আপ্রিল, ৪। ধর্ম্মসভার অষ্টম বৈঠক হয় তাহাতে এই দুই নিয়ম হয় প্রথম সতীবিষয়ক আরজী শুদ্ধকরণার্থ ইংগ্লণ্ডীয় কোন একজন সাহেবকে অর্পিত হয় দ্বিতীয় হিন্দুর ধর্ম্মের নিন্দা যে সম্বাদ পত্রে বা পুস্তকে হয় তাহা চন্দ্রিকাসম্পাদক ব্যতিরেকে অন্য কেহ পাঠ করিতে পারিবেন না।

১৩। ফ্রি ইস্কুলে একটা নূতন গিরজা ঘরের সূত্রপাত হয়।

মাই, ৪। এতদ্দেশীয় ঔরসজাত ব্যক্তিরদের দরখাস্ত শ্রীযুত উইন সাহেব পার্লিমেণ্টে দরপেশ করেন।

(৮ জানুয়ারি ১৮৩১। ২৫ পৌষ ১২৩৭)

জুলাই, ৫। কলিকাতার ইউরোপীয় ব্যবসায়িরা টৌনহালে এক বৈঠক করিয়া কলিকাতা ট্রেড আসোসিএসননামক সমাজ স্থাপন করেন।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে সেকালের কথা

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রথমে মাসিকপত্ররূপে প্রতি পূর্ণিমায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন---হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের গ্রন্থাগারে প্রথম বর্ষের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের ১ম-৬ষ্ঠ ও ১০ম সংখ্যা আছে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া এগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়ায় নিম্নোদ্ধৃত অংশ সঙ্কলন করা সম্ভবপর হইয়াছে।

শিক্ষা

(১০ জুন ১৮৩৫। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

সংস্কৃত কালেজ।—কিয়দ্দিবস গত হইল শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকর্তৃক সাধারণ বিদ্যা বৃদ্ধ্যর্থক সমাজাধিপতি সাহেবেরদিগের পত্রের প্রত্যুত্তরস্বরূপে এক আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে যে ইংরাজি ভাষা ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যাসম্পাদনতার কোন প্রয়োজন নাই আমরা ঐ সম্বাদ অবগত মাত্রই হরিষে বিষাদান্বিত হইয়া আত্যন্তিকোৎকণ্ঠিত পূর্ব্বক সজল নয়নে অনাথার ন্যায় রোদনবদনে দেশাধিপতি শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের গবর্ণমেণ্ট সদনে অধোলিখিত বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে সচেষ্টিত হইলাম কারণ শ্রীযুতের এমত অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে যে সংস্কৃত কালেজে ভবিষ্যন্নিযুক্ত ছাত্রেরা বেতন পাইবেন না এবং কোন পণ্ডিত তাঁহার পদচ্যুত হইলেও সে পদে অন্য লোক নিযুক্ত করিবেন না ঐ পদ একেবারে উতখাতন করিবেন এতাদৃশ আজ্ঞাদ্বারা অনুমান হয় যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের অচিরস্থায়িত্ব সম্ভাবনা হইয়াছে কেননা এই বিদ্যা মন্দিরে যে সকল ছাত্রেরা নিযুক্ত হন তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই বিদেশি ও দরিদ্র সুতরাং উপজীবিকাভাবে তাহারা নগরস্থায়ি হইতে অপারক পূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিতে শক্য হইবেন না যেসকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বালকেরা দূরদেশ হইতে সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নার্থে এতন্মহানগরে আগমন করেন তাঁহারা যদ্যপি অন্যান্য ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হন তাহাতে তদধ্যাপক নিজহইতে ঐ ছাত্রের জীবিকা দানপূর্ব্বক স্বীয় চতুষ্পাঠী স্থায়ি করিয়া তাহাকে শাস্ত্রাধ্যাপন করান অতএব দীন ও দূরদেশস্থ বালকেরা এতন্মহানগরে থাকিয়া সংস্কৃত বিদ্যোপার্জ্জন করেন এমত সম্ভাবনা কোনমতে হয় না বিশেষত এক্ষণে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে বুঝি কোন বালক প্রবিষ্ট হইবেন না এবং যে সকল বালকেরা বর্ত্তমানাবস্থায় উক্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত আছেন তাঁহারাও কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে তাঁহারদিগের নিয়মানুসারে পাঠ সমাপ্তি হইলে কমিটীর সাহেবেরদিগের এক সুখ্যাতি পত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ বিদ্যালয় হইতে নির্গত হইবেন অথবা যদ্যপি কোন পণ্ডিতের পদ পুনঃ স্থাপন না হয় তবে অত্যল্পকাল মধ্যে বিদ্যামন্দির শূন্য হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরন্তু ঐ বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রাধ্যাপনার্থে এক পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার

ঐ পদ শূন্য হইলে অন্য এক পণ্ডিত ঐ শূন্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতের পদশূন্য হইলেও অন্যান্য লোক সেই২ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন কিন্তু এক্ষণে প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে যে ঐ স্থাপিত আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপকের পদশূন্য হওয়াতে অন্য কোন লোক সে পদে পুনঃ স্থাপিত হইল না তাহাতে তদধ্যায়ি ছাত্রেরদিগের যে প্রকার মনোদুঃখ হইয়াছে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না এবং তদধ্যেতব্য বালকেরাও আত্যন্তিক নিরাশান্বিত হইয়া অত্যল্পকাল বিলম্বে নির্গত হইবেন ইহাতে বোধ হয় যে তদনন্তরে ঐ বিদ্যালয়ের অর্দ্ধ সংখ্যক বালক হীন হইবেক তাহাতে ছাত্রসংখ্যা ন্যূন দেখিয়া পণ্ডিতেরদিগের ২।১ পদশূন্য হইতে পারিবেক কিম্বা তাঁহারাও প্রায় সকলি প্রাচীন অতএব এইরূপে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত পাঠশালার চিরস্থায়িত্ব নষ্ট হইতে পারিবেক।

যথা শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং। শনৈর্ধর্ম্ম চ কর্ম্মাচ এতে পঞ্চশনৈঃ শনৈঃ।

অতএব সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের প্রতি এরূপ আজ্ঞা প্রকাশ হওয়াতে আমরা যে প্রকার নিবেদন করিতেছি ইহাতে যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন বিশেষ উপায় দ্বারা ইহা রক্ষা না করেন তবে অবশেষে আমারদিগের বক্তব্য সকল বিষয় মহাশয়েরা দৃষ্টি করিবেন কিন্তু এমত হইলে অত্যন্ত খেদের বিষয় তজ্জন্য আমরা শ্রীলশ্রীযুত সমীপে এই প্রার্থনা করি যে এই সংস্কৃত কালেজের বিষয়ে কিঞ্চিত সুদৃষ্টিপাত করেন কেননা তাঁহারদিগের মহোদ্যোগের দ্বারা যে এই সংস্কৃত বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে এমত বিদ্যা মন্দির এতদ্দেশীয়ের দিগের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া অতিকঠিন এবং নিজকোষ হইতে বেতন দেওয়াতে কখন সক্ষম হইবেন না এতাদৃশ প্রশংসনীয় গুরুতর ভারগ্রহণে রাজা অস্বীকৃত হইলে প্রজারা কখনই অন্য ভাবাক্রান্ত হইতে পারে না এবং ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের যে যশোভাণ্ডার এতন্নগরে ঘোষিত হইয়াছে তাহাতে স্বকীয় ইচ্ছায় অগ্নি সংলগ্নদ্বারা ভস্মসাৎ করা [তা]হারদিগের কি অন্যায় বোধ হয় না এবং প্রজারদিগের যৎকিঞ্চিৎ সাহসস্বরূপ যে আশ্বাস আছে তাহাও এই সমভিব্যাহারে তদগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা কি ভস্মসাৎকরণ বিধান হয় না এমত করিলে এই মহানগরের বিশেষ অমঙ্গল হইতে পারিবেক।

(১০ জুন ১৮৩৫। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

নূতন বৈদ্যক পাঠশালা।—গত ৯ জ্যৈষ্ঠ সোমবারে শ্রীযুত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেব ইংরাজি ভাষায় বৈদ্যক শাস্ত্রাধ্যেতব্য ছাত্রেরদিগের প্রতি তাঁহার প্রথম উপদেশ প্রদান করিলেন ঐ উপদেশ বিলক্ষণরূপে এতদ্দেশীয় বালকেরা শ্রবণ করিলেন অনুভব হইল যে তৎকালে বর্ত্তমান দুই তিন জন যুবা ব্যতিরিক্ত তাবতেই লভ্য জ্ঞানে শ্রবণ করিলেন।

শ্রীযুত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেবের উপদেশ দ্বারা তাহার নিপুণতা ও বিশিষ্ট বিবেচনায় প্রতীত হইল যে ইহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎকালে মঙ্গল হইবে এমত বিবেচনা করিতে আমরা

বাধ্য হইলাম। আমরা ঐকান্তিক চিত্তে ভরসা করি যে তিনি এবং তাঁহার সাহায্যকারী শ্রীযুত ডাক্তর গুডিভ্ সাহেব বালকের দিগের আলাপ দ্বারা তাহার দিগের উৎসাহ ও কর্ম্ম নৈপুণ্য জন্য পুরস্কার দিতে পারেন। উপরোক্ত উপদেশকের নিকট জ্ঞাত হইলাম যে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর এক উত্তম অট্টালিকা নিম্মাণ করিতেছেন ঐ অট্টালিকায় কেবল ছাত্রের-দিগের ইংরাজি বৈদ্যক শাস্ত্রাধ্যয়ন হইবেক।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

হিন্দু কালেজ। —...শ্রীযুত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব যিনি লিটেরেরি গেজেটির সম্পাদক তিনি ৫০০ মুদ্রা মাসিক বেতনে শাস্ত্র বিদ্যার প্রধান উপদেশক হইয়াছেন॥

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

হিন্দু ফ্রি স্কুলের সভা।—এতন্মহানগর মধ্যে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামক যে এক বিদ্যালয় আছে অর্থাৎ বিনা বেতনে হিন্দু বালকদিগের ইংলণ্ডীয় বিদ্যাধ্যয়নার্থ হিন্দু কালেজস্থ কোন যুবা কর্তৃক যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধারন জনগণের বালকদিগের বিদ্যাভ্যাস করাইবার প্রয়াসে স্থাপিত হয়, এবং ব্যয়ও ন্যূন ছিল না, কিন্তু এক্ষণে অধিক বালক বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যয়ও তদ্রূপ বাহুল্য হইয়াছে, এজন্যে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় বিবেচনা করিয়া এক নূতন নিয়ম স্থির করণান্তঃকরণে গত ১৮ শ্রাবণ রবিবার বেলা ৪ দণ্ডের সময় উক্ত বিদ্যালয়স্থিত ছাত্রদিগের পিতা বা পালককর্ত্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মৃজ্জাপুরের ১২২ সংখ্যক ভবনে উক্ত বিদ্যালয়ে এক সভা করিয়াছিলেন, এবং তিনি যথা রীত্যনুসারে তৎসভায় গাত্রোত্থান করিয়া প্রথম এই প্রস্তাব করিলেন যে "এই বিদ্যালয় আমি প্রথম স্থাপন করি এবং এপর্য্যন্ত অনায়াসেই সাচ্ছল্য পূর্ব্বক উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়াদি দিয়া নির্ব্বাহ করিতেছি, এক্ষণে অধিক বালক বৃদ্ধি হওয়াতে নির্দ্ধারিত মুদ্রা হইতে নির্ব্বাহ হইবার ক্রটি হয়, এজন্যে মহাশয় দিগের নিকট প্রার্থনা করি, যে সকলে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া যাহাতে এ বিষয় সমভাব থাকে এমত করুন" তাহাতে উক্তাধ্যক্ষের প্রস্তাবিত বিষয়ে সকলে মনোযোগ করিয়া পৃথক বালক প্রতি।০ চারি আনা মাসিক বেতন স্থির করিলেন, তৎপরে ঐ সভাস্থ শ্রীযুত মিডিল্‌টন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন সেন এতদুভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া অনেক বক্তৃতা দ্বারা হিতোপদেশ দর্শাইলেন, এজন্য তন্মহাশয়দ্বয়কে উক্ত সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিরা ধন্যবাদ পূর্ব্বক প্রশংসা করণানন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

আমি এবিষয়ে উক্ত বাবুকে এই প্রশংসা করি যে তিনি যাহা মানস করিয়া সম্পূর্ণ করিলেন তাহা অতি সুখজনক হইয়াছে, কারণ এরূপ না করিয়া যদ্যপি ঐ নিয়মিত ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপিত রাখিতেন তাহাতে ছাত্রদিগের অধ্যয়নের ক্রটি হইত, অতএব।০ চারি আনা বেতন নির্দ্ধারিত করাতে কেহ বিরুদ্ধ ভাবেন এমত সম্ভব হয় না।

(১০ জুন ১৮৩৫। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার পূর্ণিমা)

ঢাকায় ইংরাজি পাঠশালা।—ইংলিসমেন সম্বাদ পত্রে এক জন পত্র প্রেরক দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতার সাধারণ বিদ্যা বৃদ্ধ্যর্থক সমাজাধিপতি সাহেবেরা ঢাকা সহরে ইংরাজি বিদ্যাধ্যয়ন কারণ এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং তাহার ব্যয় নিমিত্ত প্রতিমাসে ৫০০ পঞ্চশত মুদ্রা দান করিবেন। ঐ বিদ্যা মন্দির স্থাপন নিমিত্ত স্থান ক্রয় বা ভাড়া করণার্থ তৎপ্রদেশীয়দিগের নিকটে চাঁদা দ্বারা মুদ্রা প্রার্থনা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কথিত এলাকার শ্রীযুত একটীং কমিস্যনর সাহেবেরা তথাকার লোকের দিগের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে উক্ত পাঠশালায় তৎপ্রদেশীয়দের নীতি-বিদ্যা ও জ্ঞানোদয় অত্যুত্তম রূপে হইতে পারিবেক যাহা হউক শ্রীযুত দিগের কৃপাবলোকনে এতদ্দেশীয় লোকের দিগের ক্রমেতে উপকার দর্শিতেছে কেননা বিদ্যা দান বিষয়ে ইঁহারা যাদৃগ্ যত্নবান তাদৃগ পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান রাজারদিগের অধিকারে ছিল না।

(৬ অক্টোবর ১৮৩৫। ২১ আশ্বিন ১২৪২)

রাজ্যশাসন॥— .....ইংলণ্ডাধিপতির অধিকারের একাংশে বঙ্গপ্রদেশ মধ্যে যে কতেক-গুলিন হিন্দু প্রজারা স্বং ধর্ম্ম প্রতিপালন নিমিত্ত সর্ব্বদা সযত্ন আছেন সে হতভাগ্য দিগের প্রতি ভূপতির দৃক্‌পাত কিছুমাত্র নাই যেহেতু কালবশতঃ দ্বিতীয় কাল স্বরূপ মিসিনরি দলপতিরা এতদ্দেশে আসিয়া হিন্দুদিগের ধর্ম্মনাশে অনায়াসে দেশ বিদেশে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন ও অনেকানেক লোককে তৎ পথাবলম্বী করিয়াছেন এবং কি প্রকারে একেবারে এদেশস্থ সমস্ত মনুষ্যদিগ কে কুহকে ফেলিয়া তাহারদিগের জাতি ধ্বংস করিবেন তাহাতেই অবিরত অভিরত আছেন—

অতএব এতদ্বিষয়ে যদ্যপি রাজ্যাধিপতির মনোযোগ থাকিত তবে মিসিনরিদিগের পরম সহায় থাকিলেও সহসা এতাদৃশ দুঃসাহসিক কর্ম্মে উৎসাহপূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হইতে পারিত না।—

দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের ধর্ম্মনাশের প্রধান কারণ এই দৃষ্ট হইতেছে যে এক্ষণে ধনোপার্জ্জন নিমিত্ত সর্ব্বত্রীয় জনগণ প্রায় আপন আপন ভাষার দুর্দশা করিয়া স্বীয়২ বালকদিগকে কেবল ইংলণ্ড দেশীয় বিদ্যাধ্যয়ন করণে প্রবর্ত্ত করান, সুতরাং ঐ সকল বালক শিশুকাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণে যদ্যপি সৌহার্দ্দ্য ভাবে তদ্বিদ্যাস্বাদনে কাল যাপন করে এবং আপনারদিগের ভাষান্তর্গত ইতিহাসাদি শাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত থাকে তবে তদ্ধর্ম্মমতাবলম্বী হইবে তাহাতে অসম্ভব কি দেখ বনের পক্ষিকে ধৃত করিয়া ক্রমাগত অবিরত পড়াইতে২ তাহারদিগের স্বজাতীয় রব বিস্মৃত হইয়া অনায়াসেই রাধাকৃষ্ণাদি নাম বলিয়া তৎপ্রতি পালকের মনস্কাম পূর্ণ করে। অতএব যদ্যপি শ্রীশ্রীযুত এমত আজ্ঞা প্রচলিত করেন যে পৃথক্২ দেশে স্বদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণ রূপে

প্রচলিত রাখিয়া তত্তদ্ভাষা ও রাজ ভাষায় সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পন্ন হয় তাহাতে ধর্ম্ম হানি কোন মতে হইতে পারে না—

সাহিত্য

(৩ মার্চ ১৮৩৬ । ২১ ফাল্গুন ১২৪২)

গত ১৮ ফাল্গুণ চন্দ্রিকার ক, খ স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরকের প্রতি

তৎ পত্রপ্রেরক মহাশয় উক্ত দিবসীয় চন্দ্রিকা পত্রের মধ্যে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত হইলাম। যেহেতু তন্মহাশয় প্রথমতঃ লেখেন যে এপ্রদেশে যে কএক খান সংবাদ পত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তাহা মাসিকই বা হউক অথবা সাপ্তাহিক হউক সেসকল কেবল ইংরাজী সংবাদ পত্রের নকল অবশ্যই মানিতে হইবেক! তজ্জন্য ইংরাজী সংবাদ লিখিত রীত্যনুসারে বাঙ্গালা সংবাদ লেখাই কর্ত্তব্য উত্তর "অস্মদ্দেশে পূর্ব্বতন কালে ছাপাযন্ত্রের অনুশীলন ছিল না বটে, এবং তদ্দ্বারা উপকার বোধ করিয়া ইংরাজ রাজ্যাধিপতিরা এ প্রদেশে চলিত করিয়াছেন তাহাও যথার্থ, এবং ঐ যন্ত্রের দ্বারা যে অস্মদাদির মহোপকার হইতেছে ইহাও অবশ্যস্বীকার করিতেছি, তাহাতে ঐ যন্ত্রের দ্বারা যাহা উপকার বোধ হয় তাহা করিয়া স্বকার্য্য সাধন করাই কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে ঐ ধারা এতদ্দেশীয় রীতি ও বিদ্যাভাষার উন্নতি হয় এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহারদিগের রীতি গ্রহণ করিয়া আপনারদিগের সহিত সংস্রব করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে, তৎপ্রমাণ দেখ বিজ্ঞানুধিজ্ঞ শ্রীযুত ধর্ম্মসভা সম্পাদক মহাশয় ছাপাযন্ত্রের দ্বারা সাহায্য জানিয়া যেসকল পুরাণাদি মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন সেসমস্ত পুরাতন ধারানুসারে তুলাৎ কাগজে পুস্তকাকৃতিই করিতেছেন, অতএব ইংরাজদিগের রীতি গ্রহণ করাতে প্রয়োজন কি" লেখক মহাশয় যদ্যপি কহেন যে একটা সামান্য সংবাদ পত্রের সহিত পুরাণাদির তুলনা করিবার কি প্রয়োজন, উত্তর। লেখক মহাশয় এমত জ্ঞান করিবেন না যে আমারদিগের এতৎপত্র কেবল খবরের কাগজ, বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে ইহাতে প্রায় সমস্তই খবরের কাগজের বিপরীত যেহেতু যাহাতে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীদুর্গামাহাত্ম্য ও পদার্থপ্রবোধ নানা প্রকার হিতোপদেশ সদোপদেশ প্রভৃতি প্রকাশ হইতেছে, তাহাকে কি খবরের কাগজ বলা যায়, তবে লোকের মনরঞ্জনার্থ কিছু সমাচার থাকে মাত্র, যদ্যপি আমারদিগের খবরের কাগজ করিবার মনন থাকিত তবে অবশ্যই একটা সপ্তাহিক কিম্বা অর্দ্ধ সপ্তাহে সমাচার পত্র প্রকাশ করিয়া ইংরাজি কাগজের নকল করিতাম। অতএব এবিষয় বিবেচনা করিয়া কোন এক কথা উপস্থিত করা কর্ত্তব্য, যাহা হউক তাঁহার মতানুসারে ইংরাজী রীতি গ্রহণ করিবার আমারদিগের কিছুই আবশ্যক করে না।

(১০ জুলাই ১৮৩৫ । ২৭ আষাঢ় ১২৪২)

জ্ঞানান্বেষণ প্রতি ।—জ্ঞানান্বেষণ নামক যে এক সমাচার পত্র হিন্দুধর্ম্ম বিপক্ষে প্রচার হইয়া থাকে, তৎসম্পাদক অস্মৎ প্রকাশিত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়া আষাঢ়স্থ চতুর্থ দিবসীয় স্বীয়পত্রে হিন্দু ধর্ম্ম বিষয়ে উপহাস ইতিহাস সহিত সপ্রমাণ দিয়া শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক ও অস্মৎপ্রতি যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে আমরা কিছু মাত্র কহিতে ইচ্ছুক নহি, যেহেতু হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মনাশ হয় এতাদৃশ আকাঙ্ক্ষায় ঐ পত্রের সৃষ্টি হইয়া জন্মাবধি ইষ্ট দেবতাদির নিন্দা ও হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষতা অশেষতঃ প্রকাশ হইতেছে। বিশেষতঃ যিনি হিন্দু কুলোদ্ভব হইয়া পিতৃ পুরুষাদির ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ অন্য ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া ইষ্ট মন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন তিনি হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষী হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি ।...

(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২১ আশ্বিন ১২৪২, মঙ্গলবার, পূর্ণিমা)

ভক্তিসূচক ।— আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ভক্তিসূচক নামক এক সাপ্তাহিক নূতন পত্রের সৃষ্টি হইয়া প্রতি বুধবাসরে প্রকাশ হইতেছে তৎপত্র সম্পাদকের অভিপ্রায় আমরা বোধ করিলাম যে তিনি একজন শ্রীশ্রীবিষ্ণু পরায়ণ ও সুবিচক্ষণ বটেন কেননা তন্মহাশয়ের বাসনা যে সর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তির আলোচনা উৎকৃষ্ট রূপে প্রচলিত হয়, যাহা বিষয়াবচ্ছন্ন প্রযুক্ত বিষয়ী ব্যক্তিদিগের সুদুষ্কর হইয়াছে এবং উক্ত পত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশ করণ মনন করিয়াছেন তাহাতে বিশিষ্ট শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিরা পরম সন্তোষান্বিত হইয়া পাঠ করিবেন এমত সম্ভাবনা বটে যেহেতু ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি মহা-পুরাণান্তর্গত বচন রচনামৃত বিস্তৃত হইতেছে সুতরাং ইহা পাঠ করণ প্রার্থনীয় বটে যাহা হউক উক্ত সম্পাদক যে এতাদৃশ পরোপকারে উৎসাহান্বিত হইয়া প্রবর্ত্ত হইয়াছেন ইহাতে আমরা তাঁহাকে অস্মদ্দেশের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান করিলাম।

(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২১ আশ্বিন ১২৪২)

ইংরাজী নূতন সংবাদ পত্র ।—কিয়দ্দিবস হইল "পোর্ট ফোলিও" নামক ইংলণ্ডীয় ভাষায় এক নূতন পুস্তকাকৃতি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শুক্রবাসরে প্রকাশারব্ধি হইয়াছে, এই পত্রের মর্ম্ম যে ইংলণ্ড দেশে অনেকানেক প্রকার মাসিক পুস্তক হইয়া থাকে সেই সকল পত্রের সার সংকলন এতদ্দেশে প্রচার হয়, যাহা হউক ঐ পত্র যদ্যপিও আমারদিগের ধর্ম্মের বিপক্ষ বটে তথাচ উপকারক বোধ করিতে হইবেক কেননা ইংলণ্ডে প্রচারিত নানাবিধ মেগেজিন এতন্নগরে দুষ্প্রাপ্য যদ্যপিও প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে ব্যয় অনেক হয় অতএব ইহা গ্রহণ প্রয়োজনীয় বোধে উক্ত সম্পাদক যে একমুদ্রা মূল্যে প্রকাশ করিতেছেন ইহা এতদ্দেশীয় মনুষ্য দিগের আহ্লাদজনক বটে—

(৫ নভেম্বর ১৮৩৫ । ২০ কার্ত্তিক ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা)

ইংরাজী নূতন সংবাদ পত্র উদিত।—হিন্দুকালেজের কতিপয় প্রধান ছাত্রেরা 'হিন্দু পাইনিয়র' নামক এক মাসীক পত্র প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন, দৃষ্ট হইল যে এই পত্রের রচনা অতি-প্রশংসনীয় হইয়াছে।

'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' প্রকৃতপক্ষে "পাক্ষিক" পত্র ছিল। ১৮৩৫ সনের ২৪এ অক্টোবর 'ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারি ক্রনিকল' লিখিয়াছিলেন :—

We unintentionally omitted to notice the first number of the *Hindoo Pioneer*, a new bi-monthly periodical,......

ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৩৫ সনের ২৭এ আগষ্ট। রামবাগান দত্ত-পরিবারের কৈলাসচন্দ্র দত্ত ইহার প্রথম সম্পাদক।

(১০ জুলাই ১৮৩৫ । ২৭ আষাঢ় ১২৪২)

বঙ্গ ভাষা আলোচনা॥—···হিন্দুবালকেরা যদ্যপি অগ্রে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া পরে অর্থকরী অন্যান্য বিদ্যা সাধন করেন, তবে পরমোপায় এই, যে তাঁহারা কখন স্বধর্ম্ম প্রতি দ্বেষী হইতে পারিবেন না। কিন্তু ইংরাজ লোক এতদ্দেশের রাজা হইয়া অবধি তাঁহারদিগের কর্ম্ম নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আপন২ সন্তান দিগের ঐ রাজভাষা শিক্ষা হেতু বহুমতে যত্নবান হয়েন, ঐ বালক সকল স্বদেশীয় ভাষা ভালরূপে জ্ঞাত হউক বা না হউক সর্ব্বদা তাহার ইংরাজি লেখা ও পড়ার প্রতি সাবধান করেন, তদ্দৃষ্টে যদ্যপি কোন ব্যক্তি সঙ্কেতে কিছু হিতোপদেশ দেন, তাহাতে কহেন যে রূপে অর্থ উপার্জ্জিত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, অতএব ইহাতে এই বক্তব্য যে ধনলোভে ধর্ম্মহানি, এবং এবিষয়ে এক্ষণে অনেকে খেদ করিয়া থাকেন, যে তাঁহার দিগের পুত্রকে যদ্যপি প্রথমে উত্তমরূপে স্বীয় ভাষা শিক্ষা দিতেন, তবে তাহারা স্বধর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়া কখন কুপথগামী হইত না, এবং প্রবীণ লোকের সদুপদেশ উপহাস করিয়া তাদৃশ ঔদাস্য করিত না। অতএব এতদ্দেশস্থ সমস্ত ভদ্র হিন্দুবর্গ মহাশয়েরা তাঁহার দিগের আপন২ সন্তান দিগকে অগ্রে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করুন, নতুবা সাধারণ অমঙ্গল যেহেতু বর্ত্তমান সময়ে এই মহানগরে অনেক স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নগরস্থ প্রায় সকল বালক তদ্ভাষা শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে যাহারদিগের পিতামাতা নিজ পুত্রের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দেন, সেই সকল বালক আপন২ বর্গ মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য থাকেন, কেননা মনঃ সংযোগ বিনা কোন ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ যে যদ্দেশস্থ হউক তাহার-দিগের স্বীয় ভাষা না জানিলে কখন অন্য ভাষা শিক্ষা করিয়া বিচক্ষণ হইতে পারেন না। কিন্তু বালকেরা বাল্যাবস্থায় আপন স্বেচ্ছাদ্বারা কিছু করিতে স্বাধীন নহেন, তৎকালে তাহারদিগের

পিতামাতার যেরূপ আজ্ঞা তদনুসারে চলিলে চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারেন, তথা "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥ কস্যচিৎ হিন্দু বালকানাং হিতৈষিণঃ।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৩ ভাদ্র ১২৪২)

পুস্তকালয় ॥—শ্রীলশ্রীযুত স্যার চার্লস মেটকাফ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন ছাপা যন্ত্রের স্বাধীনতা চিরস্মরণার্থ এক পুস্তকালয় স্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয় দিগের সাহায্য দ্বারা অনেকানেক পুস্তক প্রদত্ত হইবে। এবং যাঁহারা এবিষয়ে দানাঙ্গীকৃত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীযুত উইলেম থেকর সাহেব কাবেট সাহেবের কৃত হিষ্টরি আফ ইংলেণ্ড ও ইষ্টেট ট্রাম্বেল এই প্রকারদ্বয়ে ২৯ খান পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। এবং শ্রীযুত জেম্স কিড ও শ্রীযুত পি এস ডি রোজারিও ও শ্রীযুত গরথি সাহেব ইহারা তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে শেষোক্ত সাহেব দ্বয় পরস্পর ১০০ পুস্তক দিবেন।

(৫ নভেম্বর ১৮৩৫ । ২০ কার্ত্তিক ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা)

হিন্দুথিয়েটর দর্শকের পত্র প্রকাশ না করত শ্রীযুত নবীণচন্দ্র বসু বাবুর প্রতি নিবেদন যে ভবিষ্যতে অনাহূত দর্শক ভদ্রসন্তানদিগের প্রতি কোন নিয়ম স্থির করেন, ইহাতেই লেখকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক।

সমাজ

(৩ মার্চ ১৮৩৬ । ২১ ফাল্গুন ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা)

পঞ্চপদী

গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া তথা, কি লিখিব তার কথা,
হা বিধাতা, এই হলো শেষে। ভদ্রলোকের ছেলে যত,
কদাচারে সদা রত, সুরাপান অবিরত, কত মত কুচ্ছ দেশে২।
কাঙ্গালি বাঙ্গালি ছেলে, ভুলেও না বাঙ্গালা বলে, ম্লেচ্ছ কহে
অনর্গলে, তেরিয়া হয়ে পথে চলে, কাছ দিয়া গেলে, বলে
গো টো হেল। পেনট্লুন জাকিট পরে, ধুতি চাদর তুচ্ছ করে,

সদাই চাবুককরে মুখে বোল ইয়েস বেরিওয়েল। এবে করি নিবেদন, গিয়াছিনু যেইক্ষণ, করিলাম নিরীক্ষণ, কোন ধামে নব্যভব্য বাবু কত জন॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গি সনে, বসি সবে একাসনে, টিপিন করে হৃষ্টমনে, জনে২ কথোপকথন॥ একজন বলে হিয়ের, ডোন লেফ্‌ ও মাই ডিয়ের, হুইচ আই সে হিয়ের২ ফিয়ের গাড২। বেড সোয়ের নো ওয়েল, দেট ইজ রোড টো গো হেল, আল ওবে বাইবেল, দেন উইল গো নিয়ের লাড২ পরে বলে একদুষ্ট, অশিষ্ট ও অবিসৃষ্ট, লেটকরকালী কৃষ্ণ, না ভজিও দুষ্ট ইষ্ট, তুষ্ট হবেন প্রভু যিশুখ্রীষ্ট। আমি যাহা কহি নিষ্ঠ, ভজ খ্রীষ্ট হবে বেষ্ট, শেষেতে জানিবা স্পষ্ট, যদি হন খ্রীষ্ট রুষ্ট, যত হিন্দু ব্যাড্‌ কেষ্ট, পাইয়া যথেষ্ট কষ্ট, হবে নষ্ট সহিত শ্রীকৃষ্ণ। পুনঃ কহে এক ষণ্ড, কেবল পাষণ্ড ভণ্ড, হিয়ের মাই কাইণ্ড ফ্রেণ্ড, ইংলণ্ডে যাইব চল সবে। ব্রহ্মাণ্ডের গ্রামখণ্ড, সেই হয় উক্ত খণ্ড, ইহাভিন্ন নেদরলেণ্ড, আইলণ্ড ও এর্লণ্ড, হোলেণ্ড পোলেণ্ড গিয়া ষণ্ড বুদ্ধি খণ্ডাইব তবে॥ প্রথমে লণ্ডনে যাব, রিফারমর কহাইব, টেবিলেতে খানা খাব, সিটী টৌন আদি বেড়াইব। মনার্ক নিকটে রব, আদর্ টঙ্গে কথা কব, বাঙ্গালায় নাম পাব, বিধবার বিয়া দেওাইব॥ এইরূপ কহে কথা, হেনকালে আইল তথা, সঙ্গে দরবান ছাতা, পদদ্বয়ে বুটযুতা, ভদ্রলোকের পুত্র একজন। একখানি গ্রন্থকরে, অতিপুলকিতান্তরে, উপনীত সেই ঘরে, দেখি সবে সমাদরে, আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া তখন॥ গুড্‌মারনিং শব্দান্তরেঃ সকলে সেকেহেন করে, সমাদর পুরঃসরে, যত্ন করে বসিবারে, চৌকি আনি দিল। বাবুগণ যত্ন দেখি, বসিলেন হয়ে সুখি, কিছুমাত্র নহেন দুঃখি, সকলের মুখামুখি, পরে নানা প্রসঙ্গ হইল। কতবা লিখিব তার, উক্ত ব্যক্তি সভাকার, পরে শুন চমৎকারঃ যে ব্যাপার কৈল সকলেতে। আর বা লিখিব কত, মদ্য মাংস আদি যত, আহরিয়া কতমত, সবে হয়ে সুখান্বিত, নানামত লাগিল খাইতে॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গীসনে, বসি সবে একাসনে, টেবিলেতে হৃষ্টমনে, খাইল দেখি জনে২, ইথে মম হয় মনে, ঘোর কলির আগমনে, কলিকাতা এত দিনে গেলো৩। তল্লক্ষণ দেখা যায়, সকলে কুকর্ম্মে ধায়, ধর্ম্ম পানে নাহি চায়, দিব্য বুট্ দিয়া পায়, ইংরাজ সহিতে খায়, একথা কহিব কায়, হায়২ একাকার হলো৩। কস্যচিৎ সহর হুগলির প্রতাপপুরনিবাসি অত্যাচারদর্শিনঃ॥

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

শ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি।—আমরা পূর্ব্বে অন্যান্য সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত ছিলাম যে শ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি মহাশয় ফিবর হাসপিটেল স্থাপনার্থ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে জ্ঞাত হইলাম, যে তিনি তদ্বিষয়ে সপ্তসহস্র মুদ্রার অধিক প্রদান করেন নাই।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

জুরী॥—দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পাদনার্থে যে সকল জুরী নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং হইবেন, আসামী ও ফরিয়াদি ও জজসাহেবের মতানুসারে সকল মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে ইহারদিগের ক্ষমতা থাকিবে। এবং সামান্যতঃ জুরীর কর্ম্মে ৪ জন নিযুক্ত থাকিবেন ইহারদিগের অধিকাংশই অর্থাৎ তিনজন যাহা স্থির করিবেন তাহাই গ্রাহ্য হইবেক, তাহারদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি তাবৎ জুরীর নামেই ফয়সলা দিবেন, এবং তাহারদিগের মধ্যে এক জন অসমর্থ হইলে ও তাহা তাবৎ জুরী কৃত নিষ্পত্তি জ্ঞান করিতে হইবেক এবং জুরিদিগের পরিশ্রম ব্যর্থ না হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিবস চারি তঙ্কা বেতন পাইবেন।

(৩ মার্চ ১৮৩৬ । ২১ ফাল্গুন ১২৪২)

নিষ্কর ভূমি॥—বহুদিবসাবধি উপায়হীন দীন ব্রাহ্মণদিগের দিনপাতের নিমিত্ত রাজার অনুমতিক্রমে যে সকল ভূমি নিষ্কররূপে প্রদত্ত হইয়াছে তদুপস্বত্বভোগী অধিক দেখিয়া বর্ত্তমান সময়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা এমত বিবেচনা করিয়াছেন, যে তাহার মধ্যে প্রতারণাপূর্ব্বক অনেকেই নিষ্কর ভূমি অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং ইহা অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টের কোষভুক্ত করিবেন, তাহাতে যে সহস্র২ ব্যক্তির নয়ন বারি ঝরিত হইয়া অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ হইবেক সেপক্ষে কোন বিবেচনা দেখিতেছি না, এতদ্বিষয়ে নানা সমাচার পত্র সম্পাদক ও ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলেচ্ছুক ব্যক্তিরা এমত নিষ্ঠুর কর্ম্মে কেহ২ স্বাপক্ষ হইয়া বলেন যে রাজার উপায় বৃদ্ধি না হইলে দেশের উপকার চিন্তন ব্যর্থ, যেহেতু শূন্য ভাণ্ডার হইতে ব্যয়ের মনন কিরূপে হইবেক। এবং এই প্রসঙ্গে আরো বিবেচনা করেন, যে গবর্ণমেণ্ট বহুসংখ্যক টাকা নিষ্কর ভূমির কর পাবন, তাহা হইলে মাশুল ও টাক্স প্রভৃতি উঠাইয়া দেউন। এবং এক্ষণে ঐ নিষ্কর ভূমির কর নিশ্চিত করাতে প্রজারদিগের যেমত দুঃখদ হইবেক তাহা পশ্চাৎ তাহারদিগকে রাজকর্ম্মে উচ্চ পদভুক্ত করিয়া তাহার উপায় দ্বারা পরিশোধ করিতে পারেন। হায় এ অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, বহুসংখ্যক দেশে নানা মত উপায় দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কোষে এক কপর্দ্দক রহিল না কেবল এই বাঙ্গালা দেশে যাহা তাঁহাদিগের উপায়ের শতাংশের

একাংশ মহল এবং ঐ মহলের সহস্র প্রকার বিভক্তের এক প্রকারে যে উপায় হইবেক তাহাতেই রাজার কোষ পূর্ণ হইবেক এবং ঐরূপ কর গ্রহণে যে সকল প্রজারা পীড়িত হইবেন ইহারা যে সকলেই রাজার প্রদত্ত উচ্চ কর্ম্ম তাহারা করিবেন এমত কখন মনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না কেন না নিষ্কর ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে পল্লিগ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা পূর্ব্বক ভূমির উপস্বত্বে কাল যাপন করেন তাহারা রাজকর্ম্ম কিরূপে করিবেন—

দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট যে এই কর উপলক্ষে অধিক টাকা কোষগত হওয়াতে নগরের টাকস্‌ ও মাশুল উঠাইবেন এমত বোধগম্য হওয়া দুষ্কর কেননা যখন যাহা বলিয়া প্রজার উপর যেরূপ হুকুম জারি করেন তাহা সমাধান হইলে ও তদুপায় জনক কর্ম্ম রহিত করিতে আকাঙ্ক্ষিত হয়েন না। টাকস্‌ যাহা নগরের সৌন্দর্য্যতা হেতু কিছু কালের নিমিত্ত প্রজার প্রতি প্রদানানুমতি হইয়াছিল তাহা আর রহিত হইল না এক্ষণে তাহা প্রজারদিগের পৈতৃক বা উদর পোষণের ঋণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া দিতে হইতেছে কাহারো দেওন শক্তি না থাকিলে উদরান্নে লালায়িত হইলেও বসবাস অথবা সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লইতেছেন। ইহাপেক্ষা ক্লেশকর আর কি বোধ হইতে পারে। দেখুন বঙ্গরাজ্যের প্রজার তাদৃক উপায় নাই। যে২ রূপ কর্ম্মে ইচ্ছা তাহারদিগকে ব্যয় করাইবেন ইহাতে এমত কহিবার অভিপ্রায় নাই যে গবর্ণমেণ্টে যে টাকা প্রজারদিগকে ব্যয় করেন তাহা মন্দ কারণযুক্ত, কেবল ইহাই কহনাবশ্যক যে প্রজারা প্রদানে অক্ষম। অতএব এসমস্ত বিবেচনা করিয়া কোন ব্যয়জনক কর্ম্মে উপায় হীন প্রজারদিগকে দর্শাইলে ভাল হয়।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৩ ভাদ্র ১২৪২)

চা বৃক্ষ।—আমরা অবগত হইলাম যে ডাক্তর ওয়ালিচ সাহেব তাঁহার সহকারির সমভিব্যাহারে চা বৃক্ষ রোপণার্থে আসাম দেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহার মনোনীত বিষয় সিদ্ধার্থ গোয়ালপাড়া প্রধান স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং বোটানিক্যাল নামক উদ্যানে যেসকল সুস্নিগ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রস্তুত আছে তাহা ডাক্তর রয়েল সাহেব কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সাহরণপুর নামধেয় স্থানে রোপণ করিবেন।

ধর্ম্ম

(৩ মার্চ ১৮৩৬ । ২১ ফাল্গুন ১২৪২)

শুভ বিবাহ।—এতন্মহানগর নিবাসি শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব স্বীয় পুত্র শ্রীমৎ

গিরিশ্চন্দ্র দেব বাবুর বিবাহোপলক্ষে বহুবিধ ধন বিতরণ করিতেছেন বিশেষতঃ অদ্য ৩।৪ দিবস হইল নৃত্যগীতাদি হইতেছে তাহাতে নিজালয়ের চতুষ্পার্শ্বে ও রাজপথে নানাপ্রকার গেট ও আলোকময় এবং স্বীয় আলয় কৈলাশসদৃশ দীপ্তিমান করিয়াছেন। যাহা হউক বহু দিবসাবধি এতন্নগরে এবম্প্রকার আড়ম্বর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

এক্ষণে প্রার্থনা যে শ্রীশ্রী৺ নির্ব্বিঘ্নে এই শুভবিবাহ নির্ব্বাহ করুন।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৩ ভাদ্র ১২৪২)

এতন্মহানগরমধ্যে ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হওয়াতে ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তিদিগের মানসিক কর্ম্ম সিদ্ধহওনের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে, তজ্জন্য প্রায় অনেকানেক অন্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিরা কতমতে কটু কথা উক্ত করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করেন। আমরা প্রায় দেখিতেছি যে হিন্দুবংশে কুলাঙ্গার কতেকগুলিন বালক এক২ ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিয়াছেন তন্মধ্যে কোন২ ব্যক্তিরা যথাশক্তিমতে এক সংবাদ পত্রের সৃষ্টি করিয়া সংপ্রতি ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষপ্রতি কটাক্ষ করতঃ এবং অনেকানেক বিশিষ্ট স্বধর্ম্ম রক্ষক ব্যক্তিদিগেকে ধর্ম্মের গোঁড়া বলিয়া আস্ফালন করিয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দুদিগের কি হানি হইতে পারে কেননা তাহারদিগের এতাদৃশ চেষ্টায় এপর্য্যন্ত কোন মানসিক কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তাহারদিগের এ আকিঞ্চন কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র অধিকন্তু তাঁহারা কি এমত মনন করিয়া থাকেন যে তাঁহারাই সদ্বিদ্বান ও সদ্বোদ্ধা এবং তাঁহারদিগের পিত্রাদি সকলেই মূর্খ ও নির্বোধ ছিলেন হায় একি সামান্য দুঃখের বিষয় যে স্বধর্ম্ম কর্ম্মের মর্ম্ম কিছু মাত্র জ্ঞাত না হইয়া অন্য ধর্ম্মানুরক্ত হওতঃ ও অখাদ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলেই কি চতুর্ভুজ হয়েন, তাহারা এমত মানস করিবেন না যে ইংরাজদিগের সহিত একত্র আহারাদি করিলে তাহারদিগের বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারিবেন, বরঞ্চ তাহাতে অবিশ্বাসের সম্ভাবনা বটে ইহাতে আমারদিগের এই বক্তব্য যে নাস্তিক বা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাশ্রিত হইয়া এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি ধনী মানী ও সুখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন। যদ্যপি দুই একজনকে দেখাইতে পারেন বটে, সে কেবল তত্তদ্ব্যক্তিদিগের পূর্ব্ব সঞ্চিত ধনের গৌরব অতএব হে স্বদেশস্থ সদ্বংশজাত নাস্তিক অধার্ম্মিক ব্যলীক বন্ধুরা আপন২ হিতাহিত বিহিতরূপে চিন্তনে চেষ্টিত হও, যদ্যপি এমত নির্দ্ধারিত করিয়া থাক যে সৎকর্ম্মে বা কুক্রিয়াতেই হউক নাম রাষ্ট্র করাই আবশ্যক তাহাতে আমারদিগের নিষেধ ও বিধি নাই॥

(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২১ আশ্বিন ১২৪২)

শাখা ধর্ম্মসভা।—কিয়ন্মাসাবধি এতন্মহানগর মধ্যে শাখা ধর্ম্ম সভা স্থাপিত হইয়া উত্তমোত্তম গান সকল বিস্তৃত হইতেছে, আমরা বিবেচনা করিলাম যে ইহা হিন্দুদিগের পক্ষে ফলদায়ক বটে অতএব ইহাতে বিশিষ্ট শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ হিন্দুদিগের সাহায্য স্বরূপ বারি

প্রদান করা আবশ্যক যাহাতে ক্রমে শাখার পল্লব হওতঃ সতেজোন্বিত হইয়া হিন্দুদিগ্‌কে ছায়াপ্রদান করিতে পারিবেক এমৎ সম্ভাবনা বটে--

(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ । ২১ আশ্বিন ১২৪২)

নবদ্বীপে ধর্ম্মসভা।—আমরা শ্রুত হইয়া পরমসন্তোষযুক্ত হইলাম, যে কিয়দ্দিবস হইল নবদ্বীপে এক নূতন ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। অতএব অনুমান করি বুঝি হিন্দুধর্ম্মের প্রাথর্য্যতা ক্রমেই বৃদ্ধির সম্ভাবনা, এবং বিপক্ষ দিগের প্রতারণাজাল অচিরকাল মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাবে যাহা হউক এক্ষণে শ্রীশ্রী৺ স্থানে অস্মদাদির এই প্রার্থনা যে উক্ত সভার চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা হউক।

প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টের সূচী

অগ্রদ্বীপ ১২৮, ১৫৪
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কপোলেশ্বর—সং ৫০
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশতলা ৮৯
অভিধান—বর্ম্মা ২১
—বাংলা ৩০
'অমরকোষ,' ইংরেজী-সমেত ২০, ২১

আইনকানুন—ঠিকা বেহারাদের সম্বন্ধে ১৮৫
—মেথরদের সম্বন্ধে ৯১
—ষ্টাম্পের ৮৭
—সতীদাহ সম্বন্ধে ৮৩-৮৪
আকবর আলী খাঁ ১২৫
'আখবারে শ্রীরামপুর', ফার্সী সংবাদপত্র ২৮
আগা করবুলাই মুহম্মদ ১২৫, ১৫১
আগ্রা—বিচারালয় ৮০
আজউদ্দীন চাঁদ মিস্ত্রী—ইমারতি কর্ম্ম ৭৪
আড়পুলি পাঠশালা ১১
আঁদুল বা আন্দুল ১১১, ১২৩
আনন্দকুমারী, মহারাণী, বর্দ্ধমান ১০২
আনন্দচন্দ্র নন্দী ৭৬
আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লখিপুর ১৪৭
আবদুল হামিদ, মৌলবী ১০৮
আবদুল্লা, শেখ ১০৮
আমদানী-রপ্তানীর হিসাব, কলিকাতা ৫৭, ৫৮
আমহার্ষ্ট, লর্ড ৫৪, ১১৭
—লেডী ১০, ১১৭
আমিন-উদ্দীন আহম্মদ, উকীল, সদর
দেওয়ানী আদালত ১০৯
আমোদ-প্রমোদ ৪৯-৫১
আয়র্লণ্ডে দুর্ভিক্ষ ৫১
আরনট, স্তাণ্ডফোর্ড—ইউরোপে প্রেরণ ১১৬
আর্থিক অবস্থা ৫৫-৭৭
আলায়ক সিংহ—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৫
আলীগড়—বিচারালয় ৮০
আলীজা, মুবারক-উদ্দৌলা,
মুর্শিদাবাদের নবাব—মৃত্যু ১০৩
আলেকজাণ্ডার কোম্পানী ৬৫
আশুতোষ সরকার (ছাতুবাবু)
—কাশীধামে শিবস্থাপন ১৪১
—গাজন ১৩০
—ধর্ম্মসভা ১৫৭-৫৮
আসাম ১৮০

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ৬৬
ইতিবৃত্ত, বিভিন্ন স্থানের ১৭৪-১৮১
'ইণ্ডিয়া গেজেট' ১৮

ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী ১২৩
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমীদার, মহেশতলা ৮৯
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ১০৭
ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফী, জমীদার, উলা—দাঙ্গা ৮৫
ঈষ্ট, স্যর এডওয়ার্ড হাইড ১০৪-১০৬

'**উ**ইক্‌লি মেসেঞ্জার' ১৭০
উইলফোর্ড, কর্নেল—মৃত্যু ১৫
উইলসন—প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্র ১২৩-১২৪
—হিন্দু কলেজ ৮৯
'উদন্ত মার্ত্তণ্ড,' প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র ২৯
উদয়করণ দাস শাহা ১০৮
উদয়চাঁদ দত্ত—ধর্ম্মসভা ১৫৭-১৫৮
উদিৎনারায়ণ, মহারাজ- কাশী সংস্কৃত কলেজ ৫
উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫
উমানন্দন ঠাকুর—কলিকাতায় অতিথিশালা স্থাপন ৫৩
—ধর্ম্মসভা ১৫৭, ১৫৮

উমানন্দন ঠাকুর (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—লর্ড বিশপের বাড়ি সভা ১১৭
—স্কুল-সোসাইটির তত্ত্বাবধায়ক ১১
—হাইড ঈষ্টকে সুখ্যাতিপত্র ১০৭
উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরী, রাণাঘাট ৮৫, ১২৩
উলা (বীরনগর) ৮৫, ১০০
—ওলাউঠা ৯৩
—মুস্তফী-বাটীতে ডাকাতি ১৮৭

এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি ১২, ৭৬
এজারটন—চক্ষুরোগ-চিকিৎসক ৯৬
এলাহাবাদ—বিচারালয় ৮০
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা ৪, ১৫, ১২[illegible]
এ্যাডাম—কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি ১১

ওয়ার্ড, উইলিয়াম—মৃত্যু ১৫
—শ্রীরামপুর সেভিংস ব্যাঙ্ক ৬৫
'ওরিয়েণ্টাল মার্কিউরি' ১৫৪
ওলাউঠা ১৬, ৪৯, ৯০—৯৫, ১০০, ১১১,
১২৭—২৮, ১৪৫, ১৩৭, ১৩৩, ১৬৬, ১৮৮

কটক—বিচারালয় ৮০
কপিলদেবের আশ্রম, গঙ্গাসাগর ১৫২
কবরডাঙ্গা ১০১
কবিচন্দ্র তর্কচূড়ামণি ১০৭
কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কোন্নগর ১৪৫
কয়েদীদের ঋণমুক্তকরণ—রাজনারায়ণ রায় ১৪০
—রামগোপাল মল্লিক ১৩১
—স্বরূপচন্দ্র মল্লিক ৫৪
কর—'ট্যাক্স' দ্রষ্টব্য
কর্ণওয়ালিস, লর্ড ৭২
কর্ণাট ব্যাকরণ, ইংরেজী-সমেত ২১
কর্ম্মকার ১৭৫
'কর্ম্মলোচন', সংস্কৃত ২১
কল—ধান-ভানা ৭৬
—ময়দার ৭৭
কলভিন এণ্ড কোম্পানী ৯৯, ১৬[illegible]
'কলম্বিয়ান প্রেস গেজেট' ৬[illegible]
কলাগাছী ১৫৩, ১৭০
কলিকাতা—কেল্লা, পুরানো ৬[illegible]
—গীর্জ্জা ১১০, ১১৭, ১৫৫, ১৬০
—ঘরের ট্যাক্স ৮৬
—চিকিৎসা-বিদ্যালয়, বাঙালীদের
জন্য ১৬, ১৭
চিকিৎসালয়—কুষ্ঠ ৯৯
—চক্ষুরোগ ৯৫, ৯৬
—ছকড়া গাড়ী ১৮৬
—জাহাজ-সংখ্যা ৬৩, ৬৪
—ডাকঘর ১৬৫, ১৮৫
—পাল্‌কী-বেহারা ১৮৫, ১৮৬
—বাজার ৬৯
—বিচারালয় ৮০
—বেঙ্গল ক্লাব ১৮৭
—ব্যাঙ্ক ৬৬, ৯৯
—ম্যাপ, সক্ কৃত ১৬৬
—সংবাদপত্র ২৬, ২৯, ৩০, ২৮-৩০
—সভা-সমিতি ১০-১৩
—সরিফ ১১১
—স্বাস্থ্য ৯৮, ৯৩, ৯৫
—হাসপাতাল ৯৫-৯৯
কলিকাতা ব্যাঙ্ক ৬৬
কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি ১০, ১১
কলোনাইজেশ্যন বা ভারতে ইংরেজদের
উপনিবেশ-স্থাপনের প্রস্তাব ৭৩, ৭৪
কাঙ্গালী-বিদায় ১৩৮, ১৩৯-৪২
কামপীঠ, আসাম ১৮০
কামাখ্যা ১৮০, ১৮১
কালডর—কলিকাতার সরিফ ১০৮, ১১১-১২
কালভৈরব, কাশী ১৫২
'কালাকুইস,' ইংরেজী-বাংলা ২০
কালাচাঁদ বসু ১২৫
কালীকুমার ঠাকুর ১০৭

কালীকৃষ্ণ, রাজা বাহাদুর ১২৫
কালীঘাট ১৩০, ১৪৭, ১৮৫
কালীনাথ রায় চৌধুরী, জমীদার, টাকী
—গবর্ন্মেণ্ট হাউসে নববর্ষোৎসব ১২৫
—সতীদাহ-নিবারণার্থ বেণ্টিঙ্ককে মানপত্র ১৫০
কালীপ্রসাদ ঠাকুর ১০৭
কালীপ্রসাদ দত্ত—কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি ১১
কালীবাড়ি, ঠনঠনিয়া ১৫৪
কালীয়দমন যাত্রা ৪৯, ৫০
কালীশঙ্কর ঘোষাল, ভূকৈলাস ৯
—'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ' ব্রহ্মখণ্ড প্রকাশ ২১
—রাজা-বাহাদুর উপাধিলাভ ১১৮
—হাইড ঈষ্টকে সুখ্যাতিপত্রদান ১০৭
কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ১০৭
কালীশঙ্কর রায়, নড়াইল—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬
কাশী ১৫, ২৯, ৫৩, ৫৪, ৮০, ১১৮, ১৪১, ১৭০
—প্রাচীন কথা ১৫২
—প্রিন্‌সেপ-অঙ্কিত নক্‌শা ২৫
—বিচারালয় ৮০
—লোকসংখ্যা ১৭৬-৭৮
—সংস্কৃত কলেজ ৪-৬
—হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ১৫২
কাশীকান্ত ঘোষাল, ভূকৈলাস
—হাইড ঈষ্টকে সুখ্যাতিপত্র ১০৭
—হিন্দুকলেজে অর্থদান ৯
কাশীচন্দ্র, ত্রিপুরা-রাজ ১১৮
কাশীদাসী পাঁচালি ২৪
কাশীনাথ ঘোষাল, ভূকৈলাস ৫১, ১১৩
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১৫
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭
—ধর্ম্মসভা ১৫৮
কাশীনাথ মল্লিক ৫১, ১১৭
—কৌন্সলী কারগুসনের প্রীত্যর্থে খানা ১১৪
—রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১২৮
কাশীনাথ মল্লিক, আন্দুল—মৃত্যু ১১১
কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, বালি—মৃত্যু ১১০
কাশীপুর ১৩৪-৩৫, ১৫৭
কাশী মিত্রের ঘাট ১৩৭
কাষ্টম্‌স্ হাউস (হাসিল দপ্তরখানা) ৬২, ৬৩
কাসিমবাজার ১০০, ১০২
কিশোরীমোহন গোস্বামী, খড়দহ—চতুষ্পাঠী ১৮, ২৬
কিষণচাঁদ রায়, রাজা ৪৮
কুচবিহার ১০১
কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত, দেওয়ান, জঙ্গীপুর ১২১
কুম্ভকার ১৭৫
কুম্ভমেলা, হরিদ্বার ১২৬
কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় ৯৯
কৃষ্ণকান্ত দত্ত, কৈকালা ৫০
কৃষ্ণগোবিন্দ সেন—মৃত্যু ৯৯
কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১০৮
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, নবদ্বীপাধিপতি ১৭৮
—পরিহাস ৫০
কৃষ্ণচন্দ্র সেঠ—আদ্যশ্রাদ্ধ ১৪২
কৃষ্ণনগর ৮১, ৮৫, ১২০, ১৭৮, ১৮৭
কৃষ্ণজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়
—ধর্ম্মসভার সহকারী সম্পাদক ১৫৮
কৃষ্ণপ্রসাদ সেঠ ১০৮
কৃষ্ণমোহন দত্ত ১০৮
কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ, নবদ্বীপ ১৮০
কৃষ্ণলাল দেব—বররুচি-কৃত 'পত্রকৌমুদী' ২৬
কৃষ্ণসখা ঘোষ ১১১
কেরী, উইলিয়াম—বাংলা ব্যাকরণ ২০
—শ্রীরামপুর কলেজ ৩
—শ্রীরামপুর সেভিংস ব্যাঙ্ক ৬৫
কেল্লা, পুরানো, কলিকাতা—ধ্বংসসাধন ৬২
কোচ জাতি ১৮২
কোম্পানীর কলেজ—'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' দ্রষ্টব্য
কোলব্রুক ১৪, ২১, ৭৬
'ক্যালকাটা জর্নাল' ২৯, ১১৬
ক্রুটেণ্ডেন মেকিলপ কোম্পানি ৬৭

খড়দহ ২৬

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ১৭২
খাল—আমতার নিকট ১৬৫
—উলুবেড়িয়া-মহেশডাঙ্গা ১৭৩
—উলুবেড়িয়ার বাসপাতির ১৭৩
—কুলপীর নীচে সমুদ্রপর্য্যন্ত ১৬১
—টালির ১৬২-৬৪
—চিৎপুরের উত্তর হইতে বেলেঘাটা ১৬৫
—পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পুরাতন বেলেঘাটা ১৬৬-৬৭
—ভেওটা (যশোহর) ১৭১
—ভেড়ের, ভোজপুরের নিকট ১৭০
—হরধামের ১৬২
খেলারাম মুখোপাধ্যায়—ভেওটা খাল বন্ধ ১৭২
খোসালচন্দ্র, লালা ১০৮

গঙ্গা—শান্তিপুরে পাড় ভগ্ন ১৩০
গঙ্গানারায়ণ দত্ত ১২৫
গঙ্গানারায়ণ দাস ১০৭
গঙ্গানারায়ণ সরকার, জোড়াবাগান—মৃত্যু ১১৪
গঙ্গাযাত্রী—স্থানাভাবে কষ্ট ৫২, ৯১
গঙ্গাসাগর ১০২, ১৫৩
—উপদ্বীপ ১১২, ১৬৭-১৬৯
গঞ্জ—বর্দ্ধমান ৬৮
—বৈদ্যবাটী ৬৮
গণেশ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য, বংশবাটী—মৃত্যু ১৪৬
গদাধর সেঠ, বড়বাজার—সত্রভাণ্ডার ৬৭
'গবর্ন্মেণ্ট গেজেট' ৫৪, ৬০, ৮৭, ৯৯, ১১১, ১২৩, ১২৬, ১৫০
গয়া ১২৭, ১৪২, ১৪৫
গরিফা, হালিশহর ১৪৭
গরেটির বাগান—পুরাতন নাচঘর ধ্বংসকরণ ৫১
গাজন ১৩০
গাজী-উদ্দীন হায়দর—অযোধ্যার সিংহাসনপ্রাপ্তি ১৮৪
গিরিধারীলাল, রায় ১২৫
গিলমোর কোম্পানী, সালিখা
—জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা ৬৪
গিরীশচন্দ্র রায়, নবদ্বীপাধিপতি
—পোষ্যপুত্রগ্রহণ ৯৯, ১৪৬
গীর্জ্জা ১৫৫
—কলিকাতার গড়ের মধ্যে ১৫৫
—পুরানো ১৩
—পোর্ত্তুগীজ ১১৭
—প্রধান, টাকশালের সম্মুখে ১১০, ১৬০
গুপ্তবৃন্দাবন-উদ্যান—হরিমোহন ঠাকুরের ১১৫
গুরুচরণ মল্লিক, বড়বাজার ১১
—গবর্ন্মেণ্ট হাউসে নববর্ষোৎসব ১২৫
—লর্ড বিশপের বাড়িতে সভা ১১৭
—সাহেবদের খানা ১১৬
'গুরুদক্ষিণা' ২১
গুরুপ্রসাদ বসু, শ্যামবাজার—আয়র্লণ্ডে দুর্ভিক্ষ ৫১
—বিদ্যাবিষয়ে অর্থদান ১৮, ৫৪
—রাজসম্মানলাভ ১১৯
—হাইড ঈষ্টকে সুখ্যাতিপত্র দান ১০৭
গুরুপ্রসাদ সেন ৯৯
গৃহগ্রন্থন-বিষয়ক পুস্তক—সি-কে-রবিন্‌সন ২২
গোকুল ঘোষাল, দেওয়ান, খিদিরপুর ১৬৩
গোকুলনাথ মল্লিক—ধর্ম্মসভা ১৭৫
গোপাল মল্লিক—শ্রীরামপুরের বাটি ১৪
গোপীকৃষ্ণ দেব ১০৭, ১০৮, ১১২, ১২৫
গোপীনাথ বিগ্রহ, অগ্রদ্বীপ ১৫৪
গোপীনাথ মুন্সী, টাকী—মৃত্যু ১০৯
গোপীমোহন ঠাকুর—শ্রাদ্ধ ১১৮
গোপীমোহন দেব ১১, ৫১, ১০১
—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৬৯
—গবর্ন্মেণ্ট হাউসে নববর্ষোৎসব ১২৫
—ধর্ম্মসভা ১৫৮
—মাতৃশ্রাদ্ধ ১৩৮
—লর্ড হেষ্টিংসকে প্রশংসাপত্র ১১১, ১১৩
—হাইড ঈষ্টকে সুখ্যাতিপত্র ১০৪, ১০৭
গোবর্দ্ধন মিত্র, দেওয়ান ১১৮
গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায়, উলা ১০০
গোরা-সৈন্য—অত্যাচার ৮৯

গোলকচন্দ্র দাস—হাইড ঈষ্টকে সুখ্যাতিপত্র ১০৮
গোলদীঘী, পটলডাঙ্গা ১৬৭
'গোলাধ্যায়' ২০
গোলাম হোসেন, শেখ ১০৮
গোলাম হোসেন—বৈদ্যবাটীতে গঞ্জ প্রতিষ্ঠা ৬৯
গোলোকমণি, নেড়ীকবি ৫০
গৌরবল্লভ রায়—রাজা রাজবল্লভের রাণীর পোষ্যপুত্র ১১৬
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১০৭
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭
গৌরীবেড়ে, কলিকাতা—বালিকা-বিদ্যালয় ১৩

ঘনশ্যাম দাস—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬
ঘৃত, কৃত্রিম ৭৭
ঘাট—কাশী মিত্রের ১৩৭
—নিমতলা ৯৯, ১৮১
ঘোড়দৌড়—গড়ের মাঠে ৫১, ১৮০

চট্টগ্রাম—বিচারালয় ৮০
চড়ক ৫৬, ১২৯, ১৩০
—কানপুরে ১২৯
চতুষ্পাঠী ১৬, ১৮, ৪১
চন্দননগর ১১৬, ১২৯, ১৪৩
চন্দ্রকুমার ঠাকুর—উইলসন সাহেবের চিত্র প্রতিষ্ঠা ১২৪
—পৈতৃক বিষয় লাভ ১০০
—হাইড ঈষ্টকে মানপত্র ১০৪, ১০৭
—হিন্দুকলেজের বার্ষিক পরীক্ষা ৮
চন্দ্রশেখর দাস ১০৮
চন্দ্রশেখর মিত্র ১০৭
চন্দ্রহাটী ৮২
চব্বিশ-পরগণা—বিচারালয় ৮০
চাঁদ মিস্ত্রী ৭৪
চাকদহ ৮৫
চাতরা ১৪৫
চানক (বারাকপুর) ৫০, ১৭২
—কোম্পানীর চিড়িয়াখানা ১৭৯
—ঢাকা পর্য্যন্ত নূতন রাস্তা ১৭০

চিকিৎসা-বিদ্যালয়, কোম্পানীর ১৬, ১৭
চিকিৎসালয়—কুষ্ঠ ৯৯
—চক্ষুরোগের ৯৫–৯৬
চিত্রপতি ওঝা—কোলব্রুকের, মৈথিলী পণ্ডিত ১৪
চুঁচুড়া ১০, ৫০, ৮৯, ৯৩, ১০২, ১২৯, ১৩৬, ১৫১
চুরি-ডাকাতি ৮২, ৮৩
চেনারী, চিত্রকর—হ্যারিংটন সাহেবের চিত্র ১০৯
চৈতন্যচরণ সেঠ ১০৮
চৌরমহল—জয়নগরের নিকট ১৮৬

ছকড়া গাড়ী ১৮৬
ছুতার ১৭৫

জগন্নাথক্ষেত্র—'শ্রীক্ষেত্র' দ্রষ্টব্য
—পয়েণ্ট পালময়রাস অন্তরীপে দীপগৃহ ১৭২
জগন্নাথ গর্গ, জমীদার, মহিষাদল ১০৮
জগন্নাথ দাস বসু ১০৭
জগন্নাথদেব ১৫২
জগন্নাথ বসু, ট্রেজারির খাজাঞ্চি—মৃত্যু ১০০
জগন্নাথ সিংহ, উকীল, সদর দেওয়ানী আদালত ১০৯
জগন্মোহন মল্লিক, বড়বাজার ১৩৫
জগমোহন বসু ১০৭
জগমোহন ভট্টাচার্য্য ১৬
জঙ্গলমহল ১২৯
—বিচারালয় ৮০
জনমেজয় রায়, ভাজনঘাট, শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কর্ত্তা—মৃত্যু ১১৭
জনহিতকর অনুষ্ঠান ৫১-৫৫
জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা ১৫৭-৫৮
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১০৭
জলথাই বাবত্তা, কটক ১৮২
জাতি—বিভিন্ন, নাম ১৭৫–১৭৮, ১৮১–৮৩
জানকীপ্রসাদ—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬
জাফরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
—নবাব-নাজীমদের গোরস্থান ১০৪

জাফর জঙ্গ বাহাদুর, নবাব ১২৫
জাহাঙ্গীর, মীর্জ্জা—এলাহাবাদে মৃত্যু ১০৩
জাহাজ—নির্ম্মাণের কারখানা ৬৪
—সংখ্যা ৬৩, ৬৪
জিতনলাল উকীল ১২৫
জী-সাহেবের মন্দির, পান্না ১৫৫
জুরি, সুপ্রিমকোর্ট—দেশীয় লোকের পদপ্রাপ্তি ৮৭, ৮৮
—গ্রাণ্ড ৮৮
—পেটি ৮৮
জেমিসন, ডাক্তার ১৮৬
—কোম্পানীর চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে নিয়োগ ১৭
জোন্স, স্যর উইলিয়াম ১৫
জ্বর ৯২, ৯৩, ৯৪

টাউন-হল, কলিকাতা ৮, ১০, ৫১, ৭৩, ১০৪, ১১১
টালা এণ্ড কোম্পানী, নীলামকারক ১২৩
টীকা—বসন্তের ৯৫
টোল—'চতুষ্পাঠী' দ্রষ্টব্য
ট্যাক্স—উলুবেড়ে-মহেশডাঙ্গা খালে নৌকার
দাঁড়-প্রতি ১৭৩
—কলিকাতার ঘরের ৮৬
—কলিকাতার ভূমির ৮৬
—শ্রীরামপুরে পাকা ঘরের ৮৬

ঠনঠনিয়া, কালীবাড়ি ১৫৪
ঠিকা বেহারা—নূতন আইন ১৮৫

ডাকঘর, কলিকাতা ১৬৫, ১৮৫
ডাক-বেহারা ১৮৪
ডাকাতি ৮৩
ডানকান্—কাশী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ৪
ডুয়েল ১৮৬
ডেবিডসন এণ্ড কোং ৬৭

ঢাকা ৭৯, ১১০, ১১৬, ১৭১
—ওলাউঠা ৯৩
ঢাকা (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—জ্বর ৯৪
—বিচারালয় ৮০
ঢাকা-জালালপুর—বিচারালয় ৮০

তন্তুবায় ১৭৫
তপোবন, বাঁকুড়ার পূর্ব্বে দারুকেশ্বর নদীতীরে
—রঘুনাথদেবের রথ ১২৯
তমলুক ১৭৩
তলবার জঙ্গ বাহাদুর ১২৫
তারকেশ্বর—মন্তরামগিরির ফাঁসী ১৫৫
—মন্তরামগিরির লাম্পট্য ১৫৪
তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ১০৭
তারাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭
তারাচাঁদ ঘোষ, খিদিরপুর ১৬৩
তারাচাঁদ বসু ১০৭
তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ ১০৭
তারিণীচরণ মিত্র ১০৪, ১০৭
তারিণীচরণ শর্ম্মা—'তিথিকর্ম্মপ্রকাশ' ২৩
'তিথিকর্ম্মপ্রকাশ'—তারিণীচরণ শর্ম্মা ২৩
তিলকচন্দ্র ৬৬
তুলা ৫৫, ৫৬, ১৬৮
তেজচন্দ্র বাহাদুর, বৰ্দ্ধমানের মহারাজা
—পুত্রবধূদের সহিত মোকদ্দমা ১০২
—পুত্রবিয়োগ ১০২
—বক্কেশ্বরী নদীর উপর পাকা পুল নির্ম্মাণ ৬৮
—রাধাগঞ্জ নামক গঞ্জ স্থাপন ৬৮
তৈলঙ্গ ব্যাকরণ, ইংরেজী-সমেত ২১
ত্রিপুরা ১০১, ১১৮
—জমীদার প্রতাপনারায়ণ দাসের মৃত্যু ৮৪-৮৫
—বিচারালয় ৮০
ত্রিবেণী ৮২, ১২৮

থাক্স জাতি ১৮৩
থিয়েটার মেকানিক ৫১

দক্ষিণেশ্বর ১৫৭
দয়াচন্দ্র ৬৬
দয়ামণি, নেড়ীকবি ৫০
দরবার ১১৮, ১১৯
দরবেশ-আলী ১০৮
দানসাগর ১৩৯, ১৪০
দাস-ব্যবসায় ৭৬
'দিগ্দর্শন' ২০
দিনাজপুর—বিচারালয় ৮০
দীপগৃহ, জগন্নাথক্ষেত্র ১৭২
দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী ১০৭
দুর্গাচরণ দত্ত—তত্ত্বাবধায়ক, স্কুল-সোসাইটি ১১
দুর্গোৎসব ৪৯, ১২৯, ১৮০
দুর্ভিক্ষ—মান্দ্রাজে ৫২
—আয়ার্লণ্ডে ৫১
দেবগ্রাম, চাকদহের নিকট ১৭৪
দেবল ব্রাহ্মণ ১৫২
দেবনাথ রায়—কুচবিহার-রাজের উকীল ১০১
দোলযাত্রা—শ্রীক্ষেত্রে ১৫৩
—শ্রীরামপুরে ১২৯
দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া—মৃত্যু ১২১
দ্বারকানাথ ঠাকুর—উইলসন সাহেবের চিত্র প্রতিষ্ঠা ১২৪
—এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যপদ ১২৩
—গবর্ন্মেণ্ট হাউসে নাচ ও খানা ১২৫
—টাউন-হলে সভা ৭৩
—'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রে সুপ্রীমকোর্টের উকীল ওয়াইট সাহেবের মানহানি ৯০
—সতীদাহ-নিবারণার্থ বেণ্টীঙ্ককে মানপত্র ১৫০
—হাইড ঈষ্টকে সুখ্যাতিপত্রদান ১০৭
দ্বারকাপুরী—ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকার ১৫৩

ধর্ম্ম ১২৬–১৬০
ধর্ম্মকৃত্য ১২৬-১৫১
ধর্ম্মব্যবস্থা ১৫১, ১৫২
ধর্ম্মসভা ৪৯, ১৫৬-৫৮
ধর্ম্মস্থান ১৫২-১৫৬

নক্শা—কলিকাতার, মেজর সক্ কৃত ১৬৬
—কাশীর ২২
—খাজরী হইতে কানপুর পর্য্যন্ত গঙ্গানদীর ২২
—ভারতবর্ষের তাবৎ রাস্তার ২২
নন্দলাল ঠাকুর ১২৫
নবকুমার ঠাকুর ১০৭
নবকৃষ্ণ সিংহ ১০৮
—ধর্ম্মসভা ১৫৮
নবদ্বীপ ২৫,৫০,৮০,৯২,৯৯,১২০,১৩৬,১৪০,১৪১,১৮০
নবীনকৃষ্ণ সিংহ—কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি ১১
নবীনচন্দ্র ঘোষ ১০৪
নবীনচন্দ্র বসু—ধর্ম্মসভা ১৫৭
নরবলি ১৪৭
নলদময়ন্তী যাত্রা ১১১
নসরৎজঙ্গ, ঢাকার বড় নবাব—মৃত্যু ১১০
নাগরী—প্রথম সংবাদপত্র 'উদন্তমার্ত্তণ্ড' ২৯
নাচগান ১০২, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১২১, ১২৫, ১২৯, ১৩১, ১৩৪
নাচঘর, গরেটির বাগান ৫১
নায়ক সিংহ—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬
নারায়ণ নায়ক পিতড়ি—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬
নারায়ণ শাস্ত্রী—কলিকাতায় অতিথিশালা-নির্ম্মাণ ৫৩
'নিউগাইড' ২৫
নিমাইচরণ মল্লিক ১২২
নীল ৬০–৬২, ৭৩, ১১৫, ১২০
নীলকমল মজুমদার ১০৭
নীলমণি দে ১০৮
নীলমণি সিংহ ১০৮
নীলরত্ন হালদার—'পরমায়ুঃ প্রকাশ' ২৩
—প্রচলিত দৃষ্টান্ত-সংগ্রহ প্রকাশ ২৪
—'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রে উকীল ওয়াইট সাহেবের মানহানি ৯০
—হাইড ঈষ্টকে সুখ্যাতিপত্রদান ১০৭

নৃসিংহচন্দ্র রায়—ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ট্রাষ্টি-পদ ত্যাগ ৬৬
—গবর্মেণ্ট হাউসে নাচ ও খানা ১২৫
—রাজা-বাহাদুর খেতাব লাভ ১১৯
—শিক্ষাবিস্তারে অর্থদান ৫৪
নেওয়ার জাতি ১৮২
নেটিব হস্‌পিটাল, চাঁদনী, ধর্ম্মতলা ১৭, ৯৬-৯৯
নেড়াকবি ৫০
নৈতিক অবস্থা ৩১-৪৯

পঞ্জাবী ব্যাকরণ, ইংরেজী-সমেত ২০
'পঞ্জিকা' ২৫
পটলডাঙ্গা স্কুল ১১
'পত্রকৌমুদী' ২৬
পণ্ডিতদের কথা ১৪-১৬
পয়সা, নূতন ৭৯
পয়েণ্ট পালময়রাস অন্তরীপ—দীপগৃহ ১৭২
পাঁচালি—কাশীদাসী ২৪
পাটনা—বিচারালয় ৮০
পানিহাটি ১৩৯, ১৫৭
পামার কোম্পানী ৬৬, ১১৪
পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭
পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সং ৫০
পাল্কী-বেহারা—নূতন আইন ১৮৫
পীতাম্বর ঘোষ, মীরজাপুর ৪৯, ১০৮
পুরাণ—'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত,' ব্রহ্মখণ্ড ২১
পূজাপার্ব্বণ ১২৬-১৩০
পূর্ণিয়া—বিচারালয় ৮০
পেরেরা, এফ—হাইড ঈষ্টকে সুখ্যাতিপত্র ১০৮
পেয়ারীকুমারী, মহারাণী, বর্দ্ধমান—শ্বশুর
তেজচন্দ্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ১০২
প্রতাপচন্দ্র রায়, মহারাজ, বর্দ্ধমান—মৃত্যু ১০২
প্রতাপনারায়ণ দাস, জমীদার, ত্রিপুরা—মৃত্যু ৮৪
প্রয়াগ—মাঘমেলা ১২৭
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১১, ১০৭, ১২৩, ১২৫
—উইলসন সাহেবের চিত্র প্রতিষ্ঠা ১২৪
—টাউন-হলে সভা ৭৩
—সতীদাহ-নিবারণার্থ বেণ্টীঙ্ককে মানপত্র ১৫০
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ১০৮
প্রাণকৃষ্ণ লাহা, চুঁচুড়া—লটারিতে অর্থপ্রাপ্তি ১৬১
প্রাণকৃষ্ণ শেঠ ১০৮
প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, জোড়াসাঁকো—মৃত্যু ১১৭
প্রাণকৃষ্ণ হালদার, চুঁচুড়া—তালুক নীলাম ১২৩
—দুর্গোৎসব ১২৯
প্রাণনাথ চৌধুরী, কাশীপুর—ধর্ম্মসভা ১৫৭, ১৫৮
প্রিন্‌সেপ—কাশীর নক্‌শা ২২

ফকিরচন্দ্র বসু, সিমলা—মৃত্যু ১৪৭
ফরাসডাঙ্গা ৪৮
ফার্গুসন, কৌন্সলি—বিলাতগমন ১১৪, ১১৫
ফাঁসী—তারকেশ্বর-মোহান্ত মন্তরামগিরির ১১৫
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৪, ৮০
ফোর্ট উইলিয়াম—প্রাসি গেট ১৬৫

বংশবাটী—'বাঁশবেড়িয়া' দ্রষ্টব্য
বক্রেশ্বর তীর্থ ১৫৪
বটেলো, জোহানা—১২০ বৎসরে মৃত্যু ১১৩
'বত্রিশ সিংহাসন' ২০
বনওয়ারিগোবিন্দ বাহাদুর, মহারাজ—ধর্ম্মসভা ১৫৮
বর্দ্ধমান ৪৮, ৯৫, ১০১, ১৪৪, ১৬৫
—গঞ্জ ৬৮
—বঙ্কেশ্বরী নদীর উপরে সেতু ৬৮
—বিচারস্থান ৮০
—বিভিন্ন জাতি ১৭৫
—মহারাজ তেজচন্দ্র ১২১, ৬৮
—মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু ১০২
—মহারাণী আনন্দকুমারী ও পেয়ারীকুমারী ১০২
—লোকসংখ্যা ১৭৫
বর্ম্মা ব্যাকরণ, ইংরেজী-সমেত ২১
বলাগড় ১২৬
বস্ত্র—বিদেশী, কলিকাতায় আমদানী ৫৮
বসন্ত রোগ ৯৫
বহরমপুর ১০৩
বাকিংহাম, সিল্ক, 'ক্যালকাটা জর্নাল'-সম্পাদক
—পিস্তল লড়াই ১৮৬

বাঁকুড়া ১২৯
বাখরগঞ্জ—বিচারালয় ৮০
বাগরি জাতি, মাড়োয়ার ১৮১
বাজার-দর ৬২
বাজার-হাট—'হাটবাজার' দ্রষ্টব্য
বাণিজ্য—ব্রহ্মদেশীয় ৬০
—ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের ৫৯-৬০
বাবুরাম স্বামী—কলিকাতায় অতিশালা-নির্ম্মাণ ৫৩
বারাণসী—'কাশী' দ্রষ্টব্য
বারুণী—মহা ১৪৩
—মহামহা ৯২, ১২৭, ১২৮
বারোয়ারী পূজা ১২৬, ১২৭
বালি ১১০
বালিকা-বিদ্যালয়, গৌরীবেড়ে
—হিন্দু-মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ১৩
বাঁশবেড়িয়া ১৫, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬
বিকেডী, মেজর—মৃত্যু ১১০
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—কাশীনাথ মল্লিক কর্ত্তৃক ১২৮
—ছাতুবাবুর কাশীতে ১৪১
—মতিলাল মল্লিক কর্ত্তৃক ১২৮
বিচারালয় ৭৯, ৮০
বিজয়কৃষ্ণ সেঠ—সঞ্চয়ভাণ্ডার ৬৭
বিনায়ক রাও পেশোয়া—গয়ায় শ্রাদ্ধ ১৪২
বিবাহ ১৩১-১৩৬
'বিল্বমঙ্গল,' সংস্কৃত ২১
বিশ্বনাথ দেব—ছাপাখানা, শোভাবাজার ২৬
বিশ্বনাথ বাবু ১০৭
বিশ্বনাথ ভট্ট—কলিকাতায় অতিথিশালা ৫৩
বিশ্বনাথ মতিলাল ১২৪
বিশ্বনাথ রায় ১০৭
বিশ্বম্ভর পানি ১১৭
বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী—কলিকাতায় অতিথিশালা ৫৩
বিষ্ণুকুমারী, বর্দ্ধমানের মহারাণী ১০২
বিষ্ণুচরণ মল্লিক ১০৪
বিষ্ণুলাল চৌবে ১০৮
বীচি, চিত্রকর—উইলসন সাহেবের চিত্র ১২৪
বীরনগর (উলা) ১৮৭
বীরভূম—বিচারালয় ৮০
বৃন্দাবন দাস—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬
'বেঙ্গল ক্রনিক্যাল' ৩০
বেঙ্গল ক্লাব ১৮৭
'বেঙ্গল হরকরা' ৮৭, ৮৮
'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৯০
বেণ্টীঙ্ক, লর্ড উইলিয়াম ১২৫, ১৪৮, ১৬৫
বেরা-ভাসান ১৫১
বেরেলি—বিচারালয় ৮০
বৈদ্যনাথ দাস—ধর্ম্মসভা ১৫৮
বৈদ্যনাথ পণ্ডিত ১০৭
বৈদ্যনাথ বসাক ১২৫
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১০৪, ১০৭
বৈদ্যনাথ রায়, রাজা ১৬৪
—রাজদরবারে খেলাৎ-প্রাপ্তি ১১৮
—শিক্ষাবিস্তারে দান ৫৪, ১১৯
—সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় দান ১৩, ১৪
বৈদ্যবাটী ৬৮, ১২৭, ১২৮
বৈষ্ণবদাস মল্লিক ৫১, ১০৮, ১১১, ১২৫
—ধর্ম্মসভা ১৫৭
—ধর্ম্মসভার ধনরক্ষক-পদ ত্যাগ ১৫৮
ব্যঙ্গচিত্র—বাবুর উপাখ্যান ৩০-৩৭
—বৃদ্ধের বিবাহ ৩৮-৩৯
—বৈদ্যসম্বাদ ৪২-৪৫
—বৈষ্ণব ৪৫
—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ৩৯-৪১
—সৌখীন বাবু ৩৭-৩৮
ব্যবসা-বাণিজ্য ৫৫-৭৯
—আমদানী দ্রব্য ৫৮-৬০
—কল, সুজির ও ধানভানা ৭৬-৭৭
—কৃত্রিম ঘৃতের ৭৭
—চা, চীনদেশীয় ৬১
—চাল ৫৯, ৬২, ৬৩
—তুলা ৫৫-৫৬, ৬১-৬২
—দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় ৭৬

ব্যবসা-বাণিজ্য (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—নীল ৬০—৬২
—নৌকায় ৭৪
—বাজার ভাও ৬২
—বিলাতী বস্ত্র ৫৮-৬০
—ব্যাঙ্ক ৬৪-৬৭, ৯৯
—ব্রহ্মদেশের আমদানী-রপ্তানী ৬০-৬১
—লবণ ৭০-৭৩
—শিল্পকর্ম্ম ৭৪
—হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে ৭৩
ব্যাকরণ—কর্ণাট ২১
—তৈলঙ্গ ২১
—পঞ্জাবী ২১
—বর্ম্মী ২১
—বাংলা ২১
ব্যাঙ্ক—অফ বেঙ্গল ৯৯
—ইউনিয়ন ৬৬
—কলিকাতা ৬৬
—সেভিংস, শ্রীরামপুর ৬৪
—হিন্দুস্থান ৯৯
ব্যারেটো, জোসেফ—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৬৮
—মৃত্যু ১১৭
ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য, বংশবাটী ১৫
ব্রজমোহন সেন—পেটি জুরির পদলাভ ৮৮
'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ', ব্রহ্মখণ্ড,—শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বাংলায় রচিত ২১
ভবানীপুর ইংরেজী স্কুল ১৮
ভবানীপ্রসাদ ঘোষ—ধর্ম্মসভা ১৫৭
ভবানীশঙ্কর রাও, হোলকারের বক্শী —বিবাহ ১৩২
ভাগলপুর—বিচারালয় ৮০
ভাষা—ইংরেজীর চর্চ্চা ১২৩
—নেওয়ারী ৮০
—নেপালী ৮০
—ফার্সীর চর্চ্চা ১২৩
—বিভিন্ন, সংখ্যা ১৯
—সংস্কৃতের চর্চ্চা ১২৩
ভুবনমোহন দেব ১০৭
ভুবনমোহন বসাক—সঞ্চয়ভাণ্ডার ৬৭
ভুবনমোহন সেন ৯৯
ভূমিকম্প ১৮৪, ১৮৮-১৯০
—আহমদাবাদে ১৮৮
—কচ্ছদেশে ১৮৯, ১৯০
—গুজরাটে ১৮৯
—চট্টগ্রামে ১৯০
—পোরবন্দরে ১৮৯
ভূমির খাজনা ৮৬
ভেলা-ভাসান পর্ব্ব, মুর্শিদাবাদ ১৫১
ভোজবিদ্যা ১৮৭
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পানিহাটি —আদ্যশ্রাদ্ধ ১৩৯
ভোলানাথ মিত্র ১০৮

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ২৬
ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা ১৫৮
ভগবতীচরণ মিত্র ১০৭
ভগবানগোলা ৫৮
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক—গবর্ন্মেণ্ট হাউসে নাচ ও খানা ১২৫
—ধর্ম্মসভার সম্পাদক ১৫৭
—ভবানীপুরে ধর্ম্মসভা ১৫৭
মতিলাল বাবু ১০৭
মতিলাল মল্লিক, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা —বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১২৮
মথুরানাথ মল্লিক—হাবড়া হাসপাতালের সেক্রেটরী-পদ ৫৫
মথুরামোহন সেন, জোড়াবাগান ১০০, ১১৪
মদনমোহন বসু ১০৭
মদনমোহন মল্লিক ১০৮

মদনমোহন শেঠ ১০৮
মদনমোহন সেন ৯৯, ১৪৭
মধুগয়া ১২৭
মধুসূদন সান্যাল—ধর্ম্মসভা ১৫৭
—সম্পত্তি নীলাম ১২০
ময়মনসিংহ—বিচারালয় ৮০
মস্তরামগিরি, তারকেশ্বরের মোহান্ত—ফাঁসী ১৫৫
মহরম ৯০, ১৫০, ১৫১
মহাজন—ঋণদান ৭৮
মহানন্দ দত্ত, জমীদার, জঙ্গীপুর ১২১
মহিষাদল ১০৯
মহেন্দ্রনারায়ণ দেব ১০৭
মাদ্রাসা, বহুবাজার ৫৪, ১৫৫
মার্টিন, আর. এম.—সম্পাদক, 'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৯০
মার্শম্যান, জন—শ্রীরামপুর সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ৬৫
মার্শম্যান, জোশুয়া—শ্রীরামপুর সেভিংস ব্যাঙ্ক ৬৫
মালদহ—বিচারালয় ৮০
মালিয়াদহ, দেবগ্রাম ১৭৪
মাহেশ—স্নানযাত্রা ৩৭
মিড্‌লটন, টমাস ফ্যান-শ, লর্ড বিশপ—মৃত্যু ১১০
মীর্জা জাহাঙ্গীর—এলাহাবাদে মৃত্যু ১০১
মীর্জাপুর—বিচারালয় ৮০
মুকুন্দবল্লভ রায়, রাজা ১১৬
মুকুন্দলাল—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৫
'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ'—বাংলা তর্জ্জমা ২৫
মুঙ্গের—বিচারালয় ৮০
মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রস্তাব ৩০
মুর্শিদাবাদ ৭৯, ৮৬, ৯৪, ১০১, ১০৪
—গঙ্গাতীরের রাস্তা ১৭২
—নবাব ১০৩, ১৫১
—বিচারালয় ৮০
—বেরা-ভাসান ১৫১
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—কাশীযাত্রা ১৪
মেটকাফ, স্যর চার্লস—জানবাজারে নূতন বাজারের অংশী ৬৯
মেডিক্যাল ও ফিজিক্যাল সোসাইটি, কলিকাতা ১৩
মেদিনীপুর ১৭৩
—ওলাউঠা ৯২
—বিচারালয় ৮০
মেলা—হরিদ্বারে কুম্ভমেলা ১২৬
—প্রয়াগে মাঘমেলা ১২৭
মৈথিলী-বিবাহ ১৩৫
মোবারক আলী খাঁ, নবাব, মুর্শিদাবাদ ৮৫
মোহিনীমোহন ঠাকুর—মৃত্যু ১০০
ম্যাকিণ্টস ফুলটন কোম্পানী ১০৮
ম্যাকেঞ্জী, কর্নেল ১০৩
ম্যাপ—'নকশা' দ্রষ্টব্য

যশোহর ১১৫, ১৭১
—ওলাউঠা ৯১, ৯২
—বিচারালয় ৮০
যসি ব্রাহ্মণ, নেপাল ১৮৩
যাত্রা—কালীয়দমন ৪৯, ৫০
—নলদময়ন্তী ১১১
যুগল আঢ্য—বান্ধাঘাট, শ্রীরামপুর ৯১
যুগলকিশোর সুকুল—'উদন্ত মার্ত্তণ্ড'-সম্পাদক ২৯

য়্যাডাম—'এ্যাডাম' দ্রষ্টব্য

রংপুর—বিচারালয় ৮০
রঘুনাথ চন্দ্র ১০৮
রঘুরাম গোস্বামী, শ্রীরামপুর ৫১
—কলিকাতা ব্যাঙ্কের অংশী ৬৬
রঘুনাথদেবের রথ—তপোবন, বাঁকুড়ার পূর্ব্বে ১২৯
রত্নমণি, নেড়ীকবি ৫০
রথ—রঘুনাথদেবের, তপোবন, বাঁকুড়ার পূর্ব্বে ১২৯
—শ্রীক্ষেত্রে ১৫৩, ১৮৫
রবিন্‌সন, সি-কে, ছোট আদালতের জজ
—গৃহগ্রন্থন-বিষয়ক গ্রন্থ ৪২

রবিসন, ডাক্তার—মৃত্যু ৯৯
রমজান ওস্তাগর—দরজীর কর্ম্ম ৭৪
রসময় দত্ত ৫১, ১০৭, ১২৫
—ডেবিডসন কোম্পানীর ট্রাষ্টি ৬৭
রাঘবরাম গোস্বামী, শ্রীরামপুর—দোল ১২৯
—পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ১৪০
—মাতৃশ্রাদ্ধ ১৪০
রাজকৃষ্ণ চৌধুরী—গবর্ন্মেণ্ট হাউসে নাচ ও খানা ১২৫
—ধর্ম্মসভা ১৫৮
রাজকৃষ্ণ (দেব) বাহাদুর, মহারাজ ৫১, ১০৭, ১১১
রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কার, বেলগড়ে মালিপোঁতা—মৃত্যু ১১৬
রাজচন্দ্র মিত্র, বাগবাজার ১১৪
রাজচন্দ্র রায়—ব্যাঙ্ক ৬৬
রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১০৭
রাজনারায়ণ রায়, মহারাজ, জোড়াসাঁকো
—পিতৃশ্রাদ্ধ ১৪০
—ধর্ম্মসভা ১৫৭
—রাজদরবারে খেলাৎ-প্রাপ্তি ১১৯
রাজনারায়ণ সেন ৫১, ১০৮
রাজবল্লভ রায়, মহারাজ ১১৬
রাজশাহী—বিচারালয় ৮০
'রাজাবলী' ২০
রাজেন্দ্র মিত্র—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৫
রাধাকান্ত দেব, রাজা ৮, ১১, ১২৫
—উইলসন সাহেবের চিত্র প্রতিষ্ঠা ১২৪
—দৌহিত্রীর বিবাহ ১৩৪
—রাজমর্য্যাদালাভ ১০১
—লর্ড বিশপের বাড়ি সভা ১১৭
—লর্ড হেষ্টিংসকে মানপত্র ১১২
—সাগর আইলাণ্ড সোসাইটির কর্ম্মকর্ত্তা ১৬৯
—হাইড ঈষ্টকে মানপত্র ১০৪, ১০৫, ১০৭
রাধাকান্ত মজুমদার—কলিকাতায় অতিথিশালা ৫৩
রাধাকৃষ্ণ—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৫
রাধাকৃষ্ণ মিত্র ৬৬, ১৭০
রাধানগর ১৭৩
রাধামাধব জীউ, শ্রীরামপুর ১২৯
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৮, ৬৬, ১০৪, ১০৭, ১২৫
—লর্ড হেষ্টিংসকে মানপত্র ১১১-১১৩
রাধামোহন চৌধুরী ১০০
রাধামোহন সেন ৯৯
রামকমল সেন ১২৩, ১২৫
—উইলসন সাহেবের চিত্র প্রতিষ্ঠা ১২৪
—লর্ড হেষ্টিংসকে মানপত্রদান ১১২, ১১৩
—হাইড ঈষ্টকে মানপত্রদান ১০৪, ১০৭
রামকানাই মল্লিক—মৃত্যু ১২১
রামকান্ত চক্রবর্ত্তী ১০৭
রামকৃষ্ণ দে ১০৭
রামগড়—বিচারালয় ৮০
রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭, ১২৫
রামগোপাল মল্লিক ৫১, ১০৮, ১২৫
—ধর্ম্মসভা ১৫৮
—পুত্রের বিবাহ ১৩১
—মেছুয়াবাজারে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ১২০
—হাইড ঈষ্ট সাহেবকে মানপত্রদান ১০৪
রামচন্দ্র ঘোষ—স্কুল-সোসাইটির তত্ত্বাবধায়ক ১১
—হাইড ঈষ্ট সাহেবকে মানপত্র ১০৮
রামচন্দ্র দাস—ডেবিডসন কোম্পানীর ট্রাষ্টি ৬৭
রামচন্দ্র দে, শ্রীরামপুর—শ্রাদ্ধ ১৪০
রামচন্দ্র বিশ্বাস ১০৮
রামচন্দ্র রায়, মহারাজ ৫১, ১০৮, ১১৯
—শ্রাদ্ধ ১৪০
রামচাঁদ—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬
রামজয় তর্কালঙ্কার ১০৭
রামতনু ঘোষ—বাড়ুই মিস্ত্রীর কর্ম্ম ৭৪
রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭
রামতনু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য,
সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ১৬
রামতনু সরস্বতী ভট্টাচার্য্য ১৬
রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চানন ১০৭
রামদুলাল চূড়ামণি, হাতিবাগান ১৪
রামদুলাল দে (সরকার) ৫১
—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে বসতির উদ্যোগ ১৬৮

রামদুলাল দে (সরকার)—পূর্ব্বানুবৃত্তি
—শ্রাদ্ধ ৪৮, ১৪১
—হাইড ঈষ্ট সাহেবকে মানপত্রদান ১০৪, ১০৭
রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরা-রাজ্যের উকীল ১০১, ১১৮
রামধন বাচস্পতি, চাতরা—মৃত্যু ১৪৫
রামনবমী ৫৬
রামনারায়ণ রায়, কাশীপুর ১৩৪
রামনাথ বসাক—উইলসন সাহেবের চিত্র প্রতিষ্ঠা ১২৪
রামমোহন মল্লিক—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৫২
রামমোহন রায়—'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৯০
—সতীদাহ-নিবারণার্থ লর্ড উইলিয়াম বেণ্টীঙ্ককে মানপত্রদান ১৪৮-১৫০
রামরত্ন মল্লিক ৫১
—লর্ড হেষ্টিংসকে মানপত্রদান ১১১, ১১৩
রামরত্ন রায়—ধর্ম্মসভা ১৫৮
রামলোচন, রাজা ১৬৫
রামসেবক মল্লিক, আন্দুল ১১১
রামসুন্দর ঘটক, কাঁচড়াপাড়া—মৃত্যু ১২০
রামস্বামী—ভোজবিদ্যা ১৮৭
রামস্বামী—মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ ৫২
'রামায়ণ,' ইংরেজী-সমেত ২০
রায়ভন হামিরমল—ব্যাঙ্ক ৬৬
রাস্তাঘাট ১৬১-১৭৪
—আরদালীবাজার, চানক হইতে ঢাকা ১৭০
—কলাগাছী হইতে গঙ্গাসাগর ১৬৯
—কলিকাতা গঙ্গার ধার ১৬৩, ১৬৪
—কলিকাতা হইতে বজবজ ১৬৫
—খিদিরপুর জাহাজের র‍্যাডি হইতে গঙ্গাতীরে গার্ডেনরীচ ১৬৩
—টিটাগড় হইতে সুখচর ১৭২
—ডাকের, খাজুরী হইতে ১৬৯
—ধর্ম্মতলা হইতে বহুবাজার ১৬২
—বহরমপুর হইতে লালবাগ ১৭২
—মেদিনীপুর-নাগপুর-কানপুর ১৭০
রূপচরণ রায় ৫১, ১০৮
রূপনারায়ণ বসাক—সঞ্চয়-ভাণ্ডার ৬৭
রূপনারায়ণ সেন—মৃত্যু ১১৪
রূপলাল মল্লিক ৫১, ১২৫
—রাজদরবারে খেলাৎ-প্রাপ্তি ১১৯

লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ১০৭
লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার—বাংলায় পুরাণ প্রকাশ ২৪
লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১২৪, ১২৫
লটারি ৬৭, ১৬১
—কমিটি ১৩৮
লবণের কথা ৭০-৭৩
লর্ড বিশপ, কলিকাতা ১৪, ১১০, ১১৫, ১১৭, ১৬০
লাডলীমোহন ঠাকুর ৫১, ১০০, ১২৫
—লর্ড বিশপকে 'গুপ্তবৃন্দাবন'-উদ্যান দেখান ১১৫
—লর্ড হেষ্টিংসকে মানপত্রদান ১১১
—হাইড ঈষ্ট সাহেবকে মানপত্রদান ১০৭
লালচাঁদ বসু—লর্ড বিশপের বাড়ি সভা ১১৭
লালমোহন চৌধুরী ১০০
লালমোহন পাল, চুঁচুড়া—লটারিতে অর্থপ্রাপ্তি ১৬১
লালমোহন সেন ৯৯
লোকনাথ রায়, রাজা ১০১

শবদাহ—কাশী মিত্রের ঘাট ১৩৭
—ক্লেশ ১৩৭
—নিমতলার ঘাট ৯৯
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা ১৫৮
শম্ভুচন্দ্র রায়, রাজা, কৃষ্ণনগর ১৭৮
শাসন ৭৯-৯০
শান্তিপুর ৭৫, ১২৬, ১৯০
'শাস্ত্রসর্ব্বস্ব' ২৩
শাহ্ আজমল, দিল্লীর প্রধান মৌলবী ১০৩
শিক্ষা ৩-১৮

শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭
শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা ১৩, ১২৫
শিবচন্দ্র ঠাকুর, হিন্দুকলেজের ছাত্র
—হাইড ঈষ্টকে প্রশংসাপত্রদান ১০৫
শিবচন্দ্র দাস—এশিয়াটিক সোসাইটি ১২৩
—কলিকাতায় অতিথিশালা ৫৩
—ধর্ম্মসভা ১৫৮
শিবচন্দ্র রায়, রাজা, জোড়াসাঁকো
—কর্ম্মনাশা নদীতে রজ্জুময় সাঁকো ১৭০, ১৭১
—রাজদরবারে খেতাব-লাভ ১১৯
—শিক্ষাবিস্তারে দান ৫৪
শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী—সং ০৫
শিবচন্দ্র বসু, একশেচঞ্জ-ঘরের কর্ম্মচারী—মৃত্যু ১০০
শিবচন্দ্র বসু—ধর্ম্মসভা ১৫৭
শিবচন্দ্র সরকার ৮, ১২৫
শিবনারায়ণ ঘোষ—ধর্ম্মসভা ১৫৮
শিবনারায়ণ সিংহ—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৫
শিবপ্রসাদ সেন ৯৯, ১০০
শিব মিস্ত্রী—স্বর্ণকারের কর্ম্ম ৭৪
শিব রাও ১০৭
শিবেশনি—উলার প্রসিদ্ধ দস্যু ১৮৭
শিরাজ-উদ্দীন আলী খাঁ ১০৮
শিল্প-বিদ্যালয় ১৭
শোমারপীঠ, আসাম ১৮০
শ্যামলাল ঠাকুর ১১৭
শ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্বস্থলী—মৃত্যু ১৪৪
শ্রাদ্ধ ১৩৮-১৪২
—কৃষ্ণচন্দ্র সেঠের ১৪২
—গোপীমোহন ঠাকুরের ১৩৮
—গোপীমোহন দেবের মাতার ১৩৮
—ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৩৯
—মহারাজ রামচন্দ্র রায়ের
—রাঘবরাম গোস্বামীর পিতার একোদ্দিষ্ট ১৪০
— —মাতার ১৪০
—রামচন্দ্র রায়ের ১৪০
—রামদুলাল সরকারের ১৪১
শ্রীক্ষেত্র ৯২, ১৪৬, ১৫৩, ১৮৫
শ্রীদাম, যাত্রাওয়ালা ৪৮, ৪৯
—মৃত্যু ৫০
শ্রীরামপুর ৩, ৪, ১০, ১৪, ১৫, ২৭, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১, ১১০, ১১৭, ১২৯, ১৩৫, ১৪০, ১৪৫
—কলেজ ৩, ৪, ২৫
—গোপাল মল্লিকের বাটী ১৪
—পাকা ঘরের উপর ট্যাক্স ৮৬
—মিশন ছাপাখানা ২৫, ২৮, ১৭৫
—মিশন হাউস ১৫
—যুগল আঢ্যের বাঁধাঘাট ৯১
—সেভিংস ব্যাঙ্ক ৬৪
শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য—সুখ্যাতি-পত্রপ্রাপ্তি ১৬
শ্রীশচন্দ্র রায়, নবদ্বীপ—চূড়াকরণ ১৩৬
শ্রীহট্ট—বিচারালয় ৮০

ষ্টানহোপ, কর্ণেল ৭৬
—বাংলায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রস্তাব ৩০
ষ্টুয়ার্ট, জেনরল, (হিন্দু ষ্টুয়ার্ট)—মৃত্যু ১২২
ষ্ট্যাম্প আইন ৮৭

সং, চুঁচুড়া ৫০
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা ৬-৮, ২৪, ৫৪, ৮৭
—বৈদ্যকের বা আয়ুর্ব্বেদের ঘর ৭
সংস্কৃত কলেজ, কাশী ৪
—বৈদ্যকের ঘর ৪
সক্, মেজর—কলিকাতার নকশা ১৬৬
সঞ্চয়-ভাণ্ডার ৬৭, ৬৮
সতীদাহ ১৪৩-১৫০
—রাজাজ্ঞা ৮৩-৮৪
—লর্ড হেষ্টিংসের নিরপেক্ষতা ১১৩
সত্যকিঙ্কর ঘোষাল ১২৫
'সদগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস', ২য় ভাগ ২৬
সদর দেওয়ানী আদালত ১৬, ১০০, ১০৯
সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ১৫৯
সপ্তগ্রাম ১৭৩

সভা ৫২, ১১৭, ১৬৪
—টাউন-হলে ৫১, ৭৩, ১০৪, ১১১-১২
সভা-সমিতি ১০-১৩, ১৫৬-১৫৮
'সমাচার চন্দ্রিকা' ২৬, ৬৮, ৭০, ৭৮, ১০২, ১৩৭, ১৫১, ১৫৬-৫৭
'সমাচার দর্পণ' ২০, ২৭, ১০৫, ১০৮
সমাজ ৩১-১২৫
'সম্বাদ কৌমুদী' ২৬, ৪৯
'সম্বাদ তিমিরনাশক' ৩০
সম্ভ্রান্ত লোক ৯৯-১২৫
সরকীস সাহেব ১২২
সরস্বতী নদী—লৌহ সেতু ১৭৩
সহমরণ—'সতীদাহ' দ্রষ্টব্য
—পুস্তক ১৮৩
'সাংখ্যসূত্র,' কপিলদেব কৃত, নাগরী অক্ষরে ২১
সাঁকো—'সেতু' দ্রষ্টব্য
সাঁতার—অষ্টাদশবর্ষীয়া স্ত্রীলোকের গঙ্গাপার ১৮৭
সামাজিক চিত্র—'ব্যঙ্গচিত্র' দ্রষ্টব্য
সাহিত্য ১৯-৩০
সিংহবাহিনী—স্বরূপচন্দ্র মল্লিকের বাটী ৫৪
সিন্ধিয়া, দৌলৎ রাও—মৃত্যু ১২১
সীতাচরণ ঘোষাল ১১৮
সীতারাম ঘোষ, মীর্জাপুর, কলিকাতা ৪৯
সীতানাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বাঁশাইনপাড়া ১৬
সীতানাথ বসু ১০৭
সীতারাম শাস্ত্রী—কলিকাতায় অতিথিশালা ৫৩
সুখময় রায়, মহারাজা বাহাদুর, জোড়াসাঁকো ৫৪, ১১৮
সুপ্রীমকোর্ট ১৪, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৯০, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১১৪, ১১৬, ১২০
—জুরি ৮৭, ৮৮
সুবল, যাত্রাওয়ালা ৪৮, ৪৯
সূর্য্যকুমার ঠাকুর—মৃত্যু ১০০
সেতু—কর্ম্মনাশা নদীর উপর রজ্জুময় ১৭০
—কলিকাতা হইতে কাশীর পথে ১৭০
—কালীঘাটে টালির খালের উপর ১৬৪
—বর্দ্ধমানে বক্কেশ্বরী নদীর উপর ৬৮
সেতু (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—রজ্জুময় ১৬৫
—সপ্তগ্রামের নিকট সরস্বতী নদীর উপর লৌহ ১৭৩
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, শ্রীরামপুর ৬৪
'স্কট্সম্যান্ ইন্ দি ঈষ্ট' ২৯
স্কীনার, কর্ণেল—দিল্লীতে গীর্জার জন্য অর্থদান ১৫৫
স্কুল ১৮
স্কুল-ফর-নেটিব ডক্টর্স ১৬, ১৭
স্কুল-সোসাইটি ১০-১১
স্ত্রীলোকের সাহস ১৮৬, ১৮৭
স্ত্রীশিক্ষা ১৩, ১৪
স্নানযাত্রা—মাহেশে ৩৭
স্বরূপচন্দ্র দে ১৯৮
স্বরূপচন্দ্র মল্লিক—ঋণগ্রস্ত কয়েদী মুক্তিকরণ ৫৪
স্বাস্থ্য ৯০-৯৯

হরকচাঁদ—কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬
হরচন্দ্র ঘোষ—স্কুল-সোসাইটির তত্ত্বাবধায়ক ১১
হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বল্লভপুর—মৃত্যু ১৪৩
হরনাথ মল্লিক, আন্দুল—মৃত্যু ১২৩
হরময় দত্ত—এশিয়াটিক সোসাইটি ১২৩
হরমোহন, যাত্রাওয়ালা, ভবানীপুর—মৃত্যু ১১১
হরলাল মিত্র—বাগবাজারের বাটী বিক্রয় ১০০
হরিদাস বসু ১০৮
হরিদ্বার—ঘাট ১৭১
হরিনাথ মল্লিক, বর্দ্ধমান মহারাজার উকীল
—রাজমর্য্যাদালাভ ১০১
হরিনাথ রায়, কাসিমবাজার—কবরডাঙ্গার বাটী ১০১
—পুত্রলাভ ১০২
—রাজমর্য্যাদালাভ ১০১
—রাজা-বাহাদুর খেতাব ১০১
—সাবালক অবস্থা প্রাপ্তি ১০০
'হরিভক্তিবিলাস' ১৮
হরিমোহন ঠাকুর ৫১, ১০৪, ১০৭, ১১১-১৩, ১১৭, ১২৫, ১৫৭, ১৬৪

হরিমোহন ঠাকুর (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৬৮, ১৬৯
—'গুপ্তবৃন্দাবন'-উদ্যানে লর্ড বিশপ ১১৫
হরিশচন্দ্র মিত্র, জমীদার, বাগবাজার—মৃত্যু ১১৪
হলধর দে ১০৮
হাটবাজার ৬৮–৬৯, ৮৫
হালিশহর ১৪৭
হাসীল দপ্তরখানা ৬২, ৬৩
হাসপাতাল ৫৫, ৯৫–৯৯
—চক্ষুরোগের ৯৫
—নেটিব, ধর্ম্মতলা ৯৬–৯৭
—হাওড়া ৫৫
'হিতোপদেশ' ২০
হিন্দুকলেজ ৮-১০, ৪৯, ১২৪
—ছাত্রগণ কর্ত্তৃক যবন-প্রস্তুত রুটিভক্ষণ ৪৯

হিন্দুকলেজ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—হাইড ঈষ্টকে ছাত্রদের প্রশংসাপত্র দান ১০৫
হিন্দু ষ্টুয়ার্ট—মৃত্যু ১২২
হুগলী ৮৩, ৯৩, ১২৩
—বিচারালয় ৮০
হেন্‌রি, জন ১০৮
হেবার, রেজিনাল্ড, লর্ড বিশপ ১৩, ১৬০
হেরম্ব মিশ্র ১০৭
হেয়ার, জে, ডাক্তার ১১, ১৩
হেয়ার, ডেবিড ১১
হ্যারিংটন ১১, ১৩, ১৭
—মৃত্যু ১০৯
ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ১৫
হেষ্টিংস্, মারকুইস অক্ ১১১, ১১২
হোসেন জঙ্গ, নবাব বাহাদুর ১২৫

দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টের সূচী

অকল্যাণ্ড, লর্ড ২৬২, ২৭২, ৩৪৭

—দরবার ৩৪৮

—মেডিক্যাল কলেজ ১০৩

অক্ষর—রোমান, প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনা ২৫৪–৬১

অখিলচন্দ্র সরকার, শান্তিপুর ১১৬

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি, হাইকোর্ট ১৯৬

অন্তর্বেদ (দোয়াব) ৩৪১

—নূতন খাল কাটানো ৪১৯

অভয়চরণ মিত্র, দেওয়ান ১৬৪

অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—জমীদার-সমাজ ৩১৯

—ধর্ম্মসভা ৩৯৯, ৪০৫

অভিধান—উর্দু-ইংরেজী ২৪৬

—মারাঠী ৩৩০

'অমরকোষ' ২৪৫

অমরপুর—কালীকিঙ্কর পালিতের বিদ্যালয় ২১১

অমৃতরাও ভাও, পেশোয়া ৩৯১

অম্বিকা ৩৫৩

অলঙ্কার—নাম ৩২৯

আইনকানুন

—কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণ-সম্বন্ধে ৩০৯

—কলিকাতার গড়ে দেশীয় লোকের যানারূঢ় হইয়া গমন নিষেধাজ্ঞা রহিত ৩০৫

—দেশীয় লোকের নিকট হইতে সাহেবদের ডালি-গ্রহণ রহিত ৩০৭

—পুনায় মারাঠাদের স্থাপিত নানারূপ কর রহিত ৩০৭

—রাহাদারি মাসুল রহিত ৩০৭, ৩৪০

—সৈন্যগমনাগমনে শস্যহানির ক্ষতিপূরণ ৩০৬

—হিন্দুদের পূজাপার্ব্বণে সাহেবদের নাচ-দেখা নিষেধ ৩০৭

আগ্রা ১৫৪, ৩৪৪

'আগ্রা আখবার' ৩২৮

আচার-ব্যবহার ১৬৪, ২৬৮–২৭৬, ৪২৭–২৮

আত্মারাম বিদ্যালঙ্কার, শ্রীরামপুর—'ভুবনপ্রকাশ' ১৪৯

আদিশূর ২৭২, ২৭৩

আনন্দচন্দ্র ঘোষ, কুচবিহার ৩৬২

আনন্দনারায়ণ ঘোষ, পাথুরিয়াঘাটা ৩৫১

আন্দুল (আঁদুল) ৩৪১–৪৩

আফীম—রপ্তানী ২৯৯

আমদানী-রপ্তানী ২৯৮–৩০১

আমহার্ষ্ট, লর্ড ১৮৭, ৩৮৮

আমোদ-প্রমোদ ১৭৬–৭৭

—মাশুল ৩০৫

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের চর্চা—সংস্কৃত কলেজ ৪২০

আরা—ভূমিকম্প ৪১৮

আর্থিক অবস্থা ২০৬–৩০৪

আলেকজাণ্ডার কোম্পানী ১৯৬

আশুতোষ দেব (সরকার) ২৮৪

—গীত-রচনা ৩৫৭

—জমীদার-সমাজ ৩২১

—ধর্ম্মসভা ৩৯২–৯৩, ৪০২, ৪০৫–০৬

—পুত্রের বিবাহ ৪৩০–৩১

—বেলগাছিয়া-বাগানে অতিথিশালা ৩৭৪-৭৫

—মৃত্যু ৩৫৬

—সঙ্গীত-চর্চা ৩৫৭

—সেওড়াপুলির নিকট 'দেবগঞ্জ' নামে গঞ্জ স্থাপন ৩৫৬

—হিন্দুকলেজে বালক-পাঠানো নিষেধ ১৯৯

আসাম ৩৩১, ৩৫৮, ৪৩০

'আসাম বুরঞ্জি'—হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন ৩৩২

আহমদনগর—কার্পাসের চাষ ৩০৫

আহিরিটোলা, কলিকাতা ২৩১

ইংরেজী বিদ্যালয়—কুচবিহার ২১৫
—ঢাকা ৪২৩
—মেদিনীপুর ৩২৩
—শান্তিপুর ২১৬
ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য বাবু ৪২৭–২৮
'ইংলিশম্যান' ২০৫, ২৯৪, ৩৪৪, ৩৬৬, ৪২৩
ইজডেল, ডাঃ ২০৯
'ইণ্ডিয়া গেজেট' ১৯৫, ২৫৫, ২৮৭
ইন্দ্রদ্যুম্ন, কাশী ৩৯০–৯১
ইন্দ্রদ্যুম্ন, রাজা—কাশীতে শিবস্থাপন ৩৯০
ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর, কাশী ৩৯০–৯১
ইমামবাটী, হুগলী ৩২৪
ইয়েট—পাদ্রী, বাহির-রাস্তা গীর্জা ৩৫৭
—সেক্রেটারি, স্কুলবুক-সোসাইটি ৩৫৭–৫৮

ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপুর ২১৬
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ২৫২, ৩১৬
ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার—বাউণ্টিয়াস সেমিনারি, সুখচর ২১৩
ঈশ্বরীপ্রসাদ, রাজা-বাহাদুর—খেলাৎ-প্রাপ্তি ৩৪৯
ঈষ্ট, স্যর এডওয়ার্ড হাইড—হিন্দুকলেজের এক জন প্রতিষ্ঠাতা ১৯৫, ১৯৬
'ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান,' ডিরোজিও-সম্পাদিত ৩২৮

উইলসন—কৃষিকর্ম্মের পোষকতা ৪০৭
—চিত্র, এশিয়াটিক সোসাইটি ২১৪
—চিত্র, হিন্দুকলেজ ১৯৫, ২৩৪
উইলসন, বিবি (মিস কুক)—পাঠশালা ৩৩০
উদয়চন্দ্র আঢ্য—মেডিক্যাল কলেজে ডাঃ ব্রামলির উপদেশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ২৪৮
উদয়চাঁদ দত্ত—ধর্ম্মসভা ৩০৭, ৩৯৯, ৪০২–৪০৪
উদয়চাঁদ বসাক—জমীদার-সমাজ ৩১৯
উদিৎনারায়ণ, রাজা ২৪৯
উদিৎপ্রকাশ সিংহ, কুমার—খেলাৎ-প্রাপ্তি ৩৪৯
উদন্ত সিংহ, রাজা, মুর্শিদাবাদ ৩৫৮
উদ্বন্ধনমৃত-ব্যবস্থা ৩৮২

উমাচরণ সেঠ—মেডিক্যাল কলেজে পুরস্কারপ্রাপ্তি ২০৩
উমানন্দন ঠাকুর—কুচবিহারে ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
—জমীদার-সমাজ ৩১৯
—ধর্ম্মসভা ৩৯৪-৯৫
উমেশচন্দ্র বসু ৩৪৭

একশেঞ্জ-ঘর, কলিকাতা ৩৩৯
এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি ২৯১, ৩০৩, ৩২৪
'এণ্টারপ্রাইজ' বাষ্পীয়পোত ২৯০
'এনকোয়েরার'—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংবাদপত্র ২৫০, ৩২৯
এলাহাবাদ—ভূমিকম্প ৪১৮
এশিয়াটিক সোসাইটি ২১৪, ২৪২
এ্যাডাম, ডবলিউ—এদেশের লোকের শিক্ষাবস্থার তত্ত্বাবধারণ ২৩৮, ২৩৯
এ্যাডাম্স ব্রিজ (সেতুবন্ধ রামেশ্বর) ৪১৩

ওগীলভি, বৰ্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ৩৩৪
ওয়ালিচ, ডাঃ—চা-বৃক্ষ রোপণার্থ আসাম-যাত্রা ৪৩০
ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ২০৬, ২০৭, ২১২
ওলাউঠা ৩৩০, ৪০১
ডাঃ ওসানেসী—মেডিক্যাল কলেজ ২০৪

ঔষধাগার—দ্বারকানাথ গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর মিত্রের ২৯৪

কটক ৩৪৩
—জিলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করণ ৩৪৪
কড়ির চলন ২৮৬-৮৭
কণ্টাই (কাঁথি) ৩৬৬
কবিচন্দ্র দেবশর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
'কবিতামৃতকূপ'—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ২৩২
কবিরহাটীর গঞ্জ ৩০৯
কমলকুমারী, বৰ্দ্ধমানের বড়রাণী ২৮০, ৩৫১-৫২, ৩৫৪-৫৫

কমলমণি দাসী, নাটোর—বিদ্যাবত্তা ২৩৯
কয়লার খনি, রাণীগঞ্জ ২৯৬
কর—জমীদারের ৩১৮
—জাহাজী দ্রব্যের পরমিট ৩১১
—বাড়ির ৩১৩
—রাহাদারি ৩০৭, ৩৪০, ৩৪৫
—লবণের ৩১৩
—লাখেরাজ জমির ৩০৫, ৩১২, ৩১৭, ৩১৮
—ষ্টাম্পের ৩১১
কর্ণওয়ালিস, লর্ড ৩১৭
কর্ম্মনাশা নদী—নবাৎপুরের নিকট কাশী-রাজ রায় পটনিমল কর্ত্তৃক সাঁকো নির্ম্মাণ ২৭৭-৭৮
কলিকাতা—একশ্চেঞ্জ-ঘর ৩৩৯
—ঔষধালয় ২৯৪
—কুঠী (হৌস) ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৮, ৩৬০, ৩৬৫, ৪১৯
—গীর্জা ৩৫৭, ৪১৯
—ঘোড়দৌড় ৩৬৭
—চিকিৎসালয় ২২২-২৩
—চিকিৎসা-শিক্ষালয় ২০১, ২০৪
—টাউন ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটি ২৪৮
—টাউন-হল ৩২২, ৪১৭, ৪১৯
—টাকশাল ২৮৮
—ঠিকা বেহারা ২৯৬
—পাবলিক লাইব্রেরি ২২৮
—পুলিস ৩১০-১১
—পুস্তকালয় ২৩১
—ফ্রান্সে রাজপরিবর্ত্তনে টাউন-হলে ফরাসীদের ভোজ ৪১৭
—বনডেড ওয়্যার-হাউস ৩০৪
—বাজার ৩৬৭
—বিচারালয় ৩০৮, ৩৫১, ৩৫৬, ৩৫৯
—ব্যবসা-বাণিজ্য ২৯৮-৯৯, ৩০১
—ভূমিকম্প ৪১৭
—মুদ্রাযন্ত্রালয় ২২০, ২৫১
—রাস্তাঘাট ৩৩১, ৪১২
কলিকাতা (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—লটারি কমিটি ৪১৬
—শবদাহ-স্থান ৩৭৯
—সংবাদপত্র ২৪৯-২৫৪
—সভা-সমিতি ২৯০-৯১, ২৯৪, ৩৪১, ৩৯১-৪০৯, ৪১১, ৪১৬-১৭, ৪১৯
—সরকারী সেভিংস ব্যাঙ্ক ৩৪১
—স্কুল ২০৪-২০৭
—স্কুল-সোসাইটি ২৩১
—স্কুলবুক-সোসাইটি ৩৫৭ ৩৫৮
—স্বাস্থ্য ৩২১, ৪১৬
—হাসপাতাল ২২২-২৩
কলোনাইজেশ্যন ২২৯, ৩৪০
কসাইটোলা (বেণ্টীঙ্ক ষ্ট্রীট) ৩৬৭
কাঙ্গালী-বিদায় ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮
কাঁচড়াপাড়া ২৫০
কাটমাণ্ডু, নেপাল—ভূমিকম্প ৪১৮
কানাইলাল ঠাকুর—জমীদার-সমাজ ৩১৯
কানা-নদী ৪১৪
কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর—ধর্ম্মসভা ৩৯২
কাবুল—হিন্দুদের সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা নিবারণ ৩৬৮
'কামাখ্যাযাত্রাপদ্ধতি'—হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন ৩৩২
কার ঠাকুর কোম্পানী ২৮২, ২৯০
কার্পাস ২৯৯, ৩০৩
কাল্‌কাজী, দিল্লী ২৭৮
কালাচাঁদ বসু, কলিকাতা ৩৭৭
—ধর্ম্মসভা ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৮
কালাচাঁদ দত্ত—রুডিমেণ্টাল একাডেমী ২০৪, ২০৫
কালা-বোবার বিদ্যাভ্যাস ২৩৫
কালিদাস সেন—শান্তিপুর বিদ্যালয় ২১৬
কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ৩৭০
কালীকিঙ্কর পালিত—অমরপুর গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ২১২
—হুগলী-ধনেখালি রাস্তা নির্ম্মাণ ২১১
কালীকুমার ঠাকুর ৩২৯
কালীকৃষ্ণ দেব, ভবানীপুর ৩৭৩

কালীঘাট ৩৬৭
কালীচন্দ্র লাহিড়ী, দেওয়ান, কুচবিহার
—ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
কালীচরণ দত্ত—ধর্ম্মসভা ৩৯৯
কালীকৃষ্ণ (দেব) বাহাদুর, মহারাজ ৩২২, ৩৩৭, ৩৪৮
—গ্রন্থাবলী ২৪৭, ২৪৮
—জমীদার-সভা ৩১৯-২১
—ধর্ম্মসভা ৩৯৩, ৩৯৪, ৪০৭
—পিতামহীর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ ৩৬০, ৩৭৮
—রাজোপাধি ৩৩৪, ৩৩৫
—হিন্দু চ্যারিটেব্‌ল ইনষ্টিটিউশ্যন ২০৭
—হিন্দু ফ্রি-স্কুলে দান ২০৫
কালীকৃষ্ণ রায়, রাজা, জোড়াসাঁকো
—রাজদরবারে খেলাৎপ্রাপ্তি ৩১৫
—হত্যার অভিযোগ ও মুক্তি ৩৬৫, ৩৬৬
কালীনাথ রায় চৌধুরী, টাকী ১৭৯, ৩৯৮
—জমীদার-সমাজ ৩২১
—টাকীর পাঠশালা ২১৩, ২১৪
—ধর্ম্মসভা ৩৯৮, ৪০০, ৪০২, ৪০৪, ৪০৫
কালী পোদ্দার, যশোহর ২৮৫
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা
—তিতুমীরের উৎপাত ৩১১
—মাতৃশ্রাদ্ধ ৩৭৫-৭৮
কালীপ্রসাদ ঈশর, পাঙ্গার রাজা
—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
কালীপ্রসাদ ঘোষ ৩৪২
কালীপ্রসাদ চৌধুরী—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
কালীমোহন চৌধুরী—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা-বাহাদুর, ভূকৈলাস
—কাশীতে রাজপুরস্কারপ্রাপ্তি ৩৪৯
কাশী ২১৭, ২৫০, ২৭৮, ৩৪৮, ৩৬২, ৩৭৭, ৩৯০-৩৯১
—ইন্দ্রদ্যুম্ন ৩৯০-৯১
—ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর শিব ৩৯০
—কুরুক্ষেত্র তীর্থকুণ্ড ৩৯১
—ত্রিশূলী পয়সা ২৮৭
—দশাশ্বমেধ ঘাট ৩৯১
কাশী (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—দুর্গাবাড়ি ৩৯১
—পণ্ডিত ৩৮১
—পুষ্কর তীর্থ ৩৯০
—প্রভাস তীর্থ ৩৯০
—বটুক ভৈরব বৈদ্যনাথ ৩৯১
—ভাস্করপুষ্কর ৩৯০-৯১
—ভূমিকম্প ৪১৮
—মণিকর্ণিকা ৩৯০
—মৎস্যোদরী তীর্থকুণ্ড ৩৯১
কাশীগতি মুস্তৌফী, সুখরিয়া, হুগলী—মৃত্যু ৪০১
কাশীনাথ তর্কভূষণ, আহিরিটোলা ২৩১
কাশীনাথ দেবশর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা ৩৯২-৯৪
কাশীনাথ মল্লিক, বটতলার গলি
—ধর্ম্মসভার বৈঠক ৩৯১
কাশীনাথ রায় চৌধুরী—জমীদার-সমাজ ৩১৯
কাশীপুর—শবদাহের ঘাট ৩৭৯
কাশীপ্রসাদ ঘোষ—জমীদার-সমাজ ৩১৯
কাসিমবাজার ৩৬৫
কুঠী (হৌস) ২৯০, ২৯৮
—ককরেল কোম্পানীর ৩৬০
—কার ঠাকুর কোম্পানীর ২৯০
—কাসিমবাজার বাণিজ্য ৩৬৫
—ঠাকুর এণ্ড কোম্পানীর ২৮৯
—পামার কোম্পানীর ৩৬০, ৪১৯
কুচবিহার—ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
—শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপের রাজ্যপ্রাপ্তি ৩৬২
—হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের কাশীপ্রাপ্তি ৩৬১-৬২
কুমার সিংহ—কাশীতে রাজপুরস্কারপ্রাপ্তি ৩৪৯
কুমারহট্ট—'হালিশহর' দ্রষ্টব্য
কুম্ভমেলা, হরিদ্বার ৩৮৪, ৩৮৬
কুরুক্ষেত্র তীর্থকুণ্ড, কাশী ৩৯১
—কাশীরাজ পটনিমল কর্ত্তৃক ঘাট বাঁধান ২৭৮
কুলীন-কন্যার মর্ম্মবেদনা ২৭০-৭৬
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, নবদ্বীপাধিপতি ২৪৬, ২৮৩

কৃষ্ণনাথ রায়, কাসিমবাজারাধিপতি ৩৬২
—মাতার সহিত মোকদ্দমা ৩৬৩-৬৪
কৃষ্ণপ্রসাদ সেঠ ২৬৮
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ইউরোপীয় মতে চিকিৎসার প্রস্তাব ২৩৯-২৪১
কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য—শান্তিপুর বিদ্যালয় ২১৬
কৃষ্ণরাম বসু, দেওয়ান ২৮৩
কৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
কেদার-বদরী ৩৮৯
কেরী, উইলিয়াম ২৪৬
—গ্রন্থাবলী ২৩৩
—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা ২১১
—মৃত্যু ২১১
কৈলাসচন্দ্র দত্ত—'হিন্দু পাইওনিয়ার'-সম্পাদক ৪২৫
কৈলাসচন্দ্র সেন, মুর্শিদাবাদ—স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আলোচনা ২২৪
কোন্নগর ২১২
কোম্বারমিয়ার, লর্ড—বিলাত-প্রত্যাগমন ৪১৯
কৌলীন্য-প্রথার দোষ ২৭০-২৭৪
ক্যামেরন, ব্যবস্থাপক কমিশনার
—কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ২২৯
—হুগলী কলেজ পরিদর্শন ২০৮
'ক্যালকাটা কুরিয়ার' ২০৪, ২১২, ৩৪৫, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৮৭
'ক্যালকাটা গেজেট' ৩৪৪

খড়দহ ২৩৪, ৩৪১
খাল—দামোদরে জলবৃদ্ধির জন্য ৪১৪
—দোয়াবের ৪১৯
—নওয়াসরাইয়ের ৪১৩
—বালির ৪১৫
—ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যে ৩৪১

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, বহড়া—'বাঙ্গাল গেজেট' প্রেস ২৫১
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান ২৮৩
গঙ্গাধর শর্ম্মা, সংস্কৃত কলেজ ৩৮৩
গঙ্গানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা ৩৭৭
গঙ্গানারায়ণ পাল ২৬৮
গঙ্গানারায়ণ সরকার ২৮১
গঙ্গাপ্রসাদ মজুমদার ৩৪৬
গঙ্গাসাগরে টেলিগ্রাফ ৪১২
গঞ্জ—কবিরহাটীর ৩০৯
—দেবগঞ্জ, বৈদ্যবাটী ৩৫৬
গদাধর দেবশর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' ৩৭০, ৩৯৪, ৪১৯
গয়া ২১৩, ২৭৮
—প্রেতশিলা পর্ব্বত ২৮৩
—রামশিলা পর্ব্বত ২৮১
গরাণহাটা ৩৪৭
—হাসপাতাল ৩২২
গিরিধারীলাল, রায়-বাহাদুর—ধর্ম্মসভা ৩৯৩
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—'বেঙ্গলী'-সম্পাদক ২৮৪
গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, পাথুরিয়াঘাটা ৩৫২
গিরীশচন্দ্র দেব, ছাতুবাবুর পুত্র ৩৫৭
—বিবাহ ৪৩১
গীর্জা—বাহির-রাস্তার নিকট ৩৫৭
—ফ্রি-স্কুলে ৪১৯
গুটলি পয়সা ২৮৭
গুডিভ, ডাঃ—মেডিক্যাল কলেজ ৪২২
গুপ্তপল্লী (গুপ্তিপাড়া) ২৩১
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হিজলীর নিমকী দেওয়ান ৩৭২
গৃহনির্ম্মাণ-বিষয়ক আইন, কলিকাতায় ৩০৯
'গেজ ফেবল'—মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ২৪৮
গোকুলনাথ মল্লিক—ধর্ম্মসভা ৩৯২, ৩৯৩
গোপাললাল ঠাকুর—জমীদার-সমাজ ৩১৯
গোপাললাল মিত্র—হিন্দু চ্যারিটেব্‌ল্ ইন্‌ষ্টিটিউশন ২০৭
গোপালেন্দ্র, রাজা, সুজামুঠার ৩৭৩
গোপীকিশোর সরকার, শান্তিপুর বিদ্যালয় ২১৬
গোপীমোহন ঠাকুর ৩৬৪
গোপীমোহন দেব, রাজা
—দরবারে খেলাৎপ্রাপ্তি ৩৩৫

গোপীমোহন দেব, রাজা (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—ধর্ম্মসভা ৩৯২, ৩৯৭, ৪০২, ৪০৬
—বেণ্টীঙ্কের বিলাত যাইবার সংবাদে সভা ৩১৭
—মোকদ্দমা ১৫৮-৫৯
—রাজোপাধি লাভ ৩৩৪
—সুতানুটি তালুক ২৫৯
—হিন্দুকলেজে বালক পাঠাইতে আপত্তি ১৯৯
গোবরডাঙ্গা ৩১১, ৩৭৫
গোবর্দ্ধন-হ্রদ, মথুরা ৩৬৮
গোবিন্দচন্দ্র বসাক—প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দু ফ্রি-স্কুল ২০৬
গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন—ধর্ম্মসভা ৪০৪
গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৬৮
গোবিন্দপ্রসাদ বসু—কুচবিহার বিদ্যালয় ২১৫
গোবিন্দরাম পাল ২৬৮
গোষ্ঠলীলা ৩৭৬
গৌরমোহন আঢ্য—ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ২০৭
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—গ্রন্থাবলী ২৩২
—সুখসাগরের মুন্সেফ ২৩২
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ—বর্দ্ধমানের দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩৫০, ৩৫১
—ভগবদ্‌গীতা ২৪৭
গৌরীশঙ্কর মিত্র—ঔষধালয়-স্থাপন ২৯৪
গৌহাটী ৩৩১
—বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ২৩৮
গ্রহাদির ছবি—মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ২৪৭
গ্রাণ্ট, জে-পি—ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ২৩০
—সুপ্রিমকোর্টের কৌন্সলী ২০০
—হিন্দুকলেজে ল' ও পোলিটিক্যাল ইকনমির অধ্যাপক-পদ ২০০
গ্রাণ্ট, ডবিলিউ-পি—সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর ৩৬৫
গ্রাণ্ট, মেজর—মণিপুরে হিন্দুধর্ম্মের বিবরণ ৪০৯
গ্রাণ্ট, স্যর চার্লস—কলিকাতায় ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে সভা ৩২২

ঘাট—কাশীপুর, শবদাহ ৩৭৯
—নিমতলা, শবদাহ ৩৫৯, ৩৭৯
ঘাট—কাশীপুর, শবদাহ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—লক্ষ্মীকুণ্ড, পাতিয়ালার নিকট ২৭৮
—হরিদ্বার ৩৮৬-৮৭
ঘাসী পুরোহিত, বর্দ্ধমান ৩৫৩
ঘুঘড়ি, সালিখা ৩৪৩

চড়ক-পূজা ৩৬৭
চণ্ডীর গান ২৭৬
চতুর্ধুরীণ সাহ, মহারাজ, পাটনা—শিক্ষায় দান ২৮৪
চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য ৩৩১
চতুষ্পাঠী— ২১৯, ২৩৬, ২৩৮, ৪২০
—নাটোরে, সংখ্যা ২৩৯
—হেদুয়ার পাড় ৪০৫
চন্দননগর ২০৯
—বিদ্যালয় ২১২
চন্দ্রকুমার ঠাকুর ৩২৯
—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
চন্দ্রকোণা ৩৬৮
চন্দ্রনাথ-পর্ব্বতের সোপান-নির্ম্মাণ ২৮৩
চন্দ্রমোহন বসাক—সম্পাদক, হিন্দু ফ্রি-স্কুল ২০৬
চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার ৩১০
চব্বিশ-পরগণা ৩৪২
চাঁদনী, ধর্ম্মতলা ৩৩৬
—নেটিব হাসপাতাল ৩৩২
চানক (বারাকপুর) ৩৪৩
চা-গাছ ৪১০
চার্ণক, জব—কলিকাতা-প্রতিষ্ঠা ২৪৮
চিকিৎসা-শিক্ষালয়, কোম্পানীর ৩০৬
—বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান ২০৪
চুঁচুড়া ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২২৪, ২৩২, ৩৬৭
চুরি-ডাকাতি ৩০৯-১১
চেম্বার অফ কমার্স, কলিকাতা ৩৪১
চোরবাগান ৩০৭
চৌরঙ্গী ৩৬৭
চাণ্টরি, চিত্রকর ২৩৪
চ্যারিটি স্কুল, শান্তিপুর ২১৭

ছাপরা—বিজয়গোবিন্দ সিংহের অর্থে বিদ্যালয় ২৮৫
—ভূমিকম্প ৪১৭
ছুটি—দুর্গাপূজার ৩৬৯

জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শান্তিপুর বিদ্যালয় ২১৬
জগৎরাম পাল, বালি—ঘাট ও গঙ্গাযাত্রীর ঘর ২৮৪
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ত্রিবেণী ২৩১
জগন্নাথদেব, পুরী ৩৪৪
জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক—'সম্বাদ রত্নাবলী'-অধ্যক্ষ ৪০২
জগন্মোহন কবিরাজ—শান্তিপুর বিদ্যালয় ২১৬
জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত—ধর্ম্মসভা ৩৯১
জঙ্গলমহল ৩৪৩
জজসাহেবদের প্রতি বিদ্রূপ—নাটক ২৭৬
জনহিতকর অনুষ্ঠান ২৭৭-২৮৬, ৪২৯
জমীদার-সমাজ ৩১৯-৩২১
—স্থাপন-বিষয়ক প্রস্তাব ২৫৫
জমীরুদ্দীন চৌধুরী—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—হুগলী কলেজ পরিদর্শন ২০৯
জয়গোপাল ঘোষাল ২৬৮
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, সংস্কৃত কলেজ
—উদ্বন্ধনমৃত-ব্যবস্থা ৩৮৩
—ধর্ম্মসভা ৩৯১, ৩৯৫
জয়গোপাল রায় চৌধুরী, পানিহাটি—বার্ষিক শ্রাদ্ধ ৪০২
জয়নারায়ণ ঘোষাল, ভূকৈলাস ২৬৭
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—ধর্ম্মসভা ৩৯২, ৩৯৫
জয়প্রকাশ সিংহ ৩৪৯
জয়মণি দাসী, রাজা শিবচন্দ্র রায়ের স্ত্রী ৩৪৭
জয়রাম সেন—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
জলামুটা, মেদিনীপুর—রাজাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা ৩৬৬
জাত—চন্দ্রকোণায় পৌষী পূর্ণিমায় ৩৬৮
'জামীজাহা নুমা,' ফার্সী সাপ্তাহিক ৩৭৯
জাল প্রতাপচন্দ্র—মোকদ্দমা ৩৫৩-৫৬
জাষ্টিস্ অব দী পীস ৩৪১, ৩৫৯
জাহাজ ২৯০
জুয়াখেলা—শ্রীরামপুরে ৩৩৩
জুরী ২৯৬, ৩৩৮, ৪২৯
—গ্রাণ্ড ৩৬৫
জেনারেল আ্যাসেম্ব্রী—স্কুল ও মিশনের বাটী ২০৫, ২১০
জেনারেল কমিটি অফ্ পাব্লিক
ইনষ্ট্রাকশন ২০৮, ২১০, ২৩৮, ২৪১, ২৮৪
জোড়াসাঁকো ২৪৭, ২৬৭, ৩৩৬
—ব্রাহ্মসমাজ ৩৮০
'জ্ঞানান্বেষণ' ১৯৪, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১১, ২২৩, ২৩০, ২৪৭, ২৫২, ২৮১, ৩০৭, ৩১১, ৩১৬, ৩৭২, ৪১১, ৪২৫
জ্ঞানসন্দীপন সভা ৪১৭
জ্বর ৩২১, ৩২২, ৩২৮

ঝাকুম (Jacquemont)—মৃত্যু ৩৩২

টাউন-হল, কলিকাতা ২০১, ২০৬, ২০৭, ২২৮, ৩২২, ৩৩১, ৩৪৪, ৩৪৬, ৪১৭, ৪১৯
টাক্শাল, নূতন ২৮৮, ৫৫৯
টাকী—পাঠশালা ২১৩
টার্ণবুল—ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অংশী ২০৭
টেনমাউথ, লর্ড (স্যর জন শোর)—মৃত্যু ৩৩৭
টেলিগ্রাফ, গঙ্গাসাগরে ৩১২
টোল—'চতুষ্পাঠী' দ্রষ্টব্য
ট্যাক্স—'কর' দ্রষ্টব্য
ট্রিভিলিয়ান, সি-ই—রোমান অক্ষরে দেশীয়
ভাষা লিখনের লিপি প্রকাশ ২৫৪
—রোমান অক্ষরে বাংলা পুস্তক প্রকাশ ২৫৫-৫৬
—হুগলী কলেজ পরিদর্শন ২০৮
ট্রেড এসোসিয়েশ্যন, কলিকাতা ৩৬১, ৬১০

ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী ২৮৯
ঠাকুরদাস সিকদার ২৫৮
ঠিকা বেহারা, কলিকাতা—সংখ্যা ২৯৬

ডাইস, কর্নেল ৩২৮
'ডাক' পূজা ৩০৭
ডাকাতি, হুগলী ৩০৯

ডাফ, পাদ্রী ২৪৫
—জেনারেল এসেমব্রী ২১০
ডিরোজিও—হিন্দুকলেজের কর্ম্মে ইস্তফা ৩২৮
ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি
—দ্বারকানাথ ঠাকুরের দান ২৮১-৮৩

ঢাকা ২৯৭
—ইংরেজী স্কুল ৪২১
—বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ২৩৮
—শহরের শোভাকরণার্থ মিটফোর্ডের দান ২৮০

তমলুক ৩৭২
তহবর জঙ্গ, নবাব বাহাদুর ২০৮, ৩৪৮
তারকনাথ সেন—বাউণ্টিয়াস্ সেমিনারি, সুখচর ২১১
তারাচাঁদ মল্লিক—শান্তিপুর বিদ্যালয় ২১৬
তারাচাঁদ শর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
তারাশঙ্কর শর্ম্মা, মাণিকডিহি, রংপুর ২৭৪
তারিণীচরণ মজুমদার, পাটকান্দা, ফরিদপুর
—সরিতুল্লার উৎপাত ৭২১
তারিণীচরণ মিত্র—সতী-পক্ষীয় আরজী ৩৯২, ৩৯৪
তিতুমীর, বিদ্রোহী সর্দ্দার ৩১১, ৩১২
তুলা ২৯১-৯৫, ৩০০, ৩০৩
তেজচন্দ্র, বর্দ্ধমানের মহারাজা
—দানপত্র ২৫২
—বর্দ্ধমান-অম্বিকা রাস্তা, সেতু,
শিবালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ ৪১৩
—বর্দ্ধমানে কলেজ-স্থাপন ২১২
ত্রিপুরা ৩৩৬
ত্রিবেণী ২৩১, ৩১০, ৪১১

দফর খাঁ গাজী পীরের মেলা ৩১০
দরবার ৩৩৫, ৩৪৮
দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৬৮
'দলবৃত্তান্ত' ২৫৩, ২৫৪
দলাদলি ৪০৮
দানসাগর ৩৭৬
দামোদর নদ—জলবৃদ্ধি ৪১৪
দায়ভাগ ১৪৪, ২৭৫
দাস-ব্যবসায়—দণ্ড ২৯৫
দিগম্বর মিত্র—কুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের মোকদ্দমা ৩৬৪
দিনাজপুর—ভূমিকম্প ৪১৮
'দিল্লী আখবার,' ইংরেজী-পারস্য সংবাদপত্র ২৫৪
দিল্লী কলেজ ২৫৪
দিল্লী—ভূমিকম্প ৪১৯
দীননাথ দত্ত—রাজা-বাহাদুর উপাধি ২৮৪
দুর্গাচরণ দত্ত—ধর্ম্মসভা ১৯২, ৩৯৯, ৪০৩
দুর্গাচরণ রায়—সিবিল সেসন জজ ৩০৬
দুর্গাচরণ সরকার—শান্তিপুর বিদ্যালয় ২১৬
দুর্গাপ্রতিমা—বাড়িতে ফেলা ৩৬৮, ৩৬৯
দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর ২১৬
দুর্গাবাড়ি, কাশী ৩৯১
দুর্গোৎসব ২৭৬, ৩১১, ৪০০
দেবগঞ্জ, বৈদ্যবাটীর নিকট ৩০৬
দেবনাথ সান্যাল—লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন ৩৬৫
দেবনারায়ণ ঘোষ, দেওয়ান, পাথুরিয়াঘাটা—উইল ৩৫২
দেবীকৃষ্ণ (দেব), মহারাজা—ধর্ম্মসভা ৪০০
দোয়াব—'অন্তর্বেদ' দ্রষ্টব্য
দোল ৩১১, ৩৯৯
দ্বারকা ২৮৩, ৩৮৪
দ্বারকানাথ গুপ্ত—ঔষধাগার স্থাপন ২৯৪
—ককরেল কোম্পানীর হৌসে ডাক্তারি কর্ম্ম ৩৬০
—ছাত্র, মেডিক্যাল কলেজ ২০৩
দ্বারকানাথ ঠাকুর ২৮৩, ৪০৬
—ঘোড়দৌড়ে পুরস্কার ৩৪৭
—চব্বিশ-পরগণার কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ২৬৪
—জনহিতকর অনুষ্ঠান ২৮২
—জমীদার-সমাজ ৩২১
—টাউন-হলে জন পামারের স্মৃতিসভা ৩৪৬
—ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে দান ২৮১, ২৮২
—ফার্সীতে ব্যুৎপত্তি ২৬৪
—ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে সভা ৩২২
—বেণ্টীঙ্ককে মানপত্র ৩৩৭
—রাণীগঞ্জে কয়লার খনি ক্রয় ২৯৬

ধর্ম্ম ৩৬৭–৪১১, ৪৩০–৩২
ধর্ম্মকলেজ ৪০৯
ধর্ম্মকৃত্য ৩৬৭–৩৮১
ধর্ম্মব্যবস্থা ৩৮১–৩৮৩
ধর্ম্মসভা ২৮২, ৩৯১–৪০৯, ৪১৬, ৪১৯, ৪২৪, ৪৩১–৩২
—উদ্দেশ্য ৪০০
—নবদ্বীপ ৪৩২
—শাখা, কলিকাতা ৪২১
ধর্ম্মস্থান ৩৮৩–৩৯১

নওয়াসরাই ৪১৩, ৪১৪
নদীয়া ৩১১, ৩৭৫
নন্দকুমার ঠাকুর ৩২৯
নন্দলাল ঠাকুর ২৬৪
নবকিশোর সেন, শ্রীরামপুর ৩২৯
নবকুমার ন্যায়ালঙ্কার—ধর্ম্মসভা ৪০৫, ৪০৬
নবকৃষ্ণ, মহারাজ, শোভাবাজার ২৫৩, ২৬৪, ২৮৩
নবদ্বীপ ২১৬–১৭, ২৩১, ২৪৬–৪৭, ৩২০, ৩৯৮, ৪১৪
—ধর্ম্মসভা ৪৩২
নবীনকৃষ্ণ সিংহ ১৯৯, ২৬৭
নবীনচন্দ্র বসু—হিন্দু থিয়েটার ৪২৭
নবীনচন্দ্র মিত্র—ছাত্র, মেডিক্যাল কলেজ ২০১
—মহিষাদল রাজবাটীর চিকিৎসক ২৯৪
নবীনমণি দেবী—শ্যামলাল ও হরলাল ঠাকুরের সহিত মোকদ্দমা ৩৪৭, ৩৬১
নরনারায়ণ রায়, রাজা, জলামুঠার জমীদার
—অপমৃত্যু ৩৬৬
—পুত্রের বিবাহ ৩৭১–৭৩
নরবলি—বর্দ্ধমানে রঙ্কিণীশ্বরী দেবীর নিকটে ৩৭৩
নাচ ৩০৭
—বাই ২৭৬
—ভাঁড়ের ২৭৬
নাটোর ২৩৮, ২৮৩
—চতুষ্পাঠী ২৩৯
নাথুরাম শাস্ত্রী—ধর্ম্মসভা ৩৯২
নানাফড়নবিস—কর্ম্মনাশা নদীর উপর সেতু ২৭৭
নিজামৎ কলেজ, মুর্শিদাবাদ ২১৭
নিমতলা ৩২৮
—ঘাট ৩৫৯
নিমাইচরণ মল্লিক, কলিকাতা—উইল ৩২৫
—মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ ৩২৬
—স্ত্রীর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ ৩২৬
নিমাইচাঁদ শিরোমণি, সংস্কৃত কলেজ
—উদ্বন্ধনমৃত-ব্যবস্থা ৩৮৩
—ধর্ম্মসভা ৩৯২, ৩৯৫, ৪০৬
নিষ্কর ভূমি—করস্থাপন ৩১৩, ৩১৮, ৪২৯
—বাজেয়াপ্তকরণ ৩২০
নীল ২৯৯, ৩৪৩
নীলকর সাহেবদের সমাজ ২৯৪
নীলগঞ্জ, চানকের পূর্ব্বে ৩৪৩
নীলমণি দত্ত—ধর্ম্মসভা ৩৯২
নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার—ধর্ম্মসভা ৩৯২, ৩৯৫
নীলমণি মতিলাল, সেরিফ-আফিসের দেওয়ান ২৩৮
নীলমণি মিত্র, বারাসত—মৃত্যু ৩৪৭
নৃসিংহচন্দ্র রায়, রাজা—দরবার ৩৬৮
নৈতিক অবস্থা ২৬৭–২৭৬, ৪২৭-২৮
নৈহাটী ২৩২

পঞ্চানন সেঠ ২৬৮
পট্‌নিমল, কাশী-রাজ ৩৪৯
—কর্ম্মনাশা নদীর উপর প্রস্তর-সেতু ২৭৭, ২৭৮
—গয়ায় ধর্ম্মস্থানের সংস্কার ২৭৮
—জ্বালামুখীতে বাউলি-নির্ম্মাণ ২৭৮
—দিল্লীর কাল্‌কাজী নামক স্থানের শোভাকরণ ২৭৮
—বৃন্দাবনে প্রস্তরনির্ম্মিত সরাই ২৭৮
—ভড়দেশে মন্দির ও চৌবাচ্চা পুনর্নির্ম্মাণ ২৭৮
—মথুরা ও বৃন্দাবনের ঘাট ও মন্দির নির্ম্মাণ ২৭৭
—মথুরায় পুষ্করিণী খনন ২৭৮
—মথুরার বিষ্ণুমন্দির পুনর্নির্ম্মাণ ২৭৮
—রাজা-বাহাদুর উপাধি লাভ ২৭৮
—লক্ষ্মীকুণ্ডে ঘাট নির্ম্মাণ ২৭৮
—হরিদ্বারে ঘাট ও মন্দির নির্ম্মাণ ২৭৮

পটলডাঙ্গা স্কুল—ডেবিড হেয়ারের ২১০
পণ্ডিতদের কথা ২৩১-২৩৪
পয়সা—বিভিন্ন রকম, নাম ২৮৭, ২৮৮
পরশুনাথ, রায়-বাহাদুর—মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিমের দেওয়ান ৩৬০
পাটনা—বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব ২৩৮
—ভূমিকম্প ৪১৭
পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা ৩৫২
পানিহাটি ৩৫৬, ৪০২, ৪০৩
পামার, জন—মৃত্যু ২৮৯-৯০
—স্মৃতিসভা ৩৪৬
পামার কোম্পানী—কুঠী দেউলিয়া ৩৬০, ৪১৯
পিয়ার্সন, জি-ডি, চুঁচুড়া—মৃত্যু ২৩২
পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় ২৬৮
পীতাম্বর সাহা, নিমতলা—মৃত্যু ৩২৮
পুণ্যনগর (পুনা)—কার্পাসের চাষ ৩০১
—মারাঠাদের স্থাপিত কর রহিতকরণ ৩০৭
'পুরুষপরীক্ষা'—হরপ্রসাদ রায় ২৩৩
পুলবন্দী—দামোদর ৪১৪
পুলিস, কলিকাতা—বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩১০-১১
—মফস্বলে উপরিলাভ ৩১১
পুষ্কর তীর্থ, কাশী ৩৯০
পুস্তক ২৪৪-২৪৯
পুস্তকালয়—মেটকাফ ২৩০, ৪২৭
—কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ২২৮-৩০
—সাধারণ ২৩০-৩১
পূজাপার্ব্বণ ২৭৬-৭৭, ৩৬৮-৬৯
পূর্ণিয়া, ভূমিকম্প ৪১৮
পেরঁ, জেনারেল—চুঁচুড়ায় বাড়ি ২০৮, ২০৯
'পোর্টফোলিও,' ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র ৪২৫
প্যারীচাঁদ মিত্র ১৯৬
প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—অধ্যক্ষ, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ২১১
প্রতাপচন্দ্র, রাজা, বর্দ্ধমান ২১২
—জাল, মোকদ্দমা ৩৫৩-৫৬
প্রতাপ সিংহ দগড়'—কুচবিহার বিদ্যালয় ২১৫
প্রতিমা—নামকরণ ৩৬৯, ৩৭০
—বাড়িতে ফেলা ৩৬৮, ৩৬৯
'প্রতিষ্ঠামুখ' গ্রন্থ ৩৭০
'প্রবোধচন্দ্রিকা'—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ২৪৫
প্রভাস তীর্থ, কাশী ৩৯০
প্রমথনাথ দেব ৩৫৭, ৩৭৭
—জমীদার-সমাজ ৩১৯
—ধর্ম্মসভা ৩৯৯
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ৩২৯
—জমীদার-সমাজ ৩১৯, ৩২১
—শারদীয়া পূজা ২২৮
—হুগলী কলেজ পরিদর্শন ২০৮
প্রাণকুমার বর্ম্মণী, জমীদার, মুশাপোয়ালীঘাট—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী—ধর্ম্মসভা ৩৯২
প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—ধর্ম্মসভা ৪০২, ৪০৪-৪০৬
প্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, খড়দহ—ভূসম্পত্তি ২৪৩
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র, বারাসত ৩৯৭
প্রাণচন্দ্র বাবু, বর্দ্ধমান-মহারাজের দেওয়ান ২৭৯-৮০, ৩৫১-৫২, ৩৫৪, ৩৭৩
প্রায়শ্চিত্ত বিধি—উদ্বন্ধনে মৃত্যুর ২৮২, ৩৮৩
—দ্বীপান্তর-গমনের ৩৮১
প্রিন্সেপ, জি-এ—মৃত্যু ৩৬০
প্রেতশিলা, গয়া ২৮৩
প্রেমচন্দ্র শর্ম্মা, সংস্কৃত কলেজ ৩৮৩
প্রেমচাঁদ চৌধুরী—জমীদার-সমাজ ৩১৯
প্রেমচাঁদ রায়, কাঁচড়াপাড়া—'সুধাকর'-সম্পাদক ২৫০

ফরাসডাঙ্গা ৩৬৭
ফার্সী—আদালত ও কালেক্টরী কাছারীতে চলন রহিতের আদেশ ২৬২-৬৩
ফিভার হাসপাতাল—প্রতিষ্ঠাকল্পে সভা ৩২২-২৩
—বর্দ্ধমান-মহারাজের দান ৪২৯
ফেরিস কোম্পানী—কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্রালয় ২৫১
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ২২৯, ২৪৬

ফ্রি-স্কুল, কলিকাতা ৪১৯
ফ্রি-স্কুল, চুঁচুড়া ২১১
'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ২৫২

বংশবাটী—'বাঁশবেড়িয়া' দ্রষ্টব্য
বঙ্গদেশের বাণিজ্য ৩০০
বঙ্গবাগ্‌বিচার সভা ৪১৬
বঙ্গভাষা আলোচনা ৪২৬
বঙ্গভাষা-প্রকাশিকা সভা ৩১৩, ৩১৫
বঙ্গহিত সভা ৩১৯, ৪১৬
বটতলার গলি ৩৯১
'বত্রিশ সিংহাসন' ২৩৩
বনওয়ারিলাল, মহারাজ, কিউগ্রাম, বীরভূম
—বীরভূমে রাস্তা-নির্ম্মাণ ২৮১
—শিক্ষাবিস্তারে দান ২৮১
বরদাকণ্ঠ রায়, রাজা, যশোহর
—জমীদার-সমাজ ৩১৯
—যশোহরের সৌষ্ঠববৃদ্ধি ২৮৫
বর্দ্ধমান ২১২, ২৮০, ২৮৩, ৩০৬, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৬০, ৩৭৩
—চন্দ্রকোণায় মহারাজার দেবালয় ও রঘুনাথ-বিগ্রহ ৩১৮
—দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩৪৯-৫১
—বর্দ্ধমান হইতে অম্বিকা সেতু-নির্ম্মাণ ৪১৩
—বিদ্যালয় ২৭৯
—মহারাজার ফিভার হাসপাতালে দান ৪২৯
—রাণী, বসন্তকুমারী ও কমলকুমারী ৩৫১-৫২, ৩৫৪-৫৫
—রাস্তাঘাট ও মন্দির নির্ম্মাণ ৪১১
বলরাম পাল ২৬৮
বল্লাল সেন, রাজা ২১০, ২১৩
বসন্তকুমারী, রাণী, বর্দ্ধমান—বড়রাণী কমলকুমারীর সহিত মোকদ্দমা ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৪-৫৫
বসন্তলাল বাবু, বর্দ্ধমান ৩৫৩
বস্ত্র—কার্পাস ও পশমী ২৯৯
বহুবাজার ৩৪২, ৩৯৯
বহড়া, শ্রীরামপুর ২৫১, ২৫২
বাইনাচ ২৭৬
বাউণ্টিয়াস সেমিনারি, সুখচর ২১৩
'বাঙ্গাল গেজেট'—বাঙালী-পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ২৫০-৫২
বাজার, কলিকাতা—মুন্সীর ৩৬৭
—রাজা রামলোচনের ৩৬৭
বাণিজ্য—'ব্যবসা-বাণিজ্য' দ্রষ্টব্য
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, গুপ্তপল্লী ২৩১
বাবুরাম—মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠাতা প্রথম হিন্দু ২৫২
বারাণসী—'কাশী' দ্রষ্টব্য
বারুণী ৩১০
বালকরাম তর্কসিদ্ধান্ত—ধর্ম্মসভা ৪০৫, ৪০৬
বালশাস্ত্রী জম্ভবী—পুনা সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ৩৩০
—মারাঠী অভিধান সঙ্কলন ৩৩০
—মৃত্যু ৩৩০
বালি ২৭০
—পাকা ঘাট ও গঙ্গাযাত্রীর ঘর ২৮৪
বালেশ্বর ৩৪৪
বাঁশবেড়িয়া (বংশবাটী) ৩৯৭
বাষ্পীয় জাহাজ ২৯০, ৩৪০, ৩৬২, ৪১৫
—বর্দ্ধমান-রাজ কর্তৃক চাঁদা ২৮০
—বেগম সমরু কর্তৃক চাঁদা ৩২৭
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—নূতনবাজারের হরেকৃষ্ণ সেঠের স্ত্রী কর্তৃক রাধারমণজীউ ৪০৫
বিজয়গোবিন্দ সিংহ—শিক্ষাবিস্তারে দান ২৮৫
বিবাহ ৩৭০-৩৭৩, ৪৩০-৩১
—বিধবা, কলিকাতায় সভাস্থাপন ৪১১
বিশপ্‌স কলেজ—সাধারণ ছাত্র গ্রহণ ৪১৯
বিশ্বনাথ ভট্ট—ধর্ম্মসভা ৩৯৩
বিশ্বনাথ মতিলাল—লর্ড বেণ্টীঙ্ককে মানপত্র ৩৩৮
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ২৬৮
বিশ্বম্ভর মিত্র ২৬৮
বিশ্বম্ভর হালদার, চুঁচুড়া ৩৭০
বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর ২১৬
বিষ্ণুচন্দ্র রায়, শান্তিপুর ২১৬

বিষ্ণুমন্দির, মথুরা—পুনর্নির্ম্মাণ ১৭৮
বীচি, চিত্রকর—হিন্দুকলেজে উইলসনের চিত্র ২৩৪
বীরভূম—রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ ২৮১
বৃন্দাবন—মন্দির, ঘাট নির্ম্মাণ ২৭৮
বৃন্দাবন কুণ্ডু ২৬৮
বৃন্দাবন ঘোষাল ২৬৮
বৃন্দাবনচন্দ্র পাল ২৬৮, ৪০৬
বেগম সমরু
—ফ্রেজর-হত্যাকারীর জন্য পুরস্কার-ঘোষণা ৩২৭
—ষ্টীম ফণ্ডে চাঁদা ৩২৭
—সম্পত্তি ৩২৮
'বেঙ্গল হরকরা' ২০৯, ৩৪৪, ৩১১, ৩৫৯
'বেঙ্গলী' ২৮৪
বেচারাম দেবশর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
বেনিভোলেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন, বউবাজার ২০৬
বেণ্টীঙ্ক, লর্ড উইলিয়াম ২৮১
—এদেশীয় লোকের নিকট হইতে সাহেবদের ডালি গ্রহণ নিষেধ ৩০৭
—কর্ম্মনাশা-নদীর সাঁকোর নক্‌শা ২৭৮
—কলিকাতার গড়ে এদেশীয় লোকের যানারূঢ় হইয়া গমনে নিষেধাজ্ঞা রহিত ৩০৫
—মেডিক্যাল কলেজ ২০৩
—মৃত্যু ৩৪১
—সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন ২৭২
—স্বদেশযাত্রার সংবাদে হিন্দু ও ইউরোপীয়দের বৈঠক এবং মানপত্রদান ৩৩৭-৪১
—হরিদ্বারে ঘাট ও রাস্তা নির্ম্মাণ ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৯
বেলগেছিয়া-উদ্যান ২৮৩, ৩৭৪
বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী, টাকী ৩৯৮
—চব্বিশ-পরগণার কালেক্টরের নিকট হইতে তহসিলদারী গ্রহণ ৩৭৯
—জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজের এক জন ট্রাষ্টি ৩৮১
— টাকীর পাঠশালা ২১৩
বৈদ্যনাথ দে ৩৪২
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা—হিন্দুকলেজ ১৯৬
বৈদ্যনাথ রায়, রাজা, জোড়াসাঁকো ৩৬৫, ৩৬৬
বৈদ্যনাথ শিরোমণি, হেছুয়া—ধর্ম্মসভা ৪০৫
বৈদ্যনাথ সেন—যশোহরের সৌষ্ঠববৃদ্ধি ২৮৫
বৈদ্যবাটী ৩৫৬
বৈষ্ণবদাস মল্লিক—ধর্ম্মসভা ৩৯২
বোর্ড্যু, চার্লস ডু—বৰ্দ্ধমান কলেজের অধ্যক্ষ ও রাজা প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষক ২১২-১৩
ব্যাঙ্ক, সেভিংস (কোম্পানীর) ৩৪১
ব্যবসা-বাণিজ্য ২৯৭-৩০৩
—কলিকাতা-বণিকদের কোম্পানীর টাকায় হিসাব রাখা ৩০১
—কলিকাতার আমদানী-রপ্তানী ২৯৮-৯৯
—চল্লিশ-সেরী মন প্রচলন ৩০১
—চিনি রপ্তানী ৩৩০
—তুলা ২৯৭
—দাসদাসী-বিক্রয় ২৯৫
—ধান ২৯৭
—নীল ২৯৮, ২৯৯
—বঙ্গদেশের আমদানী-রপ্তানী ৩০০, ৩০১
—বস্ত্র, কার্পাস ও রেশমী ২৯৯, ৩০০
—বাণিজ্য-কুঠী দেউলিয়া ২৯১, ২৯৮
—লবণ ৩০১, ৩০২
বোটানিকেল গার্ডেন ৪২০
ব্রজনাথ গোস্বামী, শান্তিপুর ২১৬
ব্রজমোহন ঘোষাল, বালেশ্বরে নিমকীর দেওয়ান ৩৪৪
ব্রজমোহন শর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
ব্রজমোহন সিংহ—ধর্ম্মসভা ৪০৫
ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরী, কাশী ৩৯০
ব্রজমোহন সেন—হিন্দু ফ্রি-স্কুল ৪২২
'ব্রহ্মপুরাণ' ৩৮২
ব্রহ্মসভা ২৮২, ৪০৮, ৪০৯, ৪১১
ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী ৩৫৩
—বর্দ্ধমানে যজ্ঞ ৩৭৩
ব্রাহ্মণভোজন, লক্ষ ৩৬৪-৬৫
ব্রাহ্মসমাজ, জোড়াসাঁকো ৩৮০
ব্রামলি—মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ২০৩, ৪২১
ব্রাণ্ট, উইলিয়াম—জনপ্রিয়তা ৩৪৩-৪৪

ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪০০
ভগবতীচরণ মিত্র ৪০৮
—জমীদার-সমাজ ৩১৯
—ধর্ম্মসভা ৩৯৮, ৪০০, ৪০৩
—সংস্কৃত কলেজ ১৯৪
'ভগবদ্গীতা'—গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ২৪৭
'ভক্তিসূচক,' বাংলা সাপ্তাহিক পত্র ৪২৫
ভবানী, রাণী, নাটোর ২২১, ২২৬, ২৩০
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা-সম্পাদক ৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০২-০৫, ৪০৭
—সদর-আমীনের পদপ্রার্থী ৩০৯
—'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ২৫২
ভবানীপ্রসাদ রায়—টাকীর পাঠশালা ২১৩, ২১৪
ভাগীরথী নদী—মোহানা হইতে বহরমপুর বন্ধ ৪১৪
—বহরমপুর হইতে নবদ্বীপ স্থানবিশেষে নূনসংখ্যায় এক হাত জল ৪১৪
ভাঁড়ের নাচ ২৭৬
'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ভূমিকা—শিবচন্দ্র ২৪৯
ভাষা—আদালতে ফার্সীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার চলনের হুকুম ২৬২-৬৩
—আরবীর চর্চা ২১৮
—ইংরেজীর চর্চা ২৩৮, ২৪১
—ফার্সীর চর্চা ২৬৪
—ফার্সীর স্থলে ইংরেজী চালাইবার প্রস্তাব ২০২
—বাংলা চর্চায় অমনোযোগিতা ২৪১, ৪২৩, ৪২৬
—সংস্কৃত চর্চা ২১৮, ২৭৯
ভাষা-সমস্যা ২৬২-৬৬
ভাস্কর-পুষ্কর, কাশী ৩৯০, ৩৯১
'ভুবনপ্রকাশ' ২৪৯
ভুবনমোহন মিত্র—হিন্দু ফ্রি-স্কুল ২০৬
ভুরস্থট ৪১৫
ভূকৈলাস ৩৪৯
ভূমিকম্প ৪১৭-১৯
ভূম্যধিকারী সভা ৩২০
ভৈরবচন্দ্র ঘোষ ২৬৮
ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
মগরা ৪১৩
মণ—চল্লিশ-সেরী, প্রচলন ৩০১
মণিকর্ণিকা, কাশী ৩৯০
মণিপুর ৪০৯-১০
মণ্ডলঘাট ৪১৫
মতিলাল মল্লিক ৩০৫
মতিলাল রায়—শান্তিপুরে চারিটি স্কুল স্থাপন ২১৬-১৭
মতিসুন্দরী দাসী, বারাসত ৩৪৭
মথুরা—গোবর্দ্ধন ৩৬৮
—বিষ্ণুমন্দির ২৭৮
মথুরানাথ মল্লিক, রামকৃষ্ণপুর ৪০৮
—জমীদার-সমাজ ৩১৯
—ধর্ম্মসভা ৩৯৮, ৩৯৯
মদনমোহন দত্ত ২৫৩, ৩৮৩
মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিপুর ২১৬
মধুসূদন পাল, জোড়াসাঁকো ২৬৭, ২৬৮
মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ২৬৮
মধুসূদন রায়—ধর্ম্মসভা ৩৯৩
মধুসূদন শ্রীমাণি ২৬৮
মনু ২৭৫
'মফস্বল আখবার,' আগ্রা—ইংরেজী সংবাদপত্র ২৫৪
মফস্বলের স্কুল ২০৯-১৭
মমতাজদ্দোলা, নবাব ৩৫৮
মলঙ্গা ৪০৪
'মহানাটক' ২৪৮
মহেশচন্দ্র চূড়ামণি—ধর্ম্মসভা ৪০৫, ৪০৬
মহেশদত্ত পণ্ডিত, কাশী ৩৮১
মাণিক্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৬৮
মার্টিন, ডাঃ ৩২২
—কলিকাতার মেডিক্যাল টপোগ্রাফি ২৪৮
—চাঁদনী, ধর্ম্মতলার চিকিৎসালয় ৩২৩
মামলা-মোকদ্দমা ৩৪২, ৩৪৭, ৩৫১-৫২, ৩৫৪-৫৬ ৩৫৮-৫৯
মারাঠী অভিধান—বালশাস্ত্রী জম্ভবী ৩৩০
মার্শম্যান—কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ২২৯

মিটফোর্ড—ঢাকা শহরের শোভাকরণার্থ দান ২৮০
মিতাক্ষরা ২৭৫
মীর্জাপুর ২৪৩, ৩২৮, ৩৪১
মুঙ্গের—ভূমিকম্প ৪১৮
মুচিখোলা ৩৪৪
মুদ্রা ২৮৮
মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ৩৪৫, ৪২৭
মুনশী আমীর—জমীদার-সমাজ ৩১৯, ৩২১
মুর্শিদাবাদ ২১৮, ২২৫, ৩১৪
—নবাব-নাজিমের দেওয়ান ৩৬০
—মাদ্রাসা ২১৭
—রাজা, রামচন্দ্র বাহাদুর ৩৫৮
মুহসিন, মুহম্মদ, হাজী—দান ৩২৪
মৃত্যুঞ্জয় বসু, গরাণহাটা, কলিকাতা ৩৪৭
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কলিকাতা ২৩১
—'প্রবোধচন্দ্রিকা' ২৪৫
মৃত্যুঞ্জয় রায়, দেওয়ান, রাজনগর ৩:২
মেছুয়াবাজার ৩২৩
মেটকাফ পুস্তকালয় ২৩০, ৪২৭
মেটকাফ, স্যর চার্লস ২৯৭
—দেশীয় লোকের মানপত্রদান ৩৪৩–৪৫
—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ৩৪৫, ৪২৭
—মেডিক্যাল কলেজের কার্য্যারম্ভ ২০৩
মেডিক্যাল কলেজ ২৪৮, ২৯৪
—কার্য্যারম্ভ ২০৩, ৪২১
—ছাত্রদের বেতন-রহিতের প্রস্তাব ২০৪
মেদিনীপুর ৩৬৬
—ইংরেজী বিদ্যালয় ৩২৩, ৩৫৮
—হাসপাতালের প্রস্তাব ৩২৪
মেলা—কুম্ভ ৩৮৪, ৩৮৬
—গুরগাঁওয়ে ৩২৭
—দফর খাঁ গাজী পীরের ৩১০
—হরিদ্বারের ৩৮৪, ৩৮৭

যজ্ঞ—বর্দ্ধমানে ব্রহ্মানন্দ গোস্বামীর ৩৭৩
যজ্ঞরাম খরঘরিয়া ফুকন, আসামের
সদর-উস্-সদর—মৃত্যু ৩৫৮
যশোহর ২৩১, ২৬৬, ২৮৩, ২৮৫, ৩২০, ৩৬১
যাত্রা ২৭৬
যাদু ঘোষ, ফরাসডাঙ্গা—রথ ৩৬৭

য়্যাডাম—'এ্যাডাম' দ্রষ্টব্য

রংপুর ২৭৪
রঘুনাথপুর ৩৩৬
রঘুনাথ-বিগ্রহ, চন্দ্রকোণা ৩৬৮
রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, ধর্ম্মদবহির্গাছি—নবদ্বীপের
রাজগুরু ২৩১
রঘুরাম গোস্বামী—জমীদার-সমাজ ৩১৯
রুক্মিণীমণী দেবী, বর্দ্ধমান—নরবলি ৩৭৩
রঙ্গলাল মিত্র ২৬৮
রত্ন সিং—ধর্ম্মসভা ৩৯৩
রথ—ফরাসডাঙ্গায় ৩৬৭
রণজিৎ সিংহ ৩৮৫
রমানাথ ঠাকুর—জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজের
এক জন ট্রাষ্টি ৩৮১
রসময় দত্ত—বেণ্টীঙ্কের বিলাত যাইবার
সংবাদে সভা ৩৩৭
—সংস্কৃত কলেজ ১৯৪
—হুগলী কলেজ পরিদর্শন ২০৮
রসিকলাল মিত্র, বারাসত—মৃত্যু ৩৪৭
রসিকলাল সেন ৪০৮
রাজকৃষ্ণ দে—কবিরহাটীর গঞ্জে গোলা ৩০৯
রাজকৃষ্ণ (দেব), মহারাজ বাহাদুর, শোভাবাজার
—জমীদারী ইজারা ৩৩৬
—রাজবাটীর পরিবারের ব্যয় বরাদ্দ ৩৩৭
রাজকৃষ্ণ রায়, রাজা, জোড়াসাঁকো—হত্যার
অভিযোগ ও মুক্তি ৩৬৫–৬৬
রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, পানিহাটি
—জমীদার-সমাজ ৩১৯
—ধর্ম্মসভা ৪০০, ৪০৩, ৪০[illegible]
—নাচ ৩৫[illegible]

রাজকৃষ্ণ সিংহ, জোড়াসাঁকো ২৪০
রাজচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন, অধ্যাপক, কোন্নগর ২৩২
রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৬৮
রাজনারায়ণ বসু—হিন্দুকলেজ ১৯৬
রাজনারায়ণ রায়, রাজা, আন্দুল
—জমীদার-সমাজ ৩১৯–২১
—নবকুমারলাভ ৩৪২
—রাজা-বাহাদুর উপাধি লাভ ৩৪১
—'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদককে প্রহার ও গ্রেপ্তার ৩৬৬
—স্যর চার্লস মেটকাফকে মানপত্রদান ৩৪৫
রাজমোহন রায় চৌধুরী, কুণ্ডীর জমীদার
—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
রাজশাহী—হিন্দু চতুষ্পাঠী ২৩৮
'রাজাবলী' ২৩৩
রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—কুচবিহার বিদ্যালয় ২১৫
রাণীগঞ্জ কয়লার খনি ২৯৬
রাধা চন্দ্র, ডাকাত-সর্দ্দার, হুগলী ৩০৯
রাধাকান্ত দেব, রাজা ৩১৯, ৪০৮
—জমীদার ৩৩০
—জমীদার সমাজ ৩১৯–২১
—দরবারে খেলাৎপ্রাপ্তি ৩৪৮
—ধর্ম্মসভা ৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫
—ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে সভা ৩২২
—সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি ১৯৪
—স্কুলবুক-সোসাইটি ৩৩০
—স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা ৩৩০
—হিন্দুকলেজ ৩৩০
রাধাকৃষ্ণ দে—ছাত্র, মেডিক্যাল কলেজ ২৯৩
রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী—কুচবিহার বিদ্যালয় ২১৫
রাধাপ্রসাদ রায়—জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজের এক জন ট্রাষ্টি ৩৮১
রাধাবাজার ৩৩৬
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে সভা ৩২২
রাধারমণজীউ বিগ্রহ—নূতনবাজারে হরেকৃষ্ণ শেঠের বিধবা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৪০৫, ৪০৬
রাধারাম ঠাকুরের মন্দির, বৃন্দাবন ২৭৮
রামকমল ন্যায়রত্ন, নৈহাটী ২৩১
রামকমল সেন—জমীদার-সমাজ ৩১৯, ৩২১
—ধর্ম্মসভা ৩৯৪, ৩৯৫, ৪০৭
—ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে সভা ৩২২
—বেণ্টীঙ্কের বিলাত যাইবার সংবাদে সভা ৩৩৭
—মীর্জাপুর গমন ২৪৩
—সংস্কৃত কলেজ ১৯৪
রামকানাই দেবশর্ম্মা, কাশী ৩৮১
রামকানাই মল্লিক ৩২৫
রামকান্ত মল্লিক ২৬৮
রামকিশোর দেবশর্ম্মা, কাশী ৩৮১
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূকৈলাস ৩৪৯
রামকৃষ্ণ শর্ম্মা, শিবপুর ৪০০
রামগোপাল মল্লিক ৩২৫
—মাতৃশ্রাদ্ধ ৩৭৩, ৩৭৪
রামগোপাল সরকার, শান্তিপুর ২১৬
রামচন্দ্র, রাজা-বাহাদুর, মুর্শিদাবাদ ৩৫৮
রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিপুর ২১৫
রামচন্দ্র দেবশর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, সংস্কৃত কলেজ ৩৮৩
—ধর্ম্মসভা ৪০৫
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর ২১৬
রামচরণ রায়, দেওয়ান ২৮৩
রামচাঁদ ঘটক, বহুবাজার ৩৪২
রামজয় তর্কালঙ্কার—ধর্ম্মসভা ৩৯২
রামজয় শেঠ ২৬৮
রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, বহুবাজার—ধর্ম্মসভা ৩৯৯
রামতনু মল্লিক ৩২৫
রামতনু রায় ৩৯৮
রামদুলাল সরকার ২৮৪, ৩০৭
—দীনদরিদ্রের সেবার ব্যবস্থা ২৮৩
রামধন চক্রবর্ত্তী, শান্তিপুর ২১৬
রামধন দেবশর্ম্মা, কাশী ৩৮১
রামধন শর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
রামনাথ গর্গ, রাজা, মহিষাদল ৩৭৩

রামনারায়ণ কুণ্ড ২৬৮
রামনারায়ণ শ্রীমাণি, শিমলা, ষষ্ঠীতলা ২৬৭
রামমোহন দত্ত, মলঙ্গা—ধর্ম্মসভা ৩৯২, ৩৯৯
—পুত্রের বিবাহ ৪০৪
রামমোহন দেবশর্ম্মা, কাশী ৩৮১
রামমোহন মল্লিক ৩২৫
রামমোহন রায়, রাজা ২৭২, ৩৯৮, ৪০৮
—কলোনাইজেশ্যনের পক্ষে দরখাস্ত ৩২৯
—দায়ভাগ-সংক্রান্ত পুস্তকপ্রকাশ ২৪৪
—বর্দ্ধমানাধিপ প্রতাপচন্দ্রের সহিত সখ্যতা ৩৫৫
—সতীদাহ সম্বন্ধে বিলাতে আলোচনা ৩৮০
—হিন্দুকলেজ ১৯৫, ১৯৬
রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ২৬৮
রামরত্ন রায়—জমীদার-সমাজ ৩১৯, ৩২১
—পামার সাহেবের স্মৃতিসভা ৩৪৬
রামরত্ন মল্লিক ৩২৫
রামরত্ন সখা—হুগলী কলেজের ছাত্র ২০৯
রামলোচন, রাজা ৩৬৭
রামলোচন কবিভূষণ ৩৭১
রামলোচন ঘোষ—নিষ্কর ভূমির কর ৩১৩, ৩১৫, ৩১৭
রামলোচন ন্যায়ভূষণ, নবদ্বীপ—ধর্ম্মসভা ৩৯৮
রামলোচন মুখোপাধ্যায় ২৬৮
রামশিলা, গয়া ২৮৩
রামসুন্দর মিত্র, দেওয়ান, বারাসত ৩৪৭
রামেশ্বর সেতুবন্ধ (এ্যাডাস ব্রীজ) ৪১৩
রায়ান্, স্যর এডওয়ার্ড ৩২৮
—চিকিৎসালয়-স্থাপনার্থ টাউন-হলে সভা ৩২২
—পাবলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা ২২৯
—মেডিক্যাল কলেজে উপাধি-দান ২০৩
—হুগলী কলেজ পরিদর্শন ২০৮, ২০৯
রাস ৪০০
রাসবিহারী শর্ম্মা—দানপত্রে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের নির্দ্দেশ ৩৬৫
রাস্তাঘাট ৩৩৬, ৪১২–১৫
—কলিকাতা হইতে কাশী ২৭৭
—কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষেত্র ২৮৩
রাস্তাঘাট (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—কোম্পানীর বাগানের আড়পার ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৩৩১
—কৃষ্ণনগর হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত ৪১৩
—গঙ্গাতীরস্থ ৩৫৯
—দোয়াবের ভিতর দিয়া ৩৪১
—বর্দ্ধমান ৪১৩
—বীরভূমের সিকুরি হইতে কাটরা ২৮১
—ভাগীরথীর সহিত সুন্দরবনের পথের যোগ ৩৪১
—হরিদ্বারের ৩৮৬, ৩৮৭–৮৯
—হুগলী হইতে ধনেখালি ২১২
রাহাদারি মাশুল ৩৪০, ৩৪৫
রিচার্ডসন, ডি-এল—'লিটারারি গেজেট' ৪২২
—হিন্দুকলেজে যোগদান ৪২০
'রিফর্ম্মার'—প্রসন্নকুমার ঠাকুর-সম্পাদিত ২৪৫, ৪১৪
রুডিমেণ্টাল একাডেমী, শোভাবাজার ২০৪
রুদ্রনারায়ণ রায়, রাজকুমার, জলামুঠা—বিবাহ ৩৭১
রুস্তমজী কাওয়াসজী—ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে সভা ৩২২
—বোম্বাই হইতে সমুদ্রপথে কলিকাতায় পরিবার আনয়ন ৩১৮
রোমান অক্ষর প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনা ২৫৪–৬২
রোমানাইজিং প্রেস, শোভাবাজার ২৪৬

লক্ষ্ণৌ—ভূমিকম্প ৪১৭
লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—জমীদার-সমাজ ৩১৯
—ধর্ম্মসভা ৩৯১
—হিন্দুকলেজের সেক্রেটারি ১৯৯
লটারি কমিটি ৩৫৯, ৪১৬
লবণ—আমদানী ২৯৯
—কর ৩১১
—দেশীয় লবণের ব্যবসা ৩০১-৩০৩, ৩৪৪
লর্ড বিশপ ২০৩, ৩২২
লাখেরাজ জমি ৩৩৬
—কর ৩১৭-১৮
লাডলিমোহন ঠাকুর ৩৪৭–৪৮, ৩৬১

লাসা, তিব্বত—ভূমিকম্প ৪১৯
লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ৩০৭
লোপেস, সি—রুডিমেণ্টাল একাডেমীর অংশীদার ২০৪

শক্‌দ্বারদ্বীপ (ভাট) ৩৮৪
শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি—ধর্ম্মসভা ১৯২, ৩৯৫
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা ১৯২, ৩৯৬, ৪০১
শম্ভুচন্দ্র শর্ম্মা, সংস্কৃত কলেজ ১৮১
শান্তিপুর—বিদ্যালয় ২১৬-১৭
শারদাপ্রসাদ বসু—রোমান অক্ষরে বাংলা পুস্তক ২৪৬
শারদীয়া পূজা ৩২৮
—ছুটি ৩৬৯
শাসন ৩০৪-২১
শাহ আলম, দিল্লীশ্বর ২৮৮
শিক্ষা ১৯৩-২৪৩, ৪২০-২৩
শিবকৃষ্ণ (দেব), মহারাজ-বাহাদুর, শোভাবাজার
—ধর্ম্মসভা ৩৯৭-৯৮
—পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্ব ৩৩৭
শিবচন্দ্র—ভারতবর্ষের ইতিহাস ২৪৯
শিবচন্দ্র কর্ম্মকার—চিকিৎসা-শিক্ষালয় ২০৪
শিবচন্দ্র দাস—ধর্ম্মসভা ১৯২-৯১
শিবচন্দ্র রায়, রাজা, জোড়াসাঁকো ৩৪৭
শিবচন্দ্র শর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
শিবনাথ শাস্ত্রী—হিন্দুকলেজ ১৯৬
শিবনারায়ণ ঘোষ—মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ ৪০৮
শিবসুন্দরী—রাজা শিবচন্দ্র রায়ের পত্নী ৩৪৭
শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, মহারাজ, কুচবিহার
—সিংহাসনপ্রাপ্তি ৩৬২
শোভাবাজার, কলিকাতা ২০৪ ৩২২, ৩৬০, ৩৭৮
—রাজবাড়ি, বিদুষী মহিলা ২২১
—রোমানাইজিং প্রেস ২৪৬
শোর, স্যর জন—মৃত্যু ৩৩৭
শ্যামলাল ঠাকুর—জমীদার-সমাজ ৩১৯
—নবীনমণি দেবীর সহিত মোকদ্দমা ৩৪৮, ৩৬১
শ্যামসুন্দর দেবশর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
শ্যামাচরণ দত্ত—ছাত্র, মেডিকাল কলেজ ২০১
শ্যামাসুন্দরী—বিদুষী ব্রাহ্মণ-কন্যা ২২১, ২২৬
শ্রাদ্ধ ৩৪৭
—কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পিতামহীর ৩৭৮
—গোবরডাঙ্গার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের মাতার যাণ্মাসিক ৩৭৫-৭৮
—নিমাইচরণ মল্লিক ও তাঁহার স্ত্রীর ৩২৬
—পানিহাটির জয়গোপাল রায় চৌধুরীর ৪০২
—রামগোপাল মল্লিকের মাতার ৩৭১-৭৪
—শিবনারায়ণ ঘোষের মাতার ৪০৮
শ্রীকণ্ঠ রায়, মহারাজ-বাহাদুর, যশোহর ২৮৩
শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন—ধর্ম্মসভা ৩৯১
শ্রীকৃষ্ণ বসাক—ধর্ম্মসভা ১৯২
শ্রীনাথ চৌধুরী—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
শ্রীনাথ মল্লিক ১৯৮
শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর ২১৬
শ্রীনাথ রায়, 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক
—আন্দুল-রাজের কবল হইতে মুক্তি ৩৪১
—আন্দুল-রাজের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ৩৪২
শ্রীনারায়ণ সিংহ—ধর্ম্মসভা ৩৯১
'শ্রীমদ্ভাগবত'—ভবানীচরণ বন্দ্যো প্রকাশিত ২৪৪
শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, যশোহর ২৩১
শ্রীরামপুর ২৪৯, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩৬
—গবর্ণর ৩৩৪
—জুয়াখেলা ৩৩১
—মুদ্রাযন্ত্রালয় ২৪৫, ২৪৬, ২৫১
—স্নানযাত্রা ৩৩৩

ষ্টকেলার ২৪৮
—কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি ২২৯
ষ্টাম্পের উপর মাশুল ৩১৩
ষ্টীম টগ এসোসিয়েশ্যন—সেক্রেটারি, কার ঠাকুর কোম্পানী ২৯০
ষ্টীম ফণ্ড (বাষ্পীয়পোতের চাঁদা) ৩২১

সংবাদপত্র—'ইংলিশম্যান' ২০৫, ২৯৪, ৩৪৪, ৩৬৬, ৪২৩
—'ইণ্ডিয়া গেজেট' ১৯৫, ২৫৫, ৩৮৭
—'এনকোয়েরার' ২৫০, ৩২৯
—'ক্যালকাটা কুরিয়ার' ২০৪, ২১২, ৩৪৬, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৮৭
—'ক্যালকাটা গেজেট' ৩৪৪
—'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' ৩৭৫
—'জ্ঞানান্বেষণ' ১৯৪, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১১, ২২৩, ২৩০, ২৪৭, ২৫২, ২৮১, ৩০৭, ৩১১, ৩১৬, ৩৭৩, ৪১১, ৪২৫
—'দলবৃত্তান্ত' ২৫৩, ২৫৪
—'দিল্লী আখবার', ইংরেজী ও পারস্য সংবাদপত্র ২৫৪
—'পোর্টফোলিও', ইংরেজী ৪২৫
—'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ২৫২
—'বেঙ্গল হরকরা' ২০৯, ৩১১, ৩৪৪, ৩৫৯
—'ভক্তিসূচক' ৪২৫
—'মফস্সল আখবার,' আগ্রা, ইংরেজী ২৫৪
—'রিফর্ম্মার' ২৪৫, ৪১৪
—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ৪২০–৩২
—'সংবাদ প্রভাকর' ২২১, ২৪৯, ২৫২, ২৮৭, ৩১৩, ৩৫৬, ৩৭৩
—'সংবাদ রত্নাবলী' ৪০২
—'সংবাদ সুধাকর' ২৫০
—'সংবাদ সৌদামিনী' ১৯৪
—'সমাচার চন্দ্রিকা' ১৯৯, ২১১, ২২১, ২৩১, ২৫৪, ৩১১, ৩২৯, ৩৩০, ৩৭০
—'সমাচার দর্পণ' ৩৯৪
—'সম্বাদ ভাস্কর' ৩৬৬
—'হিন্দু পাইওনিয়ার' ৪২৬
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ৪২০-৩২
—যন্ত্র ২৪৮
'সংবাদ প্রভাকর'—'সংবাদপত্র' দ্রষ্টব্য
'সংবাদ রত্নাবলী' ৪০২
'সংবাদ সুধাকর'—প্রেমচাঁদ রায় ২৫০
'সংবাদ সৌদামিনী'—সংবাদপত্র ১৯৪
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা ১৯৪, ২১৬
—পণ্ডিতবর্গ ৩৮৩
—বৈদ্যক-ঘর ১৯৩, ৪২০–২১
—সেক্রেটারিগণ ১৯৪
সংস্কৃত কলেজ, কাশী ২১৭
সখের যাত্রা ২৭৬
সতী ২৭৫, ৩২৯, ৪০৮
—আরজী, সতীপক্ষীয় ৩৯১-৯৬, ৪১৯
—নিবারণ আইন ৩৭৯
—নিবারণে ব্রাহ্মসমাজে সভা ৩৮০–৮১
—দ্বেষীর সংসর্গ বর্জন ৪০১
সত্যচরণ ঘোষাল ৩৪৮
—জমীদার-সমাজ ৩১৯, ৩২১
—ধর্ম্মসভা ৩৯২
সদর দেওয়ানী আদালত ২৫০, ৩৫১-৫২
সদর নিজামৎ আদালত ৩৫০
সনাতন তর্কবাগীশ—ধর্ম্মসভা ৪০৫, ৪০৬
সপ্তগ্রাম ৪১৩
সভা-সমিতি ৪১১, ৪১৬
সমরু, বেগম—'বেগম সমরু' দ্রষ্টব্য
'সমাচার চন্দ্রিকা'—'সংবাদপত্র' দ্রষ্টব্য
'সমাচার দর্পণ' ৩০৪
—আদি বাংলা সংবাদপত্র ২৫০
সমাজ ২৬৭–৩৬৬, ৪২৭–৩০
'সম্বাদ কৌমুদী' ৩১৮
'সম্বাদ ভাস্কর' ৩৬৬
সম্ভ্রান্ত লোক ৩২৫-২৬
সরিতুল্লা—বিদ্রোহাচরণ ৩১১
সর্ব্বদে রায়কত, বৈকুণ্ঠপুরের রাজা—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
সাঁকো—'সেতু' দ্রষ্টব্য
সাগর-উপদ্বীপ ২৯১
সাদার্লাণ্ড, জে-সি-সি—কাসিমবাজার-রাজের সংসারাধ্যক্ষ ৩৬৩-৬৪
—সেক্রেটারি, জেনারেল ইনষ্ট্রাকশ্যন কমিটি ২৪২
—হুগলী কলেজ পরিদর্শন ২০৮

হরিশ্চন্দ্র, রাজা, সেওড়াপুলির জমীদার ৩৫৬
—বৈদ্যবাটী ও সেওড়াপুলিতে হাট ৩৫৬
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৮
হরিহর দত্ত, কলুটোলা—'জাম-ই-জাঁহানুমা' ৩৭৯
হরেকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা—ধর্ম্মসভা ৪০৪
হরেকৃষ্ণ সেঠ, নূতনবাজার ৪০৫, ৪০৬
হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, মহারাজা
—কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫
—মৃত্যু ৩৬১-৬২
হলধর শ্রীমাণি ২৬৮
হলন্‌বর, শ্রীরামপুরের গবর্ণর—মৃত্যু ৩৩৩
হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গৌহাটি
—'আসাম বুরঞ্জি' প্রকাশ ৩৩২
—'কামাখ্যাযাত্রাপদ্ধতি' ৩৩২
—মৃত্যু ৩৩১
—স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা ৩৩২
হাজারিবাগ—বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব ২৩৮
হাট—'গঞ্জ' দ্রষ্টব্য
হালিশহর (কুমারহট্ট) ৩৯৭, ৪০৭
হাসপাতাল—গরাণহাটা ৩২২
—চাঁদনী, ধর্ম্মতলা ৩২২-২৩
—ফিভার ৩২২-২৩
—মেছুয়াবাজারের নিকটে নির্ম্মাণ প্রস্তাব ৩২৩
—মেদিনীপুরে নির্ম্মাণ প্রস্তাব ৩২৪
—হুগলী ৩২৪
হিজলী ৩৬৬, ৩৭১
'হিতোপদেশ' ২০৩
হিন্দুকলেজ, কলিকাতা ১৯৪-২০৩, ২০৬, ২১০, ২১৭, ২৫০, ৩৩০, ৩৩৭
—ছাত্রগণকর্তৃক 'হিন্দু পাইওনিয়ার' প্রকাশ ৪২৬
—ছাত্রদের পরীক্ষা ২০১
হিন্দুকলেজ, কলিকাতা (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
—ডি. এল. রিচার্ডসনের যোগদান ৪২২
—ডিরোজিওর কর্ম্মচ্যুতি ৩২৮
—বীচি-অঙ্কিত উইলসন সাহেবের চিত্র ২৩৪
হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশন
—টাউন-হলে ছাত্রদের পরীক্ষা ২০৭
হিন্দু থিয়েটার—নবীনচন্দ্র বসুর বাটী ৪২৭
'হিন্দু পাইওনিয়ার'—ইংরেজী পাক্ষিক পত্র ৪২৬
হিন্দু ফ্রি-স্কুল ২০৫, ২০৬, ৪২১
হিমালয়—ঝাকুঁর পরিদর্শন ৩৩২
হীরালাল মল্লিক ৩১০
হুগলী ২১২, ২২৭, ২৪১, ২৮৪, ৩৫৬, ৪০১, ৪১০
—কলেজ ২০৮, ৩২৪
—জেলার উন্নতি ৪১২
—ডাকাত-সর্দ্দার রাধা চঙ্গ ৩০৯
—নওয়াসরাইয়ের খালে সেতু ৪১১
—বিদ্যালয় ২০৯, ২১০-১১, ২১২
—সেওড়াপুলির জমীদার রাজা হরিশ্চন্দ্র ৩৫৬
হেদুয়া ৪০৫
হেয়ার, ডেভিড ৩৪৬
—জমীদার-সমাজ ৩১৯
—জাল-প্রতাপচন্দ্রের মোকদ্দমায় সাক্ষী ৩৫৫
—পটলডাঙ্গার পাঠশালা ২১০
—হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ১৯৫-৯৮
—হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশন ২০৭
—হিন্দু ফ্রি-স্কুলের পরীক্ষাগ্রহণ ২০৬
—হুগলী কলেজ পরিদর্শন ২০৮
হেষ্টিংস, লর্ড ২৪৫, ৩৮৭, ৩৮৮
—স্মরণার্থ অট্টালিকা, প্রতিমূর্ত্তি ও সাঁকো নির্ম্মাণ ৩৩১
হোগলকুড়ে ৩৩৬
হৌস—'কুঠী' দ্রষ্টব্য

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত]

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

এই গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সুরু করিয়া ১৮৭৬ সন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার কথাও ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে

স্যর যদুনাথ সরকার, কেটি, সি-আই-ই, বলেন :—

...অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নের সহিত...ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" সংকলন করিয়াছেন। তাঁহার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র মত ইহা অমূল্য; কারণ এই তিনখানি আধার একত্র না করিলে বঙ্গে নবজীবনের (রেনাসাঁজ-এর) ইতিহাস জানা সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে বৃটিশ যুগের নাটক ও নাট্যশালার ধারাবাহিক তারিখ ও প্রমাণ সহিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের পক্ষে ইহা প্রথমশ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো। ('ভারতবর্ষ,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১)

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট্, বলেন :—

বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার জন্য এতাবৎ যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি সেগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব্ব ও একক।...যে পারিপার্শ্বিক ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালা নাটক তাহার নবীন জন্ম লাভ করিল এবং পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইল, ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার একটি যথার্থ দিগ্‌দর্শন আমাদের দিয়াছেন। সমসাময়িক সাহিত্য ও দলিলপত্র হইতে প্রমাণপঞ্জী আহরণ করিয়া দেওয়ায় তাঁহার পুস্তক বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস বিষয়ে অবশ্য গ্রহণীয় প্রমাণ ভাণ্ডার হইয়া থাকিবে, এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যালোচকদের নিকট চিরকাল ধরিয়া source-book অর্থাৎ আকর বা আধার পুস্তক হইয়া থাকিবে। এই হিসাবেই ব্রজেন্দ্রবাবুর বইয়ের অপূর্ব্বত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

বইখানি ঐতিহাসিক প্রমাণের ভাণ্ডার স্বরূপ হইলেও, বিশেষজ্ঞ বা সাহিত্য-সমালোচক ভিন্ন সাধারণ পাঠকগণও ইহাতে যথেষ্ট রস পাইবেন—এমনই চিত্তাকর্ষক করিয়া নিপুণ ইতিহাস-শিল্পী ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রমাণগুলি ও তদবলম্বনে তাঁহার ইতিহাস কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। তিনি প্রাচীনদের মুখ হইতেই প্রাচীন কথা শুনাইয়াছেন,—প্রাচীনের সারল্য ও সরসতা ইহাতে অক্ষুণ্ণ থাকায় পাঠকালে যে আনন্দ আস্বাদন করা যায় তাহা নিছক্ অধুনাতন ঐতিহাসিকের যুক্তিতর্কময় প্রমাণ-কণ্টকিত লেখায় পাওয়া অসম্ভব। বস্তুবিষয় বিন্যাসের কৌশলে বইখানি একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এইরূপ পুস্তক প্রত্যেক শিক্ষিত বা শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালীর আলোচ্য বা পাঠ্য হইবার যোগ্য।...বাঙ্গালা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে সম্প্রতি যে কতকগুলি ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির বহু ত্রুটী-বিচ্যুতি ও ভ্রম-প্রমাদ এই প্রমাণ ভাণ্ডার প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে সংশোধন করিয়া লইবার সুযোগ মিলিল। এই প্রকার পুস্তক প্রকাশ করা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অতি উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে। ('বঙ্গশ্রী', শ্রাবণ ১৩৪০, পৃ. ১২৪)

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে, এম-এ, ডি-লিট্, লিখিয়াছেন :—

...পুরাতন তথ্যের সূক্ষ্ম-পরীক্ষণ ও নূতন তথ্যের সযত্ন-সন্ধান হিসাবে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক মূল্যবান্। ব্রজেন্দ্র বাবুর অনুসন্ধিৎসা, তথ্যানুরাগ ও অধ্যবসায় সুপরিচিত।...গত শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য-ইতিহাসের যে অমূল্য উপাদান অধুনা-বিস্মৃত কাগজপত্রের মধ্যে অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল তাহা এই অক্লান্তকর্ম্মা, সহায়সম্পদহীন, একনিষ্ঠ ব্যক্তির একান্ত অনুরাগ ও অদম্য অধ্যবসায়ের গুণে আজ বাঙ্গালী পাঠকবর্গের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

মূল্য সাধারণের পক্ষে ১॥০, পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।০।